توضیح القرآن
آسان ترجمہ قرآن
আল কুরআনুল কারীম
সহজ তরজমা ও তাফসীর
তাফসীরে
তাওযীহুল কুরআন
তৃতীয় খণ্ড
সূরা রূম - সূরা নাস
শাইখুল ইসলাম
মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী
দামাত বারাকাতুহুম

www.islam-inlife.com/bangla

আল কুরআনুল কারীম

সহজ তরজমা ও তাফসীর

তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন

তৃতীয় খণ্ড

সূরা রূম হতে সূরা নাস

www.islaminlife.com

উর্দূ তরজমা ও তাফসীর

শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী
দামাত বারাকাতুহুম

অনুবাদ

মাওলানা আবুল বাশার মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম
ইমাম ও খতীব: পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট জামে মসজিদ, তেজগাঁও, ঢাকা
শাইখুল হাদীস: জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া, তেজগাঁও, ঢাকা

মাকতাবাতুল আশরাফ
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন: ৭১৬৪৫২৭, ০১৭১২-৮৯৫৭৮৫
ই-মেইল: support@maktabatulashraf.net
ওয়েব সাইট: www.maktabatulashraf.net

তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন

তৃতীয় খণ্ড [সূরা রূম হতে সূরা নাস]

উর্দূ তরজমা ও তাফসীর
শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী

অনুবাদ
মাওলানা আবুল বাশার মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম

প্রকাশক
মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান
মাকতাবাতুল আশরাফ
১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন: ৭১৬৪৫২৭, ০১৭১১-১৪১৭৬৪

প্রকাশকাল
জুমাদাল উলা ১৪৩২ হিজরী
এপ্রিল ২০১১ ঈসায়ী

[সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রচ্ছদ : ইবনে মুমতায
গ্রাফিক্স : সাইদুর রহমান

মুদ্রণ : মুত্তাহিদা প্রিন্টার্স
(মাকতাবাতুল আশরাফের সহযোগী প্রতিষ্ঠান)
৩/খ, পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা-১১০০

ISBN: 978-984-8950-03-6

মূল্য : ছয়শত নব্বই টাকা মাত্র

TAFSIRE TAWZIHUL QURAN
3rd Part [Sura Rum - Sura Nas]
By: Shaikhul Islam Mufti Muhammad Taqi Usmany
Transleted by: Maulana Abul Bashar Muhammad Saiful Islam
Price: Tk. 690.00 - US$ 20.00 only

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রকাশকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ! আলহামদুলিল্লাহ!! আলহামদুলিল্লাহ!!! আমরা কোন ভাষায় মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের শোকরিয়া আদায় করবো যে তিনি একান্তই স্বীয় অনুগ্রহে, জগদ্বিখ্যাত আলেমে দ্বীন শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুমের সংকলিত, দুনিয়াব্যাপী সাড়া জাগানো 'তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন'-এর তিন খণ্ডের বাংলা অনুবাদ স্বল্পতম সময়ে প্রকাশ করার তাওফীক দিয়েছেন।

আমরা ভাবতেও পারিনি এত দ্রুত সম্পূর্ণ তিন খণ্ডের বাংলা অনুবাদ সম্মানিত পাঠকবৃন্দের হাতে তুলে দিতে পারবো। আসলে আল্লাহপাক সর্বদাই মাকতাবাতুল আশরাফ-এর সকল কাজে এমন অভাবনীয় পন্থায় মদদ করেন যে, আমাদের কোন প্রকার যোগ্যতা ও সামর্থ ছাড়াই বড় বড় কাজ তিনি একান্তই নিজ অনুগ্রহে সম্পন্ন করিয়েছেন। আমরা কিছুই বুঝতে পারি না যে এ বিশাল কাজ কিভাবে হয়ে গেলো। তবে একটা বিষয় স্পষ্ট বুঝতে পারি যে, আমাদের পরিচিত ও অপরিচিত আল্লাহপাকের কিছু প্রিয়বান্দা আল্লাহর ওয়াস্তেই আমাদের জন্য গায়েবানা দু'আ করেন। আমরা তাদের দু'আর শব্দমালা যদিও শুনতে পাই না, কিন্তু দু'আর ফল ঠিকই লাভ করি।

আমাদের সাধ্যাতীত এ বিশাল কাজ কিভাবে সম্পন্ন হলো তার হিসেব আমি কোনভাবেই মিলাতে পারি না।

গত ২০০৯ সনের ১৩ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার ঢাকায় পৌঁছে হযরত শাইখুল ইসলাম দামাত বারাকাতুহুম 'তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন'-এর মুদ্রণ সমাপ্ত হওয়ার ও বাঁধাইয়ের কাজ শেষ না হওয়ায় সঙ্গে আনতে না পারার কথা জানালেন। এর কিছুদিন পরই জনাব হেমায়েত ভাইয়ের পাকিস্তানী বন্ধুর মাধ্যমে অপ্রত্যাশিতভাবে তিন সেট কিতাব হাতে পাওয়া, হযরত মাওলানা আব্দুল মালেক ছাহেব দামাত বারাকাতুহুমের সাথে পরামর্শক্রমে অনুবাদের দায়িত্ব হযরত মাওলানা আবুল বাশার মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম ছাহেবের উপর অর্পণ করা, দ্রুততম সময়ে তাঁর অসাধারণ অনুবাদের পাণ্ডুলিপি পেয়ে জনাব সাইফুল ইসলাম কর্তৃক প্রায় ত্রুটিহীন কম্পোজ, মারকাযুদ দাওয়ার দুজন মুতাখাসসিস কর্তৃক প্রুফ সংশোধন, হযরত মাওলানা আব্দুল মালেক ছাহেব দামাত বারাকাতুহুমের লেখা হুকুকুল কুরআন সম্পর্কিত অসাধারণ ভূমিকাসহ প্রথম খণ্ড মুদ্রিত হওয়ার পর পরই হযরত শাইখুল ইসলাম দামাত বারাকাতুহুম-এর পুনরায় বাংলাদেশে আগমন এবং অনূদিত কপি হাতে পেয়ে সন্তোষ প্রকাশ ও দু'আ, পরবর্তী অল্প সময়ে দ্বিতীয় খণ্ডের সকল কাজ সম্পন্ন করণ আর এখন তৃতীয় খণ্ডকেও সম্মানিত অনুবাদকের সংক্ষিপ্ত অথচ জামে হৃদয়ভাষণ এবং হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক ছাহেব দামাত বারাকাতুহুমের অপূর্ব ইলমী মুকাদ্দিমাসহ মুদ্রিত হয়ে সম্মানিত পাঠকবৃন্দের হাতে পৌঁছাতে পারা - এ সব কিছুই এমন অভাবনীয় উপায়ে সম্পন্ন হয়েছে যা আমরা কখনো

কল্পনাও করতে পারিনি। আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা সর্বদা, আল্লাহ! তোমার জন্যই সকল শোকর সর্বত্র।

আমার একজন মুখলিস দ্বীনী বন্ধু যিনি কোনভাবেই নিজের কর্ম ও পরিচিতি প্রকাশ করতে রাজী নন। তিনি কেবল আখেরাতের অর্জন হিসেবে এ বিশাল দ্বীনী কাজে আর্থিক সহযোগিতা করেছেন উদারহস্তে। বর্তমানে তিনি এবং তার পরিবারের কয়েকজন অসুস্থ তাদের জন্য সকলের নিকট দু'আর দরখাস্ত করছি।

আমরা আমাদের সাধ্যমতো এ খণ্ডটিও ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা করেছি। তারপরও কিছু ভুল-ত্রুটি থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। যদি এ ধরনের কোন ত্রুটি কারো চোখে ধরা পড়ে, তাহলে অনুগ্রহ পূর্বক আমাদের জানানোর অনুরোধ করছি। যাতে পরবর্তীতে সংশোধন করা যায়।

এ মহান খেদমতকে আল্লাহপাক কবুল করুন এবং একে কুরআন বুঝার এবং কুরআনের বিধান মোতাবেক আমাল করার মাধ্যম বানান। আর এ মহান খেদমতের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম বিনিময় দান করুন। আমীন। ইয়া রাব্বাল আলামীন।

وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى وَسَلَّمَ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ وَعَلٰى آلِهٖ وَصَحْبِهٖ أَجْمَعِيْنَ،

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

বিনীত
মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান
বাসা # ৫৪, রোড # ১৮, সেক্টর # ৩
উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা

তারিখ
১৪ জুমাদাল উলা, ১৪৩২ হিজরী
১৯ এপ্রিল, ২০১১ ঈসায়ী

www.islam-inlife.com/bangla

بسم الله الرحمن الرحيم

অনুবাদকের কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اما بعد

আলহামদুলিল্লাহ! 'তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন'-এর অনুবাদ শেষ হল। এটা যে কত বড় আনন্দের বিষয় এবং আমার পক্ষে কত বড় খোশনসীবী তা কোন্ ভাষায় প্রকাশ করব! কিভাবেই বা আমি তোমার শোকর আদায় করব হে আল্লাহ! নাকি তা করা সম্ভব? এ কাজের সূচনা ও সমাপ্তি তো কেবল তোমার ইচ্ছারই প্রতিফলন! না হয় এই মহা অকর্মণ্য ও আপাদমস্তক গুনাহগারের কী সাধ্য ছিল তোমার পাক কালামের খেদমতে সম্পৃক্ত হবে? এ কেবল তোমারই দয়া হে মালিক! কেবল তোমারই করুনা!

প্রিয় পাঠক! তাফসীরে তাওযীহুল কুরআনের বাংলা অনুবাদ করার প্রয়োজন কেন অনুভূত হল, হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক সাহেব এ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় তা তুলে ধরেছেন। সেখানে তিনি এ কথাও বলেছেন যে, তাঁর দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়েই আমি এ গ্রন্থের অনুবাদে হাত দিয়েছি। বস্তুত তাঁর অনুরোধ আমার পক্ষে আদেশ অপেক্ষাও বেশি কিছু এবং আমার জন্য এটা অনেক বড় গৌরবের বিষয়। আল্লাহ তাআলা তাঁকে সিহহাত ও আফিয়াতের সাথে দীর্ঘজীবী করুন এবং উম্মতের ইলমী ইমামতের জন্য কবূল করে নিন।

উল্লেখ্য, এত বড় কাজে আমার হাত দেয়ার মত ধৃষ্ঠতা প্রদর্শন করার কথা নয়। কারণ অন্যসব বিষয়ে চরম উদাসীন হলেও নিজ যোগ্যতার দৈন্য সম্পর্কে আমি বেখবর নই। কিন্তু কুরআন মাজীদের খেদমতে জড়িত থাকার কিছু না কিছু লোভ তো মুমিন মাত্রেরই অন্তরে থাকে। সেই সঙ্গে যদি থাকে হযরত মাওলানার মত ব্যক্তিত্বের প্রনোদনা এবং থাকে একদল যোগ্য উলামা বন্ধুর প্রেরণাদায়ী উচ্চারণ, তবে কঠিন থেকে কঠিনতর কাজেরও হিম্মত জাগে বৈকি! স্বাভাবিকভাবেই এ আশ্বাস তো ছিলই যে, এ কাজে তাঁদের সকলের পূর্ণ সহযোগিতা থাকবে এবং আমার যত ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অসুন্দরতাই ঘটুক তা তাঁদের সাহায্যে মেরামত করার সুযোগ পাব। সুতরাং সেই আশায় বুক বেঁধে, আল্লাহ মালিকের উপর ভরসা করে অনুবাদের কাজ শুরু করে দেই। শুরু করার পর দেখি, গ্রন্থের নাম যদিও 'আসান তরজামায়ে কুরআন' কিন্তু বাংলায় তা অনুবাদ করা অতটা আসান নয়। শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকার উর্দূ বাকশৈলী অনুযায়ী সাধারণ ও প্রাথমিক স্তরের পাঠকদের সামনে রেখে কুরআন মাজীদের সহজ-সরল তরজমা করেছেন এবং সতর্ক থেকেছেন যাতে সে তরজমা কুরআনী শব্দমালা ও তার ব্যঞ্জনা থেকে দূরে সরে না যায়। অনুবাদককে তো মূল লেখকেরই অনুগমন করতে হয়। কাজেই আমাকেও লক্ষ রাখতে হয়েছে তরজমা যেন বাংলা বাকশৈলী অনুযায়ী হয়, সাধারণ পাঠকদের উপযোগী সহজ-সরল হয় আবার তাতে থাকে মূল গ্রন্থকারকৃত তরজমারই প্রতিধ্বনি। কাজটা যে কত দুরূহ তা আমার মত অল্পপুঁজির ভুক্তভোগীই জানে। তবে আমি আমার চেষ্টার কোন ত্রুটি করিনি। উপযুক্ত শব্দ ব্যবহার এবং আরবী ও উর্দূ শব্দের যথাযথ বাংলা প্রতিশব্দের জন্য বিভিন্ন

রকমের অভিধান গ্রন্থ ছাড়াও ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কিত বিভিন্ন বই-পুস্তক ঘাঁটঘাটি করেছি। মূল লেখকের ব্যবহৃত শব্দ ও বাক্যের দৃষ্টিকোণ ও তার প্রকৃত মর্ম অনুধাবনের জন্য সংশ্লিষ্ট তাফসীর গ্রন্থসমূহের সাহায্য নিয়েছি। তাছাড়া যখনই প্রয়োজন হয়েছে আমার বন্ধুবর্গের শরণাপন্ন হয়েছি এবং তাঁদের পরামর্শ গ্রহণ করেছি। এভাবেই আল্লাহ তাআলার মেহেরবানীতে পূর্ণ তিন খণ্ডের কাজ শেষ হয়েছে। বস্তুত এ অনুবাদের যতখানি সৌন্দর্য তার অনেকখানিই আমার বন্ধুবর্গের কৃতিত্ব। তারা আমাকে অকৃপণভাবে সাহায্য করেছেন এবং প্রাণভরে উৎসাহ যুগিয়েছেন। সেজন্য আল্লাহ তাআলা তাঁদের সকলকেই জাযায়ে খায়র দান করুন। আর ত্রুটি ও অসৌন্দর্য কিছু না কিছু থেকেই থাকবে। সেজন্য আমার যোগ্যতার দীনতাই দায়ী। সচেতন পাঠকের দৃষ্টিতে এমন কিছু ধরা পড়লে আশা করি আমরা তা জানতে পারব, যা পরবর্তী সংস্করণে শোধরানোর সুযোগ পাব ইনশাআল্লাহ!

এ গ্রন্থের প্রকাশক ও মাকতাবাতুল আশরাফ-এর স্বত্বাধিকারী মাওলানা মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান একজন রুচিশীল ও বন্ধুমনস্ক আলেমে দীন। এ গ্রন্থের অনুবাদ করতে যেয়ে আমি তাঁর 'আলী শারাফাত' ও 'দরাজদিলী'রও পরিচয় পেয়েছি। তাঁর প্রশংসনীয় আচরণ আমার কাজকে নিঃসন্দেহে গতিশীল করেছে। আল্লাহ তাআলা তাঁকে হায়াতে তায়্যিবা দান করুন ও দীনের খেদমতের জন্য কবূল করে নিন। এ গ্রন্থের প্রকাশনার সাথে আরও যারা যেভাবেই সম্পৃক্ত আছে, আল্লাহ তাআলা সকলের মেহনতকে কবূল করে নিন। আল্লাহ তাআলা ইতোমধ্যেই আমাকে এ গ্রন্থের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার একটি মহান বরকত দ্বারা ধন্য করেছেন, যার শুকর আদায়ের সাধ্য আমার নেই। হে মহান মালিক! আমার ও সংশ্লিষ্ট সকলের আখিরাতের নাজাত লাভেও এর বরকত তুমি আমাদের দেখিও! আমীন!

وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى وَسَلَّمَ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ وَعَلٰى آلِهٖ وَصَحْبِهٖ أَجْمَعِيْنَ،
وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

বিনীত
আবুল বাশার
০৭/০৫/১৪৩২ হিজরী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

কুরআন বোঝার চেষ্টা : কিছু নিয়মকানুন

الحمد لله، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد!

কিছু বন্ধুর অনুরোধে আমাকে তাফসীরে তাওযীহুল কুরআনের প্রথম খণ্ডের শুরুতে ভূমিকা লিখতে হয়েছে, যা আমার জন্য সম্ভবত সবচেয়ে কঠিন কাজ ছিল। এখন আল্লাহর মেহেরবানীতে তৃতীয় খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত হয়েছে এবং ছাপার কাজও শেষ হয়েছে। এ অবস্থায় পুনরায় একই দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে।

ইয়া আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমলটি কবুল করুন। আমাদের জন্য তা সাআদত ও সৌভাগ্যের কারণ বানিয়ে দিন এবং আমাদের সকলকে কুরআন ওয়ালা বানিয়ে দিন। আমীন।

প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় কুরআন মাজীদের কয়েকটিমাত্র হক আলোচনা করা হয়েছিল। কুরআন মাজীদের হক তো অনেক। মৌলিক হকগুলোও সব কয়টি ঐ আলোচনায় আসেনি। যেমন একটি গুরুত্বপূর্ণ হক হিফযে কুরআন। এ সম্পর্কে কিছু কথা আরজ করছি :

হিফযে কুরআন

কুরআন মাজীদের যতটুকু সম্ভব হিফয করা, সন্তান-সন্ততি ও অধীনস্তদের হিফয করানো এবং সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের মাঝে হিফযে কুরআনের প্রচলন ও ব্যবস্থা করা কুরআন মাজীদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হক।

হাদীস শরীফে কুরআন শেখা ও তার শেখানোর যে তাকীদ আছে তার উপর সাহাবায়ে কেরাম এভাবে আমল করেছেন যে, প্রথমে বারবার শুনে আয়াতটি মুখস্থ করেছেন এরপর তার মর্ম ও বিধান শিক্ষা করেছেন।

এখন আমাদের মাঝে হাফেযের সংখ্যা কম নয়; তবে তুলনা করলে দেখা যাবে, অধিকাংশ মানুষ হিফযে কুরআনের নেয়ামত থেকে বঞ্চিত। এর মৌলিক কারণ তিনটি : প্রথম কারণ তো ঈমানের কমযোরি ও কুরআনের প্রতি মহব্বত ও ভালবাসার অভাব। দ্বিতীয় কারণ এই ভুল ধারণা যে, হাফেয হওয়া শিশুদের কাজ। সুতরাং শৈশবে যদি অভিভাবকরা হিফযখানায় ভর্তি করেন তাহলেই শুধু হাফেয হওয়া যায়; অন্যথায় যায় না। তৃতীয় কারণ এই ভুল ধারণা যে, হয় পূর্ণ কুরআনের হাফেয হও, নতুবা কেবল এতটুকু মুখস্থ কর যে, কোনোমতে নামাযগুলি আদায় করা যায়। মাঝামাঝি কোনো ছূরত নেই!!

আসলে হিফযের কোনো বয়স নেই। যে কোনো বয়সের মানুষ হিফযে কুরআনের নিয়ত করতে পারে এবং ধীরে ধীরে পূর্ণ কুরআনের হাফেযও হয়ে যেতে পারে। আর পুরা কুরআন হিফয করা সম্ভব না হলেও শুধু নামায আদায়ের পরিমাণে সন্তুষ্ট থাকা উচিত নয়; বরং যত বেশি সম্ভব হিফয করতে থাকাই হল মুমিনের শান ও সৌভাগ্য। বরং ঈমানের দাবি তো এই যে, প্রত্যেক মুমিন নিজ নিজ পরিবারে এই নীতি নির্ধারণ করবে যে, আমরা জীবিকার প্রয়োজনে পরবর্তী জীবনে যে পেশাই গ্রহণ করি না কেন আমাদের সূচনা ও ভিত্তি হবে কুরআন। ঈমান ও কুরআন শেখার পরই কেবল আমরা আমাদের সন্তানদের অন্য কোনো শিক্ষা প্রদান করব বা অন্য কোনো পেশায় নিয়োজিত করব। আমাদের এক বন্ধু (ভাই সেলিম সাহেব) আমাকে বলেছেন, ১৪২৮ হিজরীর হজের সফরে আবদুর রহমান নামক একজন সুদানী ভদ্রলোকের সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়েছিল, যিনি একজন এ্যারোনেটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার ও রিয়াদে কর্মরত। তিনি তাঁকে বলেছেন,

'দীর্ঘ কয়েকশ বছর যাবৎ আমাদের খান্দানের ঐতিহ্য হল, আমরা যে শিক্ষাই গ্রহণ করি না কেন এবং যে পেশাতেই নিয়োজিত হই না কেন প্রথমে আমাদের হাফেযে কুরআন হতে হয়। তাই আমাদের খান্দানের প্রত্যেকে, সে পৃথিবীর যে দেশেই থাকুক এবং যে পেশাতেই নিয়োজিত থাকুক, হাফেযে কুরআন।'

আমাদের দেশেও এর নজির আছে। শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা আযীযুল হক ছাহেব দামাত বারাকাতুহুমের (আল্লাহ তাঁকে ছিহহত ও আফিয়াত দান করুন) সকল সন্তান ও নাতী-নাতনী সবাই হাফেয এবং মাশাআল্লাহ এদের নতুন প্রজন্ম হাফেযে কুরআন হওয়াকে খানদানের জন্য অপরিহার্য করে নিয়েছে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আরব ও আজমের এই ব্যক্তিদের অনুসরণ করার তাওফীক দান করুন। হিফযে কুরআন যেন হয় আমাদেরও খান্দানের পরিচয়-চিহ্ন। আমীন!

হিফযে কুরআন সম্পর্কে 'মিন সিহাহিল আহাদীসিল কিছার' (হাদীসের আলো)র ভূমিকায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। পাঠকবৃন্দ ঐ আলোচনাটিও পাঠ করতে পারেন।

এখানে আমি শুধু কুরআন বোঝার চেষ্টা ও তার নিয়ম-কানুন সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু কথা আরজ করতে চাই।

হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী রাহ. সূরা নিসার বিরাশি নম্বও (৪/৮২) আয়াতের আলোচনায় লেখেন, 'প্রতিটি মানুষ কুরআনের অর্থ ও মর্ম সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করুক এটিই কুরআনের দাবি। সুতরাং একথা মনে করা ঠিক নয় যে, কুরআন মজীদের আয়াতসমূহে চিন্তা-ভাবনা করা শুধু ইমাম ও মুজতাহিদ (বা বড় বড় আলিমের) কাজ। অবশ্য জ্ঞান ও প্রজ্ঞার পর্যায়ের মতোই চিন্তা-ভাবনারও বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে। ...

সাধারণ মানুষ যখন নিজের ভাষায় কুরআন মজীদের তরজমা ও তাফসীর পড়বে এবং চিন্তা-ভাবনা করবে তখন তাদের অন্তরে আল্লাহ তাআলার মহত্ব ও ভালবাসা এবং আখিরাতের ফিকির ও চিন্তা সৃষ্টি হবে। আর এটিই হচ্ছে সকল সফলতার চাবিকাঠি। তবে ভ্রান্তি ও বিভ্রান্তি থেকে বাঁচার জন্য সাধারণ মানুষের উচিত কোনো আলিমের কাছে অল্প অল্প করে পাঠ করা। এর সুযোগ না থাকলে কোনো নির্ভরযোগ্য তাফসীরের কিতাব পাঠ করবে এবং যেখানেই কোনো প্রশ্ন ও সংশয় দেখা দেয় নিজের বিদ্যা-বুদ্ধি দ্বারা উত্তর না খুঁজে বিজ্ঞ আলেমের সাহায্য নিবে। (মাআরিফুল কুরআন ২/৪৮৮)

কোনো কোনো বুযুর্গ মনে করেন যে, আরবী ভাষা ও দ্বীনের প্রাথমিক বিষয়াদির জ্ঞান অর্জন ছাড়া কুরআন মজীদের তরজমা পাঠ করা ক্ষতিকর এবং এজন্য তা পরিহার করা উচিত। তাঁদের কথা একেবারে কারণহীন নয়। বর্তমানে তরজমা পাঠের বেশ প্রচলন আছে, কিন্তু যাকে বলে কুরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা ও কুরআন থেকে উপদেশ গ্রহণ সে সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ দেখা যায় না। অনেকটা কুরআনের অর্থ বোঝার গৌরব অর্জনের প্রচেষ্টাই দেখা যায়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে তো শরীয়তের বিধিবিধান নিয়ে গবেষণায় লিপ্ত হওয়ারও প্রবণতা দেখা যায়। বলাবাহুল্য, এতে কুরআন বোঝার স্থলে ভ্রান্তি ও বিভ্রান্তির দ্বার উন্মুক্ত হয়।

এই বিপথগামিতার কারণেই ঐসব বুযুর্গ নিরুৎসাহিত করেছেন। তাই তাঁদের সম্পর্কে ভুল ধারণা করা উচিত নয়; বরং হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রাহ. (১২৮০ হি.-১৩৬২ হি.)-এর মতে তাদের সম্পর্কেও সুধারণা রাখা জরুরি।

হাকীমুল উম্মত রাহ. বলেন, 'যে কাজে লাভের চেয়ে ক্ষতির দিকই প্রবল সেক্ষেত্রে মূলনীতি হল কাজটি যদি শরীয়তে 'কাম্য ও করণীয়' পর্যায়ের না হয় তাহলে মূল কাজটি নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। পক্ষান্তরে যদি 'কাম্য ও করণীয়' হয় তাহলে মূল কাজটি নিষিদ্ধ করা হয় না, ক্ষতির দিকগুলি বন্ধ করা হয়। এজন্য যারা নিষেধ করেন তাদের খেদমতে এই মূলনীতি উপস্থাপন

করে পরামর্শ দেওয়া যায় যে, তারা যেন পাঠন-পঠনের অনুমতি দেন তবে সম্ভাব্য ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার ব্যবস্থা করেন।" (ইমদাদুল ফাতাওয়া ৪/৮৪)

মোটকথা, কুরআন-তরজমা পাঠ করতে গিয়ে কিছু মানুষ নিয়ম রক্ষা করে না ও বিপথগামিতার শিকার হয় বলে কুরআন বোঝার প্রচেষ্টাকেই নিষেধ করে দেওয়া সমীচীন নয়।

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের বিজ্ঞ ও বিশ্বস্ত আলিমগণ যে বিভিন্ন ভাষায় তরজমা ও তাফসীর লিখেছেন তা তো পঠন-পাঠনের জন্যই লিখেছেন। তাই সম্পূর্ণ নিষেধ না করে এমন বলা ভালো যে, তরজমা পাঠ করুন এবং কুরআন বোঝার চেষ্টা করুন। তবে তা যেন হয় সঠিক পন্থায়। অন্যথায় লাভের চেয়ে ক্ষতির আশঙ্কাই বেশি।

কিছু নিয়ম-কানুন ও আদব-কায়েদা

প্রথমে কিছু আদব উল্লেখ করছি :

১. কুরআন মজীদের উপর ঈমানকে দৃঢ় করুন এবং পুনঃপুনঃ তার নবায়ন করুন।

২. অন্তরে কুরআনের আকর্ষণ ও ভালবাসা বৃদ্ধি করুন।

৩. বিশ্বাস রাখুন যে, কুরআন মাজীদের বিধান ও শিক্ষা চিরন্তন ও শাশ্বত, যা বিশেষ স্থান বা কালের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নয় কিংবা বিশেষ শ্রেণী ও জনগোষ্ঠীর জন্যও প্রদত্ত নয়; বরং স্থান-কাল নির্বিশেষে গোটা মানবজাতির জন্য তা অবশ্যগ্রহণীয় ও অপরিহার্যরূপে অনুসরণীয়। এর প্রতি বিশ্বাস ও ঈমান এবং এর মর্যাদা ও ইহতিরাম মানুষ মাত্রেরই অপরিহার্য কর্তব্য। বিশ্বাস রাখুন যে, 'উন্নতি ও অগ্রগতি'র এই যুগেও সত্যিকারের উন্নতি শুধু কুরআনের পথেই অর্জিত হতে পারে এবং 'জ্ঞান' ও 'আলো'র এই যুগেও প্রকৃত জ্ঞান ও আলো কুরআন থেকেই পাওয়া যেতে পারে।

৪. বিশ্বাস রাখুন যে, আমাদের পূর্বসূরী সালাফে সালেহীন কুরআন আমাদের চেয়ে বেশি বুঝতেন এবং কুরআনের প্রতি ভক্তি ও ভালবাসাও তাঁদের বেশি ছিল। তেমনি জীবনের সকল অঙ্গনে কুরআনের অনুসরণ, কুরআনী বিধান বাস্তবায়ন এবং এ পথে সর্বস্ব ত্যাগের প্রেরণা ও আকাঙ্খাও তাঁদের অন্তরে বহুগুণ বেশি ছিল।

৫. ইয়াকীন করুন যে, দ্বীনের আমানত বহনকারী আলিমগণ, যারা রাতদিন কুরআন-হাদীস, সুন্নাহ ও সীরাতের পঠন-পাঠনে মশগুল তাঁরা আমাদের চেয়ে কুরআন বেশি বোঝেন। কুরআনের মর্যাদা ও ইহতিরাম তাঁদের অন্তরে আমাদের চেয়ে বেশি এবং সমাজে কুরআনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠার আকাঙ্খাও তাঁদের অন্তরে প্রবল।

৬. বিশ্বাস রাখুন যে, কুরআন বোঝা, কুরআনের শিক্ষা ও বিধান মুখস্থ করা এবং সে অনুযায়ী আমল করা আজকের নতুন বিষয় নয়। কুরআন নাযিলের যুগ থেকেই তা চলে আসছে। আর ইসলামের প্রথম যুগে, বিশেষত খাইরুল কুরূনে (সাহাবা-তাবেয়ীন যুগে) তা হয়েছে সম্পূর্ণ নববী তরীকায়। এজন্য কুরআনের কোনো আয়াত বা পরিভাষার এমন কোনো ব্যাখ্যা যদি কেউ করে, যা ইসলামের কোনো মুতাওয়ারাছ ও খাইরুল কুরূন থেকে চলে আসা আকীদা কিংবা ইজমায়ী ও সর্বসম্মত বিধানের পরিপন্থী তাহলে বুঝতে হবে, লোকটি হয় নিজেই বিভ্রান্তির শিকার কিংবা পরিকল্পিতভাবে বিভ্রান্তি সৃষ্টিতে লিপ্ত।

৭. ইয়াকীন রাখুন যে, কুরআন হল আসমানী ফরমান ও ইলাহী-নসীহতনামা, আহকামুল হাকিমীনের আইন-কানূন ও তাঁর দেওয়া বিধান-শরীয়ত। কুরআন হল আসমানী ওহীর শাশ্বত, চিরন্তন ও সুসংরক্ষিত সূত্র। কুরআন হল নূর ও জ্যোতি এবং শিফা ও উপশম। কুরআন হল সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায় এবং আলো-অন্ধকারের মাঝে পার্থক্য নিরুপনকারী। হেদায়েত ও

গোমরাহি এবং সুন্নত ও বিদআতের মাঝে স্পষ্ট পার্থক্যরেখা। কুরআন হল মাওলার যিকর ও স্মরণের সর্বোত্তম উপায়। যে আল্লাহকে ভালবাসে কুরআন তার প্রেম-যন্ত্রণার উপশম, যে আল্লাহকে পেতে চায় কুরআন তার সান্নিধ্য-পিপাসার 'আবে যমযম'।

কুরআন কি শুধু জ্ঞানের সূত্র? কেবল জ্ঞানার্জনের জন্যই কি আপনার কুরআন-অধ্যয়ন? বরং কুরআনের যতগুলো গুণ কুরআনে লেখা আছে সবগুলোকে চিন্তায় হাজির রাখুন এবং সে হিসেবেই কুরআনের সাথে আস্থা ও সমর্পণের সম্পর্ক গড়ুন।

কুরআনের জ্যোতিতে শুধু চিন্তা ও মস্তিষ্ক নয়, কর্ম ও হৃদয়কেও উদ্ভাসিত করুন। আপনার সর্বসত্তা ঐ আদর্শ-মানবের অনুকরণে গড়ে তোলার চেষ্টা করুন, যাঁর উপর কুরআন নাযিল হয়েছে এবং যাঁর চেয়ে কুরআনের সাথে অধিক অন্তরঙ্গ ও কুরআনের প্রতি অধিক সমর্পিত আর কেউ নেই।

৮. বিশ্বাস রাখুন যে, কুরআনের সাথে যুক্ত হতে পারা মানব-সন্তানের পরম সৌভাগ্য এবং কুরআনকে শিক্ষক ও রাহনুমা এবং বিচারক ও সিদ্ধান্তদাতা বলে গ্রহণ করতে পারা ব্যক্তি ও সমাজের চূড়ান্ত সফলতা। সুতরাং এই মহাসৌভাগ্য কিছুমাত্র অর্জিত হলেও আপনার হৃদয় যেন আনন্দে উদ্বেলিত হয় এবং যবান আল্লাহর শোকরে তরতাজা হয়।

৯. কুরআনের নূর ও হেদায়েত থেকে বঞ্চিতকারী সকল দোষ ও দুর্বলতা পরিহার করুন। বিশেষত অহঙ্কার, বিবাদ-বিসংবাদ, দুনিয়ার মোহ ও আখেরাত-বিস্মৃতির মতো ব্যাধি থেকে দিল-দেমাগ ও আচরণ-উচ্চারণকে পবিত্র করুন।

১০. কুরআনের সঠিক মর্ম অনুধাবনে সহায়ক সকল গুণ ও বৈশিষ্ট্য অর্জনের চেষ্টা করুন। বিশেষত সত্যিকারের অন্বেষণ, শ্রবণ ও সমর্পণ, গাইবের প্রতি ঈমান, তিলাওয়াত ও তাদাব্বুর (চিন্তা-ভাবনা), আল্লাহর ভয়, তাকওয়া ও তহারাত দ্বারা কুরআনের জ্যোতি লাভের চেষ্টা করুন।

কিছু উসূল ও নিয়মকানুন

১. সবার আগে সহীহ-শুদ্ধভাবে কুরআন পড়তে শিখুন। এটি খুবই জরুরি। কিছু সূরাও মুখস্থ করুন। ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস, যরূরিয়াতে দ্বীন বা দ্বীনের স্বতঃসিদ্ধ বিষয়াদি এবং সার্বক্ষণিক ফরয আমলসমূহের জ্ঞান অর্জন করুন। এগুলো যেহেতু কুরআন মজীদের বিধান ও আহকাম তাই এগুলো যখন জানছেন তখন আপনি কুরআনের ইলমই হাসিল করছেন।

২. কোন তরজমা বা তাফসীর পাঠ করবেন তা আলিমের পরামর্শক্রমে নির্বাচন করুন। এক্ষেত্রে মনে রাখুন, সকল দ্বীনদার ব্যক্তি 'মাওলানা' নন। আর সকল 'মাওলানা' আলেম নন।

পরামর্শ না করলে এমন কারো তরজমা বা তাফসীর পাঠের আশঙ্কা থাকে, যে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আকীদার লোক নয়। অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, এ জাতীয় লোকেরা ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় তরজমা ও তাফসীরের স্বীকৃত মূলনীতি লঙ্ঘন করে থাকেন। তাছাড়া লেখকের রুচি ও প্রবণতা এবং চিন্তা ও চরিত্র পাঠককে কিছু না কিছু পরিমাণে প্রভাবিত করেই থাকে। তাই এক্ষেত্রে সাবধানতা খুবই জরুরি।

৩. তরজমা ও তাফসীর পাঠের ক্ষেত্রেও সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত অধ্যয়ন ঝুঁকিমুক্ত নয়। তাই কোনো আলেমের কাছে অল্প অল্প করে তরজমা ও তাফসীর পাঠ করুন। কারো মনে হতে পারে, তরজমা ও তাফসীর যখন মাতৃভাষায় করা আছে তখন আলেমের কাছে পড়ার আর প্রয়োজন নেই। এই ধারণা ভুল এবং একাধিক কারণে ভুল। সংক্ষেপে এটুকু কথা সবাই মনে রাখতে পারেন যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে কুরআন শেখার আদেশ করেছেন। তাই আমরা যেমন সহীহ-শুদ্ধ তিলাওয়াত উস্তাদের কাছে শিখি তেমনি কুরআনের অর্থ ও মর্মও উস্তাদের কাছেই শিখতে হবে। কুরআনের শব্দ উস্তাদের কাছে শিখব

আর অর্থ ও মর্ম শিখব নিজে নিজে–এমন কথা তো নিবুর্দ্ধিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। সাহাবায়ে কেরাম, কুরআনের ভাষাই ছিল যাঁদের মাতৃভাষা, তাঁরা তো কুরআনের মর্ম ও ব্যাখ্যা এবং কুরআনী বিধানের প্রায়োগিক রূপ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট থেকেই শিখেছিলেন। এরপর তাবেয়ীন ও তাবে তাবেয়ীনও উস্তাদের কাছ থেকেই শিখেছিলেন। তাহলে কুরআনের ভাষা যাদের মাতৃভাষা নয় তারা কীভাবে উস্তাদ থেকে বে-নিয়ায হবে?

বিভিন্ন ভাষায় আলেমগণ যে তরজমা ও তাফসীর লিখেছেন তা এজন্য লেখেননি যে, যার যেভাবে ইচ্ছা পাঠ করবে; বরং সঠিক পদ্ধতিতে পাঠ করার জন্যই ঐসব গ্রন্থ লিপিবদ্ধ হয়েছে। অনেক আলেম তা স্পষ্ট ভাষায় বলেও গেছেন।

শাহ ওয়ালিউল্লাহ রাহ. (১১১৪ হি.-১১৭৬ হি.) "ফাতহুর রহমান" নামে ফার্সী ভাষায় (যা ছিল ঐ সময়ের প্রচলিত ভাষা) কুরআন মজীদের যে তরজমা করেছেন তার ভূমিকায় লিখেছেন, 'এই তরজমাটি যেন নারী-পুরুষ, ছেলে-বুড়ো সবাইকে পড়ানো হয়।' তিনি আরো বলেন, 'কুরআন শুদ্ধ করে পড়তে শেখার পর সহজে ফার্সী ভাষা বোঝে এমন সকলকে এই তরজমা পড়ানো উচিত, যাতে সবার আগে তাদের অন্তরে প্রবেশ করে কুরআনের বাণী। (সংক্ষিপ্ত)

তাঁর পুত্র হযরত মাওলানা শাহ আবদুল কাদের দেহলভী রাহ. (১১৬৭ হি.-১২৩০ হি.) "মুযিহুল কুরআন" নামে উর্দু ভাষায় কুরআনের তরজমা ও সংক্ষিপ্ত টীকা লিখেছেন। ভূমিকায় তিনিও বলেছেন, 'লক্ষ করুন, মুসলমানের অপরিহার্য কর্তব্য রবের পরিচয় লাভ করা, তাঁর গুণাবলি জানা এবং তাঁর আদেশ-নিষেধ ও সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টির জ্ঞান অর্জন করা। কারণ এটা ছাড়া বন্দেগী হতে পারে না। আর যে বন্দেগী করে না সে বান্দা নয়। আর মানুষ আল্লাহর পরিচয় পাবে (শিক্ষকের) শেখানোর দ্বারা। কারণ মানব-সন্তান সম্পূর্ণ অজ্ঞ অবস্থায় জন্মলাভ করে, এরপর শেখানোর দ্বারা সব কিছু শিখে ফেলে। আর যদিও (উর্দু তরজমার দ্বারা) কুরআনের অর্থ বোঝা সহজ হয়েছে তবুও উস্তাদের সনদ প্রয়োজন। কারণ একে তো সনদ ছাড়া কুরআনের মর্ম গ্রহণযোগ্য নয়, দ্বিতীয়ত পূর্বপর মিলিয়ে সঠিক অর্থ বোঝা এবং ভুল ও বিচ্ছিন্ন অর্থ গ্রহণ থেকে বেঁচে থাকা উস্তাদের সহায়তা ছাড়া হয় না। কুরআনের ভাষা আরবী হওয়ার পরও তো আরবদের উস্তাদের প্রয়োজন হয়েছে।'

একই কথা কিছুটা বিস্তারিতভাবে বলেছেন শায়খুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমূদ হাসান রাহ. (১২৬৮ হি.-১৩৩৯ হি.) তাঁর কুরআন-তরজমার ভূমিকায়।

হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী রাহ.-এর কাছে এক ব্যক্তি একটি দীর্ঘ প্রশ্ন লিখেছিলেন এবং দলীল-প্রমাণের সাথে এই প্রস্তাব পেশ করেছিলেন যে, ছেলে-মেয়েদেরকে (এবং বিশেষভাবে মযদুর ও শ্রমজীবী পরিবারের ছেলেমেয়েদেরকে) কুরআন তিলাওয়াত ও মাতৃভাষার শিক্ষা গ্রহণের পর আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের কোনো আলেমের কুরআন-তরজমা পড়িয়ে দেওয়া উচিত, আরবী ভাষা ও নাহব-ছরফের জ্ঞান অর্জনের উপর তা মওকুফ রাখা ঠিক নয়।

হযরত রাহ. জবাবে যা লিখেছেন তার সারকথা এই যে, কুরআন মজীদের শিক্ষা সকল শ্রেণী-পেশার ও সকল বয়সের নারী-পুরুষের জন্য। এ কথা তরজমা শিক্ষার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তবে শরীয়তের নীতিমালা ও অভিজ্ঞতার আলোকে তরজমার পঠন-পাঠন তখনই ফলপ্রসূ হবে যখন নিম্নোক্ত শর্তগুলি পালন করা হয় :

১. শিক্ষককে বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ আলেম হতে হবে, যাতে তরজমা বোঝানো ও তাফসীরের বিষয়বস্তু নির্বাচনের ক্ষেত্রে শ্রোতার বুঝ-বুদ্ধির দিকে লক্ষ রাখতে পারেন।

২. ছাত্রকে অনুগত ও মেধাসম্পন্ন হতে হবে। নিজের বুঝ-বুদ্ধি সম্পর্কে অতি আত্মবিশ্বাসী হওয়া যাবে না। অন্যথায় তাফসীর ভুল বুঝতে পারে কিংবা তাফসীর বির রায়ের দুঃসাহস করতে পারে।

৩. কোনো বিষয় যদি ছাত্রের ধারণ-শক্তির তুলনায় সুক্ষ্ম ও জটিল হয় তাহলে শিক্ষক তাকে উপদেশ দিবেন যে, 'এই অংশের তরজমা শুধু বরকতের জন্য পড় বা আপাতত এটুকুই মনে রাখ। এর চেয়ে গভীরে যাওয়ার চেষ্টা করো না।' ছাত্রও এই উপদেশ মান্য করবে। এরপর যখন সে তাফসীর বোঝার যোগ্য হবে, তা অধ্যয়নের দ্বারা হোক, জ্ঞান-বৃদ্ধির কারণে হোক কিংবা আলেমগণের সাহচর্যের দ্বারা হোক তখন কোনো বিজ্ঞ আলেমের কাছে ব্যাখ্যাসহ তরজমা পাঠ করবে। প্রাথমিক পাঠের উপর সমাপ্ত করবে না।

হযরত থানভী রাহ. আরো লেখেন, 'একইভাবে যারা (শিক্ষিত বয়স্ক ব্যক্তিবর্গ) উস্তাদ ছাড়া তরজমা ও তাফসীর অধ্যয়ন করেন তাঁদের জন্যও অনেক বিজ্ঞ আলেমের পরামর্শ এটাই। তবে যোগ্য শিক্ষক পাওয়া না গেলে তাঁরা পরামর্শ দেন যে, প্রথমে দ্বীনের প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করবে, যাতে কুরআনের বিষয়বস্তুর সাথে পরিচিতি গড়ে ওঠে। এরপর অধ্যয়নের সময় কোথাও সামান্যতম খটকা হলেও নিজে নিজে চিন্তা না করে জায়গাটি চিহ্নিত করে রাখবে এবং কোনো বিজ্ঞ আলেমের সাক্ষাত পেলে তাঁর কাছ থেকে সমাধান নিবে। (ইমদাদুল ফাতাওয়া খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৭৯-৮৫)

নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা কুরআন মুখস্থ করা ও তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা সহজ করে দিয়েছেন, কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, শিক্ষকের প্রয়োজন নেই। কুরআনের শব্দ তো আল্লাহ তাআলা অর্থের চেয়েও সহজ করে দিয়েছেন। এরপরও সহীহ-শুদ্ধ তিলাওয়াত শেখা এবং হিফয করার জন্য উস্তাদের প্রয়োজন হয় কেন? তাহলে অর্থ শেখার ক্ষেত্রে উস্তাদের প্রয়োজন অস্বীকার করার কী অবকাশ থাকতে পারে?

৪. কুরআন মজীদের সাথে শুধু তরজমা ও তাফসীরভিত্তিক পরোক্ষ সম্পর্ক নয়, প্রত্যক্ষ সম্পর্ক তৈরিরও চেষ্টা করুন। এর প্রথম উপায় তিলাওয়াত। দৈনিক তারতীলের সাথে এবং অর্থ জানা থাকলে তারতীল ও তাদাব্বুরের সাথে একটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অবশ্যই তিলাওয়াত করুন। দ্বিতীয় উপায় এই যে, কুরআনের ভাষা অন্তত এটুকু শেখার চেষ্টা করুন যে, আয়াতের অর্থ বোঝার সাথে সাথে কোন শব্দের অর্থ কী এবং কোন বাক্যের বিষয়বস্তু কী তাও যেন বুঝে আসে। কুরআনের ভাষার সাথে যদি এটুকু সম্পর্কও হয়ে যায় তাহলে ইনশাআল্লাহ তিলাওয়াতের স্বাদ দ্বিগুণ হয়ে যাবে, নামাযে ইমামের তিলাওয়াত শুনতে আনন্দ লাগবে এবং কুরআনের মিষ্টতা আগের চেয়ে অনেক বেশি অনুভূত হবে। কুরআনের ভাষার এই প্রাথমিক ইলমের জন্য হযরত মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ দামাত বারাকাতুহুমের 'আততত্বরীক ইলাল আরাবিয়্যা' (এসো আরবী শিখি) এর তিনটি খণ্ড ইনশাআল্লাহ যথেষ্ট হবে। এর সাথে যদি 'আততামরীনুল কিতাবী আলাত ত্বরীক ইলাল আরাবিয়্যা' অনুশীলনের সাথে সমাপ্ত করা যায় তাহলে তো সোনায় সোহাগা। এরপর তাঁর কিতাব 'আততত্বরীক ইলাল কুরআনিল কারীম' (এসো কুরআন শিখি)-এর সবক নেওয়া যায়।

হযরত প্রফেসর হামীদুর রহমান ছাহেব দামাত বারাকাতুহুমও দীর্ঘদিন যাবত 'আলইবতিদা মাআল মুবতাদিঈন' (Learning the Language of Holy Quran (LLHQ) নামে কুরআনের ভাষা শিক্ষার একটি প্রাথমিক প্রয়াস অব্যাহত রেখেছেন। বুয়েট বাইতুস সালাম মসজিদে প্রতি মঙ্গলবার বাদ ইশা তাঁর এই দরস হয়ে থাকে। আলহামদুলিল্লাহ এর দ্বারাও অনেক ফায়েদা হচ্ছে।

হযরত প্রফেসর ছাহেব সব সময় সাবধান করে থাকেন যে, এটি একটি প্রাথমিক মেহনত। এর উদ্দেশ্য শুধু কুরআনের শব্দাবলির প্রাথমিক অর্থ-জ্ঞান অর্জন করা, যাতে ভাষাগত দূরত্ব হ্রাস পায়। এটুকু শিখে না একথা ভাবার সুযোগ আছে যে, আমরা আরবী ভাষা শিখে ফেলেছি, আর না এই চিন্তার বিন্দুমাত্র অবকাশ যে, নাউযুবিল্লাহ আমরা তাফসীরুল কুরআনের উপযুক্ত হয়ে গেছি!!!

এই সচেতনতা খুবই জরুরি। কুরআনের ভাষা বা কুরআনের তরজমার সাথে কিছুটা জানাশোনা ও পরিচয় লাভের উদ্দেশ্যে যারা আরবী ভাষার প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করবেন তাদের একথা সব সময় মনে রাখা উচিত। অন্যথায় যদি উজব ও অহঙ্কার সৃষ্টি হয় এবং এই সামান্য জেনে কেউ যদি আত্মবিস্মৃতির শিকার হয়ে যায় তাহলে শুধু ক্ষতি আর ক্ষতি!

উপরোক্ত ক্ষেত্রে কুরআন মাজীদের এমন কোনো তরজমা, যাতে শব্দে শব্দে অনুবাদ করা হয়েছে কিংবা লিসানুল কুরআন ও লুগাতুল কুরআন বিষয়ে বাংলা বা ইংরেজি কোনো বইয়ের সহায়তা নেওয়া যায়। তবে গ্রন্থনির্বাচনে অবশ্যই কোনো বিজ্ঞ আলেমের পরামর্শ নেওয়া উচিত। এ প্রসঙ্গে উস্তাদে মুহতারাম হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুমের ঐ কথাটিও স্মরণ রাখা কর্তব্য, যা তিনি মাসিক আলবালাগে (মুহাররম ১৩৯২ হি.) লুগাতুল কুরআন বিষয়ের কোনো কিতাবের উপর আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন। তিনি লেখেন, 'যারা কুরআন মজীদের সাধারণ নির্দেশনা, উপদেশ ও ঘটনাবলি বুঝতে চান এবং ধীরে ধীরে এতটুকু যোগ্যতা অর্জন করতে চান যে, তিলাওয়াতের সময় কুরআন মজীদের বিষয়বস্তু থেকে যেন একদম বে-খবর থাকতে না হয় তাদের জন্য এই কিতাব অত্যন্ত ফলপ্রসূ ও উত্তম সহযোগী হতে পারে। তবে মনে রাখতে হবে যে, ভাষা বিষয়ক গ্রন্থাদির মাধ্যমে কুরআন বোঝার প্রয়াস শুধু ঐ পর্যন্তই উপকারী হবে যে পর্যন্ত উদ্দেশ্য হয় উপদেশ গ্রহণ ও কুরআনের সাধারণ বিষয়াদির পরিচিতি। কিছু মানুষ শুধু ভাষার ভিত্তিতে কুরআনের বিধিবিধান ও আকীদা সংক্রান্ত বিষয়াদিতে 'ইজতিহাদ' আরম্ভ করেন। এটা একদিকে যেমন চরম ঝুঁকিপূর্ণ কাজ অন্যদিকে যুক্তি ও ইনসাফেরও বিরোধী। এ ধরনের বিষয়ে কথা বলার জন্য কুরআন-হাদীসের সকল ইলম ও শাস্ত্রে পারদর্শী হতে হয়। শুধু লুগাতের মাধ্যমে ফয়সালা করা যায় না। এই বিষয়টি সামনে রেখে এই কিতাব থেকে যত পারুন উপকৃত হোন, ইনশাআল্লাহ ফায়েদাই ফায়েদা।"

(তাবসেরে পৃ. ৪০২)

৫. সবশেষে যে কথাটি আরজ করতে চাই তা এই যে, কুরআন মাজীদের অর্থ শেখা অনেক বড় নেক আমল। তাই তা হতে হবে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নত তরীকায়। অর্থাৎ এই কাজেও ইখলাস ও ইহতিসাব এবং ইহসান ও ইত্তেবায়ে সুন্নত লাগবে। আরো চেষ্টা করতে হবে, কুরআন মাজীদের শিক্ষা গ্রন্থের পাতা থেকে গ্রহণ করার পাশাপাশি জীবনের পাতা থেকেও গ্রহণ করার, যেমনটি সাহাবা-তাবেয়ীনের যুগে ছিল। তাহলে ইলমের নূরের সাথে সাথে ঈমান ও আমলের নূরও হাসিল হতে থাকবে।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই হাদীসও আমাদের সামনে থাকা চাই–

من طلب العلم ليجاري به العلماء، وليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار.

'যে আলেমদের সাথে (আলেম নামে) গর্ব করার জন্য, কিংবা জাহিলদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হওয়ার জন্য অথবা মানুষের মনোযোগ নিজের দিকে আকর্ষিত করার জন্য ইলম অন্বেষণ করে আল্লাহ তাকে জাহান্নামে দাখিল করবেন।' (জামে তিরমিযী, হাদীস : ২৬৫৪)

এই হাদীসের আলোকে একটি কথা আমি বলে থাকি, কিছুদিন আগে এক বন্ধু কথাটা "রাহে বেলায়েত" নামক একটি বই থেকেও দেখালেন। আলোচনাটি ঐ বই থেকে হুবহু তুলে দিচ্ছি :

বিশেষ সাবধানতা

আমরা সাধারণত আল্লাহর কিতাবের জন্য এত পরিশ্রম করার সময় পাই না। এত আগ্রহও আমাদের নেই। কিন্তু যদি কেউ সেই তাওফীক পান, তবে শয়তান অন্য পথে তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে চেষ্টা করে। শয়তান তার মধ্যে অহঙ্কার প্রবেশ করায়। তিনি মনে করতে থাকেন যে, তিনি একজন প্রাজ্ঞ মানুষ, তিনি সমাজের অন্য অনেকের চেয়ে ইসলাম ভাল জানেন, সমাজের আলেমগণ কুরআন বুঝেন না, আলেমরাই ইসলাম নষ্ট করলেন ইত্যাদি।

পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা দেখব যে, সকল প্রকারের অহঙ্কারই কঠিন পাপ ও ধ্বংসের কারণ। সবচেয়ে খারাপ অহঙ্কার জ্ঞান বা ধার্মিকতার অহঙ্কার। বস্তুত মুমিন কুরআন পাঠ করেন ও অন্যান্য ইবাদত বন্দেগি পালন করেন একান্তই নিজের জন্য। কুরআন পাঠ করে মুমিন আল্লাহর রহমত ও পুরস্কার আশা করেন। মুমিন কুরআনের জ্ঞান অর্জন করেন নিজের ভুলত্রুটি সংশোধন করে নিজের জীবনকে পরিচালিত করার জন্য। অহঙ্কারের উৎপত্তি হয় অন্যের দিকে তাকানোর কারণে। মুমিন কখনোই অন্যের ভুল ধরার জন্য বা অন্যের সাথে নিজেকে তুলনা করার জন্য ইবাদত করেন না। যখনই মনে হবে যে, আমি একজন সাধারণ শিক্ষিত মানুষ হয়ে কুরআন পড়ি, কয়েকখানা তাফসীর পড়েছি, অথচ অমুক আলেম বা তমুক ব্যক্তি তা পড়েনি, অথবা সমাজের আলেমগণ কুরআন পড়ে না ... ইত্যাদি তখনই বুঝতে হবে যে, শয়তান মুমিনের এত কষ্টের উপার্জন ধ্বংস করতে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে। বাঁচতে হলে সতর্ক হতে হবে। অন্য মানুষদের ভুলভ্রান্তি চিন্তা করা, অন্যের সাথে নিজেকে তুলনা করা সর্বোতভাবে পরিত্যাগ করতে হবে। সর্বদা আল্লাহর কাছে দুআ করতে হবে যে, আল্লাহ যেন কুরআন তিলাওয়াত, চর্চা ও (কুরআনের বিধান) পালনকে ইবাদত (হিসেবে) কবুল করেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত এই নিয়ামত বহাল রাখেন।

অহঙ্কারের আরেকটি প্রকাশ যে, আল্লাহর তাওফীকে কিছুদিন কুরআন চর্চার পর নিজেকে বড় আলেম মনে করা এবং বিভিন্ন শরয়ী মাসআলা বা ফাতওয়া প্রদান করতে থাকা। কুরআন চর্চাকে নিজের আখেরাত গড়া ও আল্লাহর দরবারে অগ্রসর হওয়ার জন্য ব্যবহার করতে হবে। নিজের জীবন সে অনুযায়ী পরিচালনা করতে হবে। ফাতওয়ার দায়িত্ব আলেমদের উপর ছেড়ে দিতে হবে। আমাদের বুঝতে হবে যে, প্রত্যেক মুসলিমই কুরআন পড়বেন, শিখবেন ও চর্চা করবেন নিজের জন্য। তবে প্রত্যেক মুসলিমই বিশেষজ্ঞ আলেম হবেন না। আল্লাহ আমাদেরকে চিরশত্রু শয়তানের ধোঁকা থেকে রক্ষা করুন।

(রাহে বেলায়েত, ড. খন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গির। পিএইচডি (রিয়াদ) এম.এ (রিয়াদ) এম এম (ঢাকা) অধ্যাপক, আলহাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া। পৃষ্ঠা : ১৭২-১৭৩)

আরেকটি কথা আরজ করেই শেষ করছি। প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় তিলাওয়াতের গুরুত্ব ও মর্যাদা এবং বরকত ও ফযীলত সম্পর্কে যে কথাগুলি লেখা হয়েছে তা পাঠ করে আমাদের একজন সাধারণ শিক্ষিত দ্বীনী ভাই জনাব সেলিম সাহেব আমাকে বললেন, 'আপনি খুব জরুরি কথা লিখেছেন। আমাদের অনেক ইংরেজি শিক্ষিত ভাইয়ের কাছে তিলাওয়াত শুদ্ধ করার গুরুত্ব নেই, অর্থ বোঝাকেই তারা প্রথম ও প্রধান কাজ মনে করেন।' তিনি আরো বলেন, 'শুধু কুরআনের অর্থ বোঝাই যদি কাম্য হত তাহলে মানুষ হিফযে কুরআনের জন্য এত কষ্ট কেন করে?' তিনি বলেন, '১৯৭৫ সালের ঘটনা। আমাদের এক বন্ধু রাশিয়ায় গিয়েছিলেন। ঐ সময় সেখানে ইসলামের চর্চা ও প্রচার কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ছিল। ঘটনাক্রমে এমন এক ব্যক্তির সাথে আমাদের ঐ বন্ধুটির সাক্ষাত হল, যিনি একজন সাধারণ মানুষ হয়েও কুরআনের হাফেয ছিলেন। রাশিয়ার মতো দেশে ঐ সময় কীভাবে তিনি কুরআন মজীদ হিফয করলেন জিজ্ঞাসা করলে উত্তরে ঐ ভদ্রলোক বললেন, আমি একজনের সাথে দর্জির কাজ করতাম। তিনি হাফেয ছিলেন। আমি দৈনিক তার কাছ থেকে দশ আয়াত করে শুনতাম এবং মুখস্থ করতাম। এভাবে আল্লাহর রহমতে পূর্ণ

কুরআন হিফয হয়েছে। কিন্তু আফসোস! জীবন শেষ হয়ে এল, এক জিলদ কুরআন দেখার সৌভাগ্য আমার হল না।' আমাদের বন্ধুটির কাছে কুরআনের একটি জিলদ ছিল। তিনি তা হাদিয়া দিলেন। ঐ হাফেযে কুরআন তখন জার জার হয়ে কাঁদতে লাগলেন এবং বার বার কুরআন মাজীদের জিলদটিতে চুম্বন করতে লাগলেন!'

ভাই সেলিম বলেন, 'যদি কুরআনের শব্দে ও বাক্যে নূর ও বরকত না থাকত তাহলে তা স্মৃতিতে ধারণের জন্য মানব-হৃদয় এত ব্যাকুল হত না, বিশেষত যাদের অর্থ শেখার সুযোগ হয়নি তারাও কুরআনের হিফয ও তিলাওয়াতের জন্য এমন কুরবান হত না এবং তাহাজ্জুদে দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে তিলাওয়াত করতে পারত না। বান্দার জন্য সবচেয়ে লযযত ও আনন্দের বিষয়ই তো এই যে, গভীর রাতে কিংবা শেষ রাতে আল্লাহর দরবারে দাঁড়িয়ে কালামে পাক পাঠ করবে। সুষুপ্ত রজনীর গভীর নির্জনতায় শুধু সে ও তার মাওলা! বান্দা পড়বে, মাওলা শুনবেন! মাওলার একান্ত সান্নিধ্যে বান্দা তাঁর হৃদয়ের দুয়ার খুলে দিবে।'

তিনি আরো বলেন, 'এ অনুপম স্বাদ ও লযযত প্রমাণ করে, কুরআন আল্লাহর মাখলুক নয়, তাঁর সিফাত ও কালাম। পৃথিবীতে আল্লাহর অসংখ্য মাখলুক রয়েছে, কিন্তু কোথাও তো নেই এত স্বাদ, এত লযযত।'

এই হল একজন সাদাসিধা আল্লাহর বান্দার স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি, যিনি ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত তবে তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের আছরমুক্ত একজন ভদ্র ও সুশীল মানুষ এবং ইনশাআল্লাহ উলুল আলবাবের (বুদ্ধিমান) অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে নিজেদের অবস্থান বোঝার তাওফীক দিন এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে বিনয় ও আদব রক্ষা করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

পরিশেষে আল্লাহর দরবারে ঐ দুআই করছি, যা প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় করেছিলাম। হে আল্লাহ! আমাকে আপনি ক্ষমা করুন। আমার সাথে সাত্তার (দোষ আড়ালকারী) সুলভ আচরণ জারি রাখুন। আমাকে, আমার সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-স্বজন, দোস্ত-আহবাব ও সমস্ত মুসলিমকে কুরআনের আস্বাদ ও আগ্রহ দান করুন। হে আল্লাহ! আমি আপনার বান্দা, আপনার বান্দার ও আপনার বাঁদীর পুত্র। আমি আপদমস্তক আপনার কবজার ভেতর। আমার সম্পর্কে আপনার হুকুম সতত কার্যকর। আমার সম্পর্কে আপনার ফয়সালা সম্পূর্ণ ন্যায়ভিত্তিক। আপনি যে সকল নামে নিজেকে অভিহিত করেছেন, বা আপনি নিজ কিতাবে অবতীর্ণ করেছেন, বা আপনার কোন সৃষ্টিকে অবহিত করেছেন কিংবা নিজের কাছেই গায়ব রেখে দিয়েছেন, সেই সকল নামের উসীলায় আমি আপনার কাছে দরখাস্ত করছি যে, কুরআন মজীদকে আমার হৃদয়ের সজীবতা, আমার চোখের আলো, আমার দুঃখ-নিবারক ও আমার পেরেশানী বিদূরক বানিয়ে দিন–আল্লাহুম্মা আমীন! ছুম্মা আমীন।

وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين،

والحمد لله رب العالمين.

বিনীত

তারিখ: ১৩/০৫/৩২ হিজরী

মুহাম্মাদ আবদুল মালেক
মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া
প্রধান প্রাঙ্গণ : হযরতপুর, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা

www.islaminlife.com

সূচিপত্র

সূরা রূম / ১৭
সূরা লুকমান / ৩৮
সূরা সাজদা / ৫২
সূরা আহযাব / ৬৩
সূরা সাবা / ৯৯
সূরা ফাতির / ১২০
সূরা ইয়াসীন / ১৩৭
সূরা আস-সাফফাত / ১৫৬
সূরা সোয়াদ / ১৮৪
সূরা যুমার / ২০৬
সূরা মুমিন / ২২৯
সূরা হা-মীম সাজদা / ২৫৩
সূরা শূরা / ২৭২
সূরা যুখরুফ / ২৮৮
সূরা দুখান / ৩১০
সূরা জাছিয়া / ৩২১
সূরা আহকাফ / ৩২২
সূরা মুহাম্মাদ / ৩৪৭
সূরা ফাতহ / ৩৬২
সূরা হুজুরাত / ৩৮১
সূরা কাফ / ৩৯২
সূরা যারিআত / ৪০৪
সূরা তূর / ৪১৭
সূরা নাজম / ৪২৭
সূরা কামার / ৪৪১
সূরা আর-রাহমান / ৪৫৩
সূরা ওয়াকিআ / ৪৬৬
সূরা হাদীদ / ৪৮২
সূরা মুজাদালা / ৪৯৯
সূরা হাশর / ৫১১
সূরা মুমতাহিনা / ৫২২
সূরা সফ্‌ফ / ৫৩৩
সূরা জুমুআ / ৫৪১
সূরা মুনাফিকূন / ৫৪৭
সূরা তাগাবুন / ৫৫৮
সূরা তালাক / ৫৬২
সূরা তাহরীম / ৫৭২
সূরা মুলক / ৫৮০
সূরা কলাম / ৫৮৯
সূরা আল-হাক্কা / ৫৯৯
সূরা মাআরিজ / ৬০৬
সূরা নূহ / ৬১৩
সূরা জিন / ৬১৯
সূরা মুয্‌যাম্মিল / ৬২৭
সূরা মুদ্দাছ্‌ছির / ৬৩৩
সূরা কিয়ামাহ / ৬৪২
সূরা দাহর / ৬৪৮
সূরা মুরসালাত / ৬৫৩
সূরা নাবা / ৬৫৯
সূরা নাযিআত / ৬৬৫
সূরা আবাসা / ৬৭১
সূরা তাকবীর / ৬৭৬
সূরা ইনফিতার / ৬৮২
সূরা তাতফীফ / ৬৮৫
সূরা ইনশিকাক / ৬৯০
সূরা বুরূজ / ৬৯৪
সূরা তারিক / ৬৯৯
সূরা আলা / ৭০২
সূরা গাশিয়াহ্ / ৭০৫
সূরা ফাজর / ৭০৮
সূরা বালাদ / ৭১৩
সূরা শামস / ৭১৭
সূরা লায়ল / ৭২০
সূরা দুহা / ৭২৩
সূরা ইনশিরাহ / ৭২৬
সূরা তীন / ৭২৮
সূরা আলাক / ৭৩০
সূরা কাদর / ৭৩৩
সূরা বায়্যিনা / ৭৩৪
সূরা যিলযাল / ৭৩৬
সূরা আদিয়াত / ৭৩৮
সূরা কারিআ / ৭৪০
সূরা তাকাছুর / ৭৪২
সূরা আসর / ৭৪৪
সূরা হুমাযা / ৭৪৫
সূরা ফীল / ৭৪৭
সূরা কুরাইশ / ৭৪৯
সূরা মাউন / ৭৫০
সূরা কাওসার / ৭৫২
সূরা কাফিরূন / ৭৫৩
সূরা নাসর / ৭৫৫
সূরা লাহাব / ৭৫৬
সূরা ইখলাস / ৭৫৮
সূরা ফালাক / ৭৬০
সূরা নাস / ৭৬১
দুআ / ৭৬২
ঘোষণা / ৭৬৩

৩০

সূরা রূম

সূরা রূম
পরিচিতি

এ সূরাটির এক বিশেষ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে আল্লাহ তাআলার সত্য রাসূল এবং কুরআন মাজীদ যে আল্লাহ তাআলার সত্য কিতাব, এর অনুকূলে তা অনস্বীকার্য প্রমাণ সরবরাহ করে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নবুওয়াত লাভ করেন, তখন দু'টি বৃহৎ শক্তি দুনিয়া শাসন করত। একদিকে ছিল ইরানী শাসন। এর শাসককে বলা হত 'কিস্‌রা'। কিস্‌রা ও তার ইরানী প্রজাসাধারণ ছিল অগ্নিপূজক। পূর্বের বিস্তৃত অঞ্চল তার শাসনাধীন ছিল। দ্বিতীয়টি ছিল রোমান সাম্রাজ্য, যা মক্কা মুকাররমার উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলে বিস্তৃত ছিল। শাম, মিসর, এশিয়া মাইনর ও ইউরোপের বিশাল এলাকা এ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। এর সম্রাটকে বলা হত কায়সার। প্রজা সাধারণের গরিষ্ঠসংখ্যকই ছিল খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী। এ সূরা নাযিলের প্রাক্কালে শক্তি দু'টির মধ্যে ঘোরতর লড়াই চলছিল। যুদ্ধে ইরানের পাল্লাই সব দিক থেকে ভারী ছিল।

রোমানদের কাছে তারা হয়ে উঠেছিল অপ্রতিরোধ্য। প্রতিটি রণক্ষেত্রে রোমান বাহিনী হেরে যাচ্ছিল। তাদের শহরগুলো একের পর এক ইরানীদের দখলে চলে যাচ্ছিল। এক পর্যায়ে বায়তুল মুকাদ্দাসও তাদের হাতছাড়া হয়ে যায়। ইরানী সৈন্যরা সেখানে ব্যাপক ধ্বংসলীলা চালায়। সেখানে অবস্থিত খ্রিস্টানদের পবিত্রতম গীর্জাটিও তারা ধ্বংস করে ফেলে। শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি এমন দাঁড়াল যে, রোম-সম্রাট হিরাক্লিয়াস কোথায় গিয়ে আশ্রয় নেবে সেই জায়গা খুঁজে পাচ্ছিল না। ইরানীরা অগ্নিপূজারী হওয়ায় মক্কা মুকাররমার পৌত্তলিকগণ স্বাভাবিকভাবেই তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। তাই যখনই তাদের কোন বিজয়-সংবাদ মক্কা মুকাররমায় পৌঁছত, তখন মুশরিকরা উল্লাসে ফেটে পড়ত এবং মুমিনদেরকে এই বলে খোঁচাত যে, দেখেছ আসমানী কিতাবে যারা বিশ্বাস রাখে সেই খ্রিস্টানেরা কিভাবে ক্রমাগত পরাজয় বরণ করছে? অপর দিকে ইরানী জাতি, যারা কিনা আমাদেরই মত না কোন নবী মানে, না কোন কিতাব, তারা অব্যাহতভাবে জয়লাভ করছে! এখন বুঝে নাও কারা সত্যের উপর আছে। এ প্রেক্ষাপটেই সূরা রূম নাযিল করা হয়। এর সূচনাতেই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, রোমানরা যদিও ফিলহাল পরাস্ত হয়েছে, কিন্তু বছর কয়েকের মধ্যেই তারা ইরানীদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করবে এবং সে দিন আল্লাহর সাহায্য পেয়ে মুমিনগণ আনন্দিত হবে। এভাবে এ সূরায় একই সাথে দু'টি ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। একটি রোমানদের সম্পর্কে যে, তারা সাম্প্রতিককালে পরাস্ত হলেও কয়েক বছরের মধ্যে ফের ঘুরে দাঁড়াবে এবং ইরানীদেরকে পর্যুদস্ত করবে। আর দ্বিতীয়টি হল মুসলিমদের সম্পর্কে। জানানো হয়েছে, ফিলহাল তারা মক্কা মুকাররমার মুশরিকদের হাতে জুলুম-অত্যাচারের শিকার হলেও রোমানদের বিজয়কালে তারাও মুশরিকদের বিরুদ্ধে জয়যুক্ত হবে। সেই সময়কার পরিবেশ-পরিস্থিতি দৃষ্টে এ ভবিষ্যদ্বাণী এমনই অকল্পনীয় ছিল যে, তখনকার চলমান অবস্থা সম্পর্কে অবগত কারও পক্ষে এ রকমের চিন্তাই করা সম্ভব ছিল না। মুমিনগণ তখন কাফেরদের অত্যাচার-উৎপীড়নে পিষ্ট ও ক্লিষ্ট। কোনও দিন তারা বিজয়ের হাসি হাসবে, বাহ্যত এর কোন সম্ভাবনাই দেখা যাচ্ছিল না। অপর দিকে রোমানদের তখন চরম নাজেহাল অবস্থা। ইরানীদের হাতে তাদের শক্তি ও সাম্রাজ্য সম্পূর্ণ লণ্ডভণ্ড। দূর-ভবিষ্যতেও যে তারা আবার আপন শক্তিতে দাঁড়াতে পারবে, এটা কল্পনা করা কঠিন ছিল। প্রখ্যাত রোমান ঐতিহাসিক এডওয়ার্ড গিবন এ ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে

পর্যালোচনা করতে গিয়ে লেখেন, "যখন সুস্পষ্ট ভাষায় এ ভবিষ্যদ্বাণীটি করা হয়, তখন এর পূরণ হওয়া অপেক্ষা অসম্ভব কল্পনা আর কোন ভবিষ্যদ্বাণী হতে পারত না। কেননা সম্রাট হিরাক্লিয়াসের শাসন কালের প্রথম দশ বছরে এটা দিবালোকেকর মত পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে, রোমান সাম্রাজ্যের বিলুপ্তি এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র" (Gibbon, The Decline and Fall of the Roman Empire, chapter 46, Volume 2, p. 125, Great Books, V. 38, University of Chicago. 1990)

এ ভবিষ্যদ্বাণীর কথা শুনে মক্কা মুকাররমার মুশরিকরা তো হেসেই খুন। এমনকি উবাই ইবনে খালফ নামক তাদের এক নেতা তো হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিআল্লাহু আনহু)-এর সাথে বাজিই ধরে ফেলল যে, আগামী নয় বছরের ভেতর যদি রোমানরা ইরানীদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করতে পারে, তবে সে হযরত আবু বকর (রাযি.)কে একশত উট দেবে। আর যদি এ সময়ের মধ্যে তারা জয়লাভ করতে না পারে, তবে হযরত আবু বকর (রাযি.)-এর তাকে একশ উট দিতে হবে (তখনও পর্যন্ত যেহেতু এ রকম দ্বিপক্ষীয় বাজি হারাম করা হয়নি, তাই হযরত সিদ্দীকে আকবর [রাযি.] তাতে রাজি হয়ে গেলেন)। প্রকাশ থাকে যে, এ আয়াত নাযিল হওয়ার পরও ইরানীদের বিজয়ধারা অব্যাহত ছিল। এমনকি তারা কায়সারের রাজধানী কনস্টান্টিনোপলের দোরগোড়ায় পৌছে গিয়েছিল। এর ভেতর কায়সারের পক্ষ হতে যতবারই সন্ধির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে ইরানীদের পক্ষ থেকে তার উত্তর ছিল একটাই 'আমরা হিরাক্লিয়াসের মাথা ছাড়া অন্য কিছুতে রাজি নই'। অগত্যা হিরাক্লিয়াস তিউনিসে পালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করল। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে পরিস্থিতির অভাবিতপূর্ব পরিবর্তন ঘটল। কুরআন মাজীদের ভবিষ্যদ্বাণীর পর মাত্র সাতটি বছরই গত হয়েছিল। এ সময় নিরূপায় হিরাক্লিয়াস ইরানী বাহিনীর উপর পিছন দিক থেকে এক মরণপণ হামলা চালায়। কে জানত সেই হামলা যুদ্ধ পরিস্থিতিকে এমন পাল্টে দেবে। তাতে ইরানী বাহিনীর শোচনীয় পরাজয় ঘটল এবং তার মাধ্যমে কিসরার বিপরীতে শুরু হয়ে গেল কায়সারের বিজয়ের পালা। রোমানদের এ বিজয় সংবাদ চারদিকে বাতাসের মত ছড়িয়ে পড়ল। তার ঝাপটা এসে লাগল আরব ভূমিতেও। আরবে যখন এ সংবাদ এসে পৌছায়, তখন এখানেও ঘটে গেছে সত্য-মিথ্যার চূড়ান্ত ফায়সালা। বদরের রণক্ষেত্রে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে কুরাইশ কাফেরদের লাঞ্ছনাকর পরাজয় ঘটেছে। সদ্যপ্রাপ্ত এ বিজয়ানন্দের ভেতরই তখন মুমিনগণ রোমানদের বিজয়-সংবাদ লাভ করল, তখন তারা দ্বিগুণ আনন্দে আপ্লুত হল। এভাবে কুরআন প্রদত্ত উভয় ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলে গিয়েছিল, যদিও এক কালে বাহ্যিক অবস্থাদৃষ্টে তা ফলার সুদূর কোন সম্ভাবনাও দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল না। বস্তুত এটা ছিল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও কুরআন মাজীদের সত্যতার এক অনস্বীকার্য প্রমাণ।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর সঙ্গে যে বাজি ধরেছিল, ততদিনে যদিও সেই উবাই ইবনে খালফের মৃত্যু হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তার ছেলেরা কথা রেখেছিল। বাজির একশ উট তারা হযরত আবু বকর (রাযি.)কে আদায় করে দিয়েছিল। এ রকম দ্বিপক্ষীয় বাজি, প্রকৃতপক্ষে যা জুয়ারই একটি রূপ, যেহেতু ইতোমধ্যে হারাম হয়ে গিয়েছিল, তাই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উটগুলো সদকা করে দিতে বললেন। সুতরাং হযরত আবু বকর (রাযি.) সেগুলো সদকা করে দিলেন।

এ ভবিষ্যদ্বাণী ছাড়াও এ সূরায় ইসলামের বুনিয়াদী আকাঈদ তথা তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতকে বিভিন্ন দলীল-প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। সেই সঙ্গে এ সম্পর্কে বিরুদ্ধবাদীদের উত্থাপিত প্রশ্নাবলীরও জবাব দেওয়া হয়েছে।

৩০ – সূরা রূম – ৮৪

سُوْرَةُ الرُّوْمِ مَكِّيَّةٌ

মক্কী; ৬০ আয়াত; ৬ রুকু

اٰيَاتُهَا ٦٠ رُكُوْعَاتُهَا ٦

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓمّٓ ①

১. আলিফ-লাম-মীম।

غُلِبَتِ الرُّوْمُ ② فِيْٓ اَدْنَى الْاَرْضِ وَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ ③

২-৩. রোমকগণ নিকটবর্তী অঞ্চলে পরাজিত হয়েছে, কিন্তু তারা তাদের পরাজয়ের পর বিজয় অর্জন করবে-

فِيْ بِضْعِ سِنِيْنَ ۬ؕ لِلّٰهِ الْاَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْۢ بَعْدُ ؕ وَيَوْمَئِذٍ يَّفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ ④

৪. বছর কয়েকের মধ্যেই।[১] সমস্ত ক্ষমতা আল্লাহরই, পূর্বেও এবং পরেও। সে দিন মুমিনগণ আনন্দিত হবে-

---

১. এ ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে সূরাটির পরিচিতিতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হল, 'কয়েক বছর' বোঝানোর জন্য কুরআন মাজীদ بضع سنين শব্দ ব্যবহার করেছে। بضع -এর অর্থ 'কয়েক' করা হলেও আরবীতে এ শব্দটি 'তিন' থেকে 'নয়' পর্যন্ত বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যে কারণে উবাই ইবনে খালফ হযরত আবু বকর (রাযি.)-এর সাথে যে বাজি ধরেছিল, তাতে সে প্রথমে বলেছিল, রোমকগণ যদি তিন বছরের মধ্যে জয়লাভ করতে পারে, তবে সে হযরত আবু বকর (রাযি.)কে দশটি উট দেবে, আর যদি তা না পারে তবে হযরত আবু বকর (রাযি.) তাকে দশটি উট দেবে। হযরত আবু বকর (রাযি.) যখন এ বাজির কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানালেন, তিনি বললেন, কুরআন মাজীদে তো بضع শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যা তিন থেকে নয় বছর পর্যন্তের অবকাশ রাখে। কাজেই তুমি উবাই ইবনে খালফের সাথে দশের স্থলে একশতটি উটের বাজি ধর এবং মেয়াদ তিন বছরের পরিবর্তে নয় বছর করে দাও। হযরত আবু বকর (রাযি.) তাই করলেন। যেহেতু বাহ্য দৃষ্টিতে রোমকদের জয়লাভের দূর-দূরান্তের কোন সম্ভাবনাও ছিল না তাই উবাই ইবনে খালফও তাতে সহজেই রাজি হয়ে গেল। সেমতে বাজির শর্ত দাঁড়াল, যদি রোমকগণ নয় বছরের ভেতর ইরানীদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করতে পারে, তবে উবাই ইবনে খালফ হযরত আবু বকর (রাযি.)কে একশতটি উট দেবে আর তা না হলে হযরত আবু বকর (রাযি.) তাকে একশ উট দেবেন। পূর্বে বলা হয়েছে, তখনও পর্যন্ত এরূপ বাজি ধরাকে হারাম করা হয়নি, কিন্তু যখন এ ভবিষ্যদ্বাণী পূরণ হয়ে যায় তত দিনে এটা হারাম হয়ে গিয়েছিল। কাজেই উবাই ইবনে খালফের পুত্রগণ একশ উট হযরত আবু বকর (রাযি.)কে আদায় করলে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে হুকুম দিলেন, উটগুলো সদকা করে দাও।

بِنَصْرِ اللّٰهِ ؕ يَنْصُرُ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۙ﴿۵﴾

৫. আল্লাহ প্রদত্ত বিজয়ের কারণে।[২] তিনি যাকে ইচ্ছা বিজয় দান করেন। তিনিই ক্ষমতার মালিক, পরম দয়ালুও বটে।

وَعْدَ اللّٰهِ ؕ لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ وَعْدَهٗ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۶﴾

৬. এটা আল্লাহর কৃত ওয়াদা। আল্লাহ নিজ ওয়াদার বিপরীত করেন না। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।

يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚۖ وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غٰفِلُوْنَ ﴿۷﴾

৭. তারা পার্থিব জীবনের কেবল প্রকাশ্য দিকটাই জানে আর আখেরাতের ব্যাপারে তাদের অবস্থা হল, তারা সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ গাফেল।

اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا فِيْۤ اَنْفُسِهِمْ ۟ مَا خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَآئِ رَبِّهِمْ لَكٰفِرُوْنَ ﴿۸﴾

৮. তবে কি তারা নিজেদের অন্তরে ভেবে দেখেনি? আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে এবং এতদুভয়ের মাঝে বিদ্যমান জিনিসকে যথাযথ উদ্দেশ্য ও কোন মেয়াদ ব্যতিরেকে সৃষ্টি করেননি।[৩] বহু লোকই এমন, যারা নিজ প্রতিপালকের সাথে মিলিত হওয়াকে অস্বীকার করে।

اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَانُوْۤا اَشَدَّ مِنْهُمْ

৯. তারা কি ভূমিতে চলাফেরা করেনি, তাহলে দেখতে পেত তাদের পূর্বে যারা ছিল তাদের পরিণাম কী হয়েছে? তারা শক্তিতে ছিল তাদের চেয়ে প্রচণ্ডতর

---

২. পূর্বের সূরার পরিচিতিতে বলা হয়েছে, এটা একটা স্বতন্ত্র ভবিষ্যদ্বাণী, যা বদরের যুদ্ধে মুমিনদের জয়লাভ দ্বারা বাস্তবায়িত হয়েছিল।

৩. অর্থাৎ আখেরাতকে স্বীকার না করলে তার অর্থ দাঁড়াবে, আল্লাহ তাআলা এ বিশ্ব-জগতকে এমনি-এমনিই সৃষ্টি করেছেন। এর সৃষ্টির পেছনে বিশেষ কোন উদ্দেশ্য নেই। এখানে যার যা-ইচ্ছা হয় করতে পারে। জালেম কেন জুলুম করল, পাপিষ্ঠ কেন পাপাচার করল কোনও দিন তার হিসাব নেওয়া হবে না এবং ভালো লোকে ভালো কাজ করলে সেজন্য কখনও পুরস্কার লাভ করবে না। অর্থাৎ ভাল-মন্দের কোনও রকম নিষ্পত্তি ছাড়াই এ বিশ্ব-জগত অনন্ত-অসীম কাল এ রকম উদ্দেশ্যবিহীন চলতে থাকবে।

قُوَّةً وَّاَثَارُوا الْاَرْضَ وَعَمَرُوْهَآ اَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوْهَا وَجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ۗ فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۝٩

এবং তারা জমি চাষ করত এবং তা আবাদ করত তাদের আবাদ অপেক্ষা বেশি। তাদের কাছে তাদের রাসূলগণ সুস্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে এসেছিল। বস্তুত আল্লাহ এমন নন যে, তাদের প্রতি জুলুম করবেন; বরং তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিল।

ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِيْنَ اَسَآءُوا السُّوْٓاٰۤى اَنْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَكَانُوْا بِهَا يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝١٠

১০. অতঃপর যারা মন্দ কাজ করেছিল, তাদের পরিণামও মন্দই হয়েছে। কেননা তারা আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছিল এবং তা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত।

[১]

اَللّٰهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝١١

১১. আল্লাহই সৃষ্টির সূচনা করেন এবং তিনিই তাকে পুনরায় সৃষ্টি করবেন।[৪] তারপর তোমাদেকে তাঁরই কাছে ফিরিয়ে নেওয়া হবে।

وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُوْنَ ۝١٢

১২. যে দিন কিয়ামত সংঘটিত হবে, সে দিন অপরাধীরা নিরাশ হয়ে যাবে।

وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ مِّنْ شُرَكَآئِهِمْ شُفَعٰٓؤُا وَكَانُوْا

১৩. তারা যাদেরকে আল্লাহর শরীক মেনেছিল, তাদের মধ্যে কেউ তাদের সুপারিশকারী হবে না এবং তারা

---

৪. যারা মৃত্যুর পর মানুষের পুনরুত্থানকে অসম্ভব মনে করত এবং বলত, পচে-গলে মাটিতে মিশে যাওয়ার পর তাকে পুনরায় জীবিত করা কী করে সম্ভব, এ আয়াতে তাদের জবাব দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে, প্রতিটি বস্তুর ব্যাপারে এটা একটা সাধারণ নিয়ম যে, তা প্রথমবার তৈরি করাই বেশি কঠিন হয়ে থাকে, কিন্তু কোনওক্রমে তা একবার তৈরি করে ফেলতে পারলে তারপর সে রকম আরও তৈরি করা সহজ হয়ে যায়। এ আয়াত বলছে, বিশ্ব জগতের প্রতিটি বস্তু প্রথমবার তো আল্লাহ তাআলাই সৃষ্টি করেছেন, কাজেই পুনর্বার সৃষ্টি করা তাঁর পক্ষে কঠিন হবে কেন?

بِشُرَكَآئِهِمْ كٰفِرِيْنَ ﴿١٣﴾

নিজেরাও তাদের শরীকদের অস্বীকারকারী হয়ে যাবে।[৫]

وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَّتَفَرَّقُوْنَ ﴿١٤﴾

১৪. এবং যে দিন কিয়ামত সংঘটিত হবে, সে দিন মানুষ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে যাবে।

فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَهُمْ فِيْ رَوْضَةٍ يُّحْبَرُوْنَ ﴿١٥﴾

১৫. সুতরাং যারা ঈমান এনেছিল ও সৎকর্ম করেছিল তাদেরকে জান্নাতে এমন আনন্দ দান করা হবে, যা তাদের চেহারা থেকে বিচ্ছুরিত হবে।

وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَلِقَآئِ الْاٰخِرَةِ فَاُولٰٓئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُوْنَ ﴿١٦﴾

১৬. আর যারা কুফর অবলম্বন করেছিল এবং আমার আয়াতসমূহ ও আখেরাতের সাক্ষাতকারকে অস্বীকার করেছিল তাদেরকে আযাবে ধৃত করা হবে।

فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ ﴿١٧﴾

১৭. সুতরাং আল্লাহর তাসবীহতে লিপ্ত থাক যখন তোমরা সন্ধ্যায় উপনীত হও তখনও এবং যখন তোমরা ভোরের সম্মুখীন হও তখনও।

وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ ﴿١٨﴾

১৮. এবং তারই প্রশংসা করা হয় আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে এবং বিকাল বেলায় (তার তাসবীহতে লিপ্ত হও) এবং জোহরের সময়ও।

---

৫. অর্থাৎ, এক পর্যায়ে মুশরিকরা সুস্পষ্ট মিথ্যা বলে দেবে। বলবে, দুনিয়ায় আমরা কখনও কোন শিরক করিনি। সূরা আনআমে আল্লাহ তাআলা তাদের সে উক্তি উদ্ধৃত করেন যে, وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ 'আমরা আমাদের প্রতিপালক আল্লাহর নামে কসম করে বলছি, আমরা মুশরিক ছিলাম না (আনআম ৬ : ২৩)।

يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُونَ ﴿١٩﴾

১৯. তিনি প্রাণহীন থেকে প্রাণবানকে বের করে আনেন এবং প্রাণবান থেকে প্রাণহীনকে বের করে আনেন।[৬] আর তিনি ভূমিকে তার মৃত্যুর পর সঞ্জীবিত করেন। এভাবেই তোমাদেরকে (কবর থেকে) বের করা হবে।

[২]

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ اِذَآ اَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُوْنَ ﴿٢٠﴾

২০. তাঁর (কুদরতের) একটি নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তোমরা দেখতে না দেখতে মানবরূপে (ভূমিতে) ছড়িয়ে পড়লে।[৭]

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۚ

২১. তাঁর এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদেরই মধ্য হতে স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে গিয়ে শান্তি লাভ কর এবং তিনি তোমাদের পরস্পরের

---

৬. প্রাণহীন থেকে প্রাণবানকে বের করার দৃষ্টান্ত হল ডিম থেকে মুরগি-ছানা বের করা আর প্রাণবান থেকে প্রাণহীনকে বের করার দৃষ্টান্ত হল মুরগি থেকে ডিম বের করা। অতঃপর আল্লাহ তাআলা ভূমির দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন যে, খড়ার কারণে ভূমি শুকিয়ে এমন অনুর্বর হয়ে যায় যে, তখন তা কোন কিছুই উৎপন্ন করার ক্ষমতা রাখে না, কিন্তু আল্লাহ তাআলা বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে সেই মৃত ভূমিতে আবার জীবন দান করেন, ফলে তা থেকে নানা রকম উদ্ভিদ উদ্‌গত হয়। এর দ্বারা বোঝানো হচ্ছে যে, আল্লাহ তাআলা মানুষকেও তার মৃত্যুর পর এভাবে পুনরায় জীবিত করে তুলবেন।

৭. এখান থেকে ৩৭ নং পর্যন্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ তাআলার তাওহীদ সম্পর্কে আলোচনা। দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে বিশ্ব-জগতে বিরাজমান সেই সকল নিদর্শনের প্রতি, যা আল্লাহ তাআলার একত্ববাদকে প্রমাণ করে। কোন ব্যক্তি যদি সত্য জানার আগ্রহে ন্যায়নিষ্ঠ মন নিয়ে এসব নিদর্শনের প্রতি দৃষ্টিপাত করে, তবে সে নিশ্চিত দেখতে পাবে, এর প্রতিটিই আল্লাহ তাআলার একত্ববাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। এর প্রত্যেকটি জানান দেয়, যেই সত্তা এই মহাবিশ্বকে মহা-বিস্ময়কর নিয়ম-শৃঙ্খলার সাথে পরিচালনা করছেন, নিজ প্রভূত্বে তার না কোন অংশীদার আছে আর না তা থাকার দরকার আছে। তাছাড়া এটা কোন যুক্তির কথা নয় যে, যেই মহান সত্তা একা এত বড় জগত সৃষ্টি করেছেন, ছোট-ছোট কাজ আঞ্জাম দেওয়ার জন্য তার আবার আলাদা-আলাদা শরীকের প্রয়োজন হবে?

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

মধ্যে ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন।[৮] নিশ্চয়ই এর ভেতর নিদর্শন আছে সেই সব লোকের জন্য, যারা চিন্তা-ভাবনা করে।

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ ﴿٢٢﴾

২২. এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে আছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃজন এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য। নিশ্চয়ই এর মধ্যে নিদর্শন আছে জ্ঞানবানদের জন্য।

وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿٢٣﴾

২৩. এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে আছে রাত ও দিনে তোমাদের ঘুম এবং তোমাদের কর্তৃক তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান।[৯] নিশ্চয়ই এর মধ্যে নিদর্শন আছে সেই সকল লোকের জন্য, যারা কথা শোনে।

---

৮. বিবাহের আগে স্বামী-স্ত্রী সাধারণত আলাদা-আলাদা পরিবেশে লালিত-পালিত হয়। পরস্পরের মধ্যে কোন সম্বন্ধ থাকে না। কিন্তু বিবাহের পর তাদের মধ্যে এমন গভীর বন্ধন ও ভালবাসা গড়ে ওঠে যে, তারা অতীত জীবনকে ভুলে গিয়ে সম্পূর্ণরূপে একে অন্যের হয়ে যায়। হঠাৎ করেই তাদের মধ্যে এমন এক প্রেম-প্রীতি সৃষ্টি হয়ে যায় যে, এখন আর একজন অন্যজন ছাড়া এক মুহূর্ত থাকতে পারে না। যৌবনকালে না হয় এ ভালবাসার পেছনে জৈব তাগিদের কোন ভূমিকাকে দাঁড় করানো যাবে, কিন্তু বৃদ্ধকালে কোন সে তাড়না এ ভালোবাসাকে স্থিত রাখে? তখন তো দেখা যায়, একের প্রতি অন্যের টান ও মমতা আরও বৃদ্ধি পায়। এটাই কুদরতের সেই নিদর্শন, যার প্রতি আল্লাহ তাআলা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

৯. রাতে ঘুমানো আর দিনে আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ সন্ধান অর্থাৎ জীবিকা অন্বেষণের এই যে সাধারণ নিয়ম, এটা আল্লাহ তাআলাই মানব স্বভাবের মধ্যে নিহিত রেখেছেন। দুনিয়ার মানুষ একাট্টা হয়ে এর জন্য কোন চুক্তি সম্পাদন করেনি। যদি এটা মানুষের বুদ্ধি-বিবেচনার উপর ছেড়ে দেওয়া হত তবে ফ্যাসাদ লেগে যেত। কিছু লোক একটা সময় স্থির করে তখন ঘুমাতে চাইত আর কিছু লোক ঠিক সেই সময় কাজ-কর্মে লিপ্ত থেকে তাদের ঘুম নষ্ট করে দিত। মহান আল্লাহ সেই ফ্যাসাদ থেকে রক্ষা করে মানুষের জন্য কত নির্বিঘ্ন আরামের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

২৪. এবং তাঁর একটি নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদেরকে দেখান বিজলী, যা দেখে ভয় ও আশা জাগে[১০] এবং আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করেন, যা দ্বারা ভূমিকে তার মৃত্যুর পর সঞ্জীবিত করেন। নিশ্চয়ই এর মধ্যে নিদর্শন আছে, সেই সব লোকের জন্য, যারা বুদ্ধিকে কাজে লাগায়।

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَيُحْيٖ بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿۲۴﴾

২৫. তাঁর একটি নিদর্শন এই যে, আকাশ ও পৃথিবী তাঁরই হুকুমে প্রতিষ্ঠিত আছে। তারপর তিনি যখন মাটি থেকে উঠে আসার জন্য তোমাদেরকে একবার ডাক দিবেন সঙ্গে-সঙ্গে তোমরা বের হয়ে আসবে।

وَمِنْ اٰيٰتِهٖۤ اَنْ تَقُوْمَ السَّمَآءُ وَالْاَرْضُ بِاَمْرِهٖ ؕ ثُمَّ اِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً ۖۗ مِّنَ الْاَرْضِ ۖ اِذَاۤ اَنْتُمْ تَخْرُجُوْنَ ﴿۲۵﴾

২৬. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে সব তাঁরই মালিকানাধীন। সকলে তাঁরই আজ্ঞাবহ।

وَلَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ ﴿۲۶﴾

২৭. তিনিই সেই সত্তা, যিনি সৃষ্টির সূচনা করেন। তারপর তিনিই তাকে পুনর্জীবিত করবেন আর এ কাজ তার জন্য সহজতর। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে তাঁরই মহিমা সর্বোচ্চ। তিনিই ক্ষমতার মালিক, প্রজ্ঞাময়ও বটে।

وَهُوَ الَّذِيْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ ؕ وَلَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿۲۷﴾

---

১০. ভয় তো দেখা দেয় যে, না-জানি সেই বিদ্যুতের স্পর্শে কার কি ক্ষতি হয়ে যায়। আর আশা জাগে এই যে, হয়ত এর ফলে রহমতের বারিধারা নেমে আসবে।

[৩]

ضَرَبَ لَكُمْ مَّثَلًا مِّنْ اَنْفُسِكُمْ ؕ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَآءَ فِيْ مَا رَزَقْنٰكُمْ فَاَنْتُمْ فِيْهِ سَوَآءٌ تَخَافُوْنَهُمْ كَخِيْفَتِكُمْ اَنْفُسَكُمْ ؕ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿۲۸﴾

২৮. তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের নিজেদের মধ্য হতেই একটি দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। আমি তোমাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি, তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে কেউ কি তাতে তোমাদের এমন অংশীদার আছে যে, তোমরা ও তারা তাতে সম-মর্যাদার এবং তোমরা তাদেরকে ঠিক সে রকমই ভয় কর, যেমন ভয় করে থাক তোমরা পরস্পরে একে অন্যকে?[১১] যারা বুদ্ধিকে কাজে লাগায়, তাদের জন্য আমি এভাবেই নিদর্শনাবলী সুস্পষ্টরূপে বিবৃত করি।

بَلِ اتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْۤا اَهْوَآءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ فَمَنْ يَّهْدِيْ مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ ؕ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿۲۹﴾

২৯. কিন্তু জালেমগণ অজ্ঞানতাবশত তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করছে। কাজেই আল্লাহ যাকে বিপথগামী করেছেন, কে তাকে হেদায়েত দিতে পারে?[১২] এরূপ লোকের কোন সাহায্যকারী থাকবে না।

فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ؕ فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِيْ فَطَرَ

৩০. সুতরাং তুমি নিজ চেহারাকে একনিষ্ঠভাবে এই দ্বীনের অভিমুখী রাখ। সেই ফিতরত অনুযায়ী চল, যে

---

১১. কোন ব্যক্তি এটা মেনে নিতে পারে না যে, তার কোন গোলাম তার অর্থ-সম্পদে একদম তার সমান হয়ে যাবে এবং কাজ-কারবারে দু'জন স্বাধীন লোক যেমন একে অন্যের অংশীদার হয় ও একে অন্যকে ভয় করে চলে, সেই গোলামও তেমনি তার অংশীদার হয়ে যাবে এবং তাকেও তার সেই রকম ভয় করতে হবে। কোন মুশরিক যদি নিজের জন্য এ বিষয়টা মানতে না পারে, তবে আল্লাহ তাআলার জন্য কিভাবে এটা মেনে নিচ্ছে? কিভাবে তাঁর প্রভুত্বে অন্যকে অংশীদার বানাচ্ছে?

১২. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা কাউকে যদি তার জিদ ও হঠকারিতাপূর্ণ কার্যকলাপের কারণে হেদায়াতের তাওফীক থেকে বঞ্চিত রাখেন, তবে তাকে হেদায়াত দান করা কারও পক্ষে সম্ভব নয়।

ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

ফিতরতের উপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।[১৩] আল্লাহর সৃষ্টিতে কোন পরিবর্তন সাধন করা সম্ভব নয়।[১৪] এটাই সম্পূর্ণ সরল পথ। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।

مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَٱتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿٣١﴾

৩১. (ফিতরতের অনুসরণ করবে) এভাবে যে, তুমি তাঁরই (অর্থাৎ আল্লাহরই) অভিমুখী হয়ে থাকবে, তাঁকেই ভয় করবে, নামায কায়েম করবে এবং অন্তর্ভুক্ত হবে না মুশরিকদের–

مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا ۖ كُلُّ حِزْبٍۭ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿٣٢﴾

৩২. যারা নিজেদের দ্বীনকে খণ্ড-খণ্ড করে ফেলেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। প্রতিটি দল আপন-আপন পন্থা নিয়ে উৎফুল্ল।[১৫]

---

১৩. আল্লাহ তাআলা প্রতিটি মানুষের ভেতর এই যোগ্যতা নিহিত রেখেছেন যে, সে চাইলে নিজ সৃষ্টিকর্তা ও মালিককে চিনতে পারবে, তাঁর তাওহীদকে বুঝতে ও মানতে পারবে এবং তাঁর নবী-রাসূলগণ যে দ্বীন ও হেদায়াত নিয়ে আসেন তার অনুসরণ করতে সক্ষম হবে। মানুষের মজ্জাগত এই যে যোগ্যতা ও ক্ষমতা– একেই কুরআন মাজীদে 'ফিতরাত' শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে।

১৪. অর্থাৎ এই যে মজ্জাগত যোগ্যতা, যা আল্লাহ তাআলা প্রতিটি মানুষকে দান করেছেন, একে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করা সম্ভব নয়। মানুষ পরিবেশ-পরিস্থিতির প্রভাবে ভুল পথে যেতে পারে, কিন্তু তাতে তার জন্মগত সে ক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে যায় না। এ কারণেই কখনও যদি সে তার জিদ পরিত্যাগ করে এবং সত্য সন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চিন্তা করে, তবে এ যোগ্যতার ফল সে অবশ্যই পাবে এবং সত্য তাকে অবশ্যই ধরা দেবে। এটা ভিন্ন কথা যে, কোন ব্যক্তি যদি একাধারে জিদ দেখাতে থাকে, কোনওক্রমেই সত্য শুনতে রাজি না হয় এবং ভ্রান্ত পথকেই আকড়ে ধরে রাখে, তবে আল্লাহ তাআলা নিজেই তার অন্তরে মোহর করে দেন। কুরআন মাজীদের বিভিন্ন আয়াতে এ বিষয়টা স্পষ্ট করা হয়েছে, দেখুন সূরা বাকারা (২ : ৭)। পিছনে ২৯ নং আয়াতেও এ বাস্তবতা তুলে ধরা হয়েছে।

১৫. সর্বপ্রথম পৃথিবীতে যখন মানুষের আগমন ঘটে, তখন সে তার এই মজ্জাগত যোগ্যতাকে কাজে লাগিয়ে সত্য দ্বীনই অবলম্বন করেছিল। কিন্তু মানুষ কালক্রমে আলাদা-আলাদা পথ সৃষ্টি করে নেয় এবং নিজেদেরকে ভিন্ন-ভিন্ন ধর্মে বিভক্ত করে ফেলে। তাদের এ আচরণকেই কুরআন মাজীদ 'দ্বীনকে খণ্ড-খণ্ড করা' ও 'বিভিন্ন দলে বিভক্ত হওয়া' শব্দমালায় ব্যক্ত করেছে।

৩৩. মানুষকে যখন কোন দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে, তখন তারা তাদের প্রতিপালকের অভিমুখী হয়ে তাঁকেই ডাকে, তারপর তিনি যখন নিজের পক্ষ হতে তাদেরকে কোন রহমতের স্বাদ গ্রহণ করান, তখন সহসাই তাদের একদল নিজ প্রতিপালকের সাথে শিরক শুরু করে দেয়–

وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿٣٣﴾

৩৪. আমি তাদেরকে যা-কিছু দিয়েছি তার না-শোকরি করার জন্য। ঠিক আছে! কিছুটা মজা লুটে নাও, শীঘ্রই তোমরা সবকিছু জানতে পারবে।

لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ ۚ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣٤﴾

৩৫. আমি কি তাদের উপর এমন কোন দলীল নাযিল করেছি, যা তারা আল্লাহর সঙ্গে যে শিরক করছে তাদেরকে তা করতে বলে?

أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ ﴿٣٥﴾

৩৬. আমি মানুষকে যখন রহমতের স্বাদ গ্রহণ করাই তখন তারা তাতে উৎফুল্ল হয়। পক্ষান্তরে তাদেরই কৃতকর্মের কারণে যখন তাদের কোন অনিষ্ট সাধিত হয়, তখন অতি দ্রুত তারা হতাশ হয়ে পড়ে।

وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا ۖ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴿٣٦﴾

৩৭. তারা কি দেখেনি আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা রিযিক প্রশস্ত করে দেন এবং (যার জন্য ইচ্ছা) সংকীর্ণ করে দেন?[১৬]

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ

১৬. যারা দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হলে হতাশাগ্রস্ত হয়, তাদেরকে বলা হচ্ছে, দুঃখ-কষ্টের সময় না-শোকরীতে লিপ্ত না হয়ে চিন্তা করা উচিত সম্পদের প্রাচুর্য ও সংকীর্ণতা আল্লাহ

وَيَقْدِرُ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۝۳۷

নিশ্চয়ই এর মধ্যে নিদর্শন আছে সেই সব লোকের জন্য, যারা ঈমান আনে।

فَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ۭ ذٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ ۡ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝۳۸

৩৮. সুতরাং আত্মীয়কে তার হক দিয়ে দাও এবং অভাবগ্রস্তকে ও মুসাফিরকেও।[১৭] যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে তাদের জন্য এটা শ্রেয় এবং তারাই সফলকাম।

وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَاۡ فِيْٓ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ

৩৯. তোমরা যে সুদ দাও, যাতে তা মানুষের সম্পদে যুক্ত হয়ে বৃদ্ধি পায়, আল্লাহর কাছে তা বৃদ্ধি পায় না।[১৮] পক্ষান্তরে আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের

তাআলার ইচ্ছাধীন। তিনি মানুষের কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি রেখে নিজ হেকমত অনুসারে স্থির করে থাকেন কাকে কখন প্রাচুর্য ও সংকীর্ণতা দান করবেন। এমন কোন কথা নেই যে, এটা স্থির হবে প্রত্যেকের আপন-আপন চাহিদা অনুসারে। আবার এটাও জরুরি নয় যে, এ ব্যাপারে তিনি যা করেন তা সকলের বুঝেও এসে যাবে। কাজেই এসবের পিছনে না পড়ে বরং প্রাচুর্য ও সংকীর্ণতা যখন আল্লাহ তাআলারই হাতে তখন প্রত্যেকের উচিত জীবন-যাত্রায় কোন সংকট দেখা দিলে তাঁরই শরণাপন্ন হওয়া এবং তাঁরই কাছে সাহায্য চাওয়া।

১৭. পূর্বে বলা হয়েছে রিযিক ও অর্থ-সম্পদ আল্লাহ তাআলারই দান। কাজেই তিনি যা-কিছু দান করেন তা তাঁরই হুকুম মোতাবেক ও তাঁরই নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যয় করতে হবে। তাতে গরীব-মিসকীন ও আত্মীয়-স্বজনের যে হক আল্লাহ তাআলা নির্ধারণ করেছেন তা যথাযথভাবে আদায় করতে হবে। আদায়কালে যেন অন্তরে এই আশঙ্কা না জাগে যে, এর ফলে সম্পদ কমে যাবে। কেননা পূর্বের আয়াতে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে সম্পদের হ্রাস-বৃদ্ধি আল্লাহ তাআলার হাতে। তোমরা যদি তাঁর হুকুম মোতাবেক তা ব্যয় কর এবং তাঁর আরোপিত হক আদায় কর, তবে এর ফলে তিনি তোমাদের সম্পদ কমিয়ে দেবেন তা কখনওই হতে পারে না। সুতরাং আজ পর্যন্ত দেখা যায়নি কেউ তার অর্থ-সম্পদ থেকে অন্যের হক আদায় করার কারণে নিঃস্ব হয়ে গেছে।

১৮. প্রকাশ থাকে যে, সূরা রূমের এ আয়াত নাযিল হয়েছিল মক্কা মুকাররমায় এবং এটাই প্রথম আয়াত, যাতে সুদের নিন্দা করা হয়েছে। তখনও পর্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় সুদ হারাম করা হয়নি, তবে ভবিষ্যতে কখনও যে এটা হারাম হয়ে যেতে পারে এ আয়াত তার একটা সূক্ষ্ম ইঙ্গিত বহন করে। বলা হয়েছে, সুদের আয় আল্লাহর কাছে বাড়ে না। অর্থাৎ সুদ গ্রহীতা তো আশা করে তা দ্বারা তার সম্পদ বৃদ্ধি পাবে, কিন্তু আল্লাহ তাআলার কাছে তা আদৌ বৃদ্ধি পায় না। কেননা প্রথমত দুনিয়ায়ও হারাম উপার্জনে বরকত হয় না, তা অঙ্কে যতই বেশি হোক না কেন। অর্থ-সম্পদের সার্থকতা তো এখানেই যে, মানুষ তা দ্বারা শান্তি ও

وَجۡهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الۡمُضۡعِفُوۡنَ ﴿۳۹﴾

উদ্দেশ্যে তোমরা যে যাকাত দিয়ে থাক, তো যারা তা দেয় তারাই (নিজেদের সম্পদ) কয়েক গুণ বৃদ্ধি করে নেয়।[১৯]

اَللّٰهُ الَّذِیۡ خَلَقَكُمۡ ثُمَّ رَزَقَكُمۡ ثُمَّ یُمِیۡتُكُمۡ ثُمَّ یُحۡیِیۡكُمۡ ؕ هَلۡ مِنۡ شُرَكَآئِكُمۡ مَّنۡ یَّفۡعَلُ مِنۡ ذٰلِكُمۡ مِّنۡ شَیۡءٍ ؕ سُبۡحٰنَهٗ وَتَعٰلٰی عَمَّا یُشۡرِكُوۡنَ ﴿۴۰﴾

৪০. আল্লাহ সেই সত্তা, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তিনি তোমাদেরকে রিযিক দিয়েছেন, তারপর তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটান, তারপর তিনি তোমাদেরকে জীবিত করবেন। তোমরা যাদেরকে আল্লাহর শরীক সাব্যস্ত করেছ, তাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছে যে, এর কোনওটি করতে পারে? তিনি পবিত্র ও সেই শিরক থেকে সমুচ্চ, যাতে তারা লিপ্ত রয়েছে

স্বস্তি লাভ করবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, হারাম পন্থায় উপার্জনকারী যত বড় অঙ্কের সম্পদই অর্জন করুক, সুখ-শান্তি তার নসীব হয় না। অধিকাংশ সময়ই সে নানা রকম উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় জর্জরিত থাকে। দ্বিতীয়ত তার যে বাহ্যিক প্রবৃদ্ধি লাভ হয় তা আখেরাতে কোন কাজে আসবে না। পক্ষান্তরে দান-সদকা আখেরাতে অভাবনীয় উপকার দেবে। এ বিষয়টিই সূরা বাকারায় আল্লাহ তাআলা এভাবে ব্যক্ত করেছেন যে, আল্লাহ সুদ মিটিয়ে দেন ও সদকা বৃদ্ধি করেন (২ : ২৭৬)।

উল্লেখ্য, এ আয়াতে যে الربا শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে এর প্রসিদ্ধ অর্থ তো সুদ, কিন্তু এর আরেক অর্থ হল– এমন উপহার যা অধিকতর মূল্যবান উপহার প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়ে থাকে। যেমন বিবাহ-শাদিতে নিমন্ত্রিতদের পক্ষ হতে যে উপহার দেওয়া হয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার উদ্দেশ্য এটাই হয়ে থাকে। বহু মুফাসসির এখানে الربا-এর অর্থ এটাই গ্রহণ করেছেন এবং এর ভিত্তিতে 'নেওতা' (অর্থাৎ অধিক প্রাপ্তির আশায় বিবাহ-শাদিতে উপহাররূপে নগদ অর্থ প্রদানের) রেওয়াজকে হারাম সাব্যস্ত করেছেন। অধিক মূল্যবান উপহার লাভের প্রত্যাশায় যে উপহার দেওয়া হয়, সূরা মুদ্দাচ্ছিরেও তাকে নাজায়েয বলা হয়েছে (আয়াত নং ৬)।

১৯. সূরা বাকারায় জানানো হয়েছে সদাকার সওয়াব সাতশ' গুণ বৃদ্ধি করা হয়; বরং আল্লাহ তাআলা যার জন্য ইচ্ছা তা আরও বহু গুণ বৃদ্ধি করে দেন (২ : ২৬১)।

[৪]

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

৪১. মানুষ নিজ হাতে যা কামায়, তার ফলে স্থলে ও জলে অশান্তি ছড়িয়ে পড়ে,[২০] আল্লাহ তাদেরকে তাদের কতক কৃতকর্মের স্বাদ গ্রহণ করাবেন সে জন্য; হয়ত (এর ফলে) তারা ফিরে আসবে।

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ ۚ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ﴿٤٢﴾

৪২. (হে রাসূল!) তাদেরকে বল, ভূমিতে বিচরণ করে দেখ পূর্বে যারা গত হয়েছে তাদের পরিণাম কী হয়েছে। তাদের অধিকাংশই ছিল মুশরিক।

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ ۖ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ ﴿٤٣﴾

৪৩. সুতরাং তুমি নিজ চেহারা বিশুদ্ধ দ্বীনের দিকে কায়েম রাখ, সেই দিন আসার আগে, আল্লাহর পক্ষ থেকে যা টলবার কোন সম্ভাবনাই নেই। সে দিন মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়বে।

مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۖ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ ﴿٤٤﴾

৪৪. যে ব্যক্তি কুফর করেছে, তার কুফরের শাস্তি তাকেই ভোগ করতে হবে। আর যারা সৎকর্ম করেছে, তারা নিজেদের জন্য পথ তৈরি করেছে।

---

২০. অর্থাৎ দুনিয়ায় যে ব্যাপক বালা-মুসিবত দেখা দেয়, যেমন দুর্ভিক্ষ, মহামারি, ভূমিকম্প, শত্রুর আগ্রাসন, জালিমের আধিপত্য ইত্যাদি, এসবের প্রকৃত কারণ ব্যাপকভাবে আল্লাহ তাআলার হুকুম অমান্য করা ও পাপাচারে লিপ্ত হওয়া। এভাবে এসব বিপদাপদ মানুষের আপন হাতের কামাই হয়ে থাকে। আল্লাহ তাআলা মানুষের উপর এসব বিপদাপদ চাপান এজন্য, যাতে মানুষের মন কিছুটা নরম হয় এবং দুষ্কর্ম থেকে নিবৃত্ত হয়। প্রকাশ থাকে যে, দুনিয়ায় যেসব বিপদাপদ দেখা দেয়, অনেক সময় তার বাহ্যিক কারণও থাকে যা প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ী আপন কার্য প্রকাশ করে। কিন্তু এটা তো বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সেই কারণও আল্লাহ তাআলারই সৃষ্টি এবং বিশেষ সময় ও বিশেষ স্থানে তার সক্রিয় হওয়াটাও আল্লাহ তাআলার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। তিনি নিজের সে ইচ্ছা সাধারণত মানুষের পাপাচারের ফলেই কার্যকর করেন। এভাবে এ আয়াত শিক্ষা দিচ্ছে,

৪৫. ফলে যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে আল্লাহ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে পুরস্কৃত করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফেরদেরকে ভালবাসেন না।

لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْ فَضْلِهٖ ۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٤٥﴾

৪৬. এবং তাঁর (কুদরতের) একটি নিদর্শন এই যে, তিনি বায়ু প্রেরণ করেন, যা (বৃষ্টির) সুসংবাদ নিয়ে আসে, তোমাদেরকে তাঁর রহমত আস্বাদন করানোর জন্য এবং যাতে নৌযান তাঁর নির্দেশে (পানিতে) চলাচল করে, যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান কর[২১] এবং তার শোকর আদায় কর।

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ يُّرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرٰتٍ وَّلِيُذِيْقَكُمْ مِّنْ رَّحْمَتِهٖ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِاَمْرِهٖ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٤٦﴾

৪৭. (হে রাসূল!) আমি তোমার আগেও বহু রাসূল পাঠিয়েছি তাদের আপন-

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا اِلٰى قَوْمِهِمْ

সাধারণ বালা-মসিবতের সময় নিজেদের গোনাহের কথা স্মরণ করে আল্লাহ তাআলার কাছে তওবা ও ইস্তিগফারে লিপ্ত হওয়া চাই, যদিও আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় তা বাহ্যিক কোন কারণ ঘটিত বিষয়।

২১. আল্লাহ তাআলা মানুষের বহুবিধ উপকারার্থে বাতাস প্রবাহিত করে থাকেন, যেমন এক উপকার হল, বাতাস বৃষ্টির সুসংবাদ নিয়ে আসে এবং যেখানে বৃষ্টির দরকার সেখানে মেঘমালা ভাসিয়ে নিয়ে যায়। এভাবে বাতাস বৃষ্টি বর্ষণের বাহ্যিক কারণ হয়ে থাকে। আরেকটি ফায়দা হল, তা সাগর ও নদীতে নৌযান চলাচলে সাহায্য করে। পালের জাহাজ তো বায়ু প্রবাহের উপরই সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল। যান্ত্রিক নৌযানও কোনও না কোনওভাবে বাতাসের কাছে ঠেকা। আর সাগর-নদীতে নৌযান চালানোর উপকার বলা হয়েছে এই যে, মানুষ তার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ সন্ধান করতে পারে। পূর্বে একাধিকবার বলা হয়েছে, 'আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ সন্ধান' হল কুরআন মাজীদের একটি পরিভাষা। এর দ্বারা ব্যবসা-বাণিজ্য ও আয়-উপার্জনের অন্যান্য উপায় অবলম্বন বোঝানো হয়ে থাকে। কুরআন মাজীদ ইশারা করছে যে, যদি এই বায়ু প্রবাহ না থাকত, যার সাহায্যে সাগর ও নদীতে নৌযান চলাচলে করে, তবে তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য সব বন্ধ হয়ে যেত। কেননা আন্তর্জাতিক সকল ব্যবসা-বাণিজ্য প্রধানত নৌপথেই পরিচালিত হয়ে থাকে। আমদানি-রফতানীর সিংহভাগই জাহাজযোগে সম্পন্ন হয়। সুতরাং এ বায়ু প্রবাহ তোমাদের প্রতি আল্লাহ তাআলার এক মহা করুণা।

فَجَآءُوْهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا ؕ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

আপন সম্প্রদায়ের কাছে। তারা তাদের কাছে সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ নিয়ে এসেছিল। অতঃপর যারা অন্যায়-অপরাধে লিপ্ত হয়েছিল আমি তাদেরকে শাস্তি দিয়েছি। আর মুমিনদেরকে সাহায্য করার দায়িত্ব আমি নিজের উপর রেখেছি।

اَللّٰهُ الَّذِىْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهٗ فِى السَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلُهٗ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ ۚ فَاِذَآ اَصَابَ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖۤ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ ۝

৪৮. আল্লাহই সেই সত্তা, যিনি বায়ু প্রেরণ করেন। সে বায়ু মেঘমালা সঞ্চালন করে। তারপর তিনি যেভাবে চান তা আকাশে ছড়িয়ে দেন এবং তাকে কয়েক স্তর বিশিষ্ট (ঘনঘটা) বানিয়ে দেন। ফলে তোমরা দেখতে পাও তার ভেতর থেকে বৃষ্টি নির্গত হয়। যখন তিনি তার বান্দাদের মধ্যে যাদের নিকট ইচ্ছা হয় সে বৃষ্টি পৌঁছিয়ে দেন, তখন সহসাই তারা হয়ে ওঠে আনন্দোৎফুল্ল।

وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِّنْ قَبْلِهٖ لَمُبْلِسِيْنَ ۝

৪৯. অথচ তার আগে যতক্ষণ তাদের উপর বৃষ্টিপাত করা হয়নি, ততক্ষণ তারা ছিল হতাশাগ্রস্ত।

فَانْظُرْ اِلٰۤى اٰثٰرِ رَحْمَتِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ اِنَّ ذٰلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتٰى ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۝

৫০. আল্লাহর রহমতের ফল লক্ষ্য কর, তিনি কিভাবে ভূমিকে তার মৃত্যুর পর জীবন দান করেন। বস্তুত তিনি মৃতদের জীবনদাতা এবং তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّوا۟ مِنۢ بَعْدِهِۦ يَكْفُرُونَ ﴿٥١﴾

৫১. আমি যদি (ক্ষতিকর) বায়ু প্রবাহিত করি,[২২] ফলে তারা তাদের শস্য ক্ষেত্রকে পীতবর্ণ দেখতে পায়, তখন তারা অকৃতজ্ঞতায় লিপ্ত হয়ে পড়ে।

فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْا۟ مُدْبِرِينَ ﴿٥٢﴾

৫২. (হে রাসূল!) তুমি তো মৃতদেরকে কোন কথা শোনাতে পারবে না এবং বধিরকেও পারবে না নিজের ডাক শোনাতে, যখন তারা পিছন ফিরে চলে যায়।

وَمَآ أَنتَ بِهَٰدِ ٱلْعُمْىِ عَن ضَلَٰلَتِهِمْ ۖ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِـَٔايَٰتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ ﴿٥٣﴾

৫৩. এবং তুমি অন্ধদেরকে পথভ্রষ্টতা থেকে মুক্ত করে সঠিক পথে আননতে পারবে না।[২৩] তুমি তো কেবল তাদেরকেই নিজের কথা শোনাতে পারবে, যারা আমার আয়াতসমূহে ঈমান আনে অতঃপর হয়ে যায় আজ্ঞানুবর্তী।

[৫]

ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنۢ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنۢ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۖ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ ﴿٥٤﴾

৫৪. আল্লাহ সেই সত্তা, যিনি তোমাদের সৃষ্টি শুরু করেছেন দুর্বল অবস্থা থেকে, দুর্বলতার পর তিনি দান করেন শক্তি, ফের শক্তির পর দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য। তিনি যা চান সৃষ্টি করেন এবং তিনিই সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।

---

২২. رياح শব্দটি ريح এর বহুবচন। অর্থ বায়ু। কুরআন মাজীদে যেখানে শব্দটি বহুবচনে رياح ব্যবহৃত হয়েছে, সেখানে এর দ্বারা উপকারী বাতাস বোঝানো হয়েছে আর যেখানে একবচনে ريح ব্যবহৃত হয়েছে সেখানে বোঝানো হয়েছে ক্ষতিকর বাতাস।

২৩. এখানে অন্ধ বলে এমন ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে, যে কারও পথপ্রদর্শনকে গ্রহণ করে না।

وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُوْنَ ۙ مَا لَبِثُوْا غَيْرَ سَاعَةٍ ؕ كَذٰلِكَ كَانُوْا يُؤْفَكُوْنَ ﴿٥٥﴾

৫৫. যে দিন কিয়ামত সংঘটিত হবে সে দিন অপরাধীরা কসম করে বলবে যে, তারা (বরযখে) মুহূর্ত কালের বেশি অবস্থান করেনি। এভাবেই তারা (দুনিয়ায়ও) উল্টো মুখে চলত।

وَقَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَالْاِيْمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ اِلٰى يَوْمِ الْبَعْثِ ۫ فَهٰذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلٰكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٥٦﴾

৫৬. আর যাদেরকে ইলম ও ঈমান দেওয়া হয়েছিল তারা বলবে, তোমরা তো আল্লাহর লেখা তাকদীর অনুসারে হাশরের দিন পর্যন্ত (বরযখে) অবস্থান করেছ। এটাই সেই হাশর-দিবস। কিন্তু তোমরা তো বিশ্বাস করতে না।

فَيَوْمَئِذٍ لَّا يَنْفَعُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ ﴿٥٧﴾

৫৭. যারা জুলুমের পথ অবলম্বন করেছিল, সে দিন তাদের ওজর-আপত্তি তাদের কোন কাজে আসবে না এবং তাদেরকে একথাও বলা হবে না যে, আল্লাহর অসন্তুষ্টি দূর কর।

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ؕ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِاٰيَةٍ لَّيَقُوْلَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا مُبْطِلُوْنَ ﴿٥٨﴾

৫৮. বস্তুত এ কুরআনে আমি মানুষ (-কে বোঝানো)-এর জন্য সব রকম বিষয় বিবৃত করেছি এবং (হে রাসূল!) তাদের অবস্থা তো এই যে, তুমি যদি তাদের কাছে কোনও রকম নিদর্শন নিয়েও আস, কাফেরগণ তথাপি বলবে, তোমরা ভ্রান্ত পথেই আছ।

كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٥٩﴾

৫৯. যারা জ্ঞান-বুদ্ধিকে কাজে লাগায় না, আল্লাহ এভাবেই তাদের অন্তরে মোহর করে দেন।

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَّلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِيْنَ لَا يُوْقِنُوْنَ ﴿٦٠﴾

৬০. সুতরাং (হে রাসূল!) তুমি সবর অবলম্বন কর। নিশ্চয়ই আল্লাহর ওয়াদা সত্য। যারা ইয়াকীন করে না, তাদের কারণে তুমি যেন কিছুতেই শিথিলতা না দেখাও।

আলহামদুলিল্লাহ! আজ ৬ জুমাদাল উখরা ১৪২৭ হিজরী মোতাবেক ২২ জুন ২০০৭ খ্রি. সূরা রূমের তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। সময় জুমুআর রাত ১২ টা, স্থান দোহা (কাতার) এয়ারপোর্ট। (অনুবাদ শেষ হল আজ ২২ শাবান ১৪৩১ হিজরী মোতাবেক ৪ আগস্ট ২০১০ খ্রি., বুধবার।) আল্লাহ তাআলা এ খেদমতটুকু কবুল করে নিন এবং অবশিষ্ট সূরাগুলির কাজও নিজ মর্জি মোতাবেক শেষ করার তাওফীক দান করুন– আমীন, ছুম্মা আমীন।

৩১

সূরা লুকমান

সূরা লুকমান

পরিচিতি

এটিও একটি মক্কী সূরা। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মক্কী জীবনের সেই প্রেক্ষাপটে এটি নাযিল হয়েছে, যখন তাঁর ও কুরআন মাজীদের বিরুদ্ধে কাফেরদের শত্রুতা ও প্রোপাগাণ্ডা চরম আকার ধারণ করেছিল। তাদের সর্দারগণ নানা রকম ছল-চাতুরি ও চরমপন্থী কার্যকলাপের মাধ্যমে ইসলামের প্রচার-প্রসার ঠেকানোর চেষ্টা করছিল। কুরআন মাজীদের বলিষ্ঠ বর্ণনাশৈলী যেহেতু মানুষের অন্তরকে গভীরভাবে স্পর্শ করত, তাই কুরআন থেকে ফিরিয়ে রাখার লক্ষ্যে তারা তাদেরকে কিস্‌সা-কাহিনী, কাব্য ও গান-বাদ্যে মগ্ন রাখার চেষ্টা করত। সূরার শুরুতেই এ বিষয়টির অবতারণা রয়েছে (আয়াত নং ৬)।

হযরত লুকমান ছিলেন আরবের এক খ্যাতনামা বিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তি। আরববাসী তার বিজ্ঞোচিত বাণীসমূহকে খুবই মূল্যায়ন করত। আরব কবিগণ একজন প্রাজ্ঞ ব্যক্তি হিসেবে বিভিন্ন কবিতায় তাঁর কথা উল্লেখ করেছেন। কুরআন মাজীদ এ সূরায় তাঁর প্রতি আরব মুশরিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছে, দেখ, লুকমান হাকীম, যাকে তোমরা একজন মহামনীষী বলে স্বীকার করে থাক, তিনিও তো তাওহীদে বিশ্বাসী ছিলেন। আল্লাহ তাআলার সঙ্গে কাউকে শরীক করাকে তিনি চরম জুলুম বলতেন। তিনি নিজ পুত্রকে নসীহত করেছিলেন, 'কখনও শিরক করো না।' তাঁর সে নসীহতটি এ সূরায় উল্লেখ করা হয়েছে। প্রসঙ্গত তাঁর আরও কিছু মূল্যবান উপদেশ, যা তিনি প্রিয় পুত্রকে লক্ষ করে করেছিলেন, এ সূরায় উদ্ধৃত হয়েছে আর সে হিসেবেই সূরাটির নাম রাখা হয়েছে সূরা লুকমান। তো হযরত লুকমান হাকীমের শিক্ষা তো ছিল এ রকম তাওহীদী, অপর দিকে মক্কার মুশরিকদের অবস্থা ছিল এই যে, তারা তাদের সন্তানদেরকে তাওহীদ ও সৎকর্মের শিক্ষা তো দিতই না, উল্টো তাদেরকে শিরকে লিপ্ত হতে বাধ্য করত। তাদের সন্তানদের কেউ ইসলাম গ্রহণ করলে তার উপর বলপ্রয়োগ করত, যাতে আবার শিরকের পথে ফিরে আসে। প্রসঙ্গত লুকমানের উপদেশমালার মাঝখানে (১৪ ও ১৫ নং আয়াতে) পিতা-মাতার সঙ্গে তাওহীদ ও শিরকের দ্বন্দ্ব-সংক্রান্ত মূলনীতি বর্ণিত হয়েছে, যেমনটা পূর্বে সূরা আনকাবুতেও (২৯ : ৮) বর্ণিত হয়েছিল। বলা হয়েছে যে, পিতা-মাতার আদব ও সম্মান রক্ষা তো করতেই হবে, কিন্তু তারা যদি শিরক করতে চাপ দেয়, তবে সেক্ষেত্রে তাদের হুকুম মানা জায়েয নয়। তাছাড়া এ সূরায় তাওহীদের দলীল-প্রমাণ উল্লেখ করা হয়েছে এবং বান্দা যাতে আখেরাতের কথা ভুলে না যায় তাই সেখানকার কঠিন অবস্থার কথা মর্মস্পর্শী ভাষায় তুলে ধরা হয়েছে।

৩১ – সূরা লুকমান – ৫৭

سُوْرَةُ لُقْمٰنَ مَكِّيَّةٌ

মক্কী; ৩৪ আয়াত; ৪ রুকু

رُكُوْعَاتُهَا ٤ اٰيَاتُهَا ٣٤

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓمّٓ ﴿١﴾

১. আলিফ-লাম-মীম।

تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ ﴿٢﴾

২. এগুলো যেমন হেকমতপূর্ণ কিতাবের আয়াত–

هُدًى وَّرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِيْنَ ﴿٣﴾

৩. যা সৎকর্মশীলদের জন্য হেদায়াত ও রহমত স্বরূপ এসেছে।

الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ﴿٤﴾

৪. সেই সকল লোকের জন্য, যারা নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আখেরাতের প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস রাখে।

اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿٥﴾

৫. তারাই তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে সরল পথে প্রতিষ্ঠিত আছে এবং তারাই সফলকাম।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِيْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ وَّيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ؕ

৬. কতক মানুষ এমন, যারা অজ্ঞতাবশত আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে বিচ্যুত করার জন্য এমন সব কথা খরিদ করে,[১] যা আল্লাহ সম্পর্কে উদাসীন করে দেয়

---

১. কুরআন মাজীদের দুর্বার আকর্ষণের কারণে, তখনও যারা ঈমান আনেনি তারা পর্যন্ত লুকিয়ে লুকিয়ে তার তেলাওয়াত শুনত এবং এর ফলশ্রুতিতে অনেকে ইসলামও গ্রহণ করত। কাফেরগণ এ পরিস্থিতিকে নিজেদের পক্ষে বিপজ্জনক মনে করত। তাই তারা কুরআন মাজীদের বিপরীতে এমন কোন আকর্ষণীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চাচ্ছিল, যাতে মানুষ কুরআন মাজীদ শোনা বন্ধ করে দেয়। সেই চেষ্টার অংশ হিসেবেই মক্কা মুকাররমার ব্যবসায়ী নাযর ইবনে হারিছ, যে বাণিজ্য ব্যাপদেশে দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করত, ইরান থেকে সেখানকার রাজা-বাদশাহদের কাহিনী সম্বলিত বই-পুস্তক কিনে আনল। কোন কোন

এবং তারা আল্লাহর পথ নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। তাদের জন্য আছে এমন শাস্তি, যা লাঞ্ছিত করে ছাড়বে।

أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۝٦

৭. এরূপ ব্যক্তির সামনে যখন আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন সে দম্ভভরে মুখ ফিরিয়ে নেয়, যেন সে তা শুনতেই পায়নি, যেন তার কান দু'টিতে বধিরতা আছে। সুতরাং তাকে এক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ শুনিয়ে দাও।

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا ۖ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝٧

৮. কিন্তু যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্য আছে নেয়ামতপূর্ণ উদ্যানরাজি।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ ۝٨

৯. তাতে তারা সর্বদা থাকবে। এটা আল্লাহর সত্য ওয়াদা। তিনি ক্ষমতারও মালিক, হেকমতেরও মালিক।

خَالِدِينَ فِيهَا ۖ وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝٩

১০. তিনি তোমাদের দৃষ্টিগোচর হয় এমন

خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ۖ وَأَلْقَىٰ فِي

বর্ণনায় আছে, সে ইরান থেকে ভালো গাইতে জানে এমন একজন দাসীও কিনে এনেছিল। দেশে ফিরে এসে সে মানুষকে বলল, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তোমাদেরকে আদ ও ছামুদ জাতির কাহিনী শোনায়। আমি তোমাদেরকে আরও বেশি আকর্ষণীয় কাহিনী শোনাব এবং শোনাব চমৎকার গান। এতে কিছু সাড়া পাওয়া গেল। লোকজন তার আসরে উপস্থিত হতে শুরু করল। আয়াতের ইশারা এ ঘটনারই দিকে। এতে মূলনীতি বলে দেওয়া হয়েছে যে, মানুষের চিত্তবিনোদনের জন্য এমন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ জায়েয নয়, যা মানুষকে তাদের দ্বীনী দায়িত্ব পালন থেকে গাফেল করে তোলে। খেলাধুলা ও বিনোদনমূলক কাজ কেবল এমনটাই জায়েয, যাতে দেহ-মনের কোন ব্যায়াম হয়, ক্লান্তি দূর হয়, যা দ্বারা কারও কোন ক্ষতি হয় না এবং যার ফলে মানুষ তার দ্বীনী দায়িত্ব পালন থেকে উদাসীন হয়ে পড়ে না।

২. আকাশমণ্ডলীকে এমন কোন স্তম্ভের উপর স্থাপিত করা হয়নি, যা কারও নজরে আসতে পারে বরং আল্লাহ তাআলা তাকে স্থাপিত করেছেন এক অদৃশ্য স্তম্ভের উপর, আর তা হচ্ছে তাঁর কুদরত ও শক্তি, যা দৃষ্টিগ্রাহ্য জিনিস নয়। আয়াতের এরূপ ব্যাখ্যা হযরত মুজাহিদ (রহ.) থেকে বর্ণিত আছে। সূরা রাদ (১৩ : ২)-এও এরূপ গত হয়েছে।

الْاَرْضِ رَوَاسِیَ اَنْ تَمِیْدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِیْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ ؕ وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَنْۢبَتْنَا فِیْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِیْمٍ ﴿۱۰﴾

স্তম্ভ ছাড়া আকাশমণ্ডলী সৃষ্টি করেছেন[২] এবং তিনি পৃথিবীতে পাহাড়ের ভার স্থাপন করেছেন, যাতে তা তোমাদের নিয়ে দোল না খায়[৩] আর তিনি তাতে ছড়িয়ে দিয়েছেন সব রকম জীবজন্তু। আমি আকাশ থেকে বারিবর্ষণ করেছি তারপর তাতে (অর্থাৎ পৃথিবীতে) সর্বপ্রকার মূল্যবান উদ্ভিদ উদগত করেছি।

هٰذَا خَلْقُ اللّٰهِ فَاَرُوْنِیْ مَاذَا خَلَقَ الَّذِیْنَ مِنْ دُوْنِهٖ ؕ بَلِ الظّٰلِمُوْنَ فِیْ ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ ﴿۱۱﴾

১১. এই হল আল্লাহর সৃষ্টি। এবার তিনি ছাড়া অন্যরা কী সৃষ্টি করেছেন আমাকে দেখাও। প্রকৃতপক্ষে এ জালেমগণ সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে লিপ্ত রয়েছে।

[১]

وَلَقَدْ اٰتَیْنَا لُقْمٰنَ الْحِكْمَةَ اَنِ اشْكُرْ لِلّٰهِ ؕ وَمَنْ

১২. আমি লুকমানকে দান করেছিলাম জ্ঞানবত্তা[৪] (এবং তাকে বলেছিলাম) যে, আল্লাহর শুকর আদায় করতে

---

৩. ভূমি যাতে পানির উপর দোল না খায় তাই তাতে পাহাড়-পর্বত স্থাপিত করে দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়টিও কুরআন মাজীদের বিভিন্ন সূরায় বর্ণিত হয়েছে। দেখুন সূরা রাদ (১৩ : ৩), সূরা হিজর (১৫ : ১৯), সূরা নাহল (১৬ : ১৫), সূরা আম্বিয়া (২১ : ৩১), সূরা নামল (২৭ : ৬১), সূরা হা-মীম সাজদা (৪১ : ১০), সূরা কাফ (৫০ : ৭) ও সূরা মুরসালাত (৭৭ : ২৭)।

৪. হযরত লুকমান সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী মত এটাই যে, তিনি নবী ছিলেন না; বরং একজন জ্ঞানী লোক ছিলেন। তিনি কোন কালের কোন দেশের লোক ছিলেন, সে ব্যাপারে বর্ণনা বিভিন্ন রকম, যা দ্বারা চূড়ান্ত কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ মুশকিল। কোন কোন বর্ণনায় আছে তিনি ইয়ামানের অধিবাসী ছিলেন এবং হযরত হুদ আলাইহিস সালামের যে সকল সঙ্গী শাস্তি থেকে রক্ষা পেয়েছিল, তিনিও তাদের একজন। কেউ কেউ বলেন, তিনি ছিলেন হাবশা (আবিসিনিয়া)-এর বাসিন্দা। কুরআন মাজীদ যে উদ্দেশ্যে হযরত লুকমানের বৃত্তান্ত বর্ণনা করেছে তার জন্য এসব খুঁটিনাটি বিষয় জানা অপরিহার্য নয়। এটা তো পরিষ্কার যে, আরববাসী তাঁকে একজন মহাজ্ঞানী রূপে জানত। তাঁর জ্ঞানগর্ভ বাণী তাদের মুখে মুখে চালু ছিল। প্রাক-ইসলামী যুগের কবি-সাহিত্যিকগণ ব্যাপকভাবে তার কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। কাজেই আরববাসীর সামনে তাঁর বাণীসমূহকে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করার যথেষ্ট যৌক্তিকতা রয়েছে।

يَّشْكُرْ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ﴿۱۲﴾

থাক।[৫] যে-কেউ শুকর আদায় করে, সে তো কেবল নিজ কল্যাণার্থেই শুকর আদায় করে আর কেউ না-শুকরী করলে আল্লাহ তো অতি বেনিয়ায, আপনিই প্রশংসার্হ।

وَاِذْ قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهٖ وَهُوَ يَعِظُهٗ يٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ ؕ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ ﴿۱۳﴾

১৩. এবং (সেই সময়কে) স্মরণ কর, যখন সে তার পুত্রকে উপদেশচ্ছলে বলেছিল, ওহে আমার বাছা! আল্লাহর সাথে শিরক করো না। নিশ্চিত জেন, শিরক চরম জুলুম।[৬]

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ۚ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّفِصٰلُهٗ فِيْ عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَ ؕ اِلَيَّ الْمَصِيْرُ ﴿۱۴﴾

১৪. আমি মানুষকে তার পিতা-মাতা সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছি– (কেননা) তার মা কষ্টের পর কষ্ট সয়ে তাকে গর্ভে ধারণ করেছে আর তার দুধ ছাড়ানো হয় দু' বছরে– তুমি শুকর আদায় কর আমার এবং তোমার পিতা-মাতার।[৭] আমারই কাছে (তোমাদেরকে) ফিরে আসতে হবে।

---

৫. আল্লাহ তাআলা অনেক সময় নবী-রাসূল ছাড়াও তাঁর বিশেষ বিশেষ বান্দার প্রতি ইলহাম করে থাকেন। নবীগণের প্রতি যে ওহী নাযিল হয়, ইলহাম তার মত প্রামাণিক মর্যাদা রাখে না বটে, কিন্তু ওহী-ভিত্তিক কোন বিধানের পরিপন্থী না হলে তার মাধ্যমে মানুষকে হেদায়াত ও নসীহত করা যেতে পারে।

৬. 'জুলুম' অর্থ একজনের হক কেড়ে নিয়ে অন্যকে দিয়ে দেওয়া। এ হিসেবে শিরক চরম জুলুম বৈকি! কেননা ইবাদত কেবল আল্লাহ তাআলার হক। শিরককারী ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার এ হক তাঁকে না দিয়ে তাঁর নিজেরই কোন মাখলুক ও বান্দাকে দিয়ে থাকে।

৭. হযরত লুকমানের উপদেশমালার মাঝখানে এটা একটা অন্তবর্তী বাক্য। এতে আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে বিশেষভাবে পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শিরক পরিহারের নির্দেশের সাথে এর সম্পর্ক এই যে, হযরত লুকমান তো নিজ পুত্রকে শিরক থেকে বেঁচে থাকার ও তাওহীদকে আকড়ে ধরার উপদেশ দিচ্ছিলেন, অপর দিকে মক্কা মুকাররমার মুশরিকগণ হযরত লুকমানকে একজন মহাজ্ঞানী লোক হিসেবে স্বীকার করা সত্ত্বেও, যখন তাদের সন্তানগণ তাওহীদী আকীদা অবলম্বন করল, তখন তারা

১৫. তারা যদি এমন কাউকে (প্রভুত্বে) আমার সমকক্ষ সাব্যস্ত করার জন্য তোমাকে চাপ দেয়, যে সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তবে তাদের কথা মানবে না। তবে দুনিয়ায় তাদের সাথে সদ্ভাবে থাকবে।[৮] এমন ব্যক্তির পথ অবলম্বন করো, যে একান্তভাবে আমার অভিমুখী হয়েছে।[৯] অতঃপর তোমাদের

وَاِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰۤى اَنْ تُشْرِكَ بِیْ مَا لَیْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِی الدُّنْیَا مَعْرُوْفًا ؗ وَّاتَّبِعْ سَبِیْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَیَّ ۚ ثُمَّ اِلَیَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿۱۵﴾

তাদেরকে তা থেকে ফেরানোর এবং পুনরায় শিরকে লিপ্ত করার জন্য জোরদার চেষ্টা করছিল। তাদের মুমিন সন্তানগণ এক্ষেত্রে পিতা-মাতার সঙ্গে কিরূপ আচরণ করবে তা নিয়ে বেজায় পেরেশান ছিল। তাই আল্লাহ তাআলা এ আয়াত দ্বারা তাদেরকে পথনির্দেশ করছেন যে, আমিই মানুষকে আদেশ করেছি, তারা যেন আল্লাহ তাআলার সাথে তাদের পিতা-মাতারও শুকর আদায় করে। কেননা যদিও তাদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলা কিন্তু বাহ্যিক কারণ হিসেবে তাদের দুনিয়ায় আগমনের পিছনে পিতা-মাতার ভূমিকাই প্রধান। পিতা-মাতার মধ্যেও আবার বিশেষভাবে মায়ের কষ্ট-মেহনতের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। মা কতই না কষ্টের সাথে তাকে নিজ গর্ভে ধারণ করে রাখে। তারপর একটানা দু'বছর তাকে দুধ পান করায়। বলাবাহুল্য শিশুর লালন-পালনের সুদীর্ঘ সময়ের ভেতর দুধ পানের সময়টাই মায়ের জন্য বেশি কষ্ট-ক্লেশের হয়ে থাকে। এসব কারণেই মা'ই সন্তানের পক্ষ হতে সদ্ব্যবহারের বেশি হকদার হয়ে থাকে। কিন্তু এই সদ্ব্যবহারের অর্থ এ নয় যে, মানুষ তার দ্বীন ও ঈমানের প্রশ্নে আল্লাহ তাআলার হুকুমকে পাশ কাটিয়ে পিতা-মাতার হুকুম মানতে শুরু করে দেবে। এ বিষয়টা স্মরণে রাখার জন্যই আয়াতে পিতা-মাতার শুকর আদায়ের নির্দেশ দেওয়ার আগে আল্লাহ তাআলার শুকর আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কেননা পিতা-মাতা তো এক বাহ্যিক 'কারণ' ও মাধ্যম মাত্র। মানুষের প্রতিপালনের ব্যবস্থা হিসেবে এ কারণ আল্লাহ তাআলাই সৃষ্টি করেছেন। প্রকৃত স্রষ্টা ও প্রতিপালক আল্লাহ তাআলাই। কাজেই এই বাহ্যিক কারণ ও মাধ্যমের গুরুত্ব কখনওই প্রকৃত স্রষ্টা ও আসল প্রতিপালকের গুরুত্ব অপেক্ষা বেশি হতে পারে না।

৮. অর্থাৎ দ্বীনের ব্যাপারে পিতা-মাতা কোন অন্যায় কথা বললে তা মানা তো জায়েয হবে না, কিন্তু তাদের কথা এমন পন্থায় রদ করা যাবে না, যা তাদের জন্য কষ্টদায়ক হয় বা যাতে তারা নিজেদেরকে অপমানিত বোধ করে। বরং তাদেরকে নম্র ভাষায় বুঝিয়ে দেওয়া উচিত যে, আমি আপনাদের কথা মানতে অপারগ। কেবল এতটুকুই নয়; বরং সাধারণভাবে অন্যান্য সকল ক্ষেত্রেই তাদের সাথে সদাচরণ করতে হবে। তাদের খেদমত করতে হবে, আর্থিকভাবে তাদের সাহায্য করতে হবে এবং তারা অসুস্থ হয়ে পড়লে তাদের সেবা-যত্ন করতে হবে ইত্যাদি।

৯. মাতা-পিতা যেহেতু ভ্রান্ত পথে আছে তাই তাদের পথ অবলম্বন করা যাবে না কিছুতেই; বরং পথ অবলম্বন করতে হবে কেবল তাদেরই, যারা আল্লাহ তাআলার সঙ্গে সুদৃঢ় সম্পর্ক রক্ষা

সকলকেই আমারই কাছে ফিরে আসতে হবে। তখন আমি তোমাদেরকে অবহিত করব তোমরা যা-কিছু করতে।

১৬. (লুকমান আরও বলেন) হে বাছা! কোন কিছু যদি সরিষার দানা বরাবরও হয় এবং তা থাকে কোন পাথরের ভেতর কিংবা আকাশমণ্ডলীতে বা ভূমিতে, তবুও আল্লাহ তা উপস্থিত করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি সূক্ষ্মদর্শী, সবকিছুর খবর রাখেন।[১০]

يٰبُنَيَّ اِنَّهَآ اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِيْ صَخْرَةٍ اَوْ فِي السَّمٰوٰتِ اَوْ فِي الْاَرْضِ يَاْتِ بِهَا اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ﴿۱۶﴾

১৭. বাছা! নামায কায়েম কর, মানুষকে সৎকাজের আদেশ কর, মন্দ কাজে বাধা দাও এবং তোমার যে কষ্ট দেখা দেয়, তাতে সবর কর। নিশ্চয়ই এটা অত্যন্ত হিম্মতের কাজ।

يٰبُنَيَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰى مَآ اَصَابَكَ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ﴿۱۷﴾

করে চলে। অর্থাৎ কেবল তাঁরই ইবাদত ও আনুগত্য করে। এর ভেতর এই ইঙ্গিতও রয়েছে যে, দ্বীনের অনুসরণও কেবল নিজ বুদ্ধি-বিবেচনার ভিত্তিতে করা ঠিক নয়; বরং যারা আল্লাহ তাআলার আশেক ও তাঁর পরিপূর্ণ অনুগত বলে পরিষ্কারভাবে জানা আছে, দেখতে হবে তারা দ্বীনের অনুসরণ করে কিভাবে এবং তাদের আমলের ধরণ কী? তারা যে কাজ যেভাবে করেন ঠিক সেভাবেই তা সম্পাদন করা চাই। সমস্ত আমলে তাদেরই পথ অনুসরণ করা চাই। এ কারণেই বলা হয়ে থাকে এবং যথার্থই বলা হয়ে থাকে যে, ব্যক্তিগত পড়াশোনার ভিত্তিতে কুরআন ও হাদীসের এমন কোন ব্যাখ্যা করা ও তা থেকে এমন কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কিছুতেই সমীচীন নয়, যা উম্মতের উলামায়ে কিরাম ও বুযুর্গানে দ্বীন থেকে প্রাপ্ত ব্যাখ্যার পরিপন্থী।

১০. এর দ্বারা আল্লাহ তাআলার সর্বব্যাপী জ্ঞানের কথা বোঝানো হয়েছে। যারা আখেরাতকে অস্বীকার করত, তারা বলত, মৃত্যুর পর তো মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পচে-গলে বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। সেই বিক্ষিপ্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কিভাবে একত্র করা সম্ভব হবে? হযরত লুকমান তাঁর পুত্রকে লক্ষ করে বলেন, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কোন কণাও যদি আসমান-যমীনের কোন গুপ্ত স্থানে লুকানো থাকে, তবে সে সম্পর্কেও আল্লাহ তাআলা খবর রাখেন। তিনি তা সেখান থেকে বের করে আনতে সক্ষম। জ্ঞাতব্য যে, বুযুর্গানে দ্বীনের কেউ কেউ বলেছেন, কারও কোন বস্তু

১৮. এবং মানুষের সামনে (অহংকারে) নিজ গাল ফুলিও না এবং ভূমিতে দর্পভরে চলো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ দর্পিত অহংকারীকে পসন্দ করেন না।

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿١٨﴾

১৯. নিজ পদচারণায় মধ্যপন্থা অবলম্বন কর[১১] এবং নিজ কণ্ঠস্বর সংযত রাখ।[১২] নিশ্চয়ই সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট স্বর গাধাদেরই স্বর।

وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴿١٩﴾

[২]

২০. তোমরা কি লক্ষ্য করনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে আল্লাহ সেগুলোকে তোমাদের কাজে নিয়োজিত রেখেছেন[১৩] এবং তিনি

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً

হারিয়ে গেলে সে যদি এগার বার ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন পড়ে, তারপর সূরা লুকমানের এ আয়াতটি তেলাওয়াত করতে থাকে, তবে আশা করা যায়, সে বস্তুটি পেয়ে যাবে। সাধারণত পাওয়া যেয়ে থাকে। এ বিষয়ে বান্দারও বেশ অভিজ্ঞতা আছে।

১১. অর্থাৎ মানুষের চলার গতি হওয়া উচিত মাঝামাঝি; না এতটা দ্রুত যে, মনে হবে দৌড়াচ্ছে আর না এতটা শ্লথ, যা আলস্যের পর্যায়ে পড়ে। এমনকি যে ব্যক্তি জামাআতে নামায আদায়ে যায়, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকেও দৌড়াতে নিষেধ করে দিয়েছেন। বলেছেন, সে যেন শান্তভাবে মর্যাদাপূর্ণ গতিতে হেঁটে যায়।

১২. কণ্ঠস্বর সংযত রাখার অর্থ এ নয় যে, মানুষ অতি ক্ষীণ স্বরে কথা বলবে, যা শ্রোতাকে কষ্ট করে শুনতে হবে। বরং এর অর্থ হল, যাকে শোনানো উদ্দেশ্য, সে শুনতে পায় এতটুকু আওয়াজে কথা বলবে। এর বেশি চিৎকার করবে না। সেটা ইসলামী আদবের খেলাফ। এমনকি যে ব্যক্তি পাঠ দান করে বা ওয়াজ করে, তার আওয়াজও প্রয়োজনের বেশি উঁচু করা ঠিক নয়। শ্রোতাদেরকে শোনানোর ও বোঝানোর জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই উঁচু করবে। তার বেশি বড় করাকে বুযুর্গগণ এ আয়াতের আলোকে অপছন্দ করেছেন। যারা অপ্রয়োজনে মাইক ব্যবহার করে মানুষকে কষ্ট দেয়, এ আদেশটির প্রতি তাদের বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত।

১৩. হযরত লুকমানের মূল উপদেশে তাওহীদের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। এবার সে সম্পর্কিত যেসব নিদর্শন নিখিল সৃষ্টির সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে। মানুষ যদি এসবের প্রতি একটু মনোযোগ দেয়, তবে অতি সহজেই সে বুঝতে পারে যে, আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয় এবং এসব নিদর্শন দ্বারা যৌক্তিকভাবে এছাড়া অন্য কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না।

وَّبَاطِنَةً ؕ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّلَا هُدًى وَّلَا كِتٰبٍ مُّنِيْرٍ ⑳

তার প্রকাশ্য ও গুপ্ত নেয়ামতসমূহ তোমাদের প্রতি পরিপূর্ণভাবে বর্ষণ করেছেন? তথাপি মানুষের মধ্যে কতক এমন রয়েছে, যারা আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়, অথচ তাদের কাছে না আছে কোন জ্ঞান, না কোন হেদায়াত আর না এমন কোন কিতাব, যা আলো দেখাতে পারে।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا ؕ اَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطٰنُ يَدْعُوْهُمْ اِلٰى عَذَابِ السَّعِيْرِ ㉑

২১. যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার অনুসরণ কর, তখন তারা বলে, না, বরং আমরা তো আমাদের বাপ-দাদাদেরকে যে পথে পেয়েছি তারই অনুসরণ করব। তাই কী? যদি শয়তান তাদেরকে (অর্থাৎ তাদের বাপ-দাদাদেরকে) জ্বলন্ত আগুনের দিকে ডাকে তবুও (তারা তাদেরই অনুগামী হবে)?

وَمَنْ يُّسْلِمْ وَجْهَهٗٓ اِلَى اللّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ؕ وَاِلَى اللّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ ㉒

২২. যে ব্যক্তি আজ্ঞাবহ হয়ে নিজ চেহারাকে আল্লাহর অভিমুখী করে এবং সে হয় সৎকর্মশীল, নিশ্চয়ই সে ব্যক্তি আকড়ে ধরল এক মজবুত হাতল। সকল বিষয়ের শেষ পরিণাম আল্লাহরই উপর ন্যস্ত।

وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهٗ ؕ اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ

২৩. (হে নবী!) কোন ব্যক্তি কুফর অবলম্বন করলে তার কুফর যেন তোমাকে ব্যথিত না করে। শেষ পর্যন্ত তো তাদেরকে আমারই কাছে ফিরে আসতে হবে। তখন আমি তাদেরকে

الصُّدُوْرِ ﴿٢٣﴾

অবহিত করব তারা যা করেছে। নিশ্চয়ই অন্তরে যা কিছু লুকানো আছে তাও আল্লাহ পুরোপুরি জানেন।

نُمَتِّعُهُمْ قَلِيْلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ اِلٰى عَذَابٍ غَلِيْظٍ ﴿٢٤﴾

২৪. আমি তাদেরকে কিছুটা মজা লোটার সুযোগ দিচ্ছি। অতঃপর আমি তাদেরকে এক কঠিন শাস্তির দিকে টেনে নিয়ে যাব।

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ؕ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ ؕ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٢٥﴾

২৫. তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, কে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ! বল, আলহামদুলিল্লাহ! তা সত্ত্বেও তাদের অধিকাংশেই জ্ঞান-বুদ্ধিকে কাজে লাগায় না।[১৪]

لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِىُّ الْحَمِيْدُ ﴿٢٦﴾

২৬. যা-কিছু আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে আছে তা আল্লাহরই। নিশ্চয়ই আল্লাহই এমন সত্তা, যিনি সকল থেকে অনপেক্ষ, সকল প্রশংসার উপযুক্ত।

وَلَوْ اَنَّ مَا فِى الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ وَّالْبَحْرُ يَمُدُّهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖ سَبْعَةُ اَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمٰتُ

২৭. ভূমিতে যত বৃক্ষ আছে তা যদি কলম হয়ে যায় এবং এই যে সাগর, এর সাথে যদি এ ছাড়া আরও সাত সাগর মিলে যায় (এবং তা কালি হয়ে আল্লাহর গুণাবলী লিখতে শুরু করে)

---

১৪. অর্থাৎ আলহামদুলিল্লাহ! তারা অন্তত পক্ষে এই সত্যটুকু তো স্বীকার করেছে যে, এই বিশ্ব চরাচরের সৃষ্টিকর্তা কেবলই আল্লাহ তাআলা। কিন্তু এই স্বীকারোক্তির সুস্পষ্ট দাবি তো ছিল এই যে, তারা যখন স্বীকার করছে সৃষ্টিকূলের স্রষ্টা কেবলই আল্লাহ, তখন এটাও স্বীকার করে নেবে যে, ইবাদতে উপযুক্তও কেবল তিনিই। কিন্তু এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য তারা নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধিকে কাজে লাগাচ্ছে না; বরং বাপ-দাদাদের অন্ধ অনুকরণে শিরককে গ্রহণ করে নিয়েছে।

اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿۲۷﴾

তবুও আল্লাহর কথামালা নিঃশেষ হবে না। বস্তুত আল্লাহ ক্ষমতারও মালিক, হেকমতেরও মালিক।

مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَّاحِدَةٍ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ﴿۲۸﴾

২৮. তোমাদের সকলকে সৃষ্টি করা ও পুনর্জীবিত করা (আল্লাহর পক্ষে) একজন মানুষ (-কে সৃষ্টি করা ও পুনর্জীবিত করা)-এর মতই। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু জানেন, সবকিছু দেখেন।

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۫ كُلٌّ يَّجْرِيْۤ اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى وَّاَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿۲۹﴾

২৯. তুমি দেখনি আল্লাহ রাতকে দিনের মধ্যে প্রবিষ্ট করান এবং দিনকে রাতের মধ্যে প্রবিষ্ট করান এবং তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে কাজে নিয়োজিত করে রেখেছেন, প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত বিচরণশীল এবং (তুমি কি জান না) আল্লাহ তোমরা যা-কিছু করছ সে সম্পর্কে পরিপূর্ণ অবগত?

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ الْبَاطِلُ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ ﴿۳۰﴾

৩০. এসব এজন্য যে, আল্লাহরই অস্তিত্ব সত্য এবং তারা (অর্থাৎ মুশরিকগণ) তাঁর পরিবর্তে যেসব (মাবুদ)কে ডাকে তা ভিত্তিহীন। আর আল্লাহ– তাঁরই মহিমা সমুচ্চ, তাঁর সত্তা অতি বড়।

[৩]

اَلَمْ تَرَ اَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِيْ فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللّٰهِ لِيُرِيَكُمْ مِّنْ اٰيٰتِهٖ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ﴿۳۱﴾

৩১. তুমি কি দেখনি জলযানসমূহ আল্লাহর অনুগ্রহে সাগরে বিচরণ করে, তিনি তোমাদেরকে নিজের কিছু নিদর্শন দেখাবেন বলে? নিশ্চয়ই এর ভেতর আছে সেই ব্যক্তির জন্য বহু নিদর্শন, যে প্রচণ্ড ধৈর্যশীল, পরম কৃতজ্ঞ।

وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ ۚ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ ﴿٣٢﴾

৩২. তরঙ্গমালা যখন মেঘচ্ছায়ার মত তাদেরকে আচ্ছন্ন করে তখন তারা আল্লাহকে এভাবে ডাকে যে, তখন তাদের ভক্তি-বিশ্বাস কেবল তাঁরই উপর থাকে। অতঃপর যখন তাদেরকে উদ্ধার করে স্থলে নিয়ে আসেন, তখন তাদের কিছু সংখ্যক তো সরল পথে থাকে। (অবশিষ্ট সকলে পুনরায় শিরকে লিপ্ত হয়) আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করে কেবল প্রত্যেক এমন লোক, যে ঘোর বিশ্বাসঘাতক, চরম অকৃতজ্ঞ।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا ۚ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۖ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ ﴿٣٣﴾

৩৩. হে মানুষ! নিজ প্রতিপালক (এর অসন্তুষ্টি) থেকে বেঁচে থাক এবং সেই দিনকে ভয় কর, যখন কোন পিতা তার সন্তানের কাজে আসবে না এবং কোন সন্তানেরও সাধ্য হবে না তার পিতার কিছুমাত্র কাজে আসার। নিশ্চয়ই আল্লাহর ওয়াদা সত্য। সুতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে কিছুতেই ধোঁকায় ফেলতে না পারে এবং সর্বাপেক্ষা বড় প্রতারক (শয়তান)-ও যেন আল্লাহর ব্যাপারে তোমাদেরকে কিছুতেই ধোঁকা দিতে না পারে।

إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ۖ وَمَا تَدْرِي

৩৪. নিশ্চয়ই কিয়ামত (-এর ক্ষণ) সম্পর্কিত জ্ঞান কেবল আল্লাহরই কাছে আছে। তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন। তিনিই জানেন মাতৃগর্ভে কী আছে।

نَفْسٌ مَّا ذَا تَكْسِبُ غَدًا ؕ وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌۢ بِاَىِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴿٣٤﴾

কোন প্রাণী জানে না সে আগামীকাল কী অর্জন করবে এবং কোন প্রাণী এটাও জানে না যে, কোন ভূমিতে তার মৃত্যু হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত, সবকিছু সম্পর্কে পরিপূর্ণ খবর রাখেন।

আলহামদুলিল্লাহ! আজ ২৬ জুন ২০০৭ খ্রি. মোতাবেক ১০ জুমাদাস সানিয়া ১৪২৮ হিজরী সূরা লুকমানের তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। সময় মঙ্গলবার মাগরিবের সামান্য পূর্বে, স্থান জেদ্দা, সৌদী আরব। (অনুবাদ শেষ হল আজ শনিবার ২ অক্টোবর ২০১০ খ্রি. মোতাবেক ২২ শাওয়াল ১৪৩১ হিজরী।) আল্লাহ তাআলা এ খেদমতটুকু কবুল করে নিন এবং অবশিষ্ট সূরাগুলির কাজও নিজ মর্জি মোতাবেক শেষ করার তাওফীক দিন।

৩২

সূরা সাজদা

সূরা সাজদা
পরিচিতি

এ সূরার কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয় হল ইসলামের বুনিয়াদী আকাঈদ তথা তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতকে প্রতিষ্ঠাকরণ। তাছাড়া আরবের যেসব অবিশ্বাসী এসব আকীদার বিরোধিতা করত, এ সূরায় তাদের প্রশ্নাবলীর উত্তর দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে তাদের পরিণামও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ সূরার ১৫ নং আয়াতটি সিজদার আয়াত। অর্থাৎ যে ব্যক্তিই এ আয়াত তেলাওয়াত করবে বা শুনবে তার উপর একটি সিজদা ওয়াজিব হয়ে যাবে। তাই এ সূরার নাম 'তানযীল আস-সাজদা' বা 'আলিফ-লাম-মীম আস-সাজদা' অথবা শুধুই 'আস-সাজদা'। সহীহ বুখারীর একটি হাদীছে আছে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমুআর দিন ফজরের নামাযে এ সূরাটি খুব বেশি পড়তেন। এক হাদীছে আছে, তিনি রাতে শোয়ার আগে দু'টি সূরা অবশ্যই তেলাওয়াত করতেন– একটি সূরা 'তানযীল আস-সাজদা' অন্যটি সূরা 'মুলক'। (মুসনাদে আহমদ, ৩য় খণ্ড, ৩৪০ পৃষ্ঠা)

৩২ – সূরা সাজদা – ৭৫

سُوْرَةُ السَّجْدَةِ مَكِّيَّةٌ

মক্কী; ৩০ আয়াত; ৩ রুকু

اٰيَاتُهَا ٣٠ رُكُوْعَاتُهَا ٣

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

الٓمّٓ ①

১. আলিফ-লাম-মীম।

تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ②

২. রাব্বুল আলামীনের পক্ষ হতে এটা এমন এক কিতাব নাযিল করা হচ্ছে, যাতে কোন সন্দেহপূর্ণ কথা নেই।

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ۚ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اَتٰىهُمْ مِّنْ نَّذِيْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ③

৩. লোকে কি বলে নবী নিজে এটা রচনা করে নিয়েছে? না, (হে নবী!) এটা তো সত্য, যা তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এসেছে, যাতে তুমি এর মাধ্যমে সতর্ক কর এমন এক সম্প্রদায়কে, যাদের কাছে তোমার আগে কোন সতর্ককারী আসেনি,[১] যাতে তারা সঠিক পথে এসে যায়।

اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ؕ

৪. আল্লাহ সেই সত্তা, যিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও এর মধ্যবর্তী যাবতীয় বস্তু ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তিনি আরশে 'ইসতিওয়া' গ্রহণ করেন।[২]

---

১. মক্কা মুকাররমায় মূর্তিপূজার সূচনা কাল থেকে কোন নবী-রাসূলের আগমন ঘটেনি। ব্যক্তিগতভাবে কেউ কেউ তালীম ও তাবলীগের কাজ করছিলেন বটে, কিন্তু তারা কেউ নবী ছিলেন না। এ সময়ের ভেতর এখানে কোন নবী প্রেরিত হননি।

২. 'ইসতিওয়া'-এর আভিধানিক অর্থ সোজা হওয়া, আসন গ্রহণ করা। কিন্তু আল্লাহ তাআলা কিভাবে আরশে ইসতিওয়া গ্রহণ করেন, আমাদের পক্ষে তা উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। বিষয়টা আমাদের বুঝ-সমঝের অতীত। কাজেই এর তত্ত্ব-তালাশের পেছনে পড়ার কোন প্রয়োজন নেই। পড়লেও অকাট্য কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হবে না। এ বিষয়ে এতটুকু ঈমান রাখাই যথেষ্ট যে, কুরআন মাজীদ যা-কিছু বলেছে তা সত্য।

مَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا شَفِيْعٍ ؕ اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ ④

তিনি ছাড়া তোমাদের কোন অভিভাবক নেই এবং নেই কোন সুপারিশকারী।[৩] তারপরও কি তোমরা কোন উপদেশে কর্ণপাত করবে না?

يُدَبِّرُ الْاَمْرَ مِنَ السَّمَآءِ اِلَى الْاَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ اِلَيْهِ فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗۤ اَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ ⑤

৫. আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত প্রতিটি কাজের ব্যবস্থাপনা তিনি নিজেই করেন। তারপর সে কাজ এমন এক দিনে তার কাছে উপরে পৌঁছে, তোমাদের গণনা অনুযায়ী যার পরিমাণ হয় হাজার বছর।[৪]

---

৩. আরববাসী মূর্তিপূজা করত এই বিশ্বাসে যে, মূর্তিরা আল্লাহ তাআলার কাছে সুপারিশ করে তাদের পার্থিব প্রয়োজনাদি সমাধা করে দেবে। সূরা ইউনুসে আল্লাহ তাআলা তাদের এ বিশ্বাসের কথা তুলে ধরেছেন। (ইউনুস ১০ : ১৮)

৪. আল্লাহ তাআলার কাছে এক দিন মানুষের গণনা অনুযায়ী হাজার বছর হয়- এ কথার অর্থ কী? এর প্রকৃত ব্যাখ্যা তো আল্লাহ তাআলাই জানেন এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) একে মুতাশাবিহাত (অর্থাৎ এমন সব দ্ব্যর্থবোধক বিষয়, যার প্রকৃত অর্থ আল্লাহ তাআলা ছাড়া কেউ জানে না)-এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন; কিন্তু মুফাসসিরগণ এর বিভিন্ন ব্যাখ্যাও প্রদান করেছেন। যেমন এর এক ব্যাখ্যা হল, এ দিন দ্বারা কিয়ামত দিবসকে বোঝানো হয়েছে, যা এক হাজার বছরের সমপরিমাণ হবে। এ হিসেবে আয়াতের মর্ম হল, বর্তমানে আল্লাহ তাআলা যত সৃষ্টির ব্যবস্থাপনা করছেন, শেষ পর্যন্ত কিয়ামতের দিন তাদের সকলকে আল্লাহ তাআলারই কাছে ফিরিয়ে নেওয়া হবে।

এর আরেক ব্যাখ্যা হল, আল্লাহ তাআলা যেসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং তা কার্যকর করার জন্য যে সময় স্থির করেন, সেই স্থিরীকৃত সময়েই তা কার্যকর করা হয়ে থাকে। সুতরাং কোন কোন বিষয় কার্যকর করতে মানুষের গণনা অনুযায়ী এক হাজার বছরও লেগে যায়, কিন্তু আল্লাহ তাআলার কাছে সেই এক হাজার বছরও দীর্ঘ কিছু সময় নয়; বরং এক দিনের সমতুল্য। সূরা হাজ্জে (২৩ : ৪৭) বলা হয়েছে, কাফেরদেরকে যখন বলা হত, কুফরের কারণে আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে তাদের উপর দুনিয়া বা আখেরাতে অবশ্যই কোন আযাব আসবে, তখন তারা একথা নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করত এবং বলত এত দিন চলে গেল, কই কোন আযাব তো আসল না। সত্যিই যদি কোন আযাব আসার হয়, তবে এখনই কেন তা আসছে না? তার উত্তরে বলা হয়েছে, আল্লাহ তাআলা যে ওয়াদা করেছেন তা অবশ্যই পূরণ হবে। বাকি সেটা কখন পূরণ হবে, তা নির্ধারিত হবে আল্লাহ তাআলার নিজ হেকমত অনুযায়ী। তোমরা যে মনে করছ তার আগমন অনেক বিলম্বিত হয়ে গেছে, আসলে বিষয়টা তা নয়। তোমরা যাকে এক হাজার বছর গণ্য কর, আল্লাহ তাআলার কাছে তা এক দিনের সমান। এ আয়াত সম্পর্কে কিছুটা বিশদ আলোচনা সূরা মাআরিজ (৭০ : ৩)-এ আসবে।

ذٰلِكَ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ⑥

৬. তিনি গুপ্ত ও প্রকাশ্য বস্তুর জ্ঞাতা। তার ক্ষমতা পরিপূর্ণ, তার রহমতও পরিপূর্ণ।

الَّذِيْٓ اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهٗ وَبَدَاَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِيْنٍ ⑦

৭. তিনি যেসব বস্তু সৃষ্টি করেছেন, তার প্রত্যেকটিকে করেছেন সুন্দর। আর মানব সৃষ্টির সূচনা করেছেন কাদা হতে।

ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهٗ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ ⑧

৮. অতঃপর তার বংশধারা চালু করেছেন নিঃসারিত তুচ্ছ পানি থেকে।

ثُمَّ سَوّٰىهُ وَنَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِهٖ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ۭ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ⑨

৯. তারপর তাকে ঠিকঠাক করত তার ভেতর নিজ রূহ ফুঁকে দিয়েছেন এবং (হে মানুষ!) তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন কান, চোখ ও অন্তর। তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

وَقَالُوْٓا ءَاِذَا ضَلَلْنَا فِي الْاَرْضِ ءَاِنَّا لَفِيْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ۭ۬ بَلْ هُمْ بِلِقَآئِ رَبِّهِمْ كٰفِرُوْنَ ⑩

১০. তারা বলে, আমরা যখন মাটিতে মিশে হারিয়ে যাব, তখনও কি আমরা এক নতুন জন্ম লাভ করব? প্রকৃতপক্ষে তারা তাদের প্রতিপালকের সঙ্গে মিলিত হওয়াকে অস্বীকার করে।

قُلْ يَتَوَفّٰىكُمْ مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِيْ وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ تُرْجَعُوْنَ ⑪

১১. বলে দাও, মৃত্যুর যে ফেরেশতাকে তোমাদের জন্য নিয়োজিত করা হয়েছে, সে তোমাদেরকে পুরোপুরি উসুল করে নেবে। তারপর তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিপালকের কাছে ফিরিয়ে নেওয়া হবে।

[২]

وَلَوْ تَرٰٓى اِذِ الْمُجْرِمُوْنَ نَاكِسُوْا رُءُوْسِهِمْ

১২. এবং হায়! তুমি যদি সেই দৃশ্য দেখতে, যখন অপরাধীরা নিজ প্রতিপালকের সামনে মাথা নুইয়ে (দাঁড়িয়ে) থাকবে

عِنۡدَ رَبِّهِمۡ ؕ رَبَّنَاۤ اَبۡصَرۡنَا وَسَمِعۡنَا فَارۡجِعۡنَا نَعۡمَلۡ صَالِحًا اِنَّا مُوۡقِنُوۡنَ ﴿۱۲﴾

(এবং বলবে!) হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের চোখ ও আমাদের কান খুলে গেছে। সুতরাং আমাদের পুনরায় (দুনিয়ায়) পাঠিয়ে দিন। তাহলে আমরা সৎকাজ করব। আমরা ভালোভাবে বিশ্বাসী হয়ে গিয়েছি।

وَلَوۡ شِئۡنَا لَاٰتَیۡنَا کُلَّ نَفۡسٍ هُدٰىهَا وَلٰکِنۡ حَقَّ الۡقَوۡلُ مِنِّیۡ لَاَمۡلَـَٔنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الۡجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجۡمَعِیۡنَ ﴿۱۳﴾

১৩. আমি চাইলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে (প্রথমেই) তার হেদায়াত দিয়ে দিতাম। কিন্তু আমার পক্ষ হতে যে কথা বলা হয়েছিল তা স্থিরীকৃত হয়ে গেছে যে, আমি জাহান্নামকে জিন ও মানব দ্বারা অবশ্যই ভরে ফেলব।[৫]

فَذُوۡقُوۡا بِمَا نَسِیۡتُمۡ لِقَآءَ یَوۡمِکُمۡ هٰذَا ۚ اِنَّا نَسِیۡنٰکُمۡ وَذُوۡقُوۡا عَذَابَ الۡخُلۡدِ بِمَا کُنۡتُمۡ تَعۡمَلُوۡنَ ﴿۱۴﴾

১৪. এবার (জাহান্নামের) স্বাদ ভোগ কর, যেহেতু তোমরা তোমাদের এ দিনটি ভুলে গিয়েছিলে। আমিও তোমাদেরকে ভুলে গিয়েছি। তোমরা যা-কিছু করছিলে তার বিনিময়ে এখন স্থায়ী আযাবের স্বাদ ভোগ করতে থাক।

---

৫. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা মানুষকে জোরপূর্বক হেদায়াত দিতে চাইলে তা অবশ্যই দিতে পারতেন, কিন্তু সেক্ষেত্রে পরীক্ষা করার যে উদ্দেশ্যে তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, সে উদ্দেশ্য সফল হত না। মানুষের পরীক্ষা তো এরই মধ্যে যে, তারা নিজেদের বুদ্ধি-বিবেক খাটিয়ে নবী-রাসূলগণের কথায় ঈমান আনবে। কিন্তু তারা যখন জান্নাত ও জাহান্নাম স্বচক্ষে দেখে নেবে তখনকার সেই জবরদস্তিমূলক ঈমানের ভেতর কোন পরীক্ষা থাকে না। তাই আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, আমি এই পরীক্ষা নেওয়ার জন্য মানুষকে সৃষ্টি করার পর সেই প্রথম দিনেই স্থির করে রেখেছিলাম যে, যারা নিজেদের বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে নবীদের প্রতি ঈমান আনবে না ও তাদের কথা বিশ্বাস করবে না, বরং তাদেরকে মিথ্যুক ঠাওরাবে, তাদের দ্বারা জাহান্নাম ভরে ফেলব।

إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِّرُوْا بِهَا خَرُّوْا سُجَّدًا وَّسَبَّحُوْا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ۩ ⑮

১৫. আমার আয়াতসমূহে তো ঈমান আনে কেবল তারা, যারা এর দ্বারা যখন উপদেশ প্রাপ্ত হয়, তখন সিজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং নিজ প্রতিপালকের সপ্রশংস তাসবীহ পাঠ করে। আর তারা অহংকার করে না।[৬]

تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا ؗ وَّمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ⑯

১৬. (রাতের বেলা) তাদের পার্শ্বদেশ বিছানা থেকে পৃথক হয়ে যায়[৭] এবং তারা নিজ প্রতিপালককে ভয় ও আশার (মিশ্রিত অনুভূতির) সাথে ডাকে।[৮] আর আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে (সৎকাজে) ব্যয় করে।

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّاۤ أُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ ۚ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ⑰

১৭. সুতরাং কোন ব্যক্তি জানে না এরূপ লোকদের জন্য তাদের কর্মফল স্বরূপ চোখ জুড়ানোর কত কি উপকরণ লুকিয়ে রাখা হয়েছে।[৯]

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا ؕ لَا يَسْتَوٗنَ ⑱

১৮. আচ্ছা বল তো, যে ব্যক্তি মুমিন, সে কি ওই ব্যক্তির মত হতে পারে, যে ফাসেক? (বলাবাহুল্য) তারা সমান হতে পারে না।

---

৬. এটা সিজদার আয়াত। এটা তিলাওয়াত করলে বা শুনলে সিজদা করা ওয়াজিব হয়ে যায়।

৭. অর্থাৎ তারা রাতের বেলা নামায পড়ে। এর দ্বারা যেমন ইশার নামায বোঝানো হয়েছে, যা কি না ফরয, তেমনি তাহাজ্জুদের নামাযও, যা একটি সুন্নত বিধান।

৮. অর্থাৎ তাদের মনে এই ভয়ও আছে যে, যেসব ক্রটি-বিচ্যুতি ঘটে যায়, পাছে তার কারণে তাদের ইবাদত নামঞ্জুর হয়ে যায়। আবার আল্লাহ তাআলার রহমতের প্রতি লক্ষ্য করে এই আশাও লালন করে যে, তিনি তা কবুল করে সওয়াব ও পুরস্কার দান করবেন।

৯. অর্থাৎ এরূপ সৎকর্মশীলদের জন্য আল্লাহ তাআলার অদৃশ্য ভাণ্ডারে যেসব নেয়ামত লুকানো আছে তা মানুষের কল্পনারও অতীত।

أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ جَنّٰتُ الْمَأْوٰى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾

১৯. যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী বসবাসের উদ্যান, যা তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের পুরস্কারে প্রাথমিক আতিথেয়তাস্বরূপ দেওয়া হবে।

وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوٰىهُمُ النَّارُ ؕ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿٢٠﴾

২০. আর যারা অবাধ্যতা করেছে তাদের স্থায়ী আবাসন হল জাহান্নাম। যখনই তারা তা থেকে বের হতে চাবে, তাদেরকে তাতেই ফিরিয়ে দেওয়া হবে এবং তাদেরকে বলা হবে, তোমরা আগুনের যে শাস্তিকে অস্বীকার করতে তার মজা ভোগ কর।

وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنٰى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢١﴾

২১. এবং সেই বড় শাস্তির আগে আমি তাদেরকে অবশ্যই লঘু শাস্তির স্বাদও গ্রহণ করাব।[১০] হয়ত তারা ফিরে আসবে।

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيٰتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا ؕ إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ ﴿٢٢﴾

২২. সেই ব্যক্তি অপেক্ষা বড় জালেম আর কে হতে পারে, যাকে তার প্রতিপালকের আয়াতসমূহ দ্বারা নসীহত করা হলে সে তা হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। আমি অবশ্যই এরূপ জালেমদের থেকে বদলা নিয়ে ছাড়ব।

---

১০. আখেরাতের বড় শাস্তির আগে দুনিয়ায় মানুষের যে ছোট-ছোট বিপদ-আপদ আসে ইশারা তার প্রতি। এসব মুসিবত আসে মানুষকে সতর্ক করার জন্য। যাতে তারা নিজেদের আমল ও অবস্থা বিচার করে দেখে এবং গোনাহ হতে নিবৃত্ত হয়। এ আয়াতের শিক্ষা হল, দুনিয়ার জীবনে কখনও কোন মুসিবত দেখা দিলে আল্লাহ তাআলার দিকে রুজু হয়ে নিজ গোনাহ হতে তাওবা করা এবং নিজ আমল ও অবস্থা সংশোধন করে ফেলা উচিত। তাহলে সেটা যেমন মুসিবত থেকে মুক্তির কারণ হবে, তেমনি আখেরাতেও নাজাতের উসিলা হবে।

[২]

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ فَلَا تَكُنْ فِىْ مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَآئِهٖ وَجَعَلْنٰهُ هُدًى لِّبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ ﴿٢٣﴾

২৩. বাস্তব কথা হল, আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম। সুতরাং (হে রাসূল!) তুমি তার সাক্ষাত সম্পর্কে কোন সন্দেহে থেক না।[১১] আমি সে কিতাবকে বনী ইসরাঈলের জন্য বানিয়েছিলাম পথ-নির্দেশ।

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوْا ۗ وَكَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يُوْقِنُوْنَ ﴿٢٤﴾

২৪. আর আমি তাদের মধ্যে কিছু লোককে, যখন তারা সবর করল, এমন নেতা বানিয়ে দিলাম, যারা আমার নির্দেশ অনুসারে মানুষকে পথ প্রদর্শন করত এবং তারা আমার আয়াতসমূহে গভীর বিশ্বাস রাখত।❖

اِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿٢٥﴾

২৫. নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক কিয়ামতের দিন তাদের মধ্যে সেই সব বিষয়ে মীমাংসা করে দেবেন, যা নিয়ে তারা মতবিরোধ করছিল।

---

১১. 'তুমি তার সাক্ষাত সম্বন্ধে কোন সন্দেহে থেক না'– এ কথাটির বিভিন্ন ব্যাখ্যা হতে পারে, যথা– (ক) হযরত মুসা আলাইহিস সালাম যে তাওরাতের সাক্ষাত পেয়েছিলেন অর্থাৎ তাওরাত প্রাপ্ত হয়েছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ করো না। (খ) হযরত মুসা আলাইহিস সালামকে যেমন কিতাব দেওয়া হয়েছিল, তেমনি তোমাকেও কিতাব দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এ কিতাব যে তুমি আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে লাভ করেছ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ করো না। আর তুমি যখন কিতাবপ্রাপ্ত রাসূল তখন কাফেরগণ কী বলে না বলে তা নিয়ে পেরেশান হয়ো না, তাতে ব্যথিত হয়ো না। (গ) কাফেরগণ যে অবশ্যই শাস্তিপ্রাপ্ত হবে সে বিষয়ে সন্দেহ করো না। [(ঘ) মিরাজের রাতে তুমি যে মুসার সাক্ষাত লাভ করেছিলে, তা বাস্তব সত্য। সে বিষয়ে সন্দেহ করো না –অনুবাদক]।

❖ অর্থাৎ সবর অবলম্বন এবং আমার আয়াতসমূহে গভীর বিশ্বাসের বদৌলতে বনী ইসরাঈলকে যেমন নেতৃত্ব দান করেছিলাম, তেমনি তোমরাও যদি সর্বতোভাবে সবর অবলম্বন কর ও সত্যিকারের বিশ্বাসী হয়ে যাও, তবে তোমাদের সঙ্গেও একই রকম আচরণ করা হবে। আল্লাহ তাআলা সাহাবীদের যুগে তার এ প্রতিশ্রুতি পূরণ করে দেখিয়ে দিয়েছিলেন –অনুবাদক। (তাফসীরে উসমানীর ভাবাবলম্বনে)

أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ ۖ أَفَلَا يَسْمَعُونَ ﴿٢٦﴾

২৬. তারা (অর্থাৎ কাফেরগণ) কি কোন পথ-নির্দেশ লাভ করেনি এ বিষয়ে যে, তাদের পূর্বে আমি কত মানব গোষ্ঠীকে ধ্বংস করে দিয়েছি, যাদের বাসভূমি দিয়ে তারা চলাফেরা করে থাকে?[১২] নিশ্চয়ই এর মধ্যে তাদের জন্য আছে বহু নিদর্শন। তবে কি তারা শোনে না?

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ ۖ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ﴿٢٧﴾

২৭. তারা কি দেখে না আমি উষর ভূমির দিকে পানি টেনে নিয়ে যাই তারপর তা দ্বারা উদগত করি শস্য, যা থেকে খায় তাদের গবাদি পশু এবং তারা নিজেরাও? তবে কি তারা কিছু উপলব্ধি করতে পারে না?

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٨﴾

২৮. তারা বলে, তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকলে (বল,) এ মীমাংসা কবে হবে?

قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿٢٩﴾

২৯. বলে দাও, যে দিন মীমাংসা হবে, সে দিন অস্বীকারকারীর জন্য তাদের ঈমান আনয়ন কোন উপকারে আসবে না এবং তাদেরকে কোন অবকাশও দেওয়া হবে না।❖

---

১২. যেমন ছামুদ জাতি। আরববাসী তাদের বাসভূমির উপর দিয়ে প্রচুর যাতায়াত করত ও তাদের ঘর-বাড়ির ধ্বংসাবশেষ প্রত্যক্ষ করত।

❖ অর্থাৎ এখনও সময় আছে। আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান আন এবং সেই দিন যাতে মুক্তি লাভ করতে পার তার চেষ্টা কর। অন্যথায় সেই দিনটি এসে গেলে তখন ঈমান আনার দ্বারা কোন কাজ হবে না। তখন শাস্তি দেরি করা হবে না এবং ভবিষ্যতে সংশোধন হয়ে আসার সুযোগও দেওয়া হবে না। কাজেই এখনকার সুযোগকে কাজে লাগাও। ব্যাঙ্গ-বিদ্রূপ করে সময় নষ্ট করো না। মীমাংসার সে সময় স্থির হয়ে আছে। একদিন তা অবশ্যই আসবে। কেউ তা টলাতে পারবে না। কাজেই তা কখন আসবে, মীমাংসা কখন হবে- এটা একটা ফযুল প্রশ্ন- (অনুবাদক, তাফসীরে উসমানী থেকে)।

৩০. সুতরাং (হে নবী!) তুমি তাদেরকে অগ্রাহ্য কর এবং অপেক্ষা কর। তারাও অপেক্ষমান রয়েছে।

فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ اِنَّهُمْ مُّنْتَظِرُوْنَ ﴿٣٠﴾

আলহামদুলিল্লাহ! আজ ৬ জুলাই ২০০৭ খ্রি. মোতাবেক ২০ জুমাদাস সানীয়া ১৪২৮ হিজরী শুক্রবার ইশার কিছু পূর্বে সূরা সাজদার তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। স্থান করাচি। আল্লাহ তাআলা এ খেদমতটুকু কবুল করুন এবং অবশিষ্ট সূরাসমূহের কাজও নিজ ফযল ও করমে শেষ করার তাওফীক দিন। আমীন!

৩৩
সূরা আহ্যাব

সূরা আহযাব
পরিচিতি

মদীনা মুনাওয়ারায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিজরতের পর চতুর্থ ও পঞ্চম বছরের মাঝামাঝি সময়ে এ সূরাটি নাযিল হয়। সূরাটি নাযিল হওয়ার প্রেক্ষাপট হিসেবে চারটি ঘটনা বিশেষ গুরুত্ব রাখে। সূরার বিভিন্ন স্থানে ঘটনাগুলোর প্রতি ইশারা করা হয়েছে। নিচে ঘটনাগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হল। বিস্তারিত ইনশাআল্লাহ সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহের ব্যাখ্যায় আসবে।

এক. প্রথম ঘটনাটি আহযাবের যুদ্ধের। সে যুদ্ধের নামানুসারেই এ সূরার নাম রাখা হয়েছে সূরা 'আহযাব'। বদর ও উহুদের যুদ্ধে ব্যর্থ হওয়ার পর কুরাইশ নেতৃবর্গ আরও বেশি ক্ষীপ্ত হয়ে ওঠেছিল। তারা আরবের অন্যান্য গোত্রসমূহকেও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে উস্কানি দিতে থাকল। পরিশেষে তাদের নিয়ে একটি যৌথ বাহিনী গড়ে তুলল এবং মদীনা মুনাওয়ারায় হামলা চালাল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত সালমান ফারসী (রাযি.)-এর পরামর্শে মদীনা মুনাওয়ারার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হিসেবে নগরের বাইরে একটি পরিখা খনন করেন, যাতে শত্রু বাহিনী সহজে শহরে প্রবেশ করতে না পারে। এ কারণেই এ যুদ্ধকে খন্দক বা পরিখার যুদ্ধও বলা হয়। এ যুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী এ সূরায় বর্ণিত হয়েছে। এ যুদ্ধকালে মুসলিমগণকে যে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছিল এ সূরায় তার বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।

দুই. এ সময়কার দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল বনু কুরাইজার যুদ্ধ। বনু কুরাইজা ছিল একটি ইয়াহুদী গোত্র। তারা মদীনা মুনাওয়ারার আশেপাশে বাস করত। হিজরতের পর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সঙ্গে একটি শান্তি চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন। চুক্তির একটি ধারা ছিল এ রকম– মুসলিম ও ইয়াহুদী, কোন পক্ষই একে অন্যের শত্রুকে কোনও রকমের সহযোগিতা করবে না। কিন্তু বনু কুরাইজা চুক্তির ধারাসমূহ রক্ষা করেনি। অন্যান্য শর্তের মত উপরিউক্ত চুক্তিটিও তারা ভঙ্গ করেছিল। তারা আহযাবের যুদ্ধকালে গোপনে শত্রুদের সহযোগিতা করেছিল। তারা চক্রান্ত করেছিল যে, তারা পেছন থেকে মুসলিমদের পৃষ্ঠদেশে ছোরা বসাবে। তাই যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে হুকুম হল, কালবিলম্ব না করে তিনি যেন বনু কুরাইজার উপর হামলা করেন এবং এভাবে ভেতরের শত্রুর মূলোৎপাটন করেন। সুতরাং তিনি তাদেরকে অবরোধ করলেন। শেষ পর্যন্ত তাদের বহু লোককে হত্যা করা হল এবং অনেককে করা হল বন্দী। এ যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণও সূরার ভেতর আসবে।

তিন. তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল পালকপুত্র সম্পর্কিত। আরববাসী কাউকে দত্তক বানালে তাকে সকল ব্যাপারেই আপন পুত্রের মর্যাদা দান করত। এমনকি সে মীরাছও পেত। তার বিধবা স্ত্রী বা তালাক দেওয়া স্ত্রীকে পালক পিতার জন্য বিবাহ করাকে কিছুতেই জায়েয মনে করা হত না, অথচ আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এরূপ কোন নিষেধাজ্ঞা ছিল না। তা সত্ত্বেও

তারা এরূপ বিবাহকে একটি ন্যাক্কারজনক কাজ মনে করত। আরবদের এই জাহেলী রসমটি তাদের অন্তরে এমনই বদ্ধমূল হয়ে পড়েছিল যে, কেবল মৌখিক উপদেশ দ্বারা এর মূলোচ্ছেদ সম্ভব ছিল না। তাই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উচ্ছেদকল্পে সর্বপ্রথম প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে স্বয়ং এ প্রথা বিরোধী কাজ করে দেখালেন, যাতে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, সে কাজে বিন্দুমাত্র দোষ নেই। দোষ থাকলে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছুতেই তার কাছেও যেতেন না। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবনাচারে এর একাধিক দৃষ্টান্ত আছে। পালক পুত্র সম্পর্কিত প্রথার উচ্ছেদকল্পে আল্লাহ তাআলা তাঁকে আদেশ দিলেন, তিনি যেন তাঁর পালকপুত্র যায়দ ইবনে হারেছা (রাযি.)-এর তালাক দেওয়া স্ত্রী হযরত যয়নাব বিনতে জাহাশ (রাযি.)কে বিবাহ করেন। প্রকাশ থাকে যে, হযরত যয়নাব বিনতে জাহাশ (রাযি.) ছিলেন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফুফাত বোন। হযরত যায়দ (রাযি.)-এর সঙ্গে তাঁর বিবাহ তিনি নিজেই সম্পাদন করে দিয়েছিলেন। তাই এখন নিজে তাকে বিবাহ করাটা তাঁর পক্ষে একটি কঠিন পরীক্ষাস্বরূপ ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি আল্লাহ তাআলার হুকুম ও দ্বীনী স্বার্থকে শিরোধার্য করে নিলেন এবং এভাবে তিনি হযরত যয়নাব বিনতে জাহাশ (রাযি.)কে বিবাহ করলেন। এ বিবাহের ওলীমাকালেই হিজাব (পর্দা)-এর বিধান সম্পর্কিত আয়াতসমূহ নাযিল হয়, যা এ সূরার গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

চার. চতুর্থ ঘটনা এই যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুণ্যবতী স্ত্রীগণ সম্পর্কে কে না জানে তাঁরা সুখে-দুঃখে সর্বদা তাঁর পাশে-পাশে থেকেছেন এবং সর্বান্তকরণে তাঁর সহযোগিতা করেছেন। একবার এই ঘটনা ঘটল যে, বিভিন্ন যুদ্ধ জয়ের ফলে যখন কিছুটা আর্থিক স্বচ্ছলতা দেখা দিল তখন তাঁরা নিজেদের খোরপোশ বৃদ্ধির দাবি জানিয়ে বসলেন। সাধারণভাবে এটা যদিও কোনও রকম অবৈধ দাবি ছিল না, কিন্তু তারা তো ছিলেন বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন সঙ্গিনী। এই যে গৌরব তাদের অর্জিত হয়েছিল এবং এ কারণে তারা যে সমুচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন, তার সাথে এ জাতীয় দাবি মানানসই ছিল না। কাজেই এ সূরায় আল্লাহ তাআলা নবী-পত্নীগণকে এখতিয়ার দান করেন যে, তারা পার্থিব ভোগ-বিলাস অথবা নবীর সঙ্গিনী হয়ে থাকা এ দুয়ের যে-কোনওটি বেছে নিতে পারেন। তারা দুনিয়ার ভোগ-বিলাস চাইলে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে সম্মানজনকভাবে পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত আছেন। আর যদি তাঁরা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহা মিশনের সঙ্গিনীরূপে থাকতে চান ও পরকালীন পুরস্কারেরই আশা করেন, তবে এ জাতীয় দাবি হতে তাদের দূরে থাকা উচিত। কেননা এটা তাদের পক্ষে শোভনীয় নয়।

হযরত যয়নাব বিনতে জাহাশ (রাযি.)-এর সঙ্গে বিবাহ কালে যেহেতু কাফের ও মুনাফিকরা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে নানা রকম প্রোপাগাণ্ডা করেছিল, তাই এ সূরায় আল্লাহ তাঁর সমুচ্চ মর্যাদা তুলে ধরেছেন এবং সেই সঙ্গে তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও তাঁর আনুগত্য করার হুকুম দিয়েছেন। এর দ্বারা স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, ওইসব নির্বোধদের আপত্তি ও সমালোচনা দ্বারা তাঁর মত মহান ব্যক্তিত্বের মর্যাদা কিছুমাত্র খাটো হয়ে যায় না। এছাড়া সহধর্মিনীদের সঙ্গে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কর্মপন্থা এবং এ সম্পর্কিত আরও কিছু ব্যাখ্যাও এ সূরায় তুলে ধরা হয়েছে।

৩৩ – সূরা আহযাব – ৯০

سُوْرَةُ الْأَحْزَابِ مَدَنِيَّةٌ

মাদানী; ৭৩ আয়াত; ৯ রুকু

اٰيَاتُهَا ٧٣ رُكُوْعَاتُهَا ٩

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللّٰهَ وَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۙ﴿۱﴾

১. হে নবী! আল্লাহকে ভয় করতে থাক এবং কাফের ও মুনাফেকদের কথায় চলো না।[১] নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

وَّاتَّبِعْ مَا يُوْحٰۤى اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ۙ﴿۲﴾

২. তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি যে ওহী পাঠানো হচ্ছে তার অনুসরণ কর। তোমরা যা-কিছু কর, আল্লাহ নিশ্চিতভাবে সে সম্পর্কে পরিপূর্ণভাবে অবগত।

وَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ﴿۳﴾

৩. এবং আল্লাহর প্রতি ভরসা রাখ। কর্ম বিধানের জন্য আল্লাহ তাআলাই যথেষ্ট।

مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهٖ ۚ وَمَا

৪. আল্লাহ কারওই অভ্যন্তরে দু'টো হৃদয় সৃষ্টি করেননি।[২] আর তোমরা তোমাদের যে স্ত্রীদেরকে মায়ের পিঠের সাথে

---

১. কাফেরগণ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকমের প্রস্তাব পেশ করত। বলত আপনি যদি আমাদের এ কথাটা মেনে নেন, তবে আমরাও আপনার কথা মানব। মুনাফেকরাও তাদের সমর্থন করে বলত, এটা তো ভালো প্রস্তাব। এটা করলে মুসলিমদের সংখ্যা বাড়বে ও শক্তি বৃদ্ধি পাবে। অথচ তাদের এ প্রস্তাব ছিল ঈমানের সম্পূর্ণ বিপরীত। ঈমানের সঙ্গে তার সহাবস্থান কখনওই সম্ভব নয়। এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আশ্বস্ত করেন যে, আপনি যদি তাদের এসব প্রস্তাবে কান না দিয়ে নিজ কাজে লেগে থাকেন ও আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা রাখেন, তবে আল্লাহ তাআলা নিজেই সবকিছু ঠিকঠাক করে দেবেন। কেননা কর্মবিধায়ক হিসেবে তিনিই যথেষ্ট।

২. এই অসাধারণ বাক্যটির সম্পর্ক যেমন পূর্বের আয়াতের সাথে, তেমনি সামনের আয়াতের সাথেও। পূর্বের আয়াতের সাথে এর সম্পর্ক এরূপ, কাফের ও মুনাফেকরা মহানবী

جَعَلَ اَزْوَاجَكُمُ الّٰٓـِٔيْ تُظٰهِرُوْنَ مِنْهُنَّ اُمَّهٰتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَآءَكُمْ اَبْنَآءَكُمْ ۭ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِاَفْوَاهِكُمْ ۭ وَاللّٰهُ يَقُوْلُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيْلَ ④

তুলনা কর, তাদেরকে তোমাদের মা বানাননি।[৩] আর তোমাদের মুখের ডাকা পুত্রদেরকে তোমাদের প্রকৃত পুত্র সাব্যস্ত করেননি। এটা তো কথার কথামাত্র, যা তোমরা মুখ দিয়ে বলে দাও। আল্লাহ এমন কথাই বলেন, যা সত্য এবং তিনিই সঠিক পথ প্রদর্শন করেন।

اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَآىِٕهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ لَّمْ تَعْلَمُوْٓا اٰبَآءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ وَمَوَالِيْكُمْ ۭ

৫. তোমরা (পোষ্যপুত্রদেরকে) তাদের পিতৃ-পরিচয়ে ডাক।[৪] এ পদ্ধতিই আল্লাহর কাছে পরিপূর্ণ ন্যায়সঙ্গত। তোমাদের যদি তাদের পিতৃ-পরিচয় জানা না থাকে, তবে তারা তোমাদের

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে প্রস্তাব পেশ করত যে, তিনি যেন আল্লাহ তাআলাকেও খুশী রাখেন এবং তাদের দাবি মেনে তাদেরকেও খুশী করে দেন, অথচ আল্লাহ তাআলা মানুষের সিনার ভেতর হৃদয় সৃষ্টি করেছেন মাত্র একটিই। সে হৃদয় যখন আল্লাহ তাআলার হয়ে যায়, তখন তার সন্তুষ্টির বিপরীতে অন্য কাউকে খুশী রাখার কোন প্রশ্নই আসতে পারে না। এটা তো সম্ভব নয় যে, মানুষ একটি হৃদয় দেবে আল্লাহকে এবং আরেকটি দেবে অন্য কাউকে, যেহেতু হৃদয় তার দু'টি নেই-ই।

পরের আয়াতের সাথে এর সম্পর্ক এই যে, আরবে একটা কুপ্রথা ছিল, কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলত, আমার পক্ষে আমার মায়ের পিঠ যেমন, তুমি আমার পক্ষে ঠিক সেই রকম, তবে স্ত্রীকে তার জন্য তার মায়ের মত হারাম মনে করা হত। এমনিভাবে কেউ যদি কাউকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করত, তবে তাকে নিজের ঔরষজাত পুত্রের মত মনে করা হত এবং ঔরষজাত পুত্রের মতই তার ক্ষেত্রে মীরাছ ইত্যাদির বিধান জারি করা হত। আল্লাহ তাআলা এ আয়াতে বলছেন, মানুষের বুকের ভেতর যেমন দুটি অন্তর থাকতে পারে না, তেমনি মানুষের দু'জন মা হতে পারে না এবং হতে পারে না দু' রকমের পুত্র, এক তো সেই, যে তার ঔরষে জন্ম নিয়েছে এবং আরেক সেই যাকে মৌখিক ঘোষণা দ্বারা পুত্র বানিয়ে নেওয়া হয়েছে।

৩. স্ত্রীকে মায়ের পিঠের সাথে তুলনা করাকে পরিভাষায় জিহার বলা হয়। সামনে সূরা মুজাদালায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আসছে।

৪. অর্থাৎ পোষ্যপুত্রদেরকে যদি আপন পুত্রের মত মহব্বত কর ও সেই মত আচরণ তাদের সাথে কর, তাতে তো কোন দোষ নেই কিন্তু তাদের পিতৃ-পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন দেখা দিলে তখন নিজেদের পরিচয়ে পরিচিতি না করে বরং তাদের আপন আপন জন্মদাতার পরিচয়ই দান করবে।

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُم بِهِۦ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ⑤

দ্বীনী ভাই ও তোমাদের বন্ধু।[৫] তোমাদের দ্বারা কোন ভুল হয়ে গেলে সেজন্য তোমাদের কোন গোনাহ হবে না। কিন্তু তোমরা কোন কাজ অন্তর দিয়ে জেনে-বুঝে করলে (তাতে তোমাদের গোনাহ হবে)। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[৬]

ٱلنَّبِىُّ أَوْلَىٰ بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ۖ وَأَزْوَٰجُهُۥٓ أُمَّهَٰتُهُمْ ۗ وَأُو۟لُوا۟ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِى كِتَٰبِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَٰجِرِينَ إِلَّآ أَن تَفْعَلُوٓا۟ إِلَىٰٓ أَوْلِيَآئِكُم مَّعْرُوفًا ۚ كَانَ ذَٰلِكَ

৬. মুমিনদের পক্ষে নবী তাদের নিজেদের প্রাণ অপেক্ষাও বেশি ঘনিষ্ঠ। আর তাদের স্ত্রীগণ তাদের মা। তথাপি আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী অন্যান্য মুমিন ও মুহাজিরগণ অপেক্ষা গর্ভ-সূত্রের আত্মীয় (মীরাছের ব্যাপারে) একে অন্যের উপর অগ্রাধিকার রাখে।[৭] তবে তোমরা যদি তোমাদের বন্ধু-বান্ধবের

---

৫. অর্থাৎ পোষ্যপুত্রের প্রকৃত পিতা কে তা যদি জানা না থাকে, তখনও তাকে তোমার নিজ পুত্র না বলে দ্বীনী ভাই বা গোত্রীয় বন্ধু হিসেবে পরিচয় দিও।

৬. পোষ্যপুত্রকে ভুলবশত পুত্র বললে কিংবা প্রতীকী অর্থে পুত্র বলে সম্বোধন করলে তাতে গোনাহ নেই। আল্লাহ তাআলা তা ক্ষমা করে দেন। কিন্তু বুঝে শুনে সত্যি সত্যি যখন পিতৃ-পরিচয় দেওয়া হয়, তখন তাকে নিজ পুত্র বলে প্রকাশ করা কিছুতেই জায়েয নয়।

৭. এখানে আল্লাহ তাআলা এই বাস্তবতা তুলে ধরছেন যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদিও সমস্ত মুসলিমের কাছে তাদের নিজ প্রাণ অপেক্ষাও বেশি প্রিয় এবং তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণকে তারা নিজেদের মা' গণ্য করে, কিন্তু তাই বলে মীরাছের ব্যাপারে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর স্ত্রীগণ কোন মুসলিমের কাছে তার আত্মীয়বর্গের উপর অগ্রাধিকার রাখেন না। কাজেই কারও ইন্তিকাল হয়ে গেলে তার মীরাছ তার নিকটাত্মীয়দের মধ্যেই বণ্টন করা হয়ে থাকে; মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণকে তা থেকে কোন অংশ দেওয়া হয় না, অথচ দ্বীনী দৃষ্টিকোণ থেকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও উম্মুল মুমিনীনগণের হক সমস্ত আত্মীয়-স্বজনের উপরে। তো যখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও উম্মুল মুমিনীনগণকে তাদের দ্বীনী সম্পর্ক সত্ত্বেও কারও মীরাছে শরীক রাখা হয়নি, তখন পোষ্যপুত্রকে কেবল মুখে পুত্র বলে দেওয়ার অজুহাতে কী করে মীরাছে অংশীদার বানানো যেতে পারে? হাঁ, তাদের প্রতি যদি সৌজন্য প্রদর্শনের ইচ্ছা হয়, তবে নিজের রেখে যাওয়া সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশের ভেতর তাদের পক্ষে অসিয়ত করার সুযোগ আছে।

فِي الْكِتٰبِ مَسْطُوْرًا ﴿٦﴾

(পক্ষে কোন অসিয়ত করে তাদের) প্রতি সৌজন্য প্রদর্শন কর সেটা ভিন্ন কথা। একথা কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে।

وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيّٖنَ مِيْثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُّوْحٍ وَّاِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۠ وَاَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ﴿٧﴾

৭. এবং (হে রাসূল!) সেই সময়কে স্মরণ রাখ, যখন আমি সমস্ত নবী থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম এবং তোমার থেকেও এবং নুহ, ইবরাহীম, মুসা ও ঈসা ইবনে মারইয়াম থেকেও আর আমি তাদের থেকে নিয়েছিলাম অতি কঠিন প্রতিশ্রুতি,[৮]

لِّيَسْـَٔلَ الصّٰدِقِيْنَ عَنْ صِدْقِهِمْ ۚ وَاَعَدَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿٨﴾

৮. সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যবাদীতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্য[৯] এবং কাফেরদের জন্য তো তিনি এক যন্ত্রণাময় শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন।

[১]

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ

৯. হে মুমিনগণ! আল্লাহ তোমাদের প্রতি সেই সময় কীরূপ অনুগ্রহ করেছিলেন তা স্মরণ কর, যখন বহু সৈন্য তোমাদের

---

৮. পেছনের আয়াতে বলা হয়েছিল নবী প্রত্যেক মুমিনের কাছে তার প্রাণ অপেক্ষাও বেশি ঘনিষ্ঠ ও প্রিয়। এ আয়াতে বলা হচ্ছে, নবীগণের দায়িত্বও অতি বড়, অনেক কঠিন। তাদের থেকে কঠিন প্রতিশ্রুতি নেওয়া হয়েছিল, তারা যেন আল্লাহ তাআলার বিধানাবলী মানুষের কাছে যথাযথভাবে পৌঁছিয়ে দেন এবং তাদের পথপ্রদর্শনের দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে আঞ্জাম দেন।

৯. নবীগণের থেকে এ প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করা হয়েছিল এজন্য, যাতে মানুষের কাছে আল্লাহ তাআলার বার্তা যথাযথভাবে পৌঁছে যায় এবং তাদের প্রতি আল্লাহ তাআলার প্রমাণ চূড়ান্ত হয়ে যায়, ফলে কারও একথা বলার সুযোগ না থাকে যে, আমরা তো আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট নির্দেশনা পাইনি; তা পাইলে আমরা ঠিকই ঈমান আনতাম। তাদের থেকে এ প্রতিশ্রুতি নেওয়ার ফলে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা মানুষকে জিজ্ঞেস করবেন, তারা কতটা সততার সাথে আল্লাহর তাআলার আনুগত্য করেছিল? নবীগণ যদি আল্লাহ তাআলার সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি মোতাবেক তাদের কাছে তাঁর পয়গাম যথাযথভাবে না পৌঁছাতেন, তবে তাদের প্রতি আল্লাহর প্রমাণ চূড়ান্ত হত না আর সেক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদও করতেন না। কেননা প্রমাণ চূড়ান্ত করা ছাড়া কাউকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সেটা আল্লাহ তাআলার ইনসাফের পরিপন্থী হত।

إِذْ جَآءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَّجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا ط وَكَانَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ⑨

প্রতি চড়াও হয়েছিল, তারপর আমি তাদের বিরুদ্ধে এক ঝড়ো হাওয়া পাঠাই এবং এক বাহিনী যা তোমরা দেখতে পাওনি।[১০] আর তোমরা যা-কিছু করছিলে আল্লাহ তা দেখছিলেন।

---

১০. এখান থেকে আহযাবের যুদ্ধ বর্ণিত হচ্ছে। ২৭ নং আয়াত পর্যন্ত এ যুদ্ধের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। যুদ্ধের ঘটনাটি সংক্ষেপে নিম্নরূপ–

প্রসিদ্ধ ইয়াহুদী গোত্র বনু নাজীরের চক্রান্তে কুরাইশ পৌত্তলিকগণ সিদ্ধান্ত স্থির করেছিল যে, তারা আরবের বিভিন্ন গোত্রকে একাট্টা করে সকলে যৌথভাবে মদীনা মুনাওয়ারায় হামলা চালাবে। সেমতে কুরাইশ গোত্র ছাড়াও বনু গাতফান, বনু আসলাম, বনু মুররা, বনু আশজা, বনু কিনানা ও বনু ফাযারা– এ গোত্রসমূহ সম্মিলিতভাবে এক বিশাল বাহিনী তৈরি করে ফেলল। তাদের সংখ্যা বার হাজার থেকে পনের হাজার পর্যন্ত বর্ণনা করা হয়ে থাকে। এই বিপুল সশস্ত্র সেনাদল পূর্ণ প্রস্তুতি সহকারে মদীনা মুনাওয়ারার উদ্দেশে যাত্রা করল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদ পাওয়া মাত্র সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে পরামর্শে বসলেন। হযরত সালমান ফারসী (রাযি.) পরামর্শ দিলেন, মদীনা মুনাওয়ারার উত্তর দিকে, যে দিক থেকে হানাদার বাহিনী আসতে পারে, একটি গভীর পরিখা খনন করা হোক, যাতে তারা নগরে প্রবেশ করতে সক্ষম না হয়। সুতরাং সমস্ত সাহাবী কাজে লেগে গেলেন। মাত্র ছয় দিনে তারা সাড়ে তিন মাইল দীর্ঘ ও পাঁচ গজ গভীর একটি পরিখা খনন করে ফেললেন। মুসলিমদের পক্ষে এ যুদ্ধটি পূর্ববর্তী সকল যুদ্ধ অপেক্ষা বেশি কঠিন ছিল। শত্রু সৈন্য ছিল তাদের চার গুণেরও বেশি। আবার গোদের উপর বিষফোঁড়া স্বরূপ কুখ্যাত ইয়াহুদী গোত্র বনু কুরাইজা সম্পর্কে খবর পাওয়া গেল, তারা মুসলিমদের সাথে সম্পাদিত চুক্তি ভঙ্গ করে হানাদারদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। তারা যেহেতু ছিল মুসলিমদের প্রতিবেশী, তাই তাদের দিক থেকে অনিষ্টের আশঙ্কা ছিল অনেক বেশি। তখন ছিল প্রচণ্ড গরম কাল। খাদ্য সামগ্রীরও ছিল অভাব। এতটা দীর্ঘ পরিখার খনন কার্যে দিন-রাত ব্যস্ত থাকার দরুণ রোজগারেরও কোন সুযোগ মেলেনি। ফলে খাদ্য সংকট তীব্রাকার ধারণ করল। এ অবস্থায় হানাদার বাহিনী পরিখার কিনারায় এসে শিবির ফেলল। অতঃপর উভয় পক্ষে তীর ও পাথর ছোড়াছুড়ি চলতে থাকল। লাগাতার প্রায় এক মাস এ অবস্থা চলল। রাত-দিন একটানা পাহারা দিতে দিতে মুজাহিদগণ ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। পরিশেষে এক সময় সুদীর্ঘ এ কঠিন পরীক্ষার অবসান হল আর তা এভাবে যে, আল্লাহ তাআলা হানাদারদের ছাউনির উপর দিয়ে এক হিমশীতল তীব্র ঝড়ো হাওয়া বইয়ে দিলেন। তাতে তাদের তাঁবু ছিড়ে গেল, হাড়ি-পাতিল সব ছড়িয়ে-ছিটিয়ে গেল, চুলা নিভে গেল এবং সওয়ারীর পশুগুলো ভয় পেয়ে চারদিকে ছোটাছুটি করতে লাগল। এভাবে তাদের গোটা শিবির যেরবার হয়ে গেল। অগত্যা তাদেরকে অবরোধ ত্যাগ করে ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে ফিরে যেতে হয়। আলোচ্য আয়াতে এই ঝড়ো হাওয়ার কথাই বলা হয়েছে। আয়াতে যে অদৃশ্য সেনাদলের কথা বলা হয়েছে, তা হল ফেরেশতার বাহিনী। তারাই বহুমুখী তৎপরতা দ্বারা শত্রুবাহিনীকে নাকাল করে ফেলেছিল এবং পাততাড়ি গুটিয়ে পালিয়ে যেতে তাদেরকে বাধ্য করেছিল।

إِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا ⑩

১০. স্মরণ কর যখন তারা তোমাদের উপর চড়াও হয়েছিল উপর দিক থেকেও এবং নিচের দিক থেকেও[১১] এবং যখন চোখ বিস্ফারিত হয়েছিল এবং কলজে মুখের কাছে এসে পড়েছিল আর তোমরা আল্লাহ্ সম্পর্কে নানা রকমের ভাবনা ভাবতে শুরু করেছিলে।[১২]

هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا ⑪

১১. তখন মুমিনগণ কঠিনভাবে পরীক্ষিত হয়েছিল এবং তাদেরকে তীব্র প্রকম্পনে কাঁপিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ⑫

১২. এবং স্মরণ কর যখন মুনাফেকগণ এবং যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে, তারা বলছিল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা প্রতারণা ছাড়া কিছুই নয়।[১৩]

---

১১. উপর দিকে যারা চড়াও হয়েছিল, তারা ছিল সম্মিলিত বাহিনী। তারা পরিখার ওপর থেকে অবরোধ করে রেখেছিল আর 'নিচের দিক থেকে' বলে বনু কুরাইজার প্রতি ইশারা করা হয়েছে। তারা ভেতর থেকে মুসলিমদের উপর হামলা চালানোর চক্রান্ত করেছিল।

১২. এ রকম কঠিন পরীক্ষার সময়ে অন্তরে নানা রকমের ওয়াসওয়াসা ও ভাবনা জেগে থাকে। এর দ্বারা এমন সব ভাবনার প্রতি ইশারা করা হয়েছে, যা দ্বারা ঈমান ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।

১৩. বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য বর্ণনায় আছে, হযরত সালমান ফারসী (রাযি.) যে স্থানে পরিখা খনন করেছিলেন, সেখানে একটি কঠিন পাথরের চাঁই বের হয়ে এসেছিল। সেটি কোনক্রমেই ভাঙ্গা যাচ্ছিল না। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিষয়টা অবগত করা হলে তিনি স্বয়ং সেখানে উপস্থিত হন এবং হাতে কোদাল নেন। তিনি প্রথমে পাঠ করলেন, وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا "এবং তোমার প্রতিপালকের বাণী সত্যিকারভাবে পূর্ণতা লাভ করল"। তারপর পাথরের উপর কোদাল মারলেন। তাতে পাথরটির এক-তৃতীয়াংশ ভেঙ্গে গেল। সেই সঙ্গে তা থেকে আগুনের এমন এক ফুলকি ছুটল, যার আলোয় তিনি ইয়ামেন ও কিসরার অট্টালিকাসমূহ দেখতে পেলেন। তারপর তিনি আবার পাঠ করলেন, وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا "এবং তোমার প্রতিপালকের বাণী সত্যিকার ও ন্যায়সঙ্গতভাবে পূর্ণতা লাভ করল"। এই বলে তিনি দ্বিতীয় বার কোদাল মারলেন। তাতে

وَاِذۡ قَالَتۡ طَّآئِفَۃٌ مِّنۡهُمۡ یٰۤاَهۡلَ یَثۡرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمۡ فَارۡجِعُوۡا ۚ وَیَسۡتَاۡذِنُ فَرِیۡقٌ مِّنۡهُمُ النَّبِیَّ یَقُوۡلُوۡنَ اِنَّ بُیُوۡتَنَا عَوۡرَۃٌ ؕ وَمَا هِیَ بِعَوۡرَۃٍ ۚۛ اِنۡ یُّرِیۡدُوۡنَ اِلَّا فِرَارًا ﴿۱۳﴾

১৩. এবং যখন তাদেরই মধ্যকার কতিপয় লোক বলছিল, হে ইয়াসরিববাসী! এখানে তোমাদের কোন স্থান নেই। সুতরাং ওয়াপস চলে যাও এবং তাদেরই মধ্যে কিছু লোক (বাড়ি যাওয়ার জন্য) এই বলে নবীর কাছে অনুমতি চাইল যে, আমাদের ঘর অরক্ষিত,[১৪] অথচ তা অরক্ষিত ছিল না; বরং তাদের অভিপ্রায় ছিল কেবল (কোনও উপায়ে) পালিয়ে যাওয়া।

وَلَوۡ دُخِلَتۡ عَلَیۡهِمۡ مِّنۡ اَقۡطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الۡفِتۡنَۃَ لَاٰتَوۡهَا وَمَا تَلَبَّثُوۡا بِهَاۤ اِلَّا یَسِیۡرًا ﴿۱۴﴾

১৪. শত্রুরা যদি মদীনার চারদিক থেকে এসে তাদের কাছে পৌঁছে যেত আর তাদেরকে বিদ্রোহে যোগ দিতে বলা হত, তবে তারা অবশ্যই তাতে যোগ দিত এবং তখন গৃহে অবস্থান করত অল্পই।[১৫]

পাথরটির দ্বিতীয় অংশ ভেঙ্গে গেল এবং সেই সঙ্গে আগুনের এমন এক ফুলকি ছুটল, যার আলোয় তিনি রোমের অট্টালিকাসমূহ দেখতে পেলেন। তারপর তৃতীয় আঘাত হানলেন এবং তাতে সম্পূর্ণ পাথরটি ভেঙ্গে খান খান হয়ে গেল। অতঃপর তিনি বললেন, ইয়ামেন, ইরান ও রোমের অট্টালিকাসমূহ দেখিয়ে আমাকে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, এসব দেশ আমার উম্মতের করতলগত হবে। মুনাফেকরা তো একথা শুনে হেসেই খুন। তারা ব্যঙ্গ করে বলল, যারা নিজেদের নগর রক্ষা করতেই হিমশিম খাচ্ছে, তারা কিনা রোম ও ইরান জয়ের স্বপ্ন দেখছে। মুফাসসিরগণ বলেন, এ আয়াতে মুনাফেকদের সেই সব মন্তব্যের প্রতিই ইশারা করা হয়েছে।

১৪. এরা ছিল মুনাফেকদের একটি দল। তারা তাদের ঘর-বাড়ি অরক্ষিত থাকার বাহানা দেখিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালাতে চাচ্ছিল।

১৫. অর্থাৎ এখন তো মুনাফেকরা তাদের বাড়ির প্রাচীর নিচু হওয়ার ও তা অরক্ষিত থাকার বাহানা দেখাচ্ছে, কিন্তু শত্রু সৈন্য যদি চারদিক থেকে মদীনায় ঢুকে পড়ে এবং তাদেরকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার প্ররোচনা দেয়, তবে শত্রুদের পাল্লা ভারি দেখে তারা অবশ্যই তাদের সঙ্গে মিলিত হবে এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরবে। তখন আর তাদের ঘর-বাড়ি অরক্ষিত থাকার কথা খেয়াল থাকবে না।

وَلَقَدْ كَانُوْا عَاهَدُوا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّوْنَ الْاَدْبَارَ ؕ وَكَانَ عَهْدُ اللّٰهِ مَسْـُٔوْلًا ﴿۱۵﴾

১৫. বস্তুত তারা পূর্বে আল্লাহর সঙ্গে অঙ্গীকার করেছিল যে, তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না। আর আল্লাহর সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার সম্পর্কে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

قُلْ لَّنْ يَّنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ اِنْ فَرَرْتُمْ مِّنَ الْمَوْتِ اَوِ الْقَتْلِ وَاِذًا لَّا تُمَتَّعُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿۱۶﴾

১৬. (হে নবী! তাদেরকে) বলে দাও, তোমরা যদি মৃত্যু অথবা হত্যার ভয়ে পলায়ন কর, তবে সে পলায়ন তোমাদের কোন কাজে আসবে না এবং সেক্ষেত্রে তোমাদেরকে (জীবনের) আনন্দ ভোগের জন্য যে সুযোগ দেওয়া হবে, তা হবে অতি সামান্য।

قُلْ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَعْصِمُكُمْ مِّنَ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَ بِكُمْ سُوْٓءًا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ؕ وَلَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ﴿۱۷﴾

১৭. বল, এমন কে আছে, যে তোমাদেরকে আল্লাহ্ হতে রক্ষা করতে পারে, যদি তিনি তোমাদের কোন ক্ষতি করার ইচ্ছা করেন অথবা (এমন কে আছে, যে তাঁর রহমত ঠেকাতে পারে), যদি তিনি তোমাদের প্রতি রহমত করার ইচ্ছা করেন? তারা আল্লাহ্ ছাড়া কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না।

قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الْمُعَوِّقِيْنَ مِنْكُمْ وَالْقَآئِلِيْنَ لِاِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ اِلَيْنَا ۚ وَلَا يَاْتُوْنَ الْبَاْسَ

১৮. আল্লাহ্ তাদেরকে ভালো করেই জানেন, তোমাদের মধ্যে যারা (জিহাদে) বাধা সৃষ্টি করে এবং নিজ ভাইদেরকে বলে, আমাদের কাছে চলে এসো[১৬] আর তারা নিজেরা তো

---

১৬. এর দ্বারা বিশেষ এক মুনাফেকের প্রতি ইশারা করা হয়েছে। সে নিজ ঘরে পানাহারে মশগুল থাকত আর তার যে অকৃত্রিম মুসলিম ভাই যুদ্ধে যোগদানের জন্য প্রস্তুত হত তাকে

اِلَّا قَلِيْلًا ﴿١٨﴾

যুদ্ধে আসেই না; আসলেও তা অতি সামান্য।

اَشِحَّةً عَلَيْكُمْ ۚ فَاِذَا جَآءَ الْخَوْفُ رَاَيْتَهُمْ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ تَدُوْرُ اَعْيُنُهُمْ كَالَّذِيْ يُغْشٰى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ۚ فَاِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوْكُمْ بِاَلْسِنَةٍ حِدَادٍ اَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ ؕ اُولٰٓئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوْا فَاَحْبَطَ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ ؕ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ﴿١٩﴾

১৯. (এবং তাও) তোমাদের প্রতি লালায়িত হয়ে।[১৭] সুতরাং যখন বিপদ এসে পড়ে, তখন তুমি তাদেরকে দেখবে মৃত্যু ভয়ে মূর্ছিত ব্যক্তির মত তোমার দিকে ঘূর্ণিত চোখে তাকাচ্ছে। অতঃপর যখন বিপদ কেটে যায় তখন তারা অর্থের লোভে তীক্ষ্ণ ভাষায় তোমাদেরকে বিদ্ধ করে।[১৮] তারা আদৌ ঈমান আনেনি। ফলে আল্লাহ তাদের কর্ম নিষ্ফল করে দিয়েছেন আর এটা তো আল্লাহর পক্ষে অতি সহজ।

يَحْسَبُوْنَ الْاَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوْا ۚ وَاِنْ يَّاْتِ الْاَحْزَابُ يَوَدُّوْا لَوْ اَنَّهُمْ بَادُوْنَ فِي الْاَعْرَابِ يَسْاَلُوْنَ عَنْ اَنْۢبَآئِكُمْ ؕ وَلَوْ كَانُوْا فِيْكُمْ

২০. তারা মনে করছে সম্মিলিত বাহিনী এখনও চলে যায়নি। তারা (পুনরায়) এসে পড়লে তারা কামনা করবে, যদি তারা দেহাতীদের মধ্যে গিয়ে বসবাস করত (এবং সেখানে থেকেই) তোমাদের খবরাখবর জেনে নিত!❖

তা থেকে ফেরানোর চেষ্টা করত। তাকে হতোদ্যম করার জন্য বলত, নিজেকে নিজে মুসিবতে ফেলতে যাচ্ছ কেন? তার চেয়ে আমার কাছে চলে এসো এবং আমার সাথে নিশ্চিন্তে পানাহারে শরীক হয়ে যাও। (ইবনে জারীর তাবারী)

১৭. অর্থাৎ নামের জন্য কিছুক্ষণের জন্য যদি যুদ্ধে অংশ নেয়ও, তবে তার উদ্দেশ্য থাকে কেবল অর্থপ্রাপ্তি। অর্থাৎ মুসলিমগণ গনীমত লাভ করলে তা থেকে তারাও একটা অংশ পাবে।

১৮. অর্থাৎ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও কঠোর ভাষায় মুসলিমদের কাছে গনীমতের অংশ দাবি করত।

❖ অর্থাৎ কাফের বাহিনী পরাস্ত হয়ে ফিরে যাওয়া সত্ত্বেও কাপুরুষ মুনাফেকরা তা বিশ্বাস করতে পারছিল না। তারা এমনই ভীরু যে, কাফেরদের বাহিনী পুনরায় ফিরে এসে হামলা করলে এদের কামনা হবে নগর ত্যাগ করে কোন দেশে চলে যাওয়া এবং যতদিন যুদ্ধ চলে সেখানেই বসবাস করতে থাকা আর যুদ্ধ পরিস্থিতি কী এবং মুসলিমদেরই বা অবস্থা কী সে সম্পর্কে খবর নিতে থাকা। (অনুবাদক, তাফসীরে উসমানীর ভাবাবলম্বনে)

مَّا قٰتَلُوْۤا اِلَّا قَلِيْلًا ﴿۲۰﴾

আর তারা যদি তোমাদের মধ্যে থাকত, তবু যুদ্ধে অল্পই অংশগ্রহণ করত।

[২]

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا ﴿۲۱﴾

২১. বস্তুত রাসূলের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ– এমন ব্যক্তির জন্য, যে আল্লাহ ও আখেরাত দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করে।

وَلَمَّا رَاَ الْمُؤْمِنُوْنَ الْاَحْزَابَ ۙ قَالُوْا هٰذَا مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ ۫ وَمَا زَادَهُمْ اِلَّاۤ اِيْمَانًا وَّتَسْلِيْمًا ﴿۲۲﴾

২২. মুমিনগণ যখন (শত্রুদের) সম্মিলিত বাহিনীকে দেখেছিল, তখন তারা বলেছিল, এটাই সেই বিষয় যার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদেরকে দিয়েছিলেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্যই বলেছিলেন। আর এ ঘটনা তাদের ঈমান ও আনুগত্যের চেতনাকে আরও বৃদ্ধি করে দিয়েছিল।

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَهٗ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلًا ﴿۲۳﴾

২৩. এই ঈমানদারদের মধ্যেই এমন লোকও আছে, যারা আল্লাহর সঙ্গে কৃত প্রতিশ্রুতিকে সত্যে পরিণত করেছে এবং তাদের মধ্যে এমন লোকও আছে, যারা তাদের নজরানা আদায় করেছে এবং আছে এমন কিছু লোক, যারা এখনও প্রতীক্ষায় আছে[১৯]

১৯. নজরানা আদায়ের অর্থ যুদ্ধের ময়দানে শাহাদাত বরণ করা। প্রকৃত মুমিনগণ আল্লাহ তাআলার সঙ্গে ওয়াদা করেছিল, তারা তাঁর পথে প্রাণ উৎসর্গ করতে দেরি করবে না। তারপর তাদের মধ্যে কতিপয়ে তো প্রাণের নজরানা পেশ করে শাহাদতের পেয়ালা পান করে ফেলল এবং কতিপয় এমন যে, তারা জিহাদে তো অংশগ্রহণ করেছে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত শাহাদত লাভের সুযোগ হয়নি। তারা প্রচণ্ড আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষায় আছে, আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে তাদের সেই শুভক্ষণ কখন নসীব হবে, যখন তারা জান কুরবানী দিতে পারবে।

আর তারা (তাদের ইচ্ছার ভেতর) কিছুমাত্র পরিবর্তন ঘটায়নি।

২৪. (এ ঘটনা ঘটনার কারণ) আল্লাহ সত্যনিষ্ঠদেরকে তাদের সততার পুরস্কার দেবেন এবং মুনাফেকদেরকে ইচ্ছা করলে শাস্তি দেবেন অথবা তাদের তাওবা কবুল করবেন।[২০] নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

لِّيَجْزِيَ اللّٰهُ الصّٰدِقِيْنَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنٰفِقِيْنَ اِنْ شَآءَ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۚ﴿۲۴﴾

২৫. আর আল্লাহ কাফেরদেরকে তাদের ক্রোধ সহকারে এমনভাবে ফিরিয়ে দিলেন যে, তারা কোন সুফল অর্জন করতে পারল না। মুমিনদের পক্ষ হতে যুদ্ধের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। আল্লাহ সর্বশক্তিমান, পরাক্রমশালী।

وَرَدَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوْا خَيْرًا ؕ وَكَفَى اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ قَوِيًّا عَزِيْزًا ۚ﴿۲۵﴾

২৬. কিতাবীদের মধ্যে যারা তাদেরকে (অর্থাৎ মুসলিমদের শত্রুদেরকে) সাহায্য করেছিল, আল্লাহ তাদেরকে তাদের দূর্গ থেকে অবতরণে বাধ্য করলেন[২১] এবং তাদের অন্তরে এমন ভীতি সঞ্চার করলেন যে, (হে মুসলিমগণ!) তাদের কতককে তো

وَاَنْزَلَ الَّذِيْنَ ظَاهَرُوْهُمْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ صَيَاصِيْهِمْ وَقَذَفَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ وَتَاْسِرُوْنَ فَرِيْقًا ۚ﴿۲۶﴾

---

২০. অর্থাৎ যে সকল মুনাফেক তাদের মুনাফেকী হতে খাঁটি মনে তাওবা করবে, আল্লাহ তাআলা তাদের তাওবা কবুল করে নেবেন।

২১. এর দ্বারা বনু কুরাইজার প্রতি ইশারা করা হয়েছে। এটা ছিল ইয়াহুদীদের একটি গোত্র। এ গোত্রটি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জন্য চুক্তিবদ্ধ ছিল। কিন্তু আহযাবের যুদ্ধকালে তারা চুক্তি ভঙ্গ করে হানাদারদের সাথে চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছিল এবং তারা পিছন দিক থেকে মুসলিমদের উপর আঘাত হানার পরিকল্পনা করেছিল। সঙ্গত কারণেই আহযাবের যুদ্ধ শেষ হওয়া মাত্র মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার হুকুমে তাদের উপর আক্রমণ চালান। অবস্থা বেগতিক

তোমরা হত্যা করছিলে আর কতককে করছিলে বন্দী।

وَاَوْرَثَكُمْ اَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ وَاَرْضًا لَّمْ تَطَـُٔوْهَا ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدِيْرًا ﴿۲۷﴾

২৭. আল্লাহ তোমাদেরকে ওয়ারিশ বানিয়ে দিলেন তাদের ভূমি, ঘর-বাড়ি ও অর্থ-সম্পদের এবং এমন ভূমির, যে পর্যন্ত এখনও তোমাদের কদম পৌঁছেনি।[২২] আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

[৩]

يٰۤاَيُّهَا النَّبِیُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ اُمَتِّعْكُنَّ وَاُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا ﴿۲۸﴾

২৮. হে নবী! নিজ স্ত্রীদেরকে বল, তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও তার শোভা চাও, তবে এসো আমি তোমাদেরকে কিছু উপহার সামগ্রী দিয়ে সৌজন্যের সাথে বিদায় দেই।

وَاِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَ فَاِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنٰتِ مِنْكُنَّ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿۲۹﴾

২৯. আর যদি তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও আখেরাতের নিবাস কামনা কর, তবে নিশ্চিতভাবে জেনে রেখ, আল্লাহ তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল, সেই নারীদের জন্য মহা প্রতিদান প্রস্তুত করে রেখেছেন।[২৩]

দেখে তারা তাদের সুরক্ষিত দূর্গের ভেতর আশ্রয় নেয়। মুসলিমগণ দীর্ঘ এক মাস তাদেরকে অবরোধ করে রাখে। পরিশেষে তারা দূর্গ ত্যাগ করতে বাধ্য হয় এবং হযরত সাদ ইবনে মুআয (রাযি.) তাদের সম্পর্কে যে ফায়সালা দেবেন তা মেনে নেবে বলে সম্মতি জানায়। হযরত সাদ ইবনে মুআয (রাযি.) রায় দিলেন, তাদের মধ্যে যারা যুদ্ধক্ষম পুরুষ তাদেরকে হত্যা করা হোক এবং নারী ও শিশুদেরকে কয়েদী বানিয়ে রাখা হোক। সুতরাং এরূপই করা হল।

২২. এর দ্বারা খায়বারের জমির দিকে ইশারা করা হয়েছে। খায়বারে বহু সংখ্যক ইয়াহুদী বাস করত এবং সেখান থেকে তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে নানা রকম চক্রান্ত করত। এ আয়াত মুসলিমদেরকে সুসংবাদ শোনাচ্ছে যে, কিছু কালের মধ্যে খায়বারও তাদের অধিকারে চলে আসবে। সুতরাং এমনই হয়েছিল। হিজরী সপ্তম সনে সমগ্র খায়বার মুসলিমদের দখলে চলে আসে।

২৩. এ আয়াতসমূহের পটভূমি এই যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুণ্যবতী স্ত্রীগণ সম্পর্কে সকলেরই জানা তারা সুখে-দুঃখে সর্বাবস্থায় তাঁর প্রতি পরম নিবেদিতপ্রাণ

৩০. ওহে নবী পত্নীগণ! তোমাদের মধ্যে কেউ প্রকাশ্য অশ্লীলতায় লিপ্ত হলে তার শাস্তি বাড়িয়ে দ্বিগুণ করে দেওয়া হবে আর আল্লাহর পক্ষে এরূপ করা অতি সহজ।

يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ مَنْ يَّاْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُّضٰعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ؕ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ﴿٣٠﴾

ছিলেন। কোন রকম কষ্টের অভিযোগ তাদের মুখে কখনও উচ্চারিত হয়নি। আহযাব ও বনু কুরাইজার যুদ্ধের পর কেবল এতটুকু ঘটেছিল যে, এসব যুদ্ধ জয়ের ফলে যখন মুসলিমদের কিছুটা আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য লাভ হল, তখন উম্মুল মুমিনীনদের অন্তরে খেয়াল জাগল, এতদিন তারা যে দৈন্যদশার ভেতর দিয়ে দিন কাটাচ্ছিলেন, এখন তার ভেতর কিছুটা পরিবর্তন আসতে পারে। সুতরাং একবার তারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমীপে বিষয়টা উত্থাপনও করলেন। কথা প্রসঙ্গে তারা কায়সার ও কিসরার রাণীদের উদাহরণও টানলেন যে, তারা কতটা জাঁকজমকপূর্ণ জীবন যাপন করে এবং তাদের প্রত্যেকের কত সেবক-সেবিকা রয়েছে। এখন যখন মুসলিমদের আর্থিক স্বচ্ছলতা এসে গেছে, তখন আমাদের খোরপোষও কিছুটা বৃদ্ধি পেতে পারে। যদিও নবী-পত্নীদের অন্তরে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের এতটুকু চাহিদা জাগা কোন গোনাহের বিষয় ছিল না, কিন্তু শ্রেষ্ঠতম নবীর জীবন সঙ্গিনী হওয়ার সুবাদে তারা যে উচ্চতর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন, সেই দৃষ্টিকোণ থেকে এরূপ চাহিদা পেশকে তাদের পক্ষে শোভন মনে করা হয়নি। সেই সঙ্গে রাজা-রাণীদের উদাহরণ টানায়ও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মনে কষ্ট লেগে থাকবে যে, তারা নিজেদেরকে রাণীদের সঙ্গে তুলনা করার মত অমর্যাদাকর উক্তি কেন করলেন। এ প্রেক্ষাপটেই আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদের এ আয়াতসমূহ দ্বারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নির্দেশনা দান করলেন যে, আপনি আপনার স্ত্রীগণকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিন, তারা যদি নবীর সঙ্গে থাকতে চায়, তবে তাদের জীবনদৃষ্টির পরিবর্তন করতে হবে। অন্যান্য নারীদের মত দুনিয়ার ডাটফাট যেন তাদের লক্ষ্যবস্তু না হয়; বরং তাদের লক্ষ্যবস্তু থাকতে হবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য এবং তার ফলশ্রুতিতে আখেরাতের সফলতা। সেই সঙ্গে তাদের সামনে এ বিষয়টাও পরিস্কার করে দেওয়া হয়েছে যে, তারা যদি দুনিয়ায় ভোগ-সামগ্রী কামনা করে তবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে পৃথক হয়ে যাওয়ার পূর্ণ এখতিয়ার তাদের রয়েছে। আর তারা তা চাইলে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসসাল্লাম যে তাদেরকে তিক্ততার সাথে বিদায় দেবেন তা নয়; বরং সুন্নত মোতাবেক উপঢৌকনাদি দিয়ে অত্যন্ত সৌজন্যের সাথেই তাদেরকে বিদায় দেবেন।

সুতরাং এ আয়াতের নির্দেশনা অনুযায়ী মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ স্ত্রীগণের সামনে এ প্রস্তাবনা রাখলেন, কিন্তু তারাও তো ছিলেন নবী-পত্নী। নবীর নুরানী সান্নিধ্যে থেকে থেকে ইতোমধ্যেই তো পার্থিব মোহমুক্তি তাদের অর্জিত হয়ে গেছে। আল্লাহ তাআলার ও তাঁর নবীর মহব্বতে তাদের অন্তর ছিল প্লাবিত। কাজেই তারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্যে থাকাকেই প্রাধান্য দিলেন আর সেজন্য যত দৈন্য ও দুঃখের সম্মুখীন হতে হোক না কেন তাকে তারা তুচ্ছ গণ্য করলেন।

[বাইশ পারা]

৩১. আর তোমাদের মধ্যে যে-কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত হয়ে থাকবে ও সৎকর্ম করবে আমি তার পুরস্কারও দেব দ্বিগুণ এবং আমি তার জন্য সম্মানজনক জীবিকা প্রস্তুত করে রেখেছি।

وَمَنْ يَّقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَآ اَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ ۙ وَاَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيْمًا ﴿٣١﴾

৩২. হে নবী পত্নীগণ! তোমরা সাধারণ নারীদের মত নও– যদি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর।[২৪] সুতরাং তোমরা কোমল কণ্ঠে কথা বলো না, পাছে অন্তরে ব্যাধি আছে এমন ব্যক্তি লালায়িত হয়ে পড়ে। আর তোমরা বলো ন্যায়সঙ্গত কথা।[২৫]

يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِيْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ۚ ﴿٣٢﴾

৩৩. নিজ গৃহে অবস্থান কর[২৬] (পর-পুরুষকে) সাজসজ্জা প্রদর্শন করে

وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ

---

২৪. অর্থাৎ নবী-পত্নীগণের মর্যাদা সাধারণ নারীদের অনেক উর্ধ্বে। কাজেই তাকওয়া অবলম্বন করলে তারা সওয়াবও লাভ করবেন অন্যদের দ্বিগুণ। আবার তারা যদি কোন গোনাহ করে ফেলেন, তবে তার শাস্তিও দ্বিগুণই হবে। এর দ্বারা শিক্ষা লাভ হয় যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যার ঘনিষ্টতা যত বেশি হবে তাকে সাবধানতাও তত বেশিই অবলম্বন করতে হবে।

২৫. এ আয়াত নারীদেরকে গায়রে মাহরাম বা পর-পুরুষের সাথে কথা বলার নিয়ম শিক্ষা দিয়েছে। বলা হয়েছে যে, ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের সাথে মধুর ও আকর্ষণীয় ভাষায় কথা বলা উচিত নয়। তাই বলে তিক্ত ও রুক্ষ্ম ভাষা ব্যবহার করাও ঠিক নয়; বরং সাদামাঠাভাবে প্রয়োজনীয় কথাটুকু বলে দেবে। এর দ্বারা অনুমান করা যায় যে, সাধারণ কথাবার্তায়ও যখন নারীদেরকে এরূপ নির্দেশনা দেয়া হয়েছে, তখন পর-পুরুষের সামনে সুর দিয়ে কবিতা পড়া বা গান-বাদ্য করা কী পরিমাণ গর্হিত হবে!

২৬. এ আয়াত স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, নারীর আসল জায়গা হল তার ঘর। এর অর্থ এমন নয় যে, ঘর থেকে বের হওয়া তার জন্য একদম জায়েয নয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস দ্বারা পরিস্কারভাবেই জানা যায়, প্রয়োজনে তারা পর্দার সাথে বাইরে যেতে পারবে, কিন্তু এ আয়াত মূলনীতি বলে দিয়েছে যে, নারীর আসল কাজ তার গৃহ। খান্দানকে গড়ে তোলাই তার মূল দায়িত্ব। যেসব তৎপরতা এ দায়িত্ব পালনে বিঘ্ন ঘটায় তা নারী জীবনের মৌল উদ্দেশ্যের পরিপন্থী এবং তা দ্বারা সমাজের ভারসাম্য নষ্ট হয়।

الْأُوْلٰى وَأَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَاٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ وَأَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۗ إِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا ﴿٣٣﴾

বেড়িও না, যেমন প্রাচীন জাহেলী যুগে প্রদর্শন করা হত[২৭] এবং নামায কায়েম কর, যাকাত আদায় কর এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর। হে নবী পরিবার (আহলে বাইত)![২৮] আল্লাহ তো চান তোমাদের থেকে মলিনতা দূরে রাখতে এবং তোমাদেরকে এমন পবিত্রতা দান করতে, যা সর্বতোভাবে পরিপূর্ণ হবে।

وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلٰى فِيْ بُيُوْتِكُنَّ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ ۗ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ لَطِيْفًا خَبِيْرًا ﴿٣٤﴾

৩৪. এবং তোমাদের গৃহে আল্লাহর যে আয়াতসমূহ ও হেকমতের যেসব কথা শোনানো হয়, তা স্মরণ রাখ। নিশ্চিতভাবে জেনে রেখ, আল্লাহ অতি সূক্ষ্মদর্শী এবং সর্ববিষয়ে অবহিত।

---

২৭. প্রাচীন জাহেলিয়াত দ্বারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রাক-আবির্ভাব কালকে বোঝানো হয়েছে। সেকালে নারীরা নির্লজ্জ সাজ-সজ্জার সাথে নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়াত। 'প্রাচীন জাহেলিয়াত' শব্দটি ইঙ্গিত করছে নব্য জাহেলিয়াত বলে একটা জিনিসও আছে, যা এক সময় আসবে। অন্ততপক্ষে অশ্লীলতার দিক থেকে তো সে রকমের এক জাহেলিয়াত আমরা দেখতেই পাচ্ছি। এ নব্য জাহেলিয়াতের অশ্লীলতা এতটাই উগ্র যে, তার সামনে প্রাচীন জাহেলিয়াত কবেই ম্লান হয়ে গেছে।

২৮. 'আহলে বাইত' বলতে এ স্থলে সরাসরি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণকে বোঝানো হয়েছে, যেহেতু এর আগে-পরে তাদেরই সম্পর্কে আলোচনা। কিন্তু শাব্দিক ব্যাপকতার কারণে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যাগণ ও তাঁদের সন্তান-সন্ততিও এর অন্তর্ভুক্ত। সহীহ মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার হযরত ফাতেমা, হযরত আলী, হযরত হাসান ও হযরত হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম)কে নিজ চাদর দ্বারা জড়িয়ে নিলেন। তারপর এ আয়াত পাঠ করলেন। কোন কোন রেওয়ায়াতে আছে, তিনি তখন একথাও বলেছিলেন যে, 'হে আল্লাহ! এরা আমার আহলে বাইত' (ইবনে জারীর)। প্রকাশ থাকে যে, পরিপূর্ণ পবিত্রতার অর্থ তারাও নবীগণের মতো মাছুম (নিষ্পাপ) হয়ে যাবেন, তা নয়; বরং এর অর্থ তারা অত্যন্ত তাকওয়া-পরহেজগারীর অধিকারী হয়ে যাবে। ফলে গোনাহের পঙ্কিলতা তাদের থেকে দূর হয়ে যাবে।

[৪]

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمٰتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنٰتِ وَالْقٰنِتِينَ وَالْقٰنِتٰتِ وَالصّٰدِقِينَ وَالصّٰدِقٰتِ وَالصّٰبِرِينَ وَالصّٰبِرٰتِ وَالْخٰشِعِينَ وَالْخٰشِعٰتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقٰتِ وَالصّٰٓئِمِينَ وَالصّٰٓئِمٰتِ وَالْحٰفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحٰفِظٰتِ وَالذّٰكِرِينَ اللّٰهَ كَثِيرًا وَّالذّٰكِرٰتِ أَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٣٥﴾

৩৫. নিশ্চয়ই আনুগত্য প্রকাশকারী পুরুষ ও আনুগত্য প্রকাশকারী নারী,[২৯] মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী, ইবাদতগোজার পুরুষ ও ইবাদতগোজার নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, আন্তরিকভাবে বিনীত পুরুষ ও আন্তরিকভাবে বিনীত নারী,[৩০] সদকাকারী পুরুষ ও সদকাকারী নারী, রোযাদার পুরুষ ও রোযাদার নারী, নিজ লজ্জাস্থানের হেফাজতকারী পুরুষ ও হেফাজতকারী নারী এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও স্মরণকারী নারী- আল্লাহ এদের সকলের জন্য মাগফেরাত ও মহা প্রতিদান প্রস্তুত করে রেখেছেন।

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُولُهٗٓ أَمْرًا أَنْ يَّكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ؕ وَمَنْ يَّعْصِ

৩৬. আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যখন কোন বিষয়ে চূড়ান্ত ফায়সালা দান করেন, তখন কোন মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীর নিজেদের বিষয়ে কোন এখতিয়ার বাকি থাকে না।[৩১] কেউ

---

২৯. কুরআন মাজীদে মুসলিমদেরকে যখনই কোন বিষয়ের হুকুম করা হয়েছে বা কোন সুসংবাদ শোনানো হয়েছে, তাতে সাধারণত শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে পুংলিঙ্গের, যদিও নারীগণও সে হুকুমের অন্তর্ভুক্ত (যেমন পার্থিব আইন-কানুনেও ভাষাগত রেওয়াজ এ রকমই), কিন্তু কোন কোন মহিলা সাহাবীর অন্তরে এই আগ্রহ দেখা দিল যে, আল্লাহ তাআলা যদি বিশেষভাবে স্ত্রীলিঙ্গের শব্দেও নারীদের সম্পর্কে কোন সুসংবাদ দিতেন! তারই পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয়।

৩০. এটা الخشعين (যা الخشوع হতে নির্গত)-এর তরজমা। এর অর্থ- 'ইবাদতকালে যাদের অন্তর বিনয়-বিগলিত হয়ে আল্লাহর দিকে ঝুঁকে থাকে। সূরা 'মুমিনুন'-এর দ্বিতীয় আয়াতে এর ব্যাখ্যা গত হয়েছে।

৩১. এ আয়াত নাযিল হয়েছে এমন কয়েকটি ঘটনার পটভূমিতে, যাতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েকজন সাহাবীর সঙ্গে কয়েক নারীর বিবাহ সম্পন্ন করেছিলেন,

اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا ۝

আল্লাহ ও তার রাসূলের অবাধ্যতা করলে সে তো সুস্পষ্ট গোমরাহীতে পতিত হল।

কিন্তু সে বিবাহে সেই নারী বা তার অভিভাবকগণ প্রথম দিকে সম্মত থাকেনি। হাফেজ ইবনে কাছীর (রহ.) সেসব ঘটনা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন। সবগুলো ঘটনারই সাধারণ অবস্থা ছিল এই যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেই-যেই সাহাবীর সঙ্গে বিবাহের পয়গাম দিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে বিশেষ কোন দোষ ছিল না, কিন্তু সংশ্লিষ্ট নারী বা তার আত্মীয়গণ কেবল বংশীয় বা আর্থিক শ্রেষ্ঠত্বের কারণে প্রথম দিকে প্রস্তাব গ্রহণে অসম্মতি জানিয়েছিল। অন্যদিকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব সম্ভব বংশীয় ও বিত্তগত অহমিকা নির্মূল করতে চাচ্ছিলেন, যাতে মানুষ এ জাতীয় শ্রেষ্ঠত্বের কারণে বিবাহের ভালো-ভালো প্রস্তাব গ্রহণ থেকে পিছিয়ে না থাকে। শরীয়ত যদিও বর-কণের মধ্যকার সমতা ও কাফাআতের বিষয়টিকে মোটামুটিভাবে বিবেচনায় রেখেছে, কিন্তু আত্মীয়তা প্রতিষ্ঠার আরও বড় কোন আকর্ষণ যদি বর্তমান থাকে, তবে কেবল এই বিবেচনায় প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা কিছুতেই সমীচীন নয় যে, খান্দানী শরাফাতের দিক থেকে বরপক্ষ কণে পক্ষের সমপাল্লার নয়। সুতরাং এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর সবগুলো ঘটনায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রস্তাব গ্রহণ করে নেওয়া হয় এবং তাঁর ইচ্ছামতই বিবাহ সম্পন্ন হয়ে যায়।

এর মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য হল হযরত যায়দ ইবনে হারিছা (রাযি.)-এর বিবাহের ঘটনা। পরবর্তী আয়াতসমূহ এরই সাথে সম্পৃক্ত। হযরত যায়দ (রাযি.) প্রথম দিকে হযরত খাদিজা (রাযি.)-এর গোলাম ছিলেন। তিনি তাকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দান করে দেন। কিন্তু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে গোলামীর জীবনে বহাল রাখেননি; বরং আযাদ করে তাকে নিজের পোষ্যপুত্র বানিয়ে নেন। পরবর্তী আয়াতের টীকায় এটা বিস্তারিত আসছে। আরও পরে যখন তার বিবাহের সময় আসল তখন তিনি নিজ ফুফাত বোন হযরত যয়নব বিনতে জাহাশ (রাযি.)-এর সাথে তার বিবাহের প্রস্তাব দিলেন। হযরত যয়নব (রাযি.) ছিলেন উঁচু খান্দানের মেয়ে। সেকালে কোন মুক্তিপ্রাপ্ত গোলামের সাথে এরূপ উঁচু ঘরের মেয়ের বিবাহকে ভালো চোখে দেখা হত না। স্বাভাবিকভাবেই হযরত যয়নব এ প্রস্তাবে সম্মত হতে পারেননি। তারই পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয়। আয়াত নাযিল হওয়ার পর তিনি পত্রপাঠ প্রস্তাবটি গ্রহণ করে নেন এবং হযরত যায়দ ইবনে হারেছা (রাযি.)-এর সঙ্গে তার বিবাহ হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই এ বিবাহের মোহরানা আদায় করেন।

আয়াতটি যদিও এসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছে, কিন্তু এর শব্দাবলী সাধারণ। এটা শরীয়তের এই বুনিয়াদী মূলনীতি স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুকুমের পর কারও নিজের মতামত খাটানোর অধিকার থাকে না।

وَاِذْ تَقُوْلُ لِلَّذِيْٓ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللّٰهَ وَتُخْفِيْ فِيْ

৩৭. এবং (হে রাসূল!) স্মরণ কর, যার প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছিলেন এবং তুমিও অনুগ্রহ করেছিলে,[৩২] তাকে যখন তুমি বলছিলে, তুমি তোমার

---

৩২. এর দ্বারা হযরত যায়দ ইবনে হারেছা (রাযি.)কে বোঝানো হয়েছে। তার প্রতি আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ তো ছিল এই যে, তিনি তাকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্যে পৌঁছে দেন ও ইসলাম গ্রহণ করার তাওফীক দান করেন। তিনি ছিলেন সেই চার সাহাবীর একজন, যারা সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। আর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার প্রতি যে অনুগ্রহ করেছিলেন, তার ব্যাখ্যা এই যে, তিনি আট বছর বয়সে নিজ মায়ের সাথে নানাবাড়ি গিয়েছিলেন। সেখানে কায়ন গোত্রের লোক হামলা চালিয়ে তাকে গোলাম বানিয়ে ফেলে এবং উকাজের মেলায় হযরত হাকীম ইবনে হিযাম (রাযি.)-এর কাছে বিক্রি করে ফেলে। তিনি তার এ শিশু গোলামটিকে নিজ ফুফু হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রাযি.)কে দিয়ে দেন। অতঃপর যখন হযরত খাদীজা (রাযি.)-এর সাথে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবাহ হয়, তখন হযরত খাদীজা (রাযি.) তাকে তাঁর খেদমতে পেশ করেন। হযরত যায়দ (রাযি.)-এর বয়স তখন পনের বছর। এর কিছুকাল পর তার পিতা ও চাচা জানতে পারে যে, তাদের সন্তান মক্কা মুকাররমায় আছে। তারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ছুটে আসল এবং আরজ করল আপনি যে কোনও বিনিময় চান আমরা দিতে রাজি আছি, তবু আমাদের সন্তানকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে দিন। তিনি বললেন, আপনাদের ছেলে যদি আপনাদের সাথে যেতে চায়, তবে কোনরূপ বিনিময় ছাড়াই তাকে আপনাদের হাতে ছেড়ে দেব। কিন্তু সে যদি যেতে সম্মত না হয়, তবে আমি তাকে যেতে বাধ্য করতে পারব না। একথা শুনে তারা অত্যন্ত খুশী হল। তারপর হযরত যায়দ (রাযি.)কে ডাকা হল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এখতিয়ার দিলেন যে, তিনি চাইলে নিজ পিতা ও চাচার সঙ্গে যেতে পারেন এবং চাইলে থেকেও যেতে পারেন, কিন্তু হযরত যায়দ (রাযি.) এই বিস্ময়কর উত্তর দিলেন যে, আমি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ছেড়ে কোথাও যেতে পারব না। একথা শুনে তার পিতা ও চাচা হতবিহ্বল হয়ে গেল। কী বলে তাদের ছেলে! স্বাধীনতার চেয়ে দাসত্বকেই সে বেশি পছন্দ করছে? নিজ পিতা ও চাচার উপর এক অনাত্মীয় ব্যক্তিকেই প্রাধান্য দিচ্ছে? কিন্তু হযরত যায়দ (রাযি.) তার কথায় অনড়। তিনি বললেন, আমি আমার এ প্রভুর আচার-ব্যবহার দেখেছি। আমি তার যে ব্যবহার পেয়েছি তারপর দুনিয়ার কোনও ব্যক্তিকেই আমি তার উপর প্রাধান্য দিতে পারব না। প্রকাশ থাকে যে, এটা সেই সময়ের ঘটনা, যখনও পর্যন্ত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়াত লাভ করেননি। শেষ পর্যন্ত তার পিতা ও চাচা তাকে ছাড়াই ফিরে গেল, তবে আশ্বস্ত হয়ে গেল যে, তাদের ছেলে এখানে ভালো থাকবে। অনন্তর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আজাদ করে দিলেন এবং পবিত্র কাবার কাছে গিয়ে কুরাইশের লোকজনের সামনে ঘোষণা করে দিলেন 'আজ থেকে সে আমার পুত্র! আমি তাকে দত্তক গ্রহণ করলাম। এরই ভিত্তিতে লোকে তাকে যায়দ ইবনে মুহাম্মাদ 'মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুত্র' বলে ডাকত।

نَفۡسِكَ مَا اللّٰهُ مُبۡدِيۡهِ وَتَخۡشَى النَّاسَ ۚ وَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنۡ تَخۡشٰىهُ ؕ فَلَمَّا قَضٰى زَيۡدٌ مِّنۡهَا وَطَرًا زَوَّجۡنٰكَهَا لِكَىۡ لَا يَكُوۡنَ عَلَى الۡمُؤۡمِنِيۡنَ حَرَجٌ فِىۡۤ اَزۡوَاجِ اَدۡعِيَآئِهِمۡ اِذَا قَضَوۡا مِنۡهُنَّ وَطَرًا ؕ وَكَانَ اَمۡرُ اللّٰهِ مَفۡعُوۡلًا ﴿۳۷﴾

স্ত্রীকে নিজ বিবাহে রেখে দাও এবং আল্লাহকে ভয় কর।[৩৩] তুমি নিজ অন্তরে এমন কথা গোপন করছিলে, আল্লাহ যা প্রকাশ করে দেওয়ার ছিলেন।[৩৪] তুমি মানুষকে ভয় করছিলে অথচ আল্লাহই এ বিষয়ের বেশি হকদার যে, তুমি তাকে ভয় করবে। অতঃপর যায়দ যখন নিজ স্ত্রীর সাথে সম্পর্কচ্ছেদ ঘটাল তখন আমি তার সাথে তোমার বিবাহ সম্পন্ন করলাম, যাতে মুসলিমদের পক্ষে তাদের পোষ্যপুত্রদের স্ত্রীগণকে বিবাহ করাতে কোন সমস্যা না থাকে, যখন তারা তাদের সাথে সম্পর্ক শেষ করে ফেলবে। আর আল্লাহ যে আদেশ করেছিলেন, তা তো কার্যকর হওয়ারই ছিল।

---

৩৩. হযরত যয়নব (রাযি.)-এর সাথে হযরত যায়দ (রাযি.)-এর বিবাহ হয়ে গিয়েছিল বটে, কিন্তু স্ত্রীর সম্পর্কে হযরত যায়দ (রাযি.)-এর সব সময়ই অভিযোগ ছিল যে, তার অন্তর থেকে জাত্যাভিমান সম্পূর্ণ লোপ পায়নি এবং খুব সম্ভব সে কারণেই তার পক্ষ থেকে হযরত যায়দ (রাযি.)-এর প্রতি মাঝে-মধ্যে রূঢ় আচরণ হয়ে যেত। হযরত যায়দ (রাযি.)-এর এ অভিযোগ ক্রমে তীব্র হয়ে উঠল এবং এক সময় তিনি তাকে তালাক দেওয়ার জন্য মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পরামর্শও চাইলেন। তিনি তাকে স্ত্রীর সাথে বিচ্ছেদ ঘটাতে নিষেধ করলেন এবং তাকে নিজের কাছে রাখার জন্য উপদেশ দিলেন। বললেন, আল্লাহ তাআলাকে ভয় কর। কেননা তালাক জিনিসটি আল্লাহ তাআলার পছন্দ নয়। স্ত্রীর যেসব হক তোমার উপর রয়েছে তা আদায় করতে থাক।

৩৪. হযরত যায়দ (রাযি.) তালাক সম্পর্কে পরামর্শ চাওয়ার আগেই আল্লাহ তাআলা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওহী মারফত জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, যায়দ কোনও না কোনও দিন যয়নবকে তালাক দেবেই এবং তারপর আল্লাহ তাআলার ইচ্ছানুসারে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে তার বিবাহ হয়ে যাবে, যাতে পোষ্যপুত্রের বিবাহকে দোষনীয় মনে করার যে কুসংস্কার আরবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে চিরতরে তার মূলোৎপাটন হয়ে যায়। বস্তুত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য এটা ছিল এক কঠিন পরীক্ষা। কেননা একে তো হযরত যায়দ (রাযি.)-এর সঙ্গে

مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ ۖ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ ۚ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا ﴿٣٨﴾

৩৮. আল্লাহ নবীর জন্য যা বিধিসম্মত করেছেন, তা করাতে তার প্রতি আপত্তির কিছু নেই। পূর্বে যারা গত হয়েছে, তাদের (অর্থাৎ সেই নবীদের) ক্ষেত্রেও এটাই ছিল আল্লাহর নীতি। আল্লাহর ফায়সালা মাপাজোখা, সুনির্ধারিত হয়ে থাকে।

الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٣٩﴾

৩৯. নবী তো তারা, যারা আল্লাহর প্রেরিত বিধানাবলী মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়, তাঁকেই ভয় করে এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করে না। হিসাব গ্রহণের জন্য আল্লাহর অন্য কারও প্রয়োজন নেই।

হযরত যয়নব (রাযি.)-এর বিবাহ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পীড়াপীড়িতেই সম্পন্ন হয়েছিল। দ্বিতীয়ত তালাকের পর তিনি স্বয়ং তাকে বিবাহ করলে বিরুদ্ধবাদীদের এই অপপ্রচার করার সুযোগ হয়ে যাবে যে, দেখ-দেখ এ নবী তার পোষ্যপুত্রের বউকে বিবাহ করে ফেলেছে! এ কারণেই হযরত যায়দ (রাযি.) যখন তালাকের ব্যাপারে পরামর্শ চাইলেন, তখন তিনি হয়ত চিন্তা করেছিলেন, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে চূড়ান্ত নির্দেশ আসলে তা তো শিরোধার্য করতেই হবে, কিন্তু এখনও যেহেতু চূড়ান্ত কোন নির্দেশ আসেনি, তাই এখন যায়দকে এমন পরামর্শই দেওয়া চাই, যেমনটা স্বামী-স্ত্রীর মনোমালিন্যের ক্ষেত্রে সাধারণত দেওয়া হয়ে থাকে, যেমন বলা হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব মিলেমিশে থাক, তালাক দিতে যেও না, আল্লাহ তাআলাকে ভয় কর এবং একে অন্যের হক আদায় কর। সুতরাং তিনি এ রকমই পরামর্শ দিলেন। তিনি একথা প্রকাশ করলেন না যে, আল্লাহ তাআলার ফায়সালা হল হযরত যায়দ (রাযি.) একদিন না একদিন তার স্ত্রীকে তালাক দেবেই এবং তারপর যয়নব (রাযি.) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবাহাধীনে চলে আসবে। এ বিষয়টাকেই আল্লাহ তাআলা এ আয়াতে এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, 'তুমি নিজ অন্তরে এমন কথা গোপন করছিলে, আল্লাহ যা প্রকাশ করে দেওয়ার ছিলেন'। সহীহ রেওয়ায়াতসমূহের আলোকে এ হাদীসের সঠিক তাফসীর এটাই। ইসলামের শত্রুরা ভিত্তিহীন কিছু বর্ণনাকে অবলম্বন করে আয়াতের যে ব্যাখ্যা করেছে তা সম্পূর্ণ গলত। এ প্রসঙ্গে সেসব রেওয়ায়েত নিশ্চিতভাবেই অযৌক্তিক এবং তা আদৌ ভ্রুক্ষেপযোগ্য নয়।

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِيْمًا ﴿۴۰﴾

৪০. (হে মুমিনগণ!) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তোমাদের কোন পুরুষের পিতা নন, কিন্তু সে আল্লাহর রাসূল এবং নবীদের মধ্যে সর্বশেষ।[৩৫] আল্লাহ সর্ববিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞাত।

[৫]

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا ﴿۴۱﴾

৪১. হে মুমিনগণ! আল্লাহকে স্মরণ কর অধিক পরিমাণে।

وَّ سَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّ اَصِيْلًا ﴿۴۲﴾

৪২. এবং সকাল ও সন্ধ্যায় তার তাসবীহ পাঠ কর।

هُوَ الَّذِیْ يُصَلِّیْ عَلَيْكُمْ وَمَلٰٓئِكَتُهٗ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ؕ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا ﴿۴۳﴾

৪৩. তিনি তোমাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণও, তোমাদেরকে অন্ধকার থেকে মুক্ত করে আলোকে নিয়ে আসার জন্য। তিনি মুমিনদের প্রতি পরম দয়ালু।

تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهٗ سَلٰمٌ ۚۖ وَاَعَدَّ لَهُمْ اَجْرًا كَرِيْمًا ﴿۴۴﴾

৪৪. মুমিনগণ যে দিন আল্লাহর সাথে মিলিত হবে, সেদিন তাদেরকে অভ্যর্থনা জানানো হবে সালাম দ্বারা। আল্লাহ তাদের জন্য মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন।

---

৩৫. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত যায়দ ইবনে হারেছা (রাযি.)কে যেহেতু নিজের পুত্ররূপে ঘোষণা করেছিলেন, তাই লোকে তাকে যায়দ ইবনে মুহাম্মাদ (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুত্র) বলে ডাকত। পূর্বে যেহেতু পোষ্যপুত্রকে নিজের আপন পুত্রের মত পরিচিত করতে নিষেধ করা হয়েছে, তাই হযরত যায়দকেও যায়দ ইবনে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলতে নিষেধ করে দেওয়া হয়। এ আয়াতে বলা হয়েছে, তিনি কোন পুরুষের জন্মদাতা পিতা নন। (কেননা তাঁর জীবিত সন্তান ছিল কেবল কন্যাগণই। পুত্রগণ সকলে শৈশবেই ইন্তেকাল করেছিলেন)। কিন্তু আল্লাহর রাসূল হওয়ার সুবাদে তিনি সমগ্র উম্মতের রূহানী পিতা। আর তিনি যেহেতু সর্বশেষ রাসূল, কিয়ামত পর্যন্ত আর কোন নবী আসবে না তাই নিজ কর্ম দ্বারা জাহেলী যুগের সমস্ত রসম-রেওয়াজ নির্মূল করার দায়িত্ব তাঁরই উপর বর্তায়।

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّاۤ اَرۡسَلۡنٰكَ شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّ نَذِيۡرًا ۙ﴿۴۵﴾

৪৫. হে নবী! আমি তো তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে-

وَّ دَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذۡنِهٖ وَ سِرَاجًا مُّنِيۡرًا ﴿۴۶﴾

৪৬. এবং আল্লাহর নির্দেশে মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী ও আলো বিস্তারকারী প্রদীপরূপে।

وَ بَشِّرِ الۡمُؤۡمِنِيۡنَ بِاَنَّ لَهُمۡ مِّنَ اللّٰهِ فَضۡلًا كَبِيۡرًا ﴿۴۷﴾

৪৭. মুমিনদেরকে সুসংবাদ শুনিয়ে দাও যে, তাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে রয়েছে মহা অনুগ্রহ।

وَ لَا تُطِعِ الۡكٰفِرِيۡنَ وَ الۡمُنٰفِقِيۡنَ وَ دَعۡ اَذٰىهُمۡ وَ تَوَكَّلۡ عَلَى اللّٰهِ ؕ وَ كَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيۡلًا ﴿۴۸﴾

৪৮. কাফের ও মুনাফেকদের আনুগত্য করো না এবং তাদের পক্ষ থেকে যে কষ্ট-ক্লেশ তোমাকে দেওয়া হয়, তা অগ্রাহ্য কর এবং আল্লাহর প্রতি ভরসা রাখ। কর্মবিধায়করূপে আল্লাহই যথেষ্ট।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡۤا اِذَا نَكَحۡتُمُ الۡمُؤۡمِنٰتِ ثُمَّ طَلَّقۡتُمُوۡهُنَّ مِنۡ قَبۡلِ اَنۡ تَمَسُّوۡهُنَّ فَمَا لَكُمۡ عَلَيۡهِنَّ مِنۡ عِدَّةٍ تَعۡتَدُّوۡنَهَا ۚ فَمَتِّعُوۡهُنَّ

৪৯. হে মুমিনগণ! তোমরা মুমিন নারীদেরকে বিবাহ করার পর তাদেরকে স্পর্শ করার আগেই তালাক দিলে তোমাদের জন্য তাদের উপর কোন ইদ্দত ওয়াজিব নয়, যা তোমাদেরকে গণনা করতে হবে।[৩৬]

---

৩৬. বিবাহের পর স্বামীর সঙ্গে নিবিড় সাক্ষাতের পর তালাক হলে স্ত্রীকে ইদ্দত পালন করতে হয়। সূরা বাকারায় (২ : ২২৮) এ সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। এরূপ নারীর ইদ্দত হল তিন হায়েজ। তিন হায়েজ অতিক্রান্ত হওয়ার পর তার অন্যত্র বিবাহ জায়েয। যদি স্বামীর সঙ্গে নিবিড় সাক্ষাত না হয়ে থাকে, তবে কী হুকুম এ আয়াতে তা বর্ণিত হয়েছে। এরূপ ক্ষেত্রে নারীর উপর ইদ্দত পালন ওয়াজিব নয়; বরং তালাকের পরপরই তার অন্যত্র বিবাহ জায়েয হয়ে যায়। আয়াতে 'স্পর্শ' দ্বারা নিবিড় সাক্ষাত বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ এমন নিভৃত সাক্ষাত, যখন তারা 'মিলন; করতে চাইলে নির্বিঘ্নে করতে পারে, তাতে কোন বাধা থাকে না। এরূপ নিবিড় সাক্ষাত ঘটলে ইদ্দত ওয়াজিব হয়ে যায়, তাতে মিলন হোক বা নাই হোক।

وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

সুতরাং তাদেরকে কিছু উপহার সামগ্রী দিবে[৩৭] এবং সৌজন্যের সাথে তাদেরকে বিদায় করবে।

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا

৫০. হে নবী! আমি তোমার জন্য বৈধ করেছি তোমার সেই স্ত্রীগণকে, যাদেরকে তুমি তাদের মোহরানা আদায় করে দিয়েছ।[৩৮] তাছাড়া আল্লাহ গনীমতের যে সম্পদ তোমাকে দান করেছেন তার মধ্যে যে দাসীগণ তোমার মালিকানায় এসেছে তারাও (তোমার জন্য হালাল) এবং তোমার চাচার কন্যাগণ, ফুফুর কন্যাগণ ও মামার কন্যাগণ ও খালার কন্যাগণও, যারা তোমার সাথে হিজরত করেছে।[৩৯] তাছাড়া কোন

---

৩৭. 'তাদেরকে কিছু উপহার সামগ্রী দেবে', অর্থাৎ তালাকের মাধ্যমে বিদায় দানকালে এক জোড়া কাপড় দেবে। পরিভাষায় একে 'মুতআ' বলা হয়। মুতআ মোহরানার অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং তার অতিরিক্ত। তালাক নিবিড় সাক্ষাতের আগে হোক বা পরে সর্বাবস্থায়ই স্ত্রীকে এটা দেওয়া স্বামীর কর্তব্য। আয়াতে বোঝানো উদ্দেশ্য যে, কোন অবস্থাতেই যদি স্বামী-স্ত্রীতে বনিবনাও সম্ভব না হয় এবং তালাক দেওয়া অপরিহার্য হয়ে যায়, তবে তাদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদের বিষয়টি শত্রুতামূলকভাবে ও কলহপূর্ণ পরিবেশে ঘটানো উচিত নয়; বরং শান্তিপূর্ণভাবে ও সৌজন্যের সাথেই সম্পন্ন করা চাই।

৩৮. ৫০ ও ৫১ নং আয়াতে বিশেষভাবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সম্পৃক্ত বিধানাবলী বর্ণিত হয়েছে। তার মধ্যে প্রথম বিধান হল স্ত্রীর সংখ্যা সম্পর্কে। সাধারণ মুসলিমদের জন্য একত্রে চারের অধিক বিবাহ জায়েয নয়। কিন্তু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য চারের অধিক বিবাহের অনুমতি রয়েছে। এ অনুমতির অনেক তাৎপর্য আছে। বিস্তারিত জানতে চাইলে 'মাআরিফুল কুরআনে' দেখা যেতে পারে।

৩৯. এটা দ্বিতীয় বিধান, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য বিশেষ; সাধারণ মুসলিমগণ এতে শরীক নয়। বিধানটি এই যে, সাধারণভাবে মুসলিমগণ মুসলিম ও আহলে কিতাব (ইয়াহুদী ও খ্রিস্টান)-এর যে-কোনও নারীকেই বিবাহ করতে পারে, কিন্তু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য ইয়াহুদী বা খ্রিস্টান নারীকে বিবাহ করার অনুমতি ছিল না। তাছাড়া মুসলিম নারীদের মধ্যেও যারা মক্কা মুকাররমা থেকে

خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيْٓ اَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُوْنَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝٥٠

মুমিন নারী বিনা মোহরানায় নিজেকে নবীর নিকট (বিবাহের জন্য) পেশ করলে, নবী যদি তাকে বিবাহ করতে চায়, তবে সেও (নবীর জন্য হালাল)।[৪০] এসব বিধান বিশেষভাবে তোমারই জন্য, অন্য মুমিনদের জন্য নয়। মুমিনদের স্ত্রীগণ ও তাদের দাসীদের সম্পর্কে তাদের প্রতি যে বিধান আমি আরোপ করেছি, তা আমার ভালোভাবেই জানা আছে। (আমি তা থেকে তোমাকে ব্যতিক্রম রেখেছি এজন্য), যাতে তোমার কোন অসুবিধা না থাকে। আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

تُرْجِيْ مَنْ تَشَآءُ مِنْهُنَّ وَتُـْٔوِيْٓ اِلَيْكَ مَنْ تَشَآءُ ؕ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ؕ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَنْ تَقَرَّ اَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَآ

৫১. তুমি স্ত্রীদের মধ্যে যার পালা ইচ্ছা কর মূলতবি করতে পার এবং যাকে চাও নিজের কাছে রাখতে পার। তুমি যাদেরকে পৃথক করে দিয়েছ, তাদের মধ্যে কাউকে ওয়াপস গ্রহণ করতে চাইলে তাতে তোমার কোন গোনাহ

মদীনা মুনাওয়ারায় হিজরত করেছে কেবল তাদেরকেই তিনি বিবাহ করতে পারতেন। হিজরত করেনি এমন কোন নারীকে বিবাহ করা তার জন্য জায়েয ছিল না।

৪০. এটা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য তৃতীয় বিশেষ বিধান। সাধারণভাবে মুসলিমদের জন্য কোন নারীকে বিনা মোহরানায় বিবাহ করা জায়েয নয়, কিন্তু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ব্যতিক্রম ছিলেন। কোন নারী যদি নিজের থেকেই বিনা মোহরানায় বিবাহের জন্য মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে নিজেকে নিবেদন করত, তবে তিনি চাইলে তাকে সেভাবে বিবাহ করতে পারতেন। প্রকাশ থাকে যে, যদিও কুরআন মাজীদ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই বিশেষ অনুমতি দান করেছে, কিন্তু সমগ্র জীবনে একবারও তিনি এ অনুমতিকে কাজে লাগিয়ে কোন সুবিধা ভোগ করেননি।

اٰتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ ۚ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِيْ قُلُوْبِكُمْ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَلِيْمًا ﴿٥١﴾

নেই,[৪১] এ নিয়মে বেশি আশা করা যায়, তাদের চোখ জুড়াবে, তারা বেদনাহত হবে না এবং তুমি তাদেরকে যা-কিছু দেবে তাতে তারা সকলে সন্তুষ্ট থাকবে।[৪২] তোমাদের অন্তরে যা-কিছু আছে আল্লাহ সে সম্বন্ধে অবহিত এবং আল্লাহ জ্ঞান ও সহনশীলতার মালিক।

لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَآءُ مِنْۢ بَعْدُ وَلَآ اَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ اَزْوَاجٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ اِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيْبًا ﴿٥٢﴾

৫২. এরপর অন্য নারী তোমার পক্ষে হালাল নয় এবং এটাও জায়েয নয় যে, তুমি এদের পরিবর্তে অন্য নারী গ্রহণ করবে, যদিও তাদের সৌন্দর্য তোমাকে মুগ্ধ করে।[৪৩] অবশ্য তোমার মালিকানায় যে দাসীগণ আছে (তারা তোমার জন্য হালাল)। আল্লাহ সবকিছুর উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখেন।

---

৪১. এটা চতুর্থ বিধান যা বিশেষভাবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য প্রযোজ্য ছিল। সাধারণভাবে মুসলিমদের জন্য বিধান হল, কারও একাধিক স্ত্রী থাকলে প্রতিটি বিষয়ে তাদের মধ্যে সমতা রক্ষা করা তার জন্য অবশ্য কর্তব্য। কাজেই এক স্ত্রীর সঙ্গে সে যত রাত যাপন করবে, সমপরিমাণ রাত অন্য স্ত্রীর সঙ্গে যাপন করতে হবে। এটা ফরয। কিন্তু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্ষেত্রে এরূপ পালা নির্ধারণের আবশ্যকতা স্থগিত করে দেওয়া হয়েছিল। তাকে অনুমতি দেওয়া হয় যে, তিনি চাইলে কোন স্ত্রীর পালা মূলতবি করতে পারেন। প্রকাশ থাকে যে, এটাও এমন এক অনুমতি, যা দ্বারা সমগ্র জীবনে একবারও তিনি কোন সুবিধা ভোগ করেননি। তিনি সর্বদা স্ত্রীদের মধ্যে সব ব্যাপারেই সমতা রক্ষা করে চলেছেন।

৪২. অর্থাৎ উম্মুল মুমিনীনগণ যখন পরিষ্কারভাবে জানতে পারবেন আল্লাহ তাআলা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি স্ত্রীদের মধ্যে পালা নির্ধারণের দায়িত্ব আরোপ করেননি, তখন তাঁর পক্ষ হতে যতটুকুই সদাচরণ করা হবে, তারা তাকে আশাতীত ও প্রাপ্যের অধিক মনে করে খুশী থাকবেন।

৪৩. এ আয়াত পূর্বের দুই আয়াতের কিছুকাল পরে নাযিল হয়েছে। পূর্বে ২৮ ও ২৯ নং আয়াতে উম্মুল মুমিনীনগণকে যে এখতিয়ার দেওয়া হয়েছিল, তার উত্তরে তো তারা সকলেই দুনিয়ার ভোগ-বিলাসিতার উপর আখেরাতের জীবন ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

[৬]

৫৩. হে মুমিনগণ! নবীর ঘরে (অনুমতি ছাড়া) প্রবেশ করো না। অবশ্য তোমাদেরকে আহার্যের জন্য আসার অনুমতি দেওয়া হলে ভিন্ন কথা। তাও এভাবে আসবে যে, তোমরা তা প্রস্তুত হওয়ার অপেক্ষায় বসে থাকবে না। কিন্তু যখন তোমাদেরকে দাওয়াত করা হয় তখন যাবে। তারপর যখন তোমাদের খাওয়া হয়ে যাবে তখন আপন-আপন পথ ধরবে; কথাবার্তায় মশগুল হয়ে পড়বে না।[৪৪] বস্তুত

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَدْخُلُوا۟ بُيُوتَ ٱلنَّبِىِّ إِلَّآ أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ نَٰظِرِينَ إِنَىٰهُ وَلَٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَٱدْخُلُوا۟ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَٱنتَشِرُوا۟ وَلَا مُسْتَـْٔنِسِينَ لِحَدِيثٍ ۚ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِى ٱلنَّبِىَّ فَيَسْتَحْىِۦ مِنكُمْ ۖ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَحْىِۦ مِنَ

আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্যকেকই প্রাধান্য দিয়েছিলেন। তার পুরস্কার স্বরূপ আল্লাহ তাআলা এ আয়াতে তাঁর নবীর প্রতি এমন দুটি নির্দেশ জারি করেন, যা পুরোপুরিই তাদের প্রতি আল্লাহ তাআলার বিশেষ আনুকুল্যের পরিচায়ক। (ক) প্রথম নির্দেশ এই যে, বর্তমান স্ত্রীদের অতিরিক্ত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর কাউকে বিবাহ করতে পারবেন না। (খ) আর দ্বিতীয় নির্দেশ হল, বর্তমান স্ত্রীগণের মধ্যে কাউকে তালাক দিয়ে তার স্থলে অন্য কাউকে বিবাহ করতে পারবেন না। কোন কোন মুফাসসির অন্য রকম তাফসীরও করেছেন, কিন্তু উপরে যে তাফসীর করা হল হযরত আনাস (রাযি.) ও হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) সহ আরও অনেকের থেকে বর্ণিত আছে (রূহুল মাআনী, বায়হাকী ও অন্যান্য গ্রন্থের বরাতে)। তাছাড়া আয়াতের শব্দাবলীর প্রতি লক্ষ্য করলে অন্যান্য তাফসীর অপেক্ষা এ তাফসীরই বেশি পরিস্কার মনে হয়।

৪৪. এ আয়াতে সামাজিক কিছু আদব-কেতা বর্ণিত হয়েছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হযরত যয়নব (রাযি.)কে বিবাহ করার পর ওলিমার অনুষ্ঠান করেন, সেই সময়ে এ আয়াত নাযিল হয়েছে। তখন ঘটেছিল এই যে, কিছু লোক খাদ্য প্রস্তুত হওয়ার অনেক আগেই এসে বসে থাকল। আবার কিছু লোক খাওয়া-দাওয়ার পরও অনেকক্ষণ পর্যন্ত নবীগৃহে বসে গল্পে লিপ্ত থাকল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একেকটি মুহূর্ত ছিল মহা মূল্যবান। অতিথিদের দীর্ঘক্ষণ বসে থাকার কারণে তাঁকেও তাদের সঙ্গে বসে থাকতে হল, যাতে তাঁর অনেক কষ্ট হল। ঘটনাটি যেহেতু ঘটেছিল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে তাই আয়াতে বিশেষভাবে তাঁর ঘরের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু এর বিধানাবলী সাধারণভাবে সকলের জন্যই প্রযোজ্য। এতে আদব শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, (ক) কারও ঘরে তার অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করা যাবে না। (খ) কেউ খাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ করলে অতিথির এমন কোন পন্থা অবলম্বন করা উচিত নয়, যা মেজবানের পক্ষে পীড়াদায়ক। সুতরাং খাওয়ার জন্য নির্ধারিত সময়ের অনেক আগে গিয়ে বসে থাকবে না। আবার খাওয়া-দাওয়া শেষ হওয়ার পরও দীর্ঘক্ষণ বসে আলাপ-সালাপে মেতে থাকবে না। এতে

الْحَقِّ ۚ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ۚ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ۚ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا ۚ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا ﴿٥٣﴾

তোমাদের এ আচরণ নবীকে কষ্ট দেয়, কিন্তু সে (তোমাদেরকে তা বলতে) সঙ্কোচবোধ করে। আল্লাহ সত্য বলতে সঙ্কোচবোধ করেন না। নবীর স্ত্রীগণের কাছে তোমাদের কিছু চাওয়ার থাকলে পর্দার আড়াল থেকে চাবে।[৪৫] এ পন্থা তোমাদের অন্তর ও তাদের অন্তর অধিকতর পবিত্র রাখার পক্ষে সহায়ক হবে। নবীকে কষ্ট দেওয়া তোমাদের জন্য জায়েয নয় এবং এটাও জায়েয নয় যে, তার (মৃত্যুর) পর তোমরা তার স্ত্রীদেরকে কখনও বিবাহ করবে। আল্লাহর দৃষ্টিতে এটা গুরুতর ব্যাপার।

إِن تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٥٤﴾

৫৪. তোমরা কোন বিষয় প্রকাশ কর বা তা গোপন রাখ, আল্লাহ তো প্রতিটি বিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখেন।

لَّا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ

৫৫. নবীর স্ত্রীগণের জন্য তাদের পিতাগণ, তাদের পুত্রগণ, তাদের ভাইগণ, তাদের ভাতিজাগণ, তাদের ভাগিনাগণ, তাদের আপন নারীগণ[৪৬]

নিমন্ত্রণকারীর কাজকর্ম বিঘ্নিত হয় ও সে কষ্ট পায়। এসব ইসলামী তাহযীব ও আদব-কায়দার পরিপন্থী।

৪৫. এটা ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিধান। এর মাধ্যমে নারীর জন্য পর্দা ফরয করা হয়েছে। এখানে যদিও উম্মুল মুমিনীনদেরকেই সরাসরি সম্বোধন করা হয়েছে, কিন্তু বিধানটি সাধারণ, যেমন সামনে ৫৯ নং আয়াতে স্পষ্টভাবেই আসছে।

৪৬. 'তাদের আপন নারীগণ'– সূরা নুরেও (২৪ : ৩১) এরূপ গত হয়েছে। কোন কোন মুফাসসিরের মতে এর দ্বারা মুসলিম নারীগণকে বোঝানো হয়েছে। সুতরাং অমুসলিম নারীদের থেকেও পর্দা করা জরুরী। কিন্তু যেহেতু বিভিন্ন হাদীস দ্বারা জানা যায়, অমুসলিম নারীগণ উম্মুল মুমিনীনদের কাছে যাতায়াত করত, তাই ইমাম রাযী (রহ.) ও

اَخَوٰتِهِنَّ وَلَا نِسَآئِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ ۚ وَاتَّقِيْنَ اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدًا ﴿۵۵﴾

ও তাদের দাসীগণের ক্ষেত্রে (অর্থাৎ তাদের সামনে পর্দাহীনভাবে আসাতে) কোন গোনাহ নেই এবং (হে নারীগণ!) তোমরা আল্লাহকে ভয় করে চলো। নিশ্চিতভাবে জেনে রেখ আল্লাহ প্রতিটি বস্তুর প্রত্যক্ষকারী।

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِىِّ ؕ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ﴿۵۶﴾

৫৬. নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তার ফেরেশতাগণ নবীর প্রতি দরূদ পাঠান।❖ হে মুমিনগণ! তোমরাও তার প্রতি দরূদ পাঠাও এবং অধিক পরিমাণে সালাম পাঠাও।

اِنَّ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِيْنًا ﴿۵۷﴾

৫৭. যারা আল্লাহ ও তার রাসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের উপর লানত করেছেন এবং তাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন এমন শাস্তি, যা লাঞ্ছিত করে ছাড়বে।

আল্লামা আলুসী (রহ.) বলেন, 'আপন নারী' হল সেই সকল নারী, যাদের সাথে মেলামেশা করা হয়, তারা মুসলিম হোক বা অমুসলিম। এরূপ নারীদের সাথে নারীদের পর্দা করা ওয়াজিব নয়। এছাড়া আরও যাদের সঙ্গে পর্দা ওয়াজিব নয়, তার বিস্তারিত বিবরণ সূরা নুরের ৩১ নং আয়াতের টীকায় গত হয়েছে।

❖ 'দরূদ পাঠান'- কুরআন মাজীদে ব্যবহৃত শব্দ হল সালাত। 'নবীর প্রতি সালাত' -এর অর্থ হল নবীর প্রতি দয়া ও মমতার সাথে তাঁর প্রশংসা ও তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন। এই সালাত পাঠানো তথা নবীর প্রতি দয়া ও মমতা দেখানো এবং প্রশংসা করা ও সম্মান প্রদর্শনকে বুঝতে হবে এর কর্তার শান মোতাবেক। এ আয়াতে বলা হয়েছে সালাত পাঠানোর কাজটি আল্লাহ ও তার ফেরেশতাগণ করেন, তারপর মুমিনদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তোমরাও নবীর প্রতি সালাত পাঠাও। তাহলে সালাত পাঠানোর এক কর্তা তো আল্লাহ তাআলা, দ্বিতীয় কর্তা ফেরেশতাগণ এবং তৃতীয় কর্তা মুমিনগণ। এ তিনের প্রত্যেকের শান মোতাবেকই সালাতের মর্ম নির্ধারিত হবে। উলামায়ে কেরাম বলেন, আল্লাহর সালাত হল রহমত বর্ষণ, ফেরেশতাদের সালাত হল ইসতিগফার আর মুমিনদের সালাত হল রহমত বর্ষণের দুআ (অনুবাদক- তাফসীরে উসমানী থেকে সংক্ষেপিত)।

৫৮. যারা মুমিন নর ও মুমিন নারীদেরকে বিনা অপরাধে কষ্ট দান করে, তারা অপবাদ ও স্পষ্ট পাপের বোঝা বহন করে।

وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا ﴿٥٨﴾

[৭]

৫৯. হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীদের, তোমার কন্যাদের ও মুমিন নারীদেরকে বলে দাও, তারা যেন তাদের চাদর নিজেদের (মুখের) উপর নামিয়ে দেয়।[৪৭] এ পন্থায় তাদেরকে চেনা সহজতর হবে, ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না।[৪৮] আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ؕ ذٰلِكَ اَدْنٰۤى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٥٩﴾

৬০. মুনাফেকগণ, যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে এবং যারা নগরে গুজব রটিয়ে বেড়ায় তারা যদি বিরত না হয়, তবে আমি অবশ্যই এমন করব যে, তুমি তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে,

لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْمُرْجِفُوْنَ فِي الْمَدِيْنَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ

---

৪৭. এ আয়াত স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, পর্দার হুকুম কেবল নবী-পত্নীদের জন্য বিশেষ নয়; বরং সমস্ত মুসলিম নারীদের জন্য ব্যাপক। তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তারা যখন কোন প্রয়োজনে ঘরের বাইরে যায়, তখন যেন তাদের চাদর মুখের উপর টেনে দেয় এবং এভাবে তাদের চেহারা ঢেকে রাখে। বোঝা যাচ্ছে, পথ-ঘাট দেখার জন্য কেবল চোখ খোলা থাকবে এবং তা বাদে চেহারার অবশিষ্টাংশ ঢেকে রাখবে। এর এক পদ্ধতি তো এই হতে পারে যে, যে কাপড় দ্বারা সমগ্র শরীর ঢাকা যায়, তার একাংশ চেহারায় এমনভাবে পেচিয়ে দেওয়া হবে, যাতে চোখ ছাড়া আর কিছু খোলা না থাকে। আবার এমনও হতে পারে যে, এজন্য আলাদা নেকাব ব্যবহার করা হবে।

৪৮. একদল মুনাফেক রাস্তাঘাটে মুমিন নারীদেরকে উত্যক্ত করত। এ আয়াতে পর্দার সাথে চলাফেরা করার একটা উপকার এই নির্দেশ করা হয়েছে যে, পর্দার সাথে চলাফেরা করলে সকলেই বুঝতে পারবে তারা শরীফ ও চরিত্রবতী নারী। ফলে মুনাফেকরা তাদেরকে উত্যক্ত করার সাহস করবে না। যারা বেপর্দা চলাফেরা করে ও সেজেগুজে বের হয় তারাই রাস্তাঘাটে বেশি ঝুট-ঝামেলার শিকার হয়। আল্লামা ইবনে হাইয়্যান আয়াতটির এরূপ ব্যাখ্যা করেছেন (আল-বাহরুল মুহীত)।

لَا يُجَاوِرُوْنَكَ فِيْهَآ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿۶۰﴾

ফলে তারা এ নগরে তোমার সাথে অল্প কিছুদিনই অবস্থান করতে পারবে-

مَّلْعُوْنِيْنَ ۚ اَيْنَمَا ثُقِفُوْٓا اُخِذُوْا وَقُتِّلُوْا تَقْتِيْلًا ﴿۶۱﴾

৬১. অভিশপ্তরূপে। অতঃপর তাদেরকে যেখানেই পাওয়া যাবে পাকড়াও করা হবে এবং তাদেরকে এক-এক করে হত্যা করা হবে।[৪৯]

سُنَّةَ اللّٰهِ فِى الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ۚ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا ﴿۶۲﴾

৬২. এটা আল্লাহর রীতি, যা পূর্বে যারা গত হয়েছে তাদের ক্ষেত্রেও কার্যকর ছিল। তুমি কখনই আল্লাহর রীতিতে কোনরূপ পরিবর্তন পাবে না।[৫০]

يَسْـَٔلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ ۗ قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ ۗ وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُوْنُ قَرِيْبًا ﴿۶۳﴾

৬৩. লোকে তোমাকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলে দাও, এর জ্ঞান কেবল আল্লাহরই কাছে আছে। তোমার কী করে জানা থাকবে? হয়ত কিয়ামত নিকটেই এসে পড়েছে।

اِنَّ اللّٰهَ لَعَنَ الْكٰفِرِيْنَ وَاَعَدَّ لَهُمْ سَعِيْرًا ﴿۶۴﴾

৬৪. এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ কাফেরদেরকে তাঁর রহমত থেকে বিতাড়িত করেছেন এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন জ্বলন্ত আগুন।

---

৪৯. এ আয়াতে মুনাফেকদেরকে সাবধান করা হয়েছে যে, এখন তো তাদের মুনাফেকী গোপন আছে, কিন্তু তারা যদি নারীদেরকে উত্যক্ত করা ও ভিত্তিহীন গুজব রটনা করে বেড়ানো ইত্যাদি অশোভন কার্যকলাপ থেকে বিরত না হয়, তবে তাদের মুখোশ খুলে দেওয়া হবে এবং তখন তাদের সাথেও কাফের শত্রুদের মত আচরণ করা হবে।

৫০. আল্লাহ তাআলার রীতি দ্বারা এস্থলে বোঝানো উদ্দেশ্য যে, যারা পৃথিবীতে অশান্তি বিস্তার করে বেড়ায়, তাদেরকে প্রথমে সাবধান করা হয়, তারপরও তারা বিরত না হলে কঠোর শাস্তি দেওয়া হয়।

৬৫. তাতে তারা সর্বদা এভাবে থাকবে যে, তারা কোন অভিভাবক পাবে না এবং সাহায্যকারীও না।

خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۚ لَا يَجِدُوْنَ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ﴿٦٥﴾

৬৬. যে দিন আগুনে তাদের চেহারা ওলট-পালট হয়ে যাবে, তারা বলবে, হায়! আমরা যদি আল্লাহর আনুগত্য করতাম এবং রাসূলের কথা মানতাম!

يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوْهُهُمْ فِى النَّارِ يَقُوْلُوْنَ يٰلَيْتَنَآ اَطَعْنَا اللّٰهَ وَاَطَعْنَا الرَّسُوْلَا ﴿٦٦﴾

৬৭. এবং বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! প্রকৃতপক্ষে আমরা আমাদের নেতৃবর্গ ও আমাদের গুরুজনদের আনুগত্য করেছিলাম, তারাই আমাদেরকে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করেছে।

وَقَالُوْا رَبَّنَآ اِنَّآ اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَاَضَلُّوْنَا السَّبِيْلَا ﴿٦٧﴾

৬৮. হে আমাদের প্রতিপালক! তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দিন এবং তাদের প্রতি এমন লানত করুন, যা হবে অতি বড় লানত।

رَبَّنَآ اٰتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيْرًا ﴿٦٨﴾

[৮]

৬৯. হে মুমিনগণ! তাদের মত হয়ো না, যারা মূসাকে কষ্ট দিয়েছিল, অতঃপর আল্লাহ তারা যা রটনা করেছিল, তা হতে তাকে নির্দোষ প্রমাণ করেন।[৫১] সে ছিল আল্লাহর কাছে অত্যন্ত মর্যাদাবান।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اٰذَوْا مُوْسٰى فَبَرَّاَهُ اللّٰهُ مِمَّا قَالُوْا ؕ وَكَانَ عِنْدَ اللّٰهِ وَجِيْهًا ﴿٦٩﴾

---

৫১. বনী ইসরাঈল হযরত মূসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে নানা রকমের কথা প্রচার করত ও ভিত্তিহীন সব অভিযোগ তার সম্পর্কে উত্থাপন করত। এভাবে তারা তাকে কষ্ট দিয়ে বেড়াত। এই উম্মতকে বলা হচ্ছে, তাদের মত আচরণ যেন তারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে না করে।

৭০. হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্য-সঠিক কথা বল।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ قُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ﴿٧٠﴾

৭১. তাহলে আল্লাহ তোমাদের কার্যাবলী শুধরে দেবেন এবং তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে সে মহা সাফল্য অর্জন করল।

يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ؕ وَ مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ﴿٧١﴾

৭২. আমি এ আমানত পেশ করেছিলাম আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও পাহাড়-পর্বতের সামনে। তারা এটা বহন করতে অস্বীকার করল ও তাতে শঙ্কিত হল আর তা বহন করে নিল মানুষ।[৫২] বস্তুত সে ঘোর জালেম, ঘোর অজ্ঞ।[৫৩]

اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ الْجِبَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَ اَشْفَقْنَ مِنْهَا وَ حَمَلَهَا الْاِنْسَانُ ؕ اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا ﴿٧٢﴾

---

৫২. এস্থলে আমানত অর্থ 'নিজের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ব্যবহার করে আল্লাহ তাআলার আদেশ-নিষেধ মেনে চলার যিম্মাদারী গ্রহণ'। বিশ্বজগতে আল্লাহ তাআলার কিছু বিধান তো সৃষ্টিগত (তাকবীনী), যা মেনে চলতে সমস্ত সৃষ্টি বাধ্য; কারও পক্ষে তা অমান্য করা সম্ভবই নয়। যেমন জীবন ও মৃত্যু সংক্রান্ত ফায়সালা। কিন্তু আল্লাহ তাআলা চাইলেন এমন কিছু বিধান দিতে যা সৃষ্টি তার স্বাধীন ইচ্ছা বলে মান্য করবে। এজন্য তিনি তার কোন-কোন সৃষ্টির সামনে এই প্রস্তাবনা রাখলেন যে, কিছু বিধানের ব্যাপারে তাদেরকে এখতিয়ার দেওয়া হবে। চাইলে তারা নিজ ইচ্ছায় সেসব বিধান মেনে আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করবে কিংবা চাইলে তা অমান্য করবে। মান্য করলে তারা জান্নাতের স্থায়ী নেয়ামত লাভ করবে আর যদি অমান্য করে তবে তাদেরকে জাহান্নামে শাস্তি দেওয়া হবে। যখন এ প্রস্তাব আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও পর্বতমালার সামনে রাখা হল, তারা এ যিম্মাদারী গ্রহণ করতে ভয় পেয়ে গেল ফলে তারা এটা গ্রহণ করল না। ভয় পেল এ কারণে যে, এর পরিণতিতে জাহান্নামে যাওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। কিন্তু যখন মানুষকে এ প্রস্তাব দেওয়া হল, তারা এটা গ্রহণ করে নিল। আসমান, যমীন ও পাহাড় আপাতদৃষ্টিতে যদিও এমন বস্তু, যাদের কোন বোধশক্তি নেই, কিন্তু কুরআন মাজীদের কয়েকটি আয়াত দ্বারা জানা যায়, তাদের মধ্যে এক পর্যায়ের বোধশক্তি আছে, যেমন সূরা বনী ইসরাঈলে (১৭ : ৪৪) গত হয়েছে। সুতরাং এসব সৃষ্টিকে যে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল সেটা যদি প্রতীকী অর্থে না হয়ে বাস্তব অর্থে হয় এবং তাদের অস্বীকৃতিও হয় একই অর্থে, তাতে আপত্তির কোন অবকাশ নেই। অবশ্য এটাও সম্ভব যে, আমানত গ্রহণের প্রস্তাব দান ও তাদের প্রত্যাখ্যান প্রতীকী

৭৩. পরিণামে আল্লাহ মুনাফেক পুরুষ ও মুনাফেক নারী এবং মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারীদেরকে শাস্তিদান করবেন আর মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদের প্রতি রহমতের দৃষ্টি দান করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

لِّيُعَذِّبَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكٰتِ وَيَتُوْبَ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٧٣﴾

অর্থে হয়েছিল। অর্থাৎ আমানত বহনের যোগ্যতা না থাকাকে প্রত্যাখ্যান শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সূরা আরাফের ১৭২ নং আয়াত (৭ : ১৭২) ও তার টীকা রেখে নেওয়া যেতে পারে।

৫৩. একথা বলা হয়েছে তাদের সম্পর্কে যারা আমানতের এ ভার বহন করার পর আর আদায় করেনি, অর্থাৎ সে অনুযায়ী কাজ করেনি ও আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের সাথে জীবন যাপন করেনি। এরা হল কাফের ও মুনাফেক শ্রেণী। তাই পরের আয়াতে তাদেরই পরিণাম বর্ণিত হয়েছে।

আলহামদুলিল্লাহ! আজ ১২ শাবান ১৪২৮ হিজরী মোতাবেক ২৬ আগস্ট ২০০৭ খ্রি. সোমবার সূরা আহযাবের তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল (অনুবাদ শেষ হল আজ ১১ই যূ-কাদাঃ ১৪৩১ হিজরী মোতাবেক ২০ অক্টোবর ২০১০ খ্রি. বুধবার)। আল্লাহ তাআলা এই সামান্য খেদমতটুকু কবুল করে নিন এবং অবশিষ্ট সূরাগুলির তরজমা ও তাফসীরের কাজও নিজ মর্জি মোতাবেক শেষ করার তাওফীক দিন। আমীন।

৩৪

সূরা সাবা

সূরা সাবা

পরিচিতি

এ সূরার মূল বিষয়বস্তু হল মক্কাবাসী ও অন্যান্য মুশরিকদের ইসলামের বুনিয়াদী আকীদা-বিশ্বাসের দাওয়াত দেওয়া। এ প্রসঙ্গে তাদের বিভিন্ন রকমের আপত্তি ও সংশয়ের উত্তরও দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে তাদের অবাধ্যতার মন্দ পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। প্রসঙ্গত একদিকে হযরত দাউদ ও সুলায়মান আলাইহিমাস সালাম এবং অন্যদিকে সাবা জাতির জবরদস্ত হুকুমতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত দাউদ ও হযরত সুলায়মান আলাহিমাস সালামকে এমন অসাধারণ রাজত্ব দেওয়া হয়েছিল দুনিয়ার ইতিহাসে যার নজির পাওয়া যায় না, কিন্তু তা সত্ত্বেও রাজক্ষমতার বিন্দুমাত্র অহংকার কখনও আল্লাহ তাআলার এ মহান নবীদের আচরণে প্রকাশ পায়নি। রাজক্ষমতাকে তারা আল্লাহ তাআলার নেয়ামত বলে বিশ্বাস করতেন এবং সে কারণে তাঁর শোকর আদায় ও তাঁর বন্দেগীকে নিজেদের অপরিহার্য করণীয় গণ্য করতেন। তাঁরা তাদের হুকুমতকে সৎকর্মের প্রতিষ্ঠা ও মানুষের কল্যাণ সাধনের কাজে ব্যবহার করতেন। এ কারণেই তারা দুনিয়ায়ও সুখ্যাতি অর্জন করেছেন এবং আখেরাতেও লাভ করেছেন উচ্চ মর্যাদা।

অপর দিকে ইয়ামানের সাবা সম্প্রদায়কে আল্লাহ তাআলা স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন দান করেছিলেন, কিন্তু তারা অকৃতজ্ঞতায় লিপ্ত থাকল এবং কুফর ও শিরকের প্রসার দান করল। পরিণামে তাদের উপর আল্লাহর আযাব আসল এবং তাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন এক অতীত কাহিনীতে পরিণত হল। বিপরীতমুখী এই কাহিনী দু'টি বর্ণনা করা হয়েছে এই সবক দানের জন্য যে, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যদি কোন ক্ষমতা অর্জিত হয় বা অর্থ-বিত্ত লাভ হয়, তবে সেজন্য অহংকারে লিপ্ত না হয়ে তাঁর শোকর আদায়ে রত থাকা উচিত। তা না করে যদি বিত্ত-ক্ষমতার মোহে পড়ে তাতেই নিমগ্ন থাকা হয় এবং এর মহান দাতা আল্লাহ তাআলাকে ভুলে যাওয়া হয়, তবে সেটা হবে ধ্বংসকে ডেকে আনার নামান্তর। এর দ্বারা মুশরিকদের যে সব সর্দার ক্ষমতা-গর্বে মত্ত হয়ে সত্য দ্বীনের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছিল, তাদেরকে তাদের ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে।

৩৪ – সূরা সাবা – ৫৮

سُوْرَةُ سَبَاٍ مَّكِّيَّةٌ

মক্কী; ৫৪ আয়াত; ৬ রুকু

اٰيَاتُهَا ٥٤ رُكُوْعَاتُهَا ٦

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْاٰخِرَةِ ؕ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ①

১. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি এমন যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে, সব তাঁরই এবং আখেরাতেও প্রশংসা তাঁরই। তিনিই হেকমতের মালিক, পরিপূর্ণরূপে অবগত।

يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْاَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيْهَا ؕ وَهُوَ الرَّحِيْمُ الْغَفُوْرُ ②

২. তিনি সেই সব কিছু জানেন, যা ভূমিতে প্রবেশ করে, যা তা থেকে নির্গত হয়, যা আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয় এবং যা তাতে উত্থিত হয়। তিনিই পরম দয়ালু, অতি ক্ষমাশীল।

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَاْتِيْنَا السَّاعَةُ ؕ قُلْ بَلٰى وَرَبِّيْ لَتَاْتِيَنَّكُمْ ۙ عٰلِمِ الْغَيْبِ ۚ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ وَلَاۤ اَصْغَرُ

৩. যারা কুফর অবলম্বন করেছে, তারা বলে, আমাদের উপর কিয়ামত আসবে না। বলে দাও, কেন আসবে না? আমার আলিমুল গায়েব প্রতিপালকের কসম! তোমাদের উপর তা অবশ্যই আসবে। অণু পরিমাণ কোন জিনিসও তার দৃষ্টির আড়ালে থাকতে পারে না–[১] না আকাশমণ্ডলীতে এবং না পৃথিবীতে।

---

১. যে সকল কাফের আখেরাতের জীবনকে অস্বীকার করত, তারা বলত, মানুষ তো মৃত্যুর পর মাটিতে মিশে একাকার হয়ে যায়। এ অবস্থায় তাদের নতুনভাবে জীবন দান করা কিভাবে সম্ভব? এ আয়াতসমূহে তাদের সে প্রশ্নেরই উত্তর দেওয়া হয়েছে। বলা হচ্ছে, তোমরা আল্লাহ তাআলার জ্ঞান ও শক্তিকে মানুষের জ্ঞান-শক্তির সাথে তুলনা করছ! আল্লাহ তাআলার জ্ঞান তো সর্বব্যাপী। বিশ্ব জগতের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বস্তুও তাঁর জ্ঞান দ্বারা বেষ্টিত। যেই সত্তা আসমান-যমীনের মত বিপুলায়তন মাখলুককে সম্পূর্ণ নাস্তি থেকে অস্তিতে আনয়ন

مِنْ ذٰلِكَ وَلَآ اَكْبَرُ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ③

আর না তার চেয়ে ছোট কোন বস্তু আর না বড় কিছু। সবই এক সুস্পষ্ট কিতাবে (অর্থাৎ লাওহে মাহফুজে) লিপিবদ্ধ আছে।

لِّيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ④

৪. (কিয়ামত আসবে) এজন্য যে, যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে আল্লাহ তাদেরকে পুরস্কৃত করবেন। এরূপ লোকদের জন্য রয়েছে মাগফিরাত এবং মর্যাদাপূর্ণ রিযিক।

وَالَّذِيْنَ سَعَوْ فِيْٓ اٰيٰتِنَا مُعٰجِزِيْنَ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ رِّجْزٍ اَلِيْمٌ ⑤

৫. আর যারা আমার আয়াতসমূহকে ব্যর্থ করে দেওয়ার চেষ্টা করেছে, তাদের জন্য আছে মুসিবতের যন্ত্রণাময় শাস্তি।

وَيَرَى الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ هُوَ الْحَقَّ ۙ وَيَهْدِيْٓ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ⑥

৬. (হে নবী!) যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে, তারা ভালো করেই বোঝে তোমার প্রতি তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা নাযিল করা হয়েছে তা সত্য এবং তা সেই সত্তার পথ দেখায় যিনি ক্ষমতারও মালিক, সমস্ত প্রশংসারও উপযুক্ত।

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ يُّنَبِّئُكُمْ اِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ۙ اِنَّكُمْ لَفِيْ

৭. কাফেরগণ (একে অন্যকে) বলে, আমরা কি তোমাদেরকে এমন এক ব্যক্তির কথা জানাব, যে তোমাদেরকে

করতে পারেন, তার পক্ষে মাটিতে মিশে যাওয়া মানব দেহের অণু-পরমাণুকে একত্র করে তাতে নতুন জীবন দান করা কঠিন হবে কেন?

৪ নং আয়াতে পরকালীন জীবনের যৌক্তিক প্রয়োজনও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যদি এ দুনিয়াই সবকিছু হয় এবং দ্বিতীয় আর কোন জীবন না থাকে তবে তার অর্থ দাড়ায় আল্লাহ তাআলা তাঁর অনুগত ও অবাধ্যদের মধ্যে কোন প্রভেদ রাখেননি, অথচ প্রভেদ থাকা অপরিহার্য। আর সে কারণেই আখেরাতের জীবন জরুরি। সেখানে অনুগতদেরকে তাদের সৎকর্মের পুরস্কার দেওয়া হবে এবং অবাধ্যদেরকে তাদের অসৎকর্মের শাস্তি দেওয়া হবে।

خَلْقٍ جَدِيْدٍ ۝٧

সংবাদ দেয় যে, তোমরা (মৃত্যুর পর) যখন ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে, তারপরও তোমরা এক নতুন জীবন লাভ করবে?

اَفْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَمْ بِهٖ جِنَّةٌ ۚ بَلِ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلٰلِ الْبَعِيْدِ ۝٨

৮. কে জানে সে কি আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করছে না কি সে বিকারগ্রস্ত? না, বরং যারা আখেরাতে বিশ্বাস রাখে না তারা আযাব ও ঘোর বিভ্রান্তিতে রয়েছে।[২]

اَفَلَمْ يَرَوْا اِلٰى مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ۚ اِنْ نَّشَاْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْاَرْضَ اَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ السَّمَآءِ ۚ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيْبٍ ۝٩

৯. তবে কি তারা আসমান ও যমীনের প্রতি লক্ষ করেনি, যা তাদের সামনেও বিদ্যমান আছে এবং পিছনেও? আমি ইচ্ছা করলে তাদেরকে ভূমিতে ধসিয়ে দেব অথবা তাদের উপর আকাশের কিছু খণ্ড ফেলে দেব। বস্তুত এর মধ্যে নিদর্শন আছে প্রত্যেক এমন বান্দার জন্য, যে আল্লাহর দিকে রুজু হয়।

[১]

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ مِنَّا فَضْلًا ۚ يٰجِبَالُ اَوِّبِيْ مَعَهٗ وَالطَّيْرَ ۚ وَاَلَنَّا لَهُ الْحَدِيْدَ ۝١٠

১০. নিশ্চয়ই আমি দাউদকে বিশেষভাবে আমার নিকট থেকে অনুগ্রহ দান করেছিলাম। হে পাহাড়-পর্বত! তোমরাও দাউদের সঙ্গে আমার

---

২. এটা আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে কাফেরদের উল্লেখিত মন্তব্যের জবাব। তারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে দু'টি সম্ভাবনা উল্লেখ করেছিল। একটি এই যে, তিনি আল্লাহ তাআলার প্রতি মিথ্যা আরোপ করছেন, যা আল্লাহর শাস্তিকে ডেকে আনার নামান্তর। এর জবাবে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর আযাবকে ডেকে আনার মত কোন কাজ করেননি। এর বিপরীতে যারা আখেরাতকে অবিশ্বাস করছে তারাই বরং আযাবের কাজ করছে। কাফেরগণ দ্বিতীয় সম্ভাবনা ব্যক্ত করেছিল এই যে, তিনি বিকারগ্রস্ত হয়ে গেছেন আর উন্মাদ অবস্থায় যদিও শাস্তি দেওয়া হয় না, কিন্তু এরূপ ব্যক্তি তো অবশ্যই বিপথগামী হয়ে থাকে। এর উত্তরে বলা হয়েছে, বিপথগামী তিনি নন; বরং যারা আখেরাত অবিশ্বাস করে তারাই চরম গোমরাহীতে লিপ্ত।

তাসবীহ পড় এবং হে পাখিরা তোমরাও।[৩] আর আমি তার জন্য লোহাকে নরম করে দিয়েছিলাম।

১১. যাতে তুমি পূর্ণ মাপের বর্ম তৈরি কর এবং কড়াসমূহ জোড়ার ক্ষেত্রে পরিমাপ রক্ষা কর। তোমরা সকলে সৎকর্ম কর। তোমরা যা-কিছুই কর আমি তা দেখছি।[৪]

أَنِ اعْمَلْ سَٰبِغَٰتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ۖ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ⑪

১২. আমি বায়ুকে সুলায়মানের আজ্ঞাধীন করে দিয়েছিলাম। তার ভোরের সফর হত এক মাসের দূরত্বে এবং সন্ধ্যার সফরও হত এক মাসের দূরত্বে।[৫]

وَلِسُلَيْمَٰنَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ ۖ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ ۖ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ

---

৩. হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম অত্যন্ত মধুরকণ্ঠী ছিলেন, আল্লাহ তাআলা পাহাড়-পর্বত ও পাখিদেরকেও তার সাথে তাসবীহ পাঠে রত থাকার জন্য নিয়োজিত করে দিয়েছিলেন। ফলে তারাও তাঁর সাথে তাসবীহ পাঠে রত থাকত। এতে পরিবেশ এক অপার্থিব সুর-মূর্ছনায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ত। পাহাড় ও পাখীদের তাসবীহ পাঠের ক্ষমতা লাভ ছিল হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের এক বিশেষ মুজিযা।

৪. এটা হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের আরেকটি মুজিযার বর্ণনা। সেকালে শত্রুর অস্ত্রের আঘাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য যে বর্ম পরিধান করা হত তা তৈরি করার বিশেষ নৈপুণ্য আল্লাহ তাআলা তাঁকে দান করেছিলেন, এ শিল্পে তাঁর বিশেষত্ব ছিল এই যে, লোহা তার হাতের স্পর্শ মাত্র মোমের মত নরম হয়ে যেত। তিনি যেভাবে ইচ্ছা তা বাঁকাতে পারতেন। এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা বিশেষভাবে একথাও উল্লেখ করে দিয়েছেন যে, তিনি হযরত দাউদ আলাইহিস সালামকে নির্দেশনা দিয়েছিলেন, যেন বর্মের কড়াসমূহের ভেতর পারস্পরিক পরিমাণ ও সামঞ্জস্য রক্ষা করেন। এর ভেতর আমাদের জন্য এই শিক্ষা রয়েছে যে প্রতিটি কাজ ও প্রতিটি শিল্পে যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখা এবং তাতে যথাযথ পরিমাণ ও ভারসাম্য রক্ষা করা আল্লাহ তাআলার বড় পছন্দ।

৫. এটা হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামকে প্রদত্ত একটি মুজিযা। আল্লাহ তাআলা বাতাসকে তার আজ্ঞাবহ করে দিয়েছিলেন। তিনি বাতাসের গতিকে কাজে লাগিয়ে দূর-দূরান্তের সফর সংক্ষিপ্ত সময়ের ভেতর সেরে ফেলতেন। কুরআন মাজীদ এ মুজিযার বিস্তারিত বিবরণ পেশ করেনি। কোন কোন বর্ণনা দ্বারা জানা যায়, তার সিংহাসনকে বাতাসে উড়ে চলার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। ফলে সাধারণত যে সফর করতে এক মাস সময় ব্যয় হত, তিনি তা এক সকাল বা এক বিকালেই অতিক্রম করতে পারতেন।

بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهٖ ۭ وَمَنْ يَّزِغْ مِنْهُمْ عَنْ اَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيْرِ ﴿١٢﴾

আর আমি তার জন্য গলিত তামার এক প্রস্রবণ প্রবাহিত করেছিলাম।[৬] কতক জিন্ন ছিল, যারা তাদের প্রতিপালকের নির্দেশে তাঁর সামনে কাজ করত।[৭] (আমি তাদের কাছে একথা পরিষ্কার করে দিয়েছিলাম যে,) তাদের মধ্যে যে-কেউ আমার আদেশ অমান্য করে বাঁকা পথ অবলম্বন করবে আমি তাকে জ্বলন্ত আগুনের স্বাদ গ্রহণ করাব।

يَعْمَلُوْنَ لَهٗ مَا يَشَآءُ مِنْ مَّحَارِيْبَ وَتَمَاثِيْلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُوْرٍ رّٰسِيٰتٍ ۭ اِعْمَلُوْٓا اٰلَ دَاوٗدَ شُكْرًا ۭ وَقَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُوْرُ ﴿١٣﴾

১৩. সুলায়মান যা চাইত, তারা তার জন্য তা বানিয়ে দিত- উঁচু উঁচু ইমারত, ছবি,[৮] হাউজের মত বড় বড় পাত্র এবং ভূমিতে দৃঢ়ভাবে স্থাপিত ডেগ। হে দাউদের খান্দান! তোমরা এমন কাজ কর, যা দ্বারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

---

৬. এটাও হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামকে প্রদত্ত আল্লাহ তাআলার আরেকটি নেয়ামত। তামার একটি খনি তাঁর হস্তগত ছিল। আল্লাহ তাআলা তাঁর জন্য সে তামাকে তরল করে দিয়েছিলেন। ফলে অতি সহজেই তামার আসবাবপত্র তৈরি হয়ে যেত।

৭. হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের আরেকটি মুজিযা হল তাঁর প্রতি জিন্নদের আনুগত্য। যে সকল দুষ্ট জিন্ন কারও বশ মানত না আল্লাহ তাআলা তাদেরকে হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের আজ্ঞাবহ বানিয়ে দিয়েছিলেন। ফলে তাঁকে বিভিন্ন রকমের সেবা দান করত। তাদের সেবার কিছু নমুনা সামনে উল্লেখ করা হচ্ছে।

প্রকাশ থাকে যে, জিন্নদেরকে হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের বশীভূত করে দিয়েছিলেন আল্লাহ তাআলা নিজেই। আজকাল যে লোকে বিভিন্ন বশীকরণ পদ্ধতির মাধ্যমে জিন্নদেরকে বশ বানানোর দাবি করে থাকে, মনে রাখতে হবে সাধারণভাবে তা কিছুতেই জায়েয নয়। যদি সে দাবি সঠিক হয় এবং বশীকরণের জন্য কোন অবৈধ পন্থা অবলম্বন করা না হয়ে থাকে, তবে এটা কেবল এ অবস্থায়ই বৈধ হতে পারে যখন উদ্দেশ্য হবে দুষ্ট জিন্নদের ক্ষতি থেকে আত্মরক্ষা করা। অন্যথায় ক্ষতিকর নয় এমন কোন স্বাধীন জিন্নকে দাস বানিয়ে রাখা কি করে জায়েয হতে পারে?

৮. প্রকাশ থাকে যে, এসব ছবি হত নিষ্প্রাণ বস্তুর, যেমন গাছপালা, ইমারত ইত্যাদি। কেননা তাওরাত দ্বারা জানা যায়, হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের শরীয়তেও প্রাণীর ছবি আঁকা জায়েয ছিল না।

পায়। আমার বান্দাদের মধ্যে শোকরগুজার লোক অল্পই।

১৪. অতঃপর আমি যখন সুলায়মানের মৃত্যুর সিদ্ধান্ত নিলাম তখন জিন্নদের তার মৃত্যু বিষয়ে জানাল কেবল মাটির পোকা, যারা তার লাঠি খাচ্ছিল।[৯] সুতরাং যখন সে পড়ে গেল তখন জিন্নরা বুঝতে পারল, তারা যদি গায়েবের জ্ঞান রাখত তবে এই লাঞ্ছনাকর কষ্টে লিপ্ত থাকত না।

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ ۖ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ ﴿١٤﴾

১৫. নিশ্চয়ই সাবা সম্প্রদায়ের জন্য তাদের বাসভূমিতে ছিল এক নিদর্শন।[১০] ডান ও বাম উভয় দিকে ছিল বাগানের

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ ۖ جَنَّتَانِ

---

৯. হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম বায়তুল মুকাদ্দাসের নির্মাণ কার্যে জিন্নদেরকে নিযুক্ত করেছিলেন। সে জিন্নগুলো ছিল অত্যন্ত দুষ্টপ্রকৃতির ও অবাধ্য। তারা কেবল হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের তত্ত্বাবধানেই কাজ করত। অন্য কাউকে মানত না। তাই আশঙ্কা ছিল হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের জীবদ্দশায় যদি বায়তুল মুকাদ্দাসের নির্মাণ কার্য শেষ না হয়, তবে পরে এ কাজ সম্পূর্ণ করা কঠিন হয়ে যাবে। কেননা জিন্নরা কাজ ছেড়ে দেবে। অথচ সুলাইমান আলাইহিস সালামের আয়ুও শেষ হয়ে গিয়েছিল। কাজেই তিনি এই কৌশল অবলম্বন করলেন যে, মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসলে তিনি জিন্নদের চোখের সামনে নিজ ইবাদতখানায় একটি লাঠিতে ভর করে দাঁড়িয়ে গেলেন, যাতে তারা মনে করে তিনি যথারীতি তদারকি করছেন। তাঁর ইবাদতখানা ছিল স্বচ্ছ কাঁচনির্মিত। বাইরে থেকে সব দেখা যেত। দাঁড়ানো অবস্থায়ই তাঁর ওফাত হয়ে গেল। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাকে লাঠিতে ভররত অবস্থায় দাঁড় করিয়ে রাখলেন। জিন্নরা মনে করছিল তিনি জীবিতই আছেন এবং তদারকি করছেন। কাজেই তারা একটানা কাজ করতে থাকল এবং নির্মাণকার্য এক সময় সম্পূর্ণ হয়ে গেল। ইতোমধ্যে আল্লাহ তাআলা তাঁর লাঠিতে উইপোকা লাগিয়ে দিলেন। তারা লাঠিটি খেতে থাকল। ফলে সেটি দুর্বল হয়ে ভেঙ্গে গেল এবং সুলাইমান আলাইহিস সালামের দেহ মাটিতে পড়ে গেল। তখন জিন্নরা উপলব্ধি করতে পারল, তারা যে নিজেদেরকে অদৃশ্যের জান্তা মনে করত তা কত বড় ভুল ছিল! গায়েব জানলে তাদেরকে এতদিন পর্যন্ত ভুলের মধ্যে থেকে নির্মাণকার্যের কষ্ট পোহাতে হত না।

১০. সাবা সম্প্রদায় ইয়ামানে বাস করত। এক কালে সভ্যতা-সংস্কৃতিতে এ জাতি অসাধারণ উৎকর্ষ লাভ করেছিল। কুরআন মাজীদের ভাষ্য মতে তাদের ভূমি ছিল অত্যন্ত উর্বর।

عَنْ يَّمِيْنٍ وَّشِمَالٍ ۬ ە كُلُوْا مِنْ رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوْا لَهٗ ؕ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَّرَبٌّ غَفُوْرٌ ﴿١٥﴾

সারি। নিজ প্রতিপালকের দেওয়া রিযিক খাও এবং তাঁর শোকর আদায় কর। একদিকে তো উৎকৃষ্ট নগর, অন্যদিকে ক্ষমাশীল প্রতিপালক!

فَاَعْرَضُوْا فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنٰهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ اُكُلٍ خَمْطٍ وَّاَثْلٍ وَّشَيْءٍ مِّنْ سِدْرٍ قَلِيْلٍ ﴿١٦﴾

১৬. তা সত্ত্বেও তারা (হেদায়াত থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিল। ফলে আমি তাদের উপর বাঁধভাঙ্গা বন্যা ছেড়ে দিলাম এবং তাদের দু'পাশের বাগান দু'টিকে এমন দু'টি বাগান দ্বারা পরিবর্তিত করে দিলাম, যা ছিল বিস্বাদ ফল, ঝাউ গাছ ও সামান্য কিছু কুল গাছ সম্বলিত।

ذٰلِكَ جَزَيْنٰهُمْ بِمَا كَفَرُوْا ؕ وَهَلْ نُجٰزِيْۤ اِلَّا الْكَفُوْرَ ﴿١٧﴾

১৭. আমি তাদেরকে এ শাস্তি দিয়েছিলাম এ কারণে যে, তারা অকৃতজ্ঞতায় লিপ্ত হয়েছিল। আর আমি এরূপ শাস্তি কেবল ঘোর অকৃতজ্ঞদেরকেই দিয়ে থাকি।

প্রচুর ফসল তাতে জন্মাত। তাদের মহা সড়কের দু'পাশে ছিল সারি সারি ফলের বাগান এবং তা বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অর্থ-সম্পদে যেমন ছিল সমৃদ্ধ তেমনি রাজনৈতিকভাবেও ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী। কিন্তু কালক্রমে তারা ভোগ-বিলাসিতায় এমনভাবে মগ্ন হয়ে পড়ল যে, তারা আল্লাহ তাআলাকে ভুলে গেল, তাঁর বিধি-বিধান পরিত্যাগ করল এবং শিরকী কর্মকাণ্ডকে নিজেদের ধর্ম বানিয়ে নিল। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সতর্ক করার জন্য তাদের কাছে কয়েকজন নবী পাঠালেন। হাফেজ ইবনে কাছীর (রহ.)-এর বর্ণনা মতে তাদের কাছে একের পর এক তেরজন নবীর আগমন হয়েছিল। নবীগণ তাদেরকে নানাভাবে বোঝানোর চেষ্টা করলেন এবং তারা যাতে সুপথে চলে আসে সেজন্য মেহনত করতে থাকলেন, কিন্তু তারা তাঁদের কথা মানল না। পরিশেষে তাদের উপর শাস্তি আসল। 'মাআরিব' নামক স্থানে একটি বাঁধ ছিল। সেই বাঁধের পানি দিয়ে তাদের জমি চাষাবাদ করা হত। আল্লাহ তাআলা সেই বাঁধটি ভেঙ্গে দিলেন। ফলে গোটা জনপদ পানিতে ভেসে গেল এবং বাগান গেল ধ্বংস হয়ে।

১৮. আমি তাদের এবং যে সকল জনপদে বরকত নাযিল করেছিলাম,[১১] তাদের মধ্যবর্তী স্থানে এমন জনপদ স্থাপিত করেছিলাম, যা দূর থেকে দৃশ্যমান ছিল এবং তার মধ্যে ভ্রমণকে মাপাজোখা বিভিন্ন ধাপে বণ্টন করে দিয়েছিলাম[১২] (এবং বলেছিলাম) এসব জনপদে দিনে ও রাতে নিরাপদে ভ্রমণ কর।

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بٰرَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَّقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ ۖ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا اٰمِنِينَ ۝١٨

১৯. তারা বলতে লাগল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের সফরের মনজিলসমূহের মধ্যে ব্যবধান বাড়িয়ে দাও। আর এভাবে তারা নিজেদের প্রতি জুলুম করল, যার পরিণামে আমি তাদেরকে কাহিনীর বিষয়বস্তু বানিয়ে দিলাম এবং তাদেরকে

فَقَالُوا رَبَّنَا بٰعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنٰهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنٰهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ۚ إِنَّ فِي

---

১১. এর দ্বারা শাম ও ফিলিস্তিন অঞ্চলকে বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ তাআলা এ অঞ্চলকে বাহ্যিকভাবে যেমন মনোরম ও সবুজ-শ্যামল করেছেন, তেমনি একে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের ভূমি হিসেবেও বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন।

১২. এটা সাবা সম্প্রদায়ের উপর বর্ষিত আরেকটি অনুগ্রহ। তারা বাণিজ্য ব্যাপদেশে ইয়ামান থেকে শামের সফর করত। আল্লাহ তাআলা তাদের ভ্রমণের সুবিধার্থে ইয়ামান থেকে শাম পর্যন্ত গোটা অঞ্চলকে অত্যন্ত সুষমভাবে সাজিয়ে দিয়েছিলেন। জনপদগুলি ছিল অল্প-অল্প দূরত্বে স্থাপিত। সফরকালে একটু পর-পর এককেটা বসতি নজরে আসত। এর ফায়দা ছিল বহুবিধ। যেমন এর ফলে সফরকে সুবিধাজনক মনজিলে বণ্টন করা যেত। মুসাফির যেখানে ইচ্ছা পানাহার ও বিশ্রামের জন্য থেমে যেতে পারত। তাছাড়া একটি গুরুত্বপূর্ণ ফায়দা ছিল এই যে, একের পর এক বসতি থাকার কারণে চুরি-ডাকাতি ও পথ হারানোর ভয় ছিল না এবং খাদ্য-সামগ্রী শেষ হয়ে গেলে সহজেই তার ব্যবস্থা হতে পারত। তাদের তো উচিত ছিল আল্লাহ তাআলার এসব অনুগ্রহের কদর করা এবং এজন্য তার শোকর আদায়ে রত থাকা। কিন্তু তারা তো তা করলই না, উল্টো আল্লাহ তাআলাকে বলতে লাগল, জনপদসমূহের এরূপ ক্রমবিন্যাসের কারণে আমরা অ্যাডভেঞ্চারের মজাটাই হারাচ্ছি। কাজেই এসব বসতি তুলে দিয়ে মনজিলসমূহের দূরত্ব বাড়িয়ে দিন, যাতে বন-জঙ্গল ও মরুভূমিতে সফরের ভেতর যে আতঙ্ক-ঘেরা আনন্দ আছে আমরা তা আস্বাদন করতে পারি।

ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ⑲

সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন-ভিন্ন করে বিক্ষিপ্ত করে ফেললাম।[১৩] নিশ্চয়ই এ ঘটনার মধ্যে প্রত্যেক ধৈর্যশীল, শোকরগুজার লোকের জন্য বহু নিদর্শন আছে।

وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيْسُ ظَنَّهٗ فَاتَّبَعُوْهُ اِلَّا فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ⑳

২০. বস্তুত ইবলিস তাদের সম্পর্কে নিজ ধারণাকে সঠিক পেল। সুতরাং তারা তার অনুগামী হল, কেবল মুমিনদের একটি দল ছাড়া।[১৪]

وَمَا كَانَ لَهٗ عَلَيْهِمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُّؤْمِنُ بِالْاٰخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِيْ شَكٍّ ؕ وَرَبُّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظٌ ㉑

২১. তাঁদের উপর ইবলিসের কোন আধিপত্য ছিল না। আসলে (মানুষকে বিভ্রান্ত করার ক্ষমতা আমি তাকে এজন্য দিয়েছিলাম যে,) আমি দেখতে চাচ্ছিলাম কে আখেরাতের প্রতি ঈমান আনে আর কে সে সম্বন্ধে থাকে সন্দেহে পতিত।[১৫] তোমার প্রতিপালক সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধায়ক।

---

১৩. অর্থাৎ আযাবের আগে সাবা সম্প্রদায় তো একই জায়গায় মিলেমিশে বসবাস করত, কিন্তু আযাবের পর তারা সম্পূর্ণ বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল।

১৪. অর্থাৎ হযরত আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করার সময় ইবলিস ধারণা করেছিল সে তাঁর আওলাদকে বিপথগামী করতে পারবে। তো এই অবাধ্যদের সম্পর্কে তার ধারণা সত্যেই পরিণত হল যে, তারা তার অনুসারী হয়ে গেল।

১৫. অর্থাৎ আমি ইবলিসকে তো এমন কোন শক্তি দেইনি যে, সে মানুষের উপর আধিপত্য বিস্তার করে তাদেরকে নাফরমানীতে লিপ্ত হতে বাধ্য করবে। আমি তাকে কেবল প্ররোচনা দেওয়ার শক্তি দিয়েছিলাম। তাতে অন্তরে গোনাহ করার আগ্রহ সৃষ্টি হয় ঠিকই, কিন্তু কেউ গোনাহ করতে বাধ্য হয়ে যায় না। কেউ যদি নিজের জ্ঞান-বুদ্ধিকে কাজে লাগায় এবং শরীয়তের উপর অবিচলিত থাকার সংকল্প করে নেয় তবে শয়তান তার কিছুই করতে পারে না। প্ররোচনা দেওয়ার শক্তিও তাকে এজন্য দেওয়া হয়েছে যে, এর দ্বারা আল্লাহ তাআলা মানুষকে পরীক্ষা করতে চান, কে আখেরাতের জীবনকে লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে শয়তানের প্ররোচনাকে প্রত্যাখ্যান করে আর কে দুনিয়াকে লক্ষবস্তু বানিয়ে শয়তানের কথা মেনে নেয়।

[২]

২২. (হে রাসূল! ওই কাফেরদেরকে) বলে দাও, তোমরা যাদেরকে (আল্লাহর) শরীক মেনেছ তাদেরকে ডাক। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে তারা অণু পরিমাণ কিছুরও মালিক নয় এবং আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে (কোনও বিষয়ে আল্লাহর সাথে) তাদের কোন অংশীদারিত্ব নেই এবং তাদের মধ্যে কেউ তাঁর সাহায্যকারীও নয়।

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ ۖ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ ﴿٢٢﴾

২৩. যার জন্য তিনি (সুপারিশের) অনুমতি দেন, তার ছাড়া (অন্য কারও) কোন সুপারিশ আল্লাহর সামনে কাজে আসবে না। পরিশেষে যখন তাদের অন্তর থেকে ভয় দূর করে দেওয়া হয়, তখন তারা বলে, তোমাদের প্রতিপালক কী বলেছেন? তারা উত্তর দেয়, সত্য কথা বলেছেন এবং তিনিই সমুচ্চ, মহান।[১৬]

وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ ۚ حَتَّىٰ إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ۖ قَالُوا الْحَقَّ ۖ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿٢٣﴾

---

১৬. ২২ ও ২৩ নং আয়াতে মুশকিরদের বিভিন্ন আকীদা-বিশ্বাস রদ করা হয়েছে। কতক মুশরিক তাদের হাতে গড়া প্রতিমাকে খোদা মনে করত এবং তাদের সম্পর্কে বিশ্বাস পোষণ করত যে, তারা সরাসরি আমাদের প্রয়োজন পূর্ণ করে। তাদের এ বিশ্বাস খণ্ডন করার জন্য ২২ নং আয়াতে বলা হয়েছে, তারা আসমান ও যমীনে অণু পরিমাণ কোন জিনিসেরও মালিক নয় এবং আসমান ও যমীনের কোনও বিষয়ে তাদের কোনরূপ অংশীদারিত্ব নেই।

অপর এক শ্রেণীর মুশরিকদের বিশ্বাস ছিল, এসব প্রতিমা আল্লাহ তাআলাকে তাঁর কাজকর্মে সাহায্য করে। তাদেরকে রদ করার জন্য ইরশাদ হয়েছে, 'তাদের মধ্যে কেউ আল্লাহর সাহায্যকারী নয়'।

আবার এক শ্রেণীর মুশরিক দেব-দেবীকে আল্লাহর প্রভুত্বে অংশীদার বা তার সাহায্যকারী মনে করত না বটে, কিন্তু বিশ্বাস রাখত যে, তারা আল্লাহ তাআলার দরবারে তাদের জন্য সুপারিশ করবে। তাদের ধারণা খণ্ডনের জন্য ২৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে, 'আল্লাহ যাকে অনুমতি দেন তারা ছাড়া অন্য কারও সুপারিশ তাঁর সামনে কোন কাজে

قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ قُلِ اللّٰهُ ۙ وَاِنَّآ اَوْ اِيَّاكُمْ لَعَلٰى هُدًى اَوْ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿۲۴﴾

২৪. বল, কে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে তোমাদেরকে রিযিক দান করে? বল, তিনি আল্লাহ! এবং আমরা অথবা তোমরা হয়ত হেদায়াতের উপর আছি অথবা স্পষ্ট গোমরাহীতে।

قُلْ لَّا تُسْـَٔلُوْنَ عَمَّآ اَجْرَمْنَا وَلَا نُسْـَٔلُ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿۲۵﴾

২৫. বল, আমরা যে অপরাধ করেছি সে সম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে না এবং তোমরা যা করছ সে সম্পর্কেও আমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে না।

قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ ؕ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيْمُ ﴿۲۶﴾

২৬. বল, আমাদের প্রতিপালক আমাদের সকলকে একত্র করবেন তারপর আমাদের মধ্যে ন্যায্য ফায়সালা করবেন। তিনিই শ্রেষ্ঠ ফায়সালাকারী, পরিপূর্ণ জ্ঞানের মালিক।

আসবে না'। অর্থাৎ দেব-দেবীর সম্পর্কে তোমাদের তো বিশ্বাস 'তারা আল্লাহর অতি ঘনিষ্ঠ ও সমাদৃত। ফলে তাঁর দরবারে তাদের সুপারিশ করার এখতিয়ার আছে, অথচ আল্লাহর দরবারে না আছে তাদের কোন ঘনিষ্ঠতা ও গ্রহণযোগ্যতা এবং না আছে তাদের নিজেদের পক্ষ থেকে সুপারিশ করার যোগ্যতা। যাদের বাস্তবিকই ঘনিষ্ঠতা আছে, সেই ফেরেশতাগণও তো আল্লাহ তাআলার অনুমতি ছাড়া কারও পক্ষে কোন সুপারিশ করতে পারে না।

তারপর বলা হয়েছে, সেই ফেরেশতাদের অবস্থা তো এই যে, তারা সর্বদাই আল্লাহ তাআলার ভয়ে তটস্থ থাকে। এমনকি আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে তাদেরকে যখন কোন হুকুম দেওয়া হয়, কিংবা সুপারিশের অনুমতি দেওয়া হয়, তখন তারা এতটাই ভয় পায় যে, বেহুঁশ মত হয়ে যায়। যখন ভয় কেটে যায় তখন একে অন্যকে জিজ্ঞেস করে, তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ কী বলেছেন? তারপর তারা আল্লাহ তাআলার নির্দেশ মত কাজ করেন। যখন সেই ঘনিষ্ঠ ও নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতাদের অবস্থাই এমন, তখন এসব হাতে গড়া মূর্তি, যাদের কোন মর্যাদা ও নৈকট্য আল্লাহর কাছে নেই, তারা কিভাবে তাঁর দরবারে সুপারিশ করতে পারে?

قُلْ اَرُوْنِیَ الَّذِیْنَ اَلْحَقْتُمْ بِهٖ شُرَكَآءَ كَلَّا ؕ بَلْ هُوَ اللّٰهُ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ ﴿۲۷﴾

২৭. বল, আমাকে একটু দেখাও, তারা কারা, যাদেরকে তোমরা শরীক বানিয়ে আল্লাহর সাথে জুড়ে দিয়েছ? কক্ষণও নয়, (তাঁর কোন শরীক নেই); বরং তিনিই আল্লাহ, যার ক্ষমতাও পরিপূর্ণ, হেকমতও পরিপূর্ণ।

وَمَاۤ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِیْرًا وَّنَذِیْرًا وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُوْنَ ﴿۲۸﴾

২৮. এবং (হে নবী!) আমি তোমাকে সমস্ত মানুষের জন্য এমন রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছি, যে সুসংবাদও শোনাবে এবং সতর্কও করবে, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ বুঝছে না।

وَیَقُوْلُوْنَ مَتٰی هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ ﴿۲۹﴾

২৯. এবং তারা (তোমাকে) বলে, তোমরা সত্যবাদী হলে (কিয়ামতের) এ প্রতিশ্রুতি কবে পূরণ হবে?

قُلْ لَّكُمْ مِّیْعَادُ یَوْمٍ لَّا تَسْتَاْخِرُوْنَ عَنْهُ سَاعَةً وَّلَا تَسْتَقْدِمُوْنَ ﴿۳۰﴾

৩০. বলে দাও, তোমাদের জন্য এমন এক দিনের মেয়াদ নির্দিষ্ট আছে, যা থেকে তোমরা এক মুহূর্ত পিছাতে পারবে না এবং সামনেও যেতে পারবে না।

[৩]

وَقَالَ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ بِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَلَا بِالَّذِیْ بَیْنَ یَدَیْهِ ؕ وَلَوْ تَرٰۤی اِذِ الظّٰلِمُوْنَ مَوْقُوْفُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚۖ یَرْجِعُ بَعْضُهُمْ اِلٰی بَعْضِ ِۨ الْقَوْلَ ۚ یَقُوْلُ الَّذِیْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِیْنَ اسْتَكْبَرُوْا لَوْلَاۤ

৩১. যারা কুফর অবলম্বন করেছে, তারা বলে, আমরা কখনও এ কুরআনের প্রতি ঈমান আনব না এবং এর পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের প্রতিও নয়। তুমি যদি সেই সময়ের দৃশ্য দেখতে যখন জালেমদেরকে তাদের প্রতিপালকের সামনে দাঁড় করানো হবে আর তারা একে অন্যের কথা রদ করবে। (দুনিয়ায়) যাদেরকে দুর্বল

أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِيْنَ ﴿٣١﴾

মনে করা হয়েছিল তারা ক্ষমতা-দর্পীদেরকে বলবে, তোমরা না হলে আমরা অবশ্যই মুমিন হয়ে যেতাম।

قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْٓا اَنَحْنُ صَدَدْنٰكُمْ عَنِ الْهُدٰى بَعْدَ اِذْ جَآءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُّجْرِمِيْنَ ﴿٣٢﴾

৩২. যারা ক্ষমতাদর্পী ছিল তারা, যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত তাদেরকে বলবে, হেদায়াত তোমাদের কাছে এসে যাওয়ার পর আমরাই কি তোমাদেরকে তা থেকে ফিরিয়ে রেখেছি? প্রকৃতপক্ষে তোমরা নিজেরাই অপরাধী ছিলে।

وَقَالَ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا بَلْ مَكْرُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ اِذْ تَاْمُرُوْنَنَآ اَنْ نَّكْفُرَ بِاللّٰهِ وَنَجْعَلَ لَهٗٓ اَنْدَادًا ؕ وَ اَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ ؕ وَجَعَلْنَا الْاَغْلٰلَ فِيْٓ اَعْنَاقِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ هَلْ يُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٣٣﴾

৩৩. যাদেরকে দুর্বল মনে করা হয়েছিল তারা ক্ষমতাদর্পীদেরকে বলবে, না, বরং এটা তো তোমাদের দিবা-রাত্রের চক্রান্তই ছিল (যা আমাদেরকে হেদায়াত থেকে ফিরিয়ে রেখেছিল), যখন তোমরা আমাদেরকে আদেশ করছিলে আমরা যেন আল্লাহর কুফরী করি এবং তাঁর সাথে (অন্যদেরকে) শরীক সাব্যস্ত করি। তারা যখন আযাব দেখবে তখন তারা অনুতাপ গোপন করবে[১৭] এবং যারা কুফরী অবলম্বন করেছিল আমি তাদের সকলের গলায় বেড়ি পরাব। তাদেরকে তো কেবল তাদের কৃতকর্মের প্রতিদান দেওয়া হবে।

---

১৭. অর্থাৎ তারা উভয় পক্ষই প্রকাশ্যে তো একে অন্যকে দোষারোপ করবে, কিন্তু মনে মনে ঠিকই বুঝবে যে, প্রকৃতপক্ষে আমরা সকলেই সমান অপরাধী। এ উপলব্ধির কারণে তারা প্রত্যেকেই মনে মনে অনুতপ্ত হবে, কিন্তু প্রথমে তা প্রকাশ করবে না।

৩৪. আমি যে-কোন জনপদে কোন সতর্ককারী নবী পাঠিয়েছি, তার বিত্তশালী লোকেরা বলেছে, তোমরা যে বার্তাসহ প্রেরিত হয়েছ আমরা তা প্রত্যাখ্যান করি।

وَمَآ اَرْسَلْنَا فِيْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ اِلَّا قَالَ مُتْرَفُوْهَآ ۙ اِنَّا بِمَآ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ﴿٣٤﴾

৩৫. আরও বলেছে, আমরা ধনে-জনে তোমাদের চেয়ে বেশি আর আমরা শাস্তিপ্রাপ্ত হওয়ার নই।

وَقَالُوْا نَحْنُ اَكْثَرُ اَمْوَالًا وَّاَوْلَادًا ۙ وَّمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ ﴿٣٥﴾

৩৬. বলে দাও, আমার প্রতিপালক যার জন্য ইচ্ছা করেন রিযিক প্রশস্ত করে দেন এবং (যার জন্য ইচ্ছা) সংকীর্ণ করে দেন, কিন্তু অধিকাংশ লোক একথা বোঝে না।[১৮]

قُلْ اِنَّ رَبِّيْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٦﴾

[৪]

৩৭. তোমাদের সম্পদ তোমাদেরকে আল্লাহর নৈকট্য দান করে না এবং তোমাদের সন্তান-সন্ততিও নয়। কিন্তু যে ব্যক্তি ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, এরূপ ব্যক্তিবর্গ তাদের কর্মের দ্বিগুণ সওয়াব লাভ করবে এবং তারা (জান্নাতের) প্রাসাদে নিরাপদে থাকবে।

وَمَآ اَمْوَالُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ بِالَّتِيْ تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفٰٓى اِلَّا مَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ۫ فَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ جَزَآءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوْا وَهُمْ فِي الْغُرُفٰتِ اٰمِنُوْنَ ﴿٣٧﴾

---

১৮. প্রকৃত বিষয় না বোঝার কারণেই তাদের ধারণা হয়েছে, দুনিয়ায় যখন আমরা ধনে-জনে অন্যদের উপরে, তখন বোঝাই যাচ্ছে আমরা আল্লাহ তাআলার প্রিয় বান্দা। অথচ দুনিয়ায় অর্থ-সম্পদ দেওয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহর মাপকাঠি এই নয় যে, যে আল্লাহর যত বেশি প্রিয় হবে তাকে তত বেশি সম্পদ দেওয়া হবে। প্রকৃতপক্ষে এটা নির্ভর করে কেবলই আল্লাহ তাআলার ইচ্ছার উপর। এখানে তিনি নিজ ইচ্ছা ও হেকমত অনুযায়ী যাকে ইচ্ছা বেশি সম্পদ দেন এবং যাকে ইচ্ছা কম দেন। তাঁর প্রিয় হওয়া বা না হওয়ার সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই।

وَالَّذِيْنَ يَسْعَوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِنَا مُعٰجِزِيْنَ اُولٰٓئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُوْنَ ﴿۳۸﴾

৩৮. আর যারা আমার আয়াতসমূহকে ব্যর্থ করে দেওয়ার চেষ্টা করে, তাদেরকে শাস্তিতে গ্রেফতার করা হবে।

قُلْ اِنَّ رَبِّيْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ لَهٗ ؕ وَمَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهٗ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ﴿۳۹﴾

৩৯. বল, আমার প্রতিপালক নিজ বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা রিযিকের প্রাচুর্য দান করেন এবং (যার জন্য ইচ্ছা) তা সংকীর্ণ করে দেন। তোমরা যা-কিছুই ব্যয় কর, তিনি তদস্থলে অন্য জিনিস দিয়ে দেন। তিনি শ্রেষ্ঠ রিযিকদাতা।

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ثُمَّ يَقُوْلُ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اَهٰٓؤُلَآءِ اِيَّاكُمْ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ ﴿۴۰﴾

৪০. সেই দিনকে ভুলে যেও না, যখন আল্লাহ সকলকে একত্র করবেন তারপর ফেরেশতাদেরকে বলবেন, সত্যিই কি এরা তোমাদের ইবাদত করত?

قَالُوْا سُبْحٰنَكَ اَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُوْنِهِمْ ۚ بَلْ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ الْجِنَّ ۚ اَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُّؤْمِنُوْنَ ﴿۴۱﴾

৪১. তারা বলবে, আমরা আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করি। আমাদের সম্পর্ক আপনার সাথে; তাদের সাথে নয়। প্রকৃতপক্ষে তারা জিন্নদের ইবাদত করত।[১৯] তাদের অধিকাংশ তাদেরই প্রতি বিশ্বাসী ছিল।

فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَّفْعًا وَّلَا ضَرًّا ؕ وَنَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ذُوْقُوْا عَذَابَ النَّارِ الَّتِيْ كُنْتُمْ

৪২. সুতরাং আজ তোমরা পরস্পরে একে অন্যের কোন উপকার করতে পারবে না এবং অপকারও নয়। আর যারা জুলুমের নীতি অবলম্বন করেছিল,

---

১৯. এখানে জিন্ন দ্বারা শয়তানদেরকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ তারা শয়তানদের দ্বারা নিজেদের বহু কাজ-কর্ম করিয়ে নেয় এবং তাদের কথা অনুযায়ী চলে। শয়তানরাই তাদেরকে শিরকী আকীদা-বিশ্বাসের প্ররোচনা দিয়েছে। কাজেই তারা প্রকৃত প্রস্তাবে শয়তানদেরই পূজারী ছিল।

بِهَا تُكَذِّبُوْنَ ۝

তাদেরকে বলব, তোমরা যে আগুনকে অস্বীকার করতে তার মজা ভোগ কর।

وَ اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ قَالُوْا مَا هٰذَآ اِلَّا رَجُلٌ يُّرِيْدُ اَنْ يَّصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَآؤُكُمْ ۚ وَقَالُوْا مَا هٰذَآ اِلَّآ اِفْكٌ مُّفْتَرًى ؕ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ ۙ اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۝

৪৩. তাদেরকে যখন আমার আয়াতসমূহ, যা পরিপূর্ণরূপে স্পষ্ট, পড়ে শোনানো হয়, তখন তারা (আমার রাসূল সম্পর্কে) বলে, এই ব্যক্তি আর কিছুই নয়, কেবল এটাই চায় যে, সে তোমাদেরকে তোমাদের সেই মাবুদদের থেকে ফিরিয়ে দেবে, যাদেরকে তোমাদের বাপ-দাদা পূজা করে আসছে এবং তারা বলে, এ কুরআন এক মনগড়া মিথ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়। আর যখন কাফেরদের কাছে সত্যের বাণী এসে গেল, তখন তারা সে সম্পর্কে বলল, এটা সুস্পষ্ট যাদু ছাড়া আর কিছুই নয়।

وَمَآ اٰتَيْنٰهُمْ مِّنْ كُتُبٍ يَّدْرُسُوْنَهَا وَمَآ اَرْسَلْنَآ اِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَّذِيْرٍ ۝

৪৪. অথচ আমি তাদের এর আগে এমন কোন কিতাব দেইনি, যার পঠন-পাঠন তারা করে এবং (হে নবী!) তোমার আগে আমি তাদের কাছে কোন সতর্ককারী (নবী) পাঠাইনি।[২০]

وَكَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۙ وَمَا بَلَغُوْا مِعْشَارَ

৪৫. তাদের পূর্ববর্তী লোকেরাও (নবীদেরকে) অস্বীকার করেছিল। তাদেরকে আমি যা (অর্থ-সম্পদ)

---

২০. অর্থাৎ কাফেরগণ কুরআনকে মনগড়া কিতাব বলছে (নাউযুবিল্লাহ) অথচ মনগড়া তো খোদ তাদের ধর্ম। কেননা এর আগে তাদের কাছে না কোন আসমানী কিতাব এসেছে না কোন নবী। সুতরাং তারা যে ধর্ম তৈরি করে নিয়েছে, সেটা তো সম্পূর্ণই তাদের মনগড়া। তাছাড়া তাদেরকে এই প্রথমবারের মত কিতাব ও নবী দেওয়া হয়েছে। এর তো দাবি ছিল তারা এই নেয়ামতের কদর করবে, অথচ উল্টো তারা এর বিরোধী হয়ে গেছে।

مَآ اٰتَیۡنٰهُمۡ فَکَذَّبُوۡا رُسُلِیۡ ۟ فَکَیۡفَ کَانَ نَکِیۡرِ ﴿۴۵﴾

দিয়েছিলাম এরা (অর্থাৎ আরবের মুশরিকগণ তার এক-দশমাংশেও পৌঁছতে পারেনি। তা সত্ত্বেও তারা আমার রাসূলগণকে অস্বীকার করেছিল। সুতরাং (তুমি দেখে নাও) আমার প্রদত্ত শাস্তি কেমন (কঠোর) ছিল।

[৫]

قُلۡ اِنَّمَاۤ اَعِظُکُمۡ بِوَاحِدَۃٍ ۚ اَنۡ تَقُوۡمُوۡا لِلّٰهِ مَثۡنٰی وَ فُرَادٰی ثُمَّ تَتَفَکَّرُوۡا ۟ مَا بِصَاحِبِکُمۡ مِّنۡ جِنَّۃٍ ؕ اِنۡ هُوَ اِلَّا نَذِیۡرٌ لَّکُمۡ بَیۡنَ یَدَیۡ عَذَابٍ شَدِیۡدٍ ﴿۴۶﴾

৪৬. (হে রাসূল!) তাদেরকে বল, আমি তোমাদেরকে কেবল একটি বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছি। তা এই যে, তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে দু-দু'জন অথবা এক-একজন করে দাঁড়িয়ে যাও,[২১] তারপর ইনসাফের সাথে চিন্তা কর (তা করলে অবিলম্বেই বুঝে এসে যাবে যে,) তোমাদের এ সাথীর (অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) মধ্যে বিকারগ্রস্ততার কোন বিষয় নেই। সে তো কেবল সুকঠিন এক শাস্তির আগমনের আগে তোমাদেরকে সতর্ক করছে।

قُلۡ مَا سَاَلۡتُکُمۡ مِّنۡ اَجۡرٍ فَهُوَ لَکُمۡ ؕ اِنۡ اَجۡرِیَ اِلَّا

৪৭. বল, আমি এ কাজের বিনিময়ে তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাইলে তা তোমাদেরই থাকুক।

---

২১. 'দাঁড়িয়ে যাও' দ্বারা বিশেষ গুরুত্ব ও মনোযোগ দানের প্রতি ইশারা করা হয়েছে। বলা হচ্ছে যে, তোমরা তো এখনও পর্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তাই করনি। তাই এসব ভিত্তিহীন কথাবার্তা বলছ। আর মন্তব্য করছ যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উন্মাদ (নাউযুবিল্লাহ)। মুক্ত মনে ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তার দাবি হল, প্রথমে বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করবে এবং আল্লাহ তাআলাকে সন্তুষ্ট করার নিয়তে চিন্তা করবে। কখনও একাকী চিন্তা করলেই ভালো ফল পাওয়া যায় আবার কখনও সমষ্টিগত চিন্তাই ফলপ্রসূ হয়। তাই উভয় পন্থায় চিন্তা করতে বলা হয়েছে।

عَلَى اللّٰهِ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ﴿٤٧﴾

আমার পারিশ্রমিক তো কেবল আল্লাহরই কাছে। তিনি সমস্ত কিছুর দ্রষ্টা।

قُلْ اِنَّ رَبِّيْ يَقْذِفُ بِالْحَقِّ ۚ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ﴿٤٨﴾

৪৮. বলে দাও, আমার প্রতিপালক সত্যকে উপর থেকে পাঠাচ্ছেন।[২২] তিনি গায়েবের যাবতীয় বিষয় ভালোভাবে জানেন।

قُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيْدُ ﴿٤٩﴾

৪৯. বলে দাও, সত্য এসে গেছে আর মিথ্যার না আছে কিছু শুরু করার সামর্থ্য, না পুনরাবৃত্তি করার।

قُلْ اِنْ ضَلَلْتُ فَاِنَّمَآ اَضِلُّ عَلٰى نَفْسِيْ ۚ وَاِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوْحِيْٓ اِلَيَّ رَبِّيْ ؕ اِنَّهٗ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ ﴿٥٠﴾

৫০. বলে দাও, আমি যদি বিপথগামী হয়ে থাকি, তবে আমার বিপথগামিতার ক্ষতি আমাকেই ভোগ করতে হবে আর আমি যদি সরল পথ পেয়ে থাকি, তবে এটা সেই ওহীরই বদৌলতে, যা আমার প্রতিপালক আমার প্রতি অবতীর্ণ করছেন। নিশ্চয়ই তিনি সবকিছুর শ্রোতা, সকলের নিকটবর্তী।

وَلَوْ تَرٰٓى اِذْ فَزِعُوْا فَلَا فَوْتَ وَاُخِذُوْا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيْبٍ ﴿٥١﴾

৫১. (হে নবী!) তুমি যদি সেই দৃশ্য দেখতে, যখন তারা ভীত-বিহ্বল হয়ে পড়বে এবং পালিয়ে যাওয়ার কোন জায়গা থাকবে না আর তাদেরকে নিকট থেকেই পাকড়াও করা হবে।

---

২২. 'সত্যকে উপর থেকে পাঠাচ্ছেন'– এর মানে সত্য বাণী ওহীর মাধ্যমে উপর থেকে আসছে। এর দ্বিতীয় অর্থ হল, আল্লাহ তাআলা উপর থেকে সত্য নাযিল করে তাকে মিথ্যার উপর প্রবল করে তুলছেন। সুতরাং তোমরা যতই বিরোধিতা কর না কেন মিথ্যা ক্রমশ ধ্বংস হয়ে যাবে এবং সত্য হবে জয়যুক্ত।

৫২. এবং (তখন তারা) বলবে, আমরা তার প্রতি ঈমান আনলাম। কিন্তু এতটা দূরবর্তী স্থান থেকে তারা কোন জিনিসের নাগাল পাবে কি করে?[২৩]

وَّقَالُوْٓا اٰمَنَّا بِهٖ ۚ وَاَنّٰى لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِنْ مَّكَانٍۢ بَعِيْدٍ ۚ﴿۵۲﴾

৫৩. তারা তো পূর্বে তাকে অস্বীকার করেছিল এবং অনেক দূরবর্তী স্থান থেকে অদৃশ্য বিষয়ে অনুমানে ঢিল ছুঁড়ত।

وَّقَدْ كَفَرُوْا بِهٖ مِنْ قَبْلُ ۚ وَيَقْذِفُوْنَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَّكَانٍۢ بَعِيْدٍ ﴿۵۳﴾

৫৪. তখন তারা যার (অর্থাৎ যে ঈমানের) আকাঙ্ক্ষা করবে তার ও তাদের মধ্যে অন্তরাল করে দেওয়া হবে, যেমন করা হয়েছিল তাদের পূর্বে তাদের অনুরূপ লোকদের সাথে। প্রকৃতপক্ষে তারা এমন সন্দেহে পতিত ছিল, যা তাদেরকে ধোঁকায় নিক্ষেপ করেছিল।

وَحِيْلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُوْنَ كَمَا فُعِلَ بِاَشْيَاعِهِمْ مِّنْ قَبْلُ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا فِيْ شَكٍّ مُّرِيْبٍ ۚ﴿۵۴﴾

---

২৩. অর্থাৎ ঈমান আনার আসল জায়গা ছিল দুনিয়া। তা এখন বহু দূরে। সেখানে থেকে এতদূর এই আখেরাতে পৌঁছার পর সেই ঈমানের নাগাল তোমরা পেতে পার না, যা দুনিয়াতেই তোমাদের কাছে কাম্য ছিল। সেখানে তো এটাই দেখার ছিল যে, দুনিয়ার রঙ-ঢঙের মধ্যে হারিয়ে গিয়ে তোমরা আল্লাহ তাআলাকে ভুলে যাও, না সর্বাবস্থায় তাঁকে স্মরণ রাখ। এখন আখেরাতের সকল দৃশ্য সামনে এসে যাওয়ার পর ঈমান আনার ভেতর কৃতিত্ব কিসের যে, তার ভিত্তিতে তোমাদেরকে ক্ষমা করা হবে?

আলহামদুলিল্লাহ! আজ ২১ শাবান ১৪২৮ হিজরী মোতাবেক ৪ সেপ্টেম্বর ২০০৭ খ্রি. সোমবার মাগরিবের কিছুক্ষণ পূর্বে সূরা সাবার তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। স্থান লন্ডন। (অনুবাদ শেষ হল আজ ১৪ যূ-কাদা ১৪৩১ হিজরী মোতাবেক ২৩ অক্টোবর ২০১০ খ্রি.।) আল্লাহ তাআলা এ খেদমতটুকু কবুল করে নিন এবং অবশিষ্ট সূরাসমূহের কাজও নিজ মর্জি মোতাবেক শেষ করার তাওফীক দিন।

৩৫
সূরা ফাতির

সূরা ফাতির

পরিচিতি

এ সূরায় মৌলিকভাবে মুশরিকদেরকে তাওহীদ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান আনার দাওয়াত দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, বিশ্বজগতে আল্লাহ তাআলার অপার শক্তি ও মহা হেকমতের যে নিদর্শন চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে ধীরস্থিরভাবে চিন্তা করলে তা দ্বারা কয়েকটি পরম সত্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যথা- (এক) যেই মহা শক্তিমান সত্তা এই মহাজগত সৃষ্টি করেছেন, মহাজগত পরিচালনা ও নিজ প্রভুত্ব রক্ষার জন্য তার কোন শরীক ও সাহায্যকারীর দরকার নেই। (দুই) বিশ্বজগতকে কোন উদ্দেশ্য ছাড়া এমনি এমনি সৃষ্টি করা হতে পারে না। নিশ্চয়ই এর সৃষ্টির পেছনে কোন মহৎ উদ্দেশ্য আছে। সে উদ্দেশ্য এই যে, এখানে যারা তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলে সৎ জীবন যাপন করবে তাদেরকে পুরস্কার দেওয়া হবে আর যারা নাফরমানী করবে তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে, যার জন্য আখেরাতের জীবন অপরিহার্য। (তিন) যে সত্তা এ মহাজগতকে প্রথমে সম্পূর্ণ নাস্তি থেকে অস্তিতে আনয়ন করেছেন, তার পক্ষে এ জগতকে ধ্বংস করার পর নতুনভাবে সৃষ্টি করা ও আখেরাতের অস্তিত্ব দান করা কিছুমাত্র কঠিন কাজ নয়। কাজেই এটাকে অসম্ভব মনে করে অস্বীকার করার কোন কারণ নেই। এসব সত্য মেনে নিলে আপনা-আপনিই প্রমাণ হয়ে যায় রিসালাত ও নবুওয়াতও সত্য। কেননা আল্লাহ তাআলা যখন চান মানুষ দুনিয়ায় তার মর্জি মোতাবেক জীবন যাপন করুক, তখন বলাইবাহুল্য যে, নিজ মর্জি জানানোর জন্য তিনি মানুষকে অবশ্যই পথপ্রদর্শন করবেন। এ পথ প্রদর্শনেরই তো নাম নবুওয়াত ও রিসালাত, যার সিলসিলা শুরু হয়েছে হযরত আদম আলাইহিস সালাম থেকে এবং শেষ হয়েছে হযরত মুহাম্মাদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত এসে। তিনিই এ সিলসিলার শেষ প্রতিনিধি।

এ সূরায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, কাফেরগণ আপনার কথায় কর্ণপাত না করলে সেজন্য আপনি দুঃখিত হবেন না। কেননা তারা না মানলে তার কোন দায়-দায়িত্ব আপনার উপর বর্তায় না, তার দায়-দায়িত্ব তাদের নিজেদেরই। আপনার দায়িত্ব তো কেবল সত্য বাণী মানুষের কাছে পৌছিয়ে দেওয়া। মানা-না মানা তাদের কাজ এবং তার জবাবদিহীও তাদেরকেকেই করতে হবে।

এর প্রথম আয়াতে যে 'ফাতির' শব্দ আছে, তার থেকেই এ সূরার নাম ফাতির। শব্দটির অর্থ সৃষ্টিকর্তা। সূরাটির আরেক নাম সূরা মালাইকা। এর প্রথম আয়াতে মালাইকা অর্থাৎ ফেরেশতাদের কথা উল্লেখ আছে। সে হিসেবেই এ নাম।

৩৫ – সূরা ফাতির – ৪৩

سُوْرَةُ فَاطِرٍ مَّكِّيَّةٌ

মক্কী; ৪৫ আয়াত ৫ রুকু

اٰيَاتُهَا ٤٥ رُكُوْعَاتُهَا ٥

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, যিনি ফেরেশতাদেরকে বার্তাবাহীরূপে নিযুক্ত করেছেন, যারা দু'-দুটি, তিন- তিনটি ও চার-চারটি পাখা বিশিষ্ট। তিনি তাঁর সৃষ্টিতে যা-ইচ্ছা বৃদ্ধি করেন।[১] নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَاعِلِ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا اُولِیْٓ اَجْنِحَةٍ مَّثْنٰی وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ؕ یَزِیْدُ فِی الْخَلْقِ مَا یَشَآءُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ①

২. আল্লাহ মানুষের জন্য যে রহমত খুলে দেন, তা রোধ করার কেউ নেই, আর যা তিনি রুদ্ধ করেন, এমন কেউ নেই যে তারপর তা উন্মুক্ত করতে পারে। তিনিই ক্ষমতার মালিক, হেকমতেরও মালিক।

مَا یَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۚ وَمَا یُمْسِكْ ۙ فَلَا مُرْسِلَ لَهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖ ؕ وَهُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ ②

৩. হে মানুষ! আল্লাহ তোমাদের প্রতি যে নেয়ামত বর্ষণ করেছেন তা স্মরণ কর। আল্লাহ ছাড়া আর কোন খালেক আছে কি, যে আসমান ও যমীন থেকে তোমাদেরকে রিযিক দান করে? তিনি

یٰٓاَیُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَیْكُمْ ؕ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَیْرُ اللّٰهِ یَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ؕ لَآ اِلٰهَ

---

১. পূর্বের বাক্যের সাথে মিলিয়ে দেখলে এর অর্থ হয় এই যে, আল্লাহ তাআলা যে ফেরেশতার পাখা-সংখ্যা বাড়াতে চান বাড়িয়ে দেন। সুতরাং হাদীস দ্বারা জানা যায়, হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালামের ছয়শত পাখা আছে। কিন্তু শব্দ সাধারণ হওয়ায় যে-কোনও সৃষ্টিই এর অন্তর্ভুক্ত, অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তাঁর সৃষ্টির যাকে ইচ্ছা হয় তাকে বিশেষ কোন গুণ বেশি দান করেন।

إِلَّا هُوَ ۫ فَأَنّٰى تُؤْفَكُونَ ③

ছাড়া কোন মাবুদ নেই। সুতরাং তোমরা বিপথগামী হয়ে কোন দিকে যাচ্ছ?

وَإِنْ يُّكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ ۭ وَإِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ④

৪. এবং (হে রাসূল!) তারা যদি তোমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, তবে তোমার পূর্বেও রাসূলগণের প্রতি মিথ্যা আরোপ করা হয়েছিল। যাবতীয় বিষয় শেষ পর্যন্ত আল্লাহরই কাছে ফিরিয়ে নেওয়া হবে।

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ۗ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورُ ⑤

৫. হে মানুষ! নিশ্চিতভাবে জেনে রেখ, আল্লাহর ওয়াদা সত্য। সুতরাং এই পার্থিব জীবন যেন তোমাকে কিছুতেই ধোঁকায় না ফেলে এবং আল্লাহর সম্পর্কেও যেন সেই ধোঁকাবাজ (শয়তান) তোমাদেরকে ধোঁকায় না ফেলে, যে অতি বড় ধোঁকাবাজ।

إِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ۭ إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهٗ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحٰبِ السَّعِيرِ ۭ ⑥

৬. নিশ্চিতভাবে জেনে রেখ, শয়তান তোমাদের শত্রু। সুতরাং তাকে শত্রুই গণ্য করো। সে যে তার অনুসারীদেরকে দাওয়াত দেয় তা এ জন্যই দেয়, যাতে তারা জাহান্নামবাসী হয়ে যায়।

اَلَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۥ وَالَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّأَجْرٌ كَبِيرٌ ⑦

৭. যারা কুফর অবলম্বন করেছে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি আর যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে তাদের জন্য আছে মাগফিরাত ও মহা পুরস্কার।

[১]

أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهٗ سُوْٓءُ عَمَلِهٖ فَرَاٰهُ حَسَنًا ۭ

৮. তবে কি যার দৃষ্টিতে তার মন্দ কাজগুলো সুদৃশ্য করে দেখানো হয়েছে, ফলে সে তার মন্দ কাজকে ভালো মনে

فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ ۖ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ⑧

করে, (সে কি সৎকর্মশীল ব্যক্তির সমান হতে পারে?)। বস্তুত আল্লাহ যাকে চান বিপথগামী করেন আর যাকে চান সঠিক পথে পরিচালিত করেন।[২] সুতরাং (হে নবী!) এমন যেন না হয় যে, তাদের (অর্থাৎ কাফেরদের) জন্য আফসোস করতে করতে তোমার প্রাণটাই চলে যায়। নিশ্চয়ই তারা যা-কিছু করছে, সে সম্পর্কে আল্লাহ ভালোভাবেই জ্ঞাত।

وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ كَذَٰلِكَ النُّشُورُ ⑨

৯. আল্লাহই সেই সত্তা, যিনি বায়ু প্রেরণ করেন, তারপর তা মেঘ সঞ্চারিত করে, তারপর আমি তা চালিয়ে নিয়ে যাই এমন নগরের দিকে, যা (খরার কারণে) নির্জীব হয়ে গেছে। তারপর আমি তা (অর্থাৎ বৃষ্টি) দ্বারা নির্জীব ভূমিকে সঞ্জীবিত করি। এভাবেই মানুষ দ্বিতীয় জীবন লাভ করবে।

مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا ۚ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ۚ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ

১০. যে ব্যক্তি মর্যাদা লাভ করতে চায় (সে জেনে রাখুক) সমস্ত মর্যাদা আল্লাহরই হাতে। পবিত্র কালেমা তাঁরই দিকে আরোহন করে এবং সৎকর্ম তাকে উপরে তোলে।[৩] যারা মন্দ কাজের

---

২. এর মানে এ নয় যে, আল্লাহ তাআলা যাকে চান জোরপূর্বক বিপথগামী করেন। বরং এর অর্থ হল, যখন কেউ হঠকারিতা করে নিজেই বিপথগামীতাকে বেছে নেয়, তখন আল্লাহ তাআলা তাকে বিপথগামিতায় লিপ্ত রেখে তার অন্তরে মোহর করে দেন। দেখুন সূরা বাকারা (২ : ৭)।

৩. 'পবিত্র কালেমা' বলতে মানুষ যা দ্বারা নিজ ঈমানের স্বীকারোক্তি দেয়, সেই কালেমাকে বোঝানো হয়েছে। তাছাড়া আল্লাহ তাআলার যিকির সম্পর্কিত অন্যান্য শব্দাবলীও এর

شَدِيْدٌ ۭ وَمَكْرُ اُولٰٓئِكَ هُوَ يَبُوْرُ ⑩

ষড়যন্ত্র করে, তাদের জন্য আছে কঠিন শাস্তি আর তাদের ষড়যন্ত্র সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে যাবে।

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ اَزْوَاجًا ۭ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثٰى وَلَا تَضَعُ اِلَّا بِعِلْمِهٖ ۭ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ وَّلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهٖٓ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ ۭ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ⑪

১১. আল্লাহ তোমাদেরকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন তারপর শুক্রবিন্দু দ্বারা। তারপর তোমাদেরকে জোড়া-জোড়া বানিয়ে দিয়েছেন। নারী যা গর্ভে ধারণ করে এবং যা সে প্রসব করে তা আল্লাহর জ্ঞাতসারেই করে। কোন দীর্ঘায়ু ব্যক্তিকে যে আয়ু দেওয়া হয় এবং তার আয়ুতে যা হ্রাস করা হয়, তা সবই এক কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে।[8] বস্তুত এসব কিছুই আল্লাহর পক্ষে অতি সহজ।

وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرٰنِ ۖ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَآئِغٌ شَرَابُهٗ وَهٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ ۭ وَمِنْ كُلٍّ تَاْكُلُوْنَ لَحْمًا طَرِيًّا وَّتَسْتَخْرِجُوْنَ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا ۚ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيْهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ⑫

১২. দু'টি দরিয়া সমান নয়। একটি এমন মিঠা, যা দ্বারা পিপাসা মেটে, যা সুপেয় আর অন্যটি লোনা, তেতো। প্রত্যেকটি থেকেই তোমরা খাও (মাছের) তাজা গোশত ও আহরণ কর অলংকার, যা তোমরা পরিধান কর। আর তোমরা জলযানসমূহকে দেখ তা (দরিয়ার) পানি চিরে চলাচল করে, যাতে তোমরা অনুসন্ধান করতে পার আল্লাহর

অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তাআলার দিকে তার আরোহণ করার অর্থ তা তাঁর কাছে কবুল হয়ে যায়। আর সৎকর্ম যে তাকে উপরে তোলে তার মানে সৎকর্মের অছিলায় পবিত্র কালেমাসমূহ পরিপূর্ণরূপে কবুল হয়।

৪. এর ইশারা 'লাওহে মাহফুজ'-এর প্রতি।

অনুগ্রহ[৫] এবং যাতে তোমরা শোকর আদায় কর।

১৩. তিনি রাতকে দিনের মধ্যে প্রবিষ্ট করান এবং দিনকে প্রবিষ্ট করান রাতের মধ্যে। তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে কাজে লাগিয়ে রেখেছেন। (এর) প্রত্যেকটি এক নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত পরিভ্রমণ করে। ইনিই আল্লাহ– তোমাদের প্রতিপালক। সকল রাজত্ব তাঁরই। তাঁকে ছেড়ে যাদেরকে (অর্থাৎ যেসব অলীক প্রভুকে) তোমরা ডাক, তারা খেজুর বীচির আবরণের সমানও কিছুর অধিকার রাখে না।

يُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ ۙ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ كُلٌّ يَّجْرِيْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ؕ وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ مَا يَمْلِكُوْنَ مِنْ قِطْمِيْرٍ ﴿۱۳﴾

১৪. তোমরা তাদেরকে ডাকলে তারা তোমাদের ডাক শুনবেই না আর শুনলেও তোমাদেরকে কোন সাড়া দিতে পারবে না। কিয়ামতের দিন তারা নিজেরাই তোমাদের শিরককে অস্বীকার করবে। যে সত্তা যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে পরিপূর্ণ অবগত তাঁর মত সঠিক সংবাদ তোমাকে আর কেউ দিতে পারবে না।

اِنْ تَدْعُوْهُمْ لَا يَسْمَعُوْا دُعَآءَكُمْ ۚ وَلَوْ سَمِعُوْا مَا اسْتَجَابُوْا لَكُمْ ؕ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكْفُرُوْنَ بِشِرْكِكُمْ ؕ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيْرٍ ﴿۱۴﴾

৫. পূর্বে একাধিকবার বলা হয়েছে, কুরআন মাজীদের পরিভাষায় আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ সন্ধানের অর্থ ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে জীবিকা আহরণ করা। এ পরিভাষার ভেতর ইঙ্গিত রয়েছে যে, মানুষ যা কামাই-রোজগার করে, তাকে তারা তাদের মেহনতের ফসল মনে করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ। তিনি অনুগ্রহ না করলে তাদের যাবতীয় মেহনত বৃথা যেত, তাদের অর্জিত হত না কিছুই। সুতরাং যা-কিছু রোজগার হয়, তার জন্য আল্লাহ তাআলার শোকর আদায় করা উচিত।

[২]

১৫. হে মানুষ! তোমরা সকলেই আল্লাহর মুখাপেক্ষী, কিন্তু আল্লাহ কারও মুখাপেক্ষী নন এবং তিনি আপনিই প্রশংসার উপযুক্ত।[৬]

يَاَيُّهَا النَّاسُ اَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ اِلَى اللّٰهِ ۚ وَاللّٰهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ﴿۱۵﴾

১৬. তিনি চাইলে তোমাদের সকলকে ধ্বংস করে দিতে পারেন এবং অস্তিত্বে আনয়ন করতে পারেন এক নতুন সৃষ্টিকে।

اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَيَاْتِ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ ﴿۱۶﴾ۚ

১৭. আর এ কাজ আল্লাহর জন্য কিছুমাত্র কঠিন নয়।

وَمَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ ﴿۱۷﴾

১৮. কোন ভার বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না এবং যার উপর ভারী বোঝা চাপানো থাকবে সে অন্য কাউকে তা বহন করার জন্য ডাকলে, তা থেকে কিছুই বহন করা হবে না- যদিও সে (অর্থাৎ যাকে বোঝা বহনের জন্য ডাকা হবে সে) কোন নিকটাত্মীয় হয়। হে নবী! তুমি তো কেবল তাদেরকেই সতর্ক করতে পার, যারা তাদের প্রতিপালককে না দেখে ভয় করে এবং যারা নামায কায়েম করে। কেউ পবিত্র হলে সে তো নিজেরই কল্যাণার্থে পবিত্র হয়। শেষ পর্যন্ত সকলকে আল্লাহরই কাছে ফিরে যেতে হবে।

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ؕ وَاِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ اِلٰى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَّلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ؕ اِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ؕ وَمَنْ تَزَكّٰى فَاِنَّمَا يَتَزَكّٰى لِنَفْسِهٖ ؕ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ﴿۱۸﴾

৬. অর্থাৎ কেউ তাঁর ইবাদত করুক বা না করুক, তাঁর প্রশংসায় লিপ্ত হোক বা না হোক তার কোন ঠেকা আল্লাহ তাআলার নেই। তিনি এসবের মুখাপেক্ষী নন। তিনিই বেনিয়ায এবং তিনি সত্তাগতভাবেই প্রশংসার উপযুক্ত।

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ﴿١٩﴾

১৯. অন্ধ ও চক্ষুষ্মান সমান হতে পারে না–

وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ ﴿٢٠﴾

২০. এবং অন্ধকার ও আলোও না।

وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ ﴿٢١﴾

২১. আর না ছায়া ও রোদ।

وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ ۖ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ ﴿٢٢﴾

২২. এবং সমান হতে পারে না জীবিত ও মৃত। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা কথা শুনিয়ে দেন। যারা কবরে আছে, তুমি তাদেরকে কথা শোনাতে পারবে না।[৭]

إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ ﴿٢٣﴾

২৩. তুমি তো একজন সতর্ককারী মাত্র।

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۚ وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴿٢٤﴾

২৪. আমি তোমাকে সত্যবাণীসহ প্রেরণ করেছি একজন সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। এমন কোন জাতি নেই, যাদের কাছে কোন সতর্ককারী আসেনি।

وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ

২৫. তারা যদি তোমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, তবে তাদের আগে যারা ছিল, তারাও (অর্থাৎ সেই কাফেরগণও রাসূলগণের প্রতি) মিথ্যা

---

৭. যারা জিদ ও হঠকারিতার দ্বারা নিজেদের জন্য সত্য গ্রহণের সকল দুয়ার বন্ধ করে রেখেছে, তাদেরকে প্রথমত অন্ধের সাথে তুলনা করা হয়েছে এবং তাদের কুফরীকে অন্ধকারের সাথে। এর শাস্তি স্বরূপ তাদেরকে জাহান্নামের যে শাস্তি ভোগ করতে হবে তাকে তুলনা করা হয়েছে রোদের সাথে। এর বিপরীতে সত্যের অনুসারীদেরকে চক্ষুষ্মানের সাথে, তাদের দ্বীনকে আলোর সাথে এবং জান্নাতে তারা যে নেয়ামত লাভ করবে তাকে ছায়ার দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। তারপর বলা হয়েছে, যারা সত্য গ্রহণের যোগ্যতা খতম করে ফেলেছে তারা তো মৃততুল্য। মৃতদেরকে আপনি নিজ এখতিয়ারে কিছু শোনাতে পারবেন না। এভাবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, তারা সত্য কবুল না করলে আপনি সেজন্য আক্ষেপ করবেন না। তাছাড়া তাদের দ্বারা কবুল করানোর কোন দায়িত্বও আপনার উপর অর্পিত হয়নি।

الْمُنِيْرِ ﴿٢٥﴾

আরোপ করেছিল। তাদের রাসূলগণ তাদের কাছে এসেছিল সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী, সহীফা ও এমন কিতাবসহ, যা আলো বিস্তার করে।

ثُمَّ اَخَذْتُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ﴿٢٦﴾

২৬. অতঃপর যারা অস্বীকৃতির পন্থা অবলম্বন করেছিল আমি তাদেরকে পাকড়াও করি। সুতরাং দেখ আমার শাস্তি কেমন (ভয়ানক) ছিল।

[৩]

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ۚ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ ثَمَرٰتٍ مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُهَا ۭ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌۢ بِيْضٌ وَّحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهَا وَغَرَابِيْبُ سُوْدٌ ﴿٢٧﴾

২৭. তুমি কি দেখনি আল্লাহ আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করেছেন, তারপর আমি তা দ্বারা বিচিত্র বর্ণের ফল-ফলাদি উৎপন্ন করেছি? আর পাহাড়ের মধ্যেও আছে বিচিত্র বর্ণের অংশ– সাদা, লাল ও নিকষ কালো।

وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَآبِّ وَالْاَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ كَذٰلِكَ ۭ اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ غَفُوْرٌ ﴿٢٨﴾

২৮. এবং মানুষ, পশু ও চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যেও আছে অনুরূপ বর্ণ-বৈচিত্র। আল্লাহকে তো কেবল তারাই ভয় করে, যারা জ্ঞানের অধিকারী।[৮] নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমতার মালিক, অতি ক্ষমাশীলও বটে।

اِنَّ الَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ كِتٰبَ اللّٰهِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً يَّرْجُوْنَ

২৯. যারা আল্লাহর কিতাব তেলাওয়াত করে, নামায কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা

---

৮. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার মাহাত্ম্য ও গৌরব সম্পর্কে যাদের জ্ঞান ও উপলব্ধি আছে কেবল তারাই বিশ্ব-জগতের এসব আশ্চর্যজনক সৃষ্টি দেখে এর দ্বারা তাঁর অপার শক্তি ও তাঁর তাওহীদের সপক্ষে প্রমাণ পেশ করে এবং এর ফলশ্রুতিতে তাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় জাগ্রত হয় এবং তারা তাঁর প্রতি বিনয়-বিগলিত হয়। আর যাদের সেই জ্ঞান ও উপলব্ধি নেই তারা সৃষ্টিজগতের এসব বিস্ময়কর বস্তুরাজির গভীরে পৌঁছা সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব ও তাঁর তাওহীদ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না।

تِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ ﴿٢٩﴾

থেকে (সৎকাজে) ব্যয় করে গোপনে ও প্রকাশ্যে, তারা এমন ব্যবসায়ের আশাবাদী, যাতে কখনও লোকসান হয় না,

لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُوْرَهُمْ وَيَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ؕ إِنَّهٗ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ ﴿٣٠﴾

৩০. যাতে আল্লাহ তাদেরকে তাদের পূর্ণ প্রতিফল দেন এবং নিজ অনুগ্রহে আরও বেশি দান করেন। নিশ্চয়ই তিনি অতি ক্ষমাশীল, অত্যন্ত গুণগ্রাহী।

وَالَّذِيْٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ؕ إِنَّ اللّٰهَ بِعِبَادِهٖ لَخَبِيْرٌۢ بَصِيْرٌ ﴿٣١﴾

৩১. (হে নবী!) আমি ওহীর মাধ্যমে তোমার প্রতি যে কিতাব নাযিল করেছি তা সত্য, যা তার পূর্ববর্তী সমস্ত কিতাবের সমর্থকরূপে এসেছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ নিজ বান্দাদের সম্পর্কে পরিপূর্ণ অবগত, সবকিছুর দ্রষ্টা।

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتٰبَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۚ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ ۚ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ ۚ وَمِنْهُمْ سَابِقٌۢ بِالْخَيْرٰتِ بِإِذْنِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ ﴿٣٢﴾

৩২. অতঃপর আমি এ কিতাবের ওয়ারিশ বানিয়েছি আমার বান্দাদের মধ্যে তাদেরকে, যাদেরকে আমি মনোনীত করেছি।[৯] তাদের মধ্যে কতক তো নিজের প্রতি অত্যাচারী, কতক মধ্যপন্থী এবং কতক এমন যারা আল্লাহর তাওফীকে সৎকর্মে অগ্রগামী। এটা (আল্লাহর) বিরাট অনুগ্রহ।

---

৯. এর দ্বারা মুসলিমদেরকে বোঝানো হয়েছে। বলা হচ্ছে যে, এ কুরআন সরাসরি তো নাযিল হয়েছে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি। অতঃপর আল্লাহ তাআলা এর ওয়ারিশ বানিয়েছেন মুসলিমগণকে, যাদেরকে তিনি এ কিতাবের প্রতি ঈমান আনার জন্য মনোনীত করেছেন। কিন্তু ঈমান আনার পর এরা তিনভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। একটি দল তো এমন, যারা ঈমান আনার পর তার দাবি অনুযায়ী পুরোপুরি কাজ করেনি। তারা তাদের কোন-কোন দায়িত্ব পালনে অবহেলা করেছে এবং বিভিন্ন গোনাহে লিপ্ত হয়েছে। তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা নিজেদের প্রতি জুলুম ও অত্যাচার করেছে। কেননা

৩৩. স্থায়ী বসবাসের জান্নাত, যাতে তারা প্রবেশ করবে। সেখানে তাদেরকে সোনার বালা ও মোতির দ্বারা অলংকৃত করা হবে আর সেখানে তাদের পোশাক হবে রেশম।

جَنّٰتُ عَدۡنٍ یَّدۡخُلُوۡنَہَا یُحَلَّوۡنَ فِیۡہَا مِنۡ اَسَاوِرَ مِنۡ ذَہَبٍ وَّلُؤۡلُؤًا ۚ وَلِبَاسُہُمۡ فِیۡہَا حَرِیۡرٌ ﴿۳۳﴾

৩৪. তারা বলবে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদের থেকে সমস্ত দুঃখ দূর করেছেন। নিশ্চয়ই আমাদের প্রতিপালক অতি ক্ষমাশীল, অত্যন্ত গুণগ্রাহী।

وَقَالُوا الۡحَمۡدُ لِلّٰہِ الَّذِیۡۤ اَذۡہَبَ عَنَّا الۡحَزَنَ ؕ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُوۡرٌ شَکُوۡرُۨ ﴿ۙ۳۴﴾

৩৫. যিনি স্বীয় অনুগ্রহে আমাদেরকে স্থায়ী অবস্থানের নিবাসে এনে দাখিল করেছেন, যেখানে আমাদেরকে কখনও কোনও কষ্ট স্পর্শ করবে না এবং কোন ক্লান্তিও আমাদের দেখা দেবে না।

الَّذِیۡۤ اَحَلَّنَا دَارَ الۡمُقَامَۃِ مِنۡ فَضۡلِہٖ ۚ لَا یَمَسُّنَا فِیۡہَا نَصَبٌ وَّلَا یَمَسُّنَا فِیۡہَا لُغُوۡبٌ ﴿۳۵﴾

৩৬. যারা কুফর অবলম্বন করেছে, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন। সেখানে তাদের কর্ম সাবাড় করা হবে না যে, তাদের মৃত্যু ঘটবে এবং তাদের

وَالَّذِیۡنَ کَفَرُوۡا لَہُمۡ نَارُ جَہَنَّمَ ۚ لَا یُقۡضٰی عَلَیۡہِمۡ فَیَمُوۡتُوۡا وَلَا یُخَفَّفُ عَنۡہُمۡ مِّنۡ عَذَابِہَا ؕ کَذٰلِکَ

ঈমানের তো দাবি ছিল তারা প্রথম যাত্রাতেই জান্নাতে প্রবেশ করবে, কিন্তু তারা গোনাহ করে নিজেদেরকে শাস্তির উপযুক্ত বানিয়ে ফেলেছে। ফলে আইন অনুযায়ী তাদেরকে প্রথমে নিজেদের গোনাহের শাস্তি ভোগ করতে হবে। তারপর তারা জান্নাতে যাবে। দ্বিতীয় দল, যাদেরকে মধ্যপন্থী বলা হয়েছে, তারা হল সেই সকল মুসলিম, যারা ফরয ও ওয়াজিবসমূহ নিয়মিত আদায় করে এবং গোনাহ হতেও বেঁচে থাকে, কিন্তু নফল ইবাদত ও মুস্তাহাব আমল তেমন একটা করে না। আর তৃতীয় দল হল সেইসব লোকের যারা কেবল ফরয ও ওয়াজিব পালন করেই ক্ষান্ত থাকে না, বরং তারা নফল ইবাদত ও মুস্তাহাব আমলেও অত্যন্ত যত্নবান থাকে। এ তিনও প্রকারের লোক মুসলিমদেরই। তারা সকলেই জান্নাতে যাবে ইনশাআল্লাহ। যারা গোনাহগার নয় তারা তো প্রথমেই, আর যারা গোনাহগার তারা মাগফিরাত লাভের পর।

نَجْزِىْ كُلَّ كَفُوْرٍ ﴿٣٦﴾

থেকে জাহান্নামের শাস্তিও লাঘব করা হবে না। প্রত্যেক অকৃতজ্ঞ কাফেরকে আমি এভাবেই শাস্তি দিয়ে থাকি।

وَهُمْ يَصْطَرِخُوْنَ فِيْهَا ۚ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِىْ كُنَّا نَعْمَلُ ؕ اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيْهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَآءَكُمُ النَّذِيْرُ ؕ فَذُوْقُوْا فَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ نَّصِيْرٍ ﴿٣٧﴾

৩৭. তারা তাতে আর্তনাদ করে বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে মুক্তি দান করুন, আমরা আগে যে কাজ করতাম তা ছেড়ে ভালো কাজ করব। (উত্তরে তাদেরকে বলা হবে) আমি কি তোমাদেরকে এমন দীর্ঘ আয়ু দেইনি যে, তখন কেউ সতর্ক হতে চাইলে সতর্ক হতে পারতে? এবং তোমাদের কাছে সতর্ককারীও এসেছিল।[১০] সুতরাং এখন মজা ভোগ কর। কেননা এমন জালেমদের সাহায্যকারী হওয়ার মত কেউ নেই।

---

১০. মানুষকে গড়ে যে আয়ু দেওয়া হয় তা কম দীর্ঘ নয়। এ আয়ুতে মানুষ তার জীবনের বিভিন্ন ধাপ পার হয়। এসব ধাপের বাঁকে-বাঁকে তার জন্য শিক্ষা গ্রহণের বহু উপাদান আছে। সে সত্যে উপনীত হতে চাইলে এ আয়ু তার জন্যে যথেষ্ট। তদুপরি এ আয়ুর ভেতর তার কাছে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে একের পর এক সতর্ককারীও আসতে থাকে। সাধারণভাবে সতর্ককারী বলে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামকে এবং এ উম্মতের জন্য মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বোঝানো হয়েছে। তারা মানুষকে আখেরাত সম্পর্কে সতর্ক করার কাজে কোন ত্রুটি করেননি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর তাঁর সাহাবীগণ এবং প্রতি যুগে উলামায়ে কেরামও এ দায়িত্ব পালন করছেন। কোন কোন মুফাসসির 'সতর্ককারী'-এর ব্যাখ্যা করেন যে, মানুষ তাঁর জীবনের ধাপে-ধাপে মৃত্যুকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার মত যে সকল অবস্থার সম্মুখীন হয় সেটাই তার সতর্ককারী। সুতরাং বার্ধক্যের সূচনায় যখন চুল পাকতে শুরু করে, তখন সেটাও তার জন্য সতর্ককারী হয়ে আসে। কারও যখন নাতি-নাতনি জন্ম নেয়, তখন তা তাকে সতর্ক করে দেয় যে, তোমার মৃত্যুক্ষণ ঘনিয়ে আসছে। তাছাড়া বিভিন্ন সময়ে মানুষ যে রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়, সেসবও মানুষকে মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয় ও সাবধান করে যে, এখনই আখেরাতের সাফল্য লাভের ব্যবস্থা করে নাও, সময় কিন্তু ফুরিয়ে গেল!

[৪]

إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٣٨﴾

৩৮. নিশ্চয়ই আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর গুপ্ত বিষয়ে জ্ঞান রাখেন। নিশ্চয়ই অন্তরে লুকায়িত বিষয়াবলী সম্পর্কে তিনি পূর্ণ ওয়াকিফহাল।

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ ۚ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۖ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا ۖ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴿٣٩﴾

৩৯. তিনিই পৃথিবীতে তোমাদেরকে (পূর্ববর্তীদের) স্থলাভিষিক্ত করেছেন। যে ব্যক্তি কুফর করবে তার কুফর তারই উপর পতিত হবে। কাফেরদের জন্য তাদের কুফরী তাদের প্রতিপালকের ক্রোধ ছাড়া কিছু বৃদ্ধি করে না এবং কাফেরদের জন্য তাদের কুফরী ক্ষতি ছাড়া কিছু বৃদ্ধি করে না।

قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَتٍ مِنْهُ ۚ بَلْ إِنْ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ﴿٤٠﴾

৪০. (হে নবী!) তাদেরকে বল, আচ্ছা তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে যেই মনগড়া শরীকদের পূজা করছ তাদের বিষয়টা ভেবে দেখেছ কি? আমাকে একটু দেখাও তো তারা পৃথিবীর কোন অংশটা তৈরি করেছে? কিংবা আকাশমণ্ডলীতে (অর্থাৎ তার সৃজনে) তাদের কী অংশীদারিত্ব আছে? নাকি আমি তাদেরকে কোন কিতাব দিয়েছি, যার সুস্পষ্ট কোন নির্দেশনার উপর তারা প্রতিষ্ঠিত আছে?[১১] না, বরং এসব জালেম একে অন্যকে কেবল মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে।

---

১১. যে-কোন দাবি প্রতিষ্ঠিত করতে হলে তার জন্য পন্থা দু'টিই হতে পারে– (এক) বুদ্ধি-বিবেকের সাহায্যে তার পক্ষে কোন যুক্তি পেশ করা, (দুই) যার হুকুম মানা অবশ্য কর্তব্য, এমন কোন সত্তার তরফ থেকে সে দাবির সপক্ষে আদেশ লাভ। আল্লাহর সঙ্গে যারা মনগড়া মাবুদ দাঁড় করিয়েছে, তাদের কাছে এ দু'টোর কোনওটিই নেই। না কোনও যুক্তি আছে, যেহেতু কোনওভাবেই তারা প্রমাণ করতে পারবে না তাদের মনগড়া প্রভুগণ

৪১. বস্তুত আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে ধরে রেখেছেন, যাতে তারা স্থানচ্যুত হতে না পারে। যদি তারা স্থানচ্যুত হয়, তবে আল্লাহ ছাড়া এমন কেউ নেই, যে তাদের ধরে রাখতে পারে। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি সহনশীল, পরম ক্ষমাশীল।

إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا ۚ وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهٖ ۚ إِنَّهٗ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿٤١﴾

৪২. পূর্বে তারা অত্যন্ত জোরালো শপথ করেছিল যে, তাদের কাছে কোন সতর্ককারী (নবী) আসে তবে তারা অন্যান্য উম্মত অপেক্ষা অধিকতর হেদায়াত গ্রহীতা হবে,[১২] কিন্তু যখন তাদের কাছে এক সতর্ককারী আসল, তখন তার আগমনে তাদের এছাড়া আর কিছু বৃদ্ধি পেল না, তারা (সত্য পথ থেকে) আরও বেশি পলায়ন করল।

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدٰى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ ۚ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿٤٢﴾

৪৩. এ কারণে যে, পৃথিবীতে তারা ছিল বড় আত্মগর্বী এবং তারা (সত্যের বিরোধিতায়) কূট চক্রান্ত করেছিল,

اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ ۚ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ

আসমান-যমীনের কোন অংশ তৈরি করেছে বা তার সৃজনে কোনওভাবে শরীক থেকেছে। আর না আছে তাদের কাছে কোন আসমানী কিতাব, যা দ্বারা আল্লাহ তাদেরকে আদেশ করেছেন তারা যেন অমুক অমুক দেবতাকে আল্লাহর শরীক মেনে তাদের পূজায় লিপ্ত থাকে।

১২. সম্ভবত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের আগে কুরাইশ কাফেরগণ ইয়াহুদী ও নাসারাদের সাথে বিতর্ক প্রসঙ্গে জোরদার কসম খেয়েছিল যে, আমাদের কাছে কোন নবী আসলে আমরা অন্য সব জাতি অপেক্ষা হেদায়াত বেশি কবুল করব ও তাঁদের অনুসরণে সবার অগ্রগামী থাকব, কিন্তু যখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব ঘটল তখন তারা তাঁর কথায় একদম ভ্রুক্ষেপ করল না; উল্টো তাঁর বিরুদ্ধে নানা রকমের চক্রান্ত আঁটতে থাকল।

السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ ۚ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۖ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا ﴿٤٣﴾

অথচ কূট-চক্রান্ত খোদ তার উদ্যোক্তাদেরকেই পরিবেষ্টন করে নেয়।[১৩] সুতরাং পূর্ববর্তীদের ক্ষেত্রে যা কার্যকর হয়েছিল সেই নিয়ম ছাড়া তারা আর কোন জিনিসের অপেক্ষা করছে?[১৪] (ব্যাপার যদি তাই হয়) তবে তোমরা আল্লাহর স্থিরীকৃত নিয়মে কোন পরিবর্তন পাবে না এবং তোমরা আল্লাহর স্থিরীকৃত নিয়মকে কখনও টলতেও দেখবে না।[১৫]

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿٤٤﴾

৪৪. তারা কি পৃথিবীতে কখনও সফর করেনি, তাহলে তারা দেখতে পেত তাদের পূর্বে যারা গত হয়েছে তাদের পরিণাম কী হয়েছিল, যদিও তারা এদের অপেক্ষা বেশি শক্তিমান ছিল? আল্লাহ এমন নন যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর কোন বস্তু তাকে ব্যর্থ করতে পারে। নিশ্চয়ই তিনি জ্ঞানের মালিক, শক্তিরও মালিক।

---

১৩. দূরভিসন্ধিমূলকভাবে কারও বিরুদ্ধে অন্যায় ব্যবস্থা গ্রহণ করলে দুনিয়ায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা বুমেরাং হয়ে থাকে। পরের জন্য কুয়া খুদলে সাধারণত নিজেকেই তাতে পড়তে হয়। সুতরাং কাফেরগণ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে যত ষড়যন্ত্র করেছিল শেষ পর্যন্ত তার কুফল তাদের নিজেদেরকেই ভোগ করতে হয়েছে আর দুনিয়ায় কদাপি তার ক্ষতি থেকে বেঁচে গেলেও আখেরাতের শাস্তি তো অবধারিত আর সে শাস্তি দুনিয়ার শাস্তির চেয়ে অনেক বেশি কঠিন।

১৪. অর্থাৎ বিগত জাতিসমূহের মধ্যে যারা তাদের নবীর বিরুদ্ধাচরণ করেছে, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে অবশ্যই শাস্তি দান করেছেন। বিরুদ্ধাচারীর ব্যাপারে এটাই তাঁর নিয়ম। চাই সে শাস্তি দুনিয়ায় দেওয়া হোক বা আখেরাতে। তা এসব কাফেরও কি আল্লাহ তাআলার সেই নিয়ম কার্যকর হওয়ারই অপেক্ষা করছে? ঈমান আনার জন্য কি তারা আযাবের প্রতীক্ষায় আছে?

১৫. নিয়মে পরিবর্তনের অর্থ হল, কাফেরদেরকে আযাবের পরিবর্তে সওয়াব দেওয়া। আর নিয়ম টলার অর্থ কাফেরদের স্থলে মুমিনদেরকে শাস্তি দেওয়া। আল্লাহ তাআলার নিয়মে এর কোনওটিই হওয়া সম্ভব নয়।

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوْا مَا تَرَكَ عَلٰى ظَهْرِهَا مِنْ دَآبَّةٍ وَّلٰكِنْ يُّؤَخِّرُهُمْ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِعِبَادِهٖ بَصِيْرًا ﴿٤٥﴾

৪৫. আল্লাহ মানুষকে তাদের প্রতিটি কৃতকর্মের জন্য পাকড়াও করতে শুরু করলে ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী কাউকে ছাড়তেন না। বস্তুত তিনি এক নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দিচ্ছেন। যখন তাদের নির্দিষ্ট মেয়াদ এসে যাবে তখন আল্লাহ স্বয়ং তাঁর বান্দাদের দেখে নিবেন।

আলহামদুলিল্লাহ! আজ ১২ রমযানুল মুবারক ১৪২৮ হিজরী-এর রাতে সূরা ফাতিরের তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। কেবল এই শেষাংশই করাচিতে লেখা হয়েছে, বাকি পূর্ণ সূরার কাজ বিভিন্ন সফরকালে সম্পন্ন হয়েছে। (অনুবাদের কাজ শেষ হল আজ ১৬ যূ-কাদাঃ ১৪৩১ হিজরী মোতাবেক ২৫ অক্টোবর ২০১০ খ্রি. সোমবার।) আল্লাহ তাআলা নিজ ফযল ও করমে এ খেদমতটুকু কবুল করে নিন এবং অবশিষ্ট সূরাগুলির কাজও নিজ মর্জি মোতাবেক শেষ করার তাওফীক দিন– আমীন।

৩৬

সূরা ইয়াসীন

সূরা ইয়াসীন
পরিচিতি

এ সূরায় আল্লাহ তাআলা তার কুদরতের বিভিন্ন নিদর্শন তুলে ধরেছেন। এসব নিদর্শন কেবল সৃষ্টি জগতের চতুর্দিকে ছড়িয়ে রয়েছে এমনই নয়; বরং খোদ মানব অস্তিত্বেও তা বিরাজমান। আল্লাহ তাআলার কুদরতের এসব প্রকাশ দ্বারা এক দিকে তো স্পষ্ট হচ্ছে যে, আল্লাহ তাআলা অসীম কুদরত ও হেকমতের মালিক আর যেই সত্তা এমন কুদরত ও হেকমতের মালিক নিজ প্রভুত্ব চালানোর জন্য তাঁর কোন রকম শরীক ও সহযোগীর দরকার নেই। সুতরাং ইবাদতের হকদার কেবল তিনিই। অপর দিকে কুদরতের এসব নিদর্শন সাক্ষ্য দেয় যে, যেই মহান সত্তা নিখিল বিশ্বকে এমন নিখুঁতভাবে সৃষ্টি করেছেন ও এমন বিস্ময়কর ব্যবস্থার অধীন করে দিয়েছেন তাঁর পক্ষে মানুষকে তাদের মৃত্যুর পর পুনরায় জীবন দান করা কিছুমাত্র কঠিন নয়। এভাবে কুদরতের এসব নিদর্শন দ্বারা তাওহীদ ও আখেরাতের বিশ্বাস সুস্পষ্টভাবে সপ্রমাণ হয়ে যায়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দাওয়াত দেওয়ার জন্যই দুনিয়ায় এসেছিলেন যে, মানুষ যেন এসব নিদর্শনের মধ্যে চিন্তা করে নিজ আকীদা ও আমলকে শুধরে নেয়। এতদসত্ত্বেও যারা এ দাওয়াত গ্রহণ করছে না, তারা কেবল নিজেদেরই ক্ষতি করছে। কেননা এর ফলে তারা আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে শাস্তি ভোগের উপযুক্ত হয়ে যাচ্ছে। এ প্রসঙ্গেই ১৩–২৯ নং আয়াতসমূহে একটি সম্প্রদায়ের উল্লেখ করা হয়েছে, যারা সত্যের ডাকে সাড়া তো দেয়ইনি, বরং সত্যের দাওয়াত দাতাদের প্রতি জুলুম-অত্যাচার ও বর্বরের মত আচরণ করেছিল। পরিণামে দাওয়াতদাতাগণ তো আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ও আখেরাতের সাফল্য অর্জন করেছে, কিন্তু যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করেছে তারা আযাবের কবলে পতিত হয়েছে। এ সূরায় যেহেতু ইসলামী দাওয়াতকে অত্যন্ত অলঙ্কারপূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী ভাষায় পেশ করা হয়েছে, তাই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি এ সূরাকে কুরআন মাজীদের 'আত্মা' নামে অভিহিত করেছেন।

৩৬ – সূরা ইয়াসীন – ৪১

سُوْرَةُ يٰسٓ مَكِّيَّةٌ

মক্কী; ৮৩ আয়াত; ৫ রুকু

اٰيَاتُهَا ٨٣ رُكُوْعَاتُهَا ٥

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. ইয়াসীন।

يٰسٓ ①

২. হেকমতপূর্ণ কুরআনের শপথ!

وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ ②

৩. নিশ্চয়ই তুমি রাসূলগণের একজন।

اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ③

৪. সরল পথে প্রতিষ্ঠিত।

عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ④

৫. এ কুরআন অবতীর্ণ করা হচ্ছে সেই সত্তার পক্ষ হতে, যার ক্ষমতা পরিপূর্ণ, রহমতও পরিপূর্ণ–

تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ⑤

৬. এজন্য যে, তুমি সতর্ক করবে এমন এক সম্প্রদায়কে, যাদের বাপ-দাদাদেরকে পূর্বে সতর্ক করা হয়নি।[১] তাই তারা উদাসীনতায় নিপতিত।

لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اُنْذِرَ اٰبَآؤُهُمْ فَهُمْ غٰفِلُوْنَ ⑥

৭. বস্তুত তাদের অধিকাংশের ব্যাপারে কথা পূর্ণ হয়ে আছে।[২] সুতরাং তারা ঈমান আনছে না।

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰٓى اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ⑦

---

১. অর্থাৎ মক্কা মুকাররমা ও তার আশপাশে বহু কাল থেকে কোন নবী-রাসূলের আগমন হয়নি।

২. অর্থাৎ তাদের সম্পর্কে তাকদীরে লেখা আছে, তারা ঈমান আনবে না। তাকদীরের সে কথাই পূর্ণ হচ্ছে যে, তারা ঈমান আনছে না। প্রকাশ থাকে যে, তাকদীরে লিপিবদ্ধ থাকার কারণে তারা কুফর করতে বাধ্য হয়ে গেছে একথা ঠিক না। কেননা তাকদীরে লেখা আছে, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ঈমান আনার সুযোগ দেবেন এবং এখতিয়ারও দেবেন, কিন্তু তারা নিজেদের এখতিয়ারক্রমে ও আপন ইচ্ছায় জিদ ধরে বসে থাকবে। ফলে ঈমান আনবে না।

إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ ⑧

৮. আমি তাদের গলায় চিবুক পর্যন্ত বেড়ি পরিয়েছি। ফলে তাদের মাথা ঊর্ধ্বমুখী হয়ে আছে।[৩]

وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ⑨

৯. এবং আমি তাদের সামনে এক অন্তরাল দাঁড় করিয়ে দিয়েছি এবং পিছনেও এক অন্তরাল দাঁড় করিয়ে দিয়েছি আর এভাবে তাদেরকে সব দিক থেকে ঢেকে দিয়েছি, ফলে তারা কোন কিছু দেখতে পায় না।

وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ⑩

১০. তুমি তাদেরকে সতর্ক কর অথবা সতর্ক নাই কর– উভয়টাই তাদের জন্য সমান। তারা ঈমান আনবে না।

إِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَٰنَ بِالْغَيْبِ ۖ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ⑪

১১. তুমি তো কেবল এমন ব্যক্তিকেই সতর্ক করতে পার, যে উপদেশ অনুযায়ী চলে এবং দয়াময় আল্লাহকে না দেখে ভয় করে। সুতরাং এরূপ ব্যক্তিকে সুসংবাদ শোনাও মাগফিরাত ও সম্মানজনক পুরস্কারের।

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ ۚ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ ⑫

১২. নিশ্চয়ই আমিই মৃতদেরকে জীবিত করব এবং তারা যা কিছু সামনে পাঠায় তা লিখে রাখি আর তাদের কর্মের যে ফলাফল হয় তাও।[৪] এক

---

৩. এ বক্তব্যটি প্রতীকী। এর দ্বারা তাদের জিদ ও হঠকারিতা যে কী পরিমাণ সেটাই বোঝানো হয়েছে। এর ব্যাখ্যা এই যে, সত্য সুস্পষ্ট হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তারা এমন জিদ ধরে বসে আছে যে, নিজেদেরকে সত্য দেখা থেকে বঞ্চিত রাখার সকল ব্যবস্থা করে রেখেছে, যেন তাদের গলায় বেড়ি পরানো আছে, ফলে মাথা উপরমুখো হয়ে আছে আর তাদের চারদিক প্রাচীর বেষ্টিত, যদ্দরুণ তারা কোন কিছুই দেখতে পাচ্ছে না।

৪. অর্থাৎ তাদের সমস্ত দুষ্কর্মও লিখে রাখা হচ্ছে এবং সেসব দুষ্কর্মের যে কুফল তাদের মৃত্যুর পর বাকি থেকে যায় তাও।

সুস্পষ্ট কিতাবে প্রতিটি বিষয় সংরক্ষণ করে রেখেছি।

[১]

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا اَصْحٰبَ الْقَرْيَةِ ۘ اِذْ جَآءَهَا الْمُرْسَلُوْنَ ﴿۱۳﴾

১৩. এবং (হে রাসূল!) তুমি তাদের সামনে দৃষ্টান্ত পেশ কর এক জনপদবাসীর, যখন তাদের কাছে এসেছিল রাসূলগণ।[৫]

اِذْ اَرْسَلْنَآ اِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوْهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوْٓا اِنَّآ اِلَيْكُمْ مُّرْسَلُوْنَ ﴿۱۴﴾

১৪. যখন আমি তাদের কাছে (প্রথমে) পাঠিয়েছিলাম দু'জন রাসূল, তখন তারা তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলল। তারপর তৃতীয়জনের মাধ্যমে আমি তাদেরকে শক্তিশালী করেছিলাম। তারপর তারা সকলে বলল, নিশ্চিতভাবে জেনে নাও, আমাদেরকে তোমাদের কাছে রাসূল বানিয়ে পাঠানো হয়েছে।

---

৫. কুরআন মাজীদে না এ জনপদটির নাম উল্লেখ করা হয়েছে আর না সেই রাসূলগণের নাম, যারা এ জনপদে প্রেরিত হয়েছিলেন। কোন কোন বর্ণনায় বলা হয়েছে এ জনপদটি হল শামের প্রসিদ্ধ শহর 'আনতাকিয়া'। কিন্তু সেসব বর্ণনা তেমন শক্তিশালী নয় এবং ঐতিহাসিকভাবেও তা সমর্থিত নয়। অন্যদিকে আরবী ভাষায় রাসূল (প্রেরিত) শব্দটি দ্বারা এমন যে-কোন লোককে বোঝানো হয়, যে কারও বার্তা নিয়ে অন্য কারও কাছে যায়। কিন্তু কুরআন মাজীদে এ শব্দটি সাধারণত আল্লাহ তাআলার প্রেরিত নবী-রাসূলগণের জন্যই ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং এটাই বেশি প্রকাশ যে, এস্থলে যে তিনজনের কথা বলা হয়েছে তারা নবী ছিলেন। কোন কোন রেওয়ায়াতে তাদের নাম বলা হয়েছে 'সাদিক', সাদূক ও শালূম বা শামউন। কিন্তু এসব রেওয়ায়াতও তেমন শক্তিশালী নয়। কোন কোন মুফাসসিরের ধারণা তাঁরা নবী ছিলেন না; বরং তাঁরা ছিলেন হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের শিষ্য। হযরত ঈসা আলাইহিস সালামই তাঁদেরকে ওই জনপদে তাবলীগের জন্য পাঠিয়েছিলেন। তাঁদের মতে اَلْمُرْسَلُوْنَ শব্দটি আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু এখানে তাঁদেরকে প্রেরণের কাজটিকে যেহেতু আল্লাহ তাআলা নিজের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করেছেন। তাই এটাই বেশি স্পষ্ট মনে হয় যে, তাঁরা নবীই ছিলেন। প্রথমে দু'জন নবী পাঠানো হয়েছিল, তারপর তৃতীয় আরেকজনকে। যাই হোক, এস্থলে কুরআন মাজীদ যে সবক দিতে চাচ্ছে তা সে জনপদটির নাম জানা এবং প্রেরিত ব্যক্তিবর্গের পরিচয় লাভের উপর নির্ভরশীল নয়। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা তাদের নাম জানাননি। আমাদেরও এর অনুসন্ধানের পেছনে পড়ার কোন দরকার নেই।

قَالُوْا مَآ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ۙ وَمَآ اَنْزَلَ الرَّحْمٰنُ مِنْ شَيْءٍ ۙ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَكْذِبُوْنَ ⑮

১৫. তারা বলল, তোমাদের স্বরূপ তো এছাড়া কিছু নয় যে, তোমরা আমাদেরই মত মানুষ। দয়াময় আল্লাহ কিছুই নাযিল করেননি। তোমরা সম্পূর্ণ মিথ্যাই বলছ।

قَالُوْا رَبُّنَا يَعْلَمُ اِنَّآ اِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُوْنَ ⑯

১৬. রাসূলগণ বলল, আমাদের প্রতিপালক ভালোভাবেই জানেন যে, আমাদেরকে বাস্তবিকই তোমাদের কাছে রাসূল বানিয়ে পাঠানো হয়েছে।

وَمَا عَلَيْنَآ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ⑰

১৭. আর আমাদের দায়িত্ব এর বেশি কিছু নয় যে, আমরা স্পষ্টভাবে বার্তা পৌঁছিয়ে দেবে।

قَالُوْٓا اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ ۚ لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهُوْا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِّنَّا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ⑱

১৮. জনপদবাসী বলল, আমরা তোমাদের মধ্যে অশুভতা লক্ষ করছি।[৬] নিশ্চিত-ভাবে জেনে রেখ, তোমরা নিবৃত্ত না হলে আমরা তোমাদের উপর পাথর নিক্ষেপ করব এবং আমাদের হাতে তোমাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তি ভোগ করতে হবে।

قَالُوْا طَآئِرُكُمْ مَّعَكُمْ ؕ اَئِنْ ذُكِّرْتُمْ ؕ بَلْ اَنْتُمْ

১৯. রাসূলগণ বলল, তোমাদের অশুভতা খোদ তোমাদেরই সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে।[৭] তোমাদের কাছে উপদেশ-

---

৬. কোন কোন বর্ণনা দ্বারা জানা যায়, রাসূলগণ যখন সে জনপদে এসে সত্য দ্বীনের দাওয়াত দিতে শুরু করলেন, তখন জনপদবাসী প্রচণ্ডভাবে তাদের বিরোধিতা করল। তাই সতর্ক করার জন্য আল্লাহ তাআলা তাদেরকে খরায় আক্রান্ত করলেন। কিন্তু তারা এটাকে শাস্তি গণ্য না করে উল্টো রাসূলগণকে দোষারোপ করল এবং বলল, তারা অশুভ বলেই খরা দেখা দিয়েছে। এমনও হতে পারে, তাদের দাওয়াতের ফলে যে তর্ক-বিতর্ক শুরু হয়ে গিয়েছিল সেটাকেই তারা তাদের অশুভতা সাব্যস্ত করেছে।

৭. অর্থাৎ তোমাদের অশুভতার মূল কারণ তো কুফর ও শিরক, যাতে তোমরা লিপ্ত রয়েছ।

قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ ﴿١٩﴾

বাণী পৌঁছেছে বলেই কি তোমরা একথা বলছ? প্রকৃতপক্ষে তোমরা এক সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়।

وَجَآءَ مِنْ اَقْصَا الْمَدِيْنَةِ رَجُلٌ يَّسْعٰى قَالَ يٰقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٢٠﴾

২০. শহরের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে এক ব্যক্তি ছুটে আসল।[৮] সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা রাসূলগণের অনুসরণ কর।

اتَّبِعُوْا مَنْ لَّا يَسْـَٔلُكُمْ اَجْرًا وَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ﴿٢١﴾

২১. অনুসরণ কর তাদের, যারা তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চায় না এবং যারা সঠিক পথে আছে।

[তেইশ পারা]

وَمَا لِيَ لَآ اَعْبُدُ الَّذِيْ فَطَرَنِيْ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٢٢﴾

২২. আমার কী যুক্তি আছে যে, আমি সেই সত্তার ইবাদত করব না, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন? এবং তারই দিকে তোমাদের সকলকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে।

ءَاَتَّخِذُ مِنْ دُوْنِهٖٓ اٰلِهَةً اِنْ يُّرِدْنِ الرَّحْمٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّيْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْـًٔا وَّلَا يُنْقِذُوْنِ ﴿٢٣﴾

২৩. আমি কি তাকে ছেড়ে এমন সব মাবুদ গ্রহণ করব যে, দয়াময় আল্লাহ আমার কোন অনিষ্ট করতে চাইলে তাদের সুপারিশ আমার কোন কাজে আসবে না এবং তারা আমাকে উদ্ধারও করতে পারবে না?

---

৮. বিভিন্ন বর্ণনা দ্বারা জানা যায় এই ব্যক্তির নাম 'হাবীব নাজ্জার'। তিনি পেশায় ছিলেন কাঠমিস্ত্রি। রাসূলগণের দাওয়াতে প্রথমেই তিনি ঈমান এনেছিলেন। নগরের এক প্রান্তে নিভৃতচারী হয়ে তিনি ইবাদত-বন্দেগীতে মশগুল থাকতেন। তিনি খবর পেলেন তাঁর সম্প্রদায়ের লোক রাসূলগণের ডাকে সাড়া না দিয়ে বরং তাঁদেরকে নানাভাবে কষ্ট দিচ্ছে। খবর পেয়েই তিনি দ্রুত সেখান থেকে ছুটে আসলেন এবং সম্প্রদায়ের লোকদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন। তিনি তাদেরকে লক্ষ্য করে যে হৃদয়স্পর্শী ভাষণ দিয়েছিলেন সেটাই কুরআন মাজীদে এস্থলে উদ্ধৃত হয়েছে।

إِنِّيٓ إِذًا لَّفِي ضَلَٰلٖ مُّبِينٍ ٢٤

২৪. আমি যদি এরূপ করি তবে নিঃসন্দেহে আমি সুস্পষ্ট গোমরাহীতে পতিত হব।

إِنِّيٓ ءَامَنتُ بِرَبِّكُمۡ فَٱسۡمَعُونِ ٢٥

২৫. আমি তোমাদের প্রতিপালকের উপর ঈমান এনেছি। সুতরাং তোমরা আমার কথা শোন।

قِيلَ ٱدۡخُلِ ٱلۡجَنَّةَۖ قَالَ يَٰلَيۡتَ قَوۡمِي يَعۡلَمُونَ ٢٦

২৬. (শেষ পর্যন্ত জনপদবাসী তাকে হত্যা করে ফেলল[৯] এবং আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে তাকে) বলা হল, জান্নাতে প্রবেশ কর।[১০] সে (জান্নাতের নেয়ামত রাজি দেখে) বলল, আহা! আমার সম্প্রদায় যদি জানতে পারত–

بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلۡمُكۡرَمِينَ ٢٧

২৭. আল্লাহ কিভাবে আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং আমাকে সম্মানিত লোকদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন!

وَمَآ أَنزَلۡنَا عَلَىٰ قَوۡمِهِۦ مِنۢ بَعۡدِهِۦ مِن جُندٖ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ ٢٨

২৮. সেই ব্যক্তির পর আমি তার সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আসমান থেকে কোন বাহিনী পাঠাইনি এবং আমার তা পাঠানোর প্রয়োজনও ছিল না।[১১]

---

৯. কোন কোন বর্ণনায় আছে, নিষ্ঠুর সম্প্রদায়টি তাঁর আন্তরিকতাপূর্ণ উপদেশের জবাবে তাঁকে লাথি-ঘুষি ও পাথর মেরে-মেরে শহীদ করে ফেলল।

১০. জান্নাতের আসল প্রবেশ তো হাশরের হিসাব-নিকাশের পর হবে, কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাঁর নেক বান্দাদেরকে বরযখ (মৃত্যু থেকে হাশরের মধ্যবর্তী) জগতেও জান্নাতের কিছু নেয়ামত দান করে থাকেন। এখানে তাঁকে এক দিকে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, তাঁর স্থান হল জান্নাত, অন্যদিকে জান্নাতের কিছু নেয়ামত বরযখের জগতেই তাঁকে দিয়ে দেওয়া হল, যা দেখে তাঁর আবার নিজ সম্প্রদায়ের কথা মনে পড়ল এবং তাঁদের কল্যাণকামিতায় উজ্জীবিত হয়ে বলল, আহা! তারা যদি জানতে পারত আমাকে কি-কি নেয়ামত দান করা হয়েছে, তাহলে হয়ত তাদের চোখ খুলত।

১১. অর্থাৎ সেই জালেম ও নাফরমান সম্প্রদায়কে ধ্বংস করার জন্য আমার আসমান থেকে ফেরেশতাদের কোন বাহিনী পাঠানোর দরকার ছিল না। ব্যস, মাত্র একজন ফেরেশতা

إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خٰمِدُوْنَ ﴿٢٩﴾

২৯. তা ছিল কেবল একটি মহানাদ, যাতে তারা সব নিভে নিথর হয়ে গেল।

يٰحَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ ۚ مَا يَأْتِيْهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ إِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٣٠﴾

৩০. আফসোস এসব বান্দার প্রতি! তাদের কাছে এমন কোন রাসূল আসেনি যাকে নিয়ে তারা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করত না।

أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ﴿٣١﴾

৩১. তারা কি দেখেনি তাদের পূর্বে আমি কত সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দিয়েছি, যারা তাদের কাছে ফিরে আসছে না?

وَإِنْ كُلٌّ لَّمَّا جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ ﴿٣٢﴾

৩২. এবং যত লোক আছে তাদের সকলকে অবশ্যই একত্র করে আমার সামনে হাজির করা হবে।

[২]

وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ ۚ أَحْيَيْنٰهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُوْنَ ﴿٣٣﴾

৩৩. আর তাদের জন্য একটি নিদর্শন হল মৃত ভূমি, যাকে আমি জীবন দান করেছি এবং তাতে শস্য উৎপন্ন করেছি অতঃপর তারা তা থেকে খেয়ে থাকে।

وَجَعَلْنَا فِيْهَا جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّأَعْنَابٍ وَّفَجَّرْنَا فِيْهَا مِنَ الْعُيُوْنِ ﴿٣٤﴾

৩৪. আমি সে ভূমিতে সৃষ্টি করেছি খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান এবং এমন ব্যবস্থা করেছি যে, তা থেকে উৎসারিত হয়েছে পানির প্রস্রবণ–

لِيَأْكُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖ ۙ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيْهِمْ ۖ

৩৫. যাতে তারা তার ফল খেতে পারে। তাতো তাদের হাত তৈরি করেনি।[১২]

একটি বিকট আওয়াজ করল এবং তাতেই সম্প্রদায়ের সমস্ত মানুষ কলজে ফেটে মারা গেল এবং সে জনপদটি এমন হয়ে গেল, যেন আগুন নিভে ছাইয়ের স্তূপ হয়ে গেছে। মহান আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন।

১২. দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে এদিকে যে, মানুষ যখন ক্ষেত-খামার করে তখন তার সমস্ত দৌড়-ঝাপের সারাংশ তো কেবল এই যে, সে মাটি প্রস্তুত করে ও তাতে বীজ বপণ করে,

أَفَلَا يَشْكُرُونَ ۝٣٥

তবুও কি তারা শোকর আদায় করবে না?

سُبْحٰنَ الَّذِىْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ ۝٣٦

৩৬. পবিত্র সেই সত্তা, যিনি প্রতিটি জিনিস জোড়া-জোড়া সৃষ্টি করেছেন– ভূমি যা উৎপন্ন করে তাকেও এবং তাদের নিজেদেরকেও আর তারা (এখনও) যা জানে না তাকেও।[১৩]

وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الَّيْلُ ۚ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَاِذَا هُمْ مُّظْلِمُوْنَ ۝٣٧

৩৭. তাদের জন্য আরেকটি নিদর্শন হল রাত, যা থেকে আমি দিনের আবরণ সরিয়ে নেই, অমনি তারা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।[১৪]

وَالشَّمْسُ تَجْرِىْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ؕ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ۝٣٨

৩৮. সূর্য আপন গন্তব্যের দিকে পরিভ্রমণ করছে। এ সবই সেই সত্তার স্থিরীকৃত ব্যবস্থাপনা, যার ক্ষমতাও পরিপূর্ণ, জ্ঞানও পরিপূর্ণ।

কিন্তু সেই বীজকে পরিচর্যা করে তা থেকে মাটি ফাটিয়ে অঙ্কুর উদগত করা, তারপর তাকে পরিপুষ্ট করে বৃক্ষের রূপ দেওয়া, অবশেষে তাতে ফল-ফলাদি জন্মানো– এসব তো মানুষের কাজ নয়। এটা কেবল আল্লাহ তাআলার রবূবিয়াত গুণেরই কারিশমা। গোটা উদ্ভিদ জগতে যা প্রতিনিয়ত ঘটে, সেই মহা গুণই তার প্রকৃত নিয়ামক।

১৩. কুরআন মাজীদ বহু স্থানে এই সত্য প্রকাশ করেছে যে, আল্লাহ তাআলা প্রতিটি বস্তুকে জোড়ায়-জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন। মানুষের জোড়া তো নর-নারী রূপে সেই শুরু থেকেই চলে আসছে, যা সকলেই বোঝে। কিন্তু কুরআন মাজীদ বলছে, স্ত্রী-পুরুষের ব্যাপারটা উদ্ভিদের মধ্যেও আছে। এ তত্ত্ব কিন্তু বিজ্ঞান জেনেছে বহু পরে। সামনে আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট ভাষায় জানাচ্ছেন যে, বহু জিনিস এমনও আছে, যার মধ্যে যুগল থাকার বিষয়টা এখনও পর্যন্ত তোমরা জানতে পারনি। সুতরাং আধুনিক বিজ্ঞান ক্রমান্বয়ে যেসব যুগল আবিষ্কার করে চলেছে, যেমন বিদ্যুতের ভেতর নেগেটিভ-পজেটিভ, এটমের ভেতর নিওট্রন-প্রোট্রন ইত্যাদি সবই কুরআন মাজীদের এই সাধারণ বয়ানের অন্তর্ভুক্ত।

১৪. এখানে আল্লাহ তাআলা আরেকটি সত্য প্রকাশ করেছেন। তা এই যে, জগতে অন্ধকারই মূল অবস্থা। আল্লাহ তাআলা তা দূর করার জন্য সূর্যের আলো সৃষ্টি করেছেন। সূর্য যখন উদিত হয়, তখন সে জগতের অংশ-বিশেষের উপর আলোর একটি চাদর বিছিয়ে দেয়,

وَالْقَمَرَ قَدَّرْنٰهُ مَنَازِلَ حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ ﴿۳۹﴾

৩৯. আর চাঁদের জন্য আমি মনজিল নির্দিষ্ট করেছি পরিমাপ করে, পরিশেষে তা যখন (মনজিলসমূহ অতিক্রম করে) ফিরে আসে, তখন খেজুরের পুরানো ডালার মত (সরু) হয়ে যায়।[১৫]

لَا الشَّمْسُ يَنْۢبَغِيْ لَهَاۤ اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ؕ وَكُلٌّ فِيْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ ﴿۴۰﴾

৪০. সূর্য পারে না[১৬] চাঁদকে গিয়ে ধরতে আর রাতও পারে না দিনকে অতিক্রম করতে। প্রত্যেকেই আপন আপন কক্ষপথে সাঁতার কাটে।

وَاٰيَةٌ لَّهُمْ اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ﴿۴۱﴾

৪১. তাদের জন্য আরেকটি নিদর্শন এই যে, আমি তাদের সন্তান-সন্ততিকে বোঝাই নৌযানে আরোহন করিয়েছিলাম।[১৭]

وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِّنْ مِّثْلِهٖ مَا يَرْكَبُوْنَ ﴿۴۲﴾

৪২. আমি তাদের জন্য অনুরূপ আরও জিনিস সৃষ্টি করেছি, যাতে তারা সওয়ার হয়ে থাকে।[১৮]

ফলে জগতের সেই অংশ আলোকিত হয়ে ওঠে। অতঃপর যখন সূর্য অস্ত যায়, তখন আলোর সেই চাদর সরে যায়, অমনি আবার মূল অন্ধকার ফিরে আসে।

১৫. অর্থাৎ পূর্ণ মাসের পরিভ্রমণ শেষে এক-দু' রাত তো চাঁদের দেখাই পাওয়া যায় না। তারপর যখন দ্বিতীয় ভ্রমণ শুরু করে তখন সেটা খেজুর ডালা পুরনো হলে যেমন সরু ও বাঁকা হয়ে যায় ঠিক সে রকমই সরু ও বাঁকা হয়ে যায়।

১৬. এর এক অর্থ তো এই যে, চাঁদ ও সুরুজ উভয়টি আপন-আপন কক্ষপথে ছুটে চলছে। সূর্যের সাধ্য নেই যে, সে চাঁদের কক্ষপথে প্রবেশ করবে। দ্বিতীয় অর্থ হল সূর্যের সাধ্য নেই রাতের বেলা যখন আকাশে চাঁদ জ্বলজ্বল করে তখন উদিত হয়ে রাতকে দিন বানিয়ে দেবে।

১৭. সন্তানদের কথা বিশেষভাবে বলা হয়েছে এ কারণে যে, সেকালে আরববাসী তাদের যুবক সন্তানদেরকে বাণিজ্য ব্যাপদেশে সামুদ্রিক ভ্রমণে পাঠাত।

১৮. নৌযানের অনুরূপ সৃষ্টি বলতে কী বোঝানো হয়েছে? সাধারণত মুফাসসিরগণ এর ব্যাখ্যা করেছেন উটের দ্বারা। কেননা আরববাসী উটকে মরুভূমির জাহাজ বলে থাকে। কিন্তু কুরআন মাজীদের শব্দ সাধারণ। নৌকার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ যে-কোনও বস্তুই এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। বরং আরবী ব্যাকরণ অনুসারে আয়াতের তরজমা এভাবেও করা যেতে

৪৩. আমি চাইলে তাদেরকে নিমজ্জিত করতে পারি, ফলে তখন তাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না এবং তাদের প্রাণ রক্ষাও সম্ভব হবে না–

وَاِنْ نَّشَاْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيْخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُوْنَ ﴿٤٣﴾

৪৪. কিন্তু এসবই আমার পক্ষ হতে এক রহমত এবং এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত (জীবনের) আনন্দ ভোগের সুযোগ (যা তাদেরকে দেওয়া হচ্ছে)।

اِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ ﴿٤٤﴾

৪৫. যখন তাদেরকে বলা হয়, বাঁচ তা হতে (সেই শাস্তি হতে) যা তোমাদের সামনে আছে এবং যা আসবে তোমাদের মৃত্যুর পর, যাতে তোমাদের প্রতি দয়া করা হয় (তখন তারা তা গ্রাহ্য করে না)।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّقُوْا مَا بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿٤٥﴾

৪৬. এবং তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে তাদের কাছে এমন কোন নিদর্শন আসে না, যা থেকে তারা মুখ ফেরায় না।

وَمَا تَاْتِيْهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ مِّنْ اٰيٰتِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ﴿٤٦﴾

৪৭. যখন তাদেরকে বলা হয় আল্লাহ তোমাদেরকে যে রিযিক দিয়েছেন তা থেকে (গরীবদের জন্যও) ব্যয় কর, তখন কাফেরগণ মুসলিমদেরকে বলে, আমরা কি তাদেরকে খাবার খাওয়াব, যাদেরকে আল্লাহ ইচ্ছা করলে নিজেই

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ ۙ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنُطْعِمُ مَنْ لَّوْ يَشَآءُ اللّٰهُ

পারে, আমি তাদের জন্য এর মত অন্য জিনিসও সৃষ্টি করেছি, যাতে তারা (ভবিষ্যতে) আরোহন করবে। এ হিসেবে কিয়ামত পর্যন্ত যত যানবাহন আবিষ্কৃত হবে সবই এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়, যেমন বিভিন্ন রকমের আধুনিক জলযান। উড়োজাহাজও এক দিক থেকে পানির জাহাজ তুল্য। একটা সাতার কাটে পানিতে, অন্যটা বায়ুতে।

اَطْعَمَهٗٓ ۖ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٤٧﴾

খাওয়াতেন? (হে মুসলিমগণ!) তোমাদের অবস্থা এ ছাড়া কিছুই নয় যে, তোমরা সুস্পষ্ট গোমরাহীতে পড়ে রয়েছ।

وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٤٨﴾

৪৮. এবং তারা বলে, (কিয়ামতের) এ প্রতিশ্রুতি কবে পূর্ণ হবে? (হে মুসলিমগণ!) তোমরা সত্যবাদী হলে এটা বলে দাও।

مَا يَنْظُرُوْنَ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً تَاْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُوْنَ ﴿٤٩﴾

৪৯. (প্রকৃতপক্ষে) তারা একটি মহানাদেরই অপেক্ষায় আছে, যা তাদেরকে পাকড়াও করবে তাদের বিতর্কে লিপ্ত থাকা অবস্থায়।

فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ تَوْصِيَةً وَّلَآ اِلٰٓى اَهْلِهِمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿٥٠﴾

৫০. তখন আর তারা কোন অসিয়ত করতে পারবে না এবং পারবে না নিজ পরিবারবর্গের কাছে ফিরে যেতে।

[৩]

وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَاِذَا هُمْ مِّنَ الْاَجْدَاثِ اِلٰى رَبِّهِمْ يَنْسِلُوْنَ ﴿٥١﴾

৫১. এবং শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া হবে। অমনি তারা আপন-আপন কবর থেকে বের হয়ে তাদের প্রতিপালকের দিকে ছুটে চলবে।

قَالُوْا يٰوَيْلَنَا مَنْۢ بَعَثَنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا ۜ هٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُوْنَ ﴿٥٢﴾

৫২. তারা বলতে থাকবে, হায় আমাদের দুর্ভোগ! কে আমাদেরকে আমাদের নিদ্রাস্থল থেকে উঠাল? (উত্তর দেওয়া হবে,) এটা সেই জিনিস, যার প্রতিশ্রুতি দয়াময় আল্লাহ দিয়েছিলেন এবং রাসূলগণ সত্য কথা বলেছিল।

إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿٥٣﴾

৫৩. আর কিছুই নয়, কেবল একটি মহানাদ হবে, অমনি তাদের সকলকে আমার সামনে উপস্থিত করা হবে।

فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَّلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٤﴾

৫৪. সুতরাং সে দিন কোন ব্যক্তির উপর জুলুম করা হবে না এবং তোমাদেরকে আর কোন জিনিসের নয়, বরং তোমাদের কৃতকর্মেরই প্রতিফল দেওয়া হবে।

إِنَّ أَصْحٰبَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فٰكِهُونَ ﴿٥٥﴾

৫৫. নিশ্চয়ই সে দিন জান্নাতবাসীগণ আপন ব্যস্ততায় মগ্ন থাকবে।

هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلٰلٍ عَلَى الْأَرَآئِكِ مُتَّكِـُٔونَ ﴿٥٦﴾

৫৬. তারা ও তাদের স্ত্রীগণ নিবিড় ছায়ায় আরামদায়ক আসনে হেলান দিয়ে থাকবে।

لَهُمْ فِيهَا فٰكِهَةٌ وَّلَهُمْ مَّا يَدَّعُونَ ﴿٥٧﴾

৫৭. সেখানে তাদের জন্য থাকবে ফলমূল এবং তারা যা কিছুর ফরমায়েশ করবে তাই তারা পাবে।

سَلٰمٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيمٍ ﴿٥٨﴾

৫৮. দয়াময় প্রতিপালকের পক্ষ হতে তাদেরকে সালাম বলা হবে।

وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ﴿٥٩﴾

৫৯. আর (কাফেরদেরকে বলা হবে) হে অপরাধীগণ! আজ তোমরা (মুমিনদের থেকে) পৃথক হয়ে যাও।

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يٰبَنِيٓ اٰدَمَ أَنْ لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطٰنَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٦٠﴾

৬০. হে আদম সন্তানগণ! আমি কি তোমাদেরকে গুরুত্ব দিয়ে বলিনি যে, তোমরা শয়তানের ইবাদত করো না, সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু?

وَّ اَنِ اعْبُدُوْنِیْ ؕ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِیْمٌ ﴿۶۱﴾

৬১. এবং তোমরা আমার ইবাদত কর। এটাই সরল পথ?

وَ لَقَدْ اَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِیْرًا ؕ اَفَلَمْ تَكُوْنُوْا تَعْقِلُوْنَ ﴿۶۲﴾

৬২. বস্তুত শয়তান তোমাদের মধ্য হতে একটি বড় দলকে গোমরাহ করেছিল। তবুও কি তোমরা বোঝনি?

هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِیْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ﴿۶۳﴾

৬৩. এটাই সেই জাহান্নাম, যার ভয় তোমাদেরকে দেখানো হত।

اِصْلَوْهَا الْیَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ﴿۶۴﴾

৬৪. আজ এতে প্রবেশ কর। যেহেতু তোমরা কুফর করতে।

اَلْیَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰۤی اَفْوَاهِهِمْ وَ تُكَلِّمُنَاۤ اَیْدِیْهِمْ وَ تَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا یَكْسِبُوْنَ ﴿۶۵﴾

৬৫. আজ আমি তাদের মুখে মোহর লাগিয়ে দেব। ফলে তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং তাদের পা সাক্ষ্য দেবে তাদের কৃতকর্মের।[১৯]

وَ لَوْ نَشَآءُ لَطَمَسْنَا عَلٰۤی اَعْیُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَاَنّٰی یُبْصِرُوْنَ ﴿۶۶﴾

৬৬. আমি চাইলে (ইহকালেই) তাদের চোখ লোপ করে দিতে পারতাম। তখন তারা পথের সন্ধানে ছোটাছুটি করত, কিন্তু তারা কোথায় কি দেখতে পেত?

وَ لَوْ نَشَآءُ لَمَسَخْنٰهُمْ عَلٰی مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوْا مُضِیًّا وَّ لَا یَرْجِعُوْنَ ﴿۶۷﴾

৬৭. আমি ইচ্ছা করলে তাদেরকে স্ব-স্ব স্থানে বসিয়ে তাদের আকৃতি এমনভাবে বিকৃত করে দিতে পারতাম যে, তারা সামনে অগ্রসর

---

১৯. কাফেরগণ যখন তাদের শিরক ও অন্যান্য অপরাধের কথা অস্বীকার করবে, তখন আল্লাহ তাআলা তাদের হাত-পা'কে বাকশক্তি দান করবেন। তখন তারা সাক্ষ্য দেবে যে, তারা অমুক-অমুক গোনাহ করেছিল। বিষয়টা বিস্তারিতভাবে সূরা নূর (২৪ : ২৪) ও সূরা হা-মীম আস-সাজদায় (৪১ : ২০) বর্ণিত আছে।

হতে পারত না এবং পিছনেও ফিরে আসতে পারত না।

[৪]

৬৮. আমি যাকে দীর্ঘায়ু দান করি গঠনগতভাবে তাকে উল্টিয়ে দেই।[২০] তথাপি কি তারা উপলব্ধি করবে না?

وَمَنْ نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ ۖ اَفَلَا يَعْقِلُوْنَ ﴿٦٨﴾

৬৯. আমি তাকে (অর্থাৎ রাসূলকে) কাব্য চর্চা করতে শিখাইনি এবং তা তার পক্ষে শোভনীয়ও নয়।[২১] এটা তো এক উপদেশবাণী এবং এমন কুরআন যা সত্যকে সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করে।

وَمَا عَلَّمْنٰهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْۢبَغِيْ لَهٗ ۖ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ وَّقُرْاٰنٌ مُّبِيْنٌ ﴿٦٩﴾

৭০. যাতে প্রত্যেক জীবিতজনকে সতর্ক করে[২২] দেয় এবং যাতে কাফেরদের বিরুদ্ধে প্রমাণ চূড়ান্ত হয়ে যায়।

لِّيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَّيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴿٧٠﴾

৭১. তারা কি দেখেনি যে, আমি নিজ হাতে সৃষ্ট বস্তুরাজির মধ্যে তাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছি, অতঃপর তারাই তার মালিক হয়ে গেছে?

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِّمَّا عَمِلَتْ اَيْدِيْنَاۤ اَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مٰلِكُوْنَ ﴿٧١﴾

---

২০. মানুষ যখন অত্যধিক বৃদ্ধ হয়ে যায় তখন তার শক্তিসমূহ নিঃশেষ হয়ে যায়। তার আর দেখার, শোনার, বলার ও বোঝার মত ক্ষমতা থাকে না, থাকলেও তা এতই সামান্য, যা বিশেষ কাজে আসে না। আল্লাহ তাআলা বলছেন, মানুষ তো তাদের শারীরিক এসব পরিবর্তন হর-হামেশাই প্রত্যক্ষ করে। এর দ্বারা তাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত যে, আল্লাহ তাআলা তাদের মধ্যে যখন এ রকম শারীরিক পরিবর্তন ঘটানোর ক্ষমতা রাখেন, তখন গোনাহের কারণে তাদেরকে তো বিলকুল অন্ধও করে দিতে এবং তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে বিকৃত করেও ফেলতে পারেন।

২১. মুশরিকদের মধ্যে অনেকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বলত, তিনি একজন কবি এবং কুরআন মাজীদ তার রচিত কাব্যগ্রন্থ (নাউযুবিল্লাহ)। এ আয়াত তাদের সে দাবি রদ করছে।

২২. 'জীবিতজনকে সতর্ক করে' অর্থাৎ যার অন্তর জীবিত ও সচেতন এবং সত্যে উপনীত হতে আগ্রহী তাকে। এরূপ ব্যক্তিকে জীবিত বলার দ্বারা ইশারা করা হচ্ছে, যে ব্যক্তি সত্যের

وَذَلَّلْنٰهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوْبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُوْنَ ۝٧٢

৭২. আমি সে জন্তুগুলিকে তাদের বশীভূত করে দিয়েছি। সুতরাং সেগুলোর কতক তাদের বাহন এবং কতক তারা আহার করে।

وَلَهُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ ؕ اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ ۝٧٣

৭৩. এবং তারা সেসব জন্তু হতে আরও বহু উপকারিতা অর্জন করে এবং লাভ করে পানীয় বস্তু। তথাপি কি তারা শোকর আদায় করবে না?

وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اٰلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنْصَرُوْنَ ۝٧٤

৭৪. তারা আল্লাহকে ছেড়ে এই আশায় অন্যকে মাবুদরূপে গ্রহণ করেছে যে, হয়ত তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে।

لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحْضَرُوْنَ ۝٧٥

৭৫. (অথচ) তাদের এ ক্ষমতাই নেই যে, তাদের সাহায্য করবে; বরং তারা তাদের জন্য এমন এক বিরোধী সৈন্য হয়ে যাবে, যাদেরকে (কিয়ামতের দিন তাদের সামনে) উপস্থিত করা হবে।[২৩]

فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ ۘ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ۝٧٦

৭৬. সুতরাং (হে রাসূল!) তাদের কথা যেন তোমাকে দুঃখ না দেয়। নিশ্চিতভাবে জেনে রেখ, তারা কী গোপন রাখছে আর কী প্রকাশ করছে সবই আমার জানা আছে।

সন্ধানী নয় এবং গাফলতির ভেতর জীবন অতিবাহিত করছে, সে মৃততুল্য। সে জীবিত অভিধায় অভিহিত হওয়ার উপযুক্ত নয়।

২৩. অর্থাৎ যেসব মনগড়া উপাস্য সম্পর্কে তারা আশাবাদী ছিল যে, তারা তাদের সাহায্য করবে, তারা তাদের সাহায্য তো করতে পারবেই না, উল্টো কিয়ামতের দিন তাদের গোটা দল তাদের পূজারীদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে, যেমন সূরা সাবা (২৪ : ৪০) ও সূরা কাসাস (২৮ : ৬৩)-এ বর্ণিত হয়েছে।

أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿٧٧﴾

৭৭. মানুষ কি লক্ষ করেনি আমি তাকে সৃষ্টি করেছি শুক্রবিন্দু দ্বারা? অতঃপর সহসাই সে প্রকাশ্য বিতণ্ডাকারী হয়ে গেল।

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ ۖ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴿٧٨﴾

৭৮. আমার সম্পর্কে সে উপমা রচনা করে, অথচ সে নিজ সৃজনের কথা ভুলে বসে আছে। সে বলে, কে এই অস্থিগুলিকে জীবিত করবে– এগুলো পচে-গলে যাওয়া সত্ত্বেও?

قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴿٧٩﴾

৭৯. বলে দাও, সেগুলোকে জীবিত করবেন সেই সত্তা, যিনি তাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি সৃজনের প্রতিটি কাজই জানেন।

الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ ﴿٨٠﴾

৮০. তিনিই সবুজ-সতেজ বৃক্ষ হতে তোমাদের জন্য আগুন সৃষ্টি করেছেন।[২৪] অনন্তর তোমরা তা হতে প্রজ্জ্বলনের কাজ নাও।

أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم ۚ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ﴿٨١﴾

৮১. তবে কি যে সত্তা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি কি তাদের অনুরূপ (পুনরায়) সৃষ্টি করতে সক্ষম নন? কেন নয়? তিনি তো সব কিছুই সৃষ্টি করার পূর্ণ নৈপুণ্য রাখেন!

---

২৪. 'সবুজ-সতেজ বৃক্ষ হতে আগুন সৃষ্টি করেছেন'– আরবে 'মারখ' ও 'আফার' নামে দু'রকম বৃক্ষ জন্মায়। আরববাসী তা দ্বারা চকমকির কাজ নেয়। তার একটিকে অন্যটির সাথে ঘষা দিলে আগুন জ্বলে ওঠে। বলা হচ্ছে যে, যেই মহান সত্তা এক তাজা গাছ থেকে আগুন সৃষ্টি করতে পারেন, তার পক্ষে অন্যান্য জড় পদার্থে জীবন দান করা কঠিন হবে কেন?

إِنَّمَآ أَمْرُهُۥٓ إِذَآ أَرَادَ شَيْـًٔا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ﴿٨٢﴾

৮২. তাঁর ব্যাপার তো এই যে, তিনি যখন কোন কিছুর ইচ্ছা করেন, তখন কেবল বলেন, 'হয়ে যা'। অমনি তা হয়ে যায়।

فَسُبْحَـٰنَ ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ مَلَكُوتُ كُلِّ شَىْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٣﴾

৮৩. অতএব পবিত্র সেই সত্তা, যার হাতে প্রতিটি জিনিসের শাসন-ক্ষমতা এবং তাঁরই কাছে শেষ পর্যন্ত তোমাদের সকলকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে।

আলহামদুলিল্লাহ! আজ ২১ শে রমযানুল মুবারক ১৪২৮ হিজরী মোতাবেক ৩রা অক্টোবর ২০০৭ খ্রি. রাত তিনটায় সূরা ইয়াসীনের তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। (অনুবাদ শেষ হল আজ ১৮ই যূ-কাদাঃ ১৪৩১ হিজরী মোতাবেক ২৭ শে অক্টোবর ২০১০ খ্রি.)। আল্লাহ তাআলা এই খেদমতটুকু কবুল করে নিন এবং একে সকলের জন্য উপকারী বানিয়ে দিন। অবশিষ্ট সূরাগুলির কাজও নিজ মর্জি মোতাবেক শেষ করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

৩৭
সূরা আস-সাফফাত

সূরা আস-সাফফাত
পরিচিতি

মক্কী সূরাসমূহে সর্বাপেক্ষা বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাত, ইসলামের এই বুনিয়াদী আকীদাসমূহের উপর। এ সূরারও কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু তাই। তবে এ সূরায় বিশেষভাবে 'ফেরেশতাগণ আল্লাহর কন্যা', মুশরিকদের এই ভ্রান্ত বিশ্বাসকে খণ্ডন করা হয়েছে। এ কারণেই সূরার সূচনা করা হয়েছে ফেরেশতাদের গুণাবলী বর্ণনার মাধ্যমে। তাছাড়া এ সূরায় আখেরাতে মানুষকে যে অবস্থাসমূহের সম্মুখীন হতে হবে তারও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সেই সঙ্গে কাফেরদেরকে তাদের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে সাবধান করা হয়েছে এবং স্পষ্ট ভাষায় তাদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, তাদের সর্বাত্মক বিরোধিতা সত্ত্বেও দুনিয়ায়ও ইসলাম জয়যুক্ত হবেই হবে। আর এ প্রসঙ্গেই হযরত নূহ, হযরত লুত, হযরত মুসা, হযরত ইলিয়াস ও হযরত ইউনুস আলাইহিমুস সালামের ঘটনা সংক্ষেপে আর হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের ঘটনা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। বিশেষত হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে যে পুত্র কুরবানীর আদেশ করা হয়েছিল এবং তিনিও যে হুকুম তামিলের জযবায় তাকে কুরবানী করতে উদ্যত হয়েছিলেন, সেই ঘটনা বিস্তারিতভাবে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী শৈলীতে বর্ণনা করা হয়েছে। সূরার প্রথম আয়াত থেকে এর নাম গৃহীত হয়েছে।

৩৭ – সূরা আস-সাফফাত – ৫৬

سُوْرَةُ الصّٰفّٰتِ مَكِّيَّةٌ

মক্কী; ১৮২ আয়াত; ৫ রুকু

اٰيَاتُهَا ١٨٢ رُكُوْعَاتُهَا ٥

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. শপথ তাদের,[১] যারা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়।[২]

وَالصّٰفّٰتِ صَفًّا ﴿١﴾

২. তারপর তাদের, যারা কঠোরভাবে বাধা প্রদান করে।[৩]

فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا ﴿٢﴾

৩. তারপর তাদের, যারা 'যিকির'-এর তেলাওয়াত করে।[৪]

فَالتّٰلِيٰتِ ذِكْرًا ﴿٣﴾

---

১. নিজের কোন কথাকে সত্য প্রমাণ করার জন্য আল্লাহ তাআলার শপথ করার দরকার পড়ে না, কিন্তু তা সত্ত্বেও কুরআন মাজীদে তিনি বিভিন্ন বস্তুর শপথ করেছেন। মুফাসসিরগণ বলেন, শপথ হচ্ছে আরবী ভাষালঙ্কারের একটি বিশেষ শৈলী। এর দ্বারা কথা শক্তিশালী হয় এবং এর ফলে কথায় আছর সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয়ত যেসব জিনিসের শপথ করা হয়েছে, লক্ষ্য করলে দেখা যায়, তা সেই বিষয়বস্তুর সপক্ষে প্রমাণ হয়ে থাকে, যার উল্লেখ শপথের পর করা হয়।

২. অধিকাংশ তাফসীরবিদের মত অনুযায়ী এর দ্বারা ফেরেশতাদের কথা বোঝানো হয়েছে, যারা আল্লাহ তাআলার ইবাদতকালে বা আল্লাহ তাআলার আদেশ শোনার জন্য সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু আয়াতে ফেরেশতাদের নাম নেওয়া হয়নি। সম্ভবত এর কারণ এই যে, এর দ্বারা শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, কোন সমষ্টিগত কাজের সময় বিশৃঙ্খলরূপে একত্র হওয়া আল্লাহ তাআলার পছন্দ নয়। বরং এরূপ ক্ষেত্রে সারিবদ্ধ হয়ে নিয়ম-শৃঙ্খলার সাথে দাঁড়ালে সেটাই আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন। এ কারণেই নামাযেও সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ানোর তাকীদ রয়েছে। জিহাদের সময় ব্যুহ রচনার গুরুত্ব তো সর্বজনবিদিত।

৩. অর্থাৎ সেই ফেরেশতাগণ যারা শয়তানদেরকে ঊর্ধ্বজগতে প্রবেশ ও দুষ্কর্ম করতে বাধা প্রদান করে।

৪. এর দ্বারা কুরআন মাজীদের তেলাওয়াতও বোঝানো হতে পারে এবং আল্লাহ তাআলার যিকিরে রত থাকাও।

সূরার প্রথম তিন আয়াতে বর্ণিত গুণগুলি ফেরেশতাদের। এর ভেতর ইবাদত-বন্দেগীর সবগুলো পদ্ধতি এসে গেছে। অর্থাৎ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আল্লাহ তাআলার ইবাদত করা, তাগুত ও শয়তানী শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা এবং আল্লাহ তাআলার কালাম তেলাওয়াত করা ও তার যিকিরে মশগুল থাকা।

৪. তোমাদের মাবুদ একই।

إِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ ④

৫. যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এর মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর মালিক এবং তিনি মালিক নক্ষত্ররাজি যেসব স্থান থেকে উদিত হয় তারও।

رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ ⑤

৬. নিশ্চয়ই আমি নিকটবর্তী আকাশকে নক্ষত্ররাজির শোভা দ্বারা সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছি।

إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ ⑥

৭. এবং প্রত্যেক দুষ্ট (শয়তান) থেকে হেফাজতের মাধ্যম বানিয়েছি।

وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ مَّارِدٍ ⑦

৮. তারা ঊর্ধ্ব জগতের কথাবার্তা শুনতে পারে না এবং সকল দিক থেকে তাদের উপর মার আসে।

لَا يَسَّمَّعُوْنَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلٰى وَيُقْذَفُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ⑧

৯. তাদেরকে করা হয় বিতাড়িত এবং (আখেরাতে) তাদের জন্য আছে স্থায়ী শাস্তি।

دُحُوْرًا وَّلَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ ⑨

১০. তবে কেউ কোন কিছু ছোঁ মেরে নিয়ে যেতে চাইলে জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড তার পশ্চাদ্ধাবন করে।[৫]

إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهٗ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ⑩

এ সবের শপথ করে বলা হয়েছে, সত্য মাবুদ কেবলই আল্লাহ তাআলা। তাঁর কোন শরীক নেই এবং তাঁর সন্তান-সন্ততির কোন প্রয়োজন নেই। ফেরেশতাদের এসব গুণের শপথ করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, তোমরা যদি ফেরেশতাদের এসব অবস্থার ভেতর চিন্তা কর তবে অবশ্যই বুঝতে পারবে তারা সকলে আল্লাহ তাআলার বন্দেগীতে লিপ্ত আছে। আল্লাহ তাআলার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক পিতা-পুত্রীর নয়; বরং আবেদ ও মাবুদের।

৫. এ সম্পর্কে সূরা হিজর (১৫ : ১৬, ১৭)-এর টীকায় বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। সেখানে দ্রষ্টব্য।

فَاسْتَفْتِهِمْ اَهُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمْ مَّنْ خَلَقْنَا ؕ اِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِّنْ طِيْنٍ لَّازِبٍ ﴿۱۱﴾

১১. সুতরাং তাদেরকে (অর্থাৎ কাফের-দেরকে) জিজ্ঞেস কর, তাদেরকে সৃষ্টি করা বেশি কঠিন, না আমার অন্যান্য মাখলুককে?[৬] আমি তো তাদেরকে সৃষ্টি করেছি আঠাল কাদা হতে।

بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُوْنَ ﴿۱۲﴾

১২. (হে রাসূল!) সত্যি কথা হচ্ছে, তুমি তো (তাদের কথায়) বিস্ময়বোধ করছ, কিন্তু তারা করছে বিদ্রূপ।

وَاِذَا ذُكِّرُوْا لَا يَذْكُرُوْنَ ﴿۱۳﴾

১৩. তাদেরকে যখন উপদেশ দেওয়া হয়, তখন তারা উপদেশ মানে না।

وَاِذَا رَاَوْا اٰيَةً يَّسْتَسْخِرُوْنَ ﴿۱۴﴾

১৩. আর যখন কোন নিদর্শন দেখে, তখন ব্যঙ্গ করে।

وَقَالُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿۱۵﴾

১৫. তারা বলে, সে একজন প্রকাশ্য যাদুকর ছাড়া কিছু নয়।

ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ ﴿۱۶﴾

১৬. তবে কি আমরা মরে মাটি ও অস্থিতে পরিণত হয়ে যাওয়ার পরও আমাদেরকে পুনরায় জীবিত করা হবে?

اَوَاٰبَآؤُنَا الْاَوَّلُوْنَ ﴿۱۷﴾

১৭. এমন কি আমাদের পূর্বেকার আমাদের বাপ-দাদাদেরকেও?

قُلْ نَعَمْ وَاَنْتُمْ دَاخِرُوْنَ ﴿۱۸﴾

১৮. বলে দাও, হ্যাঁ এবং তোমরা লাঞ্ছিতও হবে।

---

৬. অর্থাৎ আসমান, যমীন ও চন্দ্র-সূর্যের সৃজন তাদের সৃজন অপেক্ষা বেশি কঠিন। আল্লাহ তাআলা যখন সেই কঠিন মাখলুকসমূহকেই অতি সহজে নাস্তি থেকে অস্তিতে আনয়ন করেছেন, তখন কাদা দ্বারা সৃষ্ট মানুষকে একবার মৃত্যু দানের পর পুনরায় জীবিত করে তোলা তার পক্ষে মুশকিল হবে কেন?

১৯. ব্যস, তা তো একটি মাত্র মহানাদ হবে, আর অমনি তারা (যত সব বিভৎস দৃশ্য) দেখতে শুরু করবে।

فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ ۝١٩

২০. এবং বলবে, হায়, আমাদের দুর্ভোগ! এটা তো হিসাব-নিকাশের দিন।

وَقَالُوا يَٰوَيْلَنَا هَٰذَا يَوْمُ الدِّينِ ۝٢٠

২১. (জী হাঁ!) এটাই সেই মীমাংসার দিন, যাকে তোমরা অবিশ্বাস করতে।

هَٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ ۝٢١

[১]

২২-২৩. (ফেরেশতাদেরকে বলা হবে,) যারা জুলুম করেছিল, তাদেরকে ঘেরাও করে নিয়ে এসো এবং তাদের সঙ্গীদেরকেও এবং তারা আল্লাহকে ছেড়ে যাদের ইবাদত করত তাদেরকেও। তারপর তাদেরকে জাহান্নামের পথ দেখাও।

احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ۝٢٢
مِن دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ ۝٢٣

২৪. এবং তাদেরকে একটু দাঁড় করাও। কেননা তাদেরকে একটু জিজ্ঞেস করা হবে।

وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ ۝٢٤

২৫. ব্যাপার কী? তোমাদের কী হল যে, একে অন্যকে সাহায্য করছ না?

مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ ۝٢٥

২৬. বরং আজ তারা সকলে মাথা নত করে দাঁড়িয়ে আছে।

بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ۝٢٦

২৭. তারা একে অন্যের অভিমুখী হয়ে পরস্পরে সওয়াল-জওয়াব করবে।

وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ۝٢٧

২৮. (অধীনস্থরা তাদের নেতৃবর্গকে) বলবে, তোমরাই তো অত্যন্ত শক্তিমানরূপে আমাদের কাছে আসতে।[৭]

قَالُوْٓا اِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَاْتُوْنَنَا عَنِ الْيَمِيْنِ ﴿٢٨﴾

২৯. তারা বলবে, না, বরং তোমরা নিজেরাই ঈমান আনার ছিলে না।

قَالُوْا بَلْ لَّمْ تَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ﴿٢٩﴾

৩০. আর তোমাদের উপর আমাদের কোন আধিপত্যও ছিল না। বস্তুত তোমরা নিজেরাই ছিলে এক অবাধ্য সম্প্রদায়।

وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ ۚ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طٰغِيْنَ ﴿٣٠﴾

৩১. ফলে আমাদের প্রতিপালকের একথা সাব্যস্ত হয়ে গেছে যে, আমাদের সকলকেই শাস্তিভোগ করতে হবে।

فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَآ ۖ اِنَّا لَذَآئِقُوْنَ ﴿٣١﴾

৩২. যেহেতু আমরা তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করেছি আর আমরা নিজেরাও ছিলাম বিভ্রান্ত।[৮]

فَاَغْوَيْنٰكُمْ اِنَّا كُنَّا غٰوِيْنَ ﴿٣٢﴾

৩৩. মোটকথা সে দিন শাস্তিতে তারা সকলে একে অন্যের শরীক হবে।

فَاِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِى الْعَذَابِ مُشْتَرِكُوْنَ ﴿٣٣﴾

৩৪. আমরা অপরাধীদের সাথে এ রকমই করে থাকি।

اِنَّا كَذٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ ﴿٣٤﴾

৩৫. তাদের অবস্থা তো ছিল এই যে, তাদেরকে যখন বলা হত, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই, তখন তারা অহমিকা প্রদর্শন করত।

اِنَّهُمْ كَانُوْٓا اِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ يَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿٣٥﴾

---

৭. অর্থাৎ আমাদের উপর চাপ সৃষ্টি করতে যেন আমরা কিছুতেই ঈমান না আনি।

৮. অর্থাৎ আমরা নিজরা যেহেতু বিভ্রান্ত ছিলাম, তাই আমরা তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিলাম ঠিক, কিন্তু আমরা বিভ্রান্ত করেছি বলে তোমরা কুফর করতে বাধ্য হয়ে যাওনি। তোমরা নিজেরা বিপথগামী না হলে তোমাদের উপর আমাদের জোর খাটত না।

وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُوٓا۟ ءَالِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ ۝٣٦

৩৬. এবং বলত, আমরা কি এমন নাকি যে, এক উন্মাদ কবির কারণে আপন উপাস্যদেরকে পরিত্যাগ করব?

بَلْ جَآءَ بِٱلْحَقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۝٣٧

৩৭. অথচ সে (অর্থাৎ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সত্য নিয়ে এসেছিল এবং সে অন্যান্য রাসূলগণেরও সমর্থন করেছিল।

إِنَّكُمْ لَذَآئِقُوا۟ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَلِيمِ ۝٣٨

৩৮. সুতরাং (তাদেরকে বলা হবে), তোমাদের সকলকে মর্মন্তুদ শাস্তির মজা ভোগ করতেই হবে।

وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۝٣٩

৩৯. আর তোমাদের অন্য কিছুর নয়, কেবল তোমাদের কৃতকর্মেরই প্রতিফল দেওয়া হবে।

إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ۝٤٠

৪০. তবে আল্লাহর মনোনীত বান্দাগণ ব্যতিক্রম।

أُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ ۝٤١

৪১. তাদের জন্য আছে স্থিরীকৃত রিযিক–

فَوَٰكِهُ ۖ وَهُم مُّكْرَمُونَ ۝٤٢
فِى جَنَّٰتِ ٱلنَّعِيمِ ۝٤٣

৪২–৪৩. ফলমূল ও নেয়ামতপূর্ণ উদ্যানে তাদেরকে করা হবে সম্মানিত।

عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَٰبِلِينَ ۝٤٤

৪৪. তারা উঁচু আসনে সামনা-সামনি বসা থাকবে।

يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍۭ ۝٤٥

৪৫. তাদেরকে ঘুরে ঘুরে পরিবেশন করা হবে এমন স্বচ্ছ সুরাপাত্র–

بَيْضَآءَ لَذَّةٍ لِّلشَّٰرِبِينَ ۝٤٦

৪৬. যা হবে সাদা রংয়ের, পানকারীদের জন্য সুস্বাদু।

لَا فِيهَا غَوْلٌ وَّلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُوْنَ ﴿٤٧﴾

৪৭. তাতে মাথা ঘুরবে না এবং তাতে তারা হবে না মাতাল।

وَعِنْدَهُمْ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ عِيْنٌ ﴿٤٨﴾

৪৮. তাদের কাছে থাকবে ডাগর চোখের নারী, যাদের দৃষ্টি (আপন-আপন স্বামীতে) থাকবে নিবদ্ধ।[৯]

كَاَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُوْنٌ ﴿٤٩﴾

৪৯. (তাদের নিখুঁত অস্তিত্ব) এমন মনে হবে যেন তারা (ধুলোবালি হতে) লুকিয়ে রাখা ডিম।

فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَسَآءَلُوْنَ ﴿٥٠﴾

৫০. অতঃপর জান্নাতবাসীগণ একে অন্যের সামনা-সামনি হয়ে পরস্পরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে।

قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ اِنِّیْ كَانَ لِیْ قَرِيْنٌ ﴿٥١﴾

৫১. তাদের এক বক্তা বলবে, আমার ছিল এক সাথী,

يَّقُوْلُ ءَاِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِيْنَ ﴿٥٢﴾

৫২. সে (আমাকে) বলত, সত্যিই কি তুমি তাদের একজন, যারা (আখেরাতের জীবনকে) সত্য মনে করে?

ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَدِيْنُوْنَ ﴿٥٣﴾

৫৩. আমরা যখন মরে মাটি ও অস্থিতে পরিণত হবো, তখন কি বাস্তবিকই আমাদেরকে (আমাদের কৃতকর্মের) প্রতিফল দেওয়া হবে?

---

৯. এ আয়াতসমূহে যে নারীদের ছবি আঁকা হয়েছে, তারা হল জান্নাতের হুর। তাদের দৃষ্টি আপন-আপন স্বামীতেই আবদ্ধ থাকবে। অন্য কারও দিকে তারা চোখ তুলে তাকাবে না। আয়াতের আরও একটি ব্যাখ্যা আছে। কোন কোন মুফাসসির বলেন, তারা (এমনি তো অকল্পনীয় রূপসী হবেই, তাছাড়াও) আপন-আপন স্বামীদের চোখে এতটাই সুন্দরী হবে যে, তারা তাদের অন্য কোন নারীর দিকে আকৃষ্টই হতে দেবে না।

৫৪. সেই জান্নাতী (অন্য জান্নাতীদেরকে) বলবে, তোমরা কি উকি মেরে (আমার সেই সাথীকে) দেখতে চাও?

قَالَ هَلْ اَنْتُمْ مُّطَّلِعُوْنَ ﴿٥٤﴾

৫৫. তারপর সে নিজে (জাহান্নামে) উঁকি মারবে, তখন সে তাকে দেখতে পাবে জাহান্নামের মাঝখানে।

فَاطَّلَعَ فَرَاٰهُ فِیْ سَوَآءِ الْجَحِیْمِ ﴿٥٥﴾

৫৬. সে (তাকে) বলবে, আল্লাহর কসম! তুমি তো আমাকে একেবারেই বরবাদ করে দিচ্ছিলে!

قَالَ تَاللّٰهِ اِنْ كِدْتَّ لَتُرْدِیْنِ ﴿٥٦﴾

৫৭. আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ না থাকলে অন্যদের সাথে আমাকেও ধরা হত।

وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّیْ لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِیْنَ ﴿٥٧﴾

৫৮. (তারপর সে আনন্দাতিশয্যে তার জান্নাতী সঙ্গীদেরকে বলবে) আচ্ছা, আমাদের কি আর মৃত্যু নেই,

اَفَمَا نَحْنُ بِمَیِّتِیْنَ ﴿٥٨﴾

৫৯. আমাদের প্রথমে যে মৃত্যু এসেছিল সেটি ছাড়া? এবং আমাদের শাস্তিও হবে না?

اِلَّا مَوْتَتَنَا الْاُوْلٰی وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِیْنَ ﴿٥٩﴾

৬০. প্রকৃতপক্ষে এটাই মহা সাফল্য।

اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیْمُ ﴿٦٠﴾

৬১. এ রকম সাফল্যের জন্যই আমল-কারীদের আমল করা উচিত।

لِمِثْلِ هٰذَا فَلْیَعْمَلِ الْعٰمِلُوْنَ ﴿٦١﴾

৬২. বল তো, এই আতিথেয়তা উত্তম, না যাক্কুম গাছ?

اَذٰلِكَ خَیْرٌ نُّزُلًا اَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّوْمِ ﴿٦٢﴾

إِنَّا جَعَلْنَٰهَا فِتْنَةً لِّلظَّٰلِمِينَ ﴿٦٣﴾

৬৩. আমি সে গাছকে জালেমদের জন্য এক পরীক্ষার বিষয় বানিয়ে দিয়েছি।[১০]

إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِىٓ أَصْلِ ٱلْجَحِيمِ ﴿٦٤﴾

৬৪. বস্তুত সেটি এমন গাছ, যা জাহান্নামের তলদেশ থেকে উদগত হয়।

طَلْعُهَا كَأَنَّهُۥ رُءُوسُ ٱلشَّيَٰطِينِ ﴿٦٥﴾

৬৫. তার মোচা এমন, যেন তা শয়তানদের মাথা।[১১]

فَإِنَّهُمْ لَءَاكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِـُٔونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ﴿٦٦﴾

৬৬. সুতরাং জাহান্নামবাসীগণ তা থেকেই খাদ্য গ্রহণ করবে এবং তা দ্বারাই পেট ভরবে।

ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ ﴿٦٧﴾

৬৭. তদুপরি তারা পাবে ফুটন্ত পানির মিশ্রণ।[১২]

ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى ٱلْجَحِيمِ ﴿٦٨﴾

৬৮. তারপর তাদের প্রত্যাবর্তন হবে সেই জাহান্নামেরই দিকে।[১৩]

إِنَّهُمْ أَلْفَوْا۟ ءَابَآءَهُمْ ضَآلِّينَ ﴿٦٩﴾

৬৯. তারা তাদের বাপ-দাদাদেরকে পেয়েছিল বিপথগামীরূপে।

---

১০. কুরআন মাজীদ যখন জানাল, জাহান্নামে যাক্কুম গাছ থাকবে এবং তা হবে জাহান্নাম-বাসীদের খাদ্য, কাফেরগণ তা শুনে হাসি-ঠাট্টা শুরু করে দিল। তারা বলতে লাগল, আগুনের মধ্যে গাছ থাকবে কি করে? আল্লাহ তাআলা বলছেন, যাক্কুম গাছের কথা উল্লেখ করে কাফেরদেরকে একটা পরীক্ষার মধ্যে ফেলা হচ্ছে। দেখা হচ্ছে, তারা আল্লাহ তাআলার কথাকে সত্য বলে বিশ্বাস করে, না তাকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেয়।

১১. এর এক তরজমা করা হয়েছে শয়তানের মাথা। এ কারণেই কেউ কেউ বলেন, আমরা যাকে ফনিমনসা গাছ বলি সেটাই হল যাক্কুম গাছ।

১২. অর্থাৎ বিস্বাদ যাক্কুম গাছ, পুঁজ ইত্যাদির সাথে থাকবে গরম পানি মেশানো।

১৩. অর্থাৎ এত কিছু শাস্তি ভোগের পরও তারা যে জাহান্নাম থেকে বের হতে পারবে তা নয়; বরং কোথাও ফিরবে তো সেই জাহান্নামেই ফিরবে। জাহান্নামই হবে তাদের অনন্তকালীন নিবাস।

فَهُمْ عَلٰٓى اٰثٰرِهِمْ يُهْرَعُوْنَ ۝٧٠

৭০. সুতরাং তারা লাফিয়ে লাফিয়ে তাদেরই পদছাপ ধরে চলতে থাকে।[১৪]

وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ اَكْثَرُ الْاَوَّلِيْنَ ۝٧١

৭১. তাদের পূর্বে যারা গত হয়েছে, তাদের অধিকাংশও ছিল পথহারা।

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا فِيْهِمْ مُّنْذِرِيْنَ ۝٧٢

৭২. আমি তো তাদের কাছে সতর্ককারী (রাসূল)দেরকে পাঠিয়েছিলাম।

فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِيْنَ ۝٧٣

৭৩. সুতরাং দেখে নাও, যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল তাদের পরিণাম কী হয়েছে।

اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ ۝٧٤

৭৪. তবে যারা ছিল মনোনীত বান্দা (তারা নিরাপদ ছিল)।

[২]

وَلَقَدْ نَادٰىنَا نُوْحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيْبُوْنَ ۝٧٥

৭৫. নূহ আমাকে ডেকেছিল (লক্ষ করে দেখ), আমি কত উত্তম সাড়াদানকারী।

وَنَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ ۝٧٦

৭৬. আমি তাকে ও তার পরিবারবর্গকে নাজাত দিয়েছিলাম মহাসংকট থেকে।

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهٗ هُمُ الْبٰقِيْنَ ۝٧٧

৭৭. আর আমি তার বংশধরকে (দুনিয়ায়) বাকি রেখেছি।

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ ۝٧٨

৭৮. তার পরে যারা (দুনিয়ায়) এসেছে, তাদের মধ্যে এই ঐতিহ্য চালু করেছি

---

১৪. 'লাফিয়ে-লাফিয়ে চলা'-এর দ্বারা ইশারা করা হয়েছে যে, তারা স্বেচ্ছায়-সানন্দে পূর্বসুরীদের পথ অনুসরণ করেছিল। নিজেদের বুদ্ধি-বিবেককেও কাজে লাগায়নি এবং নবী-রাসূলদের কথায়ও কর্ণপাত করেনি।

سَلٰمٌ عَلٰى نُوۡحٍ فِى الۡعٰلَمِيۡنَ ﴿٧٩﴾

৭৯. (যে, তারা বলবে), জগদ্বাসীদের মধ্যে নূহের প্রতি সালাম (শান্তি বর্ষিত) হোক।

اِنَّا كَذٰلِكَ نَجۡزِى الۡمُحۡسِنِيۡنَ ﴿٨٠﴾

৮০. আমি সৎকর্মশীলদেরকে এভাবেই পুরস্কৃত করে থাকি।

اِنَّهٗ مِنۡ عِبَادِنَا الۡمُؤۡمِنِيۡنَ ﴿٨١﴾

৮১. নিশ্চয়ই সে আমার মুমিন বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ثُمَّ اَغۡرَقۡنَا الۡاٰخَرِيۡنَ ﴿٨٢﴾

৮২. অতঃপর আমি অন্যদেরকে পানিতে নিমজ্জিত করি।[১৫]

وَاِنَّ مِنۡ شِيۡعَتِهٖ لَاِبۡرٰهِيۡمَ ﴿٨٣﴾

৮৩. এবং তারই অনুগামীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল ইবরাহীমও।

اِذۡ جَآءَ رَبَّهٗ بِقَلۡبٍ سَلِيۡمٍ ﴿٨٤﴾

৮৪. যখন সে তার প্রতিপালকের কাছে উপস্থিত হয়েছিল বিশুদ্ধ অন্তরে।

اِذۡ قَالَ لِاَبِيۡهِ وَقَوۡمِهٖ مَاذَا تَعۡبُدُوۡنَ ﴿٨٥﴾

৮৫. যখন সে তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে বলল, তোমরা কোন জিনিসের ইবাদত করছ?

اَئِفۡكًا اٰلِهَةً دُوۡنَ اللّٰهِ تُرِيۡدُوۡنَ ﴿٨٦﴾

৮৬. তোমরা কি আল্লাহকে ছেড়ে অলীক উপাস্য কামনা করছ?

فَمَا ظَنُّكُمۡ بِرَبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ ﴿٨٧﴾

৮৭. তো যেই সত্তা সমস্ত জগতের প্রতিপালক তার সম্পর্কে তোমাদের কী ধারণা?

---

১৫. হযরত নূহ আলাইহিস সালাম ও তার কওমের ঘটনা বিস্তারিতভাবে সূরা হুদে (১১ : ৩৬) গত হয়েছে।

فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ ۝٨٨

৮৮. এর (কিছুকাল) পর সে তারকারাজির দিকে একবার তাকাল।

فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ۝٨٩

৮৯. এবং বলল, আমার তবিয়ত ভালো নয়।[১৬]

فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ ۝٩٠

৯০. সুতরাং তারা পৃষ্ঠ ঘুরিয়ে তার কাছ থেকে চলে গেল।

فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ۝٩١

৯১. তারপর তাদের হাতেগড়া উপাস্যদের (অর্থাৎ মূর্তিদের) কাছে ঢুকে পড়ল এবং (তাদেরকে) বলল, তোমরা যে খাচ্ছ না?

مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ ۝٩٢

৯২. কী ব্যাপার, তোমরা কথা বলছ না যে?

فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ ۝٩٣

৯৩. অতঃপর সবলে আঘাত হানতে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ ۝٩٤

৯৪. অনন্তর তার কওমের লোকজন তার কাছে দৌড়ে আসল।

---

১৬. হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে তার কওমের লোকজন এক মেলায় নিয়ে যেতে চাচ্ছিল। এক তো তিনি সে মেলায় শরীক হতে চাচ্ছিলেন না, দ্বিতীয়ত তার অভিপ্রায় ছিল, যখন লোকজন সব মেলায় চলে যাবে এবং মন্দির খালি হয়ে যাবে, তখন সেই সুযোগে তিনি মূর্তিগুলি ভেঙ্গে ফেলবেন, যাতে তারা যাদেরকে উপাস্য বানিয়ে রেখেছে, তাদের অসহায়ত্ব নিজ চোখে দেখে নেয়। তাই তিনি তবিয়ত ভালো না থাকার ওজর দেখালেন। হতে পারে তখন বাস্তবিকই তার মন-মেজাজ ভালো ছিল না। কিংবা তিনি বোঝাতে চাচ্ছিলেন, তোমাদের কুফর ও শিরক দেখে রূহানীভাবে আমার তবিয়ত খারাপ হয়ে গেছে।

قَالَ اَتَعۡبُدُوۡنَ مَا تَنۡحِتُوۡنَ ﴿۹۵﴾

৯৫. ইবরাহীম বলল, তোমরা কি নিজেদের রচিত মূর্তিদের পূজা কর?

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمۡ وَمَا تَعۡمَلُوۡنَ ﴿۹۶﴾

৯৬. অথচ আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং তোমরা যা-কিছু তৈরি কর তাদেরকেও।

قَالُوا ابۡنُوۡا لَهٗ بُنۡيَانًا فَاَلۡقُوۡهُ فِی الۡجَحِيۡمِ ﴿۹۷﴾

৯৭. তারা বলল, ইবরাহীমের জন্য একটি ইমারত বানাও (এবং তাকে (তার ভেতর) জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ কর।

فَاَرَادُوۡا بِهٖ كَيۡدًا فَجَعَلۡنٰهُمُ الۡاَسۡفَلِيۡنَ ﴿۹۸﴾

৯৮. এভাবে তারা ইবরাহীমের বিরুদ্ধে এক দূরভিসন্ধি করতে চাইল। কিন্তু আমি তাদেরকে হেয় করে ছাড়লাম।[১৭]

وَقَالَ اِنِّیۡ ذَاهِبٌ اِلٰی رَبِّیۡ سَيَهۡدِيۡنِ ﴿۹۹﴾

৯৯. ইবরাহীম বলল, আমি আমার প্রতিপালকের কাছে যাচ্ছি। তিনিই আমাকে পথ দেখাবেন।[১৮]

رَبِّ هَبۡ لِیۡ مِنَ الصّٰلِحِيۡنَ ﴿۱۰۰﴾

১০০. হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এমন পুত্র দান কর, যে হবে সৎলোকদের একজন।

فَبَشَّرۡنٰهُ بِغُلٰمٍ حَلِيۡمٍ ﴿۱۰۱﴾

১০১. সুতরাং আমি তাকে এক সহনশীল পুত্রের সুসংবাদ দিলাম।[১৯]

---

১৭. অর্থাৎ তারা যে আগুন জ্বালিয়েছিল, আল্লাহ তাআলা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের জন্য তা শীতল করে দিলেন। এ ঘটনা বিস্তারিতভাবে সূরা আম্বিয়ায় (২১ : ৩২) চলে গেছে। টীকাসহ দ্রষ্টব্য।

১৮. হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের মূল নিবাস ছিল ইরাক। এ ঘটনার পর তিনি শামে হিজরত করলেন।

১৯. এর দ্বারা হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালামকে বোঝানো হয়েছে।

[এখান থেকে পরবর্তী আয়াতসমূহ দ্বারা জানা যায়, হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম পুত্র সন্তানের জন্য দুআ করেছিলেন, আল্লাহ তাআলা তাঁর দুআ কবুল করেছিলেন এবং

১০২. অতঃপর সে পুত্র যখন ইবরাহীমের সাথে চলাফেরা করার উপযুক্ত হল, তখন সে বলল, বাছা! আমি স্বপ্নে দেখছি কি যে, তোমাকে যবেহ

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يٰبُنَيَّ إِنِّيٓ أَرٰى فِي الْمَنَامِ أَنِّيٓ أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى ۚ قَالَ

সে পুত্রকেই কুরবানীর জন্য পেশ করা হয়েছিল। বর্তমান তাওরাত দ্বারাও প্রমাণ হয় হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দুআর ফলে যে পুত্র জন্ম নিয়েছিলেন, তিনি হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালাম। দুআর ফসল হওয়ার কারণেই তাঁর নাম রাখা হয়েছিল ইসমাঈল। কেননা ইসমাঈল দু'টি শব্দের যৌগিক রূপ। সামা' ও 'ঈল'। 'সামা' অর্থ 'শোনা' ও 'ঈল' অর্থ 'আল্লাহ'। অর্থাৎ আল্লাহ হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দুআ শুনলেন। তাওরাতে আছে, আল্লাহ তাআলা তাঁকে বললেন, ইসমাঈলের ব্যাপারে আমি তোমার কথা শুনলাম।

সুতরাং এ আয়াতসমূহে তাঁর যে পুত্রের কথা বলা হচ্ছে তিনি হযরত ইসহাক নন; বরং হযরত ইসমাঈল। তাছাড়া যবাহর বৃত্তান্ত বর্ণনা করার পর হযরত ইসহাক আলাইহিস সালামের জন্মের সুসংবাদ স্বতন্ত্রভাবে দেওয়া হয়েছে, যেমন সামনে ইরশাদ হয়েছে 'এবং আমি তাকে সুসংবাদ দিলাম ইসহাকের, যে হবে একজন নবী-নেককারদের অন্তর্ভুক্ত' (আয়াত– ১১২)। এটা নির্দেশ করে 'আমি তাকে সুসংবাদ দিলাম একজন সহনশীল পুত্রের' (আয়াত– ১০১)-এর দ্বারা যে পুত্রের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে, তিনি ইসহাক ছাড়া অন্য কেউ। তাছাড়া হযরত ইসহাক সম্পর্কে সুসংবাদ দানকালে তাকে নবী বানানোরও সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে এবং সূরা হুদে সেই সঙ্গে পৌত্র হযরত ইয়াকুবের জন্মেরও সুসংবাদ রয়েছে। এ অবস্থায় কী করে ধারণা করা যায় যে, যাবীহ (যাকে যবেহের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছিল, তিনি) ছিলেন ইসহাক? তাহলে তো তার অর্থ দাঁড়ায় নবী বানানো ও ইয়াকুবের পিতা হওয়ার আগেই তাকে যবেহ করে দেওয়া হবে।

কাজেই এটা অনস্বীকার্য যে, যাবীহ হযরত ইসমাঈল (আ.)-ই, অন্য কেউ নন, যার জন্মের সুসংবাদ দানের সাথে নবী বানানো ও সন্তান দানের সুসংবাদ দেওয়া হয়নি, যদিও পরবর্তীকালে তিনি উভয়ই লাভ করেছিলেন। আর যাবীহ যেহেতু ছিলেন তিনি সে কারণেই তাঁর কারণেই তাঁর কুরবানীর স্মারকরূপে কুরবানী দানের প্রথা বরাবর তাঁরই বংশধরদের মধ্যে চলে আসছে এবং আজও এ প্রথা তাঁর রূহানী সন্তান তথা মুসলিমগণই পালন করে যাচ্ছে।

বর্তমান তাওরাতে স্পষ্ট আছে, কুরবানীর স্থান ছিল মূরা বা 'মুরয়া'। ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানগণ টেনে কষে এর বিভিন্ন সম্ভাবনা বের করার চেষ্টা করেছে, অথচ এটা অতি পরিষ্কার যে, শব্দটি পবিত্র কাবা সংলগ্ন 'মারওয়া'কেই নির্দেশ করে...। তাওরাতে আরও আছে, হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, তিনি যেন তার একমাত্র পুত্রকে যবেহ করেন। দু' পুত্রের মধ্যে হযরত ইসমাঈল ছিলেন বড়, ইসহাক ছোট। হযরত ইসমাঈলের বর্তমানে হযরত ইসহাক একমাত্র পুত্র নন যে, আমরা তাকে যাবীহ সাব্যস্ত করব। যবাহকালে হযরত ইসমাঈল ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর একমাত্র পুত্র। সুতরাং সর্ব বিচারে তিনিই যাবীহ– অনুবাদক, তাফসীর উসমানী অবলম্বনে]।

يٰٓاَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۫ سَتَجِدُنِيْٓ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿١٠٢﴾

করছি। এবার চিন্তা করে বল, তোমার অভিমত কী। পুত্র বলল, আব্বাজী! আপনাকে যার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে আপনি সেটাই করুন।[২০] ইনশাআল্লাহ আপনি আমাকে সবরকারীদের একজন পাবেন।

فَلَمَّآ اَسْلَمَا وَتَلَّهٗ لِلْجَبِيْنِ ﴿١٠٣﴾ۚ

১০৩. সুতরাং (সেটা ছিল এক বিস্ময়কর দৃশ্য) যখন তারা উভয়ে আনুগত্য প্রকাশ করল এবং পিতা পুত্রকে কাত করে শুইয়ে দিল।[২১]

وَنَادَيْنٰهُ اَنْ يّٰٓاِبْرٰهِيْمُ ﴿١٠٤﴾ۙ

১০৪. আর আমি তাকে ডাক দিয়ে বললাম, হে ইবরাহীম!

قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا ۚ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٠٥﴾

১০৫. তুমি স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করে দেখিয়েছ। নিশ্চয়ই আমি সৎকর্মশীল-দেরকে এভাবেই পুরস্কৃত করে থাকি।

اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْبَلٰٓؤُا الْمُبِيْنُ ﴿١٠٦﴾

১০৬. নিশ্চয়ই এটা ছিল এক স্পষ্ট পরীক্ষা।

وَفَدَيْنٰهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ ﴿١٠٧﴾

১০৭. এবং আমি এক মহান কুরবানীর বিনিময়ে সে শিশুকে মুক্ত করলাম।[২২]

---

২০. যদিও এটা ছিল এক স্বপ্ন, কিন্তু নবীগণের স্বপ্নও ওহী হয়ে থাকে। তাই হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালাম তাকে আল্লাহ তাআলার আদেশ সাব্যস্ত করলেন।

২১. পিতা-পুত্র উভয়ে তো নিজেদের পক্ষ থেকে আল্লাহ তাআলার হুকুম তামিল প্রসঙ্গে এটাই ধরে নিয়েছিলেন যে, পিতা পুত্রকে যবাহ করবেন। তাই হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম পুত্রকে কাত করে শোয়ালেন, যাতে ছুরি চালানোর সময় চেহারা নজরে না পড়ে, পাছে পুত্র বাৎসল্যে মন টলে না যায়।

২২. পিতা-পুত্র উভয়ে যেহেতু আল্লাহ তাআলার আদেশ পালনের জন্য তাদের এখতিয়ারাধীন সবকিছুই করে ফেলেছিলেন, তাই তাদের পরীক্ষা হয়ে গিয়েছিল। অনন্তর আল্লাহ তাআলা তাঁর কুদরতের এক কারিশমা দেখালেন। ছুরি হযরত ইসমাঈল আলাইহিস

১০৮. এবং যারা তার পরবর্তীকালে এসেছে তাদের মধ্যে এই ঐতিহ্য চালু করেছি–

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿١٠٨﴾

১০৯. যে, (তারা বলবে,) সালাম হোক ইবরাহীমের প্রতি,

سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴿١٠٩﴾

১১০. আমি সৎকর্মশীলদেরকে এভাবেই পুরস্কৃত করে থাকি।

كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١١٠﴾

১১১. নিশ্চয়ই সে আমার মুমিন বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١١﴾

১১২. আর আমি তাকে সুসংবাদ দিলাম ইসহাকের যে, সে নেককারদের মধ্যে একজন নবী হবে।

وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿١١٢﴾

১১৩. আমি তার প্রতি বরকত নাযিল করলাম এবং ইসহাকেরও প্রতি। তার আওলাদের মধ্যে কিছু লোক সৎকর্মশীল এবং কিছু লোক নিজ সত্তার প্রতি প্রকাশ্য জুলুমকারী।

وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ ۚ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ ﴿١١٣﴾

[৩]

১১৪. নিশ্চয়ই আমি মূসা ও হারুনের প্রতিও অনুগ্রহ করেছিলাম।

وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿١١٤﴾

১১৫. আমি তাদেরকে ও তাদের কওমকে এক মহা সংকট থেকে মুক্তি দিয়েছিলাম।

وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿١١٥﴾

সালামের স্থলে একটি দুম্বার উপর চলল। আল্লাহ তাআলা সেটিকে নিজ কুদরতে সেখানে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালাম জীবিত ও নিরাপদ থাকলেন।

১১৬. আর তাদেরকে সাহায্য করেছিলাম, ফলে তারাই হয়েছিল বিজয়ী।

وَنَصَرْنٰهُمْ فَكَانُوْا هُمُ الْغٰلِبِيْنَ ﴿١١٦﴾

১১৭. আর আমি তাদেরকে এমন এক কিতাব দিয়েছিলাম, যা ছিল অতি স্পষ্ট।

وَاٰتَيْنٰهُمَا الْكِتٰبَ الْمُسْتَبِيْنَ ﴿١١٧﴾

১১৮. আর তাদেরকে প্রদর্শন করেছিলাম সরল পথ।

وَهَدَيْنٰهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ﴿١١٨﴾

১১৯. যারা তাদের পরবর্তীকালে আসল তাদের মধ্যে এই ঐতিহ্য কায়েম করলাম–

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْاٰخِرِيْنَ ﴿١١٩﴾

১২০. যে, (তারা বলবে) সালাম হোক মূসা ও হারুনের প্রতি।

سَلٰمٌ عَلٰى مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ﴿١٢٠﴾

১২১. নিশ্চয়ই আমি সৎকর্মশীলদেরকে এভাবেই পুরস্কৃত করি।

اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٢١﴾

১২২. নিশ্চয়ই তারা ছিল আমার মুমিন বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।

اِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٢٢﴾

১২৩. নিশ্চয়ই ইল্‌য়াসও রাসূলগণের অন্তর্ভুক্ত ছিল।[২৩]

وَاِنَّ اِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٢٣﴾

---

২৩. কুরআন মাজীদ হযরত ইল্‌য়াস আলাইহিস সালামের বৃত্তান্ত সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা দেয়নি। ঐতিহাসিক ও ইসরাঈলী বর্ণনা দ্বারা জানা যায়, হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের পর বনী ইসরাঈল ব্যাপকভাবে কুফর ও শিরকে লিপ্ত হয়ে পড়লে তাদের হেদায়াতের জন্য হযরত ইল্‌য়াস আলাইহিস সালামকে পাঠানো হয়। বাইবেলের 'রাজাবলী' পুস্তকে আছে, রাজা আখিআবের পত্নী 'ইযাবীল' 'বাল' নামক এক প্রতিমার পূজা শুরু করেছিল। হযরত ইল্‌য়াস আলাইহিস সালাম তাকে প্রতিমা পূজা করতে নিষেধ করলেন এবং মুজিযাও দেখালেন। কিন্তু অবাধ্য কওম তাঁর কথা গ্রাহ্য তো করলই না, উপরন্তু তাঁকে

إِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٢٤﴾

১২৪. যখন সে নিজ কওমকে বলেছিল, তোমরা কি আল্লাহকে ভয় করো না।

أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَّتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ ﴿١٢٥﴾

১২৫. তোমরা কি 'বা'ল' (নামক মূর্তি)-এর পূজা করছ এবং পরিত্যাগ করছ শ্রেষ্ঠতম স্রষ্টাকে?

اللّٰهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ اٰبَآئِكُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٢٦﴾

১২৬. সেই আল্লাহকে, যিনি তোমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদের বাপ-দাদাদেরও, যারা পূর্বে গত হয়েছে?

فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿١٢٧﴾

১২৭. তারপর এই হল যে, তারা ইল্‌য়াসকে মিথ্যাবাদী বলল; এর ফলে তাদেরকে অবশ্যই শাস্তির সম্মুখীন করা হবে।

إِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿١٢٨﴾

১২৮. তবে আল্লাহর মনোনীত বান্দাগণ ছাড়া (তারা থাকবে নিরাপদ)।

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْاٰخِرِينَ ﴿١٢٩﴾

১২৯. যারা তার পরবর্তীকালে আসল, তাদের মধ্যে এই ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠিত করলাম–

سَلٰمٌ عَلٰٓى إِلْ يَاسِينَ ﴿١٣٠﴾

১৩০. যে, (তারা বলবে) সালাম হোক ইল্‌য়াসীনের❖ প্রতি।

হত্যা করার ষড়যন্ত্র আঁটল। আল্লাহ তাআলা তাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিয়ে উল্টো তাদের উপর বালা-মুসিবত চাপিয়ে দিলেন। আর হযরত ইল্‌য়াস আলাইহিস সালামকে নিজের কাছে ডেকে নিলেন। ইসরাঈলী বর্ণনায় আরও আছে, তাকে আসমানে জীবিত তুলে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু নির্ভরযোগ্য কোন বর্ণনা দ্বারা এটা সমর্থিত নয়। বিস্তারিত দ্র. মাআরিফুল কুরআন।

❖ 'ইলয়াসীন'–এটা হযরত ইল্‌য়াস (আ.)-এর আরেক নাম অথবা এটা 'ইল্‌য়াস'-এর বহুবচন। অর্থাৎ ইল্‌য়াস ও তার অনুসারীগণ– অনুবাদক।

إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣١﴾

১৩১. নিশ্চয়ই আমি সৎকর্মশীলদেরকে এভাবেই পুরস্কৃত করে থাকি।

إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٣٢﴾

১৩২. নিশ্চয়ই সে ছিল আমার মুমিন বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।

وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٣٣﴾

১৩৩. নিঃসন্দেহে লূত ছিল রাসূলগণের অন্তর্ভুক্ত।

إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ﴿١٣٤﴾

১৩৪. যখন আমি তাকে ও তার পরিবারবর্গের সকলকে রক্ষা করেছিলাম (আযাব থেকে)।

إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ﴿١٣٥﴾

১৩৫. এক বৃদ্ধাকে ছাড়া, যে পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।[২৪]

ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ ﴿١٣٦﴾

১৩৬. তারপর অন্যদেরকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে ফেললাম।

وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ ﴿١٣٧﴾

১৩৭. (হে মক্কাবাসীগণ!) তোমরা তো তাদের (বসতিসমূহের) উপর দিয়ে যাতায়াত করে থাক (কখনও) ভোর বেলা।

وَبِاللَّيْلِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٣٨﴾

১৩৮. এবং (কখনও) রাতের বেলা।[২৫] তা সত্ত্বেও কি তোমরা অনুধাবন করবে না?

---

২৪. এ বৃদ্ধা হল হযরত লূত আলাইহিস সালামের স্ত্রী। শেষ পর্যন্ত সে কাফেরদের সাথেই থাকে এবং তাদের সঙ্গে শাস্তিপ্রাপ্ত হয়। হযরত লূত (আ.)-এর ঘটনা বিস্তারিতভাবে সূরা হুদে (১১ : ৭৭) গত হয়েছে।

২৫. আরববাসীগণ যখন বাণিজ্য উপলক্ষে শামের সফর করত, তখন হযরত লূত আলাইহিস সালামের কওমকে যেখানে ধ্বংস করা হয়, সেই ধ্বংসপ্রাপ্ত বসতিসমূহের উপর দিয়ে আসা-যাওয়া করত।

[৪]

১৩৯. নিশ্চয়ই ইউনুসও ছিল রাসূলগণের অন্তর্ভুক্ত। وَاِنَّ يُوْنُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٣٩﴾

১৪০. যখন পালিয়ে একটি বোঝাই নৌকায় পৌঁছল।[২৬] اِذْ اَبَقَ اِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ﴿١٤٠﴾

---

২৬. হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের ঘটনা সূরা ইউনুসেও (১০ : ৯৮) সংক্ষেপে চলে গেছে এবং কিছুটা সূরা আম্বিয়ায়ও (২১ : ৮৭)। তিনি ইরাকের 'নিনেভা' অঞ্চলে প্রেরিত হয়েছিলেন। তিনি দীর্ঘদিন পর্যন্ত নিজ কওমকে দাওয়াত দিতে থাকেন। কিন্তু কিছুতেই যখন তারা তাঁর কথায় কর্ণপাত করল না, পরিশেষে তিনি তাদেরকে সাবধান করে দিলেন, তিন দিনের ভেতরেই তোমাদের উপর আযাব আসবে।

কওমের লোক বলাবলি করল, হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম তো কখনও মিথ্যা কথা বলেন না, কাজেই তিনি যদি এলাকা ছেড়ে চলে যান, বুঝবে তিনি সত্য বলেছেন। অতঃপর তিনি আল্লাহ তাআলার হুকুমে বসতি ছেড়ে চলে গেলেন। এদিকে বসতির লোকে যখন দেখল তিনি সেখানে নেই এবং শাস্তির কিছু পূর্বাভাষও নজরে পড়ল, তখন তারা অনুতপ্ত হল ও তাওবা করল। ফলে আল্লাহ তাআলা তাদের আযাব সরিয়ে নিলেন।

তাদের তাওবার কথা হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের জানা ছিল না। তিনি যখন দেখলেন তিন দিন গত হওয়ার পরও আযাব আসল না, তখন ভয় পেয়ে গেলেন এবং আশঙ্কা বোধ করলেন এলাকায় ফিরে গেলে কওমের লোক তাকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করবে, এমনকি তারা তাকে হত্যাও করে ফেলতে পারে। এই আশঙ্কায় তিনি আল্লাহ তাআলার হুকুম আসার আগেই সাগরের দিকে অগ্রসর হলেন। এলাকায় আর ফিরে আসলেন না। সাগর পার হওয়ার জন্য তিনি একটি নৌকায় চড়লেন। নৌকাটি ছিল যাত্রীতে বোঝাই।

তিনি যেহেতু আল্লাহ তাআলার এক মহা মর্যাদাবান নবী, তাই আদেশ পাওয়ার আগেই তাঁর এলাকা ত্যাগ আল্লাহ তাআলার পছন্দ হল না। জানা কথা, বড় মানুষের তুচ্ছ ভুলও ধরা হয়ে থাকে। সুতরাং তাঁকেও ধরা হল। যাত্রী বেশী হওয়ার কারণে নৌকাটি ডুবে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। কাজেই বোঝা হালকা করার জন্য দরকার পড়েছিল একজনকে নৌকা থেকে ফেলে দেওয়ার। কিন্তু কাকে ফেলা হবে এটা নিষ্পত্তির জন্য লটারী ধরা হল। কয়েক বারই তা ধরা হল, কিন্তু প্রতিবারই নাম উঠছিল হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের। অগত্যা তাকেই পানিতে ফেলে দেওয়া হল। যেখানে ফেলা হয়েছিল আল্লাহ তাআলার হুকুমে সেখানে একটি মাছ তাঁর অপেক্ষায় ছিল। মাছটি সঙ্গে সঙ্গেই তাকে গিলে ফেলল। তিনি কিছুকাল তার পেটে থাকলেন। কোন কোন বর্ণনা দ্বারা জানা যায় তার মেয়াদ ছিল তিন দিন। কোন কোন বর্ণনায় কয়েক ঘণ্টার কথাও বলা হয়েছে। যেমন সূরা আম্বিয়ায় বলা হয়েছে। তিনি মাছের পেটে তাসবীহ পড়ছিলেন–

لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ

'তুমি ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তুমি মহান, পবিত্র। নিশ্চয়ই আমি জালেমদের একজন'।

فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴿١٤١﴾

১৪১. অতঃপর সে লটারিতে শরীক হল এবং তাতে পরাভূত হল।

فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿١٤٢﴾

১৪২. তারপর মাছ তাকে গিলে ফেলল, যখন সে নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছিল।

فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ﴿١٤٣﴾

১৪৩. সুতরাং সে যদি তাসবীহ পাঠকারীদের অন্তর্ভুক্ত না হত–

لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٤٤﴾

১৪৪. তবে মৃতদেরকে পুনর্জীবিত করার দিন পর্যন্ত সে সেই মাছেরই পেটে থাকত।

فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ ﴿١٤٥﴾

১৪৫. অতঃপর আমি তাকে পীড়িত অবস্থায় একটি উন্মুক্ত প্রান্তরে নিক্ষেপ করলাম।[২৭]

وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ ﴿١٤٦﴾

১৪৬. এবং তার উপর উদগত করলাম একটি লতাযুক্ত গাছ।

وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴿١٤٧﴾

১৪৭. তাকে রাসূল করে পাঠিয়েছিলাম এক লাখ, বরং তারও কিছু বেশি লোকের কাছে।

---

২৭. তাসবীহ পাঠের বরকতে আল্লাহ তাআলা মাছকে হুকুম দিলেন যেন হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামকে একটি খোলা মাঠের কিনারায় নিয়ে ফেলে দেয়। সুতরাং তাই হল। তখন তিনি অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। কোন-কোন বর্ণনায় আছে, তার শরীরে তখন আর কোন পশম বাকি ছিল না। আল্লাহ তাআলা একটি বৃক্ষ উদগত করে তার উপর বিস্তার করে দিলেন। কোন-কোন বর্ণনায় আছে, সেটি ছিল লাউ গাছ। তিনি তার ছায়া লাভ করছিলেন এবং সম্ভবত তার ফলকে তার জন্য ঔষধও বানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেই সঙ্গে আল্লাহ তাআলা তাঁর কাছে একটি বকরীও পাঠিয়ে দিলেন। তিনি তার দুধ খেতে থাকেন এবং এক সময় তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেলেন।

فَاٰمَنُوْا فَمَتَّعْنٰهُمْ اِلٰى حِيْنٍ ﴿١٤٨﴾

১৪৮. অতঃপর তারা ঈমান এনেছিল।[২৮] ফলে আমি তাদেরকে একটা কাল পর্যন্ত জীবন ভোগ করতে দেই।

فَاسْتَفْتِهِمْ اَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُوْنَ ﴿١٤٩﴾

১৪৯. সুতরাং তাদেরকে (মক্কার মুশরিকদেরকে) জিজ্ঞেস কর, তোমার প্রতিপালকের জন্যই কি রয়েছে কন্যা সন্তান আর তাদের জন্য পুত্র সন্তান?[২৯]

اَمْ خَلَقْنَا الْمَلٰٓئِكَةَ اِنَاثًا وَّهُمْ شٰهِدُوْنَ ﴿١٥٠﴾

১৫০. নাকি আমি যখন ফেরেশতাদেরকে নারী বানিয়েছিলাম, তখন তারা তা প্রত্যক্ষ করছিল?

اَلَآ اِنَّهُمْ مِّنْ اِفْكِهِمْ لَيَقُوْلُوْنَ ﴿١٥١﴾

১৫১. মনে রেখ, তারা তাদের মনগড়া কথার কারণে বলে–

وَلَدَ اللّٰهُ ۙ وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿١٥٢﴾

১৫২. আল্লাহর কোন সন্তান আছে। বস্তুত তারা নিশ্চিতভাবেই মিথ্যাবাদী।

اَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِيْنَ ﴿١٥٣﴾

১৫৩. আল্লাহ কি পুত্রের পরিবর্তে কন্যাদেরই বেছে নিয়েছেন?

---

২৮. যেমন উপরে বর্ণিত হয়েছে এবং সূরা ইউনুস (১০ : ৯৮)-এও চলে গেছে যে, হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের কওম আযাবের লক্ষণ দেখেই সতর্ক হয়ে গিয়েছিল এবং আযাব আসার আগেই ঈমান এনেছিল। ফলে আল্লাহ তাদের থেকে আযাব সরিয়ে নিয়েছিলেন এবং তারা ঈমান আনার পর কিছুকাল জীবিত ছিল।

২৯. সূরার শুরুতে বলা হয়েছিল যে, মক্কা মুকাররমার মূর্তিপূজকগণ ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ তাআলার কন্যা বলত। এবার তাদের সেই বেহুদা আকীদা খণ্ডন করা হচ্ছে। সেই মূর্তিপূজকরা নিজেদের জন্য কিন্তু কন্যা সন্তান পছন্দ করত না; বরং এতটাই ঘৃণা করত যে, তাদের অনেকে তো কন্যা সন্তানের জন্ম হলে তাকে জ্যান্ত পুতে ফেলত। আল্লাহ তাআলা প্রথমত বলছেন, এটা কেমন বেইনসাফী যে, তোমরা নিজেদের জন্য কন্যা অপছন্দ কর, অথচ আল্লাহ সম্পর্কে বিশ্বাস কর 'তার কন্যা সন্তান আছে'। তারপর বলেছেন, আল্লাহ তাআলার কোন সন্তানের প্রয়োজন নেই– না পুত্র সন্তানের, না কন্যা সন্তানের।

مَا لَكُمْ ۗ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿١٥٤﴾

১৫৪. তোমাদের হল কী? তোমরা কেমন বিচার করছ?

أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٥﴾

১৫৫. তোমরা কি এতটুকুও অনুধাবন কর না?

أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُّبِينٌ ﴿١٥٦﴾

১৫৬. না কি তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট কোন প্রমাণ আছে?

فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٥٧﴾

১৫৭. তবে নিয়ে এসো তোমাদের সেই কিতাব- যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا ۚ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿١٥٨﴾

১৫৮. তারা আল্লাহ ও জিন্নদের মধ্যেও বংশীয় আত্মীয়তা স্থির করেছে।[৩০] অথচ স্বয়ং জিন্নেরাও জানে, তাদেরকে অপরাধীরূপে হাজির করা হবে।

سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿١٥٩﴾

১৫৯. (কেননা) তারা যা-কিছু বলে আল্লাহ তা থেকে পবিত্র।

إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿١٦٠﴾

১৬০. তবে আল্লাহর মনোনীত বান্দাগণ (নিরাপদ থাকবে)।

فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ﴿١٦١﴾

১৬১. কেননা তোমরা এবং তোমরা যাদের ইবাদত কর-

مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ ﴿١٦٢﴾

১৬২. তারা কেউ আল্লাহ সম্পর্কে কাউকে বিভ্রান্ত করতে পারে না-

---

৩০. এর দ্বারা মুশরিকদের আরেকটি বেহুদা বিশ্বাস খণ্ডন করা হয়েছে। তারা বলত, জিন্নদের যারা সর্দার, তাদের কন্যাগণ হল ফেরেশতাদের মা', যেন তারা আল্লাহ তাআলার স্ত্রী- নাউযুবিল্লাহ।

১৬৩. সেই ব্যক্তিকে ছাড়া, যে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।	اِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيْمِ ﴿١٦٣﴾
১৬৪. আর (ফেরেশতাগণ তো বলে) আমাদের প্রত্যেকেরই আছে এক নির্দিষ্ট স্থান।	وَمَا مِنَّآ اِلَّا لَهٗ مَقَامٌ مَّعْلُوْمٌ ﴿١٦٤﴾
১৬৫. আর আমরা তো (আল্লাহ তাআলার আনুগত্যে) সারিবদ্ধ হয়ে থাকি।	وَّاِنَّا لَنَحْنُ الصَّآفُّوْنَ ﴿١٦٥﴾
১৬৬. এবং আমরা তো তাঁর পবিত্রতা বর্ণনায় রত থাকি।[৩১]	وَاِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُوْنَ ﴿١٦٦﴾
১৬৭. তারা (অর্থাৎ কাফেরগণ) পূর্বে তো বলত–	وَاِنْ كَانُوْا لَيَقُوْلُوْنَ ﴿١٦٧﴾
১৬৮. আমাদের কাছে যদি পূর্ববর্তী লোকদের মত উপদেশবাণী থাকত–	لَوْ اَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٦٨﴾
১৬৯. তবে আমরাও আল্লাহর মনোনীত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম।[৩২]	لَكُنَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ ﴿١٦٩﴾
১৭০. তা সত্ত্বেও তারা তার কুফরীতে লিপ্ত হল। সুতরাং তারা সবকিছুই জানতে পারবে।	فَكَفَرُوْا بِهٖ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ﴿١٧٠﴾

---

৩১. অর্থাৎ ফেরেশতাগণ নিজেরা তো নিজেদেরকে আল্লাহ তাআলার কন্যা বলে না; বরং নিজেদের দাসত্বই প্রকাশ করে।

৩২. মূর্তিপূজকগণ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের আগে ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদেরকে বলত, আমাদের উপর যদি কোন আসমানী কিতাব নাযিল হত, তবে আমরা তা তোমাদের অপেক্ষা বেশি বিশ্বাস করতাম এবং তার অনুসরণে তোমাদের চেয়ে অগ্রগামী থাকতাম। এ আয়াতে তারই জবাব দেওয়া হয়েছে। অনুরূপ বিষয়বস্তু সূরা ফাতিরেও (৩৪ : ৪২) গত হয়েছে।

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ﴿١٧١﴾

১৭১. আমার প্রেরিত বান্দাদের সম্পর্কে পূর্বেই আমি একথা স্থির করে রেখেছি–

إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ ﴿١٧٢﴾

১৭২. যে, নিশ্চিতভাবেই তাদের সাহায্য করা হবে।

وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴿١٧٣﴾

১৭৩. এবং সত্যি কথা হল, আমার বাহিনীই হবে জয়যুক্ত।

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿١٧٤﴾

১৭৪. সুতরাং (হে রাসূল!) তুমি কিছু কাল পর্যন্ত তাদেরকে উপেক্ষা করে চল।

وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿١٧٥﴾

১৭৫. এবং তাদেরকে দেখতে থাক। অচিরেই তারা নিজেরাও দেখতে পাবে।

أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿١٧٦﴾

১৭৬. তবে কি তারা আমার শাস্তির জন্য তাড়াহুড়া করছে?[৩৩]

فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ ﴿١٧٧﴾

১৭৭. তাদের আঙ্গিনায় যখন শাস্তি নেমে আসবে, তখন যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে, তাদের প্রভাত হবে অতি মন্দ।

وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿١٧٨﴾

১৭৮. তুমি কিছু কালের জন্য তাদেরকে উপেক্ষা কর।

---

৩৩. কাফেরগণ ঠাট্টাচ্ছলে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলত, আপনি আমাদেরকে যে শাস্তির ভয় দেখাচ্ছেন, তা তাড়াতাড়ি আসছে না কেন? এ আয়াতে তার উত্তর দেওয়া হয়েছে।

وَّاَبۡصِرۡ فَسَوۡفَ یُبۡصِرُوۡنَ ﴿۱۷۹﴾

১৭৯. এবং দেখতে থাক, অচিরেই তারা নিজেরাও দেখতে পাবে।

سُبۡحٰنَ رَبِّکَ رَبِّ الۡعِزَّۃِ عَمَّا یَصِفُوۡنَ ﴿۱۸۰﴾ۚ

১৮০. তোমার প্রতিপালক, যিনি ক্ষমতার মালিক, তারা যা বলছে, তা হতে পবিত্র।

وَسَلٰمٌ عَلَی الۡمُرۡسَلِیۡنَ ﴿۱۸۱﴾ۚ

১৮১. আর সালাম হোক রাসূলদের প্রতি।

وَالۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ ﴿۱۸۲﴾ؑ

১৮২. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক।

আলহামদুলিল্লাহ! আজ ৩০ রমযানুল মুবারক ১৪২৮ হিজরী সাহরীর সময় সূরা আস-সাফফাতের তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। স্থান– করাচি। (অনুবাদ শেষ হল আজ ২২ যূ-কাদা ১৪৩১ হিজরী মোতাবেক ৩১ অক্টোবর ২০১০ খ্রি. রোববার।) আল্লাহ তাআলা এ খেদমতটুকু কবুল করে নিন এবং বাকি সূরাগুলির কাজও নিজ মর্জি মোতাবেক শেষ করার তাওফীক দিন। আমীন।

৩৮

সূরা সোয়াদ

সূরা সোয়াদ

পরিচিতি

এ সূরাটি নাযিল হয়েছে একটি বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করে। বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য বর্ণনা মোতাবেক ঘটনাটির বিবরণ নিম্নরূপ–

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা আবু তালিব যদিও ইসলাম গ্রহণ করেনি, কিন্তু আত্মীয়তার হক আদায়ার্থে তিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহায্য-সহযোগিতা করতেন অকুণ্ঠভাবে। একবার কুরাইশ গোত্রের অন্যান্য নেতৃবর্গ একটি প্রতিনিধি দলরূপে আবু তালিবের কাছে আসল। তারা বলল, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যদি আমাদের দেব-দেবীদেরকে মন্দ বলা ছেড়ে দেয়, তবে আমরা তাকে তার দ্বীন অনুসারে চলার অনুমতি দিতে পারি। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে তাদের দেব-দেবীদেরকে মন্দ বলতেন, তা ছিল কেবল এই যে, তাদের কোন রকম উপকার বা অপকার করার ক্ষমতা নেই এবং তাদেরকে উপাস্য বানানো একটা পথভ্রষ্টতা।

যা হোক, তাঁকে মজলিসে ডাকা হল এবং তাদের এ প্রস্তাব তাঁর সামনে পেশ করা হল। তিনি আবু তালিবকে লক্ষ্য করে বললেন, চাচাজান! আমি কি তাদেরকে এমন বিষয়ের প্রতি ডাক দেব না, যার ভেতর তাদের কল্যাণ নিহিত? আবু তালিব জিজ্ঞেস করলেন, তা কী? তিনি বললেন, আমি চাই তারা এমন একটি বাক্য বলুক, যা বললে সমগ্র আরব তাদের সামনে নতি স্বীকার করবে এবং তারা সমস্ত অনারব ভূমির মালিক হয়ে যাবে। অতঃপর তিনি কালিমায়ে তাওহীদ পাঠ করলেন। একথা শোনামাত্র উপস্থিত সকলে কাপড় ঝাড়তে ঝাড়তে উঠে গেল আর বলতে লাগল, আমরা আমাদের সমস্ত মাবুদকে ছেড়ে মাত্র একজন মাবুদকে গ্রহণ করে নেব? এটা বড় আজব কথা! এরই পরিপ্রেক্ষিতে সূরা সোয়াদের আয়াতসমূহ নাযিল হয়। এ সূরায় বিভিন্ন নবী-রাসূলের বৃত্তান্তও উল্লেখ করা হয়েছে। তার মধ্যে হযরত দাউদ ও হযরত সুলাইমান আলাইহিমাস সালামের ঘটনা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

৩৮ – সূরা সোয়াদ – ৩৮

سُوْرَةُ صٓ مَكِّيَّةٌ

মক্কী; ৮৮ আয়াত; ৫ রুকু

اٰيَاتُهَا ٨٨ رُكُوْعَاتُهَا ٥

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

صٓ وَالْقُرْاٰنِ ذِی الذِّكْرِ ①

১. সোয়াদ,[১] কসম উপদেশপূর্ণ কুরআনের।

بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِیْ عِزَّةٍ وَّشِقَاقٍ ②

২. যারা কুফর অবলম্বন করেছে, তারা কেবল এ কারণেই তা অবলম্বন করেছে যে, তারা আত্মম্ভরিতা ও হঠকারিতায় লিপ্ত রয়েছে।[২]

كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَّلَاتَ حِيْنَ مَنَاصٍ ③

৩. আমি তাদের পূর্বে কত মানব গোষ্ঠীকেই ধ্বংস করেছি! তখন তারা আর্তচিৎকার করেছিল, কিন্তু তখন তো মুক্তি পাওয়ার সময়ই ছিল না।

وَعَجِبُوْۤا اَنْ جَآءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا سٰحِرٌ كَذَّابٌ ④

৪. তারা (কুরাইশ কাফেরগণ) এ কারণে বিস্ময়বোধ করছে যে, তাদের কাছে একজন সতর্ককারী এসেছে তাদেরই মধ্য হতে! এবং কাফেরগণ বলে, সে মিথ্যাচারী যাদুকর।

اَجَعَلَ الْاٰلِهَةَ اِلٰهًا وَّاحِدًا ۚۖ اِنَّ هٰذَا لَشَیْءٌ عُجَابٌ ⑤

৫. সে কি সমস্ত মাবুদকে এক মাবুদ দ্বারা বদলে দিয়েছে? এটা তো বড় আজব কথা!

---

১. এটা সেই আল-হুরূফুল মুকাত্তাআত (বিভিন্ন হরফসমূহ)-এর একটি, যার অর্থ আল্লাহ তাআলা ছাড়া কেউ জানে না। সূরা বাকারার প্রথম আয়াতের টীকা দেখুন। কুরআন মাজীদে যেসব বস্তু দ্বারা শপথ করা হয়েছে, তার তাৎপর্য সম্পর্কে দেখুন সূরা আস-সাফফাত-এর ১নং টীকা।

২. আল্লামা আলূসী (রহ.) اظهر (বেশি স্পষ্ট) বলে আয়াতের যে তারকীব (বিন্যাস প্রণালী) বর্ণনা করেছেন (রূহুল মাআনী, ২৩ খণ্ড ২১৭ পৃষ্ঠা) সে হিসেবেই এ তরজমা করা হয়েছে।

وَانْطَلَقَ الْمَلَاُ مِنْهُمْ اَنِ امْشُوْا وَاصْبِرُوْا عَلٰۤی اٰلِهَتِكُمْ ۚۖ اِنَّ هٰذَا لَشَیْءٌ یُّرَادُ ۚ﴿۶﴾

৬. তাদের মধ্যকার নেতৃবর্গ এই বলে সরে পড়ল যে, চল এবং তোমাদের উপাস্যদের পূজায় অবিচলিত থাক। নিশ্চয়ই এটা এমন এক বিষয় যার পেছনে অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে।[৩]

مَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِی الْمِلَّةِ الْاٰخِرَةِ ۚۖ اِنْ هٰذَاۤ اِلَّا اخْتِلَاقٌ ۚۖ﴿۷﴾

৭. আমরা তো পূর্বেকার দ্বীনে এরূপ কথা শুনিনি। আসলে এটা এক মনগড়া কথা।

ءَاُنْزِلَ عَلَیْهِ الذِّكْرُ مِنْۢ بَیْنِنَا ؕ بَلْ هُمْ فِیْ شَكٍّ مِّنْ ذِكْرِیْ ۚ بَلْ لَّمَّا یَذُوْقُوْا عَذَابِ ؕ﴿۸﴾

৮. এই উপদেশ-বাণী আমাদের পরিবর্তে তার উপর নাযিল করা হল? বস্তুত তারা আমার উপদেশ সম্পর্কে সন্দেহে পতিত; বরং তারা এখনও পর্যন্ত আমার শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করেনি।

اَمْ عِنْدَهُمْ خَزَآئِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِیْزِ الْوَهَّابِ ۚ﴿۹﴾

৯. তবে কি তাদের কাছে তোমার সেই রব্বের রহমতের ভাণ্ডারসমূহ রয়েছে যিনি ক্ষমতাময়, মহাদাতা?

اَمْ لَهُمْ مُّلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَیْنَهُمَا ۟ فَلْیَرْتَقُوْا فِی الْاَسْبَابِ ﴿۱۰﴾

১০. নাকি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এর মধ্যবর্তী সবকিছুর রাজত্ব তাদের হাতে?[৪] তা থাকলে তারা যেন রশি টানিয়ে উপরে আরোহন করে।[৫]

---

৩. 'অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে', অর্থাৎ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসবের মাধ্যমে নিজ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করতে চান (নাউযুবিল্লাহ)।

৪. অর্থাৎ তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত সম্পর্কে এভাবে প্রশ্ন তুলছে, যেন নবুওয়াত, যা কিনা আল্লাহ তাআলার এক বিশেষ রহমত, তাদের মুঠোয় ও তাদের এখতিয়ারে। তারা যাকে চাবে নবী বানানো হবে আর যাকে অপছন্দ করবে, তাকে নবুওয়াত দেওয়া হবে না।

৫. অর্থাৎ তাদের যদি এতটাই ক্ষমতা, তবে তো রশি টানিয়ে আকাশে চড়ার ক্ষমতাও তাদের থাকার কথা। অথচ সে ক্ষমতা তাদের নেই। তা যখন নেই, তখন আসমান ও যমীনের

১১. (তাদের অবস্থা তো এই যে,) তারা যেন বিরোধী দলসমূহের একটি বাহিনী, যারা ওখানেই পরাস্ত হবে।[৬]

جُنْدٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُوْمٌ مِّنَ الْاَحْزَابِ ⑪

১২. তাদের আগে নূহের সম্প্রদায়, আদ জাতি এবং কীলকবিশিষ্ট ফেরাউনও নবীগণকে মিথ্যাবাদী বলেছিল।

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّعَادٌ وَّفِرْعَوْنُ ذُو الْاَوْتَادِ ⑫

১৩. এবং ছামূদ জাতি, লূতের সম্প্রদায় এবং আয়কাবাসীগণও। তারা ছিল বিরোধী দলসমূহের লোক।

وَثَمُوْدُ وَقَوْمُ لُوْطٍ وَّاَصْحٰبُ لْـَٔيْكَةِ ۭ اُولٰٓئِكَ الْاَحْزَابُ ⑬

১৪. তাদের মধ্যে এমন কেউ ছিল না, যে রাসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলেনি। ফলে তাদের উপর আমার শাস্তি অবতীর্ণ হয়েছে যথাযথভাবে।

اِنْ كُلٌّ اِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ⑭

[১]

১৫. এবং তারাও (অর্থাৎ মক্কাবাসীগণ) এমন এক মহা নাদ-এর অপেক্ষা করছে, যাতে কোন বিরতি থাকবে না।[৭]

وَمَا يَنْظُرُ هٰٓؤُلَآءِ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً مَّا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ ⑮

১৬. এবং তারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! বিচার দিবসের আগেই

وَقَالُوْا رَبَّنَا عَجِّلْ لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ

বিষয়াবলী সম্পর্কে তাদের কী এখতিয়ার থাকতে পারে, যার ভিত্তিতে তারা রায় দেবে যে, অমুককে নবী না বানিয়ে অমুককে বানানো হোক?

৬. বোঝানো উদ্দেশ্য যে, পূর্বে যে বড়-বড় সম্প্রদায় গত হয়েছে, তাদের তুলনায় এরা তো ক্ষুদ্র এক বাহিনী তুল্য, যারা নিজ দেশেই পরাভূত হবে। এটা মক্কা বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী। ঘটনা সে রকমই ঘটেছিল। এতসব বড়াইকারী এ সম্প্রদায়টি মক্কা মুকাররমায়, নিজ বাসভূমিতে এমনভাবে পর্যুদস্ত হল যে, এখানে তাদের কোন ক্ষমতাই অবশিষ্ট থাকল না।

৭. এর দ্বারা শিঙ্গার ফুঁৎকার ধ্বনি বোঝানো উদ্দেশ্য, যার সাথে-সাথে কিয়ামত হয়ে যাবে।

يَوْمِ الْحِسَابِ ﴿١٦﴾

আমাদের প্রাপ্য আমাদেরকে নগদ দিয়ে দিন।[৮]

اِصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوٗدَ ذَا الْاَيْدِ ۚ اِنَّهٗۤ اَوَّابٌ ﴿١٧﴾

১৭. (হে রাসূল!) তারা যা-কিছু বলে তাতে সবর কর এবং স্মরণ কর আমার বান্দা দাউদ (আলাইহিস সালাম)কে, যে ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী।[৯] নিশ্চয়ই সে ছিল অত্যন্ত আল্লাহ-অভিমুখী।

اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهٗ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْاِشْرَاقِ ﴿١٨﴾

১৮. আমি পর্বতমালাকে নিয়োজিত করেছিলাম, যাতে তারা তার সঙ্গে সন্ধ্যাবেলা ও সূর্যোদয়কালে তাসবীহ পাঠ করে।

وَالطَّيْرَ مَحْشُوْرَةً ؕ كُلٌّ لَّهٗۤ اَوَّابٌ ﴿١٩﴾

১৯. এবং পাখিদেরকেও, যাদেরকে একত্র করে নেওয়া হত। তারা তার সঙ্গে মিলে আল্লাহর যিকিরে লিপ্ত থাকত।[১০]

وَشَدَدْنَا مُلْكَهٗ وَاٰتَيْنٰهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ ﴿٢٠﴾

২০. আমি তার রাজত্বকে করেছিলাম সুদৃঢ় এবং তাকে দান করেছিলাম জ্ঞানবত্তা ও মীমাংসাকর বাগ্মিতা।

---

৮. 'আমাদের প্রাপ্য আমাদেরকে নগদ দিয়ে দাও'– এটা কাফেরদের সেই দাবি, যার কথা পূর্বে বহুবার উল্লেখ করা হয়েছে। তারা বলত, আমাদেরকে যে শাস্তি দেওয়া হবে বলে শোনানো হচ্ছে তা এখনই কেন দেওয়া হচ্ছে না?

৯. কাফেরদের যেসব কথায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যথিত হতেন, সূরার শুরুতে তা খণ্ডন করা হয়েছিল। এবার মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলা হচ্ছে, তাদের এসব বেহুদা কথা অগ্রাহ্য করুন, সবর অবলম্বন করুন এবং নিজ কাজে লেগে থাকুন। এ প্রসঙ্গে কয়েকজন নবীর ঘটনা বর্ণনা করা হচ্ছে, যা দ্বারা তিনি সান্ত্বনা লাভ করতে পারেন। সর্বপ্রথম বর্ণিত হচ্ছে হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের ঘটনা।

১০. সূরা আম্বিয়ায় (২১ : ৭৯) বলা হয়েছে, আল্লাহ তাআলা হযরত দাউদ আলাইহিস সালামকে সুমধুর কণ্ঠ দিয়েছিলেন। তাঁর বিশেষ মুজিযা ছিল, তিনি যখন আল্লাহ তাআলার যিকির করতেন, তখন পাহাড়ও তাঁর সাথে যিকির ও তাসবীহ পাঠে রত হত। এমনকি উড়ন্ত পাখিরাও থেমে গিয়ে তাঁর সঙ্গে যিকিরে মশগুল হয়ে যেত।

وَهَلْ أَتٰىكَ نَبَؤُا الْخَصْمِ ۘ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ ﴿٢١﴾

২১. তোমার কাছে কি সেই মোকদ্দমা-কারীদের সংবাদ পৌঁছেছে, যখন তারা প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে ইবাদতখানায় প্রবেশ করেছিল?[১১]

---

১১. এখান থেকে ২৪ নং আয়াত পর্যন্ত যে ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, তার সারমর্ম এরূপ, হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের দ্বারা কোনও একটা ভুল হয়ে গিয়েছিল। আল্লাহ তাআলা সে ব্যাপারে তাকে সতর্ক করতে চাইলেন। তাই তাঁর কাছে দু'জন লোককে অস্বাভাবিকভাবে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি তখন নিজ ইবাদতখানায় ছিলেন। আগন্তুকদ্বয় তাদের একটা বিবাদের ব্যাপারে তাঁর কাছে বিচার চাইল। তিনি বিচার করে দিলেন, কিন্তু সাথে সাথে তিনি বুঝে ফেললেন, আল্লাহ তাআলা-এর মাধ্যমে সূক্ষ্মভাবে তাঁকে সতর্ক করে দিয়েছেন। সুতরাং তিনি তখনই সিজদায় পড়ে গেলেন এবং তাওবা ও ইস্তিগফারে লিপ্ত হলেন।

তাঁর দ্বারা কি ভুল হয়ে গিয়েছিল, কুরআন মাজীদ তা বয়ান করেনি এবং মোকদ্দমা দ্বারা তিনি সে বিষয়ে সচকিতই হলেন কিভাবে তারও ব্যাখ্যা দেয়নি। কুরআন মাজীদ কেবল এই সবক দিতে চেয়েছে যে, ভুলচুক তো মানুষের স্বভাবেই আছে। বড়-বড় বুযুর্গ এমনকি নবীগণের দ্বারা মাঝে-মধ্যে মামুলি ধরনের ভুল-বিচ্যুতি ঘটে গেছে, কিন্তু তারা কখনও আপন ভুলের উপর গোঁ ধরে বসে থাকেন না, একই ভুল বারবার করেন না; বরং তাদের কাছে নিজের ভুল স্পষ্ট হয়ে যাওয়া মাত্রই আল্লাহ তাআলার দিকে রুজু হন এবং তাওবা-ইস্তিগফারে লিপ্ত হন। এ শিক্ষা গ্রহণের বিষয়টা হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের ঘটনা বিশদভাবে জানার উপর নির্ভরশীল নয়, যদিও অনেকে এর বিশদ অনুসন্ধানের পেছনে পড়েছেন। মুফাসসিরগণ এ সম্পর্কে নানা কথা বলেছেন। এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন কিসসা-কাহিনীও রচিত হয়েছে।

একটা বেহুদা কিসসা তো বাইবেলেও বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে যে, হযরত দাউদ আলাইহিসসালাম 'উরিয়া' নামক তার এক সেনাপতির স্ত্রীর সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছিলেন (নাউযুবিল্লাহ)। এসব কিসসা বর্ণনার উপযুক্ত নয়। একজন মহান নবী, কুরআন মাজীদের বর্ণনা মোতাবেক যিনি আল্লাহ তাআলার বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন এবং যিনি অত্যধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকিরে মশগুল থাকতেন, তাঁর সম্পর্কে এ জাতিয় গল্প যে বিলকুল মনগড়া তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

কোন কোন মুফাসসির বর্ণনা করেছেন সেকালে কারও বিবাহিতা স্ত্রীকে বিবাহ করার আগ্রহ প্রকাশ করে স্বামীকে যদি অনুরোধ করা হত সে যেন তাকে তালাক দিয়ে দেয়, সেটাকে দূষনীয় মনে করা হত না। সেকালে এর ব্যাপক রেওয়াজ ছিল। তাই এরূপ করলে তাকে কেউ খারাপ মনে করত না। উরিয়ার স্ত্রী ছিল অত্যন্ত বুদ্ধিমতি। তাই হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম সেকালের রেওয়াজ অনুযায়ী উরিয়াকে অনুরোধ করলেন যেন স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয়, যাতে তিনি নিজে তাকে বিবাহ করতে পারেন। এরূপ অনুরোধ তাঁর পক্ষে কোন গোনাহের কাজ ছিল না, যেহেতু তা রক্ষা করা না করার সম্পূর্ণ এখতিয়ার উরিয়ার ছিল। তাছাড়া সমাজের প্রচলন অনুযায়ী সেটা দোষেরও ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেটা যেহেতু একজন মহান নবীর শান মোতাবেক ছিল না, তাই আল্লাহ

إِذْ دَخَلُوا عَلَىٰ دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ ﴿٢٢﴾

২২. যখন তারা দাউদের কাছে পৌঁছল, সে তাদের দেখে ঘাবড়ে গেল। তারা বলল, ভয় পাবেন না। আমরা বিবদমান দু'টি পক্ষ। আমাদের একে অন্যের প্রতি জুলুম করেছে। সুতরাং আপনি আমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করে দিন এবং অবিচার করবেন না এবং আমাদেরকে সঠিক পথ-নির্দেশ করুন।

إِنَّ هَٰذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ ﴿٢٣﴾

২৩. এ আমার ভাই। তার নিরানব্বইটি দুম্বা আছে। আর আমার কাছে একটি মাত্র দুম্বা। সে বলছে, এটিও আমার যিম্মায় দিয়ে দাও এবং সে কথার জোরে আমাকে দুর্বল করে দিয়েছে।

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ

২৪. দাউদ বলল, সে তার দুম্বাদের সাথে মেলানোর জন্য তোমার দুম্বাটিকে দাবি করে, নিশ্চয়ই তোমার উপর জুলুম করেছে। যাদের মধ্যে অংশীদারিত্ব থাকে, তাদের অধিকাংশই একে অন্যের প্রতি জুলুম

তাআলা আয়াতে বর্ণিত সূক্ষ্ম পন্থায় তাকে সতর্ক করে দিলেন। সুতরাং তিনি এজন্য তাওবা-ইস্তিগফার করলেন। তিনি আর সে বিবাহ করলেন না।

এ ব্যাখ্যা বাইবেলের কিসসার মত অবান্তর নয় বটে, কিন্তু কোন নির্ভরযোগ্য বর্ণনা দ্বারা এটা প্রমাণিত নয়। আসল কথা হচ্ছে, তাঁর ভুল যাই হোক না কেন আল্লাহ তাআলা তাঁর মহান সে নবীকে যে কেবল ক্ষমা করেছেন তাই নয়; বরং সে ভুলটিকে সম্পূর্ণরূপে পর্দার আড়াল করে রেখেছেন। কুরআন মাজীদে কোথাও সেটি উল্লেখ করেননি। সুতরাং আল্লাহ তাআলা নিজে যে ঘটনা গোপন রেখেছেন, তার অনুসন্ধানে লেগে পড়া কিছুতেই একজন মহান নবীর মর্যাদার অনুকূল নয়। তাছাড়া এর কোন প্রয়োজনও নেই। কুরআন যেমন বিষয়টাকে অস্পষ্ট রেখে দিয়েছে, আমাদেরও তেমনি অস্পষ্ট রেখে দেওয়া উচিত। কেননা কুরআন মাজীদ যে শিক্ষা দিতে চায় তা ঘটনা জানা ছাড়াও পুরোপুরি হাসিল হয়ে যায়।

করে থাকে। ব্যতিক্রম কেবল তারা, যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে। কিন্তু তারা বড় কম। তখন দাঊদ উপলব্ধি করল যে, মূলত আমি তাকে পরীক্ষা করেছি। কাজেই সে তার প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করল এবং সিজদায় লুটিয়ে পড়ল আর আল্লাহর অভিমুখী হল।[১২]

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۩ ﴿٢٤﴾

২৫. অনন্তর আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম। প্রকৃতপক্ষে আমার কাছে রয়েছে তার বিশেষ নৈকট্য ও উত্তম ঠিকানা।

فَغَفَرْنَا لَهُ ذَٰلِكَ ۖ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ ﴿٢٥﴾

২৬. হে দাঊদ! আমি পৃথিবীতে তোমাকে খলীফা বানিয়েছি। সুতরাং তুমি মানুষের মধ্যে ন্যায়বিচার করো এবং খেয়াল-খুশীর অনুগামী হয়ো না। অন্যথায় তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে।

নিশ্চিতভাবে জেনে রেখ, যারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয় তাদের জন্য আছে কঠিন শাস্তি, যেহেতু তারা হিসাব দিবসকে বিস্তৃত হয়েছিল।

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

[২]

২৭. আমি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী এবং এর মাঝখানে যা-কিছু আছে, তা নিরর্থক সৃষ্টি করিনি। এটা যারা কুফর অবলম্বন করেছে তাদের ধারণা মাত্র।

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا

১২. এটি সিজদার আয়াত। যে ব্যক্তি আরবীতে এটি পড়বে বা শুনবে তার উপর সিজদা ওয়াজিব হয়ে যাবে।

مِنَ النَّارِ ﴿٢٧﴾

সুতরাং কাফেরদের জন্য রয়েছে ধ্বংস জাহান্নামরূপে।

أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ﴿٢٨﴾

২৮. যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, আমি কি তাদেরকে সেই সব লোকের সমান গণ্য করব, যারা পৃথিবীতে অশান্তি বিস্তার করে? না কি আমি মুত্তাকীদেরকে পাপাচারীদের সমান গণ্য করব?[১৩]

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٢٩﴾

২৯. (হে রাসূল!) এটি এক বরকতময় কিতাব, যা আমি তোমার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে মানুষ এর (আয়াতের) মধ্যে চিন্তা করে এবং যাতে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ উপদেশ গ্রহণ করে।[১৪]

وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ ۚ نِعْمَ الْعَبْدُ ۖ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿٣٠﴾

৩০. আমি দাউদকে দান করলাম সুলাইমান (-এর মত পুত্র)। সে ছিল উত্তম বান্দা। নিশ্চয়ই সে ছিল অতিশয় আল্লাহ অভিমুখী।

---

১৩. আখেরাত যে অপরিহার্য এটা তার দলীল। পূর্বের আয়াতসমূহের সাথে এর যোগসূত্র এই যে, আল্লাহ তাআলা হযরত দাউদ আলাইহিস সালামকে আদেশ করেছিলেন, তাকে যখন তাঁর খলীফা বানানো হয়েছে, তখন তিনি যেন মানুষের মধ্যে ন্যায়বিচার করেন। আল্লাহ তাআলা যেন বলছেন, আমি আমার খলীফাকে যখন ন্যায়বিচারের আদেশ করেছি, তখন আমি নিজে কি করে অবিচার করতে পারি? এই ন্যায়বিচারের জন্যই আখেরাত হবে এবং সেখানে ভালো-মন্দের হিসাব-নিকাশ হবে। তা না হলে অর্থ দাঁড়াবে, আমি ভালো লোক ও মন্দ লোকের মধ্যে কোন পার্থক্য রাখিনি এবং দুনিয়ায় কোন ব্যক্তি যতই ভালো কাজ করুক কিংবা যতই মন্দ কাজ করুক, সেজন্য কোন জিজ্ঞাসাবাদ হবে না এবং সৎকর্মশীলদেরকেও দেওয়া হবে না কোন পুরস্কার। এরূপ বেইনসাফী আমি কী করে করতে পারি?

১৪. অর্থাৎ আখেরাত ও হিসাব-নিকাশের আবশ্যিকতা যখন বুঝে আসল, তখন এটাও বুঝে নাও যে, মানুষকে আগেভাগে সতর্ক করার জন্য তাদেরকে হেদায়াতের বাণী দান করা তাঁর ইনসাফেরই দাবি, যাতে মানুষ সেই হেদায়াত অনুযায়ী কাজ করে নিজ আখেরাতকে

اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصّٰفِنٰتُ الْجِيَادُ ۝٣١

৩১. (সেই সময়টি স্মরণীয়) যখন সন্ধ্যাবেলা তার সামনে উৎকৃষ্ট প্রজাতির ভালো-ভালো ঘোড়া পেশ করা হল।

فَقَالَ اِنِّيْٓ اَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّيْ ۚ حَتّٰى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ۝٣٢

৩২. তখন সে বলল, আমি আমার প্রতিপালকের স্মরণার্থেই এই সম্পদকে ভালোবেসেছি। অবশেষে তা পর্দার আড়াল হয়ে গেল।

رُدُّوْهَا عَلَيَّ ۭ فَطَفِقَ مَسْحًۢا بِالسُّوْقِ وَالْاَعْنَاقِ ۝٣٣

৩৩. (অনন্তর সে বলল,) ওগুলোকে আমার কাছে ফিরিয়ে আন। অতঃপর সে (তাদের) পায়ের গোছা ও ঘাড়ে হাত বুলাতে লাগল।[১৫]

নির্মাণ করতে পারে। তাই আল্লাহ তাআলা এই বরকতময় গ্রন্থ আল-কুরআন নাযিল করেছেন।

১৫. জিহাদের জন্য যে উৎকৃষ্ট প্রজাতির ঘোড়া সংগ্রহ করা হয়েছিল, যেগুলো দ্বারা তাঁর রাজ-ক্ষমতার জৌলুসও প্রকাশ পাচ্ছিল, একদিন সেগুলো তাঁর সামনে পেশ করা হল। কিন্তু সেই জমকালো দৃশ্য দেখে যে তিনি আল্লাহ তাআলাকে ভুলে গেলেন এমন নয়; বরং তিনি বললেন, আমি তো এগুলোকে ভালোবাসি আল্লাহরই জন্য। এজন্য নয় যে, এর দ্বারা আমার ক্ষমতার গৌরব প্রকাশ পাচ্ছে। এগুলো তো সংগ্রহই করা হয়েছে জিহাদের জন্য আর জিহাদ করা হয় আল্লাহ তাআলার ভালোবাসায়। অতঃপর ঘোড়াগুলো এগুতে এগুতে তাঁর চোখের আড়ালে চলে গেল। তিনি সেগুলোকে আবারও তার সামনে আনতে বললেন। এবার তিনি সেগুলোর পায়ের গোছা ও গর্দানে আদর বুলিয়ে দিলেন। কুরআন মাজীদ এ ঘটনাটি উল্লেখ করে মানুষকে শিক্ষা দিচ্ছে যে, দুনিয়ার ধন-দৌলত অর্জিত হলে সেজন্য আল্লাহর শোকর আদায় করা উচিত। এমন যেন না হয় যে, তার মোহ ব্যক্তিকে গর্বিত করে তুলল এবং আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল করে দিল; বরং বিনয়ের সাথে তাকে এমন কাজেই ব্যবহার করা চাই, যা হবে আল্লাহ তাআলার আদেশ মোতাবেক।

আয়াতের উপরিউক্ত তাফসীর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত আছে এবং এটা আয়াতের শব্দাবলীরও বেশি কাছাকাছি। ইবনে জারির (রহ.) ইমাম রাযী (রহ.) প্রমুখ এ তাফসীরকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। মুফাসসিরদের একটি বড় দল আয়াতের আরও একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং সে ব্যাখ্যাই বেশি প্রসিদ্ধ। তার সারমর্ম নিম্নরূপ-

ঘোড়াগুলি দেখতে দেখতে তাঁর নামায কাযা হয়ে গিয়েছিল, যে কারণে তাঁর খুব আফসোস হল। তিনি বলে উঠলেন, দেখা যাচ্ছে, এই অর্থ-সম্পদের মহব্বত আমাকে

৩৪. এটাও বাস্তব যে, আমি সুলাইমানকে পরীক্ষা করেছিলাম এবং তার সিংহাসনে একটি ধড় এনে ফেলে দিয়েছিলাম।[১৬] অনন্তর সে (আল্লাহর) অভিমুখী হল।

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمٰنَ وَاَلْقَيْنَا عَلٰى كُرْسِيِّهٖ جَسَدًا ثُمَّ اَنَابَ ﴿۳۴﴾

৩৫. সে বলতে লাগল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা কর এবং আমাকে এমন রাজত্ব দান কর, যা আমার পর অন্য কারও হবে না।[১৭] নিশ্চয়ই তুমি মহাদাতা।

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَهَبْ لِيْ مُلْكًا لَّا يَنْۢبَغِيْ لِاَحَدٍ مِّنْۢ بَعْدِيْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿۳۵﴾

৩৬. সুতরাং আমি বাতাসকে তার অধীন করে দিলাম, যা তার আদেশে সে

فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيْحَ تَجْرِيْ بِاَمْرِهٖ رُخَآءً حَيْثُ اَصَابَ ﴿۳۶﴾

আল্লাহ তাআলার মহব্বত থেকে গাফেল করে দিয়েছে। কাজেই তিনি ঘোড়াগুলিকে আবার তাঁর সামনে আনতে বললেন। এবার তিনি সেগুলো কুরবানী করে দিতে মনস্থ করলেন এবং সে উদ্দেশ্যে তরবারি দ্বারা তাদের পায়ের গোছা ও গর্দান কাটা শুরু করে দিলেন। এ তাফসীর অনুযায়ী আয়াতের তরজমা করতে হবে এ রকম, 'যখন তার সামনে উৎকৃষ্ট প্রজাতির ভালো-ভালো ঘোড়া পেশ করা হল, তখন তিনি বললেন, এই ধন-দৌলতের ভালোবাসা আমাকে আল্লাহর মহব্বত থেকে গাফেল করে দিয়েছে। পরিশেষে ঘোড়াগুলি যখন তার চোখের আড়ালে চলে গেল, তখন তিনি বললেন, সেগুলো ফিরিয়ে আন। তারপর তিনি সেগুলোর পায়ের গোছা ও গর্দানে (তরবারি দ্বারা) হাত চালাতে লাগলেন'।

১৬. এটি আরেকটি ঘটনা। কুরআন মাজীদে এ ঘটনারও বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়নি এবং নির্ভরযোগ্য হাদীসেও এমন কোন ঘটনা পাওয়া যায় না, যাকে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় পেশ করা যায়। এর তাফসীরে যেসব বর্ণনা পাওয়া যায়, তা নেহাত দুর্বল অথবা সম্পূর্ণ অবান্তর। কিংবা তা এ আয়াতের তাফসীর হিসেবে প্রমাণিত নয়। সুতরাং নিরাপদ পথ হল যে বিষয়টাকে খোদ কুরআন মাজীদ অস্পষ্ট রেখে দিয়েছে, তাকে অস্পষ্টই রেখে দেওয়া। যে উদ্দেশ্যে ঘটনার বরাত দেওয়া হয়েছে, ঘটনার বিশদ জানা ছাড়াও তা হাসিল হয়ে যায়। বোঝানো উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তাআলা হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামকে কোন একটা পরীক্ষা করেছিলেন, যার পর তিনি আল্লাহরই দিকে রুজু হন।

১৭. হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম যে রাজত্ব লাভ করেছিলেন, তা বাতাস, জিন্ন জাতি ও পাখীদের উপরও ব্যাপ্ত ছিল। এরূপ রাজত্ব তাঁর পরে কেউ কখনও লাভ করেনি।

যেথায় চাইত মন্থর গতিতে বয়ে যেত।[১৮]

৩৭. এবং দুষ্ট জিন্নদেরকেও তাঁর আজ্ঞাধীন করে দিয়েছিলাম, যার মধ্যে ছিল সব রকমের নির্মাতা ও ডুবুরি।

وَالشَّيٰطِيْنَ كُلَّ بَنَّآءٍ وَّغَوَّاصٍ ﴿٣٧﴾

৩৮. এবং এমন কিছু জিন্নকেও, যারা শিকলে বাঁধা ছিল।[১৯]

وَّاٰخَرِيْنَ مُقَرَّنِيْنَ فِي الْاَصْفَادِ ﴿٣٨﴾

৩৯. (তাকে বলেছিলাম) এসব আমার দান। চাইলে তুমি অনুগ্রহ করে কাউকে এর থেকে কিছু দান করতে পার অথবা নিজের কাছে রেখেও দিতে পার। এর জন্য তোমার কোন হিসাবের দায় নেই।[২০]

هٰذَا عَطَآؤُنَا فَامْنُنْ اَوْ اَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٩﴾

৪০. বস্তুত আমার কাছে তার রয়েছে বিশেষ নৈকট্য ও উত্তম ঠিকানা।

وَاِنَّ لَهٗ عِنْدَنَا لَزُلْفٰى وَحُسْنَ مَاٰبٍ ﴿٤٠﴾

[৩]

৪১. আমার বান্দা আয়্যুবকে স্মরণ কর, যখন সে নিজ প্রতিপালককে ডেকে

وَاذْكُرْ عَبْدَنَآ اَيُّوْبَ ۘ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗٓ اَنِّيْ مَسَّنِيَ

---

১৮. এর ব্যাখ্যা সূরা আম্বিয়ায় (২১ : ৮১) চলে গেছে।

১৯. এসব জিন্ন হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের কি কি কাজ করত তা বিস্তারিতভাবে সূরা সাবায় (৩৪ : ১৩, ১৪) গত হয়েছে। এখানে অতিরিক্ত জানানো হয়েছে যে, তারা সাগরে ডুব দিয়ে তাঁর জন্য মণি-মুক্তা সংগ্রহ করত। কিছু জিন্ন ছিল অতি দুষ্ট। মানুষকে তাদের ক্ষতি থেকে রক্ষা করার জন্য তাদেরকে শিকলে বেঁধে রাখা হয়েছিল।

২০. হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামকে এ রাজত্ব দান করা হয়েছিল মালিকানা হিসেবে। তাঁকে এই এখতিয়ার দেওয়া হয়েছিল যে, যা ইচ্ছা তিনি নিজে রাখতে পারেন এবং যা ইচ্ছা অন্যকে দানও করতে পারেন।

الشَّيْطٰنُ بِنُصْبٍ وَّعَذَابٍ ۝٤١

বলেছিল, শয়তান আমাকে দুঃখ ও কষ্টে জড়িয়েছে।[২১]

اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ ۚ هٰذَا مُغْتَسَلٌۢ بَارِدٌ وَّشَرَابٌ ۝٤٢

৪২. (আমি তাকে বললাম) তুমি তোমার পা দ্বারা মাটিতে আঘাত কর। নাও, এই তো ঠাণ্ডা পানি, গোসলের জন্যও এবং পান করার জন্যও।

وَوَهَبْنَا لَهٗۤ اَهْلَهٗ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرٰى لِاُولِى الْاَلْبَابِ ۝٤٣

৪৩. এবং (এভাবে) আমি তাকে দান করলাম তার পরিবারবর্গ এবং তাদের সাথে অনুরূপ আরও[২২]– যাতে তার প্রতি হয় আমার রহমত এবং বোধসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য হয় উপদেশ।

وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِّهٖ وَلَا تَحْنَثْ ؕ اِنَّا وَجَدْنٰهُ صَابِرًا ؕ نِعْمَ الْعَبْدُ ؕ اِنَّهٗۤ اَوَّابٌ ۝٤٤

৪৪. (আমি তাকে আরও বললাম) তোমার হাতে এক মুঠো তৃণ নাও এবং তা দ্বারা আঘাত কর আর শপথ ভঙ্গ করো না।[২৩] বস্তুত আমি তাকে

---

২১. সূরা আম্বিয়ায় বলা হয়েছে (২১ : ৮৪) হযরত আয়্যুব আলাইহিস সালাম দীর্ঘকালীন এক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছিলেন। তিনি সবরের সাথে আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা তাকে শেফা দান করেন। ৪২ নং আয়াতে তাঁর শেফা লাভের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা তাকে পা দ্বারা মাটিতে আঘাত করতে বললেন। তিনি মাটিতে আঘাত করলেন। অমনি সেখান থেকে একটি প্রস্রবণ উৎসারিত হল। আল্লাহ তাআলা তাকে সেই পানি দ্বারা গোসল করতে ও তা পান করতে হুকুম করলেন। তিনি তাই করলেন। ফলে তিনি আরোগ্য লাভ করলেন।

২২. রোগাক্রান্ত অবস্থায় তাঁর বিশ্বস্ত স্ত্রী ছাড়া সকলেই তাঁকে ত্যাগ করেছিল। কিন্তু সুস্থ হয়ে যাওয়ার পর তারা সকলে তো ফিরে এসেছিলই, সেই সঙ্গে আল্লাহ তাআলা তাঁকে আরও বহু নাতি-নাতনী দান করেছিলেন। আর এভাবে তার খান্দানের লোক সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে গেল।

২৩. একবার শয়তান হযরত আয়্যুব আলাইহিস সালামের স্ত্রীকে এভাবে প্ররোচনা দিল যে, সে এক চিকিৎসকের বেশে তার কাছে আসল। স্বামীর রুগ্নাবস্থার কারণে তিনি খুবই পেরেশান ছিলেন। কাজেই শয়তানকে সত্যিকারের চিকিৎসক মনে করে বললেন, আমার স্বামীর চিকিৎসা করুন। আসলে তো সে ছিল শয়তান। কাজেই এখানেও সে শয়তানী

পেয়েছি একজন সবরকারী। সে ছিল অতি উত্তম বান্দা। প্রকৃতপক্ষে সে ছিল অত্যন্ত আল্লাহ অভিমুখী।

৪৫. আমার বান্দা ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুবের কথা স্মরণ কর, যারা (সৎকর্মশীল) হাত ও (দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন) চোখের অধিকারী ছিল।

وَاذْكُرْ عِبٰدَنَآ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ اُولِي الْاَيْدِيْ وَالْاَبْصَارِ ﴿٤٥﴾

৪৬. আমি একটি বিশেষ গুণের জন্য তাদেরকে বেছে নিয়েছিলাম। তা ছিল (আখেরাতের) প্রকৃত নিবাসের স্মরণ।

اِنَّآ اَخْلَصْنٰهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ ﴿٤٦﴾

৪৭. প্রকৃতপক্ষে তারা ছিল আমার কাছে মনোনীত, উত্তম লোকদের অন্তর্ভুক্ত।

وَاِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْاَخْيَارِ ﴿٤٧﴾

৪৮. এবং স্মরণ কর ইসমাঈল, আল-ইয়াসা ও যুল-কিফলকে।[২৪] তারা সকলে ছিল উত্তম ব্যক্তিবর্গের অন্তর্ভুক্ত।

وَاذْكُرْ اِسْمٰعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ ؕ وَكُلٌّ مِّنَ الْاَخْيَارِ ﴿٤٨﴾

চাল চালল। বলল, চিকিৎসা করতে রাজি আছি। তবে শর্ত হল, আরোগ্য লাভের পর তোমাকে বলতে হবে, এই চিকিৎসকই তাকে ভালো করে দিয়েছে। তিনি যেহেতু স্বামীর অসুস্থতার কারণে পেরেশান ছিলেন, তাই তার কথা মানার প্রতি তার মনে ঝোঁক সৃষ্টি হচ্ছিল। তিনি বিষয়টা হযরত আয়্যুব আলাইহিস সালামকে জানালে তিনি খুবই মর্মাহত হলেন। তাঁর মনে আক্ষেপ জাগল যে, শয়তান তার স্ত্রীর কাছেও পৌঁছে গেল এবং এমনকি স্ত্রীর মনে তার কথা মানার প্রতি ঝোঁকও সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে! এই বেদনাহত অবস্থায় তিনি কসম খেয়ে ফেললেন, আরোগ্য লাভের পর আমি স্ত্রীকে একশত বেত্রাঘাত করব। কিন্তু যখন তিনি আরোগ্য লাভ করলেন, তখন এ কসমের জন্য তাঁর খুব অনুশোচনা হল। তিনি চিন্তা করতে লাগলেন, এ রকম অসাধারণ বিশ্বস্ত স্ত্রীকে তিনি কিভাবে শাস্তি দেবেন? আর যদি শাস্তি না দেন তবে তো কসম ভেঙ্গে যাবে! তাঁর এ রকম কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় আল্লাহ তাআলা মেহেরবাণী করলেন। ওহীর মাধ্যমে তাকে হুকুম দেওয়া হল, তিনি যেন একশ তৃণের একটি মুঠো নিয়ে তা দ্বারা স্ত্রীকে মাত্র একবার আঘাত করেন। এ পন্থায় তার কসমও রক্ষা করা হবে আবার স্ত্রীও তাতে বিশেষ কষ্ট পাবে না।

২৪. আল-ইয়াসা আলাইহিস সালাম একজন নবী। কুরআন মাজীদে মাত্র দু' জায়গায় তার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এক তো এই স্থানে এবং আরেক সূরা আনআমে (৬ : ৮৬)।

هٰذَا ذِكْرٌ ؕ وَاِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ لَحُسْنَ مَاٰبٍ ﴿۴۹﴾

৪৯. এসব হল উপদেশ-বাণী। নিশ্চিতভাবে জেনে রেখ, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, শেষ ঠিকানার কল্যাণ তাদেরই জন্য–

جَنّٰتِ عَدْنٍ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ الْاَبْوَابُ ﴿۵۰﴾ۚ

৫০. অর্থাৎ স্থায়ী বসবাসের জান্নাত, যার দরজাসমূহ তাদের জন্য সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত থাকবে।

مُتَّكِـِٕيْنَ فِيْهَا يَدْعُوْنَ فِيْهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ وَّشَرَابٍ ﴿۵۱﴾

৫১. সেখানে তারা হেলান দিয়ে বসে বহু ফলমূল ও পানীয়ের ফরমায়েশ করবে।

وَعِنْدَهُمْ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ اَتْرَابٌ ﴿۵۲﴾

৫২. আর তাদের কাছে থাকবে এমন সমবয়স্কা নারী, যাদের দৃষ্টি (আপন-আপন স্বামীতে) নিবদ্ধ থাকবে।

هٰذَا مَا تُوْعَدُوْنَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿۵۳﴾

৫৩. এটাই তাই (অর্থাৎ নেয়ামতপূর্ণ জীবন) হিসাব দিবসের জন্য তোমাদেরকে যার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল।

اِنَّ هٰذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهٗ مِنْ نَّفَادٍ ﴿۵۴﴾ۚۖ

৫৪. নিশ্চয়ই এটা আমার এমন দান, যা কখনও নিঃশেষ হবে না।

উভয় স্থানে তার শুধু নামই বলা হয়েছে। বিস্তারিত কোন তথ্য দেওয়া হয়নি। ঐতিহাসিক বর্ণনাসমূহ দ্বারা জানা যায় তিনি ছিলেন বনী ইসরাঈলের একজন নবী এবং হযরত ইল্‌য়াস আলাইহিস সালামের চাচাত ভাই। বাইবেলের 'রাজাবলী' পুস্তকের ১৯ নং পরিচ্ছেদে তাঁর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

এমনিভাবে হযরত যুলকিফল আলাইহিস সালামের নামও কেবল দু' জায়গায়ই পাওয়া যায়। এখানে এবং সূরা আম্বিয়ায় (২১ : ৮৫)। কোন কোন মুফাসসির তাঁকে হযরত আল-ইয়াসা আলাইহিস সালামের খলীফা বলেছেন। কারও মতে তিনি নবী নন, বরং একজন ওলী ছিলেন।

هٰذَا ۗ وَاِنَّ لِلطّٰغِيْنَ لَشَرَّ مَاٰبٍ ۙ﴿٥٥﴾

৫৫. একদিকে তো এই। (অন্যদিকে) যারা অবাধ্যতা অবলম্বন করেছে, নিশ্চিতভাবে জেনে রেখ তাদের শেষ ঠিকানা হবে অতি মন্দ।

جَهَنَّمَ ۚ يَصْلَوْنَهَا ۚ فَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿٥٦﴾

৫৬. অর্থাৎ জাহান্নাম, যাতে তারা প্রবেশ করবে। অতঃপর তা হবে তাদের নিকৃষ্ট বিছানা।

هٰذَا ۙ فَلْيَذُوْقُوْهُ حَمِيْمٌ وَّغَسَّاقٌ ۙ﴿٥٧﴾

৫৭. এই হচ্ছে গরম পানি ও পুঁজ! সুতরাং তারা এর স্বাদ গ্রহণ করুক।

وَّاٰخَرُ مِنْ شَكْلِهٖۤ اَزْوَاجٌ ؕ﴿٥٨﴾

৫৮. আরও আছে বিভিন্ন রকমের জিনিস, যা ওই রকমেরই কষ্টদায়ক হবে।

هٰذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ ۚ لَا مَرْحَبًۢا بِهِمْ ؕ اِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ ﴿٥٩﴾

৫৯. (যখন তারা তাদের অনুগামীদেরকে আসতে দেখবে, তখন তারা একে অপরকে বলবে,) এই আরেকটি দল, যারা তোমাদের সঙ্গে প্রবেশ করেছে। লানত তাদের প্রতি। এরা সকলেই আগুনে জ্বলবে।

قَالُوْا بَلْ اَنْتُمْ ۟ لَا مَرْحَبًۢا بِكُمْ ؕ اَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوْهُ لَنَا ۚ فَبِئْسَ الْقَرَارُ ﴿٦٠﴾

৬০. তারা (আগমনকারীরা) বলবে, না, বরং লানত তোমাদের প্রতি। তোমরাই তো আমাদের সম্মুখে এ মুসিবত নিয়ে এসেছ। এখন তো এই নিকৃষ্ট স্থানেই থাকতে হবে।

قَالُوْا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هٰذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ ﴿٦١﴾

৬১. (তারপর তারা আল্লাহ তাআলাকে বলবে,) হে আমাদের প্রতিপালক! যে ব্যক্তিই আমাদের সামনে এ মুসিবত এনেছে তাকে জাহান্নামে দ্বিগুণ শাস্তি দিন।

وَقَالُوْا مَا لَنَا لَا نَرٰى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِّنَ الْاَشْرَارِ ﴿۶۲﴾

৬২. এবং তারা (একে অপরকে) বলবে, কী ব্যাপার! আমরা যাদেরকে মন্দ লোকদের মধ্যে গণ্য করতাম, সেই লোকগুলোকে যে (জাহান্নামে) দেখতে পাচ্ছি না?[২৫]

اَتَّخَذْنٰهُمْ سِخْرِيًّا اَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْاَبْصَارُ ﴿۶۳﴾

৬৩. আমরা কি তবে তাদেরকে (অন্যায়ভাবে) ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্র বানিয়েছিলাম, নাকি তাদেরকে দেখার ব্যাপারে আমাদের চোখের বিচ্যুতি ঘটেছে?

اِنَّ ذٰلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ اَهْلِ النَّارِ ﴿۶۴﴾

৬৪. জাহান্নামবাসীদের এই বাক-বিতণ্ডা নিশ্চিত সত্য, যা ঘটবেই।

[৪]

قُلْ اِنَّمَآ اَنَا مُنْذِرٌ ۖ وَّمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّا اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿۶۵﴾

৬৫. (হে রাসূল!) বলে দাও, আমি তো একজন সতর্ককারী মাত্র। আল্লাহ ছাড়া কেউ ইবাদতের উপযুক্ত নয়, যিনি এক, সকলের উপর প্রবল।

رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ ﴿۶۶﴾

৬৬. যিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী এবং এ দুয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর মালিক, যার ক্ষমতা সবকিছু জুড়ে ব্যাপ্ত, যিনি অতি ক্ষমাশীল।

قُلْ هُوَ نَبَؤٌا عَظِيْمٌ ﴿۶۷﴾

৬৭. বলে দাও, এটা এক মহাসত্যের সংবাদ।

---

২৫. এর দ্বারা মুমিনদেরকে বোঝানো হয়েছে। কাফেরগণ দুনিয়ায় তাদেরকে নিকৃষ্ট মনে করত এবং তাদেরকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত। তারা তাদেরকে জাহান্নামে না দেখে এসব কথা বলবে।

৬৮. যা থেকে তোমরা মুখ ফিরিয়ে রেখেছ।[২৬]

أَنتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ﴿٦٨﴾

৬৯. উর্ধ্বজগতে তারা (অর্থাৎ ফেরেশতাগণ) যখন সওয়াল-জওয়াব করছিল, সে সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞান ছিল না,[২৭]

مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَإِ الْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿٦٩﴾

৭০. আমার কাছে ওহী আসে কেবল এজন্য যে, আমি একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী।

إِن يُوحَىٰ إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٧٠﴾

৭১. স্মরণ কর, যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদেরকে বললেন, আমি কাদা দ্বারা এক মানুষ সৃষ্টি করতে চাই।

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ ﴿٧١﴾

৭২. আমি যখন তাকে সম্পূর্ণরূপে তৈরি করে ফেলব এবং তার ভেতর আমার রূহ ফুঁকে দেব, তখন তোমরা তার সামনে সিজদায় পড়ে যেও।

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴿٧٢﴾

৭৩. অতঃপর হল এই যে, সমস্ত ফেরেশতাই তো সিজদা করল-

فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿٧٣﴾

---

২৬. নবীদের ঘটনাবলী ও কিয়ামতের অবস্থাদি বর্ণনার পর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলা হচ্ছে, কাফেরদেরকে বলুন, তোমরা এসব ঘটনার মধ্যে চিন্তা করলে এর ভেতর আমার নবুওয়াতের প্রমাণ পাবে। কেননা আমার কাছে এসব বিষয়ে জ্ঞান লাভের আর কোন মাধ্যম নেই। আমি যা কিছু বলছি নিঃসন্দেহে তা ওহীর মাধ্যমেই জানতে পেরেছি। কিন্তু তোমরা তো ওহী দ্বারা প্রাপ্ত এ উপদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখছ।

২৭. এর দ্বারা ইশারা ফেরেশতাদের সেই কথাবার্তার প্রতি, যা হযরত আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টির সময় তারা বলেছিলেন। তা বিস্তারিত সূরা বাকারায় (২ : ৩১) বর্ণিত হয়েছে। সামনেও কিছুটা আসবে।

إِلَّآ إِبْلِيسَ ؕ اِسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٧٤﴾

৭৪. কিন্তু ইবলীস করল না। সে অহংকার করল এবং কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।

قَالَ يٰٓإِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ ؕ اَسْتَكْبَرْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِيْنَ ﴿٧٥﴾

৭৫. আল্লাহ বললেন, ইবলিস! আমি যাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছি, তাকে সিজদা করতে কোন জিনিস তোমাকে বাধা দিল? তুমি কি অহংকার করলে, নাকি তুমি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন কিছু?

قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ؕ خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّارٍ وَّ خَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ ﴿٧٦﴾

৭৬. সে বলল, আমি তার (অর্থাৎ আদম) চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আপনি আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছেন আর তাকে সৃষ্টি করেছেন কাদা দ্বারা।

قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيْمٌ ﴿٧٧﴾ۚۖ

৭৭. আল্লাহ বললেন, তুই এখান থেকে বের হয়ে যা। কেননা তুই বিতাড়িত।

وَّاِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِيْٓ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ ﴿٧٨﴾

৭৮. নিশ্চিতভাবে জেনে রাখ কিয়ামত দিবস পর্যন্ত তোর প্রতি থাকল আমার লানত।

قَالَ رَبِّ فَاَنْظِرْنِيْٓ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ﴿٧٩﴾

৭৯. সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! তাহলে আপনি আমাকে সেই দিন পর্যন্ত অবকাশ দিন, যে দিন মানুষকে পুনর্জীবিত করা হবে।

قَالَ فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ ﴿٨٠﴾ۙ

৮০. আল্লাহ বললেন, তথাস্তু, তোকে অবকাশ প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া হল।

৮১. (কিন্তু) নির্দিষ্ট একটা সময় পর্যন্ত।[২৮]

إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴿٨١﴾

৮২. সে বলল, তবে আপনার ক্ষমতার শপথ! আমি তাদের সকলকে বিপথগামী করে ছাড়ব।

قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٨٢﴾

৮৩. তবে আপনার মনোনীত বান্দাদের ছাড়া।

إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿٨٣﴾

৮৪. আল্লাহ বললেন, তবে সত্য কথা হল– আর আমি তো সত্যই বলে থাকি–

قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ ﴿٨٤﴾

৮৫. আমি তোকে দ্বারা আর তাদের মধ্যে যারা তোর অনুগামী হবে তাদের সকলের দ্বারা জাহান্নাম ভরে ফেলব।

لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٨٥﴾

৮৬. (হে রাসূল! মানুষকে) বল, আমি এর (ইসলামের দাওয়াতের) কারণে তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না এবং আমি ভনিতাকারীদের অন্তর্ভুক্ত নই।

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ﴿٨٦﴾

৮৭. এটা তো জগদ্বাসীদের জন্য এক উপদেশ মাত্র।

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿٨٧﴾

---

২৮. এ ঘটনার পূর্ণ বিবরণ সূরা বাকারায় গত হয়েছে (দেখুন ২ : ৩১–৩৬)। শয়তান যে অবকাশ চেয়েছিল সেটা ছিল হাশর দিবস পর্যন্ত, কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাকে সে প্রতিশ্রুতি দেননি; বরং বলে দিয়েছেন 'তোকে একটা নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত অবকাশ দেওয়া যাচ্ছে'। নির্দিষ্ট সে সময় হল শিঙ্গার প্রথম ফুঁৎকার পর্যন্ত। সে ফুঁৎকারে যখন সমস্ত সৃষ্টি মারা যাবে, তখন শয়তানেরও মৃত্যু ঘটবে, যেমন সূরা হিজর (১৫ : ৩৮)-এ বলা হয়েছে।

৮৮. এবং কিছুকাল পরেই তোমরা এর অবস্থা জানতে পারবে।

وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَاَهٗ بَعْدَ حِيْنٍ ﴿٨٨﴾

আলহামদুলিল্লাহ! আজ ৭ই শাওয়াল ১৪২৮ হিজরী মোতাবেক ২০ শে অক্টোবর ২০০৭ খ্রি. দুবাই থেকে করাচি যাওয়ার পথে ইমারাতের বিমানে সূরা সোয়াদ-এর তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। (অনুবাদ শেষ হল আজ ১৪ যূ-কাদাঃ ১৪৩১ হিজরী মোতাবেক ২ নভেম্বর ২০১০ খ্রি.)। আল্লাহ তাআলা নিজ ফযল ও করমে এ খেদমতটুকু কবুল করে নিন এবং অবশিষ্ট সূরাগুলির কাজও নিজ মর্জি মোতাবেক শেষ করার তাওফীক দিন– আমীন।

৩৯
সূরা যুমার

সূরা যুমার

পরিচিতি

এ সূরাটি নাযিল হয়েছিল মক্কী জীবনের শুরু দিকে। এতে মক্কার মুশরিকদের বিভিন্ন ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণা খণ্ডন করা হয়েছে। মুশরিকরা একথা বিশ্বাস করত ঠিক যে, বিশ্ব-জগতের স্রষ্টা আল্লাহ তাআলা, কিন্তু তারা বিভিন্ন দেব-দেবী তৈরি করে তাদের উপাসনা করত এবং এ বিশ্বাসের জন্ম দিয়েছিল যে, এদের ইবাদত-উপাসনা করলে এরা তাদের প্রতি খুশি হবে এবং আল্লাহ তাআলার দরবারে তাদের জন্য সুপারিশ করবে। আবার অনেকে মনে করত ফেরেশতাগণ আল্লাহ তাআলার কন্যা। এ সূরায় এসব ভ্রান্ত আকীদা খণ্ডন করে তাওহীদের দাওয়াত দেওয়া হয়েছে। এটা সেই সময়ের কথা, যখন মুমিনদেরকে কাফেরদের হাতে অমানবিক জুলুম-নির্যাতন ভোগ করতে হচ্ছিল। তাই এ সূরায় এমন কোন নিরাপদ ভূমিতে তাদেরকে হিজরত করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, যেখানে গেলে তারা শান্তিতে আল্লাহ তাআলার ইবাদত-বন্দেগী করতে পারবে। সেই সঙ্গে কাফেরদেরকে সাবধান করা হয়েছে, তারা যদি এসব জুলুমবাজি ও হঠকারিতা পরিত্যাগ না করে তবে তাদেরকে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। সূরার শেষে সেই দৃশ্যও দেখানো হয়েছে যে, আখেরাতে অবিশ্বাসীদেরকে কিভাবে দলে-দলে জাহান্নামে টেনে নেওয়া হবে আর মুমিনগণ কিভাবে দলে-দলে জান্নাতে প্রবেশ করবে। 'দলসমূহ'-এর আরবী প্রতিশব্দ 'যুমার' থেকেই এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে সূরা 'যুমার'।

৩৯ – সূরা যুমার – ৫৯

سُوْرَةُ الزُّمَرِ مَكِّيَّةٌ

মক্কী; ৭৫ আয়াত; ৮ রুকু

اٰيَاتُهَا ٧٥ رُكُوْعَاتُهَا ٨

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ①

১. এ কিতাব নাযিল করা হয়েছে আল্লাহর পক্ষ হতে, যিনি মহা ক্ষমতাবান, হেকমতওয়ালা।

اِنَّآ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ ②

২. (হে রাসূল!) নিশ্চয়ই আমিই এ কিতাব তোমার প্রতি নাযিল করেছি সত্যসহ। সুতরাং তুমি আল্লাহর ইবাদত কর এভাবে যে, আনুগত্য হবে খালেস তাঁরই জন্য।

اَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ ؕ وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ ۘ مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَآ اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيْ مَا هُمْ فِيْهِ

৩. স্মরণ রেখ, খালেস আনুগত্য তাঁরই প্রাপ্য। যারা তাঁকে ছাড়া অন্যকে অভিভাবক বানিয়ে নিয়েছে (এই কথা বলে যে,) আমরা তাদের উপাসনা করি কেবল এজন্য যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেবে,[১] আল্লাহ তাদের মধ্যে সেই বিষয়ে

---

১. আরবের মুশরিকগণ সাধারণভাবে আল্লাহ তাআলাকেই বিশ্ব-জগতের সৃষ্টিকর্তা বলে বিশ্বাস করত, কিন্তু তারা মনগড়া কিছু দেব-দেবীর প্রতিমা বানিয়ে তাদের সম্পর্কে এই বিশ্বাস জন্ম দিয়েছিল যে, আমরা এদের উপাসনা করলে এরা খুশী হয়ে আল্লাহ তাআলার দরবারে আমাদের জন্য সুপারিশ করবে এবং তাদের মাধ্যমে আমরা আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভ করতে পারবে। কুরআন মাজীদে এটাকেও শিরক সাব্যস্ত করা হয়েছে। কেননা এক তো ওসব দেব-দেবীর কোন বাস্তবতা নেই। দ্বিতীয়ত ইবাদত কেবল আল্লাহ তাআলারই হক। অন্য কারও ইবাদত যে নিয়তেই করা হোক না কেন তা শিরক। এর দ্বারা জানা গেল, কোন ব্যক্তি যদি বাস্তবিকই আল্লাহর ওলী ও বুযুর্গ হয়, তবুও তার ইবাদত করা শিরক । তা এ নিয়তে করলেও যে, তার ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জন করতে পারবে।

يَخْتَلِفُوْنَ ۬ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ مَنْ هُوَ كٰذِبٌ كَفَّارٌ ۝٣

মীমাংসা করে দেবেন যার মাঝে তারা মতবিরোধ করছে। নিশ্চিতভাবে জেনে রেখ, আল্লাহ এমন কোন ব্যক্তিকে পথে আনেন না, যে চরম মিথ্যুক, কুফরের উপর অবিচলিত।

لَوْ اَرَادَ اللّٰهُ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا لَّاصْطَفٰى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۙ سُبْحٰنَهٗ ؕ هُوَ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝٤

৪. আল্লাহ কোন সন্তানগ্রহণ করতে চাইলে নিজ সৃষ্টির মধ্য হতে যাকে ইচ্ছা বেছে নিতে পারতেন, (কিন্তু) তিনি (এ বিষয় হতে) পবিত্র (যে, তার কোন সন্তান থাকবে)। তিনি তো আল্লাহ, এক এবং প্রচণ্ড ক্ষমতার অধিকারী।

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ يُكَوِّرُ الَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى الَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ؕ كُلٌّ يَّجْرِيْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ اَلَا هُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ ۝٥

৫. তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবে। তিনি রাতকে দিনের উপর বিছিয়ে দেন এবং দিনকে রাতের উপর বিছিয়ে দেন। তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে কাজে নিয়োজিত করেছেন। প্রতিটি নির্দিষ্ট এক মেয়াদ পর্যন্ত সঞ্চরণ করছে। স্মরণ রেখ, তিনি অশেষ ক্ষমতার মালিক, পরম ক্ষমাশীল।

خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ الْاَنْعَامِ ثَمٰنِيَةَ اَزْوَاجٍ ؕ يَخْلُقُكُمْ

৬. তিনি তোমাদের সকলকে সৃষ্টি করেছেন একই ব্যক্তি হতে,[২] আর তার জোড়া বানিয়েছেন তারই থেকে। আর তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তু হতে আটটি জোড়া সৃষ্টি করেছেন।[৩] তিনি

---

২. 'তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একই ব্যক্তি হতে' অর্থাৎ হযরত আদম আলাইহিস সালাম হতে। আর তাঁর জোড়া হলেন হযরত হাওয়া আলাইহাস সালাম, যাকে হযরত আদম আলাইহিস সালামের পাজর থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

৩. 'আট জোড়' দ্বারা উট, গরু, ভেড়া ও ছাগল বোঝানো হয়েছে। এর প্রত্যেকটির নর ও মাদী মিলে আটটি হয়। এস্থলে এগুলোর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে এ কারণে যে,

فِيْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِيْ ظُلُمٰتٍ ثَلٰثٍ ؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ؕ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ فَاَنّٰى تُصْرَفُوْنَ ۝٦

তোমাদেরকে তোমাদের মাতৃগর্ভে এভাবে সৃষ্টি করেন যে, তিনি অন্ধকারের মধ্যে তোমরা একের পর এক সৃজন স্তর অতিক্রম কর।[৪] তিনিই আল্লাহ, যিনি তোমাদের প্রতিপালক। সমস্ত রাজত্ব তাঁরই। তিনি ছাড়া ইবাদতের উপযুক্ত আর কেউ নেই, তারপরও কে কোথা হতে তোমাদের মুখ ফিরিয়ে দিচ্ছে?

اِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ ۟ وَلَا يَرْضٰى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ ۚ وَاِنْ تَشْكُرُوْا يَرْضَهُ لَكُمْ ؕ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ؕ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ؕ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝٧

৭. তোমরা কুফর অবলম্বন করলে নিশ্চিত জেনে রেখ আল্লাহ কারও মুখাপেক্ষী নন। তিনি নিজ বান্দাদের জন্য কুফর পছন্দ করেন না। আর তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে, তিনি তোমাদের জন্য তা পছন্দ করবেন। কোনও বোঝা বহনকারী অন্য কারও বোঝা বহন করবে না। তারপর তোমাদের সকলকে তোমাদের প্রতিপালকের কাছেই ফিরে যেতে হবে। তখন তিনি তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত

সাধারণত এসব পশুই মানুষের বেশি কাজে আসে। সূরা আনআমেও এ আটটির কথাই বর্ণিত হয়েছে (৬ : ১৪৩)।

৪. 'তিন অন্ধকারের ভেতর'– মাতৃগর্ভে মানব শিশু তিনটি অন্ধকারের মধ্যে থাকে– (ক) পেটের অন্ধকার; (খ) গর্ভাশয়ের অন্ধকার ও (গ) শিশু যে পাতলা আবরণ দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে তার অন্ধকার।

'একের পর এক সৃজন-স্তর অতিক্রম কর', তার মানে মানুষ প্রথম থাকে শুক্রবিন্দুরূপে। তারপর তা রক্তে পরিণত হয়। সেই রক্ত হয়ে যায় মাংসপিণ্ড। তারপর অস্থি সৃষ্টি হয়। এভাবে একের পর এক ধাপ পার হয়ে সে পরিপূর্ণ মানব আকৃতি লাভ করে। এটা বিশদভাবে সূরা হজ্জ (২২ : ৫) ও সূরা মুমিনুনে (২৩ : ১৪) গত হয়েছে। সামনে সূরা 'গাফির' (৪০ : ৬৭)-এও আসবে।

করবেন। নিশ্চয়ই তিনি অন্তরের কথাও ভালোভাবে জানেন।

৮. মানুষকে যখন কোন কষ্ট স্পর্শ করে, তখন সে নিজ প্রতিপালককে তাঁরই অভিমুখী হয়ে ডাকে। অতঃপর তিনি মানুষকে যখন নিজের পক্ষ থেকে কোন নেয়ামত দান করেন, তখন সে তা (অর্থাৎ সেই কষ্টের কথা) ভুলে যায়, যে জন্য সে ইতঃপূর্বে আল্লাহকে ডাকছিল। আর তখন সে আল্লাহর জন্য শরীক সাব্যস্ত করে, যার ফলে সে অন্যকেও আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে। বল, কিছুদিন নিজ কুফরের মজা ভোগ করে নাও। নিশ্চয়ই তুমি জাহান্নামবাসীদের অন্তর্ভুক্ত।

وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوٓا إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِّيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ ۚ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا ۖ إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ﴿٨﴾

৯. তবে কি (এরূপ ব্যক্তি সেই ব্যক্তির সমতুল্য হতে পারে,) যে রাতের মুহূর্তগুলোর ইবাদত করে, কখনও সিজদাবস্থায়, কখনও দাঁড়িয়ে, যে আখেরাতকে ভয় করে এবং নিজ প্রতিপালকের রহমতের আশা করে? বল, যে ব্যক্তি জানে আর যে জানে না উভয়ে কি সমান?[৫] (কিন্তু) উপদেশ গ্রহণ তো কেবল বোধসম্পন্ন ব্যক্তিরাই করে।

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿٩﴾

৫. আখেরাতের হিসাব-নিকাশ না থাকলে তার অর্থ দাঁড়ায় মুমিন ও কাফের এবং পুণ্যবান ও পাপী সব সমান। এটা আল্লাহ তাআলার হেকমত ও ইনসাফের পরিপন্থী।

[১]

১০. বল, হে আমার মুমিন বান্দাগণ! অন্তরে তোমাদের প্রতিপালকের ভয় রাখ। যারা এ দুনিয়াতে ভালো কাজ করে তাদের জন্য আছে কল্যাণ। আল্লাহর যমীন প্রশস্ত।[৬] যারা সবর অবলম্বন করে তাদেরকে তাদের সওয়াব দেওয়া হবে অপরিমিত।

قُلْ يٰعِبَادِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوْا رَبَّكُمْ ؕ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ؕ وَاَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةٌ ؕ اِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿۱۰﴾

১১. বলে দাও, আমাকে তো আদেশ করা হয়েছে, যেন আল্লাহর ইবাদত করি এমনভাবে যে, আমার আনুগত্য হবে খালেস তাঁরই জন্য।

قُلْ اِنِّيْۤ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ ۙ﴿۱۱﴾

১২. এবং আমাকে আদেশ করা হয়েছে যে, যেন আমি হই সর্বপ্রথম আত্মসমর্পণ-কারী।[৭]

وَاُمِرْتُ لِاَنْ اَكُوْنَ اَوَّلَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿۱۲﴾

১৩. বলে দাও, আমি যদি আমার প্রতিপালকের অবাধ্যতা করি, তবে আমার ভয় রয়েছে এক মহা বিপদের শাস্তির।

قُلْ اِنِّيْۤ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿۱۳﴾

১৪. বলে দাও, আমি তো আল্লাহর ইবাদত করি এভাবে যে, আমি নিজ আনুগত্যকে তারই জন্য খালেস করে নিয়েছি।

قُلِ اللّٰهَ اَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهٗ دِيْنِيْ ۙ﴿۱۴﴾

---

৬. ইশারা করা হয়েছে, নিজ দেশে দ্বীনের উপর চলা সম্ভব না হলে অথবা অত্যন্ত কঠিন হলে হিজরত করে এমন কোন স্থানে চলে যাও, যেখানে দ্বীনের উপর চলা সহজ হবে। আর দেশত্যাগ করতে যদি কষ্ট হয় তবে সবর কর। কেননা সবর করলে অপরিমিত সওয়াব পাবে।

৭. এতে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, যে ব্যক্তি অন্যকে কোন ভালো কাজের দাওয়াত দেবে তার কর্তব্য প্রথমে সে ভালো কাজটি নিজে করা।

فَاعْبُدُوْا مَا شِئْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ ؕ قُلْ اِنَّ الْخٰسِرِیْنَ الَّذِیْنَ خَسِرُوْۤا اَنْفُسَهُمْ وَاَهْلِیْهِمْ یَوْمَ الْقِیٰمَةِ ؕ اَلَا ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِیْنُ ﴿۱۵﴾

১৫. অতএব, তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইচ্ছা ইবাদত কর।[৮] বলে দাও, ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্ত তো তারাই, যারা কিয়ামতের দিন নিজেদের প্রাণ ও নিজেদের পরিবারবর্গের সবই হারাবে। মনে রেখ, এটাই সুস্পষ্ট ক্ষতি।

لَهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ؕ ذٰلِكَ یُخَوِّفُ اللّٰهُ بِهٖ عِبَادَهٗ ؕ یٰعِبَادِ فَاتَّقُوْنِ ﴿۱۶﴾

১৬. তাদের জন্য তাদের উপর দিক থেকেও থাকবে আগুনের মেঘ এবং তার নিচের দিকেও থাকবে অনুরূপ মেঘ। এটাই সেই জিনিস যা দ্বারা আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে সতর্ক করেন। সুতরাং হে আমার বান্দাগণ অন্তরে আমার ভয় রাখ।

وَالَّذِیْنَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوْتَ اَنْ یَّعْبُدُوْهَا وَاَنَابُوْۤا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرٰی ۚ فَبَشِّرْ عِبَادِ ﴿۱۷﴾

১৭. যারা তাগুতের পূজা পরিহার করেছে[৯] ও আল্লাহর অভিমুখী হয়েছে, সুসংবাদ তাদেরই জন্য। সুতরাং আমার সেই বান্দাদেরকে সুসংবাদ শোনাও।

الَّذِیْنَ یَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهٗ ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِیْنَ هَدٰىهُمُ اللّٰهُ وَاُولٰٓئِكَ هُمْ

১৮. যারা কথা শোনে মনোযোগ দিয়ে, অতঃপর তার মধ্যে যা-কিছু উত্তম তার অনুসরণ করে,[১০] তারাই এমন

---

৮. এর অর্থ এ নয় যে, কাফেরদেরকে কুফর করার অনুমতি দিয়ে দেওয়া হয়েছে। কেননা পরের বাক্যেই তো পরিষ্কার বলা হয়েছে, এটা লোকসানের ব্যবসা। পূর্বে ৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ কুফরকে পছন্দ করেন না। বরং এর অর্থ হল, তোমাদেরকে স্বাধীন ক্ষমতা অবশ্যই দেওয়া হয়েছে। তোমরা যদি কুফর অবলম্বন করতে চাও, তবে তা করার ক্ষমতা তোমাদের আছে। তোমাদেরকে জোরপূর্বক মুমিন বানানো হবে না। কিন্তু তার পরিণাম হবে এই যে, তোমরা কিয়ামতের দিন সবকিছু হারাবে।

৯. 'তাগূত' অর্থ শয়তান এবং যে-কোনও ভ্রান্ত জিনিস।

১০. অর্থাৎ তারা শোনে তো সবকিছুই, কিন্তু অনুসরণ করে কেবল তার মধ্যে যে কথা উৎকৃষ্ট তার (রূহুল মাআনী, আয-যাজ্জাজের বরাতে)।

أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿١٨﴾

লোক, যাদেরকে আল্লাহ হেদায়াত দান করেছেন এবং তারাই বোধশক্তিসম্পন্ন।

أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ ۖ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ ﴿١٩﴾

১৯. তবে কি যার উপর শাস্তি-বাণী অবধারিত হয়ে গেছে, তুমি রক্ষা করতে পারবে তাকে, যে আগুনের ভেতর পৌঁছে গেছে?

لَٰكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ ۙ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ وَعْدَ اللَّهِ ۖ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ ﴿٢٠﴾

২০. তবে যারা অন্তরে নিজ প্রতিপালকের ভয় রাখে, তাদের জন্য আছে উপর-নিচ তলাবিশিষ্ট উঁচু উঁচু অট্টালিকা-সমূহ, যার নিচে নহর প্রবাহিত। এটা আল্লাহর ওয়াদা। আল্লাহ কখনও ওয়াদা ভঙ্গ করেন না।

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿٢١﴾

২১. তুমি কি দেখনি আল্লাহ আকাশ থেকে বারিপাত করেছেন, তারপর তা ভূমির নির্ঝরে প্রবাহিত করেছেন?[১১] তারপর তা দ্বারা বিভিন্ন রংয়ের ফসল উৎপন্ন করেন। তারপর তা শুকিয়ে যায়। ফলে তোমরা দেখতে পাও তা হলুদ বর্ণ ধারণ করেছে। তারপর তিনি তা চূর্ণ- বিচূর্ণ করে ফেলেন। নিশ্চয়ই এর মধ্যে বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য উপদেশ আছে।

---

১১. এর এক অর্থ তো এই হতে পারে যে, আকাশ থেকে পাহাড়ে বৃষ্টি বর্ষণ হয় তারপর সেখান থেকে তা গলে-গলে নদ-নদীর রূপ ধারণ করে এবং ভূমিতে যেসব প্রস্রবণ আছে তাতে গিয়ে মিলিত হয়। আরেক অর্থ হতে পারে এ রকম, আল্লাহ তাআলা নিখিল-সৃষ্টির সূচনা করেছেন পানি সৃষ্টির মাধ্যমে। তিনি আকাশ থেকে তা নামিয়ে সরাসরি ভূমির প্রস্রবণে পৌঁছিয়ে দেন (রূহুল মাআনী)।

[২]

اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ فَهُوَ عَلٰى نُوْرٍ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ فَوَيْلٌ لِّلْقٰسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ؕ اُولٰٓئِكَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿۲۲﴾

২২. আল্লাহ ইসলামের জন্য যার বক্ষ খুলে দিয়েছেন, ফলে সে তার প্রতিপালকের দেওয়া আলোতে এসে গেছে (সে কি কঠোর হৃদয় ব্যক্তিদের সমতুল্য হতে পারে?) হাঁ যাদের অন্তর কঠোর হওয়ায় আল্লাহর যিকির থেকে বিমুখ, তাদের জন্য ধ্বংস। এরূপ লোক সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে।

اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتٰبًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِىَ ۖ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ۚ ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُوْدُهُمْ وَقُلُوْبُهُمْ اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِىْ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ﴿۲۳﴾

২৩. আল্লাহ নাযিল করেছেন উত্তম বাণী– এমন এক কিতাব যার বিষয়বস্তুসমূহ পরস্পর সুসমঞ্জস, যার বক্তব্যসমূহ বারবার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। যাদের অন্তরে তাদের প্রতিপালকের ভয় আছে, তারা এর দ্বারা প্রকম্পিত হয়। তারপর তাদের দেহ-মন বিগলিত হয়ে আল্লাহর স্মরণে ঝুঁকে পড়ে। এটা আল্লাহর হেদায়াত, যার মাধ্যমে তিনি যাকে চান সঠিক পথে নিয়ে আসেন আর আল্লাহ যাকে বিপথগামী করেন, তাকে সঠিক পথে আনার কেউ নেই।

اَفَمَنْ يَّتَّقِىْ بِوَجْهِهٖ سُوْٓءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ وَقِيْلَ لِلظّٰلِمِيْنَ ذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ ﴿۲۴﴾

২৪. (সেই ব্যক্তির অবস্থা কতই না মন্দ হবে) যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন তার চেহারা দ্বারাই নিকৃষ্ট শাস্তি ঠেকাতে চাবে?[১২] জালেমদেরকে বলা হবে, তোমরা যা অর্জন করতে তার স্বাদ গ্রহণ কর।

---

১২. এটা জাহান্নামের এক ভয়াবহ অবস্থার চিত্রাঙ্কণ। সাধারণ মানুষ কোন কষ্টদায়ক জিনিসকে নিজের দিকে আসতে দেখলে তা নিজের হাত বা পা দ্বারা ঠেকানোর চেষ্টা করে, কিন্তু জাহান্নামে তা সম্ভব হবে না, যেহেতু তখন হাত-পা থাকবে বাঁধা। তাই মানুষ আযাব থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য চেহারাকেই ঢাল হিসেবে ব্যবহার করবে। কিন্তু বলাবাহুল্য, এ চেষ্টা তার কোন কাজে আসবে না। কেননা কষ্ট তো চেহারাতেই বেশি অনুভূত হয়।

২৫. তাদের পূর্ববর্তী লোকেরাও (তাদের নবীগণকে) অস্বীকার করেছিল। পরিণামে এমন দিক থেকে শাস্তি তাদের কাছে আসল যা তারা ধারণাও করতে পারেনি।

كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتٰهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٥﴾

২৬. আল্লাহ তাদেরকে পার্থিব জীবনেই লাঞ্ছনা ভোগ করালেন আর আখেরাতের শাস্তি তো আরও বড়– যদি তারা জানত।

فَأَذَاقَهُمُ اللّٰهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ أَكْبَرُ ۘ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾

২৭. বস্তুত আমি এ কুরআনে মানুষের জন্য সব রকমের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছি, যাতে মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করে।

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٧﴾

২৮. এটা আরবী কুরআন, এতে কোন বক্রতা নেই, যাতে মানুষ তাকওয়া অবলম্বন করে।

قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٢٨﴾

২৯. আল্লাহ একটি দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন এই যে, এক ব্যক্তি (অর্থাৎ এক গোলাম) এমন, যার মধ্যে কয়েক ব্যক্তি অংশীদার; যারা পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন আর অপর ব্যক্তি (অন্য গোলাম) এমন, যে সম্পূর্ণরূপে একই ব্যক্তির মালিকানায়। এ উভয় ব্যক্তির অবস্থা একই রকম হতে পারে?[১৩]

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشٰكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ ؕ هَلْ يَسْتَوِيٰنِ مَثَلًا ؕ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ؕ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٩﴾

---

১৩. যে গোলাম যৌথভাবে একাধিক ব্যক্তির মালিকানায় থাকে আর মালিকগণও এমন যে, তাদের মধ্যে বিবাদ ও রেষারেষি লেগেই থাকে, সে সব সময় এই দুর্ভাবনায় থাকে যে, কার কথা মেনে তাকে খুশী করব আর কার কথা না মেনে তাকে নারাজ করব? পক্ষান্তরে যে গোলাম একজন মাত্র মনিবের মালিকানাধীন, তার এই পেরেশানী থাকে না। সে একনিষ্ঠভাবে নিজ মনিবের আনুগত্য করতে পারে। এভাবেই যে ব্যক্তি তাওহীদে বিশ্বাসী

আলহামদুলিল্লাহ! (এ দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টি সম্পূর্ণ পরিষ্কার হয়ে গেছে), কিন্তু তাদের অধিকাংশেই বোঝে না।

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَّإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ﴿٣٠﴾

৩০. (হে রাসূল!) মৃত্যু তোমার জন্যও অবধারিত এবং মৃত্যু তাদের জন্যও অবধারিত।

ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ﴿٣١﴾

৩১. অবশেষে তোমরা সকলে কিয়ামতের দিন তোমাদের প্রতিপালকের সামনে মোকদ্দমা দায়ের করবে।

[৩]

সে সর্বদা একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকেই ডাকে এবং তারই ইবাদত করে। অপর দিকে যারা বহু মাবুদ বানিয়ে নিয়েছে তারা কখনও এক দেবতার আশ্রয় নেয়, কখনও অন্য দেবতার। তারা কখনও একাগ্রচিত্ত হতে পারে না, পায় না মনের শান্তি। এটা যেমন তাওহীদের দলীল, তেমনি তার তাৎপর্যও বটে।

[চব্বিশ পারা]

فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللّٰهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ اِذْ جَآءَهٗ ؕ اَلَيْسَ فِيْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكٰفِرِيْنَ ﴿۳۲﴾

৩২. সুতরাং বল, সেই ব্যক্তি অপেক্ষা বড় জালেম আর কে হতে পারে, যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে আর যখন তার কাছে সত্য কথা আসে তা প্রত্যাখ্যান করে? এরূপ ব্যক্তির ঠিকানা কি জাহান্নামে নয়?

وَالَّذِيْ جَآءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهٖۤ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ﴿۳۳﴾

৩৩. আর যে ব্যক্তি সত্য কথা নিয়ে আসে এবং নিজেও তা বিশ্বাস করে, এরূপ লোকই মুত্তাকী।

لَهُمْ مَّا يَشَآءُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ ذٰلِكَ جَزٰٓؤُا الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۳۴﴾

৩৪. তারা তাদের প্রতিপালকের কাছে পাবে বাঞ্ছিত সবকিছু- এটাই সৎকর্মশীলদের প্রতিদান।

لِيُكَفِّرَ اللّٰهُ عَنْهُمْ اَسْوَاَ الَّذِيْ عَمِلُوْا وَيَجْزِيَهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ الَّذِيْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۳۵﴾

৩৫. এটা এজন্য যে, তারা যে মন্দকাজ করেছিল আল্লাহ তা ক্ষমা করে দিবেন আর যেসব উৎকৃষ্ট কাজে রত ছিল তাদেরকে তার পুরস্কার দান করবেন।

اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهٗ ؕ وَيُخَوِّفُوْنَكَ بِالَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ ؕ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ﴿۳۶﴾

৩৬. (হে রাসূল!) আল্লাহ কি তার বান্দাদের জন্য যথেষ্ট নয়? তারা তোমাকে আল্লাহ ছাড়া অন্যদের ভয় দেখায়। আল্লাহ যাকে বিপথগামী করেন তাকে পথে আনার কেউ নেই।

وَمَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ مُّضِلٍّ ؕ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِعَزِيْزٍ ذِي انْتِقَامٍ ﴿۳۷﴾

৩৭. আর আল্লাহ যাকে সুপথে আনেন, তাকে বিপথগামী করারও কেউ নেই। আল্লাহ কি পরাক্রান্ত, শাস্তিদাতা নন?

৩৮. তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছে? তবে তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ! (তাদেরকে) বল, তোমরা আমাকে একটু বল তো, তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের (অর্থাৎ যেই প্রতিমাদের)কে ডাক, আল্লাহ আমার কোন ক্ষতি করতে চাইলে তারা কি সেই ক্ষতি দূর করতে পারবে? অথবা আল্লাহ যদি আমার প্রতি অনুগ্রহ করতে চান, তবে তারা কি তাঁর সেই রহমত ঠেকাতে পারবে? বল, আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। ভরসাকারীগণ তো তাঁরই উপর ভরসা করে।

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ؕ قُلْ اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَنِيَ اللّٰهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كٰشِفٰتُ ضُرِّهٖۤ اَوْ اَرَادَنِيْ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكٰتُ رَحْمَتِهٖ ؕ قُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ ؕ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ﴿۳۸﴾

৩৯. বলে দাও, হে আমার কওম! তোমরা আপন নিয়ম অনুসারে কাজ করতে থাক, আমিও (আমার নিয়মে) কাজ করছি। অচিরেই তোমরা জানতে পারবে-

قُلْ يٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّيْ عَامِلٌ ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ﴿۳۹﴾

৪০. কার প্রতি আসে এমন শাস্তি, যা তাকে লাঞ্ছিত করে ছাড়বে এবং কার প্রতি অবতীর্ণ হয় এমন শাস্তি, যা সর্বদা স্থায়ী হয়ে থাকবে।

مَنْ يَّاْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ﴿۴۰﴾

৪১. (হে রাসূল!) আমি মানুষের কল্যাণার্থে তোমার প্রতি সত্যসহ এ কিতাব নাযিল করেছি। সুতরাং যে ব্যক্তি সঠিক পথে এসে যাবে সে আসবে নিজেরই কল্যাণার্থে আর যে

اِنَّاۤ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ ۚ فَمَنِ اهْتَدٰى فَلِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَمَاۤ اَنْتَ

عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ ۝٤١

ব্যক্তি পথভ্রষ্টতা অবলম্বন করবে, সে তার পথভ্রষ্টতা দ্বারা নিজেরই ক্ষতি করবে। তুমি তার জন্য দায়ী নও।

[8]

اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِيْ لَمْ تَمُتْ فِيْ مَنَامِهَا ۚ فَيُمْسِكُ الَّتِيْ قَضٰى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْاُخْرٰۤى اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ۝٤٢

৪২. আল্লাহ রূহসমূহকে কবয করেন তাদের মৃত্যুকালে আর এখনও যার মৃত্যু আসেনি তাকেও (কবয করেন) তার নিদ্রাকালে। অতঃপর যার সম্পর্কে তিনি মৃত্যুর ফায়সালা করেছেন, তাকে নিজের কাছে রেখে দেন আর অন্যান্য রূহকে এক নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত ছেড়ে দেন।[১৪] নিশ্চয়ই এর মধ্যে বহু নিদর্শন আছে সেই সকল লোকের জন্য, যারা চিন্তা-ভাবনা করে।

اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شُفَعَآءَ ۭ قُلْ اَوَلَوْ كَانُوْا لَا يَمْلِكُوْنَ شَيْـًٔا وَّلَا يَعْقِلُوْنَ ۝٤٣

৪৩. তবে কি তারা আল্লাহ (-এর অনুমতি) ছাড়া সুপারিশকারী গ্রহণ করেছে। (তাদেরকে) বল, তারা (অর্থাৎ সেই সুপারিশকারীগণ) কোন ক্ষমতা না রাখলেও এবং কোন কিছু উপলব্ধি না করলেও (তাদেরকে সুপারিশকারী মানতে থাকবে)?[১৫]

قُلْ لِّلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا ۭ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ

৪৪. বল, সমস্ত সুপারিশ তো আল্লাহরই এখতিয়ারে। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর

---

১৪. নিদ্রাবস্থায়ও মানুষের রূহ এক পর্যায়ের কবয হয়ে যায়। কিন্তু সেটা যেহেতু চূড়ান্ত পর্যায়ের নয়, তাই সেটা মৃত্যুক্ষণ না হলে আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় আবার ফিরে আসে। আর যার মৃত্যুক্ষণ এসে গেছে তার রূহ পরিপূর্ণভাবে কবয করা হয়।

১৫. এর দ্বারা মুশরিকদের সেই সকল মনগড়া দেব-দেবীকে বোঝানো হয়েছে, যাদের তারা আল্লাহ তাআলার সামনে তাদের পক্ষে সুপারিশকারী মনে করত।

وَالْاَرْضِ ؕ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿۴۴﴾

রাজত্ব তাঁরই হাতে। পরিশেষে তাঁরই কাছে তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে।

وَاِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَحْدَهُ اشْمَاَزَّتْ قُلُوْبُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ ۚ وَاِذَا ذُكِرَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖۤ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ ﴿۴۵﴾

৪৫. যখন এক আল্লাহকে স্মরণ করা হয়, তখন যারা আখেরাতে ঈমান রাখে না তাদের অন্তর বিরক্ত হয় আর যখন তাকে ছাড়া অন্যের কথা বলা হয়, অমনি তারা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে।

قُلِ اللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ عٰلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْ مَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿۴۶﴾

৪৬. বল, হে আল্লাহ! হে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা! সমস্ত অদৃশ্য ও দৃশ্যের জ্ঞাতা! তুমিই তোমার বান্দাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবে সেই বিষয়ে যা নিয়ে তারা মতবিরোধে লিপ্ত।

وَلَوْ اَنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّمِثْلَهٗ مَعَهٗ لَافْتَدَوْا بِهٖ مِنْ سُوْٓءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ وَبَدَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مَا لَمْ يَكُوْنُوْا يَحْتَسِبُوْنَ ﴿۴۷﴾

৪৭. যারা জুলুমে লিপ্ত হয়েছে, যদি দুনিয়ার সমস্ত সম্পদ তাদের থাকে এবং তার সমপরিমাণ আরও, তবে কিয়ামতের দিন নিকৃষ্টতম শাস্তি হতে বাঁচার জন্য তা সবই মুক্তিপণ স্বরূপ দিয়ে দেবে। আর আল্লাহর পক্ষ হতে তাদের সামনে এমন কিছু প্রকাশ পাবে, যা তারা কল্পনাও করেনি।

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا كَسَبُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿۴۸﴾

৪৮. তারা যা-কিছু অর্জন করেছিল, তার মন্দ ফল তাদের সামনে প্রকাশ হয়ে যাবে এবং তারা যে বিষয় নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত, তা তাদেরকে চারদিক থেকে বেষ্টন করে ফেলবে।

فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ ۚ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝٤٩

৪৯. মানুষকে যখন কোন দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে, তখন সে আমাকে ডাকে[১৬] তারপর যখন আমি আমার পক্ষ হতে তাকে কোন নেয়ামত দান করি, তখন সে বলে, এটা তো আমি লাভ করেছি (আমার) জ্ঞানবলে। না, বরং এটা একটা পরীক্ষা, কিন্তু তাদের অধিকাংশেই জানে না।

قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝٥٠

৫০. একথাই বলেছিল তাদের পূর্ববর্তী (কিছু) লোক।[১৭] পরিণাম হল এই যে, তারা যা অর্জন করত, তা তাদের কোন কাজে আসল না।

فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا ۚ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَٰؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ۝٥١

৫১. এবং তারা যা অর্জন করেছিল তার মন্দ ফল তাদের উপর আপতিত হয়েছে এবং তাদের (অর্থাৎ আরবদের) মধ্যে যারা জুলুম করেছে তাদের কৃতকর্মের মন্দফলও অচিরে তাদের উপর আপতিত হবে এবং তারা (আল্লাহকে) অক্ষম করতে পারবে না।

أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝٥٢

৫২. তারা কি জানে না আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা রিযিক প্রশস্ত করে দেন এবং তিনিই সঙ্কুচিতও করেন? নিশ্চয়ই এর মধ্যে বহু নিদর্শন আছে তাদের জন্য, যারা ঈমান আনে।

---

১৬. অর্থাৎ কাফেরগণ একদিকে তো তাওহীদকে অস্বীকার করে, অন্যদিকে তারা কোন দুঃখ-কষ্টে পড়লে তখন দেব-দেবীকে নয়; বরং আমাকেই ডাকে।

১৭. কারূন একথাই বলেছিল যে, আমার যত অর্থ-সম্পদ, তা আমি নিজ বিদ্যা-বুদ্ধি দ্বারা অর্জন করেছি। দেখুন সূরা কাসাস (২৮ : ৭৮)।

[৫]

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿۵۳﴾

৫৩. বলে দাও, হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজ সত্তার উপর সীমালংঘন করেছে, আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত পাপ ক্ষমা করেন।[১৮] নিশ্চয়ই তিনি অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

وَاَنِيْبُوْٓا اِلٰى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوْا لَهٗ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ ﴿۵۴﴾

৫৪. তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অভিমুখী হয়ে যাও এবং তাঁর সমীপে আনুগত্য প্রকাশ কর তোমাদের নিকট শাস্তি আসার আগে, যার পর আর তোমাদেরকে সাহায্য করা হবে না।

وَاتَّبِعُوْٓا اَحْسَنَ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَّاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ ﴿۵۵﴾

৫৫. এবং তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে তোমাদের উপর উত্তম যা-কিছু অবতীর্ণ করা হয়েছে তার অনুসরণ কর তোমাদের কাছে অতর্কিতভাবে শাস্তি আসার আগে, অথচ তোমরা তা জানতেও পারবে না।

اَنْ تَقُوْلَ نَفْسٌ يّٰحَسْرَتٰى عَلٰى مَا فَرَّطْتُّ فِيْ جَنْۢبِ اللّٰهِ وَاِنْ كُنْتُ لَمِنَ السّٰخِرِيْنَ ﴿۵۶﴾

৫৬. যাতে কাউকে বলতে না হয় যে, হায়! আল্লাহর ব্যাপারে আমি যে অবহেলা করেছি তার জন্য আফসোস! সত্যি কথা হল, আমি (আল্লাহ তাআলার

---

১৮. অর্থাৎ কোন ব্যক্তি যদি সারাটা জীবন কুফর, শিরক কিংবা অন্যান্য গোনাহের ভেতর কাটিয়ে দেয়, তবে এই ভেবে তার হতাশ হওয়ার কারণ নেই যে, এখন আর তার তাওবা কবুল হবে না; বরং আল্লাহ তাআলার রহমত এমন যে, মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত যখনই কোন মানুষ নিজেকে সংশোধনের পাকা নিয়ত করে ফেলে এবং তারপর নিজের পূর্ব জীবনের সমস্ত গোনাহের জন্য ক্ষমা চায় ও তাওবা করে তবে আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তার পাপরাশি ক্ষমা করে দেবেন।

বিধি-বিধান নিয়ে) ঠাট্টাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিলাম।

৫৭. অথবা কাউকে বলতে না হয় যে, আল্লাহ যদি আমাকে হেদায়াত দিতেন তবে আমিও মুত্তাকীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম।

أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٥٧﴾

৫৮. অথবা শাস্তি চাক্ষুষ দেখার পর যেন কাউকে বলতে না হয়, আহা! আমাকে যদি একটিবার ফিরে যাওয়ার সুযোগ দেওয়া হত, তবে আমি সৎকর্মশীলদের একজন হয়ে যেতাম।

أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٨﴾

৫৯. অবশ্যই (তোমাকে হেদায়াত দেওয়া হয়েছিল)। আমার নিদর্শনাবলী তোমার কাছে এসেছিল, কিন্তু তুমি তাকে মিথ্যা বলেছিলে এবং অহমিকা দেখিয়েছিলে আর তুমি ছিলে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত।

بَلَىٰ قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٥٩﴾

৬০. কিয়ামতের দিন তুমি দেখবে, যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিল, তাদের চেহারা কালো হয়ে গেছে। এরূপ অহংকারীদের ঠিকানা কি জাহান্নামে নয়?

وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٦٠﴾

৬১. যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে, আল্লাহ তাদেরকে মুক্তি দিয়ে সাফল্যমণ্ডিত করবেন। কোন কষ্ট তাদেরকে স্পর্শ করবে না এবং তাদের থাকবে না কোন দুঃখ।

وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦١﴾

৬২. আল্লাহ সবকিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সমস্ত কিছুর রক্ষক।

اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۚ وَّهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ ﴿٦٢﴾

৬৩. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর কুঞ্জিরাশি তাঁরই নিকট। যারা আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছে তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।

لَهٗ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿٦٣﴾

[৬]

৬৪. বলে দাও, হে অজ্ঞ ব্যক্তিরা! তারপরও কি তোমরা আমাকে আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদত করতে বল?

قُلْ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَاْمُرُوْٓنِّيْٓ اَعْبُدُ اَيُّهَا الْجٰهِلُوْنَ ﴿٦٤﴾

৬৫. বাস্তব কথা হল, তোমাকে এবং তোমার পূর্বের নবীগণকে ওহীর মাধ্যমে বলে দেওয়া হয়েছিল, তুমি যদি শিরক কর, তবে তোমার সমস্ত কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٦٥﴾

৬৬. সুতরাং তুমি আল্লাহরই ইবাদত কর এবং কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত থাক।

بَلِ اللّٰهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِّنَ الشّٰكِرِيْنَ ﴿٦٦﴾

৬৭. তারা আল্লাহর মর্যাদা যথোচিতভাবে উপলব্ধি করল না, অথচ কিয়ামতের দিন গোটা পৃথিবী থাকবে তার মুঠোর ভেতর এবং আকাশমণ্ডলী গুটানো অবস্থায় থাকবে তার ডান হাতে। তিনি পবিত্র এবং তারা যে শিরক করে তা থেকে তিনি বহু ঊর্ধ্বে।

وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ ۖ وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَالسَّمٰوٰتُ مَطْوِيّٰتٌۢ بِيَمِيْنِهٖ ؕ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٦٧﴾

৬৮. এবং শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে। ফলে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করবেন সে ছাড়া আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যারা আছে সকলেই মূর্ছিত হয়ে পড়বে। তারপর তাতে দ্বিতীয় ফুঁক দেওয়া হবে, অমনি তারা দণ্ডায়মান হয়ে তাকিয়ে থাকবে।

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَآءَ اللّٰهُ ۖ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرٰى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَّنْظُرُونَ ﴿٦٨﴾

৬৯. এবং পৃথিবী নিজ প্রতিপালকের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে, আমলনামা সামনে রেখে দেওয়া হবে এবং নবীগণকে ও সাক্ষীগণকে উপস্থিত করা হবে আর মানুষের মধ্যে ন্যায়বিচার করা হবে। তাদের উপর কোন জুলুম করা হবে না।

وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتٰبُ وَجِايْٓءَ بِالنَّبِيّٖنَ وَالشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٦٩﴾

৭০. প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের পূর্ণ প্রতিফল দেওয়া হবে। আর তারা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ পরিপূর্ণ জ্ঞাত।

وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٧٠﴾

[৭]

৭১. যারা কুফর অবলম্বন করেছিল তাদেরকে জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নেওয়া হবে দলে দলে। যখন তারা তার নিকট পৌঁছবে, তার দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হবে এবং তার রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, তোমাদের কাছে কি তোমাদের নিজেদের মধ্য হতে রাসূলগণ আসেনি, যারা তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিপালকের আয়াতসমূহ পড়ে শোনাত এবং তোমাদেরকে এই

وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوٓا إِلٰى جَهَنَّمَ زُمَرًا ۖ حَتّٰٓى إِذَا جَآءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَآ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ۖ قَالُوا بَلٰى وَلٰكِنْ

حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴿٧١﴾

দিনের সাক্ষাত সম্পর্কে সতর্ক করত? তারা বলবে। নিশ্চয়ই এসেছিল, কিন্তু কাফেরদের প্রতি শাস্তির কথা বাস্তবায়িত হয়ে গেছে।

قِيْلَ ادْخُلُوْٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ﴿٧٢﴾

৭২. বলা হবে, জাহান্নামের দরজাসমূহে প্রবেশ কর তাতে স্থায়ীভাবে থাকার জন্য। যারা অহমিকা প্রদর্শন করে তাদের ঠিকানা কত মন্দ!

وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ۭ حَتّٰٓى اِذَا جَاۗءُوْهَا وَفُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خٰلِدِيْنَ ﴿٧٣﴾

৭৩. যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে চলেছে, তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা সেখানে পৌঁছবে এবং তাদের জন্য তার দরজাসমূহ পূর্ব হতেই উন্মুক্ত থাকবে (তখন বড় আনন্দঘন দৃশ্য হবে)। তার রক্ষীগণ তাদেরকে বলবে, আপনাদের প্রতি সালাম। আপনারা সুখী থাকুন। আপনারা এতে প্রবেশ করুন স্থায়ীভাবে থাকার জন্য।

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ صَدَقَنَا وَعْدَهٗ وَاَوْرَثَنَا الْاَرْضَ نَتَبَوَّاُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاۗءُ ۚ فَنِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ﴿٧٤﴾

৭৪. তারা (জান্নাতবাসীগণ) বলবে, সমস্ত শুকর আল্লাহর, যিনি আমাদের সঙ্গে নিজ ওয়াদা সত্যে পরিণত করেছেন এবং আমাদেরকে এ ভূমির এমন অধিকারী বানিয়েছেন যে, আমরা জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা হয় ঠিকানা বানাতে পারি। প্রমাণিত হল উৎকৃষ্ট পুরস্কার সৎকর্মশীলদের জন্য।

وَتَرَى الْمَلٰٓئِكَةَ حَآفِّيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ۚ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيْلَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

৭৫. তুমি ফেরেশতাদেরকে দেখতে পাবে, তারা আরশের চারপাশ ঘিরে তাদের প্রতিপালকের প্রশংসার সাথে তাঁর তাসবীহ পাঠ করছে এবং মানুষের মধ্যে ন্যায়বিচার করে দেওয়া হবে আর বলা হবে সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক।

আলহামদুলিল্লাহ! আজ ২৭ শে শাওয়াল ১৪২৮ হিজরী মোতাবেক ৮ নভেম্বর ২০০৭ খ্রি. সূরা যুমারের তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। জুমুআর রাত, করাচী। (অনুবাদ শেষ হল আজ ২৫ শে যূ-কাদা ১৪৩১ হিজরী মোতাবেক ৩রা নভেম্বর ২০১০ খ্রি.)। আল্লাহ তাআলা নিজ ফযল ও করমে এ খেদমতটুকু কবুল করে নিন এবং বাকি সূরাগুলির কাজও নিজ পছন্দমত শেষ করার তাওফীক দান করুন।

৪০
সূরা মু'মিন

সূরা মু'মিন
পরিচিতি

এ সূরা থেকে সূরা আহকাফ পর্যন্ত প্রতিটি শুরু হয়েছে হা-মীম (حم)-এর দ্বারা। সূরা বাকারার শুরুতে আরয করা হয়েছে যে, এসব হরফের প্রকৃত অর্থ আল্লাহ তাআলা ছাড়া কেউ জানে না। এ সাতটি সূরা যেহেতু হা-মীম (حم)-এর দ্বারা শুরু হয়েছে তাই এগুলোকে একত্রে 'হাওয়ামীম' বলা হয়। আরবী সাহিত্যালংকারের দৃষ্টিকোণ থেকে এসব সূরায় সাহিত্যের যে সুষমা ও অলংকারময়তা বিদ্যমান রয়েছে, সে কারণে এগুলোকে আরূসুল কুরআন (কুরআনের বধু) উপাধিতেও ভূষিত করা হয়েছে। সবগুলি সূরাই মক্কী। এতে তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাত– ইসলামের এই বুনিয়াদী আকীদার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে কাফেরদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে এবং কুফরের ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। এসব সূরায় কোন-কোন নবীর ঘটনাও উল্লেখ করা হয়েছে। এই প্রথম সূরাটিতে বর্ণিত হয়েছে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের ঘটনা। সে প্রসঙ্গে ২৮–৩৫ আয়াতসমূহে ফেরাউনী সম্প্রদায়ের এক মুমিন বীরের ভাষণ উদ্ধৃত করা হয়েছে, যিনি প্রথম দিকে নিজ ঈমান গোপন রেখেছিলেন, কিন্তু যখন হযরত মূসা আলাইহিস সালাম ও তার অনুসারীদের উপর ফেরাউনের জুলুম-নির্যাতন বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিল এবং ফেরাউন হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে হত্যা করার কু-মতলব প্রকাশ করল, তখন তিনি প্রকাশ্যে নিজ ঈমানের কথা ঘোষণা করলেন এবং ফেরাউনের দরবারে এই মর্মস্পর্শী ভাষণ দিলেন। সেই মুমিন বীরের সঙ্গে সম্পৃক্ত করেই এ সূরার নাম রাখা হয়েছে সূরা মুমিন। এ সূরার অপর নাম সূরা গাফির। গাফির (غافر) অর্থ 'ক্ষমাশীল'। এ সূরার প্রথম আয়াতে আল্লাহ তাআলার গুণ হিসেবে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। সে কারণেই এ সূরার পরিচয় হিসেবে এর এক নাম 'গাফির'-ও রাখা হয়েছে।

৪০ – সূরা মু'মিন – ৬০

سُوْرَةُ الْمُؤْمِنِ مَكِّيَّةٌ

মক্কী; ৮৫ আয়াত; ৯ রুকু

اٰيَاتُهَا ٨٥ رُكُوْعَاتُهَا ٩

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. হা-মীম।

حٰمٓ ①

২. এ কিতাব নাযিল করা হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ হতে, যিনি মহা ক্ষমতাবান, সর্বজ্ঞানের অধিকারী।

تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ②

৩. যিনি গোনাহ ক্ষমাকারী, তাওবা কবুলকারী, কঠিন শাস্তিদাতা, অত্যন্ত শক্তিমান। তিনি ছাড়া ইবাদতের উপযুক্ত আর কেউ নেই। তাঁরই কাছে সকলকে ফিরে যেতে হবে।

غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ذِى الطَّوْلِ ۭ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۭ اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ③

৪. যারা কুফর অবলম্বন করেছে তারাই আল্লাহর আয়াতে বিতর্ক সৃষ্টি করে। সুতরাং নগরে-নগরে তাদের আয়েশী পরিভ্রমণ যেন তোমাকে ধোঁকায় না ফেলে।[১]

مَا يُجَادِلُ فِيْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ اِلَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِى الْبِلَادِ ④

৫. তাদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায় এবং তাদের পর বহু দল (নবীগণকে) অস্বীকার করেছিল। প্রত্যেক জাতি নিজ নিজ রাসূলকে গ্রেফতার করার অভিসন্ধি করেছিল এবং তারা মিথ্যাকে

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّالْاَحْزَابُ مِنْۢ بَعْدِهِمْ ۠ وَهَمَّتْ كُلُّ اُمَّةٍۭ بِرَسُوْلِهِمْ لِيَاْخُذُوْهُ وَجٰدَلُوْا

১. অর্থাৎ কাফেরগণ তাদের কুফর সত্ত্বেও যে আরাম-আয়েশে আছে তা দেখে কেউ যেন এই ধোঁকায় না পড়ে যে, তাদের বুঝি কৃতকর্মের শাস্তি ভোগ করতে হবে না।

بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ⑤

আশ্রয় করে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল তার মাধ্যমে সত্যকে মিটিয়ে দেওয়ার জন্য। পরিণামে আমি তাদেরকে ধৃত করি। সুতরাং (দেখ) আমার শাস্তি কেমন (কঠোর) ছিল।

وَكَذَٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ⑥

৬. এভাবেই যারা কুফর অবলম্বন করেছে তাদের সম্পর্কে তোমার প্রতিপালকের এই কথা অবধারিত হয়ে গেছে যে, তারা জাহান্নামী হবে।

الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ⑦

৭. যারা (অর্থাৎ যে ফেরেশতাগণ) আরশ ধারণ করে আছে এবং যারা তার চারপাশে আছে, তারা তাদের প্রতিপালকের প্রশংসার সাথে তার তাসবীহ পাঠ করে ও তার প্রতি ঈমান রাখে এবং যারা ঈমান এনেছে তাদের জন্য মাগফিরাতের দুআ করে (যে,) হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার রহমত ও জ্ঞান সমস্ত কিছু জুড়ে ব্যাপ্ত। সুতরাং যারা তাওবা করেছে ও তোমার পথের অনুসারী হয়েছে তাদেরকে ক্ষমা করে দাও এবং তাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা কর।

رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ⑧

৮. হে আমাদের প্রতিপালক! তাদেরকে দাখিল কর স্থায়ী জান্নাতে, যার ওয়াদা তুমি তাদের সাথে করেছ এবং তাদের পিতা-মাতা, স্ত্রী ও সন্তানদের মধ্যে যারা নেক লোক তাদেরকেও। নিশ্চয়ই কেবল তোমারই সত্তা পরিপূর্ণ ক্ষমতার মালিক, পরিপূর্ণ হেকমতেরও মালিক।

وَقِهِمُ السَّيِّاٰتِ ؕ وَمَنْ تَقِ السَّيِّاٰتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهٗ ؕ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿٩﴾

৯. এবং তাদেরকে সব রকম মন্দ বিষয় থেকে রক্ষা কর।[২] সে দিন তুমি যাকে অকল্যাণ থেকে রক্ষা করলে, তার প্রতি তুমি প্রভূত দয়া করলে। আর এটাই মহাসাফল্য।

[১]

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللّٰهِ اَكْبَرُ مِنْ مَّقْتِكُمْ اَنْفُسَكُمْ اِذْ تُدْعَوْنَ اِلَى الْاِيْمَانِ فَتَكْفُرُوْنَ ﴿١٠﴾

১০. যারা কুফর অবলম্বন করেছে তাদেরকে ডাক দিয়ে বলা হবে, (আজ) তোমাদের নিজেদের প্রতি নিজেদের যে ক্ষোভ হচ্ছে,[৩] তার চেয়ে বেশি ক্রোধ হত আল্লাহর, যখন তোমাদেরকে ঈমানের দাওয়াত দেওয়া হত আর তোমরা তা প্রত্যাখ্যান করতে।

قَالُوْا رَبَّنَاۤ اَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَاَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوْبِنَا فَهَلْ اِلٰى خُرُوْجٍ مِّنْ سَبِيْلٍ ﴿١١﴾

১১. তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে দু'বার মৃত্যু দিয়েছ[৪] এবং দু'বার জীবন দিয়েছ। এবার আমরা আমাদের গোনাহের কথা স্বীকার করছি। কাজেই (আমাদের কি জাহান্নাম থেকে) নিষ্কৃতির কোন পথ আছে?

---

২. 'মন্দ বিষয়' দ্বারা জাহান্নামের কষ্ট বোঝানো হয়েছে অথবা তারা দুনিয়ায় যেসব মন্দ কাজ করেছে তা। দ্বিতীয় অবস্থায় এর অর্থ হবে, তাদেরকে দুনিয়ায় কৃত মন্দ কাজের পরিণাম থেকে রক্ষা কর, তথা সেগুলো ক্ষমা করে দাও।

৩. একথা বলা হবে সেই সময়, যখন কাফেরগণ জাহান্নামে পৌঁছে শাস্তি ভোগ করতে শুরু করবে। তখন তারা নিজেরা নিজেদের প্রতি ক্ষুব্ধ হবে যে, আমরা দুনিয়ায় কেন কুফরের পথ অবলম্বন করেছিলাম!

৪. 'দু'বার মৃত্যু দিয়েছ'- প্রথমবারের মৃত্যু দ্বারা অস্তিহীনতার কথা বোঝানো হয়েছে। মানুষ তার জন্মের আগে নাস্তির ভেতর ছিল, যেন সে মৃত ছিল। আর দ্বিতীয় মৃত্যু হল সেই মৃত্যু, যা জীবনের অবসানে ঘটে থাকে। কাফেরগণ একথা দ্বারা বোঝাতে চাবে যে, আমরা দুনিয়ায় বিশ্বাস করতাম জন্মের আগে আমার অস্তিত্বহীন ছিলাম এবং এটাও বিশ্বাস করতাম

ذٰلِكُمْ بِاَنَّهٗۤ اِذَا دُعِیَ اللّٰهُ وَحْدَهٗ كَفَرْتُمْ ۚ وَ اِنْ یُّشْرَكْ بِهٖ تُؤْمِنُوْا ؕ فَالْحُكْمُ لِلّٰهِ الْعَلِیِّ الْكَبِیْرِ ﴿۱۲﴾

১২. (উত্তর দেওয়া হবে,) তোমাদের এ অবস্থার কারণ হল, যখন এক আল্লাহকে ডাকা হত, তখন তোমরা তাকে অস্বীকার করতে। আর যদি তার সাথে অন্য কাউকে শরীক করা হত, তোমরা তাতে বিশ্বাস করতে। অতএব এখন ফায়সালা কেবল আল্লাহরই, যার মর্যাদা সমুচ্চ, যার সত্তা সুমহান।

هُوَ الَّذِیْ یُرِیْكُمْ اٰیٰتِهٖ وَ یُنَزِّلُ لَكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ رِزْقًا ؕ وَ مَا یَتَذَكَّرُ اِلَّا مَنْ یُّنِیْبُ ﴿۱۳﴾

১৩. তিনিই তোমাদেরকে নিজ নিদর্শনাবলী দেখিয়ে থাকেন এবং তোমাদের জন্য আসমান থেকে রিযিক অবতীর্ণ করেন। উপদেশ তো সেই গ্রহণ করে, যে (হেদায়াতের জন্য) আন্তরিকভাবে রুজু হয়।

فَادْعُوا اللّٰهَ مُخْلِصِیْنَ لَهُ الدِّیْنَ وَ لَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ﴿۱۴﴾

১৪. সুতরাং (হে মানুষ!) তোমরা আল্লাহকে এভাবে ডাক যে, আনুগত্য কেবল তাঁরই জন্য খালেস থাকবে তা কাফেরদের পক্ষে যতই অপ্রীতিকর হোক।

رَفِیْعُ الدَّرَجٰتِ ذُو الْعَرْشِ ۚ یُلْقِی الرُّوْحَ مِنْ اَمْرِهٖ عَلٰی مَنْ یَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ لِیُنْذِرَ یَوْمَ التَّلَاقِ ﴿۱۵﴾

১৫. তিনি সমুচ্চ মর্যাদার অধিকারী, আরশের অধিপতি। তিনি নিজ বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা নিজ হুকুমে রূহ (অর্থাৎ ওহী) নাযিল করেন। এই জন্য যে, সে সাক্ষাত দিবস সম্পর্কে সতর্ক করবে–

যে, শেষ পর্যন্ত একদিন মৃত্যু আসবে, কিন্তু দ্বিতীয়বারের জীবনকে বিশ্বাস করতাম না। এবার আমাদের মনে সেই দ্বিতীয় জীবনেরও ইয়াকীন সৃষ্টি হয়ে গেছে।

يَوْمَ هُمْ بٰرِزُوْنَ ۚ لَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ ؕ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ؕ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿١٦﴾

১৬. যে দিন তারা সকলে প্রকাশ্যে সামনে এসে যাবে। আল্লাহর কাছে তাদের কোন কিছুই গোপন থাকবে না। (বলা হবে) আজ রাজত্ব কার? (উত্তর হবে একটিই যে,) কেবল আল্লাহর, যিনি এক, পরাক্রমশালী।

اَلْيَوْمَ تُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ؕ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿١٧﴾

১৭. আজ প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের প্রতিফল দেওয়া হবে। আজ কোন জুলুম হবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْاٰزِفَةِ اِذِ الْقُلُوْبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كٰظِمِيْنَ ۚ مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ وَّلَا شَفِيْعٍ يُّطَاعُ ؕ ﴿١٨﴾

১৮. (হে রাসূল!) তাদেরকে সতর্ক করে দাও আসন্ন দিনের বিষাদ সম্পর্কে, যখন বেদম কষ্টে মানুষের কলিজা মুখে এসে যাবে। জালেমদের থাকবে না কোন বন্ধু এবং কোন সুপারিশকারী, যার কথা গ্রহণ করা হবে।

يَعْلَمُ خَآئِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى الصُّدُوْرُ ﴿١٩﴾

১৯. আল্লাহ জানেন চোখের চোরাচাহনি এবং সেইসব বিষয়ও, যা বক্ষদেশ লুকিয়ে রাখে।

وَاللّٰهُ يَقْضِيْ بِالْحَقِّ ؕ وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَقْضُوْنَ بِشَيْءٍ ؕ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ﴿٢٠﴾ ع

২০. আল্লাহ ন্যায়বিচার করেন। আর তারা তাকে ছেড়ে যাদেরকে (অর্থাৎ যেই মিথ্যা উপাস্যদেরকে) ডাকে তারা কোন কিছুর বিচার করতে পারে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ এমন, যিনি সব কথা শোনেন, সবকিছু দেখেন।

[২]

২১. তারা কি ভূমিতে বিচরণ করে দেখেনি, তাদের পূর্বে যারা ছিল তাদের কী পরিণাম হয়েছে? তারা শক্তিতেও ছিল তাদের অপেক্ষা প্রবলতর এবং পৃথিবীতে রেখে যাওয়া কীর্তিতেও। অতঃপর আল্লাহ তাদের গোনাহের কারণে তাদেরকে ধৃত করেন। এমন কেউ ছিল না, যে তাদেরকে আল্লাহ হতে রক্ষা করবে।

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ ﴿٢١﴾

২২. এসব এজন্য যে, তাদের কাছে তাদের রাসূলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে আসলে তারা তাদেরকে অস্বীকার করত। এ কারণেই আল্লাহ তাদেরকে পাকড়াও করেন। নিশ্চয়ই তিনি অত্যন্ত শক্তিশালী, শাস্তিদানে কঠোর।

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٢﴾

২৩-২৪. আমি মুসাকে আমার নিদর্শনাবলী এবং সুস্পষ্ট প্রমাণ দিয়ে ফেরাউন, হামান ও কারূনের কাছে পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু তারা বলল, সে তো একজন ঘোর মিথ্যাবাদী যাদুকর।

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿٢٣﴾ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ ﴿٢٤﴾

২৫. অতঃপর সে যখন আমার পক্ষ হতে সত্য নিয়ে তাদের কাছে উপস্থিত হল,[৫] তখন তারা বলল, তার সঙ্গে যারা ঈমান এনেছে তাদের পুত্রদেরকে হত্যা কর এবং তাদের নারীদেরকে

فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ ۚ وَمَا

---

৫. অর্থাৎ যখন তিনি সত্য দ্বীনের ডাক নিয়ে জনসাধারণের কাছে গেলেন এবং বহু লোক তাঁর প্রতি ঈমান আনল, তখন ফেরাউনের লোকজন প্রস্তাব রাখল, যেসব পুরুষ লোক ঈমান এনেছে তাদের পুত্রদেরকে হত্যা করে ফেল আর নারীদেরকে জীবিত রাখ, যাতে দাসী

كَيْدُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ ۝

জীবিত রেখে দাও। অথচ কাফেরদের চক্রান্তের পরিণাম তো এটাই যে, তা কখনও সফল হয় না।

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُوْنِيْٓ اَقْتُلْ مُوْسٰى وَلْيَدْعُ رَبَّهٗ ۚ اِنِّيْٓ اَخَافُ اَنْ يُّبَدِّلَ دِيْنَكُمْ اَوْ اَنْ يُّظْهِرَ فِي الْاَرْضِ الْفَسَادَ ۝

২৬. ফেরাউন বলল, আমাকে ছেড়ে দাও, আমি মূসাকে হত্যা করব আর সে তার রবকে ডাকুক। আমার আশঙ্কা সে তোমাদের দ্বীন বদলে ফেলবে এবং দেশে অশান্তি বিস্তার করবে।

وَقَالَ مُوْسٰٓى اِنِّيْ عُذْتُ بِرَبِّيْ وَرَبِّكُمْ مِّنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ۝

২৭. মূসা বলল, হিসাব দিবসে বিশ্বাস করে না এমন প্রত্যেক অহংকারী থেকে সেই সত্তার আশ্রয় গ্রহণ করেছি, যিনি আমার প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক।

[৩]

وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ ۖ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ

২৮. ফেরাউনের খান্দানের এক মুমিন ব্যক্তি,[৬] যে এ পর্যন্ত নিজ ঈমানের কথা গোপন রেখেছিল, বলে উঠল,

---

হিসেবে তাদেরকে ব্যবহার করা যায়। এ রকম একটা নির্দেশ হযরত মুসা আলাইহিস সালামের জন্মের আগেও দেওয়া হয়েছিল, যা বিস্তারিতভাবে সূরা 'তোয়া-হা' ও সূরা 'কাসাস'-এ বর্ণিত হয়েছে। সে নির্দেশের কারণ ছিল এক জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণী। জ্যোতিষী ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল, বনী ইসরাঈলে এমন একটি শিশুর জন্ম হবে, বড় হওয়ার পর যার হাতে ফেরাউনের সিংহাসন উল্টে যাবে। তাই ফেরাউন ফরমান জারি করেছিল, এখন থেকে বনী ইসরাঈলে যত পুত্র সন্তান জন্ম নেবে তাদেরকে হত্যা করা হোক। তার পক্ষ হতে দ্বিতীয়বার– এরূপ ফরমান জারি হয়েছিল হযরত মুসা আলাইহিস সালামের নবুওয়াত লাভের পর, যখন মানুষ তাঁর প্রতি ঈমান আনতে শুরু করে। পুত্রদেরকে হত্যা করার লক্ষ্য ছিল যাতে মুমিনদের বংশ বিস্তার হতে না পারে। তাছাড়া এর দ্বারা মানুষের মনে ভীতি সৃষ্টি করাও উদ্দেশ্য ছিল। কেননা মানুষ সাধারণত পুত্র হত্যার ফলে বেশি দুঃখ পেয়ে থাকে। কাজেই পুত্রদেরকে হত্যা করা শুরু হলে কেউ আর ভয়ে ঈমান আনবে না। কিন্তু আল্লাহ তাআলা সামনে ইরশাদ করেছেন, কাফেরদের এ জাতীয় ষড়যন্ত্র শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে যায় এবং আল্লাহ তাআলা যা ফায়সালা করেন সেটাই প্রবল থাকে। সুতরাং তাই হল। শেষ পর্যন্ত ফেরাউন সাগরে ডুবে মরল এবং বনী ইসরাঈল জয়লাভ করল।

৬. এই ব্যক্তি কে ছিলেন, কী তার নাম কুরআন মাজীদে তা উল্লেখ করা হয়নি। কোন কোন বর্ণনা দ্বারা জানা যায়, তিনি ছিলেন ফেরাউনের চাচাত ভাই এবং তার নাম ছিল শামআন।

إِيمَانَهُۥٓ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّىَ ٱللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِٱلْبَيِّنَٰتِ مِن رَّبِّكُمْ ۖ وَإِن يَكُ كَٰذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُۥ ۖ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ ٱلَّذِى يَعِدُكُمْ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ﴿٢٨﴾

তোমরা কি একজন লোককে কেবল এ কারণে হত্যা করবে যে, সে বলে, আমার প্রতিপালক আল্লাহ? অথচ সে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে তোমাদের কাছে উজ্জ্বল নিদর্শন নিয়ে এসেছে। সে মিথ্যাবাদী হলে তো তার মিথ্যাবাদীতার জন্য সেই দায়ী হবে।[৭] আর যদি সে সত্যবাদী হয়, তবে সে যে শাস্তি সম্পর্কে তোমাদেরকে সতর্ক করছে, তার কিছু তো তোমাদের উপর অবশ্যই আপতিত হবে। আল্লাহ কোন সীমালংঘনকারী, মিথ্যা বলতে অভ্যস্ত ব্যক্তিকে হেদায়াত দান করেন না।

يَٰقَوْمِ لَكُمُ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ ظَٰهِرِينَ فِى ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنۢ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَآءَنَا ۚ قَالَ فِرْعَوْنُ مَآ أُرِيكُمْ إِلَّا مَآ أَرَىٰ وَمَآ أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ﴿٢٩﴾

২৯. হে আমার সম্প্রদায়! আজ তো রাজত্ব তোমাদের, দেশে তোমরাই প্রবল। কিন্তু আমাদের উপর যদি আল্লাহর আযাব এসে পড়ে, তবে এমন কে আছে, যে তাঁর বিপরীতে আমাদেরকে সাহায্য করবে? ফেরাউন বলল, আমি যা সঠিক মনে করি সেই রায়ই তো তোমাদেরকে দেব। আমি তোমাদেরকে যে পথ-নির্দেশ করছি, তা করছি সম্পূর্ণ সঠিক পথেরই দিকে।

---

৭. অর্থাৎ যে ব্যক্তি মিথ্যা নবুওয়াতের দাবি করে আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতেই তাকে লাঞ্ছিত করেন। কাজেই সে যদি মিথ্যাবাদী হয়, তবে আল্লাহ তাআলা নিজেই তাকে লাঞ্ছিত করবেন। তোমাদের কোন দরকার নেই তাকে হত্যা করার।

وَقَالَ الَّذِيْٓ اٰمَنَ يٰقَوْمِ اِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ مِّثْلَ يَوْمِ الْاَحْزَابِ ﴿٣٠﴾

৩০. যে ব্যক্তি ঈমান এনেছিল, সে বলল, হে আমার কওম! আমি আশঙ্কা করি পূর্ববর্তী সম্প্রদায়গুলোর উপর যেমন (শাস্তির) দিন আপতিত হয়েছিল, পাছে সে রকম দিন তোমাদের উপরও আপতিত হয়।

مِثْلَ دَاْبِ قَوْمِ نُوْحٍ وَّعَادٍ وَّثَمُوْدَ وَالَّذِيْنَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ ؕ وَمَا اللّٰهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ ﴿٣١﴾

৩১. (এবং না জানি তোমাদের অবস্থাও সে রকম হয়) যেমন অবস্থা হয়েছিল নূহ (আলাইহিস সালাম)-এর কওমের, আদ ও ছামুদের এবং তাদের পরবর্তী কালে যারা এসেছিল তাদের। আল্লাহ তো বান্দাদের প্রতি জুলুম করতে চান না।

وَيٰقَوْمِ اِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ ﴿٣٢﴾

৩২. হে আমার কওম! আমি তোমাদের জন্য ভয় করি এমন এক দিনের, যে দিন চিৎকার করে ডাকাডাকি করা হবে।

يَوْمَ تُوَلُّوْنَ مُدْبِرِيْنَ ۚ مَا لَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ﴿٣٣﴾

৩৩. যে দিন তোমরা পিছন ফিরে পালাবে, (কিন্তু) আল্লাহ হতে তোমাদের কোন রক্ষাকারী থাকবে না। আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেন, তার কোন পথ-প্রদর্শক থাকে না।

وَلَقَدْ جَآءَكُمْ يُوْسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنٰتِ فَمَا زِلْتُمْ فِيْ شَكٍّ مِّمَّا جَآءَكُمْ بِهٖ ؕ حَتّٰٓى اِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ

৩৪. বস্তুত এর আগে ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) তোমাদের কাছে এসেছিলেন উজ্জ্বল নিদর্শনাবলী নিয়ে।[৮] তখনও

---

৮. মুমিন ব্যক্তি একথা বলেছিলেন ফেরাউনের কওম অর্থাৎ কিবতীদের লক্ষ্য করে। হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম কিবতীদের মধ্যে হেদায়াতের বাণী প্রচার করেছিলেন, কিন্তু তারা তা গ্রাহ্য করেনি।

يَّبْعَثَ اللّٰهُ مِنْۢ بَعْدِهٖ رَسُوْلًا ؕ كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابُ ۚ ﴿٣٤﴾

তোমরা তার নিয়ে আসা বিষয়ে সন্দেহে পতিত ছিলে। তারপর যখন তার ওফাত হয়ে গেল, তখন তোমরা বললে, তারপর আর আল্লাহ কোন রাসূল পাঠাবেন না।[৯] এভাবেই আল্লাহ প্রত্যেক এমন ব্যক্তিকে পথভ্রষ্টতায় ফেলে রাখেন, যে হয় সীমালংঘনকারী, সন্দিহান।

الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْۤ اٰيٰتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطٰنٍ اَتٰىهُمْ ؕ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ وَعِنْدَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ؕ كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ﴿٣٥﴾

৩৫. যারা তাদের কাছে কোন প্রমাণ আসা ছাড়াই আল্লাহর আয়াতসমূহ সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়, তাদের এ কাজ আল্লাহর কাছেও ঘৃণার্হ এবং যারা ঈমান এনেছে তাদের কাছেও। এভাবেই আল্লাহ প্রত্যেক অহংকারী, স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তির অন্তরে মোহর করে দেন।

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يٰهَامٰنُ ابْنِ لِيْ صَرْحًا لَّعَلِّيْۤ اَبْلُغُ الْاَسْبَابَ ﴿٣٦﴾

৩৬. এবং ফেরাউন (তার মন্ত্রীকে) বলল, হে হামান! আমার জন্য একটি উঁচু প্রাসাদ নির্মাণ কর, যাতে আমি সেই সব পথে পৌঁছতে পারি–

اَسْبَابَ السَّمٰوٰتِ فَاَطَّلِعَ اِلٰۤى اِلٰهِ مُوْسٰى وَاِنِّيْ

৩৭. যা আসমানের পথ। তারপর আমি উঁকি মেরে মূসার মাবুদকে দেখব।[১০] নিশ্চিত থাক, আমি তাকে মিথ্যুকই

---

৯. অর্থাৎ প্রথমে তো তোমরা হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের নবুওয়াতকেই মাননি। অতঃপর যখন তার ওফাত হয়ে গেল, তখন তাঁর কীর্তিসমূহ স্মরণ করে তোমরা বললে, তিনি যদিও রাসূল ছিলেন, কিন্তু এখন আর তার মত মানুষ জন্ম নেবে না। এভাবে তোমরা ভবিষ্যতের জন্যও নবীর প্রতি ঈমান আনার দরজা নিজেদের জন্য বন্ধ করে ফেললে।

১০. এটাই প্রকাশ যে, ফেরাউন একথা বলেছিল ঠাট্টাচ্ছলে। কেননা সে নিজেই নিজেকে খোদা বলে দাবি করত এবং সে হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে বলেছিল, আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে খোদা মানলে তোমাকে বন্দী করব (দেখুন সূরা শুআরা ২৬ : ২৯)।

لَاَظُنُّهٗ كَاذِبًا ؕ وَ كَذٰلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوْٓءُ عَمَلِهٖ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيْلِ ؕ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ اِلَّا فِيْ تَبَابٍ ۝۳۷

মনে করি।❖ এভাবেই ফেরাউনের দুষ্কর্মকে তার দৃষ্টিতে শোভন করে তোলা হয়েছিল এবং তাকে সঠিক পথ থেকে নিবৃত্ত করা হয়েছিল।[১১] ফেরাউনের এমন কোন ষড়যন্ত্র ছিল না, যা নস্যাৎ হয়ে যায়নি।

[৪]

وَقَالَ الَّذِيْٓ اٰمَنَ يٰقَوْمِ اتَّبِعُوْنِ اَهْدِكُمْ سَبِيْلَ الرَّشَادِ ۝۳۸

৩৮. যে ব্যক্তি ঈমান এনেছিল, সে বলল, হে আমার কওম! আমার কথা মান। আমি তোমাদেরকে হেদায়াতের পথে নিয়ে যাব।

يٰقَوْمِ اِنَّمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ ؗ وَّاِنَّ الْاٰخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ۝۳۹

৩৯. হে আমার কওম! এই পার্থিব জীবন তো তুচ্ছ ভোগ মাত্র। নিশ্চিতভাবে জেনে রেখ, আখেরাতই অবস্থিতির প্রকৃত নিবাস।

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزٰٓى اِلَّا مِثْلَهَا ۚ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُوْنَ فِيْهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝۴۰

৪০. যে ব্যক্তি কোন মন্দ কাজ করবে, তাকে কেবল তার কর্মের অনুরূপ শাস্তিই দেওয়া হবে। আর যে ব্যক্তি কোন সৎকর্ম করবে, তা সে নর হোক বা নারী, যদি সে মুমিন হয়ে থাকে, তবে এরূপ লোকই প্রবেশ করবে জান্নাতে, সেখানে তাদেরকে রিযিক দেওয়া হবে অপরিমিত।

❖ অর্থাৎ সে যে নিজেকে রাসূল বলে দাবি করে তাতেও আমি তাকে মিথ্যাবাদী মনে করি এবং তার এই কথায়ও যে, বিশ্ব-জগতের আরও একজন মাবুদ আছে। আমি তো নিজেকে ছাড়া আর কোন মাবুদ দেখছি না। যেমন সূরা কাসাসে আছে, 'আমি তো আমার নিজেকে ছাড়া তোমাদের অন্য কোন মাবুদ আছে বলে জানি না (কাসাস : ৩৮)। – অনুবাদক

১১. অর্থাৎ তার মনের খেয়াল-খুশী তাকে সরল পথের অনুসরণ থেকে ফিরিয়ে রেখেছিল। তাকে বুঝিয়েছিল, তুমি যে কাজ করছ তা খুবই ভালো।

৪১. হে আমার সম্প্রদায়! কী ব্যাপার, আমি তোমাদেরকে মুক্তির দিকে ডাকছি আর তোমরা আমাকে ডাকছ আগুনের দিকে?

وَيٰقَوۡمِ مَا لِیۡۤ اَدۡعُوۡکُمۡ اِلَی النَّجٰوۃِ وَ تَدۡعُوۡنَنِیۡۤ اِلَی النَّارِ ؕ﴿۴۱﴾

৪২. তোমরা আমাকে এই দাওয়াত দিচ্ছ যে, আমি যেন আল্লাহকে অস্বীকার করি এবং তাঁর সঙ্গে এমন বস্তুকে শরীক করি, যাদের সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞান নেই। অপর দিকে আমি তোমাদেরকে সেই সত্তার দিকে ডাকছি যিনি অতি ক্ষমতাবান, পরম ক্ষমাশীল।

تَدۡعُوۡنَنِیۡ لِاَکۡفُرَ بِاللّٰہِ وَ اُشۡرِکَ بِہٖ مَا لَیۡسَ لِیۡ بِہٖ عِلۡمٌ ۫ وَّ اَنَا اَدۡعُوۡکُمۡ اِلَی الۡعَزِیۡزِ الۡغَفَّارِ ﴿۴۲﴾

৪৩. সত্য তো এই যে, তোমরা যেসব জিনিসের দিকে আমাকে ডাকছ, তা কোন ডাকের উপযুক্তই নয়, না দুনিয়ায় এবং না আখেরাতে।[১২] প্রকৃতপক্ষে আমাদের সকলকে আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে আর যারা সীমালংঘনকারী, তারা হবে অগ্নিবাসী।

لَا جَرَمَ اَنَّمَا تَدۡعُوۡنَنِیۡۤ اِلَیۡہِ لَیۡسَ لَہٗ دَعۡوَۃٌ فِی الدُّنۡیَا وَ لَا فِی الۡاٰخِرَۃِ وَ اَنَّ مَرَدَّنَاۤ اِلَی اللّٰہِ وَ اَنَّ الۡمُسۡرِفِیۡنَ ہُمۡ اَصۡحٰبُ النَّارِ ﴿۴۳﴾

৪৪. আমি তোমাদেরকে যা বলছি তোমরা অচিরেই তা স্মরণ করবে। আমি আমার বিষয় আল্লাহর উপর ন্যস্ত করছি। নিশ্চয়ই আল্লাহ বান্দাদের সম্যক দ্রষ্টা।

فَسَتَذۡکُرُوۡنَ مَاۤ اَقُوۡلُ لَکُمۡ ؕ وَ اُفَوِّضُ اَمۡرِیۡۤ اِلَی اللّٰہِ ؕ اِنَّ اللّٰہَ بَصِیۡرٌۢ بِالۡعِبَادِ ﴿۴۴﴾

---

১২. এর দু'টো ব্যাখ্যা হতে পারে– (ক) তোমরা যে প্রতিমাদের পূজা কর তারা যে তাদের পূজা করার জন্য কাউকে ডাকবে সে ক্ষমতাই তাদের নেই। (খ) তোমরা যাদের পূজা করার দাওয়াত আমাকে দিচ্ছ, তারা এ দাওয়াতের উপযুক্ত নয় আদৌ।

৪৫. অতঃপর তারা যেসব নিকৃষ্ট ষড়যন্ত্র করেছিল, আল্লাহ তাকে (সেই মুমিন ব্যক্তিকে) তা হতে রক্ষা করলেন আর ফেরাউনের সম্প্রদায়কে পরিবেষ্টন করল নিকৃষ্টতম শাস্তি।

فَوَقٰىهُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِ مَا مَكَرُوْا وَحَاقَ بِاٰلِ فِرْعَوْنَ سُوْٓءُ الْعَذَابِ ﴿٤٥﴾

৪৬. আগুন, যার সামনে তাদেরকে প্রতি সকাল-সন্ধ্যায় পেশ করা হয়।[১৩] আর যে দিন কিয়ামত সংঘটিত হবে, সে দিন (আদেশ করা হবে) ফেরাউনের সম্প্রদায়কে কঠিনতম শাস্তিতে প্রবেশ করাও।

اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّعَشِيًّا ۚ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ ۗ اَدْخِلُوْٓا اٰلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ ﴿٤٦﴾

৪৭. এবং সেই সময়কে স্মরণ রাখ, যখন তারা জাহান্নামে একে অন্যের সঙ্গে ঝগড়া করবে। সুতরাং (দুনিয়ায়) যে ছিল দুর্বল, সে আত্মগর্বীদেরকে বলবে, আমরা তো তোমাদের অনুগামী ছিলাম। তা তোমরা কি আমাদের পরিবর্তে আগুনের কিছু অংশ গ্রহণ করবে?

وَاِذْ يَتَحَاجُّوْنَ فِى النَّارِ فَيَقُوْلُ الضُّعَفٰٓؤُا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ اَنْتُمْ مُّغْنُوْنَ عَنَّا نَصِيْبًا مِّنَ النَّارِ ﴿٤٧﴾

৪৮. যারা আত্মগর্বী ছিল তারা বলবে, আমরা সকলেই জাহান্নামে আছি। আল্লাহ বান্দাদের মধ্যে ফায়সালা করে ফেলেছেন।

قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا كُلٌّ فِيْهَآ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ﴿٤٨﴾

---

১৩. মৃত্যুর পর কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত মানুষের রূহ যে জগতে থাকে, তাকে 'বরযখের জগত' বলে। এ আয়াতে জানানো হয়েছে যে, ফেরাউন ও তার অনুসারীদেরকে বরযখের জগতে প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় জাহান্নামের সামনে নিয়ে যাওয়া হয়, যাতে তারা জানতে পারে তাদের ঠিকানা কোথায়।

৪৯. যারা আগুনের ভেতর থাকবে, তারা জাহান্নামের প্রহরীদেরকে বলবে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কাছে দুআ কর, তিনি যেন আমাদের এক দিনের শাস্তি লাঘব করেন।

وَقَالَ الَّذِيْنَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوْا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ ﴿٤٩﴾

৫০. তারা বলবে, তোমাদের কাছে কি তোমাদের রাসূলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে আসেনি? জাহান্নামীগণ বলবে, অবশ্যই (তারা একের পর এক এসেছিল)। তারা বলবে, তাহলে তোমরাই দুআ কর। আর কাফেরদের দুআর পরিণাম তো এটাই যে, তা নিস্ফল হয়ে যায়।

قَالُوْٓا اَوَلَمْ تَكُ تَاْتِيْكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ؕ قَالُوْا بَلٰى ؕ قَالُوْا فَادْعُوْا ۚ وَمَا دُعٰٓؤُا الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ ﴿٥٠﴾

[৫]

৫১. নিশ্চিতভাবে জেনে রেখ, আমি আমার রাসূলগণকে এবং মুমিনদেরকে পার্থিব জীবনেও সাহায্য করি এবং সেই দিনও করব, যে দিন সাক্ষীগণ দাঁড়িয়ে যাবে-[১৪]

اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُوْمُ الْاَشْهَادُ ﴿٥١﴾

৫২. যে দিন জালেমদের ওজর-আপত্তি কোন কাজে আসবে না। তাদের জন্য রয়েছে লানত এবং তাদের জন্য আছে নিকৃষ্ট নিবাস।

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظّٰلِمِيْنَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْٓءُ الدَّارِ ﴿٥٢﴾

৫৩. আমি মূসাকে দান করেছিলাম হেদায়াত আর বনী ইসরাঈলকে করেছিলাম সেই কিতাবের ওয়ারিশ-

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْهُدٰى وَاَوْرَثْنَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ الْكِتٰبَ ﴿٥٣﴾

---

১৪. অর্থাৎ মানুষের কর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্যদানের জন্য যখন সাক্ষীদের ডাকা হবে তখন সাক্ষীগণ দাঁড়িয়ে যাবে। এ সাক্ষী ফেরেশতাও হতে পারেন এবং নবী-রাসূল ও অন্যান্যরাও হতে পারেন।

هُدًى وَّذِكْرٰى لِأُولِى الْأَلْبَابِ ﴿٥٤﴾

৫৪. যা বোধশক্তিসম্পন্নদের জন্য ছিল হেদায়াত ও নসীহত।

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ﴿٥٥﴾

৫৫. সুতরাং (হে রাসূল!) সবর অবলম্বন কর। নিশ্চিত থাক আল্লাহর ওয়াদা সত্য এবং নিজ ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর[১৫] এবং সকাল ও সন্ধ্যায় নিজ প্রতিপালকের প্রশংসার সাথে তাসবীহ পাঠ করতে থাক।

إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِىٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطٰنٍ اَتٰىهُمْ ۙ إِنْ فِى صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَّا هُمْ بِبَالِغِيهِ ۚ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ۖ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿٥٦﴾

৫৬. নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর আয়াত সম্পর্কে বিতর্ক সৃষ্টি করে, অথচ তাদের কাছে (তাদের দাবির সপক্ষে) কোন প্রমাণ আসেনি, তাদের অন্তরে অহমিকা ছাড়া আর কিছুই নেই, যাতে তারা কখনও সফল হওয়ার নয়।[১৬] সুতরাং তুমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও। নিশ্চয় তিনিই সেই সত্তা, যিনি সব কথা শোনেন, সবকিছু দেখেন।

---

১৫. আল্লাহ তাআলা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গোনাহ থেকে পবিত্র বানিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও তিনি অত্যধিক ইস্তিগফার করতেন। কুরআন মাজীদেও তাঁকে বিশেষ গুরুত্বের সাথে ইস্তিগফার করতে বলা হয়েছে। উদ্দেশ্য উম্মতকে শিক্ষা দেওয়া যে, যখন মাছুম হওয়া সত্ত্বেও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের এমন সব কাজের জন্যও ক্ষমা প্রার্থনা করতেন, যা প্রকৃতপক্ষে গোনাহ নয়, বরং তিনি নিজ সমুচ্চ মর্যাদার কারণে তাকে গোনাহ বা অন্যায় মনে করতেন, তখন যারা মাছুম নয়, তাদের তো অনেক বেশি ইস্তিগফার করা উচিত।

১৬. অর্থাৎ নিজের সম্পর্কে তাদের ধারণা তারা অনেক উচু মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। তাদের এ ধারণা সম্পূর্ণ গলত। বর্তমানেও যেমন তারা বিশেষ কোন মর্যাদার অধিকারী নয়, তেমনি ভবিষ্যতেও তারা কখনও বিশেষ মর্যাদা লাভে সফল হবে না।

৫৭. নিশ্চয়ই মানব সৃষ্টি অপেক্ষা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি বেশি বড় ব্যাপার, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ (এতটুকু কথাও) বোঝে না।[১৭]

لَخَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٥٧﴾

৫৮. অন্ধ ও চক্ষুষ্মান সমান নয় এবং তারাও না, যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে এবং যারা অসৎকর্মশীল। (কিন্তু) তোমরা খুব কমই অনুধাবন কর।

وَمَا يَسْتَوِي الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ۙ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَلَا الْمُسِيْٓءُ ۭ قَلِيْلًا مَّا تَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٥٨﴾

৫৯. নিশ্চিত থাক, কিয়ামতকাল অবশ্যই আসবে, তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু অধিকাংশ লোক ঈমান আনে না।

اِنَّ السَّاعَةَ لَاٰتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيْهَا ۡ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٥٩﴾

৬০. তোমাদের প্রতিপালক বলেছেন, আমাকে ডাক। আমি তোমাদের দুআ কবুল করব। নিশ্চয়ই অহংকারবশে যারা আমার ইবাদত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তারা লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ۭ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دٰخِرِيْنَ ﴿٦٠﴾

[৬]

৬১. আল্লাহই তো, যিনি তোমাদের জন্য রাত সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাতে বিশ্রাম গ্রহণ করতে পার আর দিনকে বানিয়েছেন দেখার জন্য।

اَللّٰهُ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ

---

১৭. আরবের মুশরিকগণ আল্লাহ সম্পর্কে এটা স্বীকার করত যে, তিনিই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা। আল্লাহ তাআলা বলছেন, এতটুকু কথাও তাদের বুঝে আসছে না, যেই মহান সত্তা এমন বিশাল সব বস্তুকে নাস্তি থেকে অস্তিতে আনয়ন করতে পারেন, তার পক্ষে মানুষকে পুনরায় অস্তিতে আনা কঠিন হবে কেন? এই সহজ কথাটা বোঝে না বলেই তারা আখেরাত ও পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে।

أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٦١﴾

বস্তুত আল্লাহ মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল, কিন্তু অধিকাংশ লোক শোকর আদায় করে না।

ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۘ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ فَأَنّٰى تُؤْفَكُونَ ﴿٦٢﴾

৬২. তিনিই আল্লাহ, যিনি তোমাদের প্রতিপালক, প্রতিটি জিনিসের স্রষ্টা। তিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই। সুতরাং কোথা হতে কোন বস্তু তোমাদেরকে বিপথগামী করছে?

كَذٰلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ يَجْحَدُونَ ﴿٦٣﴾

৬৩. এমনিভাবে (পূর্বে) যারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করত, তারাও বিপথগামী হয়েছিল।

اَللّٰهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَّالسَّمَاءَ بِنَاءً وَّصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ۚ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ۖ فَتَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٤﴾

৬৪. আল্লাহই তো, যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করেছেন অবস্থানস্থল এবং আকাশকে করেছেন এক গম্বুজ এবং তোমাদের আকৃতি গঠন করেছেন এবং তোমাদের আকৃতিকে করেছেন সুন্দর আর উৎকৃষ্ট বস্তু হতে তোমাদেরকে রিযিক দান করেছেন। তিনিই আল্লাহ, যিনি তোমাদের প্রতিপালক। তিনি অতি বরকতময়, জগতসমূহের প্রতিপালক।

هُوَ الْحَيُّ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۗ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٥﴾

৬৫. তিনি চিরঞ্জীব। তিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই। সুতরাং তোমরা তাকে এমনভাবে ডাকবে যে, আনুগত্য কেবল তাঁরই জন্য খালেস হবে। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক।

قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٦﴾

৬৬. (হে রাসূল! কাফেরদেরকে) বলে দাও, আমার কাছে আমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী এসে যাওয়ার পর তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তাদের ইবাদত করতে আমাকে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে। আমাকে আদেশ করা হয়েছে, আমি যেন জগতসমূহের প্রতিপালকের সামনে আনুগত্য স্বীকার করি।

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا ۚ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّىٰ مِنْ قَبْلُ ۖ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾

৬৭. তিনিই তো তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মাটি হতে, তারপর শুক্রবিন্দু হতে, তারপর জমাট রক্ত হতে। তারপর তিনি তোমাদেরকে শিশুরূপে বের করেন তারপর (তোমাদেরকে প্রতিপালন করেন,) যাতে তোমরা উপনীত হও পূর্ণ বলবত্তায় তারপর হও বৃদ্ধ। তোমাদের মধ্যে কতক এমনও আছে, যারা তার আগেই মারা যায় এবং যাতে তোমরা এক নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত পৌঁছ এবং যাতে তোমরা বুদ্ধিকে কাজে লাগাও।

هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ ۖ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٦٨﴾

৬৮. তিনিই জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান এবং তিনি যখন কোনও বিষয়ে ফায়সালা করেন, তখন কেবল বলেন, 'হয়ে যাও', অমনি তা হয়ে যায়।

[৭]

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ ﴿٦٩﴾

৬৯. তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা আমার আয়াতসমূহে বিতর্ক সৃষ্টি করে? কে কোথা হতে তাদের মুখ ফিরিয়ে দেয়?

الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٧٠﴾

৭০. এরাই তারা, যারা অস্বীকার করেছে এ কিতাবকেও এবং আমার রাসূলগণকে যাসহ প্রেরণ করেছিলাম তাকেও। সুতরাং তারা অচিরেই জানতে পারবে।

إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ ﴿٧١﴾ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ﴿٧٢﴾

৭১–৭২. যখন তাদের গলায় থাকবে বেড়ি ও শিকল, তাদেরকে গরম পানিতে হেঁচড়ানো হবে, তারপর আগুনে দগ্ধ করা হবে।

ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿٧٣﴾ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُو مِنْ قَبْلُ شَيْئًا كَذَٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ ﴿٧٤﴾

৭৩–৭৪. তারপর তাদেরকে বলা হবে, আল্লাহ ছাড়া তারা (অর্থাৎ তোমাদের সেই মাবুদগণ) কোথায়, যাদেরকে তোমরা (তাঁর প্রভুত্বে) শরীক করতে? তারা বলবে, তারা তো আমাদের থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে; বরং পূর্বে আমরা কোন কিছুকে ডাকতামই না।[১৯] এভাবে আল্লাহ কাফেরদেরকে বিভ্রান্ত করেন।

---

১৯. 'আমরা পূর্বে কোন কিছুকে ডাকতামই না'– আখেরাতের বিভীষিকাময় অবস্থা দেখে কাফেরগণ এভাবে মিথ্যা বলবে এবং সাফ জানিয়ে দেবে তারা কোন রকম শিরক করত না, যেমন সূরা আনআমে (৬ : ২৩) বর্ণিত হয়েছে। এর এরূপ ব্যাখ্যাও করা যায় যে, আখেরাতে তারা স্বীকার করতে বাধ্য হবে যে, আমরা দুনিয়ায় দেব-দেবী, প্রতিমা ইত্যাদিকে যে ডাকতাম সেটা আমাদের মারাত্মক ভুল ছিল। এখন আমরা বুঝতে পেরেছি সেগুলোর কোন বাস্তবতা ছিল না। মূলত আমরা কোন বাস্তব জিনিসের নয়; বরং কতগুলো অবাস্তব বস্তুরই পূজা করছিলাম।

ذٰلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُوْنَ ﴿٧٥﴾

৭৫. (তাদেরকে পূর্বেই বলে দেওয়া হয়েছিল) এসব হয়েছে এ কারণে যে, পৃথিবীতে তোমরা অন্যায় বিষয় নিয়ে উল্লাস করতে এবং এ কারণে যে, তোমরা অহমিকা দেখাতে।

اُدْخُلُوْٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ﴿٧٦﴾

৭৬. যাও, জাহান্নামের দরজা দিয়ে প্রবেশ কর, তাতে স্থায়ীভাবে থাকার জন্য। কেননা অহংকারীদের ঠিকানা বড়ই মন্দ।

فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ ۚ فَاِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِىْ نَعِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَاِلَيْنَا يُرْجَعُوْنَ ﴿٧٧﴾

৭৭. সুতরাং (হে রাসূল!) তুমি সবর অবলম্বন কর। নিশ্চিত থাক যে, আল্লাহর ওয়াদা সত্য। আমি তাদেরকে (অর্থাৎ কাফেরদেরকে) যার (অর্থাৎ যে শাস্তির) ভয় দেখাচ্ছি, আমি তার কিছুটা তোমাকে (তোমার জীবনে) দেখিয়ে দেই অথবা তোমাকে দুনিয়া থেকে তুলে নেই, সর্বাবস্থায় তাদেরকে আমার কাছেই ফিরিয়ে আনা হবে।

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ؕ وَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ يَّاْتِىَ بِاٰيَةٍ اِلَّا

৭৮. বস্তুত আমি তোমার পূর্বেও বহু রাসূল পাঠিয়েছি। তাদের মধ্যে কতক এমন, যাদের বৃত্তান্ত আমি তোমাকে জানিয়ে দিয়েছি আর কতক এমন যাদের বৃত্তান্ত তোমাকে জানাইনি। কোন রাসূলের এই এখতিয়ার নেই যে, সে আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোন মুজিযা পেশ করবে।[২০] অতঃপর যখন

---

২০. মক্কার কাফেরগণ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিত্য-নতুন মুজিযার ফরমায়েশ করত এবং পীড়াপীড়ি করত, তারা যে মুজিযা দাবি করছে তাদেরকে যেন

بِاِذۡنِ اللّٰهِ ۚ فَاِذَا جَآءَ اَمۡرُ اللّٰهِ قُضِیَ بِالۡحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِکَ الۡمُبۡطِلُوۡنَ ﴿۷۸﴾

আল্লাহর আদেশ আসবে, তখন ন্যায়সঙ্গতভাবে ফায়সালা হয়ে যাবে। যারা মিথ্যার অনুসরণ করছে, তারা তখন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

[৮]

اَللّٰهُ الَّذِیۡ جَعَلَ لَکُمُ الۡاَنۡعَامَ لِتَرۡکَبُوۡا مِنۡهَا وَمِنۡهَا تَاۡکُلُوۡنَ ﴿۷۹﴾

৭৯. তিনিই আল্লাহ, যিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন চতুষ্পদ জন্তু, যাতে তার কতকে তোমরা আরোহন করতে পার। আর কতক তোমরা খেয়ে থাক।

وَلَکُمۡ فِیۡهَا مَنَافِعُ وَلِتَبۡلُغُوۡا عَلَیۡهَا حَاجَۃً فِیۡ صُدُوۡرِکُمۡ وَعَلَیۡهَا وَعَلَی الۡفُلۡکِ تُحۡمَلُوۡنَ ﴿۸۰﴾

৮০. আর তাতে আছে তোমাদের প্রচুর উপকার এবং তার উদ্দেশ্য এটাও যে, তোমাদের অন্তরে (কোথাও যাওয়ার) যে প্রয়োজন আছে, তা পূরণ করতে পার। তোমাদেরকে সেই সব পশুতে এবং নৌযানে চড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

وَیُرِیۡکُمۡ اٰیٰتِهٖ ٭ۖ فَاَیَّ اٰیٰتِ اللّٰهِ تُنۡکِرُوۡنَ ﴿۸۱﴾

৮১. আল্লাহ তোমাদেরকে নিজ নিদর্শনাবলী দেখিয়ে থাকেন। সুতরাং তোমরা কোন কোন নিদর্শন অস্বীকার করবে?

اَفَلَمۡ یَسِیۡرُوۡا فِی الۡاَرۡضِ فَیَنۡظُرُوۡا کَیۡفَ کَانَ عَاقِبَۃُ الَّذِیۡنَ مِنۡ قَبۡلِهِمۡ ؕ کَانُوۡۤا اَکۡثَرَ مِنۡهُمۡ

৮২. তবে কি তারা ভূমিতে বিচরণ করে দেখেনি, তাদের পূর্বে যারা ছিল তাদের পরিণাম কী হয়েছে? তারা সংখ্যায় তাদের চেয়ে বেশি ছিল এবং

সেটাই দেখানো হয়। কিন্তু এর দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য ছিল কেবলই কালক্ষেপণ করা। কেননা তিনি তো তাদেরকে বহু মুজিযা দেখিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও তারা ঈমান আনতে প্রস্তুত হয়নি। তাই এস্থলে উত্তর শেখানো হচ্ছে যে, তাদেরকে বলুন, মুজিযা দেখানো কোন নবীর নিজ এখতিয়ারের বিষয় নয়। তা কেবল আল্লাহ তাআলার হুকুমেই দেখানো যেতে পারে। সুতরাং আপনি তাদেরকে পরিষ্কার বলে দিন, আমি তোমাদের নতুন-নতুন ফরমায়েশ পূরণ করতে অক্ষম।

وَاَشَدَّ قُوَّةً وَّاٰثَارًا فِى الْاَرْضِ فَمَاۤ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿٨٢﴾

শক্তিতে ও পৃথিবীতে রেখে যাওয়া কীর্তিতেও তাদের উপরে ছিল। তা সত্ত্বেও তারা যা অর্জন করত তা তাদের কোন কাজে আসেনি।

فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَرِحُوْا بِمَا عِنْدَهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٨٣﴾

৮৩. সুতরাং তাদের রাসূলগণ যখন তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে আসল, তখনও তারা তাদের কাছে যে জ্ঞান ছিল তারই বড়াই করতে লাগল। ফলে তারা যা নিয়ে ঠাট্টা- বিদ্রূপ করত তাই তাদেরকে পরিবেষ্টন করে ফেলল।

فَلَمَّا رَاَوْا بَاْسَنَا قَالُوْۤا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهٖ مُشْرِكِيْنَ ﴿٨٤﴾

৮৪. অনন্তর তারা যখন আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল, তখন বলল, আমরা এক আল্লাহর উপর ঈমান আনলাম আর আমরা যাদেরকে আল্লাহর শরীক করতাম তাদেরকে অস্বীকার করলাম।

فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ اِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَاَوْا بَاْسَنَا ؕ سُنَّتَ اللّٰهِ الَّتِىْ قَدْ خَلَتْ فِىْ عِبَادِهٖ ۚ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكٰفِرُوْنَ ﴿٨٥﴾

৮৫. কিন্তু তারা যখন আমার আযাব দেখে ফেলল, তখন আর তাদের ঈমান তাদের কোন উপকারে আসার ছিল না। জেনে রেখ, এটাই আল্লাহর রীতি, যা তার বান্দাদের মধ্যে পূর্ব থেকে চলে এসেছে। আর সেক্ষেত্রে কাফেরগণ হয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত।

আলহামদুলিল্লাহ! আজ ২২ যূ-কাদা ১৪২৮ হিজরী মোতাবেক ৩ ডিসেম্বর ২০০৭ খ্রি. সূরা মুমিনের তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। করাচী। সোমবার, ইশার নামাযের পর। (অনুবাদ শেষ হল আজ ২৮ যূ-কাদা ১৪৩১ হিজরী মোতাবেক ৬ নভেম্বর ২০১০ খ্রি. শনিবার)। আল্লাহ তাআলা এ খেদমতটুকু কবুল করে নিন এবং অবশিষ্ট সূরাগুলির কাজও তাঁর পছন্দমত শেষ করার তাওফীক দান করুন– আমীন।

৪১

সূরা হা-মীম সাজদা

সূরা হা-মীম সাজদা
পরিচিতি

এটি 'হাওয়ামীম' নামে পরিচিত সূরা সমষ্টির একটি। পূর্বে সূরা 'মুমিন'-এর পরিচিতিতে এ সূরাসমূহ সম্পর্কে বলা হয়েছে। এ সূরাটির বিষয়বস্তুও অন্যান্য মক্কী সূরার মত তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাত– ইসলামের এই বুনিয়াদী আকীদাসমূহের প্রতিষ্ঠা ও মুশরিকদের আকীদা-বিশ্বাসের খণ্ডন। এ সূরার ৩৮ নং আয়াতটি পড়লে বা শুনলে সিজদা করা ওয়াজিব হয়ে যায়। তাই এ সূরাটিকে 'হা-মীম সাজদা' বলা হয়। এর অপর নাম 'সূরা ফুসসিলাত'। কেননা এ সূরার প্রথম আয়াতেই এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। তাছাড়া এটিকে 'সূরাতুল মাসাবীহ' ও 'সূরাতুল আকওয়াত'ও বলা হয় (রূহুল মাআনী)।

৪১ – সূরা হা-মীম সাজদা – ৬১

مکی ...

মক্কী; ৫৪ আয়াত; ৬ রুকু

سُوْرَةُ حٰمٓ السَّجْدَةِ مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ٥٤ رُكُوْعَاتُهَا ٦

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

حٰمٓ ﴿١﴾

১. হা-মীম।

تَنْزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿٢﴾

২. এ বাণী সেই সত্তার পক্ষ হতে অবতীর্ণ, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

كِتٰبٌ فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ﴿٣﴾

৩. আরবী কুরআনরূপে এটি এমন কিতাব, জ্ঞান অর্জনকারীদের জন্য যার আয়াতসমূহ বিশদভাবে বিবৃত হয়েছে।

بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا ۚ فَاَعْرَضَ اَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ ﴿٤﴾

৪. এ কুরআন সুসংবাদদাতাও এবং সতর্ককারীও বটে। তা সত্ত্বেও তাদের অধিকাংশেই মুখ ফিরিয়ে রেখেছে। ফলে তারা শুনতে পায় না।

وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا فِيْٓ اَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُوْنَآ اِلَيْهِ وَفِيْٓ اٰذَانِنَا وَقْرٌ وَّمِنْۢ بَيْنِنَا وَ بَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ اِنَّنَا عٰمِلُوْنَ ﴿٥﴾

৫. (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে) তারা বলে, তুমি আমাদেরকে যার দিকে ডাকছ, সে বিষয়ে আমাদের অন্তর গিলাফে ঢাকা, আমাদের কান বধির এবং আমাদের ও তোমার মাঝখানে আছে এক অন্তরাল। সুতরাং তুমি আপন কাজ করতে থাক আমরা আমাদের কাজ করছি।

قُلْ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰٓى اِلَيَّ اَنَّمَآ

৬. (হে রাসূল!) বলে দাও, আমি তো তোমাদেরই মত একজন মানুষ। (অবশ্য) আমার প্রতি ওহী নাযিল হয়

إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَّاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوٓا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ ؕ
وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ ﴿٦﴾

যে, তোমাদের মাবুদ একই মাবুদ। সুতরাং তোমরা তোমাদের চেহারা সোজা তাঁরই অভিমুখী রাখ এবং তাঁরই কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। ধ্বংস মুশরিকদের জন্য–

الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ
كٰفِرُونَ ﴿٧﴾

৭. যারা যাকাত আদায় করে না।[১] তাদের অবস্থা এই যে, তারা আখেরাতের প্রতি সম্পূর্ণ অবিশ্বাসী।

إِنَّ الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ أَجْرٌ
غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿٨﴾

৮. (তবে) যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্য আছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার।

[১]

قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي
يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ؕ ذٰلِكَ رَبُّ
الْعٰلَمِينَ ﴿٩﴾

৯. বলে দাও, সত্যিই কি তোমরা সেই সত্তার সাথে কুফরী পন্থা অবলম্বন করছ, যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন দু'দিনে এবং তার সাথে অন্যকে শরীক করছ? তিনি তো জগতসমূহের প্রতিপালক!

وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبٰرَكَ فِيهَا
وَقَدَّرَ فِيهَآ أَقْوَاتَهَا فِيٓ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ ؕ

১০. তিনি ভূমিতে সৃষ্টি করেছেন অবিচলিত পাহাড়, যা তার উপর উত্থিত রয়েছে। আর তাতে দিয়েছেন বরকত[২] এবং তাতে তার খাদ্য সৃষ্টি করেছেন

---

১. এ সূরাটি মক্কী। এ ছাড়া আরও কিছু মক্কী সূরায় যাকাত আদায়ের নির্দেশ রয়েছে। এর দ্বারা বোঝা যায়, যাকাত মক্কা মুকাররমায়ই ফরয হয়েছিল। অবশ্য এর বিস্তারিত বিধি-বিধান দেওয়া হয়েছে মদীনা মুনাওয়ারায়।

২. ভূমিতে বরকত দেওয়ার অর্থ, তিনি ভূমিতে সৃষ্টরাজির জন্য উপকারী ও কল্যাণকর বস্তু নিহিত রেখেছেন এবং এর জন্য এমন ব্যবস্থাপনা করেছেন যে, তা সৃষ্টির প্রয়োজন অনুযায়ী পরিমিত আকারে উদগত হয়।

سَوَآءً لِّلسَّآئِلِیۡنَ ﴿۱۰﴾

সুষমভাবে– সবকিছুই চারদিনে–[৩] সকল যাচনাকারীর জন্য সমান।[৪]

ثُمَّ اسۡتَوٰۤی اِلَی السَّمَآءِ وَ هِیَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَ لِلۡاَرۡضِ ائۡتِیَا طَوۡعًا اَوۡ کَرۡهًا ؕ قَالَتَاۤ اَتَیۡنَا طَآئِعِیۡنَ ﴿۱۱﴾

১১. তারপর তিনি আকাশের দিকে মনোযোগ দান করলেন, যা ছিল ধোঁয়া রূপে।[৫] তিনি তাকে ও পৃথিবীকে বললেন, তোমরা চলে এসো ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়। উভয়ে বলল, আমরা ইচ্ছাক্রমেই আসলাম।[৬]

---

৩. 'সবকিছুই চারদিনে'– এর ভেতর পৃথিবী সৃষ্টির দু'দিনও রয়েছে, যেমন পূর্বের আয়াতে বলা হয়েছে, 'তিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন দু'দিনে। অর্থাৎ তিনি দু'দিনে সৃষ্টি করেছেন পৃথিবী এবং দু'দিনে সৃষ্টি করেছেন পৃথিবীর পাহাড়-পর্বত, খাদ্য প্রভৃতি মানুষের প্রয়োজনীয় বস্তুরাজি। এভাবে পৃথিবী ও পৃথিবীর অন্তর্গত সমুদয় জিনিস মোট চারদিনে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর দু'দিনে সৃষ্টি করা হয়েছে সাত আসমান। সুতরাং মোট ছয় দিনে সমগ্র বিশ্বজগতের সৃজন পূর্ণতা লাভ করেছে। যেমন সূরা আরাফ (৭ : ৫৪), সূরা ইউনুস (১০ : ৩), সূরা হুদ (১১ : ৭), সূরা ফুরকান (২৫ : ৫৯), সূরা আলিফ-লাম-মীম সাজদা (৩২ : ৪) ও সূরা হাদীদ (৫৭ : ৪)-এ বলা হয়েছে।

আমরা সূরা আরাফে বলে এসেছি, এটা সেই সময়ের কথা, যখন দিনের হিসাব সূর্যের উদয়-অস্ত দ্বারা নয়, বরং অন্য কোন মাপকাঠি দ্বারা করা হত, যার যথাযথ জ্ঞান আল্লাহ তাআলারই আছে।

যদিও আল্লাহ তাআলার এক মুহূর্তের মধ্যেই মহাবিশ্ব সৃষ্টির ক্ষমতা ছিল, কিন্তু তা না করে এভাবে দীর্ঘ সময় লাগানোর মাধ্যমে তিনি মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন, তারা যেন কোন কাজে তাড়াহুড়া না করে; বরং ধীর-স্থিরভাবেই যেন সবকিছু আঞ্জাম দেয়। তাছাড়া এর মধ্যে নাজানি আরও কত রহস্য নিহিত আছে, যা কেবল আল্লাহ তাআলারই জানা আছে।

৪. 'সকল যাচনাকারীর জন্য সমান'– এ বাক্যটির দু'টি অর্থ হতে পারে। (এক) যে ব্যক্তিই আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কে প্রশ্ন করবে, তাদের সকলের জন্যই এই একই রকম উত্তর। (দুই) এস্থলে যাচনাকারী বলতে সমস্ত মাখলুক বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ মানুষ, জিন্ন, পশু-পাখি যে-কেউ ভূমি থেকে খাদ্য পেতে চাইবে আল্লাহ তাআলা সকলকেই সমান সুযোগ দিয়েছেন যে, প্রত্যেকেই তা থেকে নিজ-নিজ খাদ্য সংগ্রহ করতে পারবে। মুফাসসিরগণ এ বাক্যটির এ দু'রকম তাফসীরই করেছেন। তরজমায়ও উভয়ের অবকাশ আছে।

৫. প্রথম দিকে আল্লাহ তাআলা আকাশের মূল উপাদান সৃষ্টি করেছিলেন, যা ছিল ধোঁয়ার আকারে। তারপর দু'দিনে তাকে সাত আকাশের রূপ দান করেন এবং তার জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা স্থির করে দেন।

৬. 'চলে এসো'–এর অর্থ আমার আজ্ঞাধীন হয়ে যাও। সেই সঙ্গে এটাও বলে দেওয়া হল যে, তোমরা যদি স্বেচ্ছায় আমার আজ্ঞাধীন হতে না চাও, তবুও তোমাদেরকে জোরপূর্বক

১২. অতঃপর তিনি নিজ ফায়সালা অনুযায়ী দু'দিনে তাকে সাত আকাশে পরিণত করলেন এবং প্রতি আকাশে তার উপযোগী আদেশ প্রেরণ করলেন।[৭]

فَقَضٰهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ فِيْ يَوْمَيْنِ وَاَوْحٰى فِيْ كُلِّ سَمَآءٍ اَمْرَهَا ؕ وَزَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ ۖ

আমার আদেশ মানতে বাধ্য করা হবে। আমার হুকুমের বাইরে তোমরা যেতে পারবে না। অর্থাৎ আসমান ও যমীনে কাজ সেটাই হবে, যার নির্দেশ আমি নিজ হেকমত অনুযায়ী সৃষ্টিগতভাবে করব। তোমাদের মধ্যে এই ক্ষমতাই দেওয়া হয়নি যে, তোমরা আমার সৃষ্টিগত ও প্রাকৃতিক আদেশের বিরোধিতা করবে। সুতরাং তোমরা আপন খুশিতে করতে না চাইলেও জবরদস্তিমূলকভাবে করতে হবে সেটাই, যা আমার আদেশ হবে।

এর দ্বারা স্পষ্ট করা হয়েছে, মানুষের ব্যাপার সৃষ্টি জগতের অন্য সব মাখলুক থেকে আলাদা। মানুষ আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে দু'রকম বিধান পেয়েছে। এক তো তাকবীনী বা প্রাকৃতিক বিধান, যেমন সে কখন জন্ম নেবে, কত বয়স পাবে, তার কি কি রোগ হবে, তার সন্তান-সন্ততি কত হবে, কেমন হবে ইত্যাদি। এসব বিষয় আল্লাহ তাআলার ইচ্ছাধীন। এক্ষেত্রে মানুষে আর অন্যান্য মাখলুকে কোন তফাত নেই। অন্যদের মত মানুষও আল্লাহ তাআলার হুকুম অনুযায়ী চলতে বাধ্য। এস্থলে আসমান-যমীনের সাথে আল্লাহ তাআলার এ কথাবার্তা আক্ষরিক অর্থেও হতে পারে এবং প্রতীকী অর্থেও হতে পারে। কিন্তু সে যাই হোক না কেন এর দ্বারা মানুষকে বলা উদ্দেশ্য হল, প্রাকৃতিক বিধানের ক্ষেত্রে যেহেতু সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহ তাআলার হুকুম মত চলতে বাধ্য, তাই তারা সে অনুযায়ী ইচ্ছায় চলুক বা অনিচ্ছায়, হবে সেটাই যা আল্লাহ তাআলা চান। সুতরাং একজন বান্দা হিসেবে মানুষের উচিত সেই পন্থাই অবলম্বন করা, যা অবলম্বন করেছে আসমান-যমীন। তারা বলেছিল, আমরা খুশী মনে আল্লাহ তাআলার আজ্ঞাধীন হয়ে থাকব। সুতরাং মানুষেরও কর্তব্য যেসব বিষয়ে নিজ ইচ্ছার কোন ভূমিকা নেই, সেসব বিষয়কে আল্লাহ তাআলার হুকুম মনে করে অন্ততপক্ষে বৌদ্ধিকভাবে খুশী থাকা।

আল্লাহ তাআলার দ্বিতীয় রকমের বিধান হল শরীয়তগত। অর্থাৎ কোন জিনিস হালাল, কোনটি হারাম এবং আল্লাহ তাআলা কোন কাজ পছন্দ করেন ও কোন কাজ অপছন্দ করেন এ সংক্রান্ত বিধানাবলী। মানুষকে আদেশ করা হয়েছে, সে যেন আল্লাহ তাআলার যা পছন্দ সেই কাজই করে, কিন্তু এজন্য তাকে প্রাকৃতিক বিধানাবলীর মত বাধ্য করে দেওয়া হয়নি যে, চাক বা না চাক তা না করে সে পারবে না। বরং এসব বিধান দেওয়ার পর তাকে এই এখতিয়ারও দেওয়া হয়েছে যে, চাইলে সে তা পালন করবে আর চাইলে করবে না। এভাবে তার পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে যে, সে স্বেচ্ছায় আনুগত্য করে না অবাধ্যতা করে। এর পরিণামে হয় জান্নাত লাভ করবে, নয়ত জাহান্নামে যাবে। অন্যান্য সৃষ্টিকে যেহেতু এ রকম পরীক্ষায় ফেলা হয়নি, তাই তাদেরকে শরীয়তগত বিধানও দেওয়া হয়নি এবং অবাধ্যতা করার ক্ষমতাও নয়। মানুষের কর্তব্য এ জাতীয় বিধানকেও স্বেচ্ছায়, সাগ্রহে মেনে চলা। কেননা তার স্থায়ী জীবনের সাফল্য এর উপর নির্ভরশীল।

৭. অর্থাৎ আকাশমণ্ডলীর নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য যেসব বিধান উপযোগী ছিল, সংশ্লিষ্ট মাখলুকদেরকে তা প্রদান করলেন।

وَحِفْظًا ۭ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ⑫

আমি নিকটবর্তী আকাশকে প্রদীপমালা দ্বারা সাজিয়েছি এবং তাকে করেছি সুরক্ষিত। এটা সেই সত্তার পরিমিত ব্যবস্থাপনা, যার ক্ষমতা পরিপূর্ণ, জ্ঞানও পরিপূর্ণ।

فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَقُلْ اَنْذَرْتُكُمْ صٰعِقَةً مِّثْلَ صٰعِقَةِ عَادٍ وَّثَمُوْدَ ⑬

১৩. তারপরও যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে বলে দাও, আমি তোমাদেরকে সতর্ক করেছি এমন বজ্র সম্পর্কে, যেমন বজ্র অবতীর্ণ হয়েছিল আদ ও ছামূদ (জাতি)-এর উপর।

اِذْ جَآءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ ۭ قَالُوْا لَوْ شَآءَ رَبُّنَا لَاَنْزَلَ مَلٰٓئِكَةً فَاِنَّا بِمَآ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ⑭

১৪. এটা সেই সময়ের কথা, যখন তাদের কাছে রাসূলগণ এসেছিল (কখনও) তাদের সম্মুখ দিক থেকে এবং (কখনও) তাদের পিছন দিক থেকে,[৮] এই বার্তা নিয়ে যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করো না। তারা বলেছিল, আমাদের প্রতিপালক চাইলে ফেরেশতাদেরকে পাঠাতেন। সুতরাং তোমাদেরকে যে বিষয়সহ পাঠানো হয়েছে আমরা তা মানতে অস্বীকার করছি।

فَاَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوْا فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوْا مَنْ اَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ۭ اَوَلَمْ

১৫. অতঃপর আদের ঘটনা তো এই ঘটল যে, তারা পৃথিবীতে অন্যায় দম্ভ প্রদর্শন করতে লাগল এবং বলল, শক্তিতে আমাদের উপরে কে আছে? তবে কি তারা অনুধাবন করল না যে, যেই

---

৮. এটা একটা বাকশৈলী। বোঝানো উদ্দেশ্য, রাসূলগণ তাদেরকে সকল পন্থায় সমঝানোর চেষ্টা করেছিলেন।

يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِىْ خَلَقَهُمْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ؕ وَكَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ ⑮

আল্লাহ তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন শক্তিতে তিনি তাদের অনেক উপরে? আর তারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করতে থাকল।

فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا فِىْٓ اَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِّنُذِيْقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْىِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ؕ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَخْزٰى وَهُمْ لَا يُنْصَرُوْنَ ⑯

১৬. সুতরাং আমি অশুভ কতক দিনে তাদের উপর পাঠালাম প্রচণ্ড ঝড়ো হাওয়া, তাদেরকে পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করানোর জন্য।[৯] আর আখেরাতের শাস্তি তো আরও বেশি লাঞ্ছনাকর এবং তারা পাবে না কোন সাহায্য।

وَاَمَّا ثَمُوْدُ فَهَدَيْنٰهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمٰى عَلَى الْهُدٰى فَاَخَذَتْهُمْ صٰعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُوْنِ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ⑰

১৭. থাকল ছামূদের কথা। আমি তাদেরকে সরল পথ দেখিয়েছিলাম, কিন্তু তারা সরল পথ অবলম্বনের চেয়ে বিভ্রান্ত থাকাকেই বেশি পছন্দ করল। সুতরাং তারা যা অর্জন করেছিল তার ফলে তাদেরকে আঘাত হানল লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তির বজ্র।

وَنَجَّيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ⑱

১৮. অপর দিকে যারা ঈমান এনেছিল ও তাকওয়া অবলম্বন করেছিল, আমি তাদেরকে রক্ষা করলাম।

[২]

وَيَوْمَ يُحْشَرُ اَعْدَآءُ اللّٰهِ اِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ ⑲

১৯. সেই দিনকে স্মরণ রাখ, যে দিন আল্লাহর শত্রুদেরকে একত্র করে আগুনের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে আর

৯. কুরআন-হাদীছের বহু দলীল দ্বারা প্রমাণিত যে, যেহেতু সবগুলো দিন আল্লাহ তাআলারই সৃষ্টি, তাই এমনিতে এর কোনও দিনই সাধারণভাবে অশুভ নয়। এস্থলে অশুভ দিন দ্বারা বোঝানো উদ্দেশ্য যে, সে দিনগুলো বিশেষভাবে তাদের পক্ষে বড় অশুভ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

তাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করা হবে।❖

২০. অবশেষে যখন তারা তার (অর্থাৎ আগুনের) কাছে পৌঁছবে, তখন তাদের কান, তাদের চোখ ও তাদের চামড়া তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে।[১০]

حَتّٰۤی اِذَا مَا جَآءُوْهَا شَهِدَ عَلَیْهِمْ سَمْعُهُمْ وَاَبْصَارُهُمْ وَجُلُوْدُهُمْ بِمَا كَانُوْا یَعْمَلُوْنَ ﴿۲۰﴾

২১. তারা তাদের চামড়াকে বলবে, তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছ কেন? তারা বলবে, আল্লাহ আমাদেরকে বাকশক্তি দ্রান করেছেন, যিনি বাকশক্তি দান করেছেন প্রতিটি জিনিসকে। তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন প্রথমবার আর তাঁরই কাছে তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়া হচ্ছে।

وَقَالُوْا لِجُلُوْدِهِمْ لِمَ شَهِدْتُّمْ عَلَیْنَا ؕ قَالُوْۤا اَنْطَقَنَا اللّٰهُ الَّذِیْۤ اَنْطَقَ كُلَّ شَیْءٍ وَّهُوَ خَلَقَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّاِلَیْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿۲۱﴾

২২. এবং (গোনাহ করার সময়) তোমরা তো তোমাদের বিরুদ্ধে তোমাদের কান, চোখ ও চামড়ার সাক্ষ্যদান থেকে আত্মগোপন করতে সক্ষম ছিলে না। বরং তোমাদের ধারণা ছিল আল্লাহ তোমাদের কর্মের বহু কিছুই জানেন না।[১১]

وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُوْنَ اَنْ یَّشْهَدَ عَلَیْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَاۤ اَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُوْدُكُمْ وَلٰكِنْ ظَنَنْتُمْ اَنَّ اللّٰهَ لَا یَعْلَمُ كَثِیْرًا مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿۲۲﴾

❖ অর্থাৎ একেক ধরনের অপরাধীদেরকে একেকটি দলে ভাগ করে দেওয়া হবে। তারপর তাদেরকে জাহান্নামের কাছে অপেক্ষায় রাখা হবে যাতে সমস্ত দল সেখানে সমবেত হয়ে যায় (অনুবাদক, তাফসীরে উসমানী থেকে গৃহীত)।

১০. মুশরিকগণ প্রথম দিকে আতঙ্কিত অবস্থায় মিথ্যা বলে দেবে যে, আমরা কখনও শিরক করিনি, যেমন সূরা আনআমে (৬ : ২৩) বর্ণিত হয়েছে। তখন আল্লাহ তাআলা তাদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়াবেন।

১১. বুখারী শরীফের এক হাদীছে আছে, কতক নির্বোধ কাফের মনে করত, তারা গোপনে কোন গোনাহ করলে আল্লাহ তাআলা তা জানতে পারেন না। তখন তাদের বিশ্বাস ছিল,

وَذٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِىْ ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ اَرْدٰىكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٢٣﴾

২৩. আপন প্রতিপালক সম্পর্কে তোমাদের এ ধারণাই তোমাদেরকে ধ্বংস করেছে। আর তারই পরিণামে তোমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছ।

فَاِنْ يَّصْبِرُوْا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ۚ وَاِنْ يَّسْتَعْتِبُوْا فَمَا هُمْ مِّنَ الْمُعْتَبِيْنَ ﴿٢٤﴾

২৪. এখন তাদের অবস্থা এই যে, এখন তারা ধৈর্য ধারণ করলেও জাহান্নামই হবে তাদের ঠিকানা আর যদি অজুহাত প্রদর্শন করে, তবে যাদের অজুহাত গৃহীত হবে, তাদের অন্তর্ভুক্ত এদেরকে করা হবে না।

وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَآءَ فَزَيَّنُوْا لَهُمْ مَّا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِىْٓ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ ۚ اِنَّهُمْ كَانُوْا خٰسِرِيْنَ ﴿٢٥﴾

২৫. আমি (দুনিয়ায়) তাদের পেছনে কিছু সহচর লাগিয়ে দিয়েছিলাম, যারা তাদের সম্মুখ ও পিছনের সমস্ত কাজকে তাদের দৃষ্টিতে শোভন করে দিয়েছিল।[১২] ফলে তাদের পূর্বে যেসব জিন্ন ও মানুষ অতিবাহিত হয়েছে, তাদের অন্তর্ভুক্তরূপে তাদের উপরও (শাস্তির) কথা সত্যে পরিণত হয়েছে। নিশ্চয়ই তারা ছিল ক্ষতিগ্রস্ত।

[৩]

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَسْمَعُوْا لِهٰذَا الْقُرْاٰنِ

২৬. এবং কাফেরগণ (একে অন্যকে) বলে, এই কুরআন শুনো না এবং এর

তাদের সে গোনাহের কোন সাক্ষীও থাকবে না এবং আল্লাহ তাআলা তা জানতেও পারবেন না (নাউযুবিল্লাহ)। কিন্তু আল্লাহ তাআলা নিজেই যে তাদের কর্মের প্রত্যক্ষদর্শী এবং খোদ তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হয়ে যাবে সেটা তাদের কল্পনায় ছিল না।

১২. এ আয়াতে যে সহচরের কথা বলা হয়েছে, তারা দু'রকমের। (এক) একদল শয়তান (দুষ্ট জিন্ন), যারা মানুষকে গোনাহে লিপ্ত করার জন্য নানা রকম প্ররোচনা দেয় এবং (দুই) এক শ্রেণীর মানুষ, যারা গোনাহের কাজকে উপকারী ও দরকারী সাব্যস্ত করার জন্য নানা রকম যুক্তি-প্রমাণ পেশ করে এবং অন্যকেও তাতে বিশ্বাসী করে তোলার চেষ্টা করে।

وَالْغَوْا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُوْنَ ﴿٢٦﴾

(পাঠের) মাঝে হট্টগোল কর, যাতে তোমরা জয়ী থাক।

فَلَنُذِيْقَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَذَابًا شَدِيْدًا وَّلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَسْوَاَ الَّذِىْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٢٧﴾

২৭. সুতরাং ওই কাফেরদেরকে আমি কঠিন শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাব এবং তারা (দুনিয়ায়) যে নিকৃষ্ট কাজ করত, তার পরিপূর্ণ প্রতিফল দেব।

ذٰلِكَ جَزَآءُ اَعْدَآءِ اللّٰهِ النَّارُ ۚ لَهُمْ فِيْهَا دَارُ الْخُلْدِ ؕ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ ﴿٢٨﴾

২৮. আগুনরূপে এটাই আল্লাহর শত্রুদের শাস্তি। তারই মধ্যে হবে তাদের স্থায়ী ঠিকানা। এটা হবে আমার আয়াতসমূহকে তাদের অস্বীকার করার প্রতিফল।

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا رَبَّنَآ اَرِنَا الَّذَيْنِ اَضَلّٰنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ اَقْدَامِنَا لِيَكُوْنَا مِنَ الْاَسْفَلِيْنَ ﴿٢٩﴾

২৯. কাফেরগণ বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! যে সকল জিন্ন ও মানুষ আমাদেরকে বিপথগামী করেছিল তাদেরকে আমাদের দেখিয়ে দাও। আমরা তাদেরকে আমাদের পায়ের নিচে রেখে এমনভাবে দলিত করব, যাতে তারা চরম লাঞ্ছিত হয়।[১৩]

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَلَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَبْشِرُوْا

৩০. অপর দিকে যারা বলেছে, আমাদের রব্ব আল্লাহ! তারপর তারা তাতে থাকে অবিচলিত, নিশ্চয়ই তাদের কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ হবে (এবং বলবে) যে, তোমরা কোন ভয় করো

---

১৩. দুনিয়ায় যে সব সাথী-সঙ্গী মানুষ দ্বীন থেকে গাফেল ও বিপথগামী করে তোলে তারা যেমন এর অন্তর্ভুক্ত, তেমনি সেই শয়তানও, যে তাকে সব সময় প্ররোচনা দেয়। এ উভয় সম্পর্কে জাহান্নামী ব্যক্তি বলবে, তাদেরকে আজ দেখতে পেলে পায়ের নিচে রেখে মাড়াতাম ও লাঞ্ছিত করতাম।

بِالْجَنَّةِ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ۝

না এবং কোন কিছুর জন্য চিন্তিত হয়ো না আর আনন্দিত হয়ে যাও সেই জান্নাতের জন্য, যার ওয়াদা তোমাদেরকে দেওয়া হত।

نَحْنُ اَوْلِيٰٓؤُكُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ ۚ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِيْٓ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَ ۝

৩১. আমরা পার্থিব জীবনেও তোমাদের সাথী ছিলাম এবং আখেরাতেও থাকব। জান্নাতে তোমাদের জন্য আছে এমন সব কিছুই, যা তোমাদের অন্তর চাবে এবং সেখানে তোমাদের জন্য আছে এমন সব কিছুই যার ফরমায়েশ তোমরা করবে।

نُزُلًا مِّنْ غَفُوْرٍ رَّحِيْمٍ ۝

৩২. এসব সেই সত্তার পক্ষ হতে প্রাথমিক আতিথেয়তা, যিনি অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

[৪]

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَآ اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ۝

৩৩. তার চেয়ে উত্তম কথা আর কার হতে পারে, যে আল্লাহর দিকে ডাকে, সৎকর্ম করে এবং বলে, আমি আনুগত্য স্বীকারকারীদের একজন।

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ؕ اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِيْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ

৩৪. ভালো ও মন্দ সমান হয় না। তুমি মন্দকে প্রতিহত কর এমন পন্থায়, যা হবে উৎকৃষ্ট।[১৪] তার ফল হবে এই যে, যার ও তোমার মধ্যে শত্রুতা

---

১৪. অর্থাৎ যে ব্যক্তি তোমার সাথে মন্দ আচরণ করে, যদিও তার সাথে অনুরূপ মন্দ আচরণ করা তোমার জন্য জায়েয, কিন্তু শ্রেষ্ঠ পন্থা সেটা নয় কিছুতেই। শ্রেষ্ঠ পন্থা হল এই যে, তুমি তার মন্দ আচরণের বিপরীতে ভালো ব্যবহার করবে। এরূপ করলে তোমার ঘোর শত্রুও একদিন তোমার পরম বন্ধু হয়ে যাবে। আর তুমি তার মন্দ আচরণে যে ধৈর্য ধারণ করবে তার উৎকৃষ্ট সওয়াব তো তুমি আখেরাতে পাবেই।

كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴿٣٤﴾

ছিল, সে সহসাই হয়ে যাবে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু।

وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿٣٥﴾

৩৫. আর এ গুণ কেবল তাদেরকেই দান করা হয়, যারা সবরের পরিচয় দেয় এবং এ গুণ কেবল তাদেরকেই দান করা হয় যারা মহাভাগ্যবান।

وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٦﴾

৩৬. যদি শয়তানের পক্ষ থেকে তোমার কখনও কোন খোঁচা লাগে, তবে (বিতাড়িত শয়তান থেকে) আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করো।[১৫] নিশ্চয়ই তিনি সকল কথার শ্রোতা, সকল বিষয়ের জ্ঞাতা।

وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿٣٧﴾

৩৭. তাঁরই নিদর্শনাবলীর অন্তর্ভুক্ত হল রাত, দিন, সূর্য ও চন্দ্র। তোমরা সূর্যকে সিজদা করো না এবং চন্দ্রকেও না। বরং সিজদা করো আল্লাহকে, যিনি এগুলোকে সৃষ্টি করেছেন– যদি বাস্তবিকই তোমরা তাঁর ইবাদত করে থাক।

فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ ﴿٣٨﴾ السجدة

৩৮. তারপরও যদি তারা (অর্থাৎ কাফেরগণ) অহমিকা প্রদর্শন করে, তবে (তা করতে থাকুক) তোমার প্রতিপালকের কাছে যারা (অর্থাৎ যেই ফেরেশতাগণ) আছে, তারা রাত-দিন

---

১৫. 'শয়তানের খোঁচা' অর্থ তার প্ররোচনা। অর্থাৎ শয়তান যদি তোমাকে কখনও কোন গোনাহের কাজে প্ররোচনা দেয়, তবে তুমি আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করবে। এর সর্বোত্তম পন্থা হল– أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ পড়া।

তাঁর তাসবীহ পাঠ করে এবং তারা ক্লান্তি বোধ করে না।[১৬]

৩৯. তাঁর আরেকটি নিদর্শন হল, তুমি ভূমিকে শুষ্করূপে দেখতে পাও, তারপর যখন আমি তাতে বারি বর্ষণ করি, অমনি তা আলোড়িত হয় ও বেড়ে ওঠে। বস্তুত যিনি ভূমিতে প্রাণ সঞ্চার করেন, তিনিই মৃতদেরকেও জীবিত করবেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্ববিষয়ে শক্তিমান।

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنَّكَ تَرَى الْاَرْضَ خَاشِعَةً فَاِذَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ؕ اِنَّ الَّذِيْٓ اَحْيَاهَا لَمُحْيِ الْمَوْتٰى ؕ اِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۳۹﴾

৪০. আমার আয়াতসমূহের ব্যাপারে যারা বাঁকা পথ অবলম্বন করে,[১৭] তারা আমার থেকে লুকাতে পারবে না। আচ্ছা বলতো, যে ব্যক্তিকে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে, সে উত্তম, না সেই ব্যক্তি, যে কিয়ামতের দিন উপস্থিত হবে নির্ভয়ে-নিরাপদে? তোমরা যা ইচ্ছা করে নাও। জেনে রেখ, তোমরা যা করছ তিনি সবই দেখছেন।

اِنَّ الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا ؕ اَفَمَنْ يُّلْقٰى فِي النَّارِ خَيْرٌ اَمْ مَّنْ يَّاْتِيْٓ اٰمِنًا يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اِعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ ۙ اِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿۴۰﴾

৪১. যারা তাদের কাছে উপদেশপূর্ণ এ কিতাব আসার পর একে অস্বীকার করেছে (তারা নেহাৎ মন্দ কাজ করেছে), অথচ এটি অতি মর্যাদাপূর্ণ কিতাব।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَآءَهُمْ ۚ وَاِنَّهٗ لَكِتٰبٌ عَزِيْزٌ ﴿۴۱﴾ۙ

---

১৬. এটি সিজদার আয়াত। অর্থাৎ যে ব্যক্তি এ আয়াত তেলাওয়াত করবে বা কাউকে তেলাওয়াত করতে শুনবে একটি সিজদা তার জন্য ওয়াজিব হয়ে যাবে।

১৭. বাঁকা পথ অবলম্বনের অর্থ, আয়াত না মানা কিংবা তার ভুল ব্যাখ্যা দেওয়া। আয়াতে যে শাস্তির ধমক দেওয়া হয়েছে, তা উভয় অবস্থায়ই প্রযোজ্য।

لَّا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۖ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿٤٢﴾

৪২. কোন মিথ্যা এর পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না, না এর সম্মুখ দিক থেকে এবং না এর পেছন থেকে। এটা সেই সত্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ, যিনি হেকমতের মালিক, সমস্ত প্রশংসা যার দিকে ফেরে।

مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَّذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ ﴿٤٣﴾

৪৩. (হে রাসূল!) তোমাকে তো সেসব কথাই বলা হচ্ছে, যা তোমার পূর্ববর্তী রাসূলগণকে বলা হয়েছিল।❖ নিশ্চিত থাক, তোমার প্রতিপালক ক্ষমাশীলও এবং মর্মন্তুদ শাস্তিদাতাও বটে।

وَلَوْ جَعَلْنٰهُ قُرْاٰنًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ ۖ ءَاَعْجَمِيٌّ وَّعَرَبِيٌّ ۗ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ اٰمَنُوا هُدًى وَّشِفَآءٌ ۖ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِيٓ اٰذَانِهِمْ

৪৪. আমি যদি এ কুরআনকে অনারবী কুরআন বানাতাম, তবে তারা ব লত, এর আয়াতসমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হল না কেন? এটা কেমন কথা যে, কুরআন অনারবী এবং রাসূল আরবী?[১৮] বল, যারা ঈমান আনে

❖ অর্থাৎ অবিশ্বাসীরা আপনার সঙ্গে যে আচরণ করছে সব যুগের অবিশ্বাসীরা তাদের নবীদের সঙ্গে এ রকমই আচরণ করেছে। নবীগণ তো সর্বদা তাদের কল্যাণ কামনা করেছে, আর তার বিপরীতে অবিশ্বাসীরা তাদেরকে কথায় ও কাজে নানাভাবে কষ্ট দিয়েছে। সুতরাং নবীগণ যেমন সেক্ষেত্রে সবর করেছিলেন, আপনিও তেমনি সবর করতে থাকুন। পরিণামে কিছু লোক তাওবা করে সুপথে এসে যাবে। ফলে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন আর কিছু লোক তাদের বক্রতা ও জিদের উপরই থেকে যাবে। পরিশেষে তারা যন্ত্রণাময় শাস্তির উপযুক্ত হয়ে যাবে (অনুবাদক, তাফসীরে উসমানী থেকে গৃহীত)।

১৮. মক্কার কোন কোন কাফের কুরআন মাজীদ সম্পর্কে প্রশ্ন তুলত যে, এ কিতাব আরবী ভাষায় নাযিল করা হল কেন? অন্য কোন ভাষায় হলে তো এটা অনেক বড় মুজিযা ও অলৌকিক ব্যাপার হয়ে যেত। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো অন্য কোন ভাষা জানেন না। তাই তার প্রতি অন্য কোন ভাষায় ওহী নাযিল করা হলে স্পষ্ট হয়ে যেত যে, তা আল্লাহ তাআলারই পক্ষ থেকে এসেছে। এর উত্তর দেওয়া হয়েছে যে, এ জাতীয় প্রশ্ন ও আপত্তির সিলসিলা কখনও শেষ হওয়ার নয়। কুরআন যদি অন্য কোন ভাষায় নাযিল করা হত, তবে তারা বলত, আরবী নবীর উপর অনারবী কুরআন কেন নাযিল করা হল? কথা যদি মানারই ইচ্ছা না থাকে, তবে বাহানার কোন অভাব হয় না।

وَقْرٌ وَّهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ۭ اُولٰٓئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍۢ بَعِيْدٍ ﴿٤٤﴾

তাদের জন্য এটা হেদায়াত ও উপশমের ব্যবস্থা। আর যারা ঈমান আনে না, তাদের কানে ছিপি লাগানো আছে। তাদের জন্য এটা (অর্থাৎ কুরআন) বিভ্রান্তির কারণ। এরূপ লোকদেরকে বহু দূর-দূরান্ত হতে ডাকা হচ্ছে।[১৯]

[৫]

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ فَاخْتُلِفَ فِيْهِ ۭ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۭ وَاِنَّهُمْ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ ﴿٤٥﴾

৪৫. আমি মূসাকেও কিতাব দিয়েছিলাম। তারপর তাতেও মতভেদ হয়েছিল। তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে একটি কথা পূর্ব থেকেই স্থিরীকৃত না থাকলে তাদের ব্যাপারে চুকিয়ে দেওয়া হত। প্রকৃতপক্ষে তারা এমন সন্দেহে নিপতিত, যা তাদেরকে বিভ্রান্ত করে রেখেছে।

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ وَمَنْ اَسَاۗءَ فَعَلَيْهَا ۭ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ﴿٤٦﴾

৪৬. কেউ সৎকর্ম করলে তা নিজেরই কল্যাণার্থে করে আর কেউ অসৎ কাজ করলে, তার ক্ষতিও তার নিজেরই। তোমার প্রতিপালক বান্দাদের প্রতি জুলুম করেন না।

---

১৯. কাউকে দূর থেকে ডাকা হলে অনেক সময় সে মনেই করে না যে, তাকে ডাকা হচ্ছে এবং দূরের আওয়াজকে অনেক সময় গুরুত্বও দেওয়া হয় না। সেভাবেই কাফেরগণ কুরআনী দাওয়াতকে গুরুত্ব দিচ্ছে না এবং তার প্রতি মনোযোগী হচ্ছে না।

[পঁচিশ পারা]

إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَاتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ ﴿٤٧﴾

৪৭. কিয়ামতের জ্ঞান তারই দিকে ফেরানো হয়। আল্লাহর অজ্ঞাতসারে কোন ফল তার আবরণ থেকে বের হয় না এবং কোন নারী গর্ভ ধারণ করে না এবং তার কোন বাচ্চাও জন্ম নেয় না। যে দিন তিনি তাদেরকে (অর্থাৎ মুশরিকদেরকে) ডেকে বলবেন, কোথায় আমার সেই শরীকগণ? তারা বলবে, আমরা আপনার কাছে আরজ করছি যে, আমাদের মধ্যে এখন কেউ এ কথার সাক্ষী নয় (যে, আপনার কোন শরীক আছে)।

وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ ۖ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ ﴿٤٨﴾

৪৮. পূর্বে তারা যাদেরকে (অর্থাৎ যেই মিথ্যা উপাস্যদেরকে) ডাকত এখন আর তারা তাদের কোন হদিস পাবে না। তারা উপলব্ধি করবে যে, তাদের আর বাঁচার কোন পথ নেই।

لَّا يَسْأَمُ الْإِنسَانُ مِن دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ ﴿٤٩﴾

৪৯. মানুষের অবস্থা হল, তারা মঙ্গল প্রার্থনায় ক্লান্ত হয় না। তাকে যদি কোন অমঙ্গল স্পর্শ করে, তখন চরম হতাশ হয়ে পড়ে, সব আশা ছেড়ে দেয়।

وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ

৫০. তাকে যে দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করেছিল, তারপর যদি আমি আমার পক্ষ হতে তাকে রহমতের স্বাদ গ্রহণ করাই, তখন সে অবশ্যই বলবে, এটা তো আমার প্রাপ্য ছিল এবং আমি মনে করি না যে, কিয়ামত সংঘটিত হবে।

فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِمَا عَمِلُوْا ۫ وَلَنُذِيْقَنَّهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيْظٍ ۝٥٠

আর আমাকে যদি আমার রব্বের কাছে ফিরিয়ে নেওয়াও হয়, তবে আমার বিশ্বাস তাঁর কাছেও আমার কল্যাণই লাভ হবে। আমি কাফেরদেরকে অবশ্যই অবহিত করব, তারা যা-কিছু করেছে এবং তাদেরকে অবশ্যই কঠোর শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাব।

وَاِذَآ اَنْعَمْنَا عَلَى الْاِنْسَانِ اَعْرَضَ وَنَاٰ بِجَانِبِهٖ ۚ وَاِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُوْ دُعَآءٍ عَرِيْضٍ ۝٥١

৫১. আমি মানুষের প্রতি যখন কোন অনুগ্রহ করি, তখন সে মুখ ফিরিয়ে নেয় ও পার্শ্ব পরিবর্তন করে দূরে সরে যায়। আবার তাকে যখন কোন অমঙ্গল স্পর্শ করে, তখন সে লম্বা-চওড়া দুআ করতে থাকে।

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهٖ مَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِيْ شِقَاقٍۭ بَعِيْدٍ ۝٥٢

৫২. (হে রাসূল! কাফেরদেরকে) বলে দাও, তোমরা আমাকে জানাও তো, এ কুরআন যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে এসে থাকে, তারপরও তোমরা এটাকে অস্বীকার কর, তবে যে ব্যক্তি (এর) বিরুদ্ধাচরণে বহু দূর এগিয়ে যায়, তার চেয়ে বেশি বিভ্রান্ত আর কে হতে পারে?

سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِي الْاٰفَاقِ وَفِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ ؕ اَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ اَنَّهٗ

৫৩. আমি আমার নিদর্শনাবলী তাদেরকে দেখাব বিশ্বজগতেও এবং খোদ তাদের অস্তিত্বের ভেতরও, যাতে তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এটাই সত্য।❖ তোমার প্রতিপালকের

❖ অর্থাৎ কুরআন যে আল্লাহর সত্য কিতাব এর অপরাপর দলীল-প্রমাণ তো আপন স্থানে আছেই। এবার আমি এর সপক্ষে আমার কুদরতের নিদর্শন দেখাব তাদের নিজ অস্তিত্বের

عَلٰی کُلِّ شَیۡءٍ شَهِیۡدٌ ﴿۵۳﴾

একথা কি যথেষ্ট নয় যে; তিনি সকল বিষয়ের সাক্ষী?

اَلَاۤ اِنَّهُمۡ فِیۡ مِرۡیَۃٍ مِّنۡ لِّقَآءِ رَبِّهِمۡ ؕ اَلَاۤ اِنَّهٗ بِکُلِّ شَیۡءٍ مُّحِیۡطٌ ﴿۵۴﴾

৫৪. জেনে রেখ, তারা তাদের প্রতিপালকের সাক্ষাত সম্পর্কে সন্দেহে পড়ে আছে। জেনে রেখ, তিনি প্রতিটি বস্তুকে বেষ্টন করে আছেন।

ভেতরও এবং তাদের আশপাশে সমগ্র আরব এলাকায়, বরং সারা জাহানে। তা দ্বারা কুরআন ও কুরআনের বাহকের সত্যতা দিবালোকের মত পরিষ্কার হয়ে যাবে। কী সে নিদর্শন? তা হচ্ছে ইসলামের আজিমুশ্বান দিগ্বিজয়, যা কুরআনী ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী বাহ্যিক আসবাব-উপকরণের সম্পূর্ণ বিপরীত, অত্যন্ত বিস্ময়করভাবে সাধিত হয়েছিল। সুতরাং মক্কার কাফেরগণ বদরের যুদ্ধে খোদ নিজেদের অস্তিত্বের ভেতর, মক্কা বিজয়ে আরব জাহানের কেন্দ্রভূমিতে এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে সমগ্র বিশ্বে এ নিদর্শন নিজেদের চোখে দেখে নিয়েছে।

এমনও হতে পারে যে, এ আয়াতে যে নিদর্শনের প্রতি ইশারা করা হয়েছে, তা হল সেই সব সাধারণ নিদর্শন, যা চিন্তাশীল ব্যক্তি তার নিজ অস্তিত্ব ও বিশ্ব চরাচরের প্রতিটি বস্তুর মধ্যে দেখতে পায়। তা দ্বারা যেমন আল্লাহ তাআলার তাওহীদ ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়, তেমনি কুরআন মাজীদে প্রদত্ত বক্তব্যসমূহেরও সত্যতা প্রতিভাত হয়। কেননা লক্ষ্য করলে দেখা যায়, কুরআনের সব কথা বিশ্বজগতে আল্লাহ তাআলার যে শাশ্বত বিধান ও প্রাকৃতিক নিয়ম-নীতি কার্যকর রয়েছে, তার সাথে শতভাগ সঙ্গতিপূর্ণ, আর তা নিত্য-নতুনভাবে মানুষের সামনে পরিস্ফুট হচ্ছে। আর এসব বিষয় যেহেতু মানুষের কাছে একসঙ্গে প্রকাশ পায় না; বরং এক-এক করে ক্রমান্বয়ে তার উপর থেকে পর্দা উন্মোচিত হচ্ছে তাই আল্লাহ তাআলা বিষয়টাকে 'আমি আমার নিদর্শনাবলী দেখাব' শব্দে ব্যক্ত করেছেন (অনুবাদক- তাফসীরে উসমানী থেকে)।

আলহামদুলিল্লাহ! সূরা হা-মীম সাজদা'র তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল আজ আরাফার দিন ১৪২৮ হিজরী আরাফার ময়দানে মাগরিবের পর মুযদালিফা যাওয়ার জন্য গাড়ির অপেক্ষায় থাকাকালে। (অনুবাদ শেষ হল আজ ১ যুলহিজ্জা, ১৪৩১ হিজরী মোতাবেক ৮ই নভেম্বর ২০১০ খ্রি.)। আল্লাহ তাআলা নিজ ফযল ও করমে কবুল করে নিন এবং বাকি সূরাগুলির কাজও নিজ পছন্দমত শেষ করার তাওফীক দান করুন- আমীন।

৪২
সূরা শূরা

সূরা শূরা
পরিচিতি

এটা 'হাওয়ামীম' সমষ্টির তৃতীয় সূরা। অন্যান্য মক্কী সূরার মত এ সূরায়ও প্রধানত তাওহীদ, রিসালাত, আখেরাত, ইসলামের এই মৌলিক আকীদাসমূহের উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে ঈমানের প্রশংসনীয় গুণাবলীর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। সে প্রসঙ্গেই ৩৮ নং আয়াতে মুসলিমদের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা তাদের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পারস্পরিক পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। পরামর্শের আরবী প্রতিশব্দ হল الشورى। (শূরা), যা উল্লিখিত আয়াতে ব্যবহৃত হয়েছে। সে হিসেবেই সূরাটির নাম রাখা হয়েছে 'শূরা'। সূরার শেষে বলা হয়েছে, আল্লাহ কোনও মানুষের সামনা সামনি হয়ে কথা বলেন না। তিনি কথা বলেন ওহীর মাধ্যমে। অতঃপর সে ওহীর বিভিন্ন পদ্ধতি উল্লেখ করা হয়েছে।

৪২ – সূরা শূরা – ৬২

মক্কী; ৫৩ আয়াত; ৫ রুকু

سُوْرَةُ الشُّوْرٰى مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ۵۳ رُكُوْعَاتُهَا ۵

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. হা-মীম।

حٰمٓ ①

২. আইন-সীন-কাফ।

عٓسٓقٓ ②

৩. (হে রাসূল!) পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়, আল্লাহ এভাবেই ওহী নাযিল করেন তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্ববর্তী (রাসূলগণ)-এর প্রতি।

كَذٰلِكَ يُوْحِيْٓ اِلَيْكَ وَ اِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ ۙ اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ③

৪. যা-কিছু আছে আকাশমণ্ডলীতে এবং যা-কিছু আছে পৃথিবীতে তা তাঁরই। তিনিই সমুচ্চ, মর্যাদাবান।

لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ④

৫. আকাশমণ্ডলী উপর থেকে ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়,[১] ফেরেশতাগণ তাদের প্রতিপালকের প্রশংসার সাথে তাসবীহ পাঠ করে এবং পৃথিবীবাসীর জন্য ইসতিগফার করে। মনে রেখ, আল্লাহই অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِمَنْ فِي الْاَرْضِ ؕ اَلَآ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ⑤

৬. যারা তাকে ছাড়া অন্যকে অভিভাবক বানিয়ে নিয়েছে, আল্লাহ তাদের উপর দৃষ্টি রাখছেন। আর তুমি নও তাদের যিম্মাদার।

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ اللّٰهُ حَفِيْظٌ عَلَيْهِمْ ۖ وَمَآ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ ⑥

---

১. অর্থাৎ আকাশমণ্ডলে এত বিপুল সংখ্যক ফেরেশতা আল্লাহ তাআলার ইবাদতে মশগুল আছে, যেন তাদের ভারে আকাশমণ্ডল ভেঙ্গে পড়বে।

وَكَذٰلِكَ اَوۡحَيۡنَاۤ اِلَيۡكَ قُرۡاٰنًا عَرَبِيًّا لِّتُنۡذِرَ اُمَّ الۡقُرٰى وَمَنۡ حَوۡلَهَا وَتُنۡذِرَ يَوۡمَ الۡجَمۡعِ لَا رَيۡبَ فِيۡهِ ؕ فَرِيۡقٌ فِى الۡجَنَّةِ وَفَرِيۡقٌ فِى السَّعِيۡرِ ۝

৭. এভাবেই আমি তোমার উপর নাযিল করেছি আরবী কুরআন, যাতে তুমি কেন্দ্রীয় জনপদ (মক্কা) ও তার আশপাশের মানুষকে সেই দিন সম্পর্কে সতর্ক কর, যে দিন সকলকে একত্র করা হবে, যে দিনের আসার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। একদল যাবে জান্নাতে এবং একদল প্রজ্জ্বলিত আগুনে।

وَلَوۡ شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَهُمۡ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰـكِنۡ يُّدۡخِلُ مَنۡ يَّشَآءُ فِىۡ رَحۡمَتِهٖ ؕ وَالظّٰلِمُوۡنَ مَا لَهُمۡ مِّنۡ وَّلِىٍّ وَّلَا نَصِيۡرٍ ۝

৮. আল্লাহ চাইলে তাদের সকলকে একই দল বানাতে পারতেন।[২] কিন্তু তিনি যাকে চান নিজ রহমতের ভেতর দাখিল করেন। আর যারা জালেম তাদের নেই কোন অভিভাবক, না কোন সাহায্যকারী।

اَمِ اتَّخَذُوۡا مِنۡ دُوۡنِهٖۤ اَوۡلِيَآءَ ۚ فَاللّٰهُ هُوَ الۡوَلِىُّ وَهُوَ يُحۡىِ الۡمَوۡتٰى ۫ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىۡءٍ قَدِيۡرٌ ۝

৯. তারা কি তাঁকে ছেড়ে অন্য অভিভাবক গ্রহণ করেছে? প্রকৃতপক্ষে আল্লাহই তো অভিভাবক। তিনিই মৃতদেরকে জীবিত করেন এবং তিনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান।

[১]

وَمَا اخۡتَلَفۡتُمۡ فِيۡهِ مِنۡ شَىۡءٍ فَحُكۡمُهٗۤ اِلَى اللّٰهِ ؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبِّىۡ عَلَيۡهِ تَوَكَّلۡتُ ۖ وَاِلَيۡهِ اُنِيۡبُ ۝

১০. তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ কর তার মীমাংসা আল্লাহরই উপর ন্যস্ত তিনিই আল্লাহ, যিনি আমার প্রতিপালক। আমি তাঁরই উপর ভরসা করেছি এবং আমি তাঁরই অভিমুখী হয়েছি।

---

২. অর্থাৎ জোরপূর্বক সকলকে মুসলিম বানাতে পারতেন, কিন্তু মানুষকে সৃষ্টি করার মূল উদ্দেশ্যই ছিল তাদেরকে পরীক্ষা করা যে, কে বিনা চাপে স্বেচ্ছায় বুঝে-শুনে সত্য গ্রহণ করে আর কে তা থেকে বিমুখ থাকে। এ পরীক্ষার উপরই আখেরাতের পুরস্কার ও শাস্তি নির্ভর করে। আর এ কারণেই আল্লাহ তাআলা কাউকে জোরপূর্বক মুসলিম বানান না।

فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّمِنَ الْاَنْعَامِ اَزْوَاجًا ۚ يَذْرَؤُكُمْ فِيْهِ ؕ لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ﴿۱۱﴾

১১. তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা। তিনি তোমাদেরই মধ্য হতে তোমাদের জন্য জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং চতুষ্পদ জন্তুদের মধ্যেও সৃষ্টি করেছেন জোড়া। এর মাধ্যমে তিনি তোমাদের বংশ বিস্তার করেন। কোনও জিনিস নয় তার অনুরূপ। তিনিই সব কথা শোনেন, সবকিছু দেখেন।

لَهٗ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ ؕ اِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿۱۲﴾

১২. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সমস্ত কুঞ্জি তাঁরই হাতে। তিনি যার জন্য ইচ্ছে করেন রিযিক প্রশস্ত করে দেন। যার জন্য চান সংকীর্ণ করে দেন। নিশ্চয়ই তিনি সবকিছুর জ্ঞাতা।

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰٓى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ ؕ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوْهُمْ

১৩. তিনি তোমাদের জন্য দ্বীনের সেই পন্থাই স্থির করেছেন, যার হুকুম দিয়েছিলেন তিনি নূহকে❖ এবং (হে রাসূল!) যা আমি ওহীর মাধ্যমে তোমার কাছে পাঠিয়েছি এবং যার হুকুম দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে যে, তোমরা দ্বীন কায়েম কর এবং তাতে বিভেদ সৃষ্টি করো না। (তা সত্ত্বেও) তুমি মুশরিকদেরকে যে দিকে ডাকছ তা তাদের কাছে অত্যন্ত

❖ আদম আলাইহিস সালামের পর সর্বপ্রথম রাসূল ছিলেন হযরত নূহ আলাইহিস সালাম। প্রকৃতপক্ষে শরয়ী বিধি-বিধানের সিলসিলা তাঁর থেকেই শুরু হয়। আর নবুওয়াত ও রিসালাতের ধারা শেষ হয়েছে মহানবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে। হযরত ইবরাহীম, হযরত মূসা ও হযরত ঈসা আলাইহিমুস সালাম মাঝখানের বিখ্যাত নবী। এ আয়াতে জানানো হচ্ছে, সমস্ত নবী-রাসূলেরই মূল দ্বীন ছিল একই। আকীদা-বিশ্বাস, ইবাদত-আখলাক ইত্যাদিকে মৌলিকভাবে একই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে সকল দ্বীনে। পার্থক্য কেবল শাখাগত বিষয়ে, যা কালভেদে বিভিন্ন রকম হয়েছে (অনুবাদক, তাফসীরে উসমানী অবলম্বনে)।

اِلَيْهِ ؕ اَللّٰهُ يَجْتَبِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ ﴿۱۳﴾

কঠিন মনে হয়। আল্লাহ যাকে চান বেছে নিয়ে নিজের দিকে টানেন। আর যে-কেউ তার অভিমুখী হয় তাকে নিজের কাছে পৌঁছে দেন।

وَمَا تَفَرَّقُوْٓا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ؕ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ ؕ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْرِثُوا الْكِتٰبَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ ﴿۱۴﴾

১৪. এবং মানুষ পারস্পরিক শত্রুতার কারণে (দ্বীনের ভেতর) যে বিভেদ সৃষ্টি করেছে, তা করেছে তাদের কাছে নিশ্চিত জ্ঞান আসার পরই। তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে যদি একটি কথা নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য পূর্বেই স্থিরীকৃত না থাকত, তবে তাদের বিষয়ে ফায়সালা হয়ে যেত।[৩] তাদের পর যাদেরকে কিতাবের ওয়ারিশ বানানো হয়েছে, তারা এ সম্পর্কে এমন সন্দেহে পড়ে আছে, যা তাদের বিভ্রান্ত করে রেখেছে।

فَلِذٰلِكَ فَادْعُ ۚ وَاسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ ۚ وَقُلْ اٰمَنْتُ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتٰبٍ ۚ وَاُمِرْتُ لِاَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ؕ اَللّٰهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ؕ لَنَآ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ؕ

১৫. সুতরাং (হে রাসূল!) তুমি ওই বিষয়ের দিকেই মানুষকে ডাকতে থাক এবং তুমি অবিচলিত থাক (এ দ্বীনের উপর), যেমন তোমাকে আদেশ করা হয়েছে। আর তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না। বলে দাও, আমি তো আল্লাহ যে কিতাব নাযিল করেছেন তার প্রতি ঈমান এনেছি আর আমাকে তোমাদের মধ্যে ইনসাফ করতে আদেশ করা হয়েছে। আল্লাহ আমাদের রব্ব এবং

---

৩. অর্থাৎ পূর্ব থেকেই একথা স্থির রয়েছে যে, শাস্তি দিয়ে সকলকে এক সঙ্গে ধ্বংস করা হবে না; বরং অবকাশ দেওয়া হবে, যাতে কেউ চাইলে ঈমান আনতে পারে।

لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ ؕ اَللّٰهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا ۚ وَ اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ؕ﴿۱۵﴾

তোমাদেরও রব্ব। আমাদের কর্ম আমাদের এবং তোমাদের কর্ম তোমাদের। আমাদের ও তোমাদের মধ্যে (এখন) কোন বিতর্ক নেই। আল্লাহ আমাদের সকলকে একত্র করবেন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁরই কাছে সকলকে ফিরে যেতে হবে।

وَالَّذِيْنَ يُحَآجُّوْنَ فِى اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا اسْتُجِيْبَ لَهٗ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ عَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَّلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ﴿۱۶﴾

১৬. যারা আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ক সৃষ্টি করে, লোকে তাঁর কথা মেনে নেওয়ার পরও, তাদের বিতর্ক তাদের প্রতিপালকের কাছে বাতিল। তাদের উপর (আল্লাহর) গজব এবং তাদের জন্য আছে কঠিন শাস্তি।

اَللّٰهُ الَّذِىْٓ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ وَالْمِيْزَانَ ؕ وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيْبٌ ﴿۱۷﴾

১৭. তিনিই আল্লাহ, যিনি সত্য সম্বলিত এ কিতাব ও ন্যায়ের তুলাদণ্ড অবতীর্ণ করেছেন। তুমি কী জান, কিয়ামত হয়ত নিকটেই।

يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهَا ۚ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مُشْفِقُوْنَ مِنْهَا ۙ وَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهَا الْحَقُّ ؕ اَلَآ اِنَّ الَّذِيْنَ يُمَارُوْنَ فِى السَّاعَةِ لَفِىْ ضَلٰلٍۭ بَعِيْدٍ ﴿۱۸﴾

১৮. যারা তাতে ঈমান রাখে না, তারাই তার জন্য তাড়াহুড়া করে। আর যারা ঈমান এনেছে তারা তার ব্যাপারে ভীত থাকে এবং তারা জানে তা সত্য। জেনে রেখ, যারা কিয়ামত সম্পর্কে বিতর্ক করে, তারা গোমরাহীতে বহুদূর এগিয়ে গেছে।

اَللّٰهُ لَطِيْفٌۢ بِعِبَادِهٖ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَهُوَ الْقَوِىُّ الْعَزِيْزُ ﴿۱۹﴾

১৯. আল্লাহ নিজ বান্দাদের প্রতি অতি দয়ালু। তিনি যাকে চান রিযিক দান করেন এবং তিনিই শক্তিরও মালিক, ক্ষমতারও মালিক।

[২]

২০. যে ব্যক্তি আখেরাতের ফসল কামনা করে, তার জন্য আমি তার ফসল বাড়িয়ে দেই। আর যে ব্যক্তি (কেবল) দুনিয়ার ফসল কামনা করে, তাকে আমি তা থেকেই দান করি।[৪] আখেরাতে তার কোন অংশ নেই।

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْاٰخِرَةِ نَزِدْ لَهٗ فِيْ حَرْثِهٖ ۚ وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا ۙ وَمَا لَهٗ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ نَّصِيْبٍ ﴿٢٠﴾

২১. তাদের (অর্থাৎ কাফেরদের) কি এমন শরীক আছে, যারা তাদের জন্য এমন দ্বীন স্থির করে দিয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি? (আল্লাহর পক্ষ হতে) যদি মীমাংসাকর বাণী স্থিরীকৃত না থাকত তবে তাদের ব্যাপারটা চুকিয়েই দেওয়া হত। নিশ্চিতভাবে জেনে রেখ জালেমদের জন্য আছে যন্ত্রণাময় শাস্তি।

اَمْ لَهُمْ شُرَكٰٓؤُا شَرَعُوْا لَهُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا لَمْ يَاْذَنْۢ بِهِ اللّٰهُ ؕ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ؕ وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٢١﴾

২২. (তখন) জালেমদেরকে দেখবে, তারা যা অর্জন করেছে তার (পরিণামের) ব্যাপারে শঙ্কিত থাকবে। আর তা তো তাদের উপর আপতিত হবেই। যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তারা থাকবে জান্নাতের কেয়ারিতে। তারা তাদের প্রতিপালকের কাছে যা চাবে তাই পাবে। এটাই বিরাট অনুগ্রহ।

تَرَى الظّٰلِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا كَسَبُوْا وَهُوَ وَاقِعٌۢ بِهِمْ ؕ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فِيْ رَوْضٰتِ الْجَنّٰتِ ۚ لَهُمْ مَّا يَشَآءُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ ﴿٢٢﴾

---

৪. এই একই কথা সূরা বনী ইসরাঈলেও (১৭ : ১৮) বলা হয়েছে। সেখানে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কেবল দুনিয়ার মঙ্গল চায়, তাকে কেবল দুনিয়ার নেয়ামত দেওয়া হয় এবং তাও তার বাঞ্ছিত সবকিছু নয়; বরং আল্লাহ যাকে যতটুকু দিতে চান ততটুকুই দিয়ে থাকেন।

ذٰلِكَ الَّذِىْ يُبَشِّرُ اللّٰهُ عِبَادَهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ؕ قُلْ لَّاۤ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى ؕ وَمَنْ يَّقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهٗ فِيْهَا حُسْنًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ ﴿۲۳﴾

২৩. এরই সুসংবাদ আল্লাহ তার এমন সব বান্দাকে দান করেন, যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে। (হে রাসূল! কাফেরদেরকে) বলে দাও, আমি এর (অর্থাৎ তাবলীগের) বিনিময়ে তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না- আত্মীয়ের সৌহার্দ্য ছাড়া।[৫] যে-কেউ সৎকর্ম করবে আমি তার জন্য সে সৎকর্মে অতিরিক্ত সৌন্দর্য বৃদ্ধি করব।[৬] নিশ্চিতভাবে জেনে রেখ, আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, অত্যন্ত গুণগ্রাহী।

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ۚ فَاِنْ يَّشَاِ اللّٰهُ يَخْتِمْ عَلٰى قَلْبِكَ ؕ وَيَمْحُ اللّٰهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ ؕ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿۲۴﴾

২৪. তবে কি তারা বলে, এই ব্যক্তি এ বাণী নিজে রচনা করেছে? অথচ আল্লাহ চাইলে তোমার অন্তরে মোহর করে দিতে পারেন। আল্লাহ তো মিথ্যাকে মিটিয়ে দেন ও সত্যকে নিজ বাণীর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন।[৭] নিশ্চয়ই তিনি অন্তরে লুকায়িত বিষয়াবলীও জানেন।

---

৫. মক্কার কুরাইশদের সাথে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে আত্মীয়তা ছিল তা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলা হচ্ছে, আমি তোমাদের কাছে তাবলীগের জন্য কোন পারিশ্রমিক চাই না, কিন্তু অন্ততপক্ষে তোমাদের সঙ্গে আমার আত্মীয়তার বিষয়টা তো লক্ষ রাখ এবং সেই খাতিরে আমাকে কষ্ট দেওয়া হতে বিরত থাক ও আমার কাজে বাধা সৃষ্টি হতে নিবৃত্ত থাক।

৬. অর্থাৎ সেই সৎকর্মের কারণে যতটুকু প্রতিদান তার প্রাপ্য তা অপেক্ষা বেশি দেব।

৭. অর্থাৎ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি নিজের পক্ষ থেকে এ কুরআন রচনা করতেন (নাউযুবিল্লাহ) তবে আল্লাহ তাআলা তাঁর অন্তরে মোহর করে দিতেন, ফলে তাঁর পক্ষে এরূপ বাণী পেশ করা সম্ভবই হত না। কেননা আল্লাহ তাআলার রীতিই হল মিথ্যা নবুওয়াতের দাবীদারকে সফল হতে না দেওয়া। যখনই কেউ মিথ্যা নবুওয়াতের দাবি করে, তিনি তার কথাবার্তাকে অকার্যকর করে দেন এবং তার মিথ্যাচারকে মিটিয়ে দেন। পক্ষান্তরে যার নবুওয়াত দাবি সত্য হয়, তাকে নিজ বাণীর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করেন।

وَهُوَ الَّذِيْ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَعْفُوْا عَنِ السَّيِّاٰتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ ﴿٢٥﴾

২৫. এবং তিনিই নিজ বান্দাদের তাওবা কবুল করেন ও গোনাহসমূহ ক্ষমা করে দেন। আর তোমরা যা-কিছু কর তা তিনি জানেন।

وَيَسْتَجِيْبُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَيَزِيْدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ؕ وَالْكٰفِرُوْنَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ﴿٢٦﴾

২৬. যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তাদের দুআ তিনি শোনেন এবং নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে আরও বেশি দান করেন। আর কাফেরদের জন্য আছে কঠিন শাস্তি।

وَلَوْ بَسَطَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهٖ لَبَغَوْا فِي الْاَرْضِ وَلٰكِنْ يُّنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَآءُ ؕ اِنَّهٗ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرٌۢ بَصِيْرٌ ﴿٢٧﴾

২৭. আল্লাহ যদি তার সমস্ত বান্দার জন্য রিযিককে বিস্তার করে দিতেন, তবে পৃথিবীতে তার অবাধ্যতায় লিপ্ত হত, কিন্তু তিনি যে পরিমাণে ইচ্ছা তা অবতীর্ণ করে থাকেন। নিশ্চয়ই তিনি নিজ বান্দাদের সম্পর্কে পরিপূর্ণরূপে জানেন, তাদের প্রতি দৃষ্টি রাখেন।

وَهُوَ الَّذِيْ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْۢ بَعْدِ مَا قَنَطُوْا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهٗ ؕ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيْدُ ﴿٢٨﴾

২৮. তিনিই মানুষ হতাশ হয়ে যাওয়ার পর বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং নিজ রহমত বিস্তার করেন। তিনিই (সকলের) প্রশংসাযোগ্য অভিভাবক।

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيْهِمَا مِنْ دَآبَّةٍ ؕ وَهُوَ عَلٰى جَمْعِهِمْ اِذَا يَشَآءُ قَدِيْرٌ ﴿٢٩﴾

২৯. তাঁর অন্যতম নিদর্শন হল আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃজন এবং সেই সকল জীবজন্তু যা তিনি এ দু'য়ের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি যখন ইচ্ছা তখনই এদেরকে সমবেত করতে সক্ষম।

[৩]

وَمَآ اَصَابَكُمۡ مِّنۡ مُّصِيۡبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتۡ اَيۡدِيۡكُمۡ وَيَعۡفُوۡا عَنۡ كَثِيۡرٍ ؕ۝٣٠

৩০. তোমাদের যে বিপদ দেখা দেয়, তা তোমাদের নিজ হাতের কৃতকর্মেরই কারণে দেখা দেয়। আর তিনি তোমাদের (অপরাধ)-কর্ম ক্ষমা করে দেন।

وَمَآ اَنۡتُمۡ بِمُعۡجِزِيۡنَ فِى الۡاَرۡضِ ۖۚ وَمَا لَكُمۡ مِّنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ مِنۡ وَّلِىٍّ وَّلَا نَصِيۡرٍ ۝٣١

৩১. পৃথিবীতে (আল্লাহকে) ব্যর্থ করে দেওয়ার ক্ষমতা তোমাদের নেই এবং আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোন অভিভাবক নেই, নেই সাহায্যকারীও।

وَمِنۡ اٰيٰتِهِ الۡجَوَارِ فِى الۡبَحۡرِ كَالۡاَعۡلَامِ ؕ۝٣٢

৩২. তাঁর অন্যতম নিদর্শন হল সাগরে (বিচরণকারী) পর্বত প্রমাণ জাহাজ।

اِنۡ يَّشَاۡ يُسۡكِنِ الرِّيۡحَ فَيَظۡلَلۡنَ رَوَاكِدَ عَلٰى ظَهۡرِهٖ ؕ اِنَّ فِىۡ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوۡرٍ ۙ۝٣٣

৩৩. তিনি চাইলে বায়ুকে স্তব্ধ করে দিতে পারেন। ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠে তা ঠায় দাঁড়িয়ে থাকবে। নিশ্চয়ই এর মধ্যে প্রত্যেক এমন ব্যক্তির জন্য নিদর্শন আছে, যে সবরেও অভ্যস্ত, শোকরেও।

اَوۡ يُوۡبِقۡهُنَّ بِمَا كَسَبُوۡا وَيَعۡفُ عَنۡ كَثِيۡرٍ ۙ۝٣٤

৩৪. কিংবা (আল্লাহ চাইলে) মানুষের কোন কোন কৃতকর্মের কারণে জাহাজ-গুলোকে বিধ্বস্ত করে দিতে পারেন এবং পারেন অনেককে ক্ষমাও করতে।

وَّيَعۡلَمَ الَّذِيۡنَ يُجَادِلُوۡنَ فِىۡۤ اٰيٰتِنَا ؕ مَا لَهُمۡ مِّنۡ مَّحِيۡصٍ ۝٣٥

৩৫. এবং যারা আমার আয়াতসমূহে বিতর্ক সৃষ্টি করে, তারা বুঝতে পারত, তাদের জন্য নিষ্কৃতির কোন স্থান নেই।

فَمَآ أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَا عِندَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَّأَبْقٰى لِلَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٣٦﴾

৩৬. তোমাদেরকে যা-কিছু দেওয়া হয়েছে, তা পার্থিব জীবনের পুঁজি। আল্লাহর কাছে যা আছে, তা অনেক শ্রেয় ও স্থায়ী তাদের জন্য, যারা ঈমান এনেছে ও নিজ প্রতিপালকের উপর ভরসা রাখে।

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبٰٓئِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ﴿٣٧﴾

৩৭. এবং যারা বড় বড় গোনাহ ও অশ্লীল কর্ম পরিহার করে এবং যখন তাদের ক্রোধ দেখা দেয়, তখন ক্ষমা প্রদর্শন করে।

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلٰوةَ ۖ وَأَمْرُهُمْ شُورٰى بَيْنَهُمْ ۖ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

৩৮. এবং যারা তাদের প্রতিপালকের ডাকে সাড়া দিয়েছে, নামায কায়েম করেছে এবং যাদের কাজকর্ম পারস্পরিক পরামর্শক্রমে সম্পন্ন হয় এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে (সৎকর্মে) ব্যয় করে।

وَالَّذِينَ إِذَآ أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ ﴿٣٩﴾

৩৯. এবং যখন তাদের প্রতি কোন জুলুম করা হয় তখন তারা তা প্রতিহত করে।❖

❖ কারও প্রতি জুলুম করা হলে সামর্থ্য অনুযায়ী তা প্রতিহত করাও ঈমানের দাবি। কেননা জুলুম সয়ে যাওয়ার অর্থ নিজেকে অপমানিত করা। নিজেকে অপমানিত করা কোন মুমিনের জন্য শোভন নয়। তা ছাড়া জুলুমকে প্রতিহত করা না হলে জুলুমকারী স্পর্ধিত হয়ে ওঠে। ফলে তার জুলুমের মাত্রা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। এক সময় সে ব্যক্তি-বিশেষকেই নয়; বরং গোটা মুসলিম সমাজকেই নিজ অত্যাচারে জর্জরিত করে তোলে এমনকি আল্লাহ তাআলার দ্বীনও তার সীমালংঘনের শিকার হয়। যাতে এই পর্যায়ে পৌঁছতে না পারে তাই প্রথম যাত্রাতেই তাকে থামিয়ে দেওয়া উচিত। তবে সতর্ক থাকবে হবে, যাতে প্রতিশোধ গ্রহণ সীমালংঘনে পর্যবসিত না হয়, যেমন পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে– (অনুবাদক, তাফসীরে উসমানী, কুরতুবী, রূহুল মাআনী প্রভৃতি তাফসীর গ্রন্থ অবলম্বনে)।

৪০. মন্দের বদলা অনুরূপ মন্দ।[৮] তবে যে ক্ষমা করে দেয় ও সংশোধনের চেষ্টা করে, তার সওয়াব আল্লাহর যিম্মায় রয়েছে। নিশ্চয়ই তিনি জালেমদেরকে পছন্দ করেন না।

وَجَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۚ فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ۞

৪১. যারা নিজেদের উপর জুলুম হওয়ার পর (সমপরিমাণে) বদলা নেয়, তাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই।

وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهٖ فَاُولٰٓئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيْلٍ ؕ ۞

৪২. অভিযোগ তো তাদের বিরুদ্ধে, যারা মানুষের উপর জুলুম করে ও পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহ করে বেড়ায়। এরূপ লোকদের জন্য আছে যন্ত্রণাময় শাস্তি।

اِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَظْلِمُوْنَ النَّاسَ وَيَبْغُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۞

৪৩. প্রকৃতপক্ষে যে সবর অবলম্বন করে ও ক্ষমা প্রদর্শন করে, তো এটা বড় হিম্মতের কাজ।

وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ۞

[৪]

৪৪. আল্লাহ যাকে বিপথগামী করেন, তারপর এমন কেউ নেই, যে তার সাহায্যকারী হবে। জালেমগণ যখন শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে, তখন তুমি তাদেরকে বলতে দেখবে, ফিরে যাওয়ার কি কোন পথ আছে?

وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ وَّلِيٍّ مِّنْ بَعْدِهٖ ؕ وَتَرَى الظّٰلِمِيْنَ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ يَقُوْلُوْنَ هَلْ اِلٰى مَرَدٍّ مِّنْ سَبِيْلٍ ۞

৮. অর্থাৎ কারও উপর কোন জুলুম করা হলে, সেই মজলুমের এ অধিকার আছে যে, জালেম তাকে যে পরিমাণ কষ্ট দিয়েছে, সেও তাকে সেই পরিমাণ কষ্ট দেবে। কিছুতেই তার বেশি কষ্ট দেওয়া যাবে না। আর এ প্রতিশোধ গ্রহণ তার অধিকার মাত্র। পরের বাক্যে জানানো হয়েছে যে, প্রতিশোধ না নিয়ে যদি সবর করে ও জালেমকে ক্ষমা করে দেয়, তবে সেটা খুবই ফযীলতের কাজ।

৪৫. তুমি তাদেরকে দেখবে, তাদেরকে জাহান্নামের সামনে এভাবে পেশ করা হবে যে, তারা অপমানে অবনত অবস্থায় অস্ফুট চোখে তাকাবে। আর মুমিনগণ বলবে, বাস্তবিকই সত্যিকারের ক্ষতিগ্রস্ত তারাই, যারা কিয়ামতের দিনে নিজেদেরকে এবং পরিবারবর্গকে ক্ষতির সম্মুখীন করেছে। মনে রেখ, জালেমগণ স্থায়ী আযাবের ভেতর থাকবে।

وَتَرٰىهُمْ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا خٰشِعِيْنَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُوْنَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ ؕ وَقَالَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ الْخٰسِرِيْنَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ وَاَهْلِيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اَلَآ اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ فِيْ عَذَابٍ مُّقِيْمٍ ﴿۴۵﴾

৪৬. তারা এমন কোন সাহায্যকারী পাবে না, যারা আল্লাহর বিপরীতে তাদের কোন সাহায্য করতে পারবে। আর আল্লাহ যাকে বিপথগামী করেন, তার নিষ্কৃতির কোন পথ থাকে না।

وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنْ اَوْلِيَآءَ يَنْصُرُوْنَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ سَبِيْلٍ ؕ ﴿۴۶﴾

৪৭. (হে মানুষ!) তোমাদের প্রতিপালকের ডাকে সাড়া দাও সেই দিন আসার আগেই, যা আল্লাহর থেকে প্রতিহত করা যাবে না। সে দিন তোমাদের কোন আশ্রয়স্থল থাকবে না এবং তোমাদের কোন আপত্তিরও সুযোগ থাকবে না।[৯]

اِسْتَجِيْبُوْا لِرَبِّكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ ؕ مَا لَكُمْ مِّنْ مَّلْجَاٍ يَّوْمَئِذٍ وَّمَا لَكُمْ مِّنْ نَّكِيْرٍ ﴿۴۷﴾

৪৮. (হে রাসূল!) তথাপি যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আমি তোমাকে তো তাদের তত্ত্বাবধায়ক করে পাঠাইনি। বাণী পৌঁছানো ছাড়া

فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَمَآ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ؕ اِنْ عَلَيْكَ اِلَّا الْبَلٰغُ ؕ وَاِنَّآ اِذَآ اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ

৯. অর্থাৎ কারও আল্লাহ তাআলাকে একথা জিজ্ঞেস করার সাধ্য হবে না যে, তাকে এরূপ শাস্তি কেন দেওয়া হচ্ছে? কেননা তার আগেই তো প্রত্যেকের বিরুদ্ধে যথাযথ দলীল-প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। [ইবনে কাছীর বাক্যটির অর্থ করেছেন, কেউ এমন কোন জায়গা পাবে না, যেখানে সে অপরিচিত থেকে যাবে– অনুবাদক]

مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا ۚ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ ﴿٤٨﴾

তোমার কোন দায়িত্ব নেই এবং (মানুষের অবস্থা হল) আমি যখন মানুষকে আমার পক্ষ থেকে কোন অনুগ্রহের স্বাদ গ্রহণ করাই, তখন তারা তাতে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে আবার যখন তাদের নিজেদের হাতের কামাইয়ের কারণে তাদের কোন বিপদ দেখা দেয়, তখন সেই মানুষই ঘোর অকৃতজ্ঞ হয়ে যায়।

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ ﴿٤٩﴾

৪৯. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহরই। তিনি যা চান সৃষ্টি করেন। যাকে চান কন্যা দেন এবং যাকে চান পুত্র দেন।

أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا ۖ وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٥٠﴾

৫০. অথবা পুত্র ও কন্যা উভয় মিলিয়ে দেন। আবার যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করে দেন। নিশ্চয়ই তিনি জ্ঞানেরও মালিক, শক্তিরও মালিক।

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ

৫১. কোন মানুষের এ ক্ষমতা নেই যে, আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন[১০] (সামনা সামনি), তবে ওহীর মাধ্যমে (বলতে পারেন) অথবা কোন পর্দার আড়াল থেকে কিংবা তিনি কোন

---

১০. এ দুনিয়ায় আল্লাহ তাআলা কোন মানুষের সাথে সামনা সামনি কথা বলেন না। কেননা মানুষের তা সহ্য করার ক্ষমতা নেই। মানুষের সাথে কথা বলার জন্য তিনি তিনটি পদ্ধতির কোনও একটি গ্রহণ করেন। (এক) একটি পদ্ধতিকে তিনি 'ওহী' নামে অভিহিত করেছেন। তার মানে তিনি যে কথা বলতে চান, তা কারও অন্তরে ঢেলে দেন। (দুই) দ্বিতীয় পদ্ধতি হল পর্দার আড়াল থেকে বলা। অর্থাৎ কে বলছে তা দেখা ছাড়াই তার কথা কানের মাধ্যমেই শুনতে পাওয়া। যেমন হযরত মূসা আলাইহিস সালামের সাথে এভাবে আল্লাহ তাআলা কথা বলেছিলেন। (তিন) নিজ বাণী কোন ফেরেশতার মাধ্যমে কোন নবীর কাছে পাঠানো।

مَا يَشَآءُ ؕ اِنَّهٗ عَلِیٌّ حَكِیْمٌ ﴿۵۱﴾

বার্তাবাহী (ফেরেশতা) পাঠিয়ে দেবেন, যে তাঁর নির্দেশে তিনি যা চান সেই ওহীর বার্তা পৌঁছে দেবে। নিশ্চয়ই তিনি অতি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন, হেকমতেরও মালিক।

وَكَذٰلِكَ اَوْحَیْنَاۤ اِلَیْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا ؕ مَا كُنْتَ تَدْرِیْ مَا الْكِتٰبُ وَلَا الْاِیْمَانُ وَلٰكِنْ جَعَلْنٰهُ نُوْرًا نَّهْدِیْ بِهٖ مَنْ نَّشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا ؕ وَاِنَّكَ لَتَهْدِیْۤ اِلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ ﴿۵۲﴾

৫২. এভাবেই আমি আমার নির্দেশে তোমার প্রতি ওহীরূপে নাযিল করেছি এক রূহ।[১১] ইতঃপূর্বে তুমি জানতে না কিতাব কী এবং (জানতে) না ঈমান। কিন্তু আমি একে (অর্থাৎ কুরআনকে) বানিয়েছি এক নূর, যার মাধ্যমে আমি আমার বান্দাদের মধ্য হতে যাকে চাই হেদায়াত দান করি। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তুমি মানুষকে দেখাচ্ছ হেদায়াতের সেই পথ–

صِرَاطِ اللّٰهِ الَّذِیْ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ ؕ اَلَاۤ اِلَی اللّٰهِ تَصِیْرُ الْاُمُوْرُ ﴿۵۳﴾

৫৩. যা আল্লাহর পথ, যার মালিকানায় রয়েছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে সবই। জেনে রেখ, যাবতীয় বিষয় শেষ পর্যন্ত আল্লাহরই কাছে ফিরবে।

---

১১. 'রূহ' দ্বারা এ আয়াতে কুরআন মাজীদ ও তার বিধানাবলী বোঝানো হয়েছে। কেননা এর দ্বারা মানুষের মৃত আত্মায় প্রাণ সঞ্চার হয়, তার রূহানী জীবন সঞ্জীবিত হয়। এটাও সম্ভব যে, রূহ দ্বারা হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে বোঝানো উদ্দেশ্য। তাঁকে রূহুল কুদ্‌সও বলা হয়। কুরআন মাজীদ নাযিল করার জন্য আল্লাহ তাআলা তাঁকেই মাধ্যম বানিয়েছিলেন।

আলহামদুলিল্লাহ! আজ জুমুআর রাত ২৪ যুলহিজ্জা ১৪২৮ হিজরী মোতাবেক ৩রা জানুয়ারি ২০০৮ খ্রি. সূরা শূরার তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল (অনুবাদ শেষ হল আজ ৩রা যুলহিজ্জা ১৪৩১ হিজরী মোতাবেক ১০ই নভেম্বর ২০১০ খ্রি.)। আল্লাহ তাআলা এ খেদমতটুকু কবুল করে নিন। একে মানুষের জন্য উপকারী বানিয়ে দিন এবং বাকি সূরাগুলির কাজও নিজ পছন্দমত শেষ করার তাওফীক দান করুন।

৪৩

সূরা যুখরুফ

সূরা যুখরুফ
পরিচিতি

এ সূরার কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয় হল মুশরিকদের আকীদা-বিশ্বাস খণ্ডন। বিশেষভাবে ফেরেশতাদের সম্পর্কে তাদের এই ধারণা যে, তারা আল্লাহ তাআলার কন্যা। তাছাড়া তারা নিজেদের দ্বীনকে সহীহ্ সাব্যস্ত করার জন্য এই দলীল দিত যে, আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে এই ধর্মই পালন করতে দেখেছি। এর উত্তরে প্রথমত জানানো হয়েছে, সত্য-সঠিক আকীদার প্রশ্নে বাপ-দাদার অনুকরণ একটি ভ্রান্ত পথ। তারপর হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের প্রসঙ্গ তোলা হয়েছে যে, যদি বাপ-দাদার অনুকরণের কথাই বল, তবে তাঁর অনুগামী হয়ে যাও না কেন, যিনি শিরকের সাথে কোনরূপ সম্পর্ক না রাখার দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা দিয়েছিলেন?

মুশরিকরা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যেসব আপত্তি তুলত, এ সূরায় তার উত্তরও দেওয়া হয়েছে। তাদের একটি কথা ছিল, আল্লাহ তাআলার যদি কোন নবী পাঠানোর দরকারই হত, তবে একজন বিত্তবান প্রভাবশালী ব্যক্তিকে কেন পাঠালেন না? আল্লাহ তাআলা এ সূরায় স্পষ্ট করে দিয়েছেন, আল্লাহ তাআলার কাছে নৈকট্য ও মর্যাদা লাভের সাথে পার্থিব বিত্ত-বৈভবের কোন সম্পর্ক নেই। আল্লাহ তাআলা তো কাফেরদেরকেও সোনা-রূপা ও ধন-সম্পদ দিয়ে থাকেন। তার অর্থ এ নয় যে, তারা আল্লাহ তাআলার প্রিয়। বস্তুত আখেরাতের নেয়ামতের সাথে দুনিয়ার অর্থ-সম্পদের কোন তুলনাই হয় না।

এ সূরায় আরও স্পষ্ট করা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা দুনিয়ায় অর্থ-সম্পদের বণ্টন তাঁর হেকমত অনুযায়ী এক বিশেষ পরিমাপে করে থাকেন। এর জন্য তাঁর পরিপক্ক নিয়ম-নীতি রয়েছে। এ প্রসঙ্গেই সংক্ষেপে হযরত মূসা আলাইহিস সালাম ও ফেরাউনের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত মূসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে ফেরাউনেরও এই আপত্তি ছিল যে, পার্থিব বিত্ত-বৈভবের দিক থেকে তার তো বিশেষ কোন মর্যাদা নেই। অপর দিকে ফেরাউনের সবকিছুই আছে। এ অবস্থায় মূসা আলাইহিস সালাম কেন নবী হবেন আর ফেরাউনকে কেন তাঁর কথা মানতে হবে? তা ফেরাউন যতই আপত্তি করুক না কেন হযরত মূসা আলাইহিস সালাম আল্লাহ তাআলার সত্য নবীই ছিলেন এবং তাঁকে অমান্য ও অগ্রাহ্য করার কারণে শেষ পর্যন্ত ফেরাউনকে সাগরে নিমজ্জিত হতে হয়েছে আর হযরত মূসা আলাইহিস সালাম জয়যুক্ত হয়েছেন। তাছাড়া এ সূরায় সংক্ষেপে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের ঘটনাও বর্ণিত হয়েছে এবং তাঁর প্রকৃত অবস্থা স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।

আরবীতে সোনাকে زخرف (যুখরুফ) বলে। এ সূরার ৩৫ নং আয়াতে এর উল্লেখ রয়েছে এবং তাতে জানানো হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা চাইলে সমস্ত কাফেরকে দুনিয়া ভরা সোনা-রূপা দিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু তাতে তাদের মর্যাদার কোন রকমফের হবে না। কেননা এটা পার্থিব তুচ্ছ সামগ্রীর বেশি কিছু নয়। আল্লাহ তাআলার কাছে এর কোন মূল্য নেই। তো এই 'যুখরুফ' শব্দ থেকেই এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে সূরা যুখরুফ।

৪৩ – সূরা যুখরুফ – ৬৩

سُوْرَةُ الزُّخْرُفِ مَكِّيَّةٌ

মক্কী; ৮৯ আয়াত; ৭ রুকু

اٰيَاتُهَا ٨٩ رُكُوْعَاتُهَا ٧

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. হা-মীম।

حٰمٓ ﴿١﴾

২. শপথ সুস্পষ্ট কিতাবের।

وَالْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ﴿٢﴾

৩. আমি একে বানিয়েছি আরবী ভাষার কুরআন, যাতে তোমরা বুঝতে পার।

اِنَّا جَعَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿٣﴾

৪. প্রকৃতপক্ষে এটা আমার নিকট লাওহে মাহফুজে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন, হেকমত-পূর্ণ কিতাব।[১]

وَاِنَّهٗ فِيْٓ اُمِّ الْكِتٰبِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيْمٌ ﴿٤﴾

৫. আমি কি মুখ ফিরিয়ে তোমাদের থেকে এ কিতাব প্রত্যাহার করে নেব এ কারণে যে, তোমরা এক সীমালংঘন-কারী সম্প্রদায়?[২]

اَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا اَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِيْنَ ﴿٥﴾

৬. আমি তো পূর্ববর্তীদের মাঝেও কত নবী পাঠিয়েছি!

وَكَمْ اَرْسَلْنَا مِنْ نَّبِيٍّ فِي الْاَوَّلِيْنَ ﴿٦﴾

৭. তাদের কাছে এমন কোন নবী আসেনি, যাকে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত না।

وَمَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ نَّبِيٍّ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٧﴾

---

১. কুরআন মাজীদ অনাদি কাল থেকেই 'লাওহে মাহফুজে বিদ্যমান ছিল। সেখান থেকে তা এক সঙ্গে সম্পূর্ণটা দুনিয়ার আসমানে এবং সেখান থেকে পর্যায়ক্রমে প্রয়োজন অনুপাতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাযিল হয়।

২. এটা আল্লাহ তাআলার অপার রহমতের দাবি যে, যারা অবাধ্যতায় সকল সীমা ছাড়িয়ে গেছে তাদেরকেও হেদায়াতের পথ দেখানো হবে। বোঝানো হচ্ছে, তোমরা পছন্দ কর বা নাই কর, আমি তোমাদেরকে হেদায়াতের পথ জানানো ও উপদেশ দান থেকে বিরত হব না।

فَاَهْلَكْنَاۤ اَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَّمَضٰى مَثَلُ الْاَوَّلِيْنَ ⑧

৮. অতঃপর যারা এদের (অর্থাৎ মক্কাবাসীদের) অপেক্ষা বেশি শক্তিশালী ছিল। তাদেরকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি। আর সেই পূর্ববর্তীদের অবস্থা তো গত হয়েছে।❖

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ ⑨

৯. তুমি যদি তাদেরকে (মুশরিকদেরকে) জিজ্ঞেস কর, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছে, তবে তারা অবশ্যই বলবে, এগুলো সৃষ্টি করেছেন সেই সত্তা, যিনি ক্ষমতার মালিক, জ্ঞানেরও মালিক।

الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا وَّجَعَلَ لَكُمْ فِيْهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ⑩

১০. যিনি তোমাদের জন্য ভূমিকে বানিয়েছেন বিছানা এবং তোমাদের জন্য তাতে বিভিন্ন পথ সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পার।

وَالَّذِيْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءًۢ بِقَدَرٍ ۚ فَاَنْشَرْنَا بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا ۚ كَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ ⑪

১১. যিনি আসমান থেকে বারি বর্ষণ করেন পরিমিতভাবে। তারপর আমি তার মাধ্যমে এক মৃত অঞ্চলকে নতুন জীবন দান করি। এভাবেই তোমাদেরকে (কবর থেকে) বের করে নতুন জীবন দেওয়া হবে।

❖ অর্থাৎ পূর্ববর্তী কত অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের ধ্বংসের দৃষ্টান্ত গত হয়েছে এবং পূর্বে বলা হয়েছে, তারা শক্তিমত্তায় তোমাদের চেয়ে উপরে ছিল। তোমরা তা দ্বারা শিক্ষা গ্রহণ করতে পার যে, আল্লাহর ধরা থেকে যখন তারাই বাঁচতে পারেনি, তখন তোমরা কিসের ধোঁকায় পড়ে আছ? (অনুবাদক, তাফসীরে উসমানী থেকে।)

وَالَّذِیْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْفُلْكِ وَالْاَنْعَامِ مَا تَرْكَبُوْنَ ﴿۱۲﴾

১২. এবং যিনি সর্বপ্রকার জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের জন্য নৌযান ও চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা আরোহন করে থাক।[৩]

لِتَسْتَوٗا عَلٰی ظُهُوْرِهٖ ثُمَّ تَذْكُرُوْا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ اِذَا اسْتَوَیْتُمْ عَلَیْهِ وَتَقُوْلُوْا سُبْحٰنَ الَّذِیْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِیْنَ ﴿۱۳﴾

১৩. যাতে তোমরা তার পিঠে চড়তে পার, তারপর যখন তোমরা তাতে চড়ে বস, তখন তোমাদের প্রতিপালকের নেয়ামত স্মরণ কর এবং বল, পবিত্র সেই সত্তা, যিনি এই বাহনকে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন। অন্যথায় একে বশীভূত করার ক্ষমতা আমাদের ছিল না।

وَاِنَّاۤ اِلٰی رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ ﴿۱۴﴾

১৪. নিশ্চয়ই আমাদেরকে আমাদের প্রতিপালকের কাছে ফিরে যেতে হবে।[৪]

---

৩. মানুষ যেসব বাহনে আরোহন করে তা দু'রকম। (এক) এমন সব বাহন, যার নির্মাণে মানুষের কোনও না কোনও রকমের ভূমিকা থাকে। নৌযান দ্বারা এ জাতীয় বাহনের দিকে ইশারা করা হয়েছে।

(দুই) দ্বিতীয় প্রকারের বাহন এমন, যার তৈরিতে মানুষের কোনও রকম ভূমিকা থাকে না, যেমন ঘোড়া, উট ও সওয়ারীর অন্যান্য জন্তু। চতুষ্পদ জন্তু বলে এ জাতীয় বাহনের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

আয়াতে বোঝানো উদ্দেশ্য যে, উভয় প্রকারের যানবাহন মানুষের প্রতি আল্লাহ তাআলার অনেক বড় নেয়ামত। মানুষ যেসব পশুতে আরোহন করে, তা মানুষ অপেক্ষা অনেক বেশি শক্তিশালী হয়ে থাকে, কিন্তু আল্লাহ তাআলা সেগুলোকে মানুষের এমন বশীভূত করে দিয়েছেন যে, একটি শিশুও লাগাম ধরে তাদেরকে যেখানে ইচ্ছা নিয়ে যেতে পারে।

যে সকল যানবাহন তৈরিতে মানুষের কিছুটা ভূমিকা থাকে, যেমন নৌকা, জাহাজ, রেলগাড়ি প্রভৃতি, তার কাঁচামালও আল্লাহ তাআলারই সৃষ্টি। আল্লাহ তাআলাই মানুষকে এমন যোগ্যতা ও ক্ষমতা দান করেছেন, যার বলে সে তা দ্বারা এসব যানবাহন তৈরি করতে পারছে।

৪. এটা যানবাহনে চড়ার দুআ। চড়ার সময় এ দুআ পড়তে হয়। এতে প্রথমত স্বীকার করা হয়েছে যে, যানবাহন আল্লাহ তাআলার নেয়ামত। তিনি এ নেয়ামত দান না করলে

১৫. এবং তারা (অর্থাৎ মুশরিকগণ) এই কথা তৈরি করে নিয়েছে যে, নিজ বান্দাদের মধ্যে আল্লাহর কোন অংশ আছে।[৫] নিশ্চয়ই মানুষ প্রকাশ্য অকৃতজ্ঞ।

وَجَعَلُوا لَهٗ مِنْ عِبَادِهٖ جُزْءًا ؕ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُوْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿١٥﴾

[১]

১৬. তবে কি আল্লাহ আপন মাখলুকের মধ্য হতে নিজের জন্য কন্যা বেছে নিয়েছেন আর তোমাদের জন্য পছন্দ করেছেন পুত্র?

اَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنٰتٍ وَّاَصْفٰىكُمْ بِالْبَنِيْنَ ﴿١٦﴾

মানুষের পক্ষে একে আয়ত্ত করা সম্ভব ছিল না আর সেক্ষেত্রে মানুষকে অশেষ কষ্টের সম্মুখীন হতে হত। দ্বিতীয়ত দুআর শেষ বাক্যে এ দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে, যে-কোনও সফরকালে তাকে মনে রাখতে হবে, তার একটি আখেরী সফরও আছে, যখন তাকে এ দুনিয়া ছেড়ে নিজ প্রতিপালকের কাছে চলে যেতে হবে। তখন তাঁর কাছে নিজের সমস্ত কাজের হিসাব দিতে হবে। কাজেই এখানে থাকা অবস্থায় এমন কোন কাজ করা উচিত হবে না, যদ্দরুন সেখানে লজ্জিত হতে হয়।

৫. আরবের মুশরিকরা বিশ্বাস করত ফেরেশতাগণ আল্লাহ তাআলার কন্যা। এখান থেকে তাদের সেই বিশ্বাস খণ্ডন করা হচ্ছে। তাদের এ বিশ্বাস যে ভ্রান্ত, সামনের আয়াতসমূহে (২১নং আয়াত পর্যন্ত) সে সম্পর্কে চারটি দলীল পেশ করা হয়েছে। (এক) আল্লাহ তাআলার কোন সন্তান থাকা সম্ভব নয়। কেননা সন্তান পিতা-মাতার অংশ হয়ে থাকে। কারণ সন্তান তাদের শুক্র ও ডিম্বানু দ্বারা সৃষ্টি হয়। কাজেই আল্লাহ তাআলার কোন অংশ থাকতে পারে না। তিনি সর্বপ্রকার অংশত্ব হতে পবিত্র। সুতরাং তার কোন সন্তান থাকা অসম্ভব।

(দুই) মুশরিকদের নিজেদের অবস্থা হল, তারা নিজেদের জন্য কন্যা সন্তানের জন্মকে লজ্জার ব্যাপার গণ্য করে। কারও কন্যা সন্তান জন্ম নিলে সে যারপরনাই দুঃখিত হয়। আজব ব্যাপার হল, যারা নিজেদের জন্য কন্যা সন্তানকে গ্লানিকর মনে করে, তারাই আবার আল্লাহ সম্পর্কে বিশ্বাস পোষণ করে যে, তার কন্যা সন্তান আছে।

(তিন) তাদের এই বিশ্বাস অনুযায়ী ফেরেশতাগণ নারী সাব্যস্ত হয়। অথচ তারা নারী নয়।

(চার) যদিও প্রকৃতপক্ষে নারী হওয়াটা লজ্জার কোন বিষয় নয়। কিন্তু সাধারণত পুরুষ অপেক্ষা নারীর যোগ্যতা কম হয়ে থাকে। তাদের দৃষ্টি থাকে বেশ-ভূষা ও অলংকারাদির দিকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় তারা নিজের কথাটাও ভালোভাবে স্পষ্ট করতে পারে না। সুতরাং কথার কথা যদি আল্লাহ তাআলার কোন সন্তান গ্রহণের ইচ্ছা থাকতও, তবে নারীকে কেন বেছে নেবেন?

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمٰنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَّهُوَ كَظِيمٌ ﴿١٧﴾

১৭. অথচ তাদের কাউকে যখন তার (অর্থাৎ কন্যা জন্মের) সুসংবাদ দেওয়া হয়, যাকে তারা দয়াময় আল্লাহর প্রতি আরোপ করে রেখেছে, তখন তার চেহারা মলিন হয়ে যায় এবং সে মনে মনে তাপিত হতে থাকে।

أَوَمَنْ يُّنَشَّؤُا فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِيْنٍ ﴿١٨﴾

১৮. তাছাড়া (আল্লাহ কি এমন সন্তান পছন্দ করেছেন) যে অলংকারের ভেতর লালিত-পালিত হয় এবং যে তর্ক-বিতর্কে নিজের কথা খুলে বলতে পারে না?

وَجَعَلُوا الْمَلٰٓئِكَةَ الَّذِيْنَ هُمْ عِبٰدُ الرَّحْمٰنِ إِنَاثًا ؕ أَشَهِدُوْا خَلْقَهُمْ ؕ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْـَٔلُوْنَ ﴿١٩﴾

১৯. অধিকন্তু তারা ফেরেশতাদেরকে, যারা কি না আল্লাহর বান্দা, নারী গণ্য করেছে। তবে কি তাদের সৃজনকালে তারা উপস্থিত ছিল? তাদের এ দাবি লিপিবদ্ধ করা হবে এবং তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

وَقَالُوْا لَوْ شَآءَ الرَّحْمٰنُ مَا عَبَدْنٰهُمْ ؕ مَا لَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۚ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُوْنَ ﴿٢٠﴾ؕ

২০. এবং তারা বলে, দয়াময় আল্লাহ চাইলে আমরা তাদের (ফেরেশতাদের) ইবাদত করতাম না। তাদের এ সম্পর্কে কোন জ্ঞানই নেই। তাদের কাজ কেবল অনুমানে ঢিল ছোঁড়া।

أَمْ اٰتَيْنٰهُمْ كِتٰبًا مِّنْ قَبْلِهٖ فَهُمْ بِهٖ مُسْتَمْسِكُوْنَ ﴿٢١﴾

২১. আমি কি এর আগে তাদেরকে কোন কিতাব দিয়েছিলাম, যা তারা আকড়ে ধরে আছে?[৬]

৬. আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে কোন আকীদা-বিশ্বাস পোষণের ভিত্তি হতে পারে দুটি– (এক) বিষয়টি এমন সুস্পষ্ট ও সর্বজন বোধগম্য হওয়া যে, বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি মাত্রই তার

بَلْ قَالُوْٓا اِنَّا وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا عَلٰٓى اُمَّةٍ وَّ اِنَّا عَلٰٓى اٰثٰرِهِمْ مُّهْتَدُوْنَ ﴿۲۲﴾

২২. না, বরং তারা বলে, আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে এই মতাদর্শের অনুসারী পেয়েছি। আমরা তাদের পদছাপ ধরে সঠিক পথেই চলছি।

وَكَذٰلِكَ مَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِيْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ اِلَّا قَالَ مُتْرَفُوْهَآ ۙ اِنَّا وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا عَلٰٓى اُمَّةٍ وَّ اِنَّا عَلٰٓى اٰثٰرِهِمْ مُّقْتَدُوْنَ ﴿۲۳﴾

২৩. এবং (হে রাসূল!) আমি তোমার পূর্বে যখনই কোন জনপদে কোন সতর্ককারী (রাসূল) পাঠিয়েছি, তখন সেখানকার বিত্তবানেরা একথাই বলেছে যে, আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে একটা মতাদর্শের অনুসারী পেয়েছি। আমরা তাদেরই পদছাপ অনুসরণ করে চলছি।

قٰلَ اَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِاَهْدٰى مِمَّا وَجَدْتُّمْ عَلَيْهِ اٰبَآءَكُمْ ؕ قَالُوْٓا اِنَّا بِمَآ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ﴿۲۴﴾

২৪. নবী বলল, তোমরা তোমাদের বাপ-দাদাদেরকে যে মতাদর্শের উপর পেয়েছ, আমি যদি তোমাদের কাছে তার চেয়ে উৎকৃষ্ট হেদায়াতের বাণী নিয়ে আসি (তবুও কি তোমরা সেই মতাদর্শই অনুসরণ করবে)? তারা উত্তর দিল, তোমাদেরকে যে বাণীসহ পাঠানো হয়েছে, আমরা তা অস্বীকার করি।

فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ﴿۲۵﴾

২৫. ফলে আমি তাদেরকে শাস্তি দান করলাম। সুতরাং দেখে নাও, অবিশ্বাসীদের পরিণাম কেমন হয়েছে?

বাস্তবতা স্বীকার করতে বাধ্য থাকে; (দুই) বিষয়টি সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে কোন আসমানী কিতাবের মাধ্যমে সুস্পষ্ট বিবৃতি থাকা। মুশরিকরা যেসব আকীদা-বিশ্বাস পোষণ করত, তার এ রকম কোন ভিত্তি ছিল না। বরং তা ছিল সম্পূর্ণ যুক্তি-বিরুদ্ধ। তাদের কোন আসমানী কিতাবও ছিল না, যার ভেতর সেসব আকীদার বিবরণ থাকবে।

[২]

২৬. সেই সময়কে স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, তোমরা যাদের ইবাদত কর, তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই,

وَ اِذْ قَالَ اِبْرٰهِیْمُ لِاَبِیْهِ وَ قَوْمِهٖۤ اِنَّنِیْ بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُوْنَ ﴿۲۶﴾

২৭. সেই সত্তা ব্যতিরেকে, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনিই আমাকে পথ দেখান।

اِلَّا الَّذِیْ فَطَرَنِیْ فَاِنَّهٗ سَیَهْدِیْنِ ﴿۲۷﴾

২৮. ইবরাহীম এ বিশ্বাসকে এমনই এক বাণী বানিয়ে দিল, যা তার আওলাদের মধ্যে স্থায়ী হয়ে থাকল, যাতে মানুষ (শিরক থেকে) ফিরে আসে।

وَ جَعَلَهَا كَلِمَةًۢ بَاقِیَةً فِیْ عَقِبِهٖ لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُوْنَ ﴿۲۸﴾

২৯. (তা সত্ত্বেও বহু লোক ফিরে আসল না) তথাপি আমি তাদেরকে ও তাদের বাপ-দাদাদেরকে জীবন ভোগ করতে দেই। পরিশেষে তাদের কাছে আসল সত্য এবং সুস্পষ্ট হেদায়াত দানকারী রাসূল।

بَلْ مَتَّعْتُ هٰۤؤُلَآءِ وَ اٰبَآءَهُمْ حَتّٰی جَآءَهُمُ الْحَقُّ وَ رَسُوْلٌ مُّبِیْنٌ ﴿۲۹﴾

৩০. যখন সে সত্য তাদের কাছে আসল, তখন তারা বলল, এটা তো যাদু। আমরা এটা অস্বীকার করি।

وَ لَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ وَّ اِنَّا بِهٖ كٰفِرُوْنَ ﴿۳۰﴾

৩১. এবং বলল, এ কুরআন দুই জনপদের কোন বড় ব্যক্তির উপর নাযিল করা হল না কেন?[৭]

وَ قَالُوْا لَوْ لَا نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ عَلٰی رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْیَتَیْنِ عَظِیْمٍ ﴿۳۱﴾

---

৭. 'দুই জনপদ' দ্বারা 'মক্কা মুকাররমা' ও 'তায়েফ' বোঝানো হয়েছে। এতদঞ্চলে এ দু'টিই ছিল বড় শহর। তাই মুশরিকরা বলল, এ দুই শহরের কোন বিত্তবান সর্দারের উপরই কুরআন নাযিল হওয়া উচিত ছিল।

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

৩২. তবে কি তারাই তোমার প্রতিপালকের রহমত বণ্টন করবে?[৮] পার্থিব জীবনে তাদের জীবিকাও তো আমিই বণ্টন করেছি এবং আমিই তাদের একজনকে অপরজনের উপর মর্যাদায় উন্নত করেছি, যাতে তাদের একে অন্যের দ্বারা কাজ নিতে পারে। তোমার প্রতিপালকের রহমত তো তারা যা (অর্থ-সম্পদ) সঞ্চয় করে, তা অপেক্ষা অনেক শ্রেয়।[৯]

وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴿٣٣﴾

৩৩. সমস্ত মানুষ একই মতাবলম্বী (অর্থাৎ কাফের) হয়ে যাবে- এই আশঙ্কা না থাকলে, যারা দয়াময় আল্লাহকে অস্বীকার করে, আমি তাদের ঘরের ছাদও করে দিতাম রূপার এবং তারা যে সিঁড়ি দিয়ে চড়ে তাও।

---

৮. এখানে রহমত দ্বারা নবুওয়াত বোঝানো উদ্দেশ্য। বলা হচ্ছে যে, তারা যে বলছে, কুরআন নাযিল হওয়া উচিত ছিল মক্কা বা তায়েফের কোন বড় ব্যক্তির উপর, তার অর্থ দাঁড়ায়, তারা যেন বলতে চাচ্ছে, নবুওয়াত কাকে দান করা হবে আর কাকে দান করা হবে না, এর ফায়সালা করার অধিকার তাদেরই।

৯. এখানে রহমত বলতে নবুওয়াত বোঝানো হয়েছে। বোঝানো হচ্ছে, নবুওয়াত তো বহু উচ্চ স্তরের জিনিস। এটা বণ্টনের দায়িত্ব তো তাদের উপর ন্যস্ত করার প্রশ্নই আসে না। এমনকি পার্থিব অর্থ-সম্পদ, যা নবুওয়াত অপেক্ষা অনেক নিম্নস্তরের জিনিস, তা বণ্টনের দায়িত্বও আমি তাদের উপর ছাড়িনি। কেননা তারা এরও যোগ্য ছিল না। বরং আমি নিজেই এর জন্য এমন ব্যবস্থা করেছি যদ্দরুন তাদের প্রত্যেকেই নিজ প্রয়োজন সমাধার জন্য অন্যের কাছে ঠেকা থাকে। এই পারস্পরিক নির্ভরশীলতার ভিত্তিতে মানুষের রোজগারের মধ্যেও তারতম্য রাখা হয়েছে। সেই তারতম্যের কারণেই এক ব্যক্তি অন্যের প্রয়োজন সমাধা করে দেয়। আয়াতে যে বলা হয়েছে, 'যাতে তাদের একে অন্যের দ্বারা কাজ নিতে পারে', তার মর্ম এটাই। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য 'মাআরিফুল কুরআনে' এ আয়াতের ব্যাখ্যায় যে আলোচনা করা হয়েছে, তা দেখা যেতে পারে।

৩৪. আর তাদের ঘরের দরজাগুলি এবং সেই পালঙ্কগুলিও, যাতে তারা হেলান দিয়ে বসে।

وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِـُٔونَ ﴿٣٤﴾

৩৫. বরং করতেন সোনার তৈরি। প্রকৃতপক্ষে এসব পার্থিব জীবনের সামগ্রী ছাড়া কিছুই নয়।[১০] আর তোমার প্রতিপালকের নিকট মুত্তাকীদের জন্য আছে আখেরাত।

وَزُخْرُفًا ۚ وَإِن كُلُّ ذَٰلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا ۚ وَالْءَاخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٣٥﴾

[৩]

৩৬. যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহর যিকির থেকে অন্ধ হয়ে যাবে, তার জন্য নিয়োজিত করি এক শয়তান, যে তার সঙ্গী হয়ে যায়।[১১]

وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُۥ شَيْطَٰنًا فَهُوَ لَهُۥ قَرِينٌ ﴿٣٦﴾

৩৭. এরূপ শয়তানেরা তাদেরকে সৎপথ থেকে বিরত রাখে আর তারা মনে করে আমরা সঠিক পথেই আছি।

وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ ﴿٣٧﴾

৩৮. পরিশেষে এরূপ ব্যক্তি যখন আমার কাছে আসবে তখন (সে তার সঙ্গী শয়তানকে) বলবে, আহা! আমার ও

حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَنَا قَالَ يَٰلَيْتَ بَيْنِى وَبَيْنَكَ بُعْدَ

---

১০. বোঝানো উদ্দেশ্য, দুনিয়ার ধন-দৌলত আল্লাহ তাআলার কাছে অতি তুচ্ছ জিনিস। তা এতই মূল্যহীন যে, কাফেরদের প্রতি অসন্তুষ্ট থাকা সত্ত্বেও তিনি সোনা-রূপা দিয়ে তাদের আঙিনা ভরে দিতে পারেন। মানুষ সোনা-রূপার হীনতা বুঝতে না পেরে কাফেরদের ধন-সম্পদ দেখে নিজেরাও কাফের হয়ে যাবে– এই আশঙ্কা না থাকলে আল্লাহ তাআলা কাফেরদের ঘর-বাড়ি ও সমস্ত আসবাবপত্র সোনা-রূপার বানিয়ে দিতেন। কেননা তা তো ধ্বংস ও নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার বস্তু। প্রকৃত সম্পদ হল আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ও আখেরাতের স্থায়ী জীবনের সুখ-শান্তি আর তা কেবল মুত্তাকীগণই লাভ করবে। সুতরাং কুরআন কোন বিত্তবান ব্যক্তির উপর নাযিল হোক– এটা বিলকুল অসার দাবি।

১১. এর দ্বারা জানা গেল নিশ্চিন্তে পাপ করতে থাকা ও সেজন্য অনুতপ্ত না হওয়া অতি গুরুতর ব্যাপার। তার একটা কুফল এই যে, শয়তান তার উপর চড়াও হয় এবং তাকে পুণ্যের কাজে আসতে না দিয়ে সর্বদা পাপ-কর্মে মগ্ন রাখে। এভাবে সে একজন পাপিষ্ঠরূপে জীবন যাপন করতে থাকে– আল্লাহ তাআলা আমাদের রক্ষা করুন।

الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِيْنُ ﴿٣٨﴾

তোমার মধ্যে যদি পূর্ব ও পশ্চিমের ব্যবধান থাকত। কেননা তুমি বড় মন্দ সঙ্গী ছিলে।

وَلَنْ يَّنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ اِذْ ظَّلَمْتُمْ اَنَّكُمْ فِى الْعَذَابِ مُشْتَرِكُوْنَ ﴿٣٩﴾

৩৯. আজ একথা কিছুতেই তোমার কোন উপকারে আসবে না, যেহেতু তোমরা সীমালংঘন করেছিলে। তোমরা শাস্তিতে একে অন্যের অংশীদার।[১২]

اَفَاَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ اَوْ تَهْدِى الْعُمْىَ وَمَنْ كَانَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٤٠﴾

৪০. সুতরাং (হে রাসূল!) তুমি কি বধিরকে শোনাতে পারবে কিংবা অন্ধ এবং যারা সুস্পষ্ট গোমরাহীতে লিপ্ত তাদেরকে সুপথে আনতে পারবে?

فَاِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَاِنَّا مِنْهُمْ مُّنْتَقِمُوْنَ ﴿٤١﴾

৪১. এখন তো এটাই হবে যে, আমি তোমাকে দুনিয়া থেকে তুলে নিলেও তাদেরকে শাস্তিদান করব–

اَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِىْ وَعَدْنٰهُمْ فَاِنَّا عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُوْنَ ﴿٤٢﴾

৪২. কিংবা যদি তোমাকেও তা (অর্থাৎ সেই শাস্তি) দেখিয়ে দেই, যার ওয়াদা আমি তাদের সাথে করেছি, তবে তাদের উপর সে ক্ষমতাও আমার আছে।

فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِىْٓ اُوْحِىَ اِلَيْكَ ۚ اِنَّكَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٤٣﴾

৪৩. সুতরাং তোমার প্রতি যে ওহী নাযিল করা হয়েছে, তা দৃঢ়ভাবে ধরে রাখ। নিশ্চয়ই তুমি সরল পথে আছ।

---

১২. দুনিয়ার নিয়ম হল একই কষ্ট একত্রে একাধিক ব্যক্তি ভোগ করলে তাতে প্রত্যেকের মনে কষ্টের অনুভূতি একটু লাঘব হয়। এই ভেবে প্রত্যেকে একটু সান্ত্বনা বোধ করে যে, কষ্ট আমি একা পাচ্ছি না, অন্যেও আমার সঙ্গে শরীক আছে। কিন্তু জাহান্নামের ব্যাপার এর বিপরীত। সেখানে প্রত্যেকের কষ্ট এত বেশি হবে যে, সেই শাস্তিতে অন্যকে লিপ্ত দেখলেও কষ্টবোধ বিন্দুমাত্র লাঘব হবে না।

وَإِنَّهُۥ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ۖ وَسَوْفَ تُسْـَٔلُونَ ﴿٤٤﴾

৪৪. বস্তুত এ ওহী তোমার ও তোমার কওমের জন্য সুখ্যাতির উপায়। তোমাদের সকলকে জিজ্ঞেস করা হবে (তোমরা এর কী হক আদায় করেছ?)।

وَسْـَٔلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَآ أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَٰنِ ءَالِهَةً يُعْبَدُونَ ﴿٤٥﴾

৪৫. তোমার আগে আমি যে রাসূলগণকে পাঠিয়েছি, তাদেরকে জিজ্ঞেস কর,[১৩] আমি কি দয়াময় আল্লাহ ছাড়া আরও কোন মাবুদ স্থির করেছিলাম, যাদের ইবাদত করা যায়?

[৪]

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِـَٔايَٰتِنَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِي۟هِۦ فَقَالَ إِنِّى رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٤٦﴾

৪৬. আমি মূসাকে আমার নিদর্শনাবলীসহ ফেরাউন ও তার অমাত্যবর্গের কাছে পাঠিয়েছিলাম। মূসা তাদেরকে বলেছিল, আমি রাব্বুল আলামীনের প্রেরিত রাসূল।

فَلَمَّا جَآءَهُم بِـَٔايَٰتِنَآ إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ ﴿٤٧﴾

৪৭. অনন্তর সে যখন তাদের সামনে আমার নিদর্শনসমূহ পেশ করল, অমনি তারা তা নিয়ে ঠাট্টা করতে লাগল।

وَمَا نُرِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ إِلَّا هِىَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا ۖ وَأَخَذْنَٰهُم بِٱلْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤٨﴾

৪৮. আমি তাদেরকে যে নিদর্শনই দেখাতাম, তা তার আগের নিদর্শন অপেক্ষা বড় হত। আমি তাদেরকে শাস্তিও দিলাম, যাতে তারা ফিরে আসে।[১৪]

---

১৩. অর্থাৎ তোমার পূর্ববর্তী নবীগণের উপর যে কিতাব নাযিল হয়েছিল, তা দেখে নাও যে, তাদেরকে কী শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল? (নিঃসন্দেহে তোমার মত তাদেরকেও তাওহীদেরই শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল। কোন নবীর শিক্ষায় শিরকের কোন স্থান নেই– অনুবাদক)।

১৪. মিসরবাসীকে উপর্যুপরি বিভিন্ন বালা-মুসিবতে আক্রান্ত করা হয়েছিল। আয়াতের ইশারা তারই দিকে। সূরা আরাফে (৭ : ১৩৩–১৩৫) তা বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে।

৪৯. তারা বলতে লাগল, হে যাদুকর! তোমার প্রতিপালক তোমাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তার অছিলা দিয়ে তাঁর কাছে আমাদের জন্য দুআ কর। নিশ্চয়ই আমরা সুপথে চলে আসব।

وَقَالُوا يَاَيُّهَ السّٰحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ ۚ اِنَّنَا لَمُهْتَدُوْنَ ﴿٤٩﴾

৫০. অতঃপর আমি যখন তাদের থেকে শাস্তি অপসারিত করতাম, অমনি তারা ওয়াদা ভঙ্গ করত।

فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ اِذَا هُمْ يَنْكُثُوْنَ ﴿٥٠﴾

৫১. ফেরাউন তার সম্প্রদায়ের মধ্যে এই বলে ঘোষণা করল, হে আমার কওম! মিসরের রাজত্ব কি আমার হাতে নয়? এবং (দেখ) এইসব নদ-নদী আমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ না?

وَنَادٰى فِرْعَوْنُ فِيْ قَوْمِهٖ قَالَ يٰقَوْمِ اَلَيْسَ لِيْ مُلْكُ مِصْرَ وَهٰذِهِ الْاَنْهٰرُ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِيْ ۚ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ﴿٥١﴾ؕ

৫২. কিংবা স্বীকার করে নাও, আমি ওই ব্যক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যে অতি হীন কিসিমের লোক এবং নিজ কথা পরিষ্কার করে বলাও যার পক্ষে কঠিন।

اَمْ اَنَا خَيْرٌ مِّنْ هٰذَا الَّذِيْ هُوَ مَهِيْنٌ ۙ۬ وَّلَا يَكَادُ يُبِيْنُ ﴿٥٢﴾

৫৩. আচ্ছা, (সে যদি নবী হয়, তবে) তাকে কেন সোনার কাঁকন দেওয়া হল না। কিংবা তার সাথে দলবদ্ধভাবে ফেরেশতা আসল না কেন?

فَلَوْلَاۤ اُلْقِيَ عَلَيْهِ اَسْوِرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ اَوْ جَآءَ مَعَهُ الْمَلٰٓئِكَةُ مُقْتَرِنِيْنَ ﴿٥٣﴾

৫৪. এভাবেই সে নিজ সম্প্রদায়কে বেকুব বানাল এবং তারাও তার কথা মেনে নিল। প্রকৃতপক্ষে তারা সকলে ছিল পাপিষ্ঠ সম্প্রদায়।[১৫]

فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهٗ فَاَطَاعُوْهُ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ﴿٥٤﴾

---

১৫. এ আয়াতে যেমন ফেরাউনকে, তেমনি তার কওমকেও গোনাহগার বলা হয়েছে। ফেরাউনকে গোনাহগার বলার কারণ, সে তার রাজত্বকে ঈশ্বরত্বের নিদর্শন সাব্যস্ত করে

৫৫. তারা যখন আমাকে অসন্তুষ্ট করল আমি তাদেরকে শাস্তি দিলাম এবং তাদেরকে করলাম নিমজ্জিত।

فَلَمَّآ اٰسَفُوۡنَا انۡتَقَمۡنَا مِنۡهُمۡ فَاَغۡرَقۡنٰهُمۡ اَجۡمَعِیۡنَ ﴿۵۵﴾

৫৬. এবং তাদেরকে আমি এক বিগত জাতি এবং অন্যদের জন্য দৃষ্টান্ত বানিয়ে দিলাম।

فَجَعَلۡنٰهُمۡ سَلَفًا وَّ مَثَلًا لِّلۡاٰخِرِیۡنَ ﴿۵۶﴾

[৫]

৫৭. যখন (ঈসা) ইবনে মারয়ামের উদাহরণ দেওয়া হল, অমনি তোমার সম্প্রদায় হৈ-চৈ শুরু করে দিল।[১৬]

وَ لَمَّا ضُرِبَ ابۡنُ مَرۡیَمَ مَثَلًا اِذَا قَوۡمُكَ مِنۡهُ یَصِدُّوۡنَ ﴿۵۷﴾

নিজেকে ঈশ্বর বলে দাবি করেছিল এবং এভাবে সে নিজ সম্প্রদায়কে বেকুব বানিয়েছিল। তার সম্প্রদায়কে গোনাহগার বলা হয়েছে এ কারণে যে, তারা এরূপ চরম বিভ্রান্ত ব্যক্তিকে নিজেদের রাজা মেনে নিয়েছিল এবং তার যাবতীয় গোমরাহী কাজে তার অনুসরণ করেছিল। এর দ্বারা জানা গেল, কোন পথভ্রষ্ট লোক যদি কোন জাতির উপর আধিপত্য বিস্তার করে আর তারা তার পতন ঘটানোর চেষ্টা করার পরিবর্তে তার প্রতিটি অন্যায় কাজে তার আনুগত্য করে যায়, তবে তার মত তারাও সমান অপরাধী সাব্যস্ত হবে।

১৬. মূর্তিপূজকদেরকে লক্ষ করে যখন সূরা আম্বিয়ার এক আয়াতে বলা হল, 'নিশ্চিতভাবে জেনে রেখ, তোমরা এবং আল্লাহর পরিবর্তে যে উপাস্যদের পূজা তোমরা কর, সকলেই জাহান্নামের ইন্ধন (২১ : ৯৮), তখন এক কাফের তার উপর প্রশ্ন তুলল, বহু লোক হযরত ঈসা আলাইহিস সালামেরও উপাসনা করে। এ আয়াতের দাবি অনুযায়ী তিনিও কি তবে জাহান্নামের ইন্ধন? অথচ মুসলিমদের বিশ্বাস তিনি আল্লাহ তাআলার একজন মনোনীত নবী ছিলেন। তার এ কথা শুনে অন্যান্য কাফেরগণ আনন্দে হল্লা করে উঠল যে, এই ব্যক্তি বড় খাসা প্রশ্ন করেছে। অথচ তার প্রশ্নটি ছিল একেবারেই অবান্তর। কেননা আয়াতের সম্বোধন ছিল মূর্তিপূজকদের প্রতি, খ্রিস্টানদের প্রতি নয় এবং তাতে মূর্তি ছাড়া এমন লোকও আয়াতের অন্তর্ভুক্ত ছিল, যারা মানুষকে নিজেদের উপাসনা করতে বলত। সুতরাং হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের কথা এর মধ্যে আসেই না। সে ঘটনার পটভূমিতেই আলোচ্য আয়াতসমূহ নাযিল হয়েছিল।

এর শানে নুযুল সম্পর্কে অন্য রকম বর্ণনাও আছে। যেমন, এক কাফের বলেছিল, হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে যেমন আল্লাহর পুত্র সাব্যস্ত করা হয়েছে, তেমনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও একদিন নিজেকে আল্লাহর পুত্র বলে ঘোষণা করবেন। তার সে মন্তব্যেও অন্যান্য কাফেরগণ খুশীতে চিৎকার করে উঠেছিল। তার জবাবে এ আয়াত নাযিল হয়। তবে উভয় বর্ণনার মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নেই। অসম্ভব নয় যে, উভয় ঘটনাই ঘটেছিল এবং আল্লাহ তাআলা এ আয়াতের মাধ্যমে একত্রে উভয়েরই জবাব দিয়েছেন।

وَقَالُوْٓا ءَاٰلِهَتُنَا خَيْرٌ اَمْ هُوَ ؕ مَا ضَرَبُوْهُ لَكَ اِلَّا جَدَلًا ؕ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُوْنَ ﴿۵۸﴾

৫৮. তারা বলল, আমাদের উপাস্যগণ শ্রেষ্ঠ, না সে? তারা কেবল কূটতর্কের জন্যই এ দৃষ্টান্ত তোমার সামনে পেশ করে। প্রকৃতপক্ষে তারা কলহপ্রিয় লোক।

اِنْ هُوَ اِلَّا عَبْدٌ اَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنٰهُ مَثَلًا لِّبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ﴿۵۹﴾

৫৯. সে (অর্থাৎ হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম) তো আমার এক বান্দাই ছিল, যার প্রতি আমি অনুগ্রহ করেছিলাম এবং বনী ইসরাঈলের জন্য তাকে বানিয়েছিলাম এক দৃষ্টান্ত।

وَلَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَّلٰٓئِكَةً فِى الْاَرْضِ يَخْلُفُوْنَ ﴿۶۰﴾

৬০. আমি চাইলে তোমাদের মধ্য হতে ফেরেশতা সৃষ্টি করতে পারতাম, যারা পৃথিবীতে একে অন্যের স্থলাভিষিক্ত হয়ে থাকত।[১৭]

وَاِنَّهٗ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُوْنِ ؕ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ﴿۶۱﴾

৬১. নিশ্চয়ই সে (অর্থাৎ ঈসা আলাইহিস সালাম) কিয়ামতের এক আলামত।[১৮] সুতরাং তোমরা সে সম্বন্ধে সন্দেহ করো না এবং আমার অনুসরণ কর। এটাই সরল পথ।

---

১৭. হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের প্রসঙ্গ আসলে আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট করে দিলেন যে, তিনি কখনও নিজেকে আল্লাহ বলে দাবি করেননি এবং আল্লাহ তাআলা তাঁকে নিজ পুত্রও সাব্যস্ত করেননি; বরং তিনি তাকে নিজ কুদরতের এক নিদর্শনরূপে পাঠিয়েছিলেন। তাঁকে সৃষ্টি করেছিলেন বিনা পিতায়। খ্রিস্টান সম্প্রদায় এ কারণেই তাঁকে আল্লাহর পুত্র বলে থাকে, অথচ বিনা পিতায় জন্ম নেওয়া ঈশ্বরত্বের প্রমাণ নয়। হযরত আদম আলাইহিস সালাম তো পিতা ও মাতা উভয় ছাড়াই সৃষ্টি হয়েছিলেন। তাঁকে তো কেউ খোদা বলে না। প্রকৃতপক্ষে তাঁর জন্ম ছিল আল্লাহ তাআলার কুদরতের প্রকাশ। আল্লাহ তাআলা চাইলে এর চেয়েও আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটাতে পারেন। তিনি মানুষ থেকে ফেরেশতার জন্ম দিতে পারেন, যারা মানুষেরই মত একে অন্যের স্থলাভিষিক্ত হবে।

১৮. অর্থাৎ বিনা পিতায় হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের জন্ম নেওয়াটা কিয়ামতে মানুষের পুনরায় জীবিত হওয়ারও একটা দলীল। কেননা পুনরায় জীবিত হওয়াকে কাফেরগণ

وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ ۚ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿٦٢﴾

৬২. শয়তান যেন কিছুতেই তোমাদেরকে এ পথ থেকে ফিরিয়ে রাখতে না পারে। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

وَلَمَّا جَآءَ عِيْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِاُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِيْ تَخْتَلِفُوْنَ فِيْهِ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوْنِ ﴿٦٣﴾

৬৩. যখন ঈসা সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে আসল, তখন সে (মানুষকে) বলল, আমি তোমাদের কাছে নিয়ে এসেছি জ্ঞানের কথা এবং এসেছি তোমরা যেসব বিষয়ে মতভেদ কর, তা তোমাদের কাছে পরিষ্কার করে দেওয়ার জন্য। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।

اِنَّ اللّٰهَ هُوَ رَبِّيْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ؕ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ﴿٦٤﴾

৬৪. নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার রব্ব এবং তোমাদেরও রব্ব। সুতরাং তাঁরই ইবাদত কর। এটাই সরল পথ।

فَاخْتَلَفَ الْاَحْزَابُ مِنْۢ بَيْنِهِمْ ۚ فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ اَلِيْمٍ ﴿٦٥﴾

৬৫. তারপরও তাদের মধ্যে কয়েকটি দল মতভেদ সৃষ্টি করল। সুতরাং সে জালেমদের জন্য আছে যন্ত্রণাময় শাস্তির দুর্ভোগ।

কেবল এ কারণেই অস্বীকার করত যে, এটা অত্যন্ত বিস্ময়কর ও অস্বাভাবিক ব্যাপার। তো হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম যে বিনা পিতায় জন্মগ্রহণ করেছেন এটাও একটা বিস্ময়কর ও অস্বাভাবিক ব্যাপার ছিল, কিন্তু আল্লাহ তাআলার কুদরতে এটা ঘটেছে। এভাবেই আল্লাহ তাআলার কুদরতে মৃতগণ পুনরায় জীবিত হয়ে উঠবে। এটা আয়াতের এক ব্যাখ্যা। হযরত হাকীমুল উম্মত থানবী (রহ.) 'বয়ানুল কুরআন' গ্রন্থে এ ব্যাখ্যাই গ্রহণ করেছেন। অনেক মুফাসসির আয়াতটির ব্যাখ্যা করেছেন এ রকম যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম কিয়ামতের অন্যতম আলামত। অর্থাৎ তিনি কিয়ামতের কাছাকাছি সময়ে আসমান থেকে পুনরায় পৃথিবীতে নেমে আসবেন। তাঁর পুনরায় আগমন দ্বারা বোঝা যাবে কিয়ামত খুব কাছে এসে গেছে।

هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٦٦﴾

৬৬. তারা কেবল এরই অপেক্ষা করছে যে, কিয়ামত এমন অকস্মাৎ তাদের সামনে এসে যাবে যে, তারা টেরও পাবে না।

الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ ﴿٦٧﴾

৬৭. সে দিন বন্ধুবর্গ একে অন্যের শত্রু হয়ে যাবে। কেবল মুত্তাকীগণ ছাড়া–

[৬]

يَا عِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿٦٨﴾

৬৮. (যাদেরকে লক্ষ করে বলা হবে) হে আমার বান্দাগণ! আজ তোমাদের কোন ভীতি দেখা দেবে না এবং তোমরা হবে না দুঃখিতও।

الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿٦٩﴾

৬৯. হে আমার সেই বান্দাগণ, যারা আমার আয়াতসমূহে ঈমান এনেছিলে এবং ছিলে অনুগত!

ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ ﴿٧٠﴾

৭০. তোমরাও জান্নাতে প্রবেশ কর এবং তোমাদের স্ত্রীগণও– আনন্দোজ্জ্বল চেহারায়।

يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ ۖ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ ۖ وَأَنتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٧١﴾

৭১. সোনার পেয়ালা ও পানপাত্র নিয়ে তাদের সামনে ঘোরাঘুরি করা হবে এবং সে জান্নাতে তাদের জন্য এমন সব কিছুই থাকবে, যার চাহিদা মনে জাগবে এবং যা দ্বারা চোখ প্রীতি লাভ করবে। (তাদেরকে বলা হবে) এই জান্নাতে তোমরা সর্বদা থাকবে।

وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٧٢﴾

৭২. এটাই সেই জান্নাত তোমাদেরকে যার অধিকারী করা হয়েছে তোমাদের কর্মের বিনিময়ে।

৭৩. এখানে রয়েছে তোমাদের জন্য পর্যাপ্ত ফল, যা থেকে তোমরা খাবে।

لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٧٣﴾

৭৪. তবে যারা অপরাধী, তারা স্থায়ীভাবে জাহান্নামে থাকবে।

إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿٧٤﴾

৭৫. সে শাস্তি তাদের জন্য লাঘব করা হবে না এবং তারা সেখানে হতাশ হয়ে পড়বে।

لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿٧٥﴾

৭৬. আমি তাদের উপর জুলুম করিনি, বরং তারা নিজেরাই ছিল জালেম।

وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ ﴿٧٦﴾

৭৭. তারা (জাহান্নামের প্রধান ফেরেশতাকে) ডেকে বলবে, হে মালেক! তোমার প্রতিপালক আমাদের জীবন সাঙ্গ করে দিন।[১৯] সে বলবে, তোমাদেরকে এ অবস্থায়ই থাকতে হবে।

وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ۖ قَالَ إِنَّكُم مَّاكِثُونَ ﴿٧٧﴾

৭৮. আমি তো তোমাদের কাছে সত্য উপস্থিত করেছিলাম। কিন্তু তোমাদের অধিকাংশেই সত্য অপছন্দ করে।

لَقَدْ جِئْنَاكُم بِالْحَقِّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ﴿٧٨﴾

৭৯. তবে কি তারা কিছু করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে? তাহলে

أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ﴿٧٩﴾

---

১৯. জাহান্নামের তত্ত্বাবধান কার্যে যে ফেরেশতাকে নিযুক্ত করা হয়েছে, তার নাম মালেক। জাহান্নামবাসীগণ শাস্তি সইতে না পেরে মালেককে বলবে, আপনি আল্লাহ তাআলার কাছে আমাদের জন্য আবেদন করুন, যেন তিনি আমাদের মৃত্যু দিয়ে দেন। আমরা এ আযাব সইতে পারছি না। উত্তরে মালেক বলবে, তোমাদেরকে এরূপ শাস্তি ভোগরত অবস্থায়ই জাহান্নামে জীবিত থাকতে হবে।

আমিও কিছু করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করে ফেলবো।[২০]

৮০. তারা কি মনে করেছে আমি তাদের গোপন কথাবার্তা ও তাদের কানাকানি শুনতে পাই না? কেন শুনতে পাব না? তাছাড়া আমার ফেরেশতাগণ তাদের কাছেই রয়েছে। তারা সবকিছু লিপিবদ্ধ করছে।

أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوٰىهُمْ ۚ بَلٰى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ﴿٨٠﴾

৮১. (হে রাসূল!) বলে দাও, দয়াময় আল্লাহর কোন সন্তান থাকলে আমিই সর্বপ্রথম ইবাদতকারী হতাম।[২১]

قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ وَلَدٌ ۖ فَأَنَا أَوَّلُ الْعٰبِدِينَ ﴿٨١﴾

৮২. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর মালিক এবং আরশের মালিক তারা যা-কিছু বলছে তা থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র।

سُبْحٰنَ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿٨٢﴾

৮৩. সুতরাং (হে রাসূল!) তাদেরকে আপন অবস্থায় ছেড়ে দাও, তারা ওই সব কথায় মেতে থাকুক ও হাসি-তামাশা

فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتّٰى يُلٰقُوا يَوْمَهُمُ

---

২০. মক্কা মুকাররমার কাফেরগণ গোপনে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে একের পর এক ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছিল। কখনও পরিকল্পনা করছিল তাঁকে গ্রেফতার করবে, কখনও ফন্দি আঁটছিল যে, তাকে হত্যা করবে, যেমন সূরা আনফালে (৮ : ৩০) বর্ণিত হয়েছে। এ রকমই কোন ষড়যন্ত্রের পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয়েছিল। এতে জানানো হয়েছে, তারা যদি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে কিছু করার ষড়যন্ত্র করে থাকে, তবে আল্লাহ তাআলারও সিদ্ধান্ত রয়েছে, সে ষড়যন্ত্র বুমেরাং হয়ে তাদেরই বিরুদ্ধে যাবে।

২১. এর মানে এ নয় যে, আল্লাহ তাআলার সন্তান হওয়ার সম্ভাবনা আছে। বরং এটা একটা কথার কথা হিসেবে বলা হয়েছে (যদিও বাস্তবে তা অসম্ভব)। এর মানে হচ্ছে, তোমাদের আকীদা-বিশ্বাসকে অস্বীকার করছি দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে; হঠকারিতা ও জিদের বশে নয়। কাজেই যদি দলীল-প্রমাণ দ্বারা আল্লাহ তাআলার কোন সন্তান থাকা সাব্যস্ত হত, তবে আমি কখনওই তা অস্বীকার করতাম না।

করতে থাকুক, যতক্ষণ না তারা সেই দিনের সম্মুখীন হয়, যে দিনের প্রতিশ্রুতি তাদেরকে দেওয়া হচ্ছে।

الَّذِیْ یُوْعَدُوْنَ ﴿۸۳﴾

৮৪. তিনিই (অর্থাৎ আল্লাহই) আসমানেও মাবুদ এবং যমীনেও মাবুদ এবং তিনিই হেকমতের মালিক, জ্ঞানেরও মালিক।

وَهُوَ الَّذِیْ فِی السَّمَآءِ اِلٰهٌ وَّ فِی الْاَرْضِ اِلٰهٌ ؕ وَهُوَ الْحَكِیْمُ الْعَلِیْمُ ﴿۸۴﴾

৮৫. মহিমান্বিত তিনি, যার হাতে আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও এ দু'য়ের অন্তর্গত সবকিছুর রাজত্ব। তাঁরই কাছে আছে কিয়ামতের জ্ঞান এবং তাঁরই কাছে তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে।

وَتَبٰرَكَ الَّذِیْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَیْنَهُمَا ۚ وَعِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَاِلَیْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿۸۵﴾

৮৬. তারা তাঁকে ছেড়ে যেসব উপাস্যকে ডাকে তাদের সুপারিশ করার কোন এখতিয়ার থাকবে না, তবে যারা জেনেশুনে সত্যের সাক্ষ্য দিয়েছে, তারা ব্যতীত।[২২]

وَلَا یَمْلِكُ الَّذِیْنَ یَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ الشَّفَاعَةَ اِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ یَعْلَمُوْنَ ﴿۸۶﴾

---

২২. অর্থাৎ 'আল্লাহ তাআলার দরবারে তারা সুপারিশ করবে'– এই বিশ্বাসে যারা প্রতিমাদেরকে আল্লাহ তাআলার প্রভুত্বের অংশীদার বানিয়েছে, তাদের জেনে রাখা উচিত, প্রকৃতপক্ষে ওদের সুপারিশ করার কোন এখতিয়ার নেই। হ্যাঁ যে ব্যক্তি কারও সম্পর্কে সত্য সাক্ষ্য দেবে এবং পরিপূর্ণভাবে জেনেশুনে বলবে যে, সে বাস্তবিকই মুমিন ছিল, তার সাক্ষ্য অবশ্যই গৃহীত হবে।

এ আয়াতের আরেক ব্যাখ্যা এ রকম, 'যারা সত্যের সাক্ষ্য দিয়েছে', অর্থাৎ যারা ঈমান এনে আল্লাহ তাআলার একত্ব ও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাতের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছে। এরূপ লোকদেরকে আল্লাহ তাআলা সুপারিশ করার অনুমতি দেবেন এবং তাদের সুপারিশ কবুল হবে।

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ فَاَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ﴿٨٧﴾

৮৭. তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, তাদেরকে কে সৃষ্টি করেছে, তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ! এতদসত্ত্বেও কে কোথা হতে তাদেরকে উল্টো দিকে চালাচ্ছে?

وَقِيْلِهٖ يٰرَبِّ اِنَّ هٰۤؤُلَآءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٨٨﴾

৮৮. আল্লাহ রাসূলের একথা সম্পর্কেও অবগত যে, হে আমার রব্ব! এরা এমন সম্প্রদায়, যারা ঈমান আনবে না।[২৩]

فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلٰمٌ ؕ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ﴿٨٩﴾

৮৯. সুতরাং (হে রাসূল!) তুমি তাদেরকে গ্রাহ্য করো না এবং বলে দাও, 'সালাম'।[২৪] কেননা অচিরেই তারা সব জানতে পারবে।

---

২৩. এ আয়াতটির দ্বারা স্পষ্ট করা হচ্ছে যে, কাফেরদের উপর আল্লাহ তাআলার গযব নাযিল হওয়ার পক্ষে বড় বড় কারণ বর্তমান রয়েছে। একদিকে তো তাদের কঠিন-কঠিন অপরাধ, শাস্তি নাযিলের জন্য যার যে-কোন একটাই যথেষ্ট। অন্যদিকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এহেন অভিযোগ। যিনি রহমাতুল লিল আলামীন ও শাফিউল মুযনিবীন হয়ে জগতে এসেছেন, তিনিই যখন সুপারিশের বদলে অভিযোগ করছেন, তখন বোঝাই যাচ্ছে, তারা তাঁকে কী পরিমাণ দুঃখ-কষ্ট দিয়ে থাকবে। অন্যথায় দয়ার নবী কিছুতেই এমন ব্যাথাতুর অভিযোগ করতেন না।

২৪. এস্থলে 'সালাম' বলার দ্বারা বোঝানো উদ্দেশ্য, তাদের সাথে সম্পূর্ণরূপে সম্পর্ক ছিন্ন করা চাই। অর্থাৎ তোমাদের এরূপ কূট-তর্ক ও হঠকারিতার পর তোমাদের সাথে বাড়তি আলোচনার কোন অর্থ নেই। সুতরাং সৌজন্যের সাথে তোমাদের থেকে আলাদা হয়ে যাচ্ছি।

আলহামদুলিল্লাহ! আজ ২ রা মুহাররামুল হারাম ১৪২৯ হিজরী মোতাবেক ১১ ই জানুয়ারি ২০০৮ খ্রি. করাচিতে সূরা 'যুখরুফ'-এর তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। (অনুবাদ শেষ হল আজ ৫ই যুলহিজ্জা ১৪৩১ হিজরী মোতাবেক ১২ই নভেম্বর ২০১০ খ্রি. শুক্রবার)। আল্লাহ তাআলা এ খেদমতটুকু নিজ ফযল ও করমে কবুল করে নিন এবং বাকি সূরাগুলির কাজও নিজ পছন্দমত শেষ করার তাওফীক দান করুন।

৪৪

সূরা দুখান

সূরা দুখান
পরিচিতি

বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য বর্ণনা দ্বারা জানা যায়, মক্কা মুকাররমার কাফেরদেরকে সতর্ক করার লক্ষ্যে আল্লাহ তাআলা একবার তাদেরকে কঠিন দুর্ভিক্ষে ফেলেছিলেন। তখন অনাহার ক্লিষ্ট মানুষ চামড়া পর্যন্ত খেতে বাধ্য হয়েছিল। শেষে মক্কাবাসীরা আবু সুফিয়ানের মাধ্যমে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আবেদন করেছিল, আপনি আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করুন যেন তিনি আমাদেরকে দুর্ভিক্ষ হতে মুক্তি দান করেন। আমরা ওয়াদা করছি, মুক্তি পেলে আপনার প্রতি ঈমান আনব। সুতরাং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুআ করলেন। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে দুর্ভিক্ষ থেকে নাজাত দিলেন। কিন্তু দুর্ভিক্ষ দূর হওয়ার পর কাফেরগণ তাদের ওয়াদার কথা ভুলে গেল। তারা ঈমান আনল না। এ ঘটনারই পরিপ্রেক্ষিতে এ সূরাটি নাযিল হয়েছে। ঘটনাটির উল্লেখ রয়েছে সূরার ১০ নং থেকে ১৫ নং আয়াতে। এ প্রসঙ্গেই বলা হয়েছে, একদিন আকাশ দেখা যাবে শুধু ধুঁয়া আর ধুঁয়া। (এর ব্যাখ্যা ইনশাআল্লাহ আয়াতের টীকায় লেখা হবে।) আরবীতে ধুঁয়াকে বলে دخان (দুখান)। তারই ভিত্তিতে সূরাটির নাম রাখা হয়েছে সূরা দুখান। তাছাড়া এ সূরায় তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাত সম্পর্কেও আলোচনা আছে।

৪৪ – সূরা দুখান – ৬৪

মক্কী; ৫৯ আয়াত; ৩ রুকু

سُوْرَةُ الدُّخَانِ مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ٥٩ رُكُوْعَاتُهَا ٣

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. হা-মীম।

حٰمٓ ۚ ﴿١﴾

২. শপথ কিতাবের, যা সত্যের সুস্পষ্টকারী।

وَالْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ۙ ﴿٢﴾

৩. আমি এটা নাযিল করেছি এক মুবারক রাতে।[১] (কেননা) আমি মানুষকে সতর্ক করার ছিলাম।

اِنَّاۤ اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةٍ مُّبٰرَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ ﴿٣﴾

৪–৫. এ রাতেই প্রতিটি প্রজ্ঞাজনোচিত বিষয় আমার নির্দেশে স্থির করা হয়।[২] (তাছাড়া) আমি এক রাসূল পাঠাবার ছিলাম,

فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيْمٍ ۙ ﴿٤﴾

اَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا ؕ اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ ۚ ﴿٥﴾

৬. যাতে তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে রহমতের আচরণ হয়। নিশ্চয় তিনিই সকল কথা শোনেন, সবকিছু জানেন।

رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۙ ﴿٦﴾

৭. যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রব্ব– যদি বাস্তবিকই তোমরা বিশ্বাসী হও।

رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۘ اِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ ﴿٧﴾

---

১. এর দ্বারা 'শবে কদর' বোঝানো উদ্দেশ্য। কেননা এ রাতেই কুরআন মাজীদকে লাওহে মাহফুজ থেকে দুনিয়ার আকাশে নাযিল করা হয়। তারপর সেখান থেকে অল্প-অল্প করে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়াসাল্লামের কাছে পাঠানো হতে থাকে।

২. অর্থাৎ প্রতি বছর কোন ব্যক্তি জন্ম নেবে, তাকে কী পরিমাণ রিযিক দেওয়া হবে, কার মৃত্যু হবে ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থির করা হয় এবং তা কার্যকর করার জন্য সংশ্লিষ্ট ফেরেশতাদের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحۡيٖ وَيُمِيۡتُ ؕ رَبُّكُمۡ وَرَبُّ اٰبَآئِكُمُ الۡاَوَّلِيۡنَ ⑧

৮. তিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যুও ঘটান। তিনি তোমাদের প্রতিপালক এবং পূর্বে গত তোমাদের বাপ-দাদাদেরও প্রতিপালক।

بَلۡ هُمۡ فِيۡ شَكٍّ يَّلۡعَبُوۡنَ ⑨

৯. (তা সত্ত্বেও কাফেরগণ ঈমান আনে না); বরং তারা সন্দেহে নিপতিত থেকে খেল-তামাশা করছে।

فَارۡتَقِبۡ يَوۡمَ تَاۡتِي السَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِيۡنٍ ۙ⑩

১০. সুতরাং সেই দিনের অপেক্ষা কর, যখন আকাশ স্পষ্ট ধোঁয়াচ্ছন্ন হয়ে দেখা দেবে-

يَّغۡشَى النَّاسَ ؕ هٰذَا عَذَابٌ اَلِيۡمٌ ⑪

১১. যা মানুষকে আচ্ছন্ন করবে।[৩] এটা এক যন্ত্রণাময় শাস্তি।

رَبَّنَا اكۡشِفۡ عَنَّا الۡعَذَابَ اِنَّا مُؤۡمِنُوۡنَ ⑫

১২. (তখন তারা বলবে) হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের থেকে এই শাস্তি অপসারণ করুন। আমরা অবশ্যই ঈমান আনব।

---

৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) থেকে এ আয়াতের তাফসীরে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তাআলা কাফেরদেরকে সতর্ক করার জন্য তাদেরকে এক কঠিন দুর্ভিক্ষের কবলে ফেলেছিলেন। প্রচণ্ড খাদ্য সংকটে মানুষের মধ্যে হাহাকার পড়ে গিয়েছিল। ক্ষুধার্ত মানুষ যখন আকাশের দিকে তাকাত তখন তার মনে হত সারা আকাশ ধোঁয়ায় ছেয়ে আছে। এ আয়াতে সেই দুর্ভিক্ষের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। বলা হচ্ছে, শাস্তি হিসেবে কাফেরদেরকে এমন দুর্ভিক্ষের কবলে ফেলা হবে যে, ক্ষুধার্ত অবস্থায় তারা আকাশে শুধু ধোঁয়া দেখতে পাবে। তখন তারা ওয়াদা করবে, এই দুর্ভিক্ষ কেটে গেলে আমরা অবশ্যই ঈমান আনব। কিন্তু যখন তাদেরকে দুর্ভিক্ষ থেকে মুক্তি দেওয়া হল, তখন সে ওয়াদার কথা ভুলে পুনরায় শিরকে লিপ্ত হল।

১৩. কোথায় তারা উপদেশ গ্রহণ করে? অথচ তাদের কাছে এসেছে এমন রাসূল, যে সত্য স্পষ্ট করে দেয়।

أَنَّىٰ لَهُمُ الذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿١٣﴾

১৪. তারপরও তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখল এবং বলল, একে তো শেখানো হয়েছে, সে তো উন্মাদ।❖

ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَّجْنُونٌ ﴿١٤﴾

১৫. আমি কিছু কালের জন্য শাস্তি অপসারণ করছি। এটা নিশ্চিত যে, তোমরা আবার এ অবস্থায়ই ফিরে আসবে।

إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ﴿١٥﴾

১৬. যে দিন আমার পক্ষ হতে ধৃত করা হবে সর্ববৃহৎ ধরায়, সে দিন আমি পূর্ণ শাস্তি দেব।[৪]

يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَىٰ إِنَّا مُنتَقِمُونَ ﴿١٦﴾

১৭. তাদের আগে ফেরাউনের সম্প্রদায়কে আমি পরীক্ষা করেছিলাম এবং তাদের কাছে এসেছিল এক মর্যাদাবান রাসূল।

وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ ﴿١٧﴾

১৮. (সে বলেছিল) আল্লাহর বান্দাদেরকে আমার কাছে সমর্পণ কর।[৫] আমি

أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ ۖ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ

❖ অর্থাৎ তারা তো কুরআনের প্রতি ঈমান আনলই না এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাতকেও স্বীকার করল না, উল্টো বলতে লাগল, এ কুরআন আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে পাঠানো নয়; বরং তিনি কোন এক মানুষের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে তাই আমাদের শোনাচ্ছেন (নাউযুবিল্লাহ)। সেই সঙ্গে তারা তাকে পাগলও বলত –অনুবাদক।

৪. অর্থাৎ এখন তো এ শাস্তি তাদের থেকে দূর করা হবে, কিন্তু কিয়ামতে যখন তাদেরকে ধরা হবে, তখন তাদেরকে পুরোপুরি শাস্তিই ভোগ করতে হবে।

৫. ইশারা বনী ইসরাঈলের প্রতি, ফেরাউন যাদেরকে দাস বানিয়ে রেখেছিল। বিস্তারিত দেখুন সূরা তোয়াহা (২০ : ৪৭)।

اَمِيْنٌ ﴿١٨﴾

তোমাদের কাছে এক বিশ্বস্ত রাসূল হয়ে এসেছি।

وَّاَنْ لَّا تَعْلُوْا عَلَى اللّٰهِ ۚ اِنِّيْۤ اٰتِيْكُمْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ﴿١٩﴾

১৯. আরও বলল, আল্লাহর বিরুদ্ধ ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করো না। আমি তোমাদের সামনে এক স্পষ্ট প্রমাণ পেশ করছি।

وَ اِنِّيْ عُذْتُ بِرَبِّيْ وَرَبِّكُمْ اَنْ تَرْجُمُوْنِ ﴿٢٠﴾

২০. তোমরা যে আমাকে পাথর মেরে হত্যা করতে, তার থেকে আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি আমার ও তোমাদের প্রতিপালকের।[৬]

وَاِنْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا لِيْ فَاعْتَزِلُوْنِ ﴿٢١﴾

২১. তোমরা যদি আমার প্রতি ঈমান না আন, তবে তোমরা আমার থেকে পৃথক হয়ে যাও।[৭]

فَدَعَا رَبَّهٗۤ اَنَّ هٰۤؤُلَآءِ قَوْمٌ مُّجْرِمُوْنَ ﴿٢٢﴾

২২. তারপর সে নিজ প্রতিপালককে ডাক দিয়ে বলল, এরা তো এক অপরাধী সম্প্রদায়।

فَاَسْرِ بِعِبَادِيْ لَيْلًا اِنَّكُمْ مُّتَّبَعُوْنَ ﴿٢٣﴾

২৩. (আল্লাহ তাআলা বললেন,) তা হলে তুমি আমার বান্দাদের নিয়ে রাতের ভেতর রওয়ানা হয়ে যাও। অবশ্যই তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হবে।

---

৬. ফেরাউন হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে তাঁর দাওয়াতের জবাবে হত্যা করার হুমকি দিয়েছিল। এটা তারই উত্তর।

৭. অর্থাৎ তোমরা যদি আমার উপর ঈমান না আন, তবে অন্ততপক্ষে আমাকে ছেড়ে দাও, যাতে আমি আল্লাহর বান্দাদের কাছে সত্যের বার্তা পৌঁছাতে পারি এবং যাদের ঈমান আনার যোগ্যতা আছে তারা ঈমানের দাওয়াত পেতে পারে। সুতরাং আমাকে কষ্ট দেওয়া ও আমার কাজে বাধা সৃষ্টি করা হতে বিরত থাক।

২৪. তুমি সাগরকে স্থির থাকতে দাও।[৮] নিশ্চয়ই এ বাহিনীকে নিমজ্জিত করা হবে।	وَ اتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا ؕ اِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّغْرَقُوْنَ ﴿۲۴﴾
২৫. তারা পিছনে রেখে গিয়েছিল কত বাগান ও প্রস্রবণ।	كَمْ تَرَكُوْا مِنْ جَنّٰتٍ وَّ عُيُوْنٍ ﴿۲۵﴾
২৬. কত শস্যক্ষেত্র ও সুরৌম্য বসতবাড়ি।	وَّ زُرُوْعٍ وَّ مَقَامٍ كَرِيْمٍ ﴿۲۶﴾
২৭. এবং কত বিলাস সামগ্রী, যার ভেতর তারা আনন্দ-ফূর্তি করত।	وَّنَعْمَةٍ كَانُوْا فِيْهَا فٰكِهِيْنَ ﴿۲۷﴾
২৮. ওই রকমই হল তাদের পরিণাম। আর আমি এসব জিনিসের ওয়ারিশ বানিয়ে দিলাম অপর এক সম্প্রদায়কে।	كَذٰلِكَ ۫ وَ اَوْرَثْنٰهَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ ﴿۲۸﴾
২৯. অতঃপর তাদের জন্য না আসমান কাঁদল, না যমীন এবং তাদেরকে কিছুমাত্র অবকাশও দেওয়া হল না।	فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَآءُ وَ الْاَرْضُ وَ مَا كَانُوْا مُنْظَرِيْنَ ﴿۲۹﴾

[১]

৩০. আর বনী ইসরাঈলকে উদ্ধার করলাম লাঞ্ছনাকর শাস্তি হতে।	وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ ﴿۳۰﴾

৮. অর্থাৎ পথে তোমার সামনে যখন সাগর পড়বে, তখন আল্লাহ তাআলা সাগরকে থামিয়ে দেবেন এবং তোমার জন্য তার মধ্য দিয়ে পথ করে দেবেন। সাগর পার হয়ে যাওয়ার পর তোমার আর এই চিন্তা করার দরকার নেই যে, সাগরের সেই পথ তো ফেরাউনের বাহিনীকেও উপকার দেবে এবং তা দিয়ে পার হয়ে তারা যথারীতি আমাদের পশ্চাদ্ধাবন করতে থাকবে। বরং তুমি সাগরকে সেভাবেই স্থির থাকতে দাও। আল্লাহ তাআলা নিজেই তাদেরকে ডোবানোর জন্য সাগরকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দেবেন। ফলে তারা সব ধ্বংস হবে। এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ সূরা ইউনুস (১০ : ৯০–৯২) ও সূরা শুআরায় (২৬ : ৫৬–৬৭) গত হয়েছে।

مِنْ فِرْعَوْنَ ؕ اِنَّهٗ كَانَ عَالِیًا مِّنَ الْمُسْرِفِیْنَ ﴿۳۱﴾

৩১. অর্থাৎ ফেরাউনের থেকে। প্রকৃতপক্ষে সে ছিল সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত এক উদ্ধত ব্যক্তি।

وَ لَقَدِ اخْتَرْنٰهُمْ عَلٰی عِلْمٍ عَلَی الْعٰلَمِیْنَ ﴿ۚ۳۲﴾

৩২. আমি তাদেরকে জেনেশুনেই বিশ্ববাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম।

وَ اٰتَیْنٰهُمْ مِّنَ الْاٰیٰتِ مَا فِیْهِ بَلٰٓؤٌا مُّبِیْنٌ ﴿۳۳﴾

৩৩. এবং তাদেরকে দিয়েছিলাম এমন নিদর্শন, যার ভেতর ছিল সুস্পষ্ট অনুগ্রহ।[৯]

اِنَّ هٰۤؤُلَآءِ لَیَقُوْلُوْنَ ﴿ۙ۳۴﴾

৩৪. নিশ্চয়ই তারা বলে থাকে–

اِنْ هِیَ اِلَّا مَوْتَتُنَا الْاُوْلٰی وَ مَا نَحْنُ بِمُنْشَرِیْنَ ﴿۳۵﴾

৩৫. আমাদের প্রথম মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই নেই। আমাদেরকে পুনরায় জীবিত করা হবে না।

فَاْتُوْا بِاٰبَآئِنَاۤ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ ﴿۳۶﴾

৩৬. তোমরা সত্যবাদী হলে আমাদের বাপ-দাদাদেরকে তুলে আন।

اَهُمْ خَیْرٌ اَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ ۙ وَّ الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ اَهْلَكْنٰهُمْ ۫ اِنَّهُمْ كَانُوْا مُجْرِمِیْنَ ﴿۳۷﴾

৩৭. তারা শ্রেষ্ঠ, না তুব্বা'র সম্প্রদায়[১০] ও তাদের পূর্ববর্তীগণ? আমি তাদের সকলকে ধ্বংস করে দিয়েছি। (কেননা) তারা অবশ্যই অপরাধী ছিল।

---

৯. এর দ্বারা সেই সব নেয়ামতের কথা বোঝানো হয়েছে, যা আল্লাহ তাআলা বিশেষভাবে বনী ইসরাঈলকে দান করেছিলেন, যেমন মান্ন ও সালওয়া অবতীর্ণ করা, পাথর থেকে পানির ধারা চালু করা ইত্যাদি। বিস্তারিত দ্রষ্টব্য সূরা বাকারা (২ : ৪৭-৫৮)।

১০. 'তুব্বা' ছিল ইয়ামেনের রাজাদের উপাধি। এস্থলে কোন তুব্বা'কে বোঝানো উদ্দেশ্য কুরআন মাজীদ তা স্পষ্ট করেনি। হাফেজ ইবনে কাছীর (রহ.) তাঁর তাফসীর গ্রন্থে বলেন, এস্থলে যে তুব্বা'কে বোঝানো উদ্দেশ্য তার নাম ছিল আসআদ আবু কুরাইব। তাঁর রাজত্বকাল ছিল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের সাতশ' বছর আগে। তিনি হযরত মূসা আলাইহিস সালামের দ্বীনের উপর ঈমান এনেছিলেন।

৩৮. আমি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও তার অন্তর্গত বস্তুনিচয় অহেতুক ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করিনি।

وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ ﴿٣٨﴾

৩৯. আমি তা সৃষ্টি করেছি যথার্থ উদ্দেশ্যে।[১১] কিন্তু তাদের অধিকাংশেই বোঝে না।

مَا خَلَقْنٰهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٩﴾

৪০. বস্তুত মীমাংসা দিবসই তাদের জন্য নির্ধারিত কাল।

اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيْقَاتُهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٤٠﴾

৪১. যে দিন এক মিত্র অপর মিত্রের কোন কাজে আসবে না এবং তাদের কারও কোনও সাহায্য করা হবে না,

يَوْمَ لَا يُغْنِيْ مَوْلًى عَنْ مَّوْلًى شَيْـًٔا وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿٤١﴾

৪২. আল্লাহ যার প্রতি রহম করেন, সে ব্যতীত। নিশ্চয়ই তিনি পরিপূর্ণ ক্ষমতার মালিক, পরম দয়ালু।

اِلَّا مَنْ رَّحِمَ اللّٰهُ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿٤٢﴾

[২]

৪৩. নিশ্চিতভাবে জেনে রেখ, যাক্কুম গাছ হবে–

اِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّوْمِ ﴿٤٣﴾

৪৪. গোনাহগারদের খাবার–

طَعَامُ الْاَثِيْمِ ﴿٤٤﴾

তখন সেটাই ছিল সত্য দ্বীন। কিন্তু তাঁর সম্প্রদায় পরবর্তীকালে পৌত্তলিকতা গ্রহণ করেছিল, যার পরিণামে তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হয়।

১১. আখেরাতকে অস্বীকার করা হলে তার অর্থ দাঁড়ায়, এমন কোনদিন আসবে না, যে দিন সৎকর্মশীলদেরকে তাদের সৎকর্মের পুরস্কার এবং অপরাধীদেরকে তাদের অপরাধের শাস্তি দেওয়া হবে আর তার ফলাফল হয় এই যে, আল্লাহ তাআলা বিশ্ব-জগতকে এমনিই তামাশা স্বরূপ সৃষ্টি করেছেন (নাউযুবিল্লাহ)। [এ আয়াতে তার উত্তর দেওয়া হয়েছে যে, না আমি বিশ্ব-জগতকে তামাশা করার জন্য সৃষ্টি করিনি; বরং এর যথাযথ এক উদ্দেশ্য আছে। তাহল, মানুষকে পরীক্ষা করা, সে এখানে স্বেচ্ছায় ভালো কাজ করে, না মন্দ কাজ। তারপর একদিন আসবে, যখন তাকে তার ভালো-মন্দ কাজ অনুসারে ফলাফল দেওয়া হবে। ভালো লোক যাবে জান্নাতে এবং মন্দ লোক জাহান্নামে –অনুবাদক]।

৪৫. তেলের তলানি-সদৃশ। তা তাদের পেটে উথলাতে থাকবে–

كَالْمُهْلِ ۚ يَغْلِيْ فِي الْبُطُوْنِ ﴿٤٥﴾

৪৬. গরম পানির উথলানোর মত।

كَغَلْيِ الْحَمِيْمِ ﴿٤٦﴾

৪৭. (ফেরেশতাদেরকে বলা হবে,) তাকে ধর এবং হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে জাহান্নামের মাঝখানে নিয়ে যাও।

خُذُوْهُ فَاعْتِلُوْهُ اِلٰى سَوَآءِ الْجَحِيْمِ ﴿٤٧﴾

৪৮. তারপর তার মাথার উপর উত্তপ্ত পানির শাস্তি ঢেলে দাও।

ثُمَّ صُبُّوْا فَوْقَ رَاْسِهٖ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيْمِ ﴿٤٨﴾

৪৯. (বলা হবে,) স্বাদ গ্রহণ কর। তুই-ই তো সেই মহা ক্ষমতাবান, মহা সম্মানী ব্যক্তি।[১২]

ذُقْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْكَرِيْمُ ﴿٤٩﴾

৫০. এটাই সেই জিনিস, যে সম্পর্কে তোমরা সন্দেহ করতে।

اِنَّ هٰذَا مَا كُنْتُمْ بِهٖ تَمْتَرُوْنَ ﴿٥٠﴾

৫১. (অপর দিকে) মুত্তাকীগণ অবশ্যই নিরাপদ স্থানে থাকবে–

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ مَقَامٍ اَمِيْنٍ ﴿٥١﴾

৫২. উদ্যানরাজিতে ও প্রস্রবণে!

فِيْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ﴿٥٢﴾

৫৩. তারা 'সুন্দুস' ও 'ইসতাবরাক'[১৩]-এর পোশাক পরিহিত অবস্থায় সামনা সামনি বসা থাকবে।

يَّلْبَسُوْنَ مِنْ سُنْدُسٍ وَّ اِسْتَبْرَقٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ ﴿٥٣﴾

---

১২. অর্থাৎ তুই দুনিয়ায় নিজেকে বড় ক্ষমতাশালী ও মর্যাদাবান লোক মনে করতি আর সেজন্য তোর অহংকারের সীমা ছিল না। আজ দেখে নে, অহমিকা ও বড়াইয়ের পরিণাম কী এবং সত্য অস্বীকার করার শাস্তি কেমন!

১৩. 'সুন্‌দুস' ও 'ইসতিব্‌রাক' দুই ধরনের রেশমি কাপড়। সুনদুস হয় মিহি আর ইস্‌তাব্‌রাক মোটা। এটা তো দুনিয়ার হিসেবে, কিন্তু জান্নাতের সুনদুস ও ইস্‌তাব্‌রাক যে আসলে কেমন হবে তা আল্লাহ তাআলাই জানেন।

৫৪. তাদের সাথে এ রকমই ব্যবহার করা হবে। আমি ডাগর-ডাগর চোখের হুরদের সাথে তাদের বিবাহ দেব।

كَذٰلِكَ ۗ وَزَوَّجْنٰهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ ﴿٥٤﴾

৫৫. সেখানে তারা অত্যন্ত নিশ্চিন্তে সব রকম ফলের ফরমায়েশ করবে।

يَدْعُوْنَ فِيْهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ اٰمِنِيْنَ ﴿٥٥﴾

৫৬. (দুনিয়ায়) তাদের যে মৃত্যু প্রথমে এসেছিল, তা ছাড়া সেখানে (অর্থাৎ জান্নাতে) তাদেরকে কোন মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে না এবং আল্লাহ তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা করবেন।

لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا الْمَوْتَ اِلَّا الْمَوْتَةَ الْاُوْلٰى ۚ وَوَقٰهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ﴿٥٦﴾

৫৭. এসব তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে অনুগ্রহ স্বরূপ হবে। (মানুষের জন্য) এটাই মহা সাফল্য।

فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكَ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿٥٧﴾

৫৮. (হে রাসূল!) আমি এ কুরআনকে তোমার মুখে সহজ করে দিয়েছি, যাতে মানুষ উপদেশ গ্রহণ করে।

فَاِنَّمَا يَسَّرْنٰهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٥٨﴾

৫৯. সুতরাং তুমিও অপেক্ষা কর, তারাও অপেক্ষায় আছে।[১৪]

فَارْتَقِبْ اِنَّهُمْ مُّرْتَقِبُوْنَ ﴿٥٩﴾

---

১৪. তারা অর্থাৎ কাফেরগণ তো অপেক্ষা করছে এ হিসেবে যে, তারা কিয়ামতকে স্বীকারই করে না। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অপেক্ষা করতে বলা হয়েছে তাতে ঈমান ও বিশ্বাসের কারণে। উভয় পক্ষের অপেক্ষার পর সত্যিই যখন কিয়ামত এসে যাবে, তখন প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ হয়ে যাবে এবং তখন কাফেরদেরকে তাদের অবিশ্বাসের পরিণামে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে।

আলহামদুলিল্লাহ! আজ আশুরার দিন ১০ই মুহাররম ১৪২৯ হিজরী মোতাবেক ২০ জানুয়ারি ২০০৮ খ্রি. করাচিতে সূরা দুখানের তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। (অনুবাদের কাজ শেষ হল আজ শনিবার ৬ই যুলহিজ্জা ১৪৩১ হিজরী মোতাবেক ১৩ই নভেম্বর ২০১০ খ্রি.)। আল্লাহ তাআলা এ মেহনতটুকু নিজ দয়ায় কবুল করে নিন এবং অবশিষ্ট সূরাগুলির কাজও নিজ পছন্দমত শেষ করার তাওফীক দান করুন– আমীন।

৪৫
সূরা জাছিয়া

সূরা জাছিয়া
পরিচিতি

মৌলিকভাবে এ সূরায় তিনটি বিষয়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

(এক) বিশ্ব-জগতের সর্বত্র আল্লাহ তাআলার কুদরত ও হেকমতের অসংখ্য নিদর্শন বিরাজ করছে। যে-কোনও লোক যুক্তিবাদী মন নিয়ে এসবের মধ্যে চিন্তা করবে সে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধ্য হবে যে, বিশ্ব-জগতের স্রষ্টা একজন। তার কোন শরীক নেই এবং মহা বিশ্ব পরিচালনার জন্য তার কোন সহযোগীর প্রয়োজন নেই। কাজেই কাউকে তার অংশীদার সাব্যস্ত করে সেই অংশীদারের ইবাদতে লিপ্ত হওয়াটা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও অবান্তর কাজ।

(দুই) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানানো হয়েছে যে, তাকে এমন কিছু বিধি-বিধানও দেওয়া হয়েছে, যা পূর্ববর্তী শরীয়তসমূহ হতে কিছুটা আলাদা। সকল বিধানই যেহেতু আল্লাহ তাআলার দেওয়া, তাই সে স্বাতন্ত্র্যের কারণে বিস্ময়বোধ করা উচিত নয়।

(তিন) এ সূরায় কিয়ামতের বিভীষিকাময় অবস্থারও চিত্র আঁকা হয়েছে। সেই প্রসঙ্গেই ২৮ নং আয়াতে জানানো হয়েছে, সে দিন মানুষ এতটাই ভয়ার্ত থাকবে যে, তারা ভয়ের আতিশয্যে হাঁটু ভেঙ্গে বসে পড়বে। جاثية (জাছিয়া) বলে এমন লোককে, যে হাঁটু ভেঙ্গে বসে থাকে। এ শব্দ থেকেই সূরাটির নাম গৃহীত হয়েছে।

৪৫ – সূরা জাছিয়া – ৬৫

سُوْرَةُ الْجَاثِيَةِ مَكِّيَّةٌ

মক্কী; ৩৭ আয়াত; ৪ রুকু

اٰيَاتُهَا ٣٧ رُكُوْعَاتُهَا ٤

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. হা-মীম।

حٰمٓ ﴿١﴾

২. এ কিতাব নাযিল করা হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে, যিনি পরাক্রমশালী, মহা প্রজ্ঞাময়।

تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ﴿٢﴾

৩. প্রকৃতপক্ষে বিশ্বাসীদের জন্য আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে বহু নিদর্শন আছে।

اِنَّ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٣﴾

৪. এবং খোদ তোমাদের সৃজন ও সেইসব জীবের মধ্যেও, যা তিনি (পৃথিবীতে) ছড়িয়ে দিয়েছেন, যারা দৃঢ় বিশ্বাস রাখে তাদের জন্য আছে বহু নিদর্শন।

وَفِيْ خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَآبَّةٍ اٰيٰتٌ لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ﴿٤﴾

৫. তাছাড়া রাত-দিনের আসা-যাওয়ার মধ্যে, আল্লাহ আকাশ থেকে জীবিকার যে মাধ্যম অবতীর্ণ করেছেন, তারপর তা দ্বারা ভূমিকে তার মৃত্যুর পর নতুন জীবন দান করেছেন, তার মধ্যে এবং বায়ুর পরিবর্তনের মধ্যে বহু নিদর্শন আছে যারা বোধশক্তিকে কাজে লাগায় তাদের জন্য।

وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ رِّزْقٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ اٰيٰتٌ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿٥﴾

৬. এসব আল্লাহর আয়াত, যা আমি তোমাকে যথাযথভাবে পড়ে শোনাচ্ছি। সুতরাং আল্লাহ ও তাঁর আয়াতসমূহের

تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۚ

فَبِاَیِّ حَدِیۡثٍۭ بَعۡدَ اللّٰهِ وَ اٰیٰتِهٖ یُؤۡمِنُوۡنَ ⑥

পর এমন কোন জিনিস আছে, যার উপর তারা ঈমান আনবে?

وَیۡلٌ لِّکُلِّ اَفَّاکٍ اَثِیۡمٍ ⑦

৭. দুর্গতি হোক প্রত্যেক এমন মিথ্যুক পাপিষ্ঠের–

یَّسۡمَعُ اٰیٰتِ اللّٰهِ تُتۡلٰی عَلَیۡهِ ثُمَّ یُصِرُّ مُسۡتَکۡبِرًا کَاَنۡ لَّمۡ یَسۡمَعۡهَا ۚ فَبَشِّرۡهُ بِعَذَابٍ اَلِیۡمٍ ⑧

৮. যে আল্লাহর আয়াতসমূহ শোনে, যখন তাকে পড়ে শোনানো হয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে ঔদ্ধত্যের সাথে এমনভাবে (কুফরের উপর) অটল থাকে, যেন আয়াতসমূহ শোনেইনি। সুতরাং এমন ব্যক্তিকে যন্ত্রণাময় শাস্তির সুসংবাদ (?) শোনাও।

وَ اِذَا عَلِمَ مِنۡ اٰیٰتِنَا شَیۡئَۨا اتَّخَذَهَا هُزُوًا ؕ اُولٰٓئِکَ لَهُمۡ عَذَابٌ مُّهِیۡنٌ ⑨

৯. যখন আমার আয়াতসমূহের মধ্য হতে কোন আয়াত তার জ্ঞানগোচর হয়, তখন সে তা নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করে। এরূপ ব্যক্তিদের জন্য রয়েছে এমন শাস্তি, যা তাদেরকে লাঞ্ছিত করে ছাড়বে।

مِنۡ وَّرَآئِهِمۡ جَهَنَّمُ ۚ وَ لَا یُغۡنِیۡ عَنۡهُمۡ مَّا کَسَبُوۡا شَیۡئًا وَّ لَا مَا اتَّخَذُوۡا مِنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ اَوۡلِیَآءَ ۚ وَ لَهُمۡ عَذَابٌ عَظِیۡمٌ ⑩

১০. তাদের সামনে আছে জাহান্নাম। তারা যা-কিছু অর্জন করেছে তাও তাদের কোন কাজে আসবে না এবং তারা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে নিজেদের অভিভাবক বানিয়েছে তারাও না। তাদের জন্য আছে এক মহাশাস্তি।

هٰذَا هُدًی ۚ وَ الَّذِیۡنَ کَفَرُوۡا بِاٰیٰتِ رَبِّهِمۡ لَهُمۡ عَذَابٌ مِّنۡ رِّجۡزٍ اَلِیۡمٌ ⑪

১১. এটা (অর্থাৎ কুরআন) আদ্যোপান্ত হেদায়াত। যারা নিজ প্রতিপালকের আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছে তাদের জন্য আছে মুসিবতের মর্মন্তুদ শাস্তি।

[২]

১২. তিনিই আল্লাহ, যিনি সাগরকে তোমাদের কাজে নিযুক্ত করেছেন, যাতে তাঁর নির্দেশে তাতে চলে জলযান এবং যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার[১] এবং যাতে তোমরা তাঁর শোকর আদায় কর।

اَللّٰهُ الَّذِیْ سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِیَ الْفُلْكُ فِیْهِ بِاَمْرِهٖ وَ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿۱۲﴾

১৩. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে, তা সবই তিনি নিজের পক্ষ থেকে তোমাদের কাজে লাগিয়ে রেখেছেন। নিশ্চয়ই এর মধ্যে বহু নিদর্শন আছে তাদের জন্য, যারা চিন্তা-ভাবনাকে কাজে লাগায়।

وَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا مِّنْهُ ؕ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ لِّقَوْمٍ یَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿۱۳﴾

১৪. (হে রাসূল!) যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে বল, যারা আল্লাহর দিনসমূহের ভয় রাখে না,[২] তাদেরকে যেন ক্ষমা করে।[৩] এইজন্য যে, আল্লাহ মানুষকে তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল দান করবেন।[৪]

قُلْ لِّلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا یَغْفِرُوْا لِلَّذِیْنَ لَا یَرْجُوْنَ اَیَّامَ اللّٰهِ لِیَجْزِیَ قَوْمًۢا بِمَا كَانُوْا یَكْسِبُوْنَ ﴿۱۴﴾

---

১. পূর্বে বহু জায়গায় বলা হয়েছে, কুরআন মাজীদের পরিভাষায় আল্লাহ তাআলার 'অনুগ্রহ সন্ধান'-এর অর্থ জীবিকা সন্ধান ও আয়-রোজগারে লিপ্ত হওয়া। এখানে ব্যবসা উপলক্ষে সামুদ্রিক সফর বোঝানো হয়েছে।

২. 'আল্লাহর দিনসমূহ' দ্বারা আল্লাহ তাআলা যেসব দিনে মানুষকে তাদের কর্মের পুরস্কার বা শাস্তি দেন, সেইগুলোকে বোঝানো হয়েছে, তা দুনিয়ায় হোক বা আখেরাতে। বলা হচ্ছে যে, যারা এরূপ দিন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ চিন্তাহীন; বরং এরূপ দিনের আগমনকে অস্বীকার করে তাদেরকে ক্ষমা কর।

৩. 'ক্ষমা করা' দ্বারা এস্থলে বোঝানো উদ্দেশ্য, তারা যে দুঃখ-কষ্ট দেয়, তার প্রতিশোধ না নেওয়া। এ নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল মক্কী জীবনে। তখন মুসলিমদেরকে উপর্যুপরি ক্ষমা প্রদর্শনের আদেশ ও শত্রুদের উপর হাত তুলতে নিষেধ করা হয়েছিল।

৪. অর্থাৎ মুমিনদেরকে বলা হচ্ছে, কাফেরদের জুলুম-নিপীড়নের কোন প্রতিশোধ এখনও নিও না। কেননা আল্লাহ তাআলা নিজেই তাদেরকে শাস্তি দেবেন, তা এ দুনিয়াতেই হোক বা

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ اَسَآءَ فَعَلَيْهَا ۫ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ تُرْجَعُوْنَ ⑮

১৫. যে ব্যক্তিই সৎকর্ম করে সে তা করে নিজের কল্যাণার্থে আর যে-কেউ মন্দ কর্ম করে, সে নিজেরই ক্ষতি করে। অবশেষে তোমাদের সকলকে তোমাদের প্রতিপালকের কাছেই ফিরিয়ে নেওয়া হবে।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ۚ ⑯

১৬. আমি বনী ইসরাঈলকে কিতাব, রাজত্ব ও নবুওয়াত দান করেছিলাম, তাদেরকে উৎকৃষ্ট বস্তুসমূহের রিযিক দিয়েছিলাম এবং জগদ্বাসীর উপর তাদেরকে দিয়েছিলাম শ্রেষ্ঠত্ব।

وَاٰتَيْنٰهُمْ بَيِّنٰتٍ مِّنَ الْاَمْرِ ۚ فَمَا اخْتَلَفُوْٓا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ ۙ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ؕ اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِيْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ⑰

১৭. আর তাদেরকে দিয়েছিলাম সুস্পষ্ট বিধানাবলী। অতঃপর তাদের মধ্যে যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়, তা তাদের কাছে জ্ঞান আসার পরই হয়েছিল। কেবল এ কারণে যে, তাদের পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষ দেখা দিয়েছিল।[৫] তারা যেসব বিষয়ে মতবিরোধ করে, তোমার প্রতিপালক নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিন তার মধ্যে ফায়সালা করে দিবেন।

ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ⑱

১৮. (হে রাসূল!) আমি তোমাকে দ্বীনের এক বিশেষ শরীয়তের উপর রেখেছি। সুতরাং তুমি তারই অনুসরণ কর এবং

আখেরাতে। সেই সঙ্গে আয়াতে আরও বোঝানো হচ্ছে, যারা আল্লাহ তাআলার এ আদেশ অনুযায়ী সবর করবে ও প্রতিশোধ গ্রহণ থেকে বিরত থাকবে, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে আখেরাতের নেয়ামত দ্বারা এর বদলা দান করবেন।

৫. অর্থাৎ বনী ইসরাঈলকে তাওরাতের জ্ঞান দেওয়া হয়েছিল। তা সত্ত্বেও তারা একে অন্যের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষে লিপ্ত হয়ে পড়ে এবং তার ফলে তাদের আপসের মধ্যে অনৈক্য ও বিভক্তি সৃষ্টি হয়ে যায়।

যারা প্রকৃত জ্ঞান রাখে না, তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না।

১৯. আল্লাহর বিপরীতে তারা তোমার কিছুমাত্র কাজে আসবে না। বস্তুত জালেমগণ একে অন্যের বন্ধু আর আল্লাহ বন্ধু মুত্তাকীদের।

إِنَّهُمْ لَنْ يُّغْنُوْا عَنْكَ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ؕ وَإِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِيْنَ ⑲

২০. এটা (কুরআন) সমস্ত মানুষের জন্য প্রকৃত জ্ঞানের সমষ্টি এবং যারা দৃঢ় বিশ্বাস রাখে, তাদের জন্য গন্তব্যে পৌঁছার মাধ্যম ও রহমত।

هٰذَا بَصَآئِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ⑳

২১. যারা অসৎ কার্যাবলীতে লিপ্ত হয়েছে, তারা কি ভেবেছে আমি তাদেরকে সেই সকল লোকের সম গণ্য করব, যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, ফলে তাদের জীবন ও মরণ একই রকম হয়ে যাবে?[৬] তারা যা সিদ্ধান্ত করে রেখেছে তা কতই না মন্দ!

أَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرَحُوا السَّيِّاٰتِ أَنْ نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ سَوَآءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ ؕ سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ㉑

[২]

২২. আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী যথাযথ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন এবং তা করেছেন এজন্য যে, প্রত্যেককে

وَخَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ

৬. এর দ্বারা আখেরাতের জীবনের অপরিহার্যতা বর্ণনা করা হচ্ছে। আখেরাতের পুরস্কার ও শাস্তির বিষয়টা না থাকলে ভালো-মন্দ সকল মানুষ সমান হয়ে যায় এবং যারা দুনিয়ায় শরীয়ত অনুযায়ী চলতে গিয়ে অনেক শ্রম-সাধনা করেছে ও বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষ হতে নানা রকম জুলুম নির্যাতনের শিকার হয়েছে, মৃত্যুর পর তারা এ ত্যাগের বিনিময়ে কোন পুরস্কার না পাওয়ার কারণে তাদের জীবন ও মরণ বিলকুল সমান হয়ে যায়। বলাবাহুল্য এরূপ বে-ইনসাফী আল্লাহ তাআলা করতে পারেন না। সুতরাং পরের আয়াতে বলা হয়েছে, আমি এ বিশ্ব-জগতকে এই ন্যায়ানুগ উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছি যে, প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের বদলা দেওয়া হবে।

لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿٢٢﴾

তার কৃতকর্মের প্রতিফল দেওয়া হবে আর দেওয়ার সময় তাদের প্রতি কোন জুলুম করা হবে না।[৭]

أَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلٰهَهٗ هَوٰىهُ وَأَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلٰى عِلْمٍ وَّخَتَمَ عَلٰى سَمْعِهٖ وَقَلْبِهٖ وَجَعَلَ عَلٰى بَصَرِهٖ غِشٰوَةً ۗ فَمَنْ يَّهْدِيْهِ مِنْۢ بَعْدِ اللّٰهِ ۗ أَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٢٣﴾

২৩. তুমি কি দেখেছ তাকে, যে তার খেয়াল-খুশীকে নিজ মাবুদ বানিয়ে নিয়েছে এবং জ্ঞান বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ তাকে গোমরাহীতে নিক্ষেপ করেছেন এবং তার কান ও অন্তরে মোহর করে দিয়েছেন আর তার চোখের উপর পর্দা ফেলে দিয়েছেন? অতএব, আল্লাহর পর এমন কে আছে, যে তাকে সুপথে নিয়ে আসবে? তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না?

وَقَالُوْا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَآ إِلَّا الدَّهْرُ ۚ وَمَا لَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۚ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّوْنَ ﴿٢٤﴾

২৪. তারা বলে, জীবন বলতে যা-কিছু তা ব্যস আমাদের এই পার্থিব জীবনই। আমরা এখানেই মরি ও বাঁচি আর আমাদেরকে কেবল কালই ধ্বংস করে, অথচ এ বিষয়ে তাদের কোনই জ্ঞান নেই। তারা কেবল ধারণাই করে।

وَإِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّآ أَنْ قَالُوا ائْتُوْا بِاٰبَآئِنَآ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٢٥﴾

২৫. যখন আমার আয়াতসমূহ সুস্পষ্টভাবে তাদেরকে পড়ে শোনানো হয়, তখন তাদের কোন যুক্তি থাকে না এই কথা বলা ছাড়া যে, তোমরা সত্যবাদী হলে আমাদের বাপ-দাদাদেরকে (জীবিত করে) নিয়ে এসো।

---

৭. আয়াতে وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ (বাক্যটিকে تُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ-এর حال অবস্থাজ্ঞাপক) ধরে সে অনুযায়ীই তরজমা করা হয়েছে।

قُلِ اللّٰهُ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٢٦﴾

২৬. বলে দাও, আল্লাহই তোমাদেরকে জীবন দান করেন, তারপর তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন তারপর কিয়ামতের দিন তোমাদের সকলকে সমবেত করবেন,[৮] যে বিষয়ে কোন রকম সন্দেহ নেই, কিন্তু অধিকাংশ লোকে বোঝে না।

[৩]

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَّخْسَرُ الْمُبْطِلُوْنَ ﴿٢٧﴾

২৭. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহরই। যে দিন কিয়ামত সংঘটিত হবে, সে দিন বাতিলপন্থীগণ কঠিনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

وَتَرٰى كُلَّ اُمَّةٍ جَاثِيَةً ۫ كُلُّ اُمَّةٍ تُدْعٰٓى اِلٰى كِتٰبِهَا ؕ اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٨﴾

২৮. আর তুমি প্রত্যেক দলকে দেখবে হাঁটু ভেঙ্গে পড়ে আছে[৯] এবং প্রত্যেক দলকে তাদের আমলনামার দিকে ডাকা হবে (এবং বলা হবে,) আজ তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্মের বদলা দেওয়া হবে।

هٰذَا كِتٰبُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ ؕ اِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٩﴾

২৯. এটা আমার (লিপিবদ্ধ করানো) দফতর, যা তোমাদের সম্পর্কে যথাযথভাবে বলছে। তোমরা যা-কিছু

---

৮. অর্থাৎ আখেরাতে বিশ্বাসের মনে হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষকে একত্র করবেন। এমন নয় যে, তিনি এ দুনিয়াতেই মৃতদেরকে জীবিত করবেন। সুতরাং আখেরাতের আকীদার বিপরীতে তোমাদের এই দাবি বিলকুল অবান্তর যে, 'আমাদের বাপ-দাদাদেরকে জীবিত করে আন। বাকি এই প্রশ্ন যে, মৃতদের পুনরায় জীবিত হওয়া তো অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার, এর উত্তর হল, যেই আল্লাহ তোমাদেরকে প্রথমবার সম্পূর্ণ নাস্তি হতে সৃষ্টি করেছেন, তার পক্ষে তোমাদের জান কবয করার পর পুনরায় সৃষ্টি করা কঠিন হবে কেন? বিশেষত যখন এই মহা বিশ্বের রাজত্ব কেবল তারই হাতে?

৯. কিয়ামতের বিভিন্ন ধাপের মধ্যে একটা ধাপ এমনও আসবে যে, তার বিভীষিকাময় দৃশ্য দেখে মানুষ অবচেতনভাবে হাঁটু ভেঙ্গে পড়ে যাবে বা বসে পড়বে।

করতে আমি তা সবই লিপিবদ্ধ করাতাম।

৩০. সুতরাং যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তাদেরকে তো তাদের প্রতিপালক নিজ রহমতের ভেতর দাখিল করবেন। এটাই সুস্পষ্ট সফলতা।

فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِيْ رَحْمَتِهٖ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِيْنُ ﴿۳۰﴾

৩১. আর যারা কুফর অবলম্বন করেছিল, (তাদেরকে বলা হবে) তোমাদের সামনে কি আমার আয়াতসমূহ পড়া হত না? তা সত্ত্বেও তোমরা অহংকার করেছিলে এবং তোমরা ছিলে এক অপরাধী সম্প্রদায়।

وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۟ اَفَلَمْ تَكُنْ اٰيٰتِيْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ﴿۳۱﴾

৩২. এবং যখন তোমাদেরকে বলা হত, আল্লাহর ওয়াদা সত্য এবং কিয়ামত এমন এক বাস্তবতা, যার মধ্যে কোন সন্দেহ নেই, তখন তোমরা বলতে, আমরা জানি না কিয়ামত কী? এ সম্পর্কে আমরা মনে করি এটা একটা ধারণা মাত্র। এ সম্পর্কে আমাদের বিলকুল বিশ্বাস নেই।

وَاِذَا قِيْلَ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيْهَا قُلْتُمْ مَّا نَدْرِيْ مَا السَّاعَةُ ۙ اِنْ نَّظُنُّ اِلَّا ظَنًّا وَّمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِيْنَ ﴿۳۲﴾

৩৩. এবং তারা যা কিছু করেছিল (তখন) তার মন্দত্ব তাদের সামনে প্রকাশ হয়ে যাবে। আর তারা যে বিষয় নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত, তা তাদেরকে বেষ্টন করে ফেলবে।[১০]

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا عَمِلُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿۳۳﴾

---

১০. অর্থাৎ কাফেরগণ জাহান্নামের যে আযাব নিয়ে হাসি-তামাশা করত, সেই আযাবই তাদেরকে বেষ্টন করে ফেলবে।

وَقِيْلَ الْيَوْمَ نَنْسٰىكُمْ كَمَا نَسِيْتُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا وَ مَاْوٰىكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿٣٤﴾

৩৪. তাদেরকে বলা হবে, আজ আমি সেইভাবেই তোমাদেরকে বিস্মৃত হব, যেমন তোমরা তোমাদের এই দিবসের সম্মুখীন হওয়াকে বিস্মৃত হয়েছিলে। তোমাদের ঠিকানা আগুন এবং তোমরা কোন রকমের সাহায্যকারী পাবে না।

ذٰلِكُمْ بِاَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا وَّ غَرَّتْكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ۚ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُوْنَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ ﴿٣٥﴾

৩৫. এসব এ কারণে যে, তোমরা আল্লাহর আয়াতসমূহকে ঠাট্টা-বিদ্রূপের বস্তু বানিয়েছিলে এবং পার্থিব জীবন তোমাদেরকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছিল। সুতরাং এরূপ লোকদেরকে তা থেকে বের করা হবে না এবং তাদেরকে ক্ষমা প্রার্থনা করতেও বলা হবে না।[১১]

فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَ رَبِّ الْاَرْضِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٣٦﴾

৩৬. মোদ্দাকথা সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আকাশমণ্ডলীর মালিক, পৃথিবীর মালিক, জগতসমূহেরও মালিক।

وَلَهُ الْكِبْرِيَآءُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٣٧﴾

৩৭. এবং সমস্ত গৌরব তাঁরই, আকাশ-মণ্ডলীতেও এবং পৃথিবীতেও। তাঁরই ক্ষমতা পরিপূর্ণ, হেকমতও পরিপূর্ণ।

---

১১. মৃত্যু পর্যন্ত সারা জীবন মানুষের তাওবার দুয়ার খোলা থাকে ও ক্ষমা প্রার্থনার সুযোগ থাকে। কিন্তু মৃত্যুর পর এ দুয়ার বন্ধ হয়ে যায়। তখন ক্ষমা প্রার্থনার কোন ফায়দা থাকে না। তাই আখেরাতে কাউকে বলা হবে না যে, ক্ষমা চেয়ে নাও। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সে পরিস্থিতি থেকে রক্ষা করুন।

আলহামদুলিল্লাহ! আজ ১৫ই মুহাররম ১৪২৯ হিজরী মোতাবেক ২৪ শে জানুয়ারি ২০০৮ খ্রি. দুবাই থেকে বিমানযোগে লণ্ডন যাওয়ার পথে সূরা জাছিয়ার তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। (অনুবাদ শেষ হল আজ ৬ই যুলহিজ্জা ১৪৩১ হিজরী মোতাবেক ১৩ই নভেম্বর ২০১০ খ্রি.)। আল্লাহ তাআলা বান্দাকে ক্ষমা করুন, এ মেহনতটুকু কবুল করে নিন এবং অবশিষ্ট সূরাগুলির কাজও নিজ পছন্দমত শেষ করার তাওফীক দান করুন– আমীন।

৪৬

সূরা আহকাফ

সূরা আহকাফ
পরিচিতি

এ সূরার ২৯ ও ৩০ নং আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, জিন্নদের একটি দল যখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কুরআন মাজীদ শুনেছিল, এ সূরাটি নাযিল হয়েছিল সেই সময়। বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য বর্ণনা অনুযায়ী এ ঘটনা ঘটেছিল হিজরতের আগে তায়েফ থেকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রত্যাবর্তনকালে, যখন নাখলা নামক স্থানে তিনি ফজরের নামাযে কুরআন মাজীদ পাঠ করছিলেন। অন্যান্য মক্কী সূরার মত এ সূরার মূল আলোচ্য বিষয় হল ইসলামের বুনিয়াদী আকীদা-বিশ্বাস তথা তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতকে দলীল-প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠা করা। ইসলামের সে পর্বে অনেক পরিবারে এ রকমও ঘটছিল যে, হয়ত পিতা-মাতা ইসলাম গ্রহণ করেছে কিন্তু সন্তানেরা গ্রহণ করেনি এবং তারা পিতা-মাতাকে তাদের ইসলাম গ্রহণের কারণে তিরস্কার করছে অথবা এর বিপরীতে সন্তান তো ইসলাম গ্রহণ করেছে, কিন্তু পিতা-মাতা কাফেরই রয়ে গেছে আর ইসলাম গ্রহণের কারণে তারা সন্তানের প্রতি কঠোর আচরণ করছে। এ সূরার ১৬ ও ১৭ নং আয়াতে এ জাতীয় পরিস্থিতির বর্ণনা রয়েছে এবং সেই প্রেক্ষাপটে সন্তানের উপর পিতা-মাতার হক যে কত বেশি তা উল্লেখ করতঃ তা আদায়ে যত্নবান থাকার জন্য সন্তানকে জোর তাকিদ করা হয়েছে।

তাছাড়া অতীতে যেসব জাতি কুফর ও নাফরমানীর পথ অবলম্বন করেছিল, তাদের করুণ পরিণতির কথা তুলে ধরা হয়েছে এবং সে প্রসঙ্গে বিশেষভাবে আদ জাতির বৃত্তান্ত উল্লেখ করা হয়েছে। আদ জাতি যে অঞ্চলে বাস করত, সেখানে বালুর বহু টিলা ছিল, যাকে আরবীতে 'আহকাফ' বলা হয়। তারই থেকে এ সূরাটির নাম রাখা হয়েছে সূরা আহকাফ।

৪৬ – সূরা আহকাফ – ৬৬

سُوْرَةُ الْاَحْقَافِ مَكِّيَّةٌ

মক্কী; ৩৫ আয়াত; ৪ রুকু

اٰيَاتُهَا ٣٥ رُكُوْعَاتُهَا ٤

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

حٰمٓ ۚ ①

১. হা-মীম।

تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ②

২. এ কিতাব নাযিল করা হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ হতে, যিনি পরাক্রমশালী, মহা হেকমতের অধিকারী।

مَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَمَّاۤ اُنْذِرُوْا مُعْرِضُوْنَ ③

৩. আমি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এ দু'য়ের মাঝের বস্তুসমূহ সৃষ্টি করিনি যথাযথ উদ্দেশ্য ও সুনির্দিষ্ট মেয়াদ ছাড়া। যারা কুফর অবলম্বন করেছে তারা তাদেরকে যে বিষয় সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে, তা থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছে।

قُلْ اَرَءَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَرُوْنِيْ مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمٰوٰتِ ؕ اِيْتُوْنِيْ بِكِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ هٰذَاۤ اَوْ اَثٰرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ④

৪. তুমি তাদেরকে বল, তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে ডাক, তাদের নিয়ে কি কখনও চিন্তা করেছ? আমাকে একটু দেখাও তো তারা পৃথিবীর কোন জিনিসটা সৃষ্টি করেছে? অথবা আকাশ-মণ্ডলীর (সৃজনের) মধ্যে তাদের কী কোন অংশ আছে? তোমরা এর পূর্বের কোন কিতাব বা জ্ঞানভিত্তিক কোন বর্ণনা থাকলে তা আমার সামনে নিয়ে এসো–[১] যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

---

১. এ আয়াতসমূহে বলা হয়েছে, নিজেদের শিরকী আকীদা-বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করার জন্য মুশরিকদের কাছে না কোন যুক্তিসিদ্ধ প্রমাণ আছে, না আছে বর্ণনা নির্ভর দলীল। তারা যে

৫. তার চেয়ে বড় পথভ্রষ্ট আর কে হতে পারে, যে আল্লাহকে ছেড়ে এমন কাউকে (অর্থাৎ মনগড়া দেবতাকে) ডাকে, যে কিয়ামত পর্যন্ত তার ডাকে সাড়া দিতে সক্ষম নয় এবং তাদের ডাক সম্পর্কে তাদের খবর পর্যন্ত নেই।

وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَّدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لَّا يَسْتَجِيْبُ لَهٗۤ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَآئِهِمْ غٰفِلُوْنَ ۝٥

৬. এবং মানুষকে হাশরের মাঠে যখন একত্র করা হবে, তখন তারা তাদের শত্রু হয়ে যাবে এবং তারা তাদের ইবাদতকেই অস্বীকার করবে।[২]

وَاِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوْا لَهُمْ اَعْدَآءً وَّكَانُوْا بِعِبَادَتِهِمْ كٰفِرِيْنَ ۝٦

মাবুদদের পূজা করে, তারা যে আল্লাহ তাআলার প্রভুত্বে কোনও রকমের অংশীদারিত্ব রাখে এর সপক্ষে তাদের কোনও যুক্তিই নেই। বর্ণনা নির্ভর দলীল দু'রকম হতে পারে। (ক) আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন কোন কিতাব থাকা, যাতে তাদের উপাস্যদেরকে আল্লাহ তাআলার প্রভুত্বের অংশীদার সাব্যস্ত করা হয়েছে। মুশরিকদেরকে বলা হচ্ছে, এমন কোন কিতাব থাকলে তা এনে দেখাও। (খ) বর্ণনা নির্ভর দলীলের দ্বিতীয় প্রকার হল, কোন নবীর পক্ষ হতে কোন উক্তি থাকা এবং সে উক্তির সপক্ষে জ্ঞানভিত্তিক কোন সনদ থাকা যে, বাস্তবিকই সেটা নবীর কথা। 'জ্ঞানভিত্তিক কোন বর্ণনা'– বলে এই দ্বিতীয় প্রকার দলীলের প্রতিই ইশারা করা হয়েছে। মোদ্দাকথা নিজেদের আকীদা-বিশ্বাসের সপক্ষে মুশরিকদের কাছে না আছে কোন আসমানী কিতাব আর না আছে কোন নবীর উক্তি, যা নির্ভরযোগ্যভাবে তাঁর উক্তি হিসেবে স্বীকৃত।

২. অর্থাৎ মুশরিকরা যাদের পূজা করে, আখেরাতে তারা সকলে ঘোষণা করবে, মুশরিকদের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই এবং তারা তাদের ইবাদত করত না। সূরা কাসাসেও (২৮ : ৬৩) একথা বর্ণিত হয়েছে। এর বিশদ এই যে, মুশরিক কয়েক রকমের হয়ে থাকে। (এক) এক শ্রেণীর মুশরিক কোন কোন ব্যক্তিকে মাবুদ বানিয়ে তাদের পূজা করে থাকে। অনেক সময় সেই সকল ব্যক্তির খবরও থাকে না যে, তাদের পূজা করা হচ্ছে। তাই তারা তাদের পূজা করার কথা অস্বীকার করবে। আর যাদের খবর আছে, তারা বলবে, প্রকৃতপক্ষে তারা আমাদের নয়; বরং নিজেদের খেয়াল-খুশীরই পূজা করত।

(দুই) কতক মুশরিক ফেরেশতাদের পূজা করত। তাদের সম্পর্কে সূরা সাবায় (৩৪ : ৪০, ৪১) বলা হয়েছে যে, যখন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন, তারা কি তোমাদের ইবাদত করত? তখন তারা বলবে, তারা তো জিন্ন ও শয়তানদের ইবাদত করত। কেননা তারাই তাদেরকে সে কাজে লিপ্ত করেছিল।

(তিন) তৃতীয় শ্রেণীর মুশরিক তারা, যারা মাটি-পাথরের প্রতিমার পূজা করে। কোন কোন বর্ণনায় আছে, আল্লাহ তাআলা সেই মুশরিকদেরকে দেখানোর জন্য প্রতিমাদেরকে

৭. যখন তাদের সামনে আমার আয়াতসমূহ সুস্পষ্টভাবে পড়া হয়, তখন কাফেরগণ তাদের কাছে সত্য পৌঁছে যাওয়ার পরও বলে, এটা তো পরিষ্কার যাদু।

وَ اِذَا تُتْلٰی عَلَیۡهِمۡ اٰیٰتُنَا بَیِّنٰتٍ قَالَ الَّذِیۡنَ كَفَرُوۡا لِلۡحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمۡ ۙ هٰذَا سِحۡرٌ مُّبِیۡنٌ ؕ﴿۷﴾

৮. তাদের কথা কি এই যে, নবী তা নিজের পক্ষ থেকে রচনা করেছে? বলে দাও, আমি যদি এটা নিজের পক্ষ হতে রচনা করে থাকি, তবে আল্লাহর ধরা হতে তোমরা আমাকে রক্ষা করতে পারবে না।[৩] তোমরা যেসব কথা বল, তা তিনি ভালোভাবে জানেন। আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হওয়ার জন্য তিনিই যথেষ্ট এবং তিনিই অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

اَمۡ یَقُوۡلُوۡنَ افۡتَرٰىهُ ؕ قُلۡ اِنِ افۡتَرَیۡتُهٗ فَلَا تَمۡلِكُوۡنَ لِیۡ مِنَ اللّٰهِ شَیۡئًا ؕ هُوَ اَعۡلَمُ بِمَا تُفِیۡضُوۡنَ فِیۡهِ ؕ كَفٰی بِهٖ شَهِیۡدًۢا بَیۡنِیۡ وَ بَیۡنَكُمۡ ؕ وَ هُوَ الۡغَفُوۡرُ الرَّحِیۡمُ ﴿۸﴾

৯. বল, আমি রাসূলগণের মধ্যে অভিনব নই। আমার জানা নেই আমার সঙ্গে কী আচরণ করা হবে এবং এটাও জানি না যে, তোমাদের সঙ্গে কী আচরণ করা হবে।[৪] আমি তো কেবল আমার

قُلۡ مَا كُنۡتُ بِدۡعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَ مَاۤ اَدۡرِیۡ مَا یُفۡعَلُ بِیۡ وَ لَا بِكُمۡ ؕ اِنۡ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا یُوۡحٰۤی اِلَیَّ

বাকশক্তি দান করবেন। দুনিয়ায় তারা যেহেতু নিষ্প্রাণ বস্তু, তাই বাস্তবিকই তাদের খবর থাকে না যে, তাদের পূজা করা হয়। তাই তারাও বলবে, তারা আমাদের ইবাদত করত না। এ বর্ণনা যদি প্রমাণিত না হয়, তবে তাদের একথা বলার অর্থ তারা তাদের অবস্থা দ্বারা বোঝাবে যে, আমরা তো নিষ্প্রাণ পাথর। কাজেই তারা যে আমাদের পূজা করত তার খবর আমাদের কি করে থাকবে (রূহুল মাআনী)।

৩. আল্লাহ তাআলার রীতি হল, কোন ব্যক্তি যদি মিথ্যা নবুওয়াতের দাবি করে এবং নিজের পক্ষ থেকে কোন কথা রচনা করে বলে, এটা আল্লাহর বাণী, তবে আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতেই তাকে লাঞ্ছিত করেন। তাই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আদেশ করা হয়েছে, আপনি বলুন, আমি যদি এ বাণী নিজে রচনা করে থাকি, তবে আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতেই আমাকে শাস্তি দান করবেন আর তাঁর শাস্তি হতে আমাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না।

৪. এ বাক্যটিকে পরের বাক্যের সাথে মিলিয়ে পড়া চাই। এতে বলা হচ্ছে, আমি এমন অভিনব রাসূল নই যে, আমার আগে কোন রাসূল আসেনি এবং আমি এ রকম অস্বাভাবিক দাবি

وَمَآ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ⑨

প্রতি যে ওহী নাযিল করা হয়, তারই অনুসরণ করি। আর আমি তো কেবল একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَكَفَرْتُمْ بِهٖ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْۢ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ عَلٰى مِثْلِهٖ فَاٰمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ⑩

১০. বল, আমাকে একটু বল তো, যদি এটা (অর্থাৎ কুরআন) আল্লাহর পক্ষ থেকে হয় আর তোমরা তাকে অস্বীকার কর। অন্যদিকে বনী ইসরাঈলের কোন সাক্ষী এ রকম বিষয়ের পক্ষে সাক্ষ্য দেয় এবং সে তার প্রতি ঈমানও আনে[৫] আর তোমরা নিজেদের অহমিকায় লিপ্ত থাক (তবে এটা কি মারাত্মক অবিচার হবে না?)। নিশ্চিতভাবে জেনে রেখ, আল্লাহ জালেম সম্প্রদায়কে হেদায়াতপ্রাপ্ত করেন না।

[১]

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُوْنَآ اِلَيْهِ ۭ وَاِذْ لَمْ يَهْتَدُوْا بِهٖ

১১. যারা কুফর অবলম্বন করেছে, তারা মুমিনদের সম্পর্কে বলে, এটা (ঈমান আনয়ন) যদি ভালো কিছু হত, তবে এরা এ ব্যাপারে আমাদের চেয়ে

করছি না যে, আমি আলেমুল গায়েব, অদৃশ্যের সবকিছু আমি জানি। আমি যা-কিছু পেয়েছি কেবল ওহীর মাধ্যমেই পেয়েছি। এমনকি ওহী ছাড়া ব্যক্তিগতভাবে আমার এটাও জানা সম্ভব নয় যে, দুনিয়া ও আখেরাতে আমার বা তোমাদের সাথে কি রকম ব্যবহার হবে।

৫. ভবিষ্যদ্বাণী করা হচ্ছে, ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের মধ্যে কিছু লোক কুরআন মাজীদের প্রতি ঈমান আনবে। যেমন পরবর্তীতে ইয়াহুদীদের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাযি.) ও খ্রিস্টানদের মধ্যে হযরত আদী ইবনে হাতিম (রাযি.) ও নাজ্জাশী (রহ.) ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তারা সাক্ষ্য দিয়েছিলেন, এ রকমই কিতাব হযরত মূসা আলাইহিস সালামের উপর নাযিল করা হয়েছিল এবং মৌলিক আকীদা-বিশ্বাসের দিক থেকে কুরআন মাজীদ তারই মত কিতাব। মক্কা মুকাররমার পৌত্তলিকদেরকে বলা হচ্ছে, পূর্বে যাদের আসমানী কিতাব ছিল তারা তো ঈমান আনার দিক থেকে তোমাদের সামনে চলে যাবে আর তোমরা আত্মাভিমান নিয়ে বসে থাকবে এটা কতই না জুলুমের কথা হবে।

فَسَيَقُوْلُوْنَ هٰذَآ اِفْكٌ قَدِيْمٌ ⑪

অগ্রগামী হতে পারত না[৬] এবং কাফেরগণ যখন এর দ্বারা নিজেরা হেদায়াত লাভ করল না, তখন তো এটাই বলবে যে, এটা সেই পুরানো দিনের মিথ্যা।

وَمِنْ قَبْلِهٖ كِتٰبُ مُوْسٰٓى اِمَامًا وَّ رَحْمَةً ؕ وَ هٰذَا كِتٰبٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا لِّيُنْذِرَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ۖ وَبُشْرٰى لِلْمُحْسِنِيْنَ ⑫

১২. এর আগে মূসার কিতাব এসেছে পথপ্রদর্শক ও রহমত হয়ে। আর এটা (অর্থাৎ কুরআন) আরবী ভাষার, যা তাকে সত্য বলে সাক্ষ্য দেয়,[৭] যাতে এটা জালেমদেরকে সতর্ক করে এবং সৎকর্মশীলদের জন্য হয় সুসংবাদ।

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۚ ⑬

১৩. নিশ্চয়ই যারা বলেছে, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ, তারপর এতে অবিচল থেকেছে,[৮] তাদের কোন ভয় দেখা দেবে না এবং তারা দুঃখিতও হবে না।

اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ⑭

১৪. তারা হবে জান্নাতবাসী। সেখানে তারা থাকবে সর্বদা। এটা তারা যে আমল করত তার প্রতিদান।

---

৬. এটা হল কাফেরদের অহমিকা। তারা মনে করত, ভালো যা-কিছু সব আমাদের মধ্যেই আছে আর যারা ঈমান এনেছে আমাদের সামনে তাদের কোন মর্যাদা নেই। কাজেই ইসলাম কোন ভালো জিনিস হলে আমরা আগে গ্রহণ করতাম। তারা আমাদেরকে পেছনে ফেলতে পারত না।

৭. কুরআন আরবী ভাষায় হওয়ার কথাটা বিশেষভাবে উল্লেখ করার দ্বারা ইশারা করা হয়েছে যে, পূর্বে আরবী ভাষায় কোন কিতাব অবতীর্ণ হয়নি এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরবী ছাড়া অন্য কোন ভাষা জানতেন না। তা সত্ত্বেও তিনি আরবী ভাষায় পূর্ববর্তী এমন সব কিতাবের কথা বর্ণনা করছেন, যা জানার জন্য ওহী ছাড়া তাঁর আর কোন মাধ্যম ছিল না। এটাই প্রমাণ যে, তাঁর উপর ওহী নাযিল হয়।

৮. 'আমার প্রতিপালক আল্লাহ'– একথার উপর অবিচলিত থাকার অর্থ মৃত্যু পর্যন্ত ঈমানের উপর থাকা এবং তার দাবি অনুযায়ী জীবন যাপন করা।

وَ وَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسٰنًا ؕ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ كُرْهًا وَّوَضَعَتْهُ كُرْهًا ؕ وَحَمْلُهٗ وَفِصٰلُهٗ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا ؕ حَتّٰۤى اِذَا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَبَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً ۙ قَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِيْۤ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْۤ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلٰى وَالِدَيَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىهُ وَاَصْلِحْ لِيْ فِيْ ذُرِّيَّتِيْ ؕ اِنِّيْ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاِنِّيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ⑮

১৫. আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করার হুকুম দিয়েছি।[৯] তার মা তাকে অতি কষ্টের সাথে (গর্ভে) ধারণ করেছে এবং অতি কষ্টে তাকে প্রসব করেছে। তাকে (গর্ভে) ধারণ ও দুধ ছাড়ানোর মেয়াদ হয় ত্রিশ মাস।[১০] অবশেষে সে যখন তাঁর পূর্ণ সক্ষমতায় পৌঁছে এবং চল্লিশ বছর বয়সে উপনীত হয়, তখন বলে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে তাওফীক দান করুন, যেন আপনি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে যে নেয়ামত দিয়েছেন তার শোকর আদায় করতে পারি এবং এমন সৎকর্ম করতে পারি, যাতে আপনি খুশী হন এবং আমার জন্য আমার সন্তানদেরকেও (সেই) যোগ্যতা দান করুন। আমি আপনার কাছে তাওবা করছি এবং আমি আনুগত্য প্রকাশ-কারীদের অন্তর্ভুক্ত।[১১]

---

৯. ঈমানের উপর অবিচলিত থাকার একটা দাবি এইও যে, মানুষ তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে। তাছাড়া সূরার পরিচিতিতে যেমন বলা হয়েছে, কোন কোন পরিবারে পুত্র ইসলাম গ্রহণ করেছিল, কিন্তু পিতা-মাতা ছিল কাফের, সেক্ষেত্রে প্রশ্ন দেখা দিত, সেই কাফের পিতা-মাতার সাথে কি রকম আচরণ করা হবে? এ আয়াতে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার অনুগ্রহ বিপুল। তাই সর্বদা তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে। তবে আকীদা-বিশ্বাসে কখনও তাদের অনুসরণ করা যাবে না এবং কোন গোনাহের ব্যাপারেও তাদের কথা মানা উচিত হবে না। সূরা আনকাবুতে (২৯ : ৮) এ বিষয়টা পুরোপুরি স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।

১০. মানব শিশুর জীবিত জন্মগ্রহণের সর্বনিম্ন মেয়াদ হল ছয় মাস আর দুধ পান করানোর সর্বোচ্চ মেয়াদ দু' বছর। এভাবে ত্রিশ মাস বা আড়াই বছর কাল শিশুর জন্য মা'কে অতিরিক্ত কষ্ট করতে হয়।

১১. কোন কোন রেওয়ায়েত দ্বারা জানা যায়, এ আয়াতের ইশারা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর প্রতি। কেননা এরূপ করেছিলেন তিনিই।

أُولَٰٓئِكَ الَّذِيْنَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا
وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّاٰتِهِمْ فِيْٓ أَصْحٰبِ الْجَنَّةِ ؕ وَعْدَ
الصِّدْقِ الَّذِيْ كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ ﴿١٦﴾

১৬. এরাই তারা, আমি যাদের উৎকৃষ্ট কাজসমূহ কবুল করব এবং তাদের মন্দ কাজসমূহ ক্ষমা করব। ফলে তারা জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হবে, তাদেরকে যে সত্য প্রতিশ্রুতি দেওয়া হত তার বদৌলতে।

وَالَّذِيْ قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَّكُمَآ أَتَعِدٰنِنِيْٓ
أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُوْنُ مِنْ قَبْلِيْ ۚ
وَهُمَا يَسْتَغِيْثٰنِ اللّٰهَ وَيْلَكَ اٰمِنْ ۗ إِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ
حَقٌّ ۚ فَيَقُوْلُ مَا هٰذَآ إِلَّآ أَسَاطِيْرُ الْأَوَّلِيْنَ ﴿١٧﴾

১৭. অপর এক ব্যক্তি এমন, যে তার পিতা-মাতাকে বলল, আফসোস তোমাদের প্রতি! তোমরা কি আমাকে এই প্রতিশ্রুতি দাও যে, আমাকে জীবিত করে কবর থেকে ওঠানো হবে, অথচ আমার আগে বহু মানবগোষ্ঠী গত হয়েছে? পিতা-মাতা আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে (এবং পুত্রকে বলে,) আফসোস তোর প্রতি! ঈমান আন। নিশ্চয়ই আল্লাহর ওয়াদা সত্য। তখন সে বলে, প্রকৃতপক্ষে এসব পূর্ববর্তীদের থেকে বর্ণিত হয়ে আসা উপকথা ছাড়া কিছুই নয়।

أُولَٰٓئِكَ الَّذِيْنَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِيْٓ أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ
مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ ؕ إِنَّهُمْ كَانُوْا
خٰسِرِيْنَ ﴿١٨﴾

১৮. এরাই তারা, যাদের সম্পর্কে তাদের পূর্বে গত জিন্ন ও মানব জাতিসমূহের মত (শাস্তির) বাণী চূড়ান্ত হয়ে গেছে। প্রকৃতপক্ষে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

وَلِكُلٍّ دَرَجٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوْا ۚ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ
وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿١٩﴾

১৯. আপন কৃতকর্মের কারণে প্রত্যেক (দল)-এর রয়েছে বিভিন্ন স্তর এবং তা এই জন্য যে, আল্লাহ তাদেরকে তাদের কর্মের পুরোপুরি প্রতিফল দেবেন এবং তাদের প্রতি কোন জুলুম করা হবে না।

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَلَى النَّارِ ؕ اَذْهَبْتُمْ طَيِّبٰتِكُمْ فِيْ حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا ۚ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُوْنَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُوْنَ ﴿٢٠﴾

২০. এবং সেই দিনকে স্মরণ রেখ, যে দিন কাফেরদেরকে আগুনের সামনে পেশ করা হবে (এবং বলা হবে,) তোমরা নিজেদের অংশের উৎকৃষ্ট জিনিসসমূহ পার্থিব জীবনে (ভোগ করে) নিঃশেষ করে ফেলেছ[১২] এবং তা বেজায় ভোগ করেছ। সুতরাং আজ বিনিময়রূপে তোমরা পাবে লাঞ্ছনাকর শাস্তি, যেহেতু তোমরা পৃথিবীতে নাহক গৌরব করতে এবং যেহেতু তোমরা নাফরমানিতে অভ্যস্ত ছিলে।

[২]

وَاذْكُرْ اَخَا عَادٍ ؕ اِذْ اَنْذَرَ قَوْمَهٗ بِالْاَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖۤ اَلَّا تَعْبُدُوْۤا اِلَّا اللّٰهَ ؕ اِنِّيْۤ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿٢١﴾

২১. এবং আদ জাতির ভাই (হযরত হুদ আলাইহিস সালাম)-এর বৃত্তান্ত উল্লেখ কর, যখন সে তার সম্প্রদায়কে আঁকা-বাঁকা টিলাময় ভূমিতে[১৩] সতর্ক করেছিল এবং এ রকম সতর্ককারী গত হয়েছিল তার আগেও এবং তার পরেও– (সে তাদেরকে বলেছিল) যে, আল্লাহ ছাড়া কারও ইবাদত করো না। আমি তোমাদের জন্য ভয় করছি এক মহা দিবসের শাস্তির।

---

১২. অর্থাৎ দুনিয়ায় তোমরা কিছু ভালো কাজ করে থাকলেও আমি দুনিয়াতেই তোমাদেরকে তার বদলা দিয়ে দিয়েছিলাম। ফলে তোমরা সেখানে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ভেতর জীবন কাটিয়েছ এবং ভোগ-বিলাসে মত্ত থেকে নিজেদের প্রাপ্য অংশ দুনিয়াতেই নিঃশেষ করে ফেলেছ।

১৩. أحقاف শব্দটি حقف-এর বহুবচন, দীর্ঘ বঙ্কিম টিলা শ্রেণীকে أحقاف বলে। আদ জাতি যে অঞ্চলে বাস করত, সেখানে এ রকমের বহু টিলা ছিল। কারও মতে আহকাফ সেই অঞ্চলটিরই নাম। এটা ইয়ামেনে অবস্থিত। বর্তমানে সেখানে কোন লোকবসতি নেই। আদ জাতির কাছে হযরত হুদ আলাইহিস সালামকে নবী করে পাঠানো হয়েছিল। [কিন্তু তারা তাঁর প্রতি ঈমান আনেনি। ফলে তাদের যে পরিণাম হয়েছিল সেটাই এ আয়াত-সমূহে বিবৃত হয়েছে –অনুবাদক]। এ জাতির পরিচয় পূর্বে সূরা আরাফের (৭ : ৬৫) টীকায় গত হয়েছে।

২২. তারা বলল, তুমি কি আমাদের কাছে এজন্যই এসেছ যে, আমাদেরকে আমাদের উপাস্যদের থেকে বিমুখ করে দেবে? আচ্ছা তুমি যদি সত্যবাদী হও, তবে আমাদেরকে যে শাস্তির ভয় দেখাচ্ছ তা নিয়ে এসো।

قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا لِتَاْفِكَنَا عَنْ اٰلِهَتِنَا ۚ فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٢٢﴾

২৩. সে বলল, (সে আযাব কখন আসবে এর) যথাযথ জ্ঞান তো আল্লাহরই কাছে। আমাকে যে বার্তা দিয়ে পাঠানো হয়েছে আমি তো তোমাদের কাছে তাই পৌঁছাচ্ছি। তবে আমি দেখছি তোমরা এক অজ্ঞ সম্প্রদায়ের মত কথাবার্তা বলছ।

قَالَ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ ۖ وَاُبَلِّغُكُمْ مَّآ اُرْسِلْتُ بِهٖ وَلٰكِنِّيْٓ اَرٰىكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ ﴿٢٣﴾

২৪. অতঃপর তারা যখন তাকে (অর্থাৎ আযাবকে) একটি মেঘখণ্ড রূপে তাদের উপত্যকার দিকে এগিয়ে আসতে দেখল, তখন তারা বলল, এটা মেঘ, যা আমাদেরকে বৃষ্টি দেবে।' না, বরং এটাই সেই জিনিস, যার জন্য তোমরা তাড়াহুড়া করছিলে, এক ঝড়ো হাওয়া, যার মধ্যে আছে যন্ত্রণাময় শাস্তি।

فَلَمَّا رَاَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ اَوْدِيَتِهِمْ ۙ قَالُوْا هٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا ۭ بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهٖ ۭ رِيْحٌ فِيْهَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۙ﴿٢٤﴾

২৫. যা তার প্রতিপালকের হুকুমে সবকিছু তছনছ করে ফেলবে। মোটকথা তাদের অবস্থা হয়ে গেল এই যে, তাদের আবাসস্থল ছাড়া কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। এমন অপরাধীদেরকে আমি এ রকমই শাস্তি দিয়ে থাকি।

تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍۢ بِاَمْرِ رَبِّهَا فَاَصْبَحُوْا لَا يُرٰٓى اِلَّا مَسٰكِنُهُمْ ۭ كَذٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿٢٥﴾

وَلَقَدْ مَكَّنّٰهُمْ فِيْمَآ اِنْ مَّكَّنّٰكُمْ فِيْهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَّاَبْصَارًا وَّاَفْـِٕدَةً ۖ فَمَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَآ اَبْصَارُهُمْ وَلَآ اَفْـِٕدَتُهُمْ مِّنْ شَيْءٍ اِذْ كَانُوْا يَجْحَدُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝٢٦

২৬. এবং (হে আরববাসী!) আমি তাদেরকে এমন বিষয়ে ক্ষমতা দিয়েছিলাম, যার ক্ষমতা তোমাদেরকে দেইনি এবং আমি তাদেরকে কান, চোখ ও হৃদয় সবকিছুই দিয়েছিলাম, কিন্তু না তাদের কান ও চোখ তাদের কোন উপকারে আসল আর না তাদের হৃদয়, যেহেতু তারা আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করত। আর তারা যে জিনিস নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত, তাই তাদেরকে পরিবেষ্টন করল।

[৩]

وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِّنَ الْقُرٰى وَصَرَّفْنَا الْاٰيٰتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ۝٢٧

২৭. আমি তোমাদের আশপাশের অন্যান্য জনপদকেও ধ্বংস করেছি।[১৪] আমি বিভিন্ন রকমের নিদর্শন (তাদের) সামনে এনেছিলাম, যাতে তারা ফিরে আসে।

فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ قُرْبَانًا اٰلِهَةً ؕ بَلْ ضَلُّوْا عَنْهُمْ ۚ وَذٰلِكَ اِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ۝٢٨

২৮. তারা আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের উদ্দেশ্যে আল্লাহ ছাড়া যেসব জিনিসকে মাবুদরূপে গ্রহণ করেছিল, তারা তাদের সাহায্য করল না কেন? বরং তারা সব তাদের থেকে অন্তর্হিত হয়ে গেল। বস্তুত এটা ছিল তাদের মিথ্যা ও অপবাদ, যা তারা রচনা করেছিল।

---

১৪. এর দ্বারা ছামূদ জাতি ও হযরত লূত আলাইহিস সালামের কওম যেসব এলাকায় বাস করত তার প্রতি ইশারা করা হয়েছে। শামের যাতায়াতকালে সেসব জনপদ আরববাসীর পথে পড়ত।

وَإِذْ صَرَفْنَآ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْاٰنَ ۚ فَلَمَّا حَضَرُوْهُ قَالُوْٓا أَنْصِتُوْا ۚ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلٰى قَوْمِهِمْ مُّنْذِرِيْنَ ﴿٢٩﴾

২৯. এবং (হে রাসূল!) স্মরণ কর, যখন আমি এক দল জিন্নকে কুরআন শোনার জন্য তোমার অভিমুখী করে দিয়েছিলাম।[১৫] যখন তারা সেখানে পৌঁছল, (একে অন্যকে) বলল, চুপ কর। তা পড়া হয়ে গেলে তারা আপন সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গেল সতর্ককারীরূপে।

قَالُوْا يٰقَوْمَنَآ إِنَّا سَمِعْنَا كِتٰبًا أُنْزِلَ مِنْۢ بَعْدِ مُوْسٰى مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِيْٓ إِلَى الْحَقِّ وَإِلٰى طَرِيْقٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٣٠﴾

৩০. তারা বলল, হে আমাদের কওম! নিশ্চিতভাবে জেনে রেখ, আমরা এমন এক কিতাব (-এর পাঠ) শুনেছি, যা মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর পর অবতীর্ণ হয়েছে, যা তার পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সমর্থন করে, পথ-নির্দেশ করে সত্যের ও সরল পথের।

---

১৫. আল্লাহ তাআলা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিন্ন জাতির কাছেও নবী করে পাঠিয়েছিলেন। তিনি যখন দাওয়াতের উদ্দেশ্যে তায়েফ গমন করেন, তারপর তাদের থেকে সাড়া না পেয়ে, উপরন্তু তাদের পক্ষ হতে বর্ণনাতীত নিপীড়নের শিকার হয়ে মক্কা মুকাররমার উদ্দেশে ফেরত রওয়ানা হন, তখন পথিমধ্যে নাখলা নামক স্থানে এ ঘটনা ঘটেছিল। তিনি নাখলায় বিশ্রামের জন্য থেমেছিলেন। সেখানে যখন ফজরের নামাযে কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত করছিলেন,তখন সেখান দিয়ে একদল জিন্ন কোথাও যাচ্ছিল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তেলাওয়াত শুনে তারা সেখানে থেমে গেল এবং মন দিয়ে শোনার জন্য একে অন্যকে চুপ থাকতে বলল। একে কুরআন মাজীদের আবেদনপূর্ণ বাণী, আবার মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কণ্ঠে তার তেলাওয়াত। সুতরাং জিন্নদের দলটি তাতে গভীরভাবে প্রভাবিত হল। এমনকি তারা নিজ সম্প্রদায়ের কাছেও এর দাওয়াত নিয়ে গেল। তাদের সে দাওয়াতে কাজও হল। বিভিন্ন সময়ে তাদের কয়েকটি প্রতিনিধি দল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাত করেছিল। তিনি তাদের মধ্যে তাবলীগ ও তালীমের দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছিলেন। যে সকল রাতে জিন্নদের সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়েছিল, তার প্রত্যেকটিকে 'লাইলাতুল জিন্ন' বা জিন্নদের সাথে সাক্ষাতের রাত বলে। তার মধ্যে এক রাতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.)-ও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলেন। জিন্নদের ইসলাম গ্রহণের বৃত্তান্ত সূরা জিনে বিস্তারিতভাবে আসবে ইনশাআল্লাহ তাআলা।

৩১. হে আমাদের কওম! আল্লাহর পথে আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দাও ও তার প্রতি ঈমান আন। আল্লাহ তোমাদের গোনাহসমূহ ক্ষমা করে দেবেন এবং তোমাদেরকে রক্ষা করবেন এক যন্ত্রণাময় শাস্তি থেকে।

يٰقَوْمَنَآ اَجِيْبُوْا دَاعِيَ اللّٰهِ وَ اٰمِنُوْا بِهٖ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٣١﴾

৩২. যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দেবে না, সে পৃথিবীর কোথাও গিয়ে আল্লাহকে অক্ষম করতে পারবে না এবং আল্লাহ ছাড়া সে কোনও রকমের অভিভাবকও পাবে না। এরূপ লোক সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত।

وَمَنْ لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللّٰهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْاَرْضِ وَلَيْسَ لَهٗ مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءُ ؕ اُولٰٓئِكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٣٢﴾

৩৩. তারা কি অনুধাবন করেনি যে, যেই আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং এসবের সৃজনে তাঁর বিন্দুমাত্র ক্লান্তি দেখা দেয়নি, তিনি নিঃসন্দেহে মৃতদেরকে জীবিত করতে সক্ষম? কেনইবা হবেন না? নিশ্চয়ই তিনি সর্ববিষয়ে শক্তিমান।

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى اَنْ يُّحْيِۦَ الْمَوْتٰى ؕ بَلٰٓى اِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٣٣﴾

৩৪. যে দিন কাফেরদেরকে আগুনের সামনে উপস্থিত করা হবে, (সে দিন তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে,) এটা (অর্থাৎ জাহান্নাম) কি সত্য নয়? তারা বলবে, আমাদের প্রতিপালকের শপথ! এটা বাস্তবিকই সত্য। আল্লাহ বলবেন, তাহলে তোমরা যে কুফর অবলম্বন করেছিলে তার বিনিময়ে শাস্তি ভোগ কর

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَلَى النَّارِ ؕ اَلَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ ؕ قَالُوْا بَلٰى وَرَبِّنَا ؕ قَالَ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ﴿٣٤﴾

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ ۚ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ ۚ بَلَاغٌ ۚ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٣٥﴾

৩৫. সুতরাং (হে রাসূল!) তুমি সবর অবলম্বন কর, যেমন সবর অবলম্বন করেছিল দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ এবং তুমি তাদের (অর্থাৎ কাফেরদের) বিষয়ে তাড়াহুড়া করো না। তাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হচ্ছে, তা যে দিন তারা দেখবে, সে দিন (তাদের মনে হবে) তারা যেন (দুনিয়ায়) দিনের এক মুহূর্তের বেশি অবস্থান করেনি।[১৬] এটাই সেই বার্তা, যা পৌঁছিয়ে দেওয়া হল। অতঃপর ধ্বংস তো হবে কেবল এমন সব লোক, যারা অবাধ্য।

---

১৬. অর্থাৎ আখেরাতে কাফেরগণ যখন সেই শাস্তির সম্মুখীন হবে, যে সম্পর্কে তাদের বারবার সাবধান করা হয়েছিল, তখন তার বিভীষিকা দেখে তারা হতবিহ্বল হয়ে পড়বে এবং দুনিয়ার গোটা জীবন তাদের কাছে অতি সংক্ষিপ্ত মনে হবে, যেন তা এক দিনের ভগ্নাংশ মাত্র।

আলহামদুলিল্লাহ! সূরা আহকাফের তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল আজ রোববার ২৪ শে মুহাররম ১৪২৯ হিজরী মোতাবেক ৩ রা ফেব্রুয়ারী ২০০৮ খ্রি., করাচি (অনুবাদ শেষ হল আজ ১৪ ই যুলহিজ্জা ১৪৩১ হিজরী মোতাবেক ২১ শে নভেম্বর ২০১০ খ্রি., রোববার)। আল্লাহ তাআলা এ খেদমতটুকু নিজ ফযল ও করমে কবুল করে নিন, মানুষের জন্য একে উপকারী বানিয়ে দিন এবং বাকি সূরাগুলোর কাজও আপন পছন্দ অনুযায়ী শেষ করার তাওফীক দান করুন।

৪৭

সূরা মুহাম্মাদ

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

সূরা মুহাম্মাদ

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

পরিচিতি

এ সূরাটি নাযিল হয়েছে মাদানী জীবনের শুরুর দিকে; অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে বদর যুদ্ধের পর। এটা সেই সময়ের কথা, যখন আরবের কাফেরগণ মদীনা মুনাওয়ারার উদীয়মান রাষ্ট্রটিকে যে-কোনও উপায়ে ধুলিস্মাৎ করে দিতে সচেষ্ট ছিল। তারা এক চূড়ান্ত আক্রমণেরও প্রস্তুতি নিচ্ছিল। সেই প্রেক্ষাপটে এ সূরায় মৌলিকভাবে জিহাদ সংক্রান্ত বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে এবং যারা আল্লাহ তাআলার দ্বীনকে সমুন্নত রাখার জন্য জিহাদ করে তাদের ফযীলত তুলে ধরা হয়েছে। মদীনা মুনাওয়ারায় বেশ কিছু মুনাফেকও বাস করত, যারা মুখে নিজেদেরকে মুসলিম বলে দাবি করত, কিন্তু তাদের অন্তর ছিল কুফরে ভরা। তারা যেহেতু ছিল ভীরু ও কপট প্রকৃতির, তাই তাদের সামনে জিহাদ ও সংগ্রামের কথা বলা হলে নানা অজুহাতে তা থেকে পাশ কাটানোর চেষ্টা করত। তাই এ সূরায় তাদের নিন্দা করা হয়েছে এবং মুনাফেকীর কঠিন পরিণতি সম্পর্কে তাদেরকে সাবধান করা হয়েছে। তাছাড়া এ সূরায় আছে যুদ্ধবন্দী সংক্রান্ত বিধান। সূরাটির দ্বিতীয় আয়াতেই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরকতময় নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তাই এর নাম 'সূরা মুহাম্মাদ'। যুদ্ধ-বিগ্রহ সংক্রান্ত বিধানাবলী বর্ণিত হওয়ায় একে 'সূরা কিতাল' -ও বলা হয়। কিতাল মানে 'যুদ্ধ'।

৪৭ – সূরা মুহাম্মাদ – ৯৫

سُوْرَةُ مُحَمَّدٍ مَّدَنِيَّةٌ

মাদানী; ৩৮ আয়াত; ৪ রুকু

اٰيَاتُهَا ٣٨ رُكُوْعَاتُهَا ٤

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ ①

১. যারা কুফর অবলম্বন করেছে এবং অন্যদেরকে আল্লাহর পথে বাধা দান করেছে, আল্লাহ তাদের কর্ম নিষ্ফল করে দিয়েছেন।[১]

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاٰمَنُوْا بِمَا نُزِّلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۙ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَاَصْلَحَ بَالَهُمْ ②

২. আর যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি যা-কিছু অবতীর্ণ হয়েছে– আর সেটাই তো তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে আগত সত্য– তা আন্তরিকভাবে মেনে নিয়েছে, আল্লাহ তাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং তাদের অবস্থা সংশোধন করে দিয়েছেন।

ذٰلِكَ بِاَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَاَنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَّبِّهِمْ ؕ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ اَمْثَالَهُمْ ③

৩. এটা এইজন্য যে, যারা কুফর অবলম্বন করেছে, তারা মিথ্যার অনুগামী হয়েছে এবং যারা ঈমান এনেছে, তারা সত্যের অনুসরণ করেছে, যা তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে এসেছে। এভাবেই আল্লাহ মানুষকে তাদের অবস্থাদি সম্পর্কে অবহিত করেন।

---

১. কাফেরগণ দুনিয়ায় যেসব ভালো কাজ করে, যেমন গরীব-দুঃখীর সাহায্য, আর্তের সেবা ইত্যাদি, এর প্রতিদান আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ইহকালেই দিয়ে দেন। আখেরাতে তারা কিছুই পাবে না। কেননা আখেরাতের পুরস্কার পাওয়ার জন্য ঈমান শর্ত। তাই আখেরাতের হিসেবে তাদের কর্ম সম্পূর্ণ নিষ্ফল হয়ে যায়।

فَاِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَضَرْبَ الرِّقَابِ ۭ حَتّٰٓى اِذَآ اَثْخَنْتُمُوْهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ ۙ فَاِمَّا مَنًّۢا بَعْدُ وَاِمَّا فِدَاۗءً حَتّٰى تَضَعَ الْحَرْبُ اَوْزَارَهَا ڬ ۛ ذٰلِكَ ۭ

৪. যারা কুফর অবলম্বন করেছে, তাদের সাথে যখন তোমাদের মুকাবেলা হয়, তখন তাদের গর্দানে আঘাত করবে। অবশেষে তোমরা যখন তাদের শক্তি চূর্ণ করবে, তখন তাদেরকে শক্তভাবে গ্রেফতার করবে। তারপর চাইলে (তাদেরকে) মুক্তি দেবে অনুকম্পা দেখিয়ে অথবা মুক্তিপণ নিয়ে।[২]

---

২. বদরের যুদ্ধে কাফেরদের সত্তরজন লোক বন্দী হয়েছিল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শক্রমে তাদেরকে মুক্তিপণের বিনিময়ে ছেড়ে দিয়েছিলেন। এটা আল্লাহ তাআলার পছন্দ ছিল না, যে কারণে সূরা আনফালে (৮ : ২২-২৩) ইরশাদ হয়েছিল, কাফেরদের শক্তি যতক্ষণ সম্পূর্ণরূপে চূর্ণ না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত মুক্তিপণের বিনিময়েও তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া সঠিক ব্যবস্থা নয়। কেননা এ অবস্থায় শত্রুদের ছেড়ে দিলে, তাদেরকে আরও বেশি শক্তি সঞ্চয়ের সুযোগ দেওয়া হয়। সূরা আনফালের সে আয়াতসমূহ দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার অবকাশ ছিল যে, ভবিষ্যতেও বোধ হয় যুদ্ধবন্দীদেরকে মুক্তি দেওয়া জায়েয হবে না। তাই এ আয়াতে বিষয়টা পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে। বোঝানো হচ্ছে যে, তখনকার পরিস্থিতি বন্দী মুক্তির অনুকূল ছিল না, যেহেতু তখনও পর্যন্ত তাদের শক্তি ভালোভাবে চূর্ণ হয়নি। আর সে কারণেই মুক্তিপণের বিনিময়ে তাদেরকে ছেড়ে দেওয়ায় আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছিল। কিন্তু এখন যেহেতু তাদেরকে বেশ পর্যুদস্ত করা হয়েছে, তাই তাদেরকে মুক্তি দানে কোন ক্ষতি নেই।

এখন মুসলিম শাসকের পক্ষে দুটো পন্থার যে-কোনওটিই অবলম্বন করা জায়েয। চাইলে কোন রকম মুক্তিপণ ছাড়াই সম্পূর্ণ অনুকম্পার ভিত্তিতে তাদেরকে ছেড়ে দেবে অথবা মুক্তিপণের বিনিময়ে ছেড়ে দেবে। সুতরাং এ আয়াতের আলোকে ইসলামী সরকার চার কিসিমের এখতিয়ার সংরক্ষণ করে। (এক) বন্দীদেরকে বিনা মুক্তিপণে ছেড়ে দিয়ে তাদের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করা। (দুই) মুক্তিপণের বিনিময়ে ছেড়ে দেওয়া। বন্দী বিনিময়ও এর অন্তর্ভুক্ত। (তিন) তাদেরকে জীবিত ছেড়ে দেওয়ার ভেতর যদি এই আশঙ্কা থাকে যে, তারা মুসলিমদের জন্য বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে, তবে তাদেরকে হত্যা করারও অবকাশ আছে, যেমন সূরা আনফালে (৮ : ২২-২৩) বলা হয়েছে। (চার) যদি তাদের অবস্থা দেখে মনে হয়, জীবিত রাখা হলে তারা মুসলিমদের জন্য বিপজ্জনক হবে না; বরং তারা মুসলিমদের পক্ষে অনেক উপকারী হবে এবং তারা বিভিন্ন রকমের সেবা দান করতে পারবে, তবে তাদেরকে গোলাম বানিয়ে রাখা যাবে আর সেক্ষেত্রে ইসলাম তাদের প্রতি যে সদাচরণের হুকুম দিয়েছে তা পুরোপুরি রক্ষা করে তাদেরকে ভ্রাতৃত্বের মর্যাদা দান করতে হবে।

وَلَوْ يَشَآءُ اللّٰهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ ۙ وَلٰكِنْ لِّيَبْلُوَاْ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ ؕ وَالَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَلَنْ يُّضِلَّ اَعْمَالَهُمْ ﴿۴﴾

তোমাদের প্রতি এটাই নির্দেশ, যাবৎ না যুদ্ধ তার অস্ত্র রেখে দেয়[৩] (অর্থাৎ শেষ হয়ে যায়)। আল্লাহ চাইলে নিজেই তাদেরকে শাস্তি দিতেন, কিন্তু (তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিচ্ছেন এজন্য যে,) তিনি তোমাদের একজনকে অপরের দ্বারা পরীক্ষা করতে চান।[৪] আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে, আল্লাহ কখনই তাদের কর্ম নিষ্ফল করবেন না।[৫]

سَيَهْدِيْهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ﴿۵﴾

৫. তিনি তাদেরকে গন্তব্যে পৌঁছিয়ে দেবেন এবং তাদের অবস্থা শুধরে দেবেন।

উপরিউক্ত চার পন্থার কোনওটিই বাধ্যতামূলক নয়; বরং ইসলামী রাষ্ট্রের অবস্থা অনুযায়ী সরকার যে-কোনও পন্থা অবলম্বন করতে পারে। তবে এ এখতিয়ার সেই সময়ই প্রযোজ্য, যখন যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে শত্রুপক্ষের সাথে কোনও রকম চুক্তি না থাকে। চুক্তি থাকলে সে অনুযায়ী কাজ করা অপরিহার্য। বর্তমানকালে আন্তর্জাতিকভাবে অধিকাংশ রাষ্ট্র এই চুক্তিতে আবদ্ধ রয়েছে যে, তারা যুদ্ধবন্দীকে হত্যা করতে বা দাস বানাতে পারবে না। যেসব রাষ্ট্র এ চুক্তিতে শরীক আছে, তারা যত দিন শরীক থাকবে তাদের জন্য শরীয়তের দৃষ্টিতেও এর অনুসরণ করা অপরিহার্য।

৩. অর্থাৎ অমুসলিমকে হত্যা বা বন্দী করা জায়েয কেবল যুদ্ধাবস্থায়। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর যখন উভয় পক্ষে শান্তিচুক্তি স্থাপিত হয়ে যাবে, তখন আর কাউকে হত্যা বা বন্দী করা জায়েয হবে না।

৪. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তাদের উপর কোন আযাব নাযিল করে সরাসরিও তাদেরকে ধ্বংস করে দিতে পারতেন, কিন্তু তা না করে যে তোমাদের উপর জিহাদের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, তার উদ্দেশ্য ছিল তোমাদেরকে পরীক্ষা করা। তিনি দেখতে চান দ্বীনের জন্য তোমরা জান-মালের কুরবানী কতটুকু দাও এবং যে-কোনও পরিস্থিতিতে অবিচলিত থেকে কতবড় ঝুঁকি গ্রহণে প্রস্তুত থাক। সেই সঙ্গে কাফেরদেরকেও পরীক্ষা করতে চান যে, তারা আল্লাহর সাহায্য দেখে দ্বীনের প্রতি আকৃষ্ট হয়, না কুফরকেই আকড়ে ধরে রাখে।

৫. যারা যুদ্ধে শহীদ হয়ে যায়, তাদের সম্পর্কে কারও ধারণা হতে পারে, তারা যেহেতু জয়লাভের আগেই ইহলোক ত্যাগ করেছে, তাই তারা বুঝি ব্যর্থ হয়ে গেছে এবং তাদের শ্রম পণ্ড হয়ে গেছে। তাই এ আয়াত পরিষ্কার করে দিয়েছে যে, তারা ব্যর্থ হয়নি। দ্বীনের পথে যেহেতু তারা কুরবানী দিয়েছে, তাই তারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। সুতরাং আল্লাহ তাআলা তাদের শ্রমকে নিষ্ফল করবেন না, বরং তাদেরকে তাদের আসল ঠিকানা জান্নাতে পৌঁছিয়ে দেবেন।

وَيُدۡخِلُهُمُ الۡجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمۡ ﴿٦﴾

৬. তাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যা তাদেরকে ভালোভাবে চিনিয়ে দিয়েছিলেন[৬]

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡۤا اِنۡ تَنۡصُرُوا اللّٰهَ يَنۡصُرۡكُمۡ وَيُثَبِّتۡ اَقۡدَامَكُمۡ ﴿٧﴾

৭. হে মুমিনগণ! তোমরা যদি আল্লাহ (তাআলার দ্বীন)-এর সাহায্য কর, তবে তিনি তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের কদম অবিচলিত রাখবেন।

وَالَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا فَتَعۡسًا لَّهُمۡ وَاَضَلَّ اَعۡمَالَهُمۡ ﴿٨﴾

৮. আর যারা কুফর অবলম্বন করেছে তাদের জন্য আছে ধ্বংস। আল্লাহ তাদের কর্ম ব্যর্থ করে দিয়েছেন।

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمۡ كَرِهُوۡا مَاۤ اَنۡزَلَ اللّٰهُ فَاَحۡبَطَ اَعۡمَالَهُمۡ ﴿٩﴾

৯. তা এই জন্য যে, তারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা অপছন্দ করেছিল। সুতরাং আল্লাহ তাদের কর্ম নিষ্ফল করে দিয়েছেন।

اَفَلَمۡ يَسِيۡرُوۡا فِى الۡاَرۡضِ فَيَنۡظُرُوۡا كَيۡفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيۡنَ مِنۡ قَبۡلِهِمۡ ؕ دَمَّرَ اللّٰهُ عَلَيۡهِمۡ ۫ وَلِلۡكٰفِرِيۡنَ اَمۡثَالُهَا ﴿١٠﴾

১০. তবে কি তারা ভূমিতে বিচরণ করে দেখেনি তাদের পূর্বে যারা ছিল তাদের পরিণাম কী হয়েছে? আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। আর কাফেরদের জন্য সে রকম পরিণামই নির্দিষ্ট আছে।

---

৬. এর দু'টি ব্যাখ্যা হতে পারে। (এক) আল্লাহ তাআলা নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে দুনিয়াতেই তাদেরকে জান্নাত চিনিয়ে দিয়েছিলেন। তখন তারা জান্নাতের যে পরিচয় জানতে পেরেছিল এ জান্নাত সে অনুযায়ীই হবে। (দুই) তবে অধিকাংশ মুফাসসির এর দ্বিতীয় ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছেন। তা এই যে, প্রত্যেক জান্নাতবাসীই তার জান্নাতের ঠিকানা সহজেই খুঁজে পাবে। আপন-আপন ঠিকানা খুঁজে পেতে তাদের কোন রকম কষ্ট করতে হবে না। আল্লাহ তাআলা সেজন্য অত্যন্ত সহজ ও সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা করে রেখেছেন। ফলে বিনা তালাশেই সকলে নিজ-নিজ জায়গায় পৌঁছে যাবে।

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ مَوْلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاَنَّ الْكٰفِرِيْنَ لَا مَوْلٰى لَهُمْ ﴿١١﴾

১১. এটা এই জন্য যে, আল্লাহ মুমিনদের অভিভাবক আর কাফেরদের কোন অভিভাবক নেই।

[১]

اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۗ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَتَمَتَّعُوْنَ وَيَاْكُلُوْنَ كَمَا تَاْكُلُ الْاَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ﴿١٢﴾

১২. নিশ্চিতভাবে জেনে রেখ, যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে আল্লাহ তাদেরকে দাখিল করবেন এমন উদ্যানে, যার তলদেশে নহর বহমান থাকবে। আর যারা কুফর অবলম্বন করেছে, তারা (দুনিয়ায়) মজা লুটছে এবং চতুষ্পদ জন্তু যেভাবে খায়, সেভাবে খাচ্ছে, তাদের শেষ ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম।

وَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ هِيَ اَشَدُّ قُوَّةً مِّنْ قَرْيَتِكَ الَّتِيْٓ اَخْرَجَتْكَ ۚ اَهْلَكْنٰهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ﴿١٣﴾

১৩. এমন কত জনপদ ছিল, যা তারা তোমাকে তোমার যে জনপদ থেকে বের করে দিয়েছে তা অপেক্ষা বেশি শক্তিশালী ছিল,[৭] আমি তাদের সকলকে ধ্বংস করে দিয়েছি। তখন তাদের কোন সাহায্যকারী ছিল না।

اَفَمَنْ كَانَ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّهٖ كَمَنْ زُيِّنَ لَهٗ سُوْٓءُ عَمَلِهٖ وَاتَّبَعُوْٓا اَهْوَآءَهُمْ ﴿١٤﴾

১৪. সুতরাং বল তো, যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের পক্ষ হতে এক উজ্জ্বল পথে রয়েছে, সে কি তাদের মত হতে পারে যাদের দুষ্কর্মকে তাদের দৃষ্টিতে

---

৭. মক্কা মুকাররমার কাফেরগণ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর ঘর-বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য করেছিল। এ আয়াতের ইশারা সেই দিকে। বলা হচ্ছে, তাদের সেই জুলুমবাজি দেখে কেউ যেন মনে না করে তারা শক্তিশালী হওয়ার কারণে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর বিজয়ী হয়েছে। আল্লাহ তাআলা তো তাদের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিমান জাতিকেও ধ্বংস করে দিয়েছেন। তাদের তুলনায় এরা তো হিসাবেই আসে না। সুতরাং শেষ পর্যন্ত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই জয়লাভ করবেন।

শোভন করে তোলা হয়েছে এবং তারা তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে থাকে?

১৫. মুত্তাকীদের যেই জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, তার অবস্থা এই যে, তাতে আছে এমন পানির নহর, যা কখনও নষ্ট হওয়ার নয়, আছে এমন দুধের নহর, যার স্বাদ থাকবে অপরিবর্তনীয়, আছে এমন সুরার নহর, যা পানকারীদের জন্য অত্যন্ত সুস্বাদু, আছে এমন মধুর নহর যা থাকবে পরিশোধিত এবং তাতে তাদের জন্য থাকবে সব রকম ফলমূল ও তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে মাগফিরাত। তারা কি ওইসব লোকের মত হতে পারে, যারা স্থায়ীভাবে জাহান্নামে থাকবে এবং তাদেরকে পান করানো হবে উত্তপ্ত পানি, যা তাদের নাড়িভুঁড়ি ছিন্ন-ভিন্ন করে ফেলবে?

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ؕ فِيْهَآ اَنْهٰرٌ مِّنْ مَّآءٍ غَيْرِ اٰسِنٍ ۚ وَاَنْهٰرٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهٗ ۚ وَاَنْهٰرٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشّٰرِبِيْنَ ۚ۬ وَاَنْهٰرٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى ؕ وَلَهُمْ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ ؕ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوْا مَآءً حَمِيْمًا فَقَطَّعَ اَمْعَآءَهُمْ ﴿١٥﴾

১৬. (হে রাসূল!) তাদের মধ্যে কিছু লোক এমন আছে, যারা তোমার কথা কান পেতে শোনে, কিন্তু যখন তোমার কাছ থেকে বের হয়ে যায়, তখন যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে, তাদেরকে জিজ্ঞেস করে, এইমাত্র তিনি (অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কী বললেন?[৮] এরা এমন

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَمِعُ اِلَيْكَ ۚ حَتّٰٓى اِذَا خَرَجُوْا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوْا لِلَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ اٰنِفًا ۫ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَاتَّبَعُوْٓا اَهْوَآءَهُمْ ﴿١٦﴾

৮. এটা মুনাফেকদের বৃত্তান্ত। তারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসে বসে তাঁর কথা শোনার ভান করত, কিন্তু বাইরে গিয়ে অন্যকে জিজ্ঞেস করত, তিনি কি-কি কথা

লোক, আল্লাহ যাদের অন্তরে মোহর করে দিয়েছেন এবং যারা অনুসরণ করে নিজেদের খেয়াল-খুশীর।

وَالَّذِيْنَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَّاٰتٰىهُمْ تَقْوٰىهُمْ ⑰

১৭. যারা হেদায়াতের পথ অবলম্বন করেছে, আল্লাহ তাদেরকে হেদায়াতে উৎকর্ষ দিয়েছেন এবং তাদেরকে দান করেছেন তাদের অংশের তাকওয়া।

فَهَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا السَّاعَةَ اَنْ تَاْتِيَهُمْ بَغْتَةً ۚ فَقَدْ جَآءَ اَشْرَاطُهَا ۚ فَاَنّٰى لَهُمْ اِذَا جَآءَتْهُمْ ذِكْرٰىهُمْ ⑱

১৮. তবে কি তারা (কাফেরগণ) কেবল এরই অপেক্ষা করছে যে, কিয়ামত তাদের উপর আকস্মিকভাবে আপতিত হবে? (যদি সেই অপেক্ষায়ই থাকে) তবে তার আলামতসমূহ তো এসে গেছে। অতঃপর তা যখন এসেই পড়বে, তখন তাদের উপদেশ গ্রহণের সুযোগ থাকবে কোথায়?

فَاعْلَمْ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوٰىكُمْ ⑲

১৯. সুতরাং (হে রাসূল!) নিশ্চিতভাবে জেনে রেখ, আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের উপযুক্ত আর কেউ নেই আর ক্ষমা প্রার্থনা কর নিজ ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্যও এবং মুসলিম নর-নারীর জন্যও।[৯] আল্লাহ তোমাদের গতিবিধি ও তোমাদের অবস্থানস্থল সম্পর্কে ভালোভাবেই জানেন।

বলেছেন। এর মানে দাঁড়ায় আমরা মজলিসে বসে তার কথা গুরুত্ব দিয়ে শুনিনি। খুব সম্ভব তাদের সমমনাদেরকে এর দ্বারা বোঝাতে চাইত, আমরা তাঁর (অর্থাৎ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) কথাবার্তাকে গুরুত্ব দেওয়ার মত কোন বিষয় মনে করি না (নাউযুবিল্লাহ)।

৯. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাসূম ছিলেন। তাঁর দ্বারা গোনাহের কোন কাজ হতেই পারত না। তবে তাঁর কোন কোন রায় সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা জানিয়েছেন যে, তা

[২]

وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُوْرَةٌ ۚ فَاِذَاۤ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَّ ذُكِرَ فِيْهَا الْقِتَالُ ۙ رَاَيْتَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ يَّنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ؕ فَاَوْلٰى لَهُمْ ۚ﴿۲۰﴾

২০. আর যারা ঈমান এনেছে তারা বলে, কতই না ভালো হত, যদি কোন (নতুন) সূরা নাযিল হত![১০] অতঃপর যখন যথোচিত কোন সূরা নাযিল হয় এবং তাতে যুদ্ধের উল্লেখ থাকে, তখন যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে, তুমি তাদেরকে দেখবে তোমার দিকে তাকিয়ে আছে মৃত্যু ভয়ে মূর্ছিত ব্যক্তির তাকানোর মত। এরূপ ব্যক্তিদের জন্য রয়েছে চরম ধ্বংস।

طَاعَةٌ وَّ قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ ۟ فَاِذَا عَزَمَ الْاَمْرُ ۟ فَلَوْ صَدَقُوا اللّٰهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ﴿۲۱﴾

২১. তারা আনুগত্য জাহির করে ও ভালো-ভালো কথা বলে, যখন (জিহাদের) আদেশ চূড়ান্ত হয়ে যায়, তখন যদি তারা আল্লাহর সাথে সত্যবাদিতার পরিচয় দিত, তবে তাদের জন্য ভালো হত।

তাঁর উচ্চ মর্যাদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না (যেমন বদর যুদ্ধের বন্দীদের সম্পর্কে তাঁর গৃহীত সিদ্ধান্তটি, যে সম্পর্কে সূরা আনফালে [৮ : ২২-২৩] বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে)। তাছাড়া মানবীয় স্বভাব অনুযায়ী কখনও কখনও তাঁর দ্বারা নামাযের রাকাআত ইত্যাদিতেও ভুল হয়ে গেছে। এ জাতীয় বিষয়কেই এ আয়াতে 'ত্রুটি-বিচ্যুতি' শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। তবে এর দ্বারা প্রকৃতপক্ষে তাঁর উম্মতকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোনাহ নয় এমন ছোট-ছোট বিষয়ের কারণেও যখন ইস্তিগফার করতেন তখন তাঁর উম্মতের তো তাওবা ইস্তিগফারে অনেক বেশি যত্নবান থাকা উচিত, যেহেতু তাদের দ্বারা ছোট-বড় গোনাহ হর-হামেশাই হয়ে থাকে।

১০. কুরআন মাজীদের প্রতি সাহাবায়ে কেরামের ছিল পরম আসক্তি। তাই যাতে নতুন-নতুন সূরা নাযিল হয় সেজন্য তারা সর্বদা প্রতীক্ষারত থাকতেন, বিশেষত যারা জিহাদের জন্য উদগ্রীব ছিলেন, তারা অপেক্ষা করছিলেন কখন তাদেরকে নতুন কোন সূরার মাধ্যমে জিহাদের অনুমতি দেওয়া হবে। মুনাফেকরাও তাদের দেখাদেখি কখনও তাদের সামনে এ রকম আগ্রহ প্রকাশ করে থাকবে। কিন্তু যখন জিহাদের আয়াত আসল, তখন তাদের আসল চেহারা প্রকাশ হয়ে গেল। আল্লাহ তাআলা বলছেন, কেবল মুখে-মুখে আগ্রহ প্রকাশে লাভ কী? যখন সময় আসে, তখন যদি আল্লাহ তাআলার সাথে কৃত অঙ্গীকারকে সত্যে পরিণত করে দেখায়, তবে তাতেই তাদের মঙ্গল।

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴿٢٢﴾

২২. অতঃপর যখন তোমরা (জিহাদ থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিলে, তখন তোমাদের থেকে কিসের আশা রাখা যায়? কেবল এটাই যে, তোমরা ভূমিতে অশান্তি বিস্তার করবে এবং রক্তের আত্মীয়তা ছিন্ন করবে।[১১]

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ ﴿٢٣﴾

২৩. এরাই তারা, যাদেরকে আল্লাহ তাঁর রহমত থেকে দূর করে দিয়েছেন। ফলে তাদেরকে বধির বানিয়ে দিয়েছেন এবং তাদের চোখ অন্ধ করে দিয়েছেন।

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴿٢٤﴾

২৪. তারা কি কুরআন সম্পর্কে চিন্তা করে না, নাকি অন্তরে লেগে আছে সেই তালা, যা অন্তরে লেগে থাকে?❖

إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى ۙ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ ۖ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ ﴿٢٥﴾

২৫. প্রকৃতপক্ষে যারা তাদের সামনে হেদায়াত পরিস্ফুট হয়ে যাওয়ার পরও পেছন ফিরিয়ে চলে যায়, শয়তান তাদেরকে ফুসলানি দিয়েছে এবং তাদেরকে দূর-দূরান্তের আশা দিয়েছে।

---

১১. জিহাদের এক উদ্দেশ্য হল দুনিয়ায় ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা এবং অনৈসলামিক শাসন দ্বারা যে অন্যায়-অনাচার বিস্তার লাভ করেছে তার অবসান ঘটানো। আল্লাহ তাআলা বলছেন, তোমরা জিহাদ থেকে বিমুখ হলে পৃথিবীতে ব্যাপক অশান্তি দেখা দেবে এবং আল্লাহ তাআলার আদেশ অমান্য করার পরিণামে চারদিকে অন্যায়-অনাচার বিস্তার লাভ করবে। তার একটা দিক এইও যে, আত্মীয়-স্বজনের হক পদদলিত করা হবে।

❖ 'অন্তরের তালা' কথাটি প্রতীকী। তার মানে তাদের অন্তর ঈমানের আলো ও কুরআনের উপলব্ধি থেকে বঞ্চিত। এটা তাদের একটানা কুফর করে যাওয়ার পরিণাম। কুরআন বোঝার তাওফীক হলে তারা বুঝতে পারত জিহাদের ভেতর দুনিয়া ও আখেরাতের কতই না কল্যাণ নিহিত। -অনুবাদক।

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لِلَّذِيْنَ كَرِهُوْا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ سَنُطِيْعُكُمْ فِيْ بَعْضِ الْاَمْرِ ۚ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِسْرَارَهُمْ ﴿٢٦﴾

২৬. এসব এজন্য যে, যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিষয়কে অপছন্দ করে তাদেরকে তারা (অর্থাৎ মুনাফেকগণ) বলেছে, কোন কোন বিষয়ে আমরা তোমাদের কথাও মানব।❖❖ আল্লাহ তাদের গুপ্ত কথাসমূহ ভালোভাবে জানেন।

فَكَيْفَ اِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ ﴿٢٧﴾

২৭. ফেরেশতাগণ যখন তাদের চেহারায় ও পেছন দিকে আঘাত করতে করতে তাদের জান কবজ করবে, তখন তাদের দশা কী হবে?

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمُ اتَّبَعُوْا مَآ اَسْخَطَ اللّٰهَ وَكَرِهُوْا رِضْوَانَهٗ فَاَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ ﴿٢٨﴾

২৮. এসব এজন্য যে, তারা এমন পথ অনুসরণ করেছে যা আল্লাহকে নারাজ করে এবং তারা আল্লাহর সন্তোষ সাধনকে অপছন্দ করেছে। তাই আল্লাহ তাদের কর্ম নিষ্ফল করে দিয়েছেন।

[৩]

اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ اَنْ لَّنْ يُّخْرِجَ اللّٰهُ اَضْغَانَهُمْ ﴿٢٩﴾

২৯. যাদের অন্তরে (মুনাফেকীর) ব্যাধি আছে, তারা কি মনে করে আল্লাহ তাদের (অন্তরে) লুকায়িত বিদ্বেষ কখনও প্রকাশ করে দেবেন না?

وَلَوْ نَشَآءُ لَاَرَيْنٰكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيْمٰهُمْ ؕ

৩০. আমি চাইলে তোমায় তাদেরকে দেখিয়ে দিতাম, ফলে তুমি লক্ষণ দেখে তাদেরকে চিনে ফেলতে এবং

❖❖ অর্থাৎ মুনাফেকরা ইয়াহুদী ও অন্যান্য কাফেরদেরকে বলত যদিও আমরা প্রকাশ্যে মুসলিম হয়ে গেছি, কিন্তু আমরা তাদের সাথে মিলে তোমাদের বিরুদ্ধে লড়ব না; বরং সুযোগ পেলে তোমাদের সাহায্য করব এবং এ জাতীয় কাজে তোমাদের কথা মানব – অনুবাদক (তাফসীরে উসমানী থেকে গৃহীত)।

وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ ﴿٣٠﴾

(এখনও) তুমি কথা বলার ধরণ দেখে তাদেরকে অবশ্যই চিনতে পারবে। আল্লাহ তোমাদের কার্যাবলী ভালোভাবেই জানেন।

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ ﴿٣١﴾

৩১. (হে মুসলিমগণ!) আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব, যাতে দেখে নিতে পারি তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদকারী ও ধৈর্যশীল এবং যাতে তোমাদের অবস্থাদি যাচাই করে নিতে পারি।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا ۖ وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ ﴿٣٢﴾

৩২. নিশ্চিতভাবে জেনে রেখ, যারা কুফর অবলম্বন করেছে এবং অন্যদেরকে আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রেখেছে এবং রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করেছে, তাদের সামনে সৎপথ সুস্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর তারা কখনই আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। অচিরেই আল্লাহ তাদের যাবতীয় কর্ম নস্যাৎ করে দেবেন।[১২]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ﴿٣٣﴾

৩৩. হে মুমিনগণ! আল্লাহর আনুগত্য কর, রাসূলের আনুগত্য কর এবং নিজেদের কর্ম বরবাদ করো না।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ﴿٣٤﴾

৩৪. যারা কুফর অবলম্বন করেছে এবং অন্যদেরকে আল্লাহর পথ থেকে নিবৃত্ত করেছে, তারপর কুফর অবস্থায়ই

---

১২. এর এক অর্থ হতে পারে, তারা আল্লাহর দ্বীনের বিরুদ্ধে যেসব ষড়যন্ত্র করছে, আল্লাহ তাআলা তা পণ্ড করে দেবেন। দ্বিতীয় অর্থ হতে পারে, তারা যা-কিছু ভালো কাজ করে আখেরাতে তার কোন সওয়াব পাবে না, যেমন সূরার প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে।

মারা গেছে, আল্লাহ তাদেরকে কখনও ক্ষমা করবেন না।

৩৫. সুতরাং (হে মুসলিমগণ!) তোমরা মনোবল হারিয়ে সন্ধির প্রস্তাব দিও না।[১৩] তোমরাই উপরে থাকবে। আল্লাহ তোমাদের সাথে। তিনি কখনই তোমাদের কার্যাবলী বাতিল করবেন না।[১৪]

فَلَا تَهِنُوْا وَتَدْعُوْٓا اِلَى السَّلْمِ ۖ وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ ۖ وَاللّٰهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَّتِرَكُمْ اَعْمَالَكُمْ ﴿٣٥﴾

৩৬. পার্থিব জীবন তো খেল-তামাশা মাত্র। তোমরা যদি ঈমান আন ও তাকওয়া অবলম্বন কর, তবে তিনি তোমাদেরকে তোমাদের পুরস্কার দান করবেন এবং তিনি তোমাদের কাছে তোমাদের অর্থ-সম্পদ চাবেন না।

اِنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ ؕ وَاِنْ تُؤْمِنُوْا وَتَتَّقُوْا يُؤْتِكُمْ اُجُوْرَكُمْ وَلَا يَسْـَٔلْكُمْ اَمْوَالَكُمْ ﴿٣٦﴾

৩৭. তিনি যদি তোমাদের কাছে তা চান এবং তোমাদেরকে সবকিছুই দিতে বলেন, তবে তোমরা কার্পণ্য করবে

اِنْ يَّسْـَٔلْكُمُوْهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوْا وَيُخْرِجْ اَضْغَانَكُمْ ﴿٣٧﴾

---

১৩. অর্থাৎ ভীরুতার কারণে শত্রুর কাছে সন্ধির প্রস্তাব দিও না। এমনিতে সন্ধি নিষিদ্ধ নয়। সূরা আনফালে (৮ : ৬১) আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, 'তারা যদি সন্ধির দিকে ঝোঁকে তবে তোমরাও সন্ধির দিকে ঝুঁকবে।' অর্থাৎ সন্ধি প্রস্তাব যদি কাপুরুষতার কারণে না হয়ে অন্য কোন উপযোগিতা বিবেচনায় হয়ে থাকে, তবে তা দূষনীয় নয়; বরং তা জায়েয হবে।

১৪. এর দু'টি ব্যাখ্যা হতে পারে। (এক) তোমরা আল্লাহ তাআলার দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য জিহাদ ইত্যাদির মাধ্যমে যে প্রচেষ্টা চালাবে, আল্লাহ তাআলা তা নিষ্ফল যেতে দেবেন না। সে প্রচেষ্টার বদৌলতে তোমরাই প্রবল ও জয়যুক্ত হবে। (দুই) দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হতে পারে এই যে, তোমরা যে-কোনও ভালো কাজ করবে, জিহাদও যার অন্তর্ভুক্ত, আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তোমাদেরকে তার পরিপূর্ণ সওয়াব দান করবেন, যদিও তোমরা দুনিয়ায় বাহ্যিকভাবে জয়যুক্ত না হও। অর্থাৎ তোমাদের প্রচেষ্টা বাহ্যিকভাবে সফল হয়নি বলে যে তোমরা ব্যর্থ হয়ে গেলে বা সে কারণে তোমাদের সওয়াব কিছুমাত্র কম হবে তা নয় মোটেই।

এবং তখন তিনি তোমাদের মনের অসন্তোষ প্রকাশ করে দেবেন।[১৫]

هٰۤاَنۡتُمۡ هٰۤؤُلَآءِ تُدۡعَوۡنَ لِتُنۡفِقُوۡا فِیۡ سَبِیۡلِ اللّٰهِ ۚ فَمِنۡكُمۡ مَّنۡ یَّبۡخَلُ ۚ وَمَنۡ یَّبۡخَلۡ فَاِنَّمَا یَبۡخَلُ عَنۡ نَّفۡسِهٖ ؕ وَاللّٰهُ الۡغَنِیُّ وَاَنۡتُمُ الۡفُقَرَآءُ ۚ وَاِنۡ تَتَوَلَّوۡا یَسۡتَبۡدِلۡ قَوۡمًا غَیۡرَكُمۡ ۙ ثُمَّ لَا یَكُوۡنُوۡۤا اَمۡثَالَكُمۡ ﴿۳۸﴾

৩৮. দেখ, তোমরা এমন যে, তোমাদেরকে আল্লাহর পথে ব্যয় করার জন্য ডাকা হলে তোমাদের মধ্যে কিছু লোকে কার্পণ্য করে। আর যে-কেউ কার্পণ্য করে, সে তো কার্পণ্য করে নিজেরই প্রতি।[১৬] আল্লাহ অভাবমুক্ত এবং তোমরা অভাবগ্রস্ত। তোমরা যদি মুখ ফিরিয়ে নাও তবে তোমাদের স্থানে অন্য কোন সম্প্রদায়কে সৃষ্টি করবেন অতঃপর তারা তোমাদের মত হবে না।

---

১৫. আনুগত্যের তো দাবি ছিল, আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে তোমাদের সমুদয় সম্পদ তাঁর পথে ব্যয় করার হুকুম দিলে তোমরা তাতেও খুশী থাকবে এবং অবিলম্বে তাই করবে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা জানেন এ রকম নির্দেশ তোমাদের কাছে দুর্বহ মনে হবে এবং তাতে তোমাদের মনে অসন্তোষ দেখা দেবে। তাই তিনি এ রকম আদেশ করেননি। তবে তিনি তোমাদেরই কল্যাণার্থে তোমাদের সম্পদের অংশবিশেষ জিহাদে ব্যয় করতে বলছেন। কাজেই এটা করতে তোমাদের কার্পণ্য করা উচিত নয়।

১৬. কেননা আল্লাহ তাআলার আদেশ মত যদি অর্থ ব্যয় না কর তবে তার ক্ষতি তোমাদের নিজেদেরকেই ভোগ করতে হবে। প্রথমত এ কারণে যে, অর্থ ব্যয় না করলে জিহাদ সংঘটিত হবে না। ফলে শত্রু তোমাদের উপর প্রবল থাকবে। কিংবা যদি যাকাত না দাও, তবে ব্যাপক অভাব-অনটন লেগে থাকবে। আর দ্বিতীয়ত এ কারণে যে, আখেরাতে এ অবাধ্যতার কারণে তোমাদেরকে শাস্তি ভোগ করতে হবে।

আলহামদুলিল্লাহ! আজ সূরা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। বাহরাইন, ৩রা সফর ১৪২৯ হিজরী মোতাবেক ৯ই ফেব্রুয়ারি ২০০৮ খ্রি. সোমবার। (অনুবাদ শেষ হল আজ ১৫ই যুলহিজ্জা ১৪৩১ হিজরী মোতাবেক ২২শে নভেম্বর ২০১০ খ্রি., সোমবার)। আল্লাহ তাআলা নিজ ফযল ও করমে এ খেদমতটুকু কবুল করে নিন, একে পাঠকদের জন্য উপকারী বানিয়ে দিন এবং অবশিষ্ট সূরাগুলির কাজও নিজ পছন্দমত শেষ করার তাওফীক দান করুন।

৪৮

সূরা ফাতহ

সূরা ফাতহ
পরিচিতি

এ সূরাটি হুদায়বিয়ার সন্ধিকালে নাযিল হয়েছিল। সন্ধির ঘটনা সংক্ষেপে নিম্নরূপ–

হিজরী ৬ষ্ঠ সালে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কিরামকে নিয়ে উমরা আদায়ের ইচ্ছা করলেন। তিনি স্বপ্নেও দেখেছিলেন যে, সাহাবীগণসহ মসজিদুল হারামে প্রবেশ করছেন। সুতরাং তিনি চৌদ্দশ' সাহাবীকে সঙ্গে নিয়ে মক্কা মুকাররমার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেলেন। মক্কা মুকাররমার কাছাকাছি পৌঁছতেই তিনি জানতে পারলেন কুরাইশ মুশরিকদের একটি সশস্ত্র বাহিনী প্রস্তুত হয়ে আছে। তারা কিছুতেই তাঁকে মক্কা মুকাররমায় প্রবেশ করতে দেবে না। এ সংবাদ শোনার পর তিনি আর সামনে অগ্রসর হলেন না। বরং মক্কা মুকাররমা থেকে কিছুটা দূরে হুদায়বিয়া নামক স্থানে শিবির ফেললেন (বর্তমানে এ স্থানটিকে 'শুমায়সীয়া' বলা হয়)। তিনি সেখান থেকে হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুকে দূত করে মক্কা মুকাররমায় পাঠালেন এবং নির্দেশ দিলেন, যেন সেখানকার নেতৃবর্গের সাথে সাক্ষাত করে জানিয়ে দেন যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুদ্ধের কোন অভিপ্রায় নেই। তিনি কেবল উমরা আদায়ের উদ্দেশ্যেই এসেছেন। উমরা আদায়ের পর তিনি শান্তিপূর্ণভাবে ওয়াপস চলে যাবেন। নির্দেশমত হযরত উসমান (রাযি.) মক্কা মুকাররমায় রওয়ানা হয়ে গেলেন। কিন্তু তিনি যাওয়ার ক্ষণিক পরেই গুজব ছড়িয়ে পড়ল, মক্কার কাফেরগণ তাঁকে হত্যা করেছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে সমবেত করে তাদের থেকে বায়আত নিলেন (অর্থাৎ হাতে হাত রেখে এই প্রতিশ্রুতি নিলেন) যে, মক্কার কাফেরগণ মুসলিমদের উপর হামলা চালালে তারা তাদের মুকাবেলায় নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করবে [ইতিহাসে এটি 'বায়আতে রিযওয়ান' নামে খ্যাত]।

অতঃপর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুযাআ গোত্রের এক নেতার মাধ্যমে কুরাইশ নেতৃবর্গের কাছে প্রস্তাব রাখলেন যে, তারা নির্দিষ্ট একটা মেয়াদের জন্য যুদ্ধ বিরতি চুক্তি করতে চাইলে তিনি সেজন্য প্রস্তুত আছেন। এর উত্তরে মক্কা মুকাররমা থেকে একের পর এক কয়েক জন দূত আসল। শেষে একটি চুক্তিপত্র লেখা হল। মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (রহ.)-এর বর্ণনা মতে, তাতে এই সিদ্ধান্ত স্থির হল যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও কুরাইশ গোত্র আগামী দশ বছর পর্যন্ত একে অন্যের বিরুদ্ধে কোন যুদ্ধ করবে না (সীরাতে ইবনে হিশাম, ২ খণ্ড, ৩১৭; ফাতহুল বারী, ৮ খণ্ড ২৮৩)। এ চুক্তিটিই হুদায়বিয়ার সন্ধি নামে খ্যাত।

চুক্তি সম্পাদনকালে সাহাবায়ে কেরাম কাফেরদের আচার-আচরণে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ছিলেন। এ চুক্তিতে কাফেরদের একটা শর্ত ছিল এ রকম যে, মুসলিমগণ এবার মদীনা মুনাওয়ারায় ফিরে যাবে এবং আগামী বছর এসে উমরা করবে। অথচ সাহাবায়ে কেরাম উমরার জন্য ইহরাম বেঁধে এসেছিলেন। কাফেরদের খামখেয়ালীর মুখে সেই ইহরাম খুলে ফেলা তাদের পক্ষে এক

অসহনীয় ব্যাপার ছিল। তাছাড়া কাফেরদের আরও একটি শর্ত ছিল যে, মক্কা মুকাররমা থেকে কোনও লোক ইসলাম গ্রহণ করে মদীনা মুনাওয়ারায় চলে গেলে মুসলিমগণ তাকে মক্কা মুকাররমায় ফেরত পাঠাতে বাধ্য থাকবে। পক্ষান্তরে কোনও লোক মদীনা মুনাওয়ারা ছেড়ে মক্কা মুকাররমায় আসলে কুরাইশ নেতাগণ তাকে মদীনা মুনাওয়ারায় ফেরত পাঠাতে বাধ্য থাকবে না। মুসলিমদের পক্ষে এ শর্তটি অত্যন্ত পীড়াদায়ক ছিল। তারা কিছুতেই এটা মানতে প্রস্তুত ছিলেন না। তাই তারা চাচ্ছিলেন এসব শর্ত প্রত্যাখ্যান করা হোক এবং এখনই তাদের সঙ্গে এক মীমাংসাকর যুদ্ধ হয়ে যাক। কিন্তু আল্লাহ তাআলা জানতেন এ চুক্তির ভেতর মুসলিমদেরই কল্যাণ নিহিত। কেননা এর ফলে শেষ পর্যন্ত কুরাইশের ক্ষমতা ধূলিসাৎ হয়ে যাবে এবং ইসলামের মহা বিজয় সূচিত হবে। সুতরাং আল্লাহ তাআলার হুকুমে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শর্তসমূহ মেনে নিলেন। সাহাবীগণ তখন জিহাদের জযবায় উদ্দীপিত ছিলেন। তারা তো মরণ বরণের শপথই নিয়েছিলেন। কিন্তু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন চুক্তি সম্পাদনে সম্মত হয়ে গেলেন, তখন তাদের আর কিছু করার ছিল না। অগত্যা তারা চুক্তিতে রাজি হয়ে মদীনা মুনাওয়ারায় ফিরে গেলেন। পরের বছর সকলে উমরা আদায় করলেন।

সন্ধি সম্পন্ন হওয়ার কিছুকাল পরের ঘটনা। আবু বাসীর রাযিয়াল্লাহু আনহু নামক এক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে মদীনা মুনাওয়ারায় চলে আসলেন। কিন্তু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুক্তির শর্ত মোতাবেক তাকে মক্কা মুকাররমায় ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। তবে আবু বাসীর (রাযি.) মক্কা মুকাররমায় না গিয়ে মাঝামাঝি এক জায়গায় পালিয়ে গেলেন। তিনি সেখানে ঘাঁটি বসিয়ে কুরাইশী কাফেলাসমূহের উপর গুপ্ত হামলা চালাতে শুরু করলেন। তাঁর উপর্যুপরি আক্রমণে কুরাইশ গোত্র এমন অতিষ্ঠ হয়ে গেল যে, শেষ পর্যন্ত তারা নিজেরাই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আবেদন করে সন্ধির যে শর্তটির ভিত্তিতে মক্কা মুকাররমা থেকে আগত মুসলিমদের ফেরত পাঠানো বাধ্যতামূলক ছিল, সেটি স্থগিত করিয়ে নিল। কুরাইশগণ বলল, এখন থেকে যে-কেউ ইসলাম গ্রহণ করে মদীনায় আসবে আপনি তাকে এখানেই রেখে দিন এবং আবু বাসীর ও তার সাথীদেরকেও এখানে ডেকে আনুন। সুতরাং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে মদীনায় ডেকে আনলেন।

তারপর দ্বিতীয় ঘটনা ঘটল এই যে, কুরাইশী কাফেরগণ দু' বছরের ভেতরই হুদায়বিয়ার সন্ধি ভঙ্গ করল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কাছে বার্তা পাঠালেন, হয় তারা সন্ধি ভঙ্গের প্রতিকার করুক, নয়ত সন্ধি বাতিল ঘোষণা করুক। কুরাইশ গোত্র তখন চরম ধৃষ্ঠতা দেখাল। তারা তাঁর কোনও কথাই মানল না। শেষে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই তাদেরকে সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলেন যে, এখন থেকে আমাদের ও তোমাদের মধ্যকার চুক্তি অকার্যকর হয়ে গেল। অতঃপর হিজরী ৮ম সালে তিনি দশ হাজার সাহাবায়ে কেরামের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে মক্কা মুকাররমার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হলেন। ইতোমধ্যে কুরাইশ কাফেরদের দর্পও চূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং উল্লেখযোগ্য কোন রক্তপাত ছাড়াই তিনি একজন বিজয়ীরূপে মক্কা মুকাররমায় প্রবেশ করলেন। কুরাইশ নেতৃবর্গ তাঁর হাতে নগর ছেড়ে দিল।

সূরা ফাতহে হুদায়বিয়ার সন্ধি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ঘটনার প্রতি ইশারা করা হয়েছে। সাহাবায়ে কেরামের প্রশংসা করা হয়েছে যে, তারা এ ঘটনার প্রতিটি পর্যায়ে চরম বীরত্ব এবং আত্মোৎসর্গ

ও আনুগত্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন। অপর দিকে মুনাফেকদের দুষ্কর্ম ও তাদের শোচনীয় পরিণামের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে।

[হুদায়বিয়ার সন্ধির শর্তাবলী আপাতদৃষ্টিতে মুসলিমদের প্রতিকূলে মনে হলেও বাস্তবে তা তাদের জন্য প্রভূত সুফল বয়ে এনেছিল। এর ফলে আরব বিশ্ব ও দুনিয়ার চতুর্দিকে ইসলামের প্রচারাভিযান চালানোর পথ সুগম হয়ে গিয়েছিল এবং পরিশেষে এ সন্ধিই মক্কা বিজয়ের পটভূমি রচনা করেছিল, যে কারণে সূরার প্রথম আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, 'আমি তোমাকে ফাতহে মুবীন বা প্রকাশ্য বিজয় দান করলাম'। তারই থেকে এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে 'সূরা ফাতহ' –অনুবাদক]।

৪৮ – সূরা ফাতহ – ১১১

سُوْرَةُ الْفَتْحِ مَدَنِيَّةٌ

মাদানী; ২৯ আয়াত; ৪ রুকু

اٰيَاتُهَا ٢٩ رُكُوْعَاتُهَا ٤

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا ۙ﴿۱﴾

১. (হে রাসূল!) নিশ্চিতভাবে জেন, আমি তোমাকে প্রকাশ্য বিজয় দান করেছি,[১]

لِّيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْۢبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ۙ﴿۲﴾

২. যাতে আল্লাহ তোমার অতীত ও ভবিষ্যতের সমস্ত ত্রুটি ক্ষমা করেন,[২] তোমার প্রতি তাঁর নেয়ামত পূর্ণ করেন এবং তোমাকে সরল পথে পরিচালিত করেন।[৩]

وَّيَنْصُرَكَ اللّٰهُ نَصْرًا عَزِيْزًا ﴿۳﴾

৩. এবং (যাতে আল্লাহ) তোমাকে এমন সাহায্য করেন, যা সকলের উপর প্রবল থাকে।

---

১. সহীহ বর্ণনা অনুযায়ী এ আয়াত হুদায়বিয়ার সন্ধির পর নাযিল হয়েছে। সূরার পরিচিতিতে ঘটনাটি সংক্ষেপে গত হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে সন্ধির শর্তসমূহ এমন ছিল না, যাকে প্রকাশ্য বিজয় বলা যেতে পারে, কিন্তু আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, যেই পরিস্থিতিতে এ সন্ধি সম্পাদিত হয়েছিল, তার প্রতি লক্ষ্য করলে নিঃসন্দেহে এটি এক সুস্পষ্ট ও মহা বিজয়ের পটভূমি এবং শেষ পর্যন্ত এরই ফলশ্রুতিতে মক্কা মুকাররমা বিজিত হবে।

২. পূর্বে সূরা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ১৯ নং আয়াতের টীকায় বলা হয়েছে যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষ্পাপ ছিলেন। তাঁর দ্বারা কোনও রকম গোনাহ সংঘটিত হতে পারত না। তা সত্ত্বেও মামুলি কিসিমের ভুল-ত্রুটি হয়ে গেলেও তিনি তাকে নিজের অপরাধ গণ্য করতেন এবং সেজন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। এখানে সে রকম ভুল-ত্রুটিই বোঝানো উদ্দেশ্য।

৩. অর্থাৎ দ্বীনের প্রচারকার্য ও তার পরিপূর্ণ অনুসরণের পথে এ পর্যন্ত কাফেরদের পক্ষ থেকে নানা রকম বাধা-বিঘ্ন সৃষ্টি করা হচ্ছিল। এবার এ বিজয়ের পর সে বাধা দূর হয়ে যাবে এবং সরল পথ উন্মুক্ত হয়ে যাবে।

هُوَ الَّذِيٓ اَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ فِيْ قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ لِيَزْدَادُوْٓا اِيْمَانًا مَّعَ اِيْمَانِهِمْ ؕ وَلِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۙ

৪. তিনিই মুমিনদের অন্তরে প্রশান্তি অবতীর্ণ করেছেন,[৪] যাতে তাদের ঈমানে অধিকতর ঈমান যুক্ত হয়। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর বাহিনীসমূহ আল্লাহরই এবং আল্লাহ জ্ঞানেরও মালিক, হেকমতেরও মালিক।

لِّيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ ؕ وَكَانَ ذٰلِكَ عِنْدَ اللّٰهِ فَوْزًا عَظِيْمًا ۙ

৫. যাতে তিনি মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে দাখিল করেন এমন উদ্যানে, যার তলদেশে প্রবহমান রয়েছে নহর, যেখানে তারা সর্বদা থাকবে এবং যাতে তাদের থেকে মিটিয়ে দেন তাদের মন্দসমূহ। আল্লাহর কাছে এটাই মহাসাফল্য।

وَّيُعَذِّبَ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكٰتِ الظَّآنِّيْنَ بِاللّٰهِ ظَنَّ السَّوْءِ ؕ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السَّوْءِ ۚ وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ

৬. আর যাতে সেই মুনাফেক পুরুষ ও মুনাফেক নারী এবং মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারীদেরকে শাস্তি দান করেন, যারা আল্লাহ সম্পর্কে কু-ধারণা পোষণ করে। মন্দের ফের তাদেরই উপর নিপতিত[৫] এবং আল্লাহ তাদের প্রতি রুষ্ট, তিনি তাদেরকে নিজ রহমত

---

৪. সূরার পরিচিতিতে বলা হয়েছে, হুদায়বিয়ার সন্ধিকালে কাফেরদের আচরণে মুমিনগণ যারপরনাই ক্ষুব্ধ ছিলেন, যে কারণে তারা জিহাদের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলেন এবং সন্ধির শর্তাবলী কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলেন না, কিন্তু সন্ধি স্থাপিত করাই যেহেতু তখন আল্লাহ তাআলার অভিপ্রায় ছিল, তাই তিনি তাঁদের অন্তরে সাকীনাহ ও প্রশান্তি সৃষ্টি করে দিলেন। ফলে তারা সর্বান্তকরণে আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা মেনে নিলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শকে শিরোধার্য করে নিলেন।

৫. অর্থাৎ তারা তাদের ধারণা অনুযায়ী মুসলিমদের বিরুদ্ধে নানা রকম নিকৃষ্ট পরিকল্পনা করছে, কিন্তু জানে না যে, সে সব নিকৃষ্ট পরিকল্পনার ফেরে তারা নিজেরাই পড়ে রয়েছে। কেননা এক দিকে তাদের সব পরিকল্পনাই ভেস্তে যাবে, অন্যদিকে এর পরিণামে তাদেরকে আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে শাস্তি ভোগ করতে হবে।

وَلَعَنَهُمْ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ ۚ وَسَآءَتْ مَصِيْرًا ۝٦

থেকে বিতাড়িত করেছেন এবং তাদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত করে রেখেছেন আর তা অতি মন্দ ঠিকানা।

وَلِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ۝٧

৭. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর বাহিনীসমূহ আল্লাহরই। আল্লাহ ক্ষমতার মালিক, হেকমতেরও মালিক।

اِنَّاۤ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ۝٨

৮. (হে রাসূল!) আমি তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদাদাতা ও সতর্ককারীরূপে।

لِّتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُعَزِّرُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ ؕ وَتُسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ۝٩

৯. যাতে (হে মানুষ!) তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আন এবং তাঁকে সাহায্য কর ও তাঁকে সম্মান কর এবং সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর তাসবীহ পাঠ কর।

اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ ؕ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ ۚ فَمَنْ نَّكَثَ فَاِنَّمَا يَنْكُثُ عَلٰى نَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ اَوْفٰى بِمَا عٰهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهَ فَسَيُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ۝١٠

১০. (হে রাসূল!) যারা তোমার কাছে বায়আত গ্রহণ করছে প্রকৃতপক্ষে তারা আল্লাহর কাছে বায়আত গ্রহণ করছে।[৬] আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর। এরপর যে-কেউ অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে, তার অঙ্গীকার ভঙ্গের পরিণাম তাকেই ভোগ করতে হবে। আর যে-কেউ অঙ্গীকার পূরণ করবে, যা সে আল্লাহর সঙ্গে করছে, আল্লাহ তাকে মহাপুরস্কার দান করবেন।

---

৬. ইশারা বায়আতে রিযওয়ানের প্রতি, যা হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাতের গুজব ছড়িয়ে পড়লে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরাম থেকে নিয়েছিলেন। সূরার পরিচিতিতে সে ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে।

[১]

سَيَقُوْلُ لَكَ الْمُخَلَّفُوْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ شَغَلَتْنَآ اَمْوَالُنَا وَاَهْلُوْنَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا ۚ يَقُوْلُوْنَ بِاَلْسِنَتِهِمْ مَّا لَيْسَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ ۗ قُلْ فَمَنْ يَّمْلِكُ لَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا اِنْ اَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا ۗ بَلْ كَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ⑪

১১. যেসব দেহাতী (হুদায়বিয়ার সফরে) পেছনে থেকে গিয়েছিল,[৭] তারা শীঘ্রই তোমাকে বলবে, আমাদের অর্থ-সম্পদ ও পরিবার-পরিজন আমাদেরকে ব্যস্ত করে রেখেছিল। তাই আমাদের জন্য মাগফিরাতের দুআ করুন। তারা তাদের মুখে এমন কথা বলে, যা তাদের অন্তরে নেই। (তাদেরকে) বল, আল্লাহ যদি তোমাদের কোন ক্ষতি করতে চান বা তোমাদের কোন উপকার করতে চান, তবে এমন কে আছে, যে তোমাদের বিষয়ে আল্লাহর সামনে কিছু করার ক্ষমতা রাখে?[৮] বরং তোমরা যা-কিছু কর আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবগত।

---

৭. হুদায়বিয়ার সফরে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমরার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলে নিষ্ঠাবান সকল সাহাবী স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাতে অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু আশঙ্কা ছিল কুরাইশী কাফেরগণ পথে বাধা সৃষ্টি করবে, ফলে যুদ্ধও লেগে যেতে পারে। তাই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি বড়-সড় দল সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে মদীনা মুনাওয়ারার আশপাশের দেহাতগুলোতেও ঘোষণা করে দিয়েছিলেন যে, তারাও যেন এতে অংশগ্রহণ করে। তাদের মধ্যে যারা অকৃত্রিম মুমিন ছিলেন, তারা তো তাঁর সঙ্গে এসে যোগদান করলেন, কিন্তু দেহাতীদের মধ্যে অনেক মুনাফেকও ছিল। তারা চিন্তা করল, যুদ্ধ লেগে গেলে তো আমাদেরও তাতে অংশগ্রহণ করতে হবে। তাই তারা নানা অজুহাতে পাশ কাটাল। 'যেসব দেহাতী পেছনে থেকে গিয়েছিল' বলে এই মুনাফেকদের প্রতিই ইশারা করা হয়েছে। বলা হচ্ছে যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনা মুনাওয়ারায় ফিরে আসবেন, তখন তারা এসে অজুহাত দেখাবে যে, আমরা ঘর-বাড়ির কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে আপনার সঙ্গে যেতে পারিনি।

৮. অর্থাৎ তোমরা তো এই মনে করেই ঘরে থেকে গিয়েছিলে যে, ঘরে থাকাতেই ফায়দা। আর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে যাওয়া ক্ষতিকর। অথচ লাভ-ক্ষতি সব আল্লাহ তাআলারই হাতে। তিনি কারও উপকার বা ক্ষতি করার ইচ্ছা করলে তা ঠেকানোর সাধ্য নেই কারও।

بَلۡ ظَنَنۡتُمۡ اَنۡ لَّنۡ یَّنۡقَلِبَ الرَّسُوۡلُ وَالۡمُؤۡمِنُوۡنَ اِلٰۤی اَهۡلِیۡهِمۡ اَبَدًا وَّزُیِّنَ ذٰلِكَ فِیۡ قُلُوۡبِكُمۡ وَظَنَنۡتُمۡ ظَنَّ السَّوۡءِ ۚۖ وَكُنۡتُمۡ قَوۡمًۢا بُوۡرًا ﴿۱۲﴾

১২. বস্তুত তোমরা মনে করেছিলে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং অন্যান্য মুসলিমগণ কখনও তাদের পরিবারবর্গের কাছে ফিরে আসতে পারবে না।[৯] আর এ কথাই তোমাদের অন্তরে প্রীতিকর মনে হয়েছিল এবং তোমরা নানা রকম কু-ধারণা করেছিলে। বস্তুত তোমরা এমন এক সম্প্রদায়ে পরিণত হয়েছিলে, যারা ধ্বংস হওয়ারই ছিল।

وَمَنۡ لَّمۡ یُؤۡمِنۡۢ بِاللّٰهِ وَرَسُوۡلِهٖ فَاِنَّاۤ اَعۡتَدۡنَا لِلۡكٰفِرِیۡنَ سَعِیۡرًا ﴿۱۳﴾

১৩. কেউ আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান না আনলে (সে জেনে রাখুক), আমি কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি জ্বলন্ত আগুন।

وَلِلّٰهِ مُلۡكُ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ ؕ یَغۡفِرُ لِمَنۡ یَّشَآءُ وَیُعَذِّبُ مَنۡ یَّشَآءُ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوۡرًا رَّحِیۡمًا ﴿۱۴﴾

১৪. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর গোটা রাজত্ব আল্লাহরই। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে চান শাস্তি দেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

سَیَقُوۡلُ الۡمُخَلَّفُوۡنَ اِذَا انۡطَلَقۡتُمۡ اِلٰی مَغَانِمَ لِتَاۡخُذُوۡهَا ذَرُوۡنَا نَتَّبِعۡكُمۡ ۚ یُرِیۡدُوۡنَ

১৫. (হে মুসলিমগণ!) তোমরা যখন গণীমতের মাল সংগ্রহের জন্য যাবে, তখন (হুদায়বিয়ার সফর থেকে) যারা পেছনে থেকে গিয়েছিল তারা বলবে, তোমরা আমাদেরকেও তোমাদের

---

৯. মুনাফেকদের ধারণা ছিল মুসলিমগণ উমরা পালনের উদ্দেশ্যে গেলেও, কুরাইশের লোকজন তাদেরকে বাধা না দিয়ে ছাড়বে না। ফলে যুদ্ধ অবধারিত। আর যুদ্ধ যদি হয়ই, তবে কুরাইশ বাহিনীর শক্তি এমন অমিত যে, মুসলিমগণ তাদের সামনে টিকবে না। তারা বেঘোরে প্রাণ হারাবে। কেউ জান নিয়ে পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে আসতে পারবে না।

اَنْ يُّبَدِّلُوْا كَلٰمَ اللّٰهِ ؕ قُلْ لَّنْ تَتَّبِعُوْنَا كَذٰلِكُمْ قَالَ اللّٰهُ مِنْ قَبْلُ ۚ فَسَيَقُوْلُوْنَ بَلْ تَحْسُدُوْنَنَا ؕ بَلْ كَانُوْا لَا يَفْقَهُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿۱۵﴾

সাথে যেতে দাও।[১০] তারা আল্লাহর কথা পাল্টে দিতে চাবে।[১১] তোমরা বলে দিও, তোমরা কিছুতেই আমাদের সাথে যাবে না। আল্লাহ আগেই এ রকম বলে রেখেছেন।[১২] তখন তারা বলবে, প্রকৃতপক্ষে তোমরা আমাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ কর।[১৩] না; বরং তারা এমন লোক যে, তারা কথা বড় অল্পই বোঝে।

---

১০. হুদায়বিয়ার সফরে সাহাবায়ে কেরাম যে ত্যাগ-তিতিক্ষা ও আনুগত্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছিলেন, তার পুরস্কার স্বরূপ আল্লাহ তাআলা ওয়াদা করেছিলেন, মক্কা বিজয়ের আগে তাদের আরও একটি বিজয় অর্জিত হবে এবং সে বিজয়ে তাদের প্রচুর গনীমত লাভ হবে। তার দ্বারা ইশারা ছিল খায়বার বিজয়ের প্রতি। সুতরাং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ৭ম হিজরীতে খায়বার অভিযানের জন্য রওয়ানা হচ্ছিলেন, তখন সাহাবায়ে কেরামের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল আল্লাহ তাআলার ওয়াদা অনুসারে খায়বার অবশ্যই বিজিত হবে এবং তাতে প্রচুর গনীমতও লাভ হবে। আল্লাহ তাআলা বলছেন, সেই সময় যখন আসবে, হুদায়বিয়ার সফরে যেসব মুনাফেক নানান ছল-ছুতায় ঘরে থেকে গিয়েছিল, তারাও কিন্তু তখন সঙ্গে যেতে চাইবে। কেননা তোমাদের মত তাদেরও বিশ্বাস থাকবে যে, খায়বার অবশ্যই বিজিত হবে এবং তাতে প্রচুর গনীমত অর্জিত হবে। কিন্তু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলা হচ্ছে, তাদের এ খাহেশ পূরণ করবেন না এবং তাদেরকে আপনার সঙ্গে যাওয়ার অনুমতি দেবেন না।

১১. আল্লাহ তাআলা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আগেই হুকুম দিয়েছিলেন, খায়বার অভিযানে যেন কেবল যারা হুদায়বিয়ার সফরে অংশগ্রহণ করেছিল, তাদেরকেই যোগদানের অনুমতি দেন। এ আয়াতে 'আল্লাহর কথা' বলে সেই হুকুমের দিকেই ইশারা করা হয়েছে।

১২. প্রকাশ থাকে যে, 'যারা হুদায়বিয়ার সফরে অংশগ্রহণ করেছিল, খায়বার অভিযানে কেবল তারাই যোগদান করবে'– আল্লাহ তাআলার এ হুকুমের কথা কুরআন মাজীদের কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। মূলত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওহীর মাধ্যমেই এ হুকুম দেওয়া হয়েছিল এবং তিনি তা মানুষের কাছে প্রকাশ করেছিলেন। এর দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি কুরআনের বাইরেও ওহী নাযিল হত এবং সেই ওহী মারফত যে হুকুম দেওয়া হত, তাও আল্লাহ তাআলারই হুকুম মত। কাজেই 'হাদীছ অস্বীকারকারী সম্প্রদায়' যে বলে, কুরআন ছাড়া অন্য কোন ওহীর কোন প্রমাণ নেই, এ আয়াত সুস্পষ্টভাবে তা খণ্ডন করছে।

১৩. অর্থাৎ তোমরা হিংসা বশতই আমাদেরকে গনীমতের মালে অংশীদার বানাতে চাও না।

قُلْ لِّلْمُخَلَّفِيْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ اِلٰى قَوْمٍ اُولِيْ بَاْسٍ شَدِيْدٍ تُقَاتِلُوْنَهُمْ اَوْ يُسْلِمُوْنَ ۚ فَاِنْ تُطِيْعُوْا يُؤْتِكُمُ اللّٰهُ اَجْرًا حَسَنًا ۚ وَاِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۝١٦

১৬. যারা পেছনে থেকে গিয়েছিল, তাদেরকে বলে দিও, অচিরেই তোমাদেরকে এমন এক সম্প্রদায়ের দিকে (যুদ্ধের জন্য) ডাকা হবে, যারা অত্যন্ত কঠিন লড়াকু হবে। হয় তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে অথবা তারা আনুগত্য স্বীকার করবে।[১৪] তখন তোমরা (জিহাদের এ নির্দেশের সামনে) আনুগত্য করলে আল্লাহ তোমাদেরকে উত্তম পুরস্কার দান করবেন। আর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, যেমন পূর্বে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলে, তবে আল্লাহ তোমাদেরকে যন্ত্রণাময় শাস্তি দান করবেন।

لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ ؕ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ

১৭. (যুদ্ধ না করাতে) অন্ধের জন্য কোন গোনাহ নেই, খোঁড়া ব্যক্তির জন্য কোন গোনাহ নেই এবং রুগ্ন ব্যক্তির জন্যও কোন গোনাহ নেই। যে-কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য

---

১৪. যে সকল দেহাতী হুদায়বিয়ার সফরে শরীক হয়নি, তাদেরকে বলা হচ্ছে, আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে তোমাদের জন্য খায়বারে অভিযানে যোগদানের তো অনুমতি নেই, তবে এর পরে আরেকটা সময় আসছে, যখন তোমাদেরকে এক কঠিন লড়াকু গোষ্ঠীর সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য ডাকা হবে। তখন যদি তোমরা সাচ্চা মুমিন হয়ে ধৈর্য-স্থৈর্যের পরিচয় দিতে পার, তবে তোমাদের এখনকার এ গোনাহ ধুয়ে যাবে এবং আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে প্রভূত সওয়াব দান করবেন। এ আয়াতে যে লড়াকু গোষ্ঠীর সাথে যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে, এর দ্বারা বিশেষ কোন গোষ্ঠীকে বোঝানো উদ্দেশ্য নয়; বরং পরবর্তীকালে মুসলিমগণ যে সকল বড়-বড় শক্তির সাথে মুকাবেলা করেছে এবং তাতে অংশগ্রহণের জন্য দেহাতীদেরকে ডাকা হয়েছে, এ রকম প্রতিটি যুদ্ধই এর অন্তর্ভুক্ত। সাহাবায়ে কেরাম থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত সিদ্দীকে আকবর ও ফারূকে আযম (রাযি.)-এর যুগে মুসায়লিমা কাযযাব, কায়সার ও কিসরার বিরুদ্ধে যেসব অভিযান পরিচালিত হয়েছে, তাতে অংশগ্রহণের জন্য দেহাতী লোকদেরকে ডাকা হয়েছিল এবং কোন কোন দেহাতী তাওবা করে তাতে অংশগ্রহণও করেছিল।

وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ وَمَنْ يَّتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿١٧﴾

করবে, আল্লাহ তাকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার তলদেশে প্রবহমান থাকবে নহর। আর যে-কেউ মুখ ফিরিয়ে নেবে, তাকে যন্ত্রণাময় শাস্তি দেবেন।

[২]

لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا ﴿١٨﴾

১৮. নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের প্রতি খুশী হয়েছেন, যখন তারা গাছের নিচে তোমার কাছে বায়আত গ্রহণ করছিল। তাদের অন্তরে যা-কিছু ছিল আল্লাহ সে সম্পর্কেও অবগত ছিলেন।[১৫] তাই তিনি তাদের উপরে অবতীর্ণ করলেন প্রশান্তি এবং পুরস্কারস্বরূপ তাদেরকে দান করলেন আসন্ন বিজয়।[১৬]

وَّمَغَانِمَ كَثِيْرَةً يَّاْخُذُوْنَهَا ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴿١٩﴾

১৯. এবং বিপুল পরিমাণ গনীমতের মালও, যা তারা হস্তগত করবে। আল্লাহ ক্ষমতার মালিক, হেকমতেরও মালিক।

---

১৫. এ আয়াতের ইশারা বায়আতে রিযওয়ানের প্রতি, যা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুদায়বিয়ায় অবস্থানকালে সাহাবায়ে কেরাম থেকে গ্রহণ করেছিলেন এবং সূরাটির পরিচিতিতে যা সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলছেন, তারা সে বায়আত আন্তরিকভাবে দৃঢ় সংকল্পের সাথে করেছিলেন। তারা মুনাফেকদের মত মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দাতা ছিলেন না।

১৬. ইশারা খায়বার বিজয়ের প্রতি। এর আগে মুসলিমগণ দক্ষিণ ও উত্তর দুই দিক থেকেই আশঙ্কাগ্রস্ত ছিল। দক্ষিণ দিক থেকে ভয় ছিল যে, কুরাইশ কাফেরগণ যে কোনও সময় মদীনায় হামলা চালাতে পারে। হুদায়বিয়ার সন্ধির মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা সে পথ বন্ধ করে দিয়েছেন। আর উত্তর দিকে ছিল খায়বারের ইয়াহুদীগণ। তারা সর্বদাই মুসলিমদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জাল বুনত। আল্লাহ তাআলা বলছেন, হুদায়বিয়ায় মুসলিমগণ আত্মোৎসর্গ ও আনুগত্যের যে জযবা দেখিয়েছে, তার পুরস্কার হিসেবে আমি তাদেরকে খায়বারের বিজয় দান করলাম। এর দ্বারা উত্তর দিক থেকে হামলারও পথ বন্ধ হয়ে যাবে। সেই সাথে প্রচুর গনীমতের মাল অর্জিত হবে। ফলে আর্থিক দিক থেকে তাদের স্বচ্ছলতা লাভ হবে।

وَعَدَكُمُ اللّٰهُ مَغَانِمَ كَثِيْرَةً تَأْخُذُوْنَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هٰذِهٖ وَكَفَّ اَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ ۚ وَلِتَكُوْنَ اٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ﴿۲۰﴾

২০. আল্লাহ তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন প্রচুর গনীমতের, যা তোমরা হস্তগত করবে।[১৭] তিনি তোমাদেরকে তাৎক্ষণিকভাবে এই বিজয় দান করেছেন এবং মানুষের হাতকে তোমাদের থেকে নিবারিত করেছেন,[১৮] যাতে এটা মুমিনদের জন্য হয় এক নিদর্শন এবং যাতে তিনি তোমাদেরকে পরিচালিত করেন সরল পথে।

وَّاُخْرٰى لَمْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهَا قَدْ اَحَاطَ اللّٰهُ بِهَا ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا ﴿۲۱﴾

২১. আছে আরও এক বিজয়, যা এখনও পর্যন্ত তোমাদের ক্ষমতাবলয়ে আসেনি, কিন্তু আল্লাহ তা নিজ আয়ত্তাধীন রেখে দিয়েছেন।[১৯] আল্লাহ সর্ববিষয়ে পরিপূর্ণ ক্ষমতাবান।

وَلَوْ قٰتَلَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوَلَّوُا الْاَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُوْنَ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ﴿۲۲﴾

২২. কাফেরগণ যদি তোমাদের সাথে যুদ্ধ করত, তবে অবশ্যই তারা পেছন ফিরে পালাত। অতঃপর তারা কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী পেত না[২০]

---

১৭. এর দ্বারা খায়বার ছাড়া অন্যান্য বিজয়সমূহের দিকে ইশারা করা হয়েছে।

১৮. অর্থাৎ এ বিজয়ে খায়বারের ইয়াহুদী ও তাদের মিত্রগণ যে বাধার সৃষ্টি করতে পারত আল্লাহ তাআলা তা ঠেকিয়ে রেখেছেন।

১৯. এর দ্বারা মক্কা বিজয় এবং তার পরবর্তী হুনায়ন ও অন্যান্য স্থানের বিজয়সমূহ বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ তাআলা জ্ঞাত রয়েছেন যে, মুসলিমগণ যদিও এখন মক্কা মুকাররমা জয় করার মত অবস্থায় নেই, কিন্তু সেদিন দূরে নয়, যখন কুরাইশ কাফেরগণ নিজেরাই হুদায়বিয়ার সন্ধি ভঙ্গ করে মুসলিমদের জন্য মক্কা বিজয়ের পথ খুলে দেবে। তারপর হুনায়ন প্রভৃতিও জয় হয়ে যাবে।

২০. অর্থাৎ হুদায়বিয়ায় যে কাফেরদের সাথে সন্ধি স্থাপিত করানো হয়েছে, তার কারণ মুসলিমদের দুর্বলতা নয়। বিষয়টা এমন নয় যে, যুদ্ধ হলে মুসলিমদেরকে পরাজয় বরণ করতে হত। বরং যুদ্ধ হলে কাফেরগণই পরাস্ত হত এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালাত। আসল ব্যাপার হচ্ছে, সন্ধির ভেতর বহুবিধ মঙ্গল নিহিত ছিল, যা আল্লাহ তাআলা

سُنَّةَ اللّٰهِ الَّتِیْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ ۚۖ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِیْلًا ﴿۲۳﴾

২৩. এটাই আল্লাহর নিয়ম, যা পূর্ব হতে চলে আসছে। তুমি আল্লাহর নিয়মে কোন পরিবর্তন পাবে না।[২১]

وَهُوَ الَّذِیْ كَفَّ اَیْدِیَهُمْ عَنْكُمْ وَاَیْدِیَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْۢ بَعْدِ اَنْ اَظْفَرَكُمْ عَلَیْهِمْ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِیْرًا ﴿۲۴﴾

২৪. আল্লাহই মক্কা উপত্যকায় তাদের হাতকে তোমাদের পর্যন্ত পৌঁছা হতে এবং তোমাদের হাতকে তাদের পর্যন্ত পৌঁছা হতে নিবৃত্ত রেখেছেন, তাদের উপর তোমাদেরকে ক্ষমতা দান করার পর।[২২] তোমরা যা-কিছু করছিলে আল্লাহ তা দেখছিলেন।

জানতেন আর সে কারণেই তিনি যুদ্ধ আটকে দিয়ে সন্ধি স্থাপিত করিয়েছেন। সামনে ২৫ নং আয়াতে সন্ধি স্থাপনের একটা ফায়দা বর্ণিত হবে।

২১. প্রাচীন কাল থেকে আল্লাহ তাআলার এই নিয়ম চলে আসছে যে, যারা সত্যের উপর থাকে এবং আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে সাহায্যপ্রাপ্তির শর্তাবলী পূরণ করে, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে বাতিলপন্থীদের উপর বিজয় দান করেন। কোথাও যদি বাতিলপন্থীদেরকে বিজয়ী হতে দেখা যায়, তবে বুঝতে হবে, সত্যপন্থীদের বিশেষ কোন ত্রুটি ছিল, যার পরিণামে তারা আল্লাহ তাআলার সাহায্য থেকে বঞ্চিত থেকেছে।

২২. হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন মক্কা মুকাররমায় গিয়ে কুরাইশদেরকে সন্ধির প্রস্তাব দিচ্ছিলেন, তখন মক্কা মুকাররমার কাফেরগণ একটি দূরভিসন্ধি এঁটেছিল। তারা গোপনে তাদের পঞ্চাশজন লোককে এই মতলবে পাঠিয়েছিল যে, তারা গুপ্ত আক্রমণ চালিয়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শহীদ করে ফেলবে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাদের সে দূরভিসন্ধি নস্যাৎ করে দিয়েছিলেন। তিনি সে দলটিকে মুসলিমদের হাতে গ্রেফতার করিয়ে দেন। কুরাইশরা যখন তাদের গ্রেফতার হয়ে যাওয়ার খবর শুনল, তারা হযরত উসমান (রাযি.) ও তাঁর সঙ্গীদেরকে মক্কায় আটকে ফেলল। মুসলিমগণ তখন সেই পঞ্চাশজনকে হত্যা করলে পাল্টা জবাবে কুরাইশগণও হযরত উসমান (রাযি.) ও তার সঙ্গীদেরকে হত্যা করত। আর তার ফল হত অনিবার্য যুদ্ধ।

সুতরাং আল্লাহ তাআলা মুসলিমদের মনোভাবকে বন্দী হত্যা না করার অনুকূল করে দিলেন এবং তাদের হাতকে বন্দীদের হত্যা করা হতে নিবৃত্ত রাখলেন। অথচ বন্দীগণ তাদের আয়ত্তাধীন ছিল এবং মুসলিমগণ তাদেরকে হত্যা করতে পরিপূর্ণ সক্ষম ছিল। অপর দিকে মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করা হতে কুরাইশদের হাতকে আল্লাহ তাআলা এভাবে রুখে দিলেন যে, তিনি তাদের অন্তরে মুসলিমদের প্রতি ভীতি সঞ্চার করলেন। ফলে তারা যুদ্ধের পরিবর্তে সন্ধিতেই রাজি হয়ে গেল, অথচ তারা হযরত উসমান (রাযি.)কে সাফ জানিয়ে দিয়েছিল যে, কিছুতেই সন্ধি করবে না।

هُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوْفًا اَنْ يَّبْلُغَ مَحِلَّهٗ ۭ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُوْنَ وَ نِسَآءٌ مُّؤْمِنٰتٌ لَّمْ تَعْلَمُوْهُمْ اَنْ تَطَـُٔوْهُمْ فَتُصِيْبَكُمْ مِّنْهُمْ مَّعَرَّةٌۢ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ لِيُدْخِلَ اللّٰهُ فِيْ رَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ۚ لَوْ تَزَيَّلُوْا لَعَذَّبْنَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿۲۵﴾

২৫. এরাই তো তারা, যারা কুফর অবলম্বন করেছে, তোমাদেরকে মসজিদুল হারাম থেকে নিবৃত্ত করেছে এবং আবদ্ধ অবস্থায় দাঁড়ানো কুরবানীর পশুগুলিকেও যথাস্থানে পৌঁছতে বাধা দিয়েছে।[২৩] যদি (মক্কায়) কিছু মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী না থাকত, যাদের সম্পর্কে তোমরা জান না যে, তোমরা তাদেরকে অজ্ঞাতসারে পিষে ফেলতে, ফলে তাদের কারণে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হতে[২৪] (তবে আমি ওই কাফেরদের সাথে সন্ধির পরিবর্তে তোমাদেরকে যুদ্ধে লিপ্ত করতাম। কিন্তু আমি যুদ্ধ রোধ করেছি) এজন্য যে, আল্লাহ যাকে চান নিজ রহমতের ভেতর দাখিল করেন।[২৫] (অবশ্য)

---

২৩. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম যেহেতু উমরা আদায়ের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন, তাই কুরবানী করার উদ্দেশ্যে সাথে পশুও নিয়েছিলেন, যেগুলোকে হরমে পৌঁছে কুরবানী করা বিধেয় ছিল। কাফেরদের বাধার কারণে সেগুলোকে হুদায়বিয়াতেই দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। যে স্থানে নিয়ে কুরবানী করার কথা, সেখানে সেগুলোকে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি।

২৪. মুসলিমদের যে সকল হিত বিবেচনায় তখন যুদ্ধকে সমীচীন মনে করা হয়নি, আল্লাহ তাআলা এ আয়াতে তার একটা বর্ণনা করেছেন। বলা হচ্ছে যে, তখন মক্কা মুকাররমায় বহু মুসলিম অবস্থান করছিল। সবশেষে হযরত উসমান (রাযি.) ও তাঁর সঙ্গীগণও সেখানে পৌঁছে গিয়েছিলেন। যুদ্ধ হলে তো পুরোপুরিভাবেই হত এবং সেই ঘোরতর লড়াইয়ের ভেতর মক্কা মুকাররমায় অবস্থিত মুসলিমদের খোদ মুসলিমদেরই হাতে তাদের অজ্ঞাতসারে কোন ক্ষতি হয়ে যেতে পারত, যদ্দরুণ পরবর্তীতে খোদ মুসলিমদেরই অনুশোচনা করতে হত। মুসলিমদের যেন এহেন ক্ষতির শিকার হতে না হয় এবং সেই ক্ষতির জন্য পরবর্তীতে গ্লানিবোধ করতে না হয়, তাই আল্লাহ তাআলা যুদ্ধ রুখে দেন ও সন্ধি স্থাপিত করেন।

২৫. আল্লাহ তাআলা মক্কা মুকাররমার মুসলিমদের প্রতি রহমত করেন যে, তাদেরকে হতাহতের শিকার হওয়া থেকে রক্ষা করলেন আর মদীনা মুনাওয়ারার মুসলিমদের প্রতিও রহমত করেন যে, তাদের হাতকে তাদের দ্বীনী ভাইদের রক্তে রঞ্জিত হওয়া থেকে মুক্ত রাখলেন।

সেই মুসলিমগণ যদি সেখান থেকে সরে যেত তবে আমি তাদের (অর্থাৎ মক্কাবাসীদের) মধ্যে যারা কাফের, তাদেরকে যন্ত্রণাময় শাস্তি দিতাম।[২৬]

إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٢٦﴾

২৬. কাফেরগণ যখন তাদের অন্তরে অহমিকাকে স্থান দিল– যা ছিল জাহেলী যুগের অহমিকা, তখন আল্লাহ নিজের পক্ষ হতে তাঁর রাসূল ও মুসলিমদের উপর বর্ষণ করলেন প্রশান্তি[২৭] এবং তাদেরকে তাকওয়ার বিষয়ে স্থিত করে রাখলেন[২৮] আর তারা তো এরই বেশি হকদার ও এর উপযুক্ত ছিল। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত।

---

২৬. অর্থাৎ মুক্কা মুকাররমায় যে সকল মুসলিম কাফেরদের হাতে জুলুম-নির্যাতন ভোগ করছিল, তারা যদি সেখান থেকে অন্য কোথাও চলে যেত, তবে আমি কাফেরদের সাথে মুসলিমদেরকে যুদ্ধে লিপ্ত করতাম। ফলে মুসলিমদের হাতে তাদের শোচনীয় পরাজয় বরণ করতে হত।

২৭. কুরাইশ পক্ষ যদিও শেষ পর্যন্ত সন্ধি স্থাপনে সম্মত হয়েছিল, কিন্তু যখন সন্ধিপত্র লেখার সময় আসল, তখন তারা কেবল জাহেলী অহমিকা ও আত্মম্ভরিতার কারণে এমন কিছু বিষয়ে বাড়াবাড়ি করছিল, যা সাহাবায়ে কেরামের পক্ষে চরম অপ্রীতিকর ছিল। যেমন সন্ধিপত্রের শুরুতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ লিখিয়েছিলেন, কিন্তু তারা তাতে আপত্তি করল এবং গোঁ ধরে বসল যে, بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ লিখতে হবে। এমনিভাবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামের সাথে رسول الله লেখা হয়েছিল। তারা তা মোছানোর জন্য জোরাজুরি করল। এসব কারণে সাহাবায়ে কেরাম খুবই ক্ষুব্ধ ছিলেন, কিন্তু সন্ধি স্থাপিত করাই যেহেতু ছিল আল্লাহ তাআলার অভিপ্রেত, তাই আল্লাহ তাআলা সাহাবায়ে কেকরামের অন্তরে বাড়তি সহিষ্ণুতা সঞ্চার করলেন। সেই সহিষ্ণুতাকেই এখানে 'সাকীনা' (প্রশান্তি) শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে।

২৮. 'তাকওয়ার বিষয়' ছিল এটাই যে, সর্বাবস্থায় আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করা হবে, তাতে আনুগত্যের বিষয়টি যতই অপ্রীতিকর হোক না কেন। সাহাবায়ে কেরাম তাই করেছিলেন।

[৩]

لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الرُّءْيَا بِالْحَقِّ ۚ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ ۙ مُحَلِّقِيْنَ رُءُوْسَكُمْ وَمُقَصِّرِيْنَ ۙ لَا تَخَافُوْنَ ۗ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوْا فَجَعَلَ مِنْ دُوْنِ ذٰلِكَ فَتْحًا قَرِيْبًا ﴿۲۷﴾

২৭. বস্তুত আল্লাহ তাঁর রাসূলকে সত্য স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন, যা ছিল সম্পূর্ণ বাস্তব সম্মত। তোমরা অবশ্যই মসজিদুল হারামে নিরাপদে প্রবেশ করবে, এমন অবস্থায় যে, তোমরা (কিছু সংখ্যক) নির্ভয়ে মাথা কামানো থাকবে এবং (কিছু সংখ্যক) থাকবে চুল ছাঁটা।[২৯] আল্লাহ এমন সব বিষয় জানেন, যা তোমরা জান না। সুতরাং সে স্বপ্ন পূরণ হওয়ার আগে স্থির করে দিলেন এক আসন্ন বিজয়।[৩০]

هُوَ الَّذِيْۤ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ۗ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ﴿۲۸﴾

২৮. তিনিই নিজ রাসূলকে হেদায়াত ও সত্য দ্বীন দিয়ে পাঠিয়েছেন, অন্য সমস্ত দ্বীনের উপর তাকে জয়যুক্ত করার জন্য। আর (এর) সাক্ষ্য দানের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।

---

২৯. সূরার পরিচিতিতে বলা হয়েছে যে, হুদায়বিয়ার সফরের আগে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বপ্নে দেখেছিলেন, তিনি উমরার উদ্দেশ্যে সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করেছেন। এ স্বপ্নের পরেই তিনি সমস্ত সাহাবীকে উমরার জন্য রওয়ানা হওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু হুদায়বিয়ায় পৌঁছার পর যখন সন্ধি স্থাপিত হল এবং উমরা আদায় ছাড়াই সকলকে ইহরাম খুলতে হল, তখন কারও কারও মনে খটকা লাগল যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বপ্ন তো ওহী হয়ে থাকে, কিন্তু এখন উমরা আদায় ব্যতিরেকে ফিরে যাওয়ার সাথে সেই স্বপ্নের মিল কোথায়? এ আয়াতে তার জবাব দেওয়া হয়েছে যে, সে স্বপ্ন নিঃসন্দেহে সত্য ছিল। কিন্তু তাতে মসজিদুল হারামে প্রবেশের কোন সময় নির্দিষ্ট করা হয়নি। এখনও সে স্বপ্ন সত্যই আছে। এ সফরে যদিও উমরা পালন করা যায়নি, কিন্তু ইনশাআল্লাহ তাআলা সে স্বপ্ন পূরণ হবেই। সুতরাং পরবর্তী বছর তা পূরণ হয়েছিল। মহানবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবীগণ নির্বিঘ্নে, নিরাপদে উমরা পালন করেছিলেন।

৩০. ইশারা খায়বার বিজয়ের প্রতি। ১৮ নং আয়াত ও তার টীকায় তা বর্ণিত হয়েছে।

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ؕ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗۤ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرٰىهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا ؗ سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ ؕ ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ ۛۚ وَ مَثَلُهُمْ فِي الْاِنْجِيْلِ ۛۚ كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْـَٔهٗ فَاٰزَرَهٗ

২৯. মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল।[৩১] তাঁর সঙ্গে যারা আছে, তারা কাফেরদের বিরুদ্ধে কঠোর এবং আপসের মধ্যে একে অন্যের প্রতি দয়ার্দ্র। তুমি তাদেরকে দেখবে কখনও রুকুতে, কখনও সিজদায়, আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি সন্ধানে রত। তাদের আলামত তাদের চেহারায় পরিস্ফুট, সিজদার ফলে। এই হল তাদের সেই গুণাবলী, যা তাওরাতে বর্ণিত আছে।[৩২] আর

---

৩১. পূর্বে ২৭ নং টীকায় বলা হয়েছে যে, সন্ধিপত্র লিপিবদ্ধ করার সময় কাফেরগণ আপত্তি করেছিল যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' লেখা যাবে না। শেষ পর্যন্ত লিখতে হয়েছিল 'মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ। আল্লাহ তাআলা এ আয়াতে 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' বলে ইশারা করেছেন যে, কাফেরগণ স্বীকার করুক আর নাই করুক মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূলই। এটা বাস্তব সত্য। আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদে এ সত্যের উপর কিয়ামত পর্যন্তের জন্য সীলমোহর করে দিয়েছেন।

৩২. যদিও তাওরাতে অনেক পরিবর্তন-পরিবর্ধন ঘটেছে, কিন্তু তারপরও তাতে এখনও পর্যন্ত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের এসব গুণের উল্লেখ পাওয়া যায়। বাইবেলের যেসব পুস্তককে ইয়াহুদী ও খ্রিস্টান সম্প্রদায় 'তাওরাত' বলে স্বীকার করে এবং উভয় ধর্মেই যা 'তাওরাত' নামে অভিহিত, তার মধ্যে একখানি পুস্তকের নাম হল 'দ্বিতীয় বিবরণ'। এ পুস্তকের (৩৩ : ২-৩) একটি স্তবক সম্পর্কে বেশ জোর দিয়েই বলা যায় যে, কুরআন মাজীদের ইশারা সেদিকেই। তাতে আছে,

'প্রভু সিনাই থেকে আসলেন সেয়ীর থেকে তাদের উপর আলো দিলেন এবং ফারান পাহাড় থেকে তাঁর আলো ছড়িয়ে পড়ল। তিনি দশ হাজার ভক্ত পরিবৃত হয়ে আসলেন। তার ডান হাতে তাদের জন্য রয়েছে আগুন ভরা আইন। তিনি নিঃসন্দেহে জাতিসমূহকে ভালোবাসেন। তার পবিত্র লোকসমূহ তার অধীন এবং তারা সবাই তাঁর পায়ে নত হয়ে আছে। তারই কাছে তারা হুকুম পায়।' (দ্বিতীয় বিবরণ ৩৩ : ২-৩)

প্রকাশ থাকে যে, এটা হযরত মূসা আলাইহিস সালামের শেষ বক্তৃতা। এতে বলা হয়েছে, আল্লাহ তাআলার ওহী সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়েছে সিনাই পাহাড়ে। এ ওহী দ্বারা তাওরাত বোঝানো হয়েছে। তারপর অবতীর্ণ হবে সেয়ীর পাহাড়ে। এটা ইনজিলের প্রতি ইঙ্গিত। কেননা সেয়ীর ছিল হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের প্রচার কেন্দ্র। বর্তমানে এর নাম 'জাবাল আল-খালীল'। তারপর বলা হয়েছে, তৃতীয় ওহী অবতীর্ণ হবে ফারান পর্বতে। এর দ্বারা কুরআন মাজীদ বোঝানো হয়েছে। কেননা ফারান বলে হেরা পাহাড়কে। এর গুহায়ই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর সর্বপ্রথম ওহী নাযিল হয়েছিল।

فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقِهٖ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ؕ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا ﴿۲۹﴾

ইনজিলে তাদের দৃষ্টান্ত এই, যেন এক শস্যক্ষেত্র, যা তার কুঁড়ি বের করল, তারপর তাকে শক্ত করল। তারপর তা পুষ্ট হল। তারপর তা নিজ কাণ্ডের উপর এভাবে সোজা দাঁড়িয়ে গেল যে, কৃষক তা দেখে মুগ্ধ হয়ে যায়।[৩৩] এটা এইজন্য যে, আল্লাহ তাদের (উন্নতি) দ্বারা কাফেরদের অন্তর্দাহ সৃষ্টি করেন। যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, আল্লাহ তাদেরকে মাগফিরাত ও মহা পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

মক্কা বিজয় কালে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী সংখ্যা ছিল বার হাজার। সুতরাং 'তিনি দশ হাজার ভক্ত-পরিবৃত্ত হয়ে আসলেন'-এর দ্বারা সাহাবায়ে কেরামের দিকেই ইশারা করা হয়েছে। (উল্লেখ্য তাওরাতের প্রাচীন মুদ্রণসমূহে সংখ্যা বলা হয়েছে দশ হাজার, কিন্তু বর্তমানে কোন কোন মুদ্রণে তা পরিবর্তন করে 'লাখ-লাখ' শব্দ লেখা হয়েছে।)

কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে, 'সাহাবীগণ কাফেরদের বিরুদ্ধে কঠোর'। দ্বিতীয় বিবরণে বলা হয়েছে, 'তার হাতে তাদের জন্য রয়েছে আগুন ভরা আইন'। কুরআন মাজীদে আছে, 'তারা আপসের ভেতর একে অন্যের প্রতি দয়ার্দ্র।' আর দ্বিতীয় বিবরণে বলা হয়েছে, 'তিনি নিঃসন্দেহে জাতিসমূহকে ভালোবাসেন।' সুতরাং এ ধারণা মোটেই অবান্তর নয় যে, কুরআন মাজীদের ইশারা তাওরাতের উপরিউক্ত স্তবকটিরই দিকে, যা পরিবর্তন হতে হতে 'দ্বিতীয় বিবরণ'-এর বর্তমান রূপে পৌঁছেছে।

৩৩. মার্কের ইনজিলে এই একই উপমা এভাবে প্রদত্ত হয়েছে যে, প্রভুর রাজত্ব এ রকম, একজন লোক জমিতে বীজ বপণ করল। তারপর সে রাতে ঘুমিয়ে ও দিনে জেগে থেকে সময় কাটাল। ইতোমধ্যে সেই বীজ হতে চারা গজিয়ে বড় হল। কিন্তু কিভাবে হল তা সে জানল না। জমি নিজে নিজেই ফল জন্মাল– প্রথমে চারা, পরে শীষ এবং শীষের মাথায় পরিপূর্ণ শস্যের দানা। দানা পাকলে পর সে কাস্তে লাগাল। কারণ ফসল কাটার সময় হয়েছে (মার্ক ৪ : ২৬–২৯)। অনুরূপ উপমা লুক (১৩–১৮, ১৯) ও মার্ক (১৩–৩১)-এর ইনজিলেও আছে।

আলহামদুলিল্লাহ! সূরা 'ফাতহ'-এর তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। ১৫ই সফর ১৪২৯ হিজরী মোতাবেক ২২ শে ফেব্রুয়ারি ২০০৮ খ্রি., শুক্রবার জুমাআর নামাযের পর। মক্কা মুকাররমা। (অনুবাদ শেষ হল আজ শুক্রবার ১৯ শে যুলহিজ্জা ১৪৩১ হিজরী মোতাবেক ২৬ শে নভেম্বর ২০১০ খ্রি.)। আল্লাহ তাআলা নিজ ফযল ও করমে এ খেদমতটুকু কবুল করে নিন, একে মানুষের জন্য উপকারী বানিয়ে দিন এবং অবশিষ্ট সূরাসমূহের কাজও নিজ পছন্দমত শেষ করার তাওফীক দান করুন– আমীন।

৪৯
সূরা হুজুরাত

সূরা হুজুরাত
পরিচিতি

এ সূরার মূল বিষয়বস্তু দু'টি। (এক) সর্বাবস্থায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মান ও আদব রক্ষায় যত্নবান থাকার অপরিহার্যতা এবং (দুই) মুসলিমদের পারস্পরিক ঐক্য ও সংহতি রক্ষার জন্য অনুসরণীয় নীতিমালা। এ প্রসঙ্গে প্রথমে মুসলিমদের দু'টি দলের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিলে তা নিরসনের জন্য অপরাপর মুসলিমদের উপর কী দায়িত্ব বর্তায় তা জানানো হয়েছে। তারপর সমাজ জীবনে সাধারণত যেসব কারণে ঝগড়া-ফাসাদ দেখা দেয় সেগুলো উল্লেখ করত সকলকে তা পরিহার করে চলার জন্য তাগিদ করা হয়েছে। যেমন একে অন্যকে উপহাস করা, গীবত করা, অন্যের বিষয়ে অনধিকার হস্তক্ষেপ করা, অন্যের সম্পর্কে কুধারণা পোষণ করা ইত্যাদি। সেই সঙ্গে দ্ব্যর্থহীনভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, সব মানুষ সমান। বংশ, গোত্র, ভাষা ও জাতীয়তার কারণে কারও উপর কারও কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। এসবের ভিত্তিতে একের উপর অন্যের বড়াই করার কোন বৈধতা ইসলামে নেই। হাঁ, আল্লাহ তাআলার নিকট একের উপর অন্যের শ্রেষ্ঠত্ব কেবল একটি উপায়েই অর্জিত হতে পারে। আর তা হচ্ছে তাকওয়া ও সুকীর্তি।

সূরার শেষে আরেকটি বাস্তবতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। তা এই যে, কেবল মৌখিকভাবে ইসলাম স্বীকার করা ও নিজেকে মুসলিম বলে দাবি করাই একজনের মুসলিম হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। বরং এজন্য আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদত্ত যাবতীয় বিধান আন্তরিকভাবে মেনে নেওয়া জরুরি। এছাড়া ইসলাম গ্রহণের দাবি গ্রহণযোগ্য নয়।

হুজুরাত (حجرات) শব্দটি হুজুরাঃ (حجرة)-এর বহুবচন। এর অর্থ কক্ষ। এ সূরার চতুর্থ আয়াতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর বাসকক্ষসমূহের বাইর থেকে ডাকতে নিষেধ করা হয়েছে। এরই থেকে সূরাটির 'হুজুরাত' নাম গৃহীত হয়েছে।

৪৯ – সূরা হুজুরাত – ১০৬

মাদানী; ১৮ আয়াত; ২ রুকু

سُوْرَةُ الْحُجُرٰتِ مَدَنِيَّةٌ
اٰيَاتُهَا ١٨ رُكُوْعَاتُهَا ٢

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ①

১. হে মুমিনগণ! (কোনও বিষয়ে) আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের থেকে আগ বেড়ে যেও না।[১] আল্লাহকে ভয় করে চলো। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু শোনেন, সবকিছু জানেন।

---

১. সূরার প্রথম পাঁচটি আয়াত এক বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করে নাযিল হয়েছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আরবের বিভিন্ন গোত্র থেকে প্রতিনিধি দল আসত। তিনি প্রতিটি প্রতিনিধি দলের একজনকে ভবিষ্যতের জন্য তাদের গোত্রের আমীর বানিয়ে দিতেন। একবার তাঁর কাছে তামীম গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল আসল। তাদের মধ্যে কাকে গোত্রের আমীর বানানো হবে সে সম্পর্কে কোন কথা শুরু না হতেই বা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে সম্বন্ধে পরামর্শ চাওয়ার আগেই হযরত আবু বকর সিদ্দীক ও হযরত উমর (রাযি.) নিজেদের পক্ষ হতে প্রস্তাবনা শুরু করে দিলেন। হযরত আবু বকর (রাযি.) এক ব্যক্তির নাম নিয়ে বললেন, তাকে আমীর বানানো হবে আর হযরত উমর (রাযি.) অন্য এক ব্যক্তির পক্ষে রায় দিলেন। তারপর উভয়ে আপন-আপন প্রস্তাবের সপক্ষে এভাবে যুক্তি-তর্ক শুরু করে দিলেন যে, তা কিছুটা বাক-বিতণ্ডার রূপ নিয়ে নিল এবং তাতে উভয়ের আওয়াজও চড়া হয়ে গেল। এ পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম তিন আয়াত নাযিল হয়। প্রথম আয়াতে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে যে, যেসব বিষয়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই কোন সিদ্ধান্ত নেবেন, সেসব বিষয়ে তিনি যতক্ষণ পর্যন্ত পরামর্শ না চান, ততক্ষণ পর্যন্ত নীরবতা অবলম্বন জরুরী। যদি নিজেরা আগে বেড়ে কোন রায় স্থির করে নেওয়া হয় এবং তার পক্ষে যুক্তি-তর্কের অবতারণা বা তা মানানোর জন্য পীড়াপীড়ি করা হয়, তবে তা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে আদবের খেলাফ কাজ হবে। যদিও প্রথম আয়াতটি এই বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করে নাযিল হয়েছে, কিন্তু এতে শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে সাধারণ, যাতে এটা সকলের জন্য একটা মূলনীতি হয়ে যায়। মূলনীতিটির সারকথা হল, কোনও বিষয়েই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আগে বেড়ে যাওয়া কোন মুসলিমের জন্য জায়েয নয়। এমনকি তার সঙ্গে যখন একত্রে চলাফেরা করা হবে, তখনও তার সামনে সামনে হাঁটা যাবে না। তাছাড়া জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তিনি যে সীমারেখা স্থির করে দিয়েছেন তা অতিক্রম করার চেষ্টাও তার সঙ্গে বেয়াদবীর শামিল। কাজেই তা থেকেও বিরত থাকতে হবে। অতঃপর দ্বিতীয় ও তৃতীয় আয়াতে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসে

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْٓا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوْا لَهٗ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ ②

২. হে মুমিনগণ! নিজের আওয়াজকে নবীর আওয়াজ থেকে উঁচু করো না এবং তার সাথে কথা বলতে গিয়ে এমন জোরে বলো না, যেমন তোমরা একে অন্যের সাথে জোরে বলে থাক, পাছে তোমাদের কর্ম বাতিল হয়ে যায়, তোমাদের অজ্ঞাতসারে।

اِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضُّوْنَ اَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ امْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ لِلتَّقْوٰى ؕ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ عَظِيْمٌ ③

৩. জেনে রেখ, যারা আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়াসাল্লাম)-এর সামনে নিজেদের কণ্ঠস্বর নিচু রাখে, তারাই এমন লোক যাদের অন্তরকে আল্লাহ ভালোভাবে যাচাই করে তাকওয়ার জন্য মনোনীত করেছেন। তাদের জন্য অর্জিত রয়েছে মাগফিরাত ও মহা পুরস্কার।

اِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَآءِ الْحُجُرٰتِ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ④

৪. (হে রাসূল!) তোমাকে যারা হুজরার বাইরে থেকে ডাকে, তাদের অধিকাংশেরই বুদ্ধি নেই।[২]

وَلَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوْا حَتّٰى تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ⑤

৫. তুমি নিজেই বাইরে বের হয়ে তাদের কাছে আসা পর্যন্ত যদি তারা ধৈর্য ধারণ করত, সেটাই তাদের জন্য শ্রেয় হত। আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

বসা থাকাকালে নিজ কণ্ঠস্বরকে তাঁর কণ্ঠস্বর অপেক্ষা উঁচু করা উচিত নয় এবং তাঁর সঙ্গে কোন কথা বলতে হলে তাও উঁচু আওয়াজে বলা ঠিক নয়; বরং তাঁর মজলিসে নিজ কণ্ঠস্বর নিচু রাখার চেষ্টা করতে হবে।

২. উপরে তামীম গোত্রের যে প্রতিনিধি দলের কথা বলা হল, তারা মদীনা মুনাওয়ারায় পৌঁছে ছিল দুপুর বেলা, যখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশ্রাম করছিলেন। তারা তাঁর সঙ্গে আচার-আচরণের আদব-কায়দা সম্পর্কে অবগত ছিল না। ফলে তাদের মধ্যে কিছু লোক ঘরের বাইরে থেকে তাঁকে ডাকতে শুরু করে দিল। তারই পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয় এবং এতে সতর্ক করে দেওয়া হয় যে, এভাবে ডাক দেওয়া আদবের পরিপন্থী।

৬. হে মুমিনগণ! কোন ফাসেক যদি তোমাদের কাছে কোন সংবাদ নিয়ে আসে, তবে ভালোভাবে যাচাই করে দেখবে,[৩] যাতে তোমরা অজ্ঞতাবশত কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতি করে না বস। ফলে নিজেদের কৃতকর্মের কারণে তোমাদেরকে অনুতপ্ত হতে হয়।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْٓا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًۢا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ ۝

---

৩. এ আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে হাফেজ ইবনে জারীর (রহ.) ও অন্যান্য মুফাসসিরগণ একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। ঘটনাটির সারমর্ম নিম্নরূপ, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ওয়ালীদ ইবনে উকবা (রাযি.)কে আরবের বিখ্যাত গোত্র বনু মুস্তালিকের কাছে যাকাত উসুল করার জন্য পাঠিয়েছিলেন। তিনি যখন তাদের কাছাকাছি পৌঁছলেন, দেখতে পেলেন লোকালয়ের বাইরে তাদের বহু লোক জড়ো হয়ে আছে। আসলে তারা এসেছিল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রেরিত দূত হিসেবে তাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য। কিন্তু ওয়ালীদ ইবনে উকবা (রাযি.) মনে করলেন, তারা হামলা করার জন্য বের হয়ে এসেছে। কোন কোন বর্ণনায় আছে, তাঁর ও বনু মুস্তালিকের মধ্যে জাহেলী যুগে কিছুটা শত্রুতাও ছিল। তাই হযরত ওয়ালীদ (রাযি.)-এর ভয় হল তারা সেই পুরানো শত্রুতার জের ধরে তাকে আক্রমণ করবে। সুতরাং তিনি মহল্লায় প্রবেশ না করে সেখান থেকেই মদীনা মুনাওয়ারায় ফিরে আসলেন এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানালেন, বনু মুস্তালিক যাকাত দিতে অস্বীকার করেছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত খালেদ ইবনুল ওয়ালীদ (রাযি.)কে ঘটনা তদন্ত করে দেখতে বললেন এবং নির্দেশ দিলেন, যদি প্রমাণিত হয় সত্যিই তারা অবাধ্যতা করেছে, তবে তাদের সাথে জিহাদ করবে। তদন্ত করে দেখা গেল, আসলে তারা অভ্যর্থনা জানানোর জন্য বের হয়েছিল। যাকাত দিতে তারা আদৌ অস্বীকার করেনি। তারই পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয়েছে।

উপরিউক্ত বর্ণনার ভিত্তিতে কেউ কেউ বলেন, আয়াতে যে ফাসেক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, তার দ্বারা ওয়ালীদ ইবনে উকবা (রাযি.)কে বোঝানো হয়েছে। প্রশ্ন ওঠে যে, একজন সাহাবীকে 'ফাসেক' সাব্যস্ত করলে তা দ্বারা তো সাহাবায়ে কেরামের 'আদালত' (বিশ্বস্ততা)-এর বিষয়টা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ে। কিন্তু এর উত্তর দেওয়া হয়েছে যে, কোন কোন সাহাবীর দ্বারা কদাচিৎ গোনাহ হয়ে গেলেও তাদেরকে তাওবার তাওফীক দেওয়া হয়েছে। কাজেই তা দ্বারা সমষ্টিগতভাবে তাদের আদালত নষ্ট হয়ে যায় না। তবে বাস্তব কথা হল, এ ঘটনা সম্পর্কে যেসব বর্ণনা পাওয়া যায়, প্রথমত তা সনদের দিক থেকে শক্তিশালী নয়, তাও আবার একেক বর্ণনা একেক রকমের। দ্বিতীয়ত এ ঘটনার ভিত্তিতে হযরত ওয়ালীদ (রাযি.)কে ফাসেক সাব্যস্ত কর্যার যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ নেই। কেননা এ ঘটনায় তিনি বুঝে শুনে কোন মিথ্যা বলেননি। তিনি যা করেছিলেন তা কেবলই ভুল বোঝাবুঝির ব্যাপারে আর এ রকম কাউকে ফাসেক বলা যেতে পারে না।

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ فِيْكُمْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ؕ لَوْ يُطِيْعُكُمْ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنَ الْاَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْاِيْمَانَ وَزَيَّنَهٗ فِيْ قُلُوْبِكُمْ وَكَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الرّٰشِدُوْنَ ۙ﴿۷﴾

৭. ভালোভাবে জেনে রাখ যে, তোমাদের মধ্যে আল্লাহর রাসূল আছেন আর বহু বিষয় এমন আছে, যে সম্পর্কে সে যদি তোমাদের কথা মেনে নেয়, তবে তোমরা নিজেরাই সঙ্কটে পড়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহ তোমাদের অন্তরে ঈমানের ভালোবাসা সঞ্চার করেছেন এবং তাকে তোমাদের অন্তরে করে দিয়েছেন আকর্ষণীয়। আর তোমাদের কাছে কুফর, গোনাহ ও অবাধ্যতাকে ঘৃণ্য বানিয়ে দিয়েছেন।[৪] এরূপ লোকেরাই সঠিক পথপ্রাপ্ত হয়েছে।

অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় ব্যাপারটা হয়ত এ রকম হয়েছিল যে, হযরত ওয়ালীদ (রাযি.) যখন বনু মুস্তালিকের এলাকায় পৌঁছলেন আর ওদিকে গোত্রের বহু লোক সেখানে জড়ো হচ্ছিল, তখন কোন দুষ্ট লোক তাকে বলে থাকবে, এরা আপনার সাথে লড়বার জন্য জড়ো হয়েছে। আয়াতে সেই দুষ্ট লোকটাকেই ফাসেক বলা হয়েছে। আর হযরত ওয়ালীদ (রাযি.)কে সতর্ক করা হয়েছে যে, একা সেই দুষ্ট লোকটার দেওয়া তথ্যের উপর নির্ভর করে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ তাঁর ঠিক হয়নি। উচিত ছিল তার আগে বিষয়টা যাচাই করে নেওয়া। একটি রেওয়ায়াত দ্বারাও এ ব্যাখ্যার পক্ষে সমর্থন মেলে। হাফেজ ইবনে জারীর (রহ.) রেওয়ায়াতটি উদ্ধৃত করেছেন এবং তাতে আছে, فحدثه الشيطان انهم يريدون قتله 'শয়তান তাকে জানালো যে, তারা তাকে হত্যা করতে চায়' (তাফসীরে ইবনে জারীর, ২২ খণ্ড, ২৮৬ পৃ.)। বোঝা যাচ্ছে, শয়তান কোন মানুষের বেশে এসে তাকে এই মিথ্যা তথ্য দিয়েছিল। কাজেই আয়াতের 'ফাসেক' শব্দটিকে অযথা একজন সাহাবীর উপর খাটানোর কী দরকার, যখন তিনি যা করেছিলেন সেটা কেবলই তার বুঝের ভুল ছিল? বরং শব্দটিকে যে সংবাদদাতা হযরত ওয়ালীদ (রাযি.)কে মিথ্যা সংবাদ দিয়েছিল তার উপর খাটানোই বেশি যুক্তিযুক্ত।

তবে ঘটনা যাই হোক না কেন, কুরআন মাজীদের রীতি হল, আয়াতের শানে নুযুলে বিশেষ কোন ঘটনা থাকলেও তাতে ব্যবহৃত শব্দাবলী হয়ে থাকে সাধারণ, যাতে তা দ্বারা মূলনীতিরূপে কোন বিধান জানা যায়। এ আয়াতের সে সাধারণ বিধান হল, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়া কোন ফাসেক ব্যক্তির দেওয়া সংবাদের উপর আস্থা রাখা উচিত নয়, বিশেষত সে সংবাদের ফলে যদি কারও ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে।

৪. সূরার শুরুতে যে বিধান দেওয়া হয়েছিল এবং যার ব্যাখ্যা ১নং টীকায় গত হয়েছে, তার অর্থ এ নয় যে, সাহাবায়ে কেরাম কখনও কোনও বিষয়ে মত প্রকাশ করতে পারবেন না। বরং তাতে মত প্রকাশের পর তা মানার জন্য পীড়াপীড়ি করতেই নিষেধ করা হয়েছিল। এবার

فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَنِعْمَةً ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝٨

৮. যা আল্লাহর পক্ষ হতে অনুগ্রহ ও নেয়ামতেরই ফল। আল্লাহ জ্ঞানের মালিক, হেকমতেরও মালিক।

وَاِنْ طَآئِفَتٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا ۚ فَاِنْۢ بَغَتْ اِحْدٰىهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِيْ تَبْغِيْ حَتّٰى تَفِيْٓءَ اِلٰٓى اَمْرِ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ فَآءَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسِطُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ۝٩

৯. মুসলিমদের দু'টি দল আত্মকলহে লিপ্ত হলে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিও। অতঃপর তাদের একটি দল যদি অন্য দলের উপর বাড়াবাড়ি করে, তবে যে দল বাড়াবাড়ি করছে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, যাবত না সে আল্লাহর হুকুমের দিকে ফিরে আসে। সুতরাং যদি ফিরে আসে তবে তাদের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত-ভাবে মীমাংসা করে দিও এবং (প্রতিটি বিষয়ে) ইনসাফ করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ ইনসাফকারীদের ভালোবাসেন।

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۝١٠

১০. প্রকৃতপক্ষে সমস্ত মুসলিম ভাই-ভাই। সুতরাং তোমরা তোমাদের দু' ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করে দাও, আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমাদের প্রতি রহমতের আচরণ করা হয়।

বলা হচ্ছে, প্রয়োজনস্থলে মতামত প্রকাশ দোষনীয় নয়। শুধু মনে রাখতে হবে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য কারও মত অনুযায়ী কাজ করা জরুরি নয়। বরং তিনি বিচার-বিবেচনা করে যা ভালো মনে হয় সেই সিদ্ধান্ত দান করবেন। সে সিদ্ধান্ত তোমাদের মতামতের বিপরীত হলেও তোমাদের কর্তব্য তা খুশী মনে মেনে নেওয়া। কেননা তোমাদের প্রতিটি কথা গ্রহণ করে নিলে তাতে তোমাদের নিজেদেরই ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। যেমন হযরত ওয়ালীদ ইবনে উকবা (রাযি.)-এর ঘটনায় হয়েছে। তিনি তো মনে করেছিলেন বনু মুস্তালিক যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে গেছে, তাই তাঁর মত তো তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার পক্ষেই থাকবে, কিন্তু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মত অনুযায়ী কাজ করলে মুসলিমদের কত বড়ই না ক্ষতি হয়ে যেত। সুতরাং এর পরেই আল্লাহ তাআলা সাহাবায়ে কেরামের প্রশংসা করে বলছেন, আল্লাহ তাআলা তাদের অন্তরে ঈমানের মহব্বত সঞ্চার করেছেন। তাই তারা আনুগত্যের এ নীতিই অনুসরণ করে থাকে।

[১]

১১. হে মুমিনগণ! কোন পুরুষ যেন অপর পুরুষকে উপহাস না করে। সে (অর্থাৎ যাকে উপহাস করা হচ্ছে) তার চেয়ে উত্তম হতে পারে এবং কোন নারীও যেন অপর নারীকে উপহাস না করে। সে (অর্থাৎ যে নারীকে উপহাস করা হচ্ছে) তার চেয়ে উত্তম হতে পারে। তোমরা একে অন্যকে দোষারোপ করো না এবং একে অন্যকে মন্দ উপাধিতে ডেক না। ঈমানের পর গোনাহের নাম যুক্ত হওয়া বড় খারাপ কথা।[৫] যারা এসব থেকে বিরত না হবে তারাই জালেম।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّنْ نِّسَآءٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلْمِزُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ ؕ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ⑪

১২. হে মুমিনগণ! অনেক রকম অনুমান থেকে বেঁচে থাক। কোন কোন অনুমান গোনাহ।[৬] তোমরা কারও গোপন ত্রুটির অনুসন্ধানে পড়বে না[৭] এবং একে অন্যের গীবত করবে না।[৮]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ ۫ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ

---

৫. যেসব কারণে সমাজে ঝগড়া-বিবাদ দেখা দেয়, এ আয়াতসমূহে সেগুলো পূর্ণাঙ্গরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। তার মধ্যে একটি হল কাউকে কোন খারাপ নাম দিয়ে দেওয়া, যা তার জন্য পীড়াদায়ক হয়। আল্লাহ তাআলা বলছেন, এরূপ করা গোনাহ আর এটা যে করবে সে নিজে গোনাহগার (ফাসেক) হয়ে যাবে। তার নাম পড়ে যাবে যে, সে একজন ফাসেক (গোনাহগার)। ঈমান আনার পর কোন মুসলিমের ফাসেক নামে অভিহিত হওয়াটা খুবই খারাপ কথা। এর ফল দাড়াবে এই যে, তুমি তো অন্যকে মন্দ নাম দিচ্ছিলে অথচ নিজেই একটা মন্দ নামে অভিহিত হয়ে গেলে।

৬. অর্থাৎ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়া কারও সম্পর্কে কুধারণা পোষণ করা গোনাহ।

৭. এ আয়াতে বলছে, অন্যের ছিদ্রান্বেষণ করা ও তার গোপন দোষ খুঁজে বেড়ানোও একটা গোনাহের কাজ। তবে কোন বিচারক যদি অপরাধীকে খুঁজে বার করার জন্য অনুসন্ধান চালায়, তবে তা এর অন্তর্ভুক্ত নয়।

৮. গীবত কাকে বলে, তা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি হাদীছে এভাবে ব্যক্ত করেছেন যে, 'তুমি তোমার ভাই সম্পর্কে এমন আলোচনা করবে, যা তার পছন্দ নয়।' এক

بَعْضُكُمْ بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ ﴿١٢﴾

তোমাদের মধ্যে কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে? এটাকে তো তোমরা ঘৃণা করে থাক। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

১৩. হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলকে এক পুরুষ ও এক নারী হতে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা একে অন্যকে চিনতে পার।[৯] প্রকৃতপক্ষে তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সর্বাপেক্ষা বেশি মর্যাদাবান সেই, যে তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি মুত্তাকী। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু জানেন, সবকিছু সম্পর্কে অবহিত।

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا ۖ قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي

১৪. দেহাতীরা বলে আমরা ঈমান এনেছি। তাদেরকে বল, তোমরা ঈমান আননি। তবে এই বল যে, আমরা

সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন– যদি তার মধ্যে বাস্তবিকই সে দোষ থাকে (তা উল্লেখ করাও গীবত)? তিনি বললেন, তার মধ্যে বাস্তবিকই যদি সে দোষ থাকে, তবে সেটাই তো গীবত। আর না থাকলে তো সেটা অপবাদ'। তার গোনাহ দ্বিগুণ।

৯. এ আয়াতে সাম্যের এক মহা মূলনীতি বর্ণনা করেছে। বলা হয়েছে, কারও মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি তার জাতি, বংশ বা দেশ নয়; বরং এর একমাত্র মাপকাঠি হল তাকওয়া। সমস্ত মানুষ একই পুরুষ ও নারী অর্থাৎ হযরত আদম ও হাওয়া আলাইহিমাস সালাম থেকে সৃষ্টি হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা যে বিভিন্ন জাতি ও বংশ বানিয়ে দিয়েছেন তা এজন্য নয় যে, এর ভিত্তিতে একজন অন্যজনের উপর বড়াই করবে; বরং এর উদ্দেশ্য কেবলই পরিচয়কে সহজ করা, যাতে অসংখ্য মানুষের ভেতর জাতি-বংশের উল্লেখ দ্বারা পরস্পরে সহজে পরিচিত হতে পারে।

قُلُوۡبِكُمۡ ؕ وَاِنۡ تُطِيۡعُوا اللّٰهَ وَرَسُوۡلَهٗ لَا يَلِتۡكُمۡ مِّنۡ اَعۡمَالِكُمۡ شَيۡـًٔا ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوۡرٌ رَّحِيۡمٌ ﴿۱۴﴾

অস্ত্র সমর্পণ করেছি।[১০] ঈমান এখনও তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করেনি। তোমরা যদি সত্যিই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর, তবে আল্লাহ তোমাদের কর্মের (সওয়াবের) ভেতর কিছুমাত্র কম করবেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান

اِنَّمَا الۡمُؤۡمِنُوۡنَ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا بِاللّٰهِ وَرَسُوۡلِهٖ ثُمَّ لَمۡ يَرۡتَابُوۡا وَجٰهَدُوۡا بِاَمۡوَالِهِمۡ وَاَنۡفُسِهِمۡ فِىۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ ؕ اُولٰٓـئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوۡنَ ﴿۱۵﴾

১৫. মুমিন তো তারা, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অন্তর দিয়ে স্বীকার করেছে, তারপর কোনও সন্দেহে পড়েনি এবং তাদের জান-মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে। তারাই তো সত্যবাদী।

قُلۡ اَتُعَلِّمُوۡنَ اللّٰهَ بِدِيۡنِكُمۡ ؕ وَاللّٰهُ يَعۡلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الۡاَرۡضِ ؕ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَىۡءٍ عَلِيۡمٌ ﴿۱۶﴾

১৬. (হে রাসূল! ওই দেহাতীদেরকে) বল, তোমরা কি আল্লাহকে নিজেদের দ্বীন সম্পর্কে অবহিত করছ? অথচ আল্লাহ যা-কিছু আকাশমণ্ডলীতে ও যা-কিছু পৃথিবীতে আছে, সবই জানেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞাত।

يَمُنُّوۡنَ عَلَيۡكَ اَنۡ اَسۡلَمُوۡا ؕ قُلۡ لَّا تَمُنُّوۡا عَلَىَّ اِسۡلَامَكُمۡ ۚ بَلِ اللّٰهُ يَمُنُّ عَلَيۡكُمۡ اَنۡ هَدٰٮكُمۡ

১৭. তারা ইসলাম গ্রহণ করে তোমার উপকার করেছে বলে মনে করে। তাদেরকে বলে দাও, তোমরা তোমাদের ইসলাম দ্বারা আমাকে

---

১০. দেহাতের কিছু লোক মৌখিকভাবে কালেমা পড়েই নিজেদেরকে মুসলিম বলে দাবি করছিল, অথচ তারা আন্তরিকভাবে ঈমান আনেনি। তাদের উদ্দেশ্য ছিল কেবল মুসলিমদের মত অধিকার লাভ করা। মদীনা মুনাওয়ারায় এসে তারা রাস্তাঘাটও নষ্ট করে ফেলেছিল। এ আয়াতসমূহে তাদের মুখোশ খুলে দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, সাচ্চা মুসলিম হওয়ার জন্য কেবল মুখে কালেমা পড়ে নেওয়া যথেষ্ট নয়। বরং মনে প্রাণে ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসসমূহ স্বীকার করে নেওয়া এবং নিজেকে ইসলামী বিধানাবলীর অধীন বানিয়ে নেওয়া জরুরি।

لِلْاِیْمَانِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ ⑰

উপকৃত করেছ বলে মনে করো না; বরং তোমরা যদি বাস্তবিকই (নিজেদের দাবিতে) সত্যবাদী হও, তবে (জেনে রেখ) আল্লাহই তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তোমাদেরকে ঈমানের হেদায়াত দান করেছেন।

اِنَّ اللّٰهَ یَعْلَمُ غَیْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَاللّٰهُ بَصِیْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ⑱

১৮. বস্তুত আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর যাবতীয় গুপ্ত বিষয় জানেন। আর তোমরা যা-কিছু কররছ আল্লাহ তা ভালোভাবে দেখছেন।

আলহামদুলিল্লাহ! সূরা হুজুরাতের তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। ১৭ই সফর ১৪২৯ হিজরী মোতাবেক ২৪ শে ফেব্রুয়ারি ২০০৮ খ্রি., রোববার। মদীনা মুনাওয়ারা। (অনুবাদ শেষ হল আজ শনিবার ২০ শে যুলহিজ্জা ১৪৩১ হিজরী মোতাবেক ২৭ শে নভেম্বর ২০১০ খ্রি.)। আল্লাহ তাআলা নিজ ফযল ও করমে এ খেদমতটুকু কবুল করে নিন ও একে মানুষের জন্য উপকারী বানিয়ে দিন এবং অবশিষ্ট সূরাসমূহের কাজও নিজ পছন্দমত শেষ করার তাওফীক দান করুন– আমীন।

৫০
সূরা কাফ

সূরা কাফ
পরিচিতি

এ সূরার মূল বিষয়বস্তু হল আখেরাতকে প্রমাণ করা। ইসলামী আকীদাসমূহের মধ্যে 'আখেরাতে বিশ্বাস' মৌলিক গুরুত্ব বহন করে। এ বিশ্বাসই মানুষের অন্তরে তার কথা ও কাজ সম্বন্ধে দায়িত্বশীলতার চেতনা সৃষ্টি করে। এ বিশ্বাস যদি মানব মনে স্থাপিত হয়ে যায়, তবে তা সর্বক্ষণ মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, তাকে তার প্রতিটি কাজের জন্য একদিন আল্লাহ তাআলার কাছে জবাবদিহী করতে হবে। অতঃপর এ বিশ্বাস মানুষকে গোনাহ ও অন্যায়-অপরাধ থেকে বিরত রাখতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এ কারণেই কুরআন মাজীদ আখেরাতের জীবন স্মরণ করিয়ে দেওয়ার উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেছে। এরই ফলশ্রুতি ছিল যে, সাহাবায়ে কেরাম আখেরাতের জীবনকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার ব্যাপারে পরম যত্নবান ছিলেন। এখান থেকে যে মক্কী সূরাসমূহ আসছে তাতে বেশির ভাগ এ বিশ্বাসের দলীল-প্রমাণ উল্লেখ করার সাথে সাথে কিয়ামতের অবস্থাদি এবং জান্নাত ও জাহান্নামের দৃশ্যাবলী অঙ্কণ করা হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজর ও জুমুআর নামাযে এ সূরাটি বেশি-বেশি তেলাওয়াত করতেন। সূরাটির সূচনা করা হয়েছে "ق" -এর দ্বারা, যা 'হুরূফ আল-মুকাত্তাআত'-এর অন্তর্ভুক্ত এবং যার অর্থ আল্লাহ তাআলা ছাড়া কেউ জানে না। এ হরফটির নামানুসারেই সূরার নাম রাখা হয়েছে 'সূরা কাফ'।

৫০ – সূরা কাফ – ৩৪

سُوْرَةُ قٓ مَكِّيَّةٌ

মক্কী; ৪৫ আয়াত; ৩ রুকু

اٰيَاتُهَا ٤٥ رُكُوْعَاتُهَا ٣

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

قٓ ۚ وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ ①

১. কাফ, কুরআন মাজীদের কসম (কাফেরগণ যে নবীকে অস্বীকার করছে, তা কোন দলীলের ভিত্তিতে নয়);

بَلْ عَجِبُوْٓا اَنْ جَآءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا شَيْءٌ عَجِيْبٌ ②

২. বরং কাফেরগণ এই কারণে বিস্ময়বোধ করছে যে, খোদ তাদেরই মধ্য হতে তাদের কাছে একজন সতর্ককারী (কিভাবে) আসল? সুতরাং কাফেরগণ বলে, এটা তো বড় আজব কথা!

ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ۚ ذٰلِكَ رَجْعٌۢ بَعِيْدٌ ③

৩. আমরা যখন মরে যাব এবং মাটিতে পরিণত হব তখনও কি (আমাদেরকে আবার জীবিত করা হবে)? এ প্রত্যাবর্তন তো (আমাদের বুঝ-সমঝ থেকে) দূরে।

قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْاَرْضُ مِنْهُمْ ۚ وَعِنْدَنَا كِتٰبٌ حَفِيْظٌ ④

৪. বস্তুত আমি জানি ভূমি তাদের কতটুকু ক্ষয় করে[১] এবং আমার কাছে আছে এক কিতাব, যা সবকিছু সংরক্ষণ করে।[২]

---

১. এটা তাদের ওই কথার উত্তর যে, আমরা যখন মরে মাটি হয়ে যাব, তখন আমাদের যে অংশগুলো মাটিতে খেয়ে ফেলবে তা পুনরায় একত্র করে তাতে জীবন দান কী করে সম্ভব? আল্লাহ তাআলা বলছেন, তোমাদের শরীরের কোন কোন অংশ মাটিতে ক্ষয় হয়ে যায় সে সম্পর্কে আমার পরিপূর্ণ জ্ঞান আছে। কাজেই তাকে আবার আগের মত করে ফেলা আমার পক্ষে মোটেই কঠিন নয়।

২. এর দ্বারা লাওহে মাহফুজ বোঝানো হয়েছে।

بَلْ كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ فَهُمْ فِيْٓ اَمْرٍ مَّرِيْجٍ ⑤

৫. বস্তুত তারা তখনই সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, যখন তা তাদের কাছে এসেছিল। সুতরাং তারা পরস্পর বিরোধী উক্তির মধ্যে পড়ে আছে।[৩]

اَفَلَمْ يَنْظُرُوْٓا اِلَى السَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنٰهَا وَزَيَّنّٰهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوْجٍ ⑥

৬. তবে কি তারা তাদের উপর দিকে আকাশমণ্ডলীকে দেখেনি যে, আমি তাকে কিভাবে নির্মাণ করেছি? আমি তাকে শোভা দান করেছি এবং তাতে কোন রকমের ফাটল নেই।

وَالْاَرْضَ مَدَدْنٰهَا وَاَلْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ وَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍۢ بَهِيْجٍ ⑦

৭. আর ভূমিকে আমি বিস্তার করে দিয়েছি, তাতে স্থাপিত করেছি পর্বতমালার নোঙ্গর। আর তাতে সব রকম নয়নাভিরাম বস্তু উদগত করেছি।

تَبْصِرَةً وَّ ذِكْرٰى لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيْبٍ ⑧

৮. যাতে তা হয় আল্লাহ অভিমুখী প্রত্যেক বান্দার জন্য জ্ঞানবত্তা ও উপদেশের উপকরণ।

وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً مُّبٰرَكًا فَاَنْۢبَتْنَا بِهٖ جَنّٰتٍ وَّحَبَّ الْحَصِيْدِ ⑨

৯. আমি আকাশ থেকে বর্ষণ করেছি বরকতপূর্ণ পানি তারপর তার মাধ্যমে উদগত করেছি উদ্যানরাজি ও এমন শস্য, যা কাটা হয়ে থাকে

وَالنَّخْلَ بٰسِقٰتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيْدٌ ⑩

১০. এবং উঁচু-নিচু খেজুর গাছ, যাতে আছে গুচ্ছ গুচ্ছ দানা,

---

৩. 'পরস্পর বিরোধী উক্তির মধ্যে পড়ে আছে' অর্থাৎ তারা কুরআন মাজীদ সম্পর্কে কখনও বলে, এটা যাদু, কখনও বলে, এটা অতীন্দ্রিয়বাদীদের কথা আবার কখনও বলে, এটা কবিতার বই (নাউযুবিল্লাহ)। এমনিভাবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও কখনও কবি আবার কখনও উন্মাদ বলত।

رِّزْقًا لِّلْعِبَادِ ۙ وَاَحْيَيْنَا بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا ؕ كَذٰلِكَ الْخُرُوْجُ ⑪

১১. বান্দাদেরকে রিযিক দানের জন্য। এবং (এমনিভাবে) আমি সেই পানি দ্বারা এক মৃত নগরকে সঞ্জীবিত করেছি। এভাবেই (মানুষকে কবর থেকে) বের হতে হবে।[৪]

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّاَصْحٰبُ الرَّسِّ وَثَمُوْدُ ۙ ⑫

১২. তাদের আগেও নূহের কওম, রাস্‌স্‌বাসী ও ছামুদ জাতি (এ বিষয়কে) প্রত্যাখ্যান করেছিল।

وَعَادٌ وَّفِرْعَوْنُ وَاِخْوَانُ لُوْطٍ ۙ ⑬

১৩. তাছাড়া আদ জাতি, ফেরাউন এবং লুতের ভাইয়েরা–

وَّاَصْحٰبُ الْاَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ ؕ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيْدِ ⑭

১৪. এবং আয়কাবাসী ও তুব্বা'র সম্প্রদায়ও। এরা সকলেই রাসূলগণকে অস্বীকার করেছিল। ফলে আমি যে শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করেছিলাম, তা সত্যে পরিণত হয়।

اَفَعَيِيْنَا بِالْخَلْقِ الْاَوَّلِ ؕ بَلْ هُمْ فِيْ لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ع ⑮

১৫. তবে কি আমি প্রথমবার সৃষ্টি করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি?[৫] না। বস্তুত তারা নতুন করে সৃষ্টি করা সম্পর্কে বিভ্রান্তিতে পড়ে রয়েছে।

---

৪. যেভাবে আল্লাহ তাআলা এক মৃত, পরিত্যক্ত ভূমিকে বৃষ্টির মাধ্যমে সঞ্জীবিত করে তোলেন, ফলে তাতে বোনা বীজ থেকে নানা রকম ফলমূল ও তরি-তরকারি জন্ম নেয়, সেভাবেই যারা কবরে মাটিতে মিশে গেছে আল্লাহ তাআলা তাদেরকেও নতুন জীবন দান করতে সক্ষম।

৫. যে-কোন জিনিস নতুনভাবে সৃষ্টি করা অর্থাৎ তাকে নাস্তি থেকে অস্তিতে আনা সর্বদা কঠিন হয়ে থাকে। তাকে পুনরায় তৈরি করা সে রকম কঠিন হয় না। তো প্রথমবার সৃষ্টি করতে যখন আল্লাহ তাআলার কোনরূপ কষ্ট বা ক্লান্তি লাগেনি, তখন দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করতে কষ্ট হবে কেন?

[১]

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهٖ نَفْسُهٗ ۚ وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ ﴿١٦﴾

১৬. প্রকৃতপক্ষে আমিই মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং তার অন্তরে যেসব ভাবনা-কল্পনা দেখা দেয়, সে সম্পর্কে আমি পরিপূর্ণরূপে অবগত এবং আমি তার গলদেশের শিরা অপেক্ষাও তার বেশি নিকটবর্তী।

اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيٰنِ عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ ﴿١٧﴾

১৭. সেই সময়ও, যখন (কর্ম) লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতাদ্বয় লিপিবদ্ধ করে–[৬] একজন ডান দিকে এবং একজন বাম দিকে বসা থাকে।

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ ﴿١٨﴾

১৮. মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে, তার জন্য একজন প্রহরী নিযুক্ত আছে, যে (লেখার জন্য) সদা প্রস্তুত।

وَجَآءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ؕ ذٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ ﴿١٩﴾

১৯. মৃত্যু যন্ত্রণা সত্যিই আসবে। (হে মানুষ!) এটাই সে জিনিস যা থেকে তুমি পালাতে চাইতে।

وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ ؕ ذٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيْدِ ﴿٢٠﴾

২০. এবং শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে। এটাই সেই দিন যে সম্পর্কে সতর্ক করা হত।

---

৬. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা মানুষের সমস্ত ভালো-মন্দ কাজের রেকর্ড রাখার জন্য দু'জন ফেরেশতা নিযুক্ত করে রেখেছেন। তারা সর্বদা তার ডান ও বাম পাশে উপস্থিত থাকে। এ ব্যবস্থা কেবল এজন্যই করা হয়েছে যে, যাতে কিয়ামতের দিন প্রমাণ হিসেবে মানুষের সামনে তার সে আমলনামা পেশ করা যায়। নচেৎ মানুষের কর্ম সম্পর্কে জানার জন্য আল্লাহ তাআলার অন্য কারও সাহায্য গ্রহণের প্রয়োজন নেই। তিনি মানুষের অন্তরে যেসব কল্পনা জাগে সে সম্পর্কেও অবহিত। তিনি মানুষের গলদেশের শিরা অপেক্ষাও তার বেশি কাছে [আয়াতের তরজমা করা হয়েছে এ হিসেবে যে, "اِذْ" শব্দটি اقرب -এর কালাধিকরণ (ظرف), যেমন রূহুল মাআনীতে বলা হয়েছে]।

وَجَآءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَآئِقٌ وَّشَهِيْدٌ ﴿٢١﴾

২১. সে দিন প্রত্যেক ব্যক্তি এমনভাবে আসবে যে, তার সাথে থাকবে একজন চালক ও একজন সাক্ষী।[৭]

لَقَدْ كُنْتَ فِيْ غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ ﴿٢٢﴾

২২. প্রকৃতপক্ষে তুমি এ দিন সম্পর্কে ছিলে উদাসীন। এখন তোমার থেকে পর্দা উন্মোচন করেছি, যা তোমার উপর পড়ে রয়েছিল। ফলে আজ তোমার দৃষ্টি প্রখর হয়ে গেছে।

وَقَالَ قَرِيْنُهٗ هٰذَا مَا لَدَيَّ عَتِيْدٌ ﴿٢٣﴾

২৩. এবং তার সঙ্গী বলবে, এই তো তা (অর্থাৎ সেই আমলনামা), যা আমার কাছে প্রস্তুত রয়েছে।[৮]

اَلْقِيَا فِيْ جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيْدٍ ﴿٢٤﴾

২৪. (হুকুম দেওয়া হবে) তোমরা দু'জন[৯] প্রত্যেক ঘোর কাফের ও সত্যের চরম শত্রুকে জাহান্নামে নিক্ষেপ কর,

مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيْبٍ ﴿٢٥﴾

২৫. যে অন্যকে কল্যাণ থেকে বাধা দানে অভ্যস্ত, সীমালংঘনকারী ও (সত্য কথার ভেতর) সন্দেহ সৃষ্টিকারী ছিল;

الَّذِيْ جَعَلَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَاَلْقِيٰهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيْدِ ﴿٢٦﴾

২৬. যে আল্লাহর সঙ্গে অন্যকে মাবুদ বানিয়ে নিয়েছিল। সুতরাং আজ তোমরা তাকে কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ কর।

---

৭. অর্থাৎ মানুষ যখন কবর থেকে বের হয়ে হাশরের মাঠের দিকে যাবে, তখন প্রত্যেকের সাথে দু'জন ফেরেশতা থাকবে। তাদের মধ্যে একজন তাকে হাঁকিয়ে হাশরের ময়দানের দিকে নিয়ে যাবে আর অন্য ফেরেশতা হিসাব-নিকাশের সময় তার কর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে। কোন কোন মুফাসসির বলেন, এ দু'জন সেই ফেরেশতা, যারা দুনিয়ায় তার আমলনামা লিখত।

৮. সঙ্গী দ্বারা সেই ফেরেশতাকে বোঝানো হয়েছে, যে সর্বদা মানুষের সঙ্গে থেকে তার আমল লিপিবদ্ধ করত এবং কবর থেকে তার সঙ্গে সাক্ষীরূপে এসেছিল।

৯. অর্থাৎ সেই ফেরেশতাদ্বয়কে হুকুম দেওয়া হবে, যারা তার সঙ্গে এসেছিল।

قَالَ قَرِيْنُهٗ رَبَّنَا مَاۤ اَطْغَيْتُهٗ وَلٰكِنْ كَانَ فِيْ ضَلٰلٍۭ بَعِيْدٍ ﴿٢٧﴾

২৭. তার সঙ্গী বলবে,[১০] হে আমাদের প্রতিপালক! আমি তাকে বিপথগামী করিনি; বরং সে নিজেই চরম বিভ্রান্তিতে নিপতিত ছিল।

قَالَ لَا تَخْتَصِمُوْا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ اِلَيْكُمْ بِالْوَعِيْدِ ﴿٢٨﴾

২৮. আল্লাহ (তাআলা) বলবেন, তোমরা আমার সামনে ঝগড়া করো না। আমি পূর্বেই তো তোমাদের কাছে শাস্তির সতর্কবাণী পাঠিয়েছিলাম।

مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَاۤ اَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ﴿٢٩﴾

২৯. আমার সামনে সে কথার কোন রদবদল হতে পারে না[১১] এবং আমি বান্দাদের প্রতি জুলুম করি না।

[২]

يَوْمَ نَقُوْلُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَاْتِ وَتَقُوْلُ هَلْ مِنْ مَّزِيْدٍ ﴿٣٠﴾

৩০. সেই সময় স্মরণ রাখ, যখন আমি জাহান্নামকে বলব, তুমি কি ভরে গেছ? সে বলবে, আরও কিছু আছে কি?[১২]

وَاُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ غَيْرَ بَعِيْدٍ ﴿٣١﴾

৩১. আর মুত্তাকীদের জন্য জান্নাতকে এত নিকটবর্তী করে দেওয়া হবে যে, কোন দূরত্বই থাকবে না।

---

১০. এখানে 'সঙ্গী' বলে শয়তানকে বোঝানো হয়েছে। কেননা সেও মানুষকে বিপথগামী করার জন্য সর্বদা তার সঙ্গে লেগে থাকত। কাফেরগণ চাইবে তাদের প্রাপ্য শাস্তি যেন তাদের পরিবর্তে তাদের নেতৃবর্গ ও শয়তানকে দেওয়া হয় এবং এর পক্ষে যুক্তি হিসেবে বলবে, আমাদেরকে তারাই বিপথগামী করেছিল। এর উত্তরে শয়তান বলবে, আমি বিপথগামী করিনি। কেননা তোমাদের উপর আমার এমন কোন আধিপত্য ছিল না যে, তোমাদেরকে ভ্রান্ত পথে চলতে বাধ্য করব। আমি বড়জোর তোমাদেরকে প্ররোচনা দিয়েছিলাম ও ভুল পথে চলতে উৎসাহ যুগিয়েছিলাম, কিন্তু সে পথে তোমরা চলেছিলে তো স্বেচ্ছায়। শয়তানের এ উত্তর বিস্তারিতভাবে সূরা ইবরাহীমে গত হয়েছে (১৪ : ২২)।

১১. অর্থাৎ সতর্কবাণীতে ব্যক্ত এই কথা যে, কুফর অবলম্বনকারী ও তার উৎসাহ দাতা উভয়েই জাহান্নামের উপযুক্ত। এর কোন পরিবর্তন নেই।

১২. অর্থাৎ জাহান্নাম বলবে, আমি আরও মানুষ গ্রাস করতে প্রস্তুত আছি।

هٰذَا مَا تُوْعَدُوْنَ لِكُلِّ اَوَّابٍ حَفِيْظٍ ﴿٣٢﴾

৩২. (এবং বলা হবে,) এই সেই জিনিস যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে (এভাবে) দেওয়া হত যে, এটা প্রত্যেক এমন ব্যক্তির জন্য, যে আল্লাহর অভিমুখী থাকে (এবং) নিজেকে রক্ষা করে চলে,[১৩]

مَنْ خَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبٍ مُّنِيْبِ ﴿٣٣﴾

৩৩. যে দয়াময় আল্লাহকে ভয় করে তাঁকে না দেখেই এবং আল্লাহর দিকে রুজুকারী অন্তঃকরণ নিয়ে আসে।

ادْخُلُوْهَا بِسَلٰمٍ ۭ ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُوْدِ ﴿٣٤﴾

৩৪. তোমরা এতে প্রবেশ কর শান্তির সাথে। সেটা হবে অনন্ত জীবনের দিন।

لَهُمْ مَّا يَشَآءُوْنَ فِيْهَا وَلَدَيْنَا مَزِيْدٌ ﴿٣٥﴾

৩৫. এবং তারা (অর্থাৎ জান্নাতবাসীগণ) তাতে পাবে এমন সবকিছু, যা তারা চাবে এবং আমার কাছে আছে আরও বেশি কিছু।[১৪]

وَكَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هُمْ اَشَدُّ مِنْهُمْ

৩৬. আমি তাদের (অর্থাৎ মক্কাবাসী কাফেরদের) আগে কত জাতিকে ধ্বংস করেছি, যারা শক্তিতে তাদের

---

১৩. অর্থাৎ আল্লাহর হুকুমের বিপরীত কাজ করা হতে নিজেকে রক্ষা করে।

১৪. আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে জান্নাতের নেয়ামতরাজি সম্পর্কে মোটামুটিভাবে আলোকপাত করেছেন। তার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়ার অবকাশ এ সংক্ষিপ্ত গ্রন্থে নেই। কেননা অনন্ত বসবাসের সে জান্নাতে আল্লাহ তাআলা যে অফুরান নেয়ামতের ব্যবস্থা রেখেছেন একটি 'হাদীসে কুদসী'তে তার দিকে এভাবে ইশারা করা হয়েছে যে, 'আল্লাহ তাআলা জান্নাতে এমন সব নেয়ামত প্রস্তুত করে রেখেছেন, যা কোন চোখ দেখেনি, কোন কান শোনেনি এবং কোন ব্যক্তির অন্তর তা কল্পনাও করেনি। এ আয়াতে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ভাষায় আল্লাহ তাআলা সেসব নেয়ামতের প্রতি ইশারা করছেন যে, 'আমার কাছে আছে আরও বেশি কিছু'। সেই নেয়ামতসমূহের মধ্যে এক বিরাট নেয়ামত হল আল্লাহ তাআলার দর্শন লাভ। আরও দেখুন সূরা ইউনুস (১০ : ২৬)।

بَطْشًا فَنَقَّبُوْا فِي الْبِلَادِ ۭ هَلْ مِنْ مَّحِيْصٍ ۝٣٦

চেয়ে প্রবল ছিল। তারা নগরে-নগরে ঘুরে বেড়িয়েছিল।[১৫] তাদের কি পালানোর কোন জায়গা ছিল?

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِمَنْ كَانَ لَهٗ قَلْبٌ اَوْ اَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيْدٌ ۝٣٧

৩৭. নিশ্চয়ই এর ভেতর এমন ব্যক্তির জন্য উপদেশ রয়েছে, যার আছে অন্তর কিংবা যে মনোযোগ দিয়ে কর্ণপাত করে।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ۖ وَّمَا مَسَّنَا مِنْ لُّغُوْبٍ ۝٣٨

৩৮. আমি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এ দু'য়ের মধ্যবর্তী জিনিস সৃষ্টি করেছি ছয় দিনে আর এতে আমাকে বিন্দুমাত্র ক্লান্তি স্পর্শ করেনি।

فَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوْبِ ۚ ۝٣٩

৩৯. সুতরাং (হে রাসূল!) তারা যা-কিছু বলছে, তুমি তাতে সবর কর এবং সূর্যোদয়ের আগে ও সূর্যাস্তের আগে প্রশংসার সাথে নিজ প্রতিপালকের তাসবীহ পাঠ করতে থাক।

وَمِنَ الَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَاَدْبَارَ السُّجُوْدِ ۝٤٠

৪০. তাঁর তাসবীহ পাঠ কর রাতের অংশসমূহেও[১৬] এবং সিজদার পরেও।[১৭]

---

১৫. অর্থাৎ খুবই সমৃদ্ধশালী ছিল। ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে তারা নগরে-নগরে ঘুরে বেড়াত। আয়াতটির এক অর্থ এ রকমও হতে পারে যে, তারা শাস্তি থেকে আত্মরক্ষার্থে বিভিন্ন শহরে দৌড়াদৌড়ি করেছিল, কিন্তু তারা আল্লাহর ধরা থেকে বাঁচতে পারেনি।

১৬. এখানে 'তাসবীহ' দ্বারা নামায বোঝানো উদ্দেশ্য। সুতরাং 'সূর্যোদয়ের আগে' বলে 'ফজরের' নামায এবং সূর্যাস্তের আগে বলে 'জুহর' ও 'আসরের' নামায বোঝানো হয়েছে আর 'রাতের অংশসমূহে' বলে মাগরিব, ইশা ও তাহাজ্জুদের নামায বোঝানো হয়েছে।

১৭. 'সিজদা' দ্বারা বোঝানো উদ্দেশ্য ফরয নামায এবং তারপর 'তাসবীহ পাঠ' দ্বারা নফল নামাযে লিপ্ত হতে বলা হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে এ রকম তাফসীরই বর্ণিত আছে (রূহুল মাআনী)।

وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيْبٍ ﴿٤١﴾

৪১. এবং মনোযোগ দিয়ে শোন, যে দিন এক আহ্বানকারী নিকটবর্তী একস্থান থেকে ডাক দেবে,[১৮]

يَّوْمَ يَسْمَعُوْنَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ؕ ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوْجِ ﴿٤٢﴾

৪২. যে দিন তারা সত্যি সত্যি সে ডাকের আওয়াজ শুনবে,[১৯] সেটাই কবর থেকে বের হওয়ার দিন।

اِنَّا نَحْنُ نُحْيٖ وَ نُمِيْتُ وَ اِلَيْنَا الْمَصِيْرُ ﴿٤٣﴾

৪৩. নিশ্চিতভাবে জেনে রাখ, আমিই দান করি জীবন এবং মৃত্যুও। শেষ পর্যন্ত আমারই কাছে ফিরে আসতে হবে।

يَوْمَ تَشَقَّقُ الْاَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ؕ ذٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيْرٌ ﴿٤٤﴾

৪৪. সে দিন ভূমি ফেটে গিয়ে তাদেরকে এভাবে বের করে দেবে যে, তারা অতি দ্রুত (তা থেকে) বের হয়ে আসবে। এভাবে সকলকে একত্র করে ফেলা আমার পক্ষে খুবই সহজ।

نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ وَمَآ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ ۫ فَذَكِّرْ بِالْقُرْاٰنِ مَنْ يَّخَافُ وَعِيْدِ ﴿٤٥﴾

৪৫. তারা যা-কিছু বলছে আমি তা ভালোভাবেই জানি এবং (হে রাসূল!) তুমি তাদের উপর জবরদস্তিকারী নও।[২০] আমার সতর্কবাণীকে ভয় করে এমন প্রত্যেককে তুমি কুরআনের সাহায্যে উপদেশ দিতে থাক।

---

১৮. অর্থাৎ প্রত্যেকের কাছে মনে হবে ঘোষণাকারী খুব নিকটবর্তী স্থান থেকেই ঘোষণা করছে। খুব সম্ভব এই ঘোষণাকারী হবেন হযরত ইসরাফিল আলাইহিস সালাম, যিনি মৃতদেরকে কবর থেকে বের হয়ে আসার জন্য ডাক দেবেন।

১৯. এর দ্বারা ঘোষণাকারীর ঘোষণার আওয়াজও বোঝানো হতে পারে এবং শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়ার আওয়াজও।

২০. [নানাভাবে বোঝানো সত্ত্বেও কাফেরগণ তাঁর ডাকে সাড়া না দেওয়ায়, উপরন্তু তাঁর ও কুরআন সম্পর্কে বিভিন্ন রকম অশোভন উক্তি করায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের মনে বড় ব্যথা ছিল এবং এত কিছুর পরও তারা যেন ঈমান আনে, সেজন্য তার অন্তরে অবর্ণনীয় জ্বালা ছিল।] তাই এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাঁকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন যে, জবরদস্তিমূলকভাবে মানুষকে ঈমান আনতে বাধ্য করা আপনার দায়িত্ব নয়। আপনার কাজ কেবল তাদের কাছে উপদেশ বাণী পৌঁছিয়ে দেওয়া। যার অন্তরে কিছুটা হলেও আল্লাহর ভয় থাকবে, সে আপনার কথা মেনে নেবে। আর যে মানবে না তার ব্যাপারে আপনার কোন দায়-দায়িত্ব নেই। [এ ধরনের লোকে যে সব মন্তব্য করছে আমার তা জানা আছে। আমি সময় মত তাদের ব্যাপারে ব্যবস্থা নেব]।

আলহামদুলিল্লাহ! সূরা 'কাফ'-এর তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল আজ ২৯ শে সফর ১৪২৯ হিজরী মোতাবেক ৮ই মার্চ ২০০৮ খ্রি.। করাচি। (অনুবাদ শেষ হল আজ ২১ শে যুলহিজ্জা ১৪৩১ হিজরী মোতাবেক ২৮ শে নভেম্বর ২০১০ খ্রি.)। আল্লাহ তাআলা এ খেদমতটুকু কবুল করে নিন, একে মানুষের জন্য উপকারী বানিয়ে দিন এবং অবশিষ্ট সূরাগুলির কাজও নিজ মর্জি মোতাবেক শেষ করার তাওফীক দান করুন– আমীন।

৫১
সূরা যারিআত

সূরা যারিআত

পরিচিতি

এখান থেকে সূরা হাদীদ পর্যন্ত সবগুলি সূরা মক্কী। সবগুলোরই মূল বিষয়বস্তু হল ইসলামের বুনিয়াদী আকীদা-বিশ্বাস, বিশেষত আখেরাতের জীবন সম্পর্কে আলোচনা, জান্নাত ও জাহান্নামের অবস্থাদি তুলে ধরা এবং অতীত জাতিসমূহের দৃষ্টান্তমূলক পরিণতি বর্ণনা করা। এসব বিষয় অত্যন্ত অলংকারপূর্ণ, হৃদয়গ্রাহী ও আবেদনপূর্ণ ভাষায় ব্যক্ত করা হয়েছে। সেই আবেদন ও তাছীর অনুবাদের মাধ্যমে অন্য কোন ভাষায় প্রতিস্থাপন করা সম্ভব নয়। তবে তরজমার মাধ্যমে যতটুকু সম্ভব তার মর্মবাণী তুলে আনার চেষ্টা করা হয়েছে।

৫১ – সূরা যারিআত – ৬৭

سُوْرَةُ الذّٰرِيٰتِ مَكِّيَّةٌ

মক্কী; ৬০ আয়াত; ৩ রুকু

اٰيَاتُهَا ٦٠ رُكُوْعَاتُهَا ٣

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالذّٰرِيٰتِ ذَرْوًا ۙ﴿۱﴾

১. কসম তার (অর্থাৎ সেই বায়ুর), যা ধুলোবালি উড়িয়ে বিক্ষিপ্ত করে দেয়,

فَالْحٰمِلٰتِ وِقْرًا ۙ﴿۲﴾

২. তারপর তার, যা (মেঘের) ভার বহন করে,

فَالْجٰرِيٰتِ يُسْرًا ۙ﴿۳﴾

৩. তারপর তার, যা সচ্ছন্দ গতিতে চলাচল করে,

فَالْمُقَسِّمٰتِ اَمْرًا ۙ﴿۴﴾

৪. তারপর তার, যা বস্তুরাজি বণ্টন করে–[১]

---

১. এখানে দু'টি বিষয় বুঝে রাখা প্রয়োজন। (এক) নিজের কোন কথা বিশ্বাস করানোর জন্য আল্লাহ তাআলার কোন কসম করার প্রয়োজন নেই। নিজের কোন কথা সম্পর্কে কসম করা হতে তিনি বেনিয়ায। কুরআন মাজীদে বিভিন্ন স্থানে যে বিভিন্ন বিষয়ে কসম করা হয়েছে, তার উদ্দেশ্য কথাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত, অলঙ্কারপূর্ণ ও বলিষ্ঠ করে তোলা। অনেক সময় এ দিকটার প্রতি লক্ষ্য থাকে যে, যেই জিনিসের কসম করা হচ্ছে, তার ভেতর দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে, তার পরবর্তীতে যে বক্তব্য আসছে তার সত্যতার প্রমাণ বহন করে। আলোচ্য স্থলে কসমের পরে যে বক্তব্য আসছে তা হল, কিয়ামত অবশ্যই আসবে এবং পুরস্কার ও শাস্তি সম্পর্কিত ফায়সালা অবশ্যই হবে। এখানে কসম করা হয়েছে বাতাসের, যা ধুলোবালি উড়িয়ে নিয়ে যায়, মেঘের বোঝা বয়ে তা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যায় এবং যখন সেই মেঘ থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হয়, তখন তার পানি মৃত ভূমিতে জীবন সঞ্চার করে তার উৎপাদন থেকে সৃষ্টির জীবিকা বণ্টন করে এবং এভাবে তা সৃষ্টি রাজির জন্য নতুন জীবনের কারণে পরিণত হয়। তো এই বাতাসের কসম করে বান্দার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে যে, যেই আল্লাহ এই বাতাসকে এবং তার প্রভাবে বর্ষিত বৃষ্টির পানিকে নতুন জীবনের মাধ্যম বানান, নিশ্চয়ই তিনি মৃত মানুষকে পুনর্জীবন দান করতে সক্ষম। আয়াতের এ ব্যাখ্যা করা হয়েছে এ হিসেবে যে, আয়াতে যে চারটি জিনিসের কসম করা হয়েছে, তার সবগুলো দ্বারাই বায়ুকে বোঝানো হয়েছে, যার সঙ্গে বায়ুর চারটি বিশেষণ উল্লেখ করা হয়েছে।

(দুই) এই আয়াতসমূহের আরও একটি তাফসীর বর্ণিত আছে। তা এই যে, প্রথম বিশেষণটি অর্থাৎ 'ধুলোবালি উড়ানো'-এর সম্পর্ক বাতাসের সঙ্গে বটে, কিন্তু বাকিগুলো বাতাসের

৫. তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে তা নিশ্চিত সত্য

اِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ لَصَادِقٌ ۝۵

৬. এবং কর্মের প্রতিফল অবশ্যম্ভাবী।

وَّاِنَّ الدِّيْنَ لَوَاقِعٌ ۝۶

৭. কসম বহু পথবিশিষ্ট আকাশের,[২]

وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْحُبُكِ ۝۷

৮. তোমরা পরস্পর বিরোধী কথায় লিপ্ত।[৩]

اِنَّكُمْ لَفِيْ قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ ۝۸

বিশেষণ নয়; বরং দ্বিতীয়টি দ্বারা বোঝানো হয়েছে মেঘপুঞ্জকে, যা পানির ভার বহন করে। তৃতীয় বিশেষণটি জলযানের, যা পানিতে সাচ্ছন্দে চলাচল করে আর চতুর্থ বিশেষণটি হল ফেরেশতাদের, যা সৃষ্টির মাঝে জীবিকা ইত্যাদি বণ্টনের দায়িত্বে নিয়োজিত।

এই দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি একটি হাদীছে খোদ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে। তবে বর্ণনাটি সম্পর্কে আলামা হায়ছামী (রহ.) বলেন, এটি বর্ণনা করেছেন আবু বকর ইবনে আবী সাব্‌রা, যিনি একজন যয়ীফ ও পরিত্যক্ত রাবী- (মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড ২৪৪-২৪৫ পৃষ্ঠা, তাফসীর অধ্যায়, হাদীছ নং ১১৩৬৫)। তারপরও যেহেতু এ তাফসীরটির এক রকম সম্পর্ক মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে রয়েছে, তাই বহু মুফাসসির এটাই গ্রহণ করেছেন।

আর আমি যে তরজমা করেছি, তা থেকে বন্ধনীর অংশটুকু বাদ দিলে এর ভেতর ওই ব্যাখ্যারও অবকাশ থাকে। এ তাফসীর অনুযায়ী এ কসমের সাথে আখেরাতের সম্পর্ক দৃশ্যত এভাবে যে, আল্লাহ তাআলা মানুষের প্রয়োজনাদি সমাধার জন্য এসব ব্যবস্থাপনা উদ্দেশ্যহীনভাবে করেননি। এসবের উদ্দেশ্য হল মানুষকে পরীক্ষা করা, তারা আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামতসমূহ যথাযথ পন্থায় ব্যবহার করে, না অন্যায় পন্থা অবলম্বন করে। যারা এর যথাযথ ব্যবহার করবে তাদেরকে পুরস্কৃত করা হবে আর যারা অন্যায়ভাবে ব্যবহার করবে তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে। সুতরাং সৃষ্টি জগতের এসব বস্তুর দাবি হল যে, এমন একদিন অবশ্যই আসুক, যে দিন পুরস্কার ও শাস্তি দানের ফায়সালাকে কার্যকর করা হবে।

২. এখানে 'পথ' বলে আমাদের দৃষ্টির অগোচর পথ বোঝানো হয়েছে, যে পথ দিয়ে ফেরেশতাগণ চলাচল করে। কেউ কেউ বলেন, السماء (আকাশ) বলতে অনেক সময় উপরের যে-কোনও বস্তুকেও বোঝায়। এখানে উপরের শূন্যমণ্ডল বোঝানো হয়েছে, যাতে তারকারাজির জন্য গতিপথ নির্দিষ্ট করা আছে।

৩. 'পরস্পর বিরোধী কথায় লিপ্ত', অর্থাৎ একদিকে তো স্বীকার কর আল্লাহ তাআলাই বিশ্ব জগতের সৃষ্টিকর্তা, অন্য দিকে তিনি যে মানুষকে তাদের মৃত্যুর পর পুনরায় জীবন দান করতে সক্ষম, তাঁর এ শক্তিকে মানতে রাজি নও, এর চেয়ে স্ববিরোধিতা আর কী হতে পারে?

يُّؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ اُفِكَ ۙ﴿٩﴾

৯. এর (অর্থাৎ আখেরাতের বিশ্বাস) থেকে এমন ব্যক্তিই মুখ ফিরিয়ে রাখে, যে সম্পূর্ণরূপে সত্যবিমুখ।[৪]

قُتِلَ الْخَرّٰصُوْنَ ۙ﴿١٠﴾

১০. আল্লাহর 'মার' হোক তাদের প্রতি যারা (আকীদা-বিশ্বাসের ব্যাপারে) অনুমান নির্ভর কথা বলতে অভ্যস্ত।

الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ غَمْرَةٍ سَاهُوْنَ ۙ﴿١١﴾

১১. যারা এমনভাবে উদাসীনতায় নিমজ্জিত যে, সব কিছু বিস্মৃত হয়ে আছে।

يَسْـَٔلُوْنَ اَيَّانَ يَوْمُ الدِّيْنِ ؕ﴿١٢﴾

১২. জিজ্ঞেস করে, কর্মফল দিবস কবে হবে?[৫]

يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُوْنَ ﴿١٣﴾

১৩. হবে সেই দিন, যে দিন তাদেরকে আগুনে দগ্ধ করা হবে।

ذُوْقُوْا فِتْنَتَكُمْ ؕ هٰذَا الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تَسْتَعْجِلُوْنَ ﴿١٤﴾

১৪. নিজেদের দুষ্কর্মের মজা ভোগ কর। এটাই সেই জিনিস, যে ব্যাপারে তোমাদের দাবি ছিল, তা তাড়াতাড়ি আসুক।[৬]

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ۙ﴿١٥﴾

১৫. মুত্তাকীগণ অবশ্যই উদ্যানরাজি ও প্রস্রবণসমূহের ভেতর থাকবে।

---

৪. সত্য সন্ধানী ব্যক্তির পক্ষে আখেরাতকে স্বীকার করা মোটেই কঠিন নয়। এ সত্যকে অস্বীকার করে কেবল তারাই যাদের মনে সত্যের অনুসন্ধিৎসা নেই; বরং তারা সত্যের প্রতি বীতশ্রদ্ধ।

৫. তারা এ প্রশ্ন সত্য জানার উদ্দেশ্যে নয়; বরং উপহাস করার জন্যই করত।

৬. কাফেরদেরকে যখন আখেরাতের শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করা হত, তখন তারা বলত, সে শাস্তি এখনই আসছে না কেন?

آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَٰلِكَ مُحْسِنِينَ ﴿١٦﴾

১৬. তাদের প্রতিপালক তাদেরকে যা-কিছু দেবেন, তারা তা উপভোগ করতে থাকবে। তারা তো এর আগেই সৎকর্মশীল ছিল।

كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿١٧﴾

১৭. তারা রাতে কমই ঘুমাত

وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿١٨﴾

১৮. এবং তারা সাহরীর সময় ইস্তিগফার করত।[৭]

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

১৯. তাদের ধন-সম্পদে যাচক ও বঞ্চিতের (যথারীতি) হক থাকত।[৮]

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ ﴿٢٠﴾

২০. যারা নিশ্চিত বিশ্বাসী, তাদের জন্য পৃথিবীতে আছে বহু নিদর্শন।

وَفِي أَنفُسِكُمْ ۚ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٢١﴾

২১. এবং স্বয়ং তোমাদের অস্তিত্বেও! তবুও কি তোমরা অনুধাবন করতে পার না?

---

৭. অর্থাৎ রাতের বেশির ভাগ ইবাদতে কাটানোর পরও তারা নিজেদের আমল নিয়ে অহংকার বোধ করে না, বরং না-জানি ইবাদতের ভেতর কত ভুল-ত্রুটি হয়ে গেছে, যদ্দরুণ তা আল্লাহ তাআলার কাছে কবুলের উপযুক্ত হবে না, এই চিন্তা তাদের ভেতর কাজ করে। ফলে সাহরীকালে আল্লাহ তাআলার দরবারে বিনয় প্রকাশ করে ও কাকুতি-মিনতির সাথে ইস্তিগফার করে।

৮. السائل (যাচক) দ্বারা সেই অভাবগ্রস্তকে বোঝানো হয়েছে, যে মুখে তার অভাবের কথা প্রকাশ করে আর المحروم (বঞ্চিত) দ্বারা বোঝানো হয়েছে তাকে, যে অভাব থাকা সত্ত্বেও কারও কাছে কিছু চায় না। এ আয়াতে 'হক' শব্দটি ব্যবহার করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, ধনী ব্যক্তি গরীবদেরকে যে যাকাত-ফিতরা দেয়, সেটা তাদের প্রতি তার কোন দয়া নয়; বরং তা তাদের প্রাপ্য, যা তাদেরকে দেওয়াই তার কর্তব্য ছিল। কেননা ধন-সম্পদ আল্লাহ তাআলার দান। এটা তাঁরই নির্দেশ যে, তাতে গরীব-দুঃখীর অংশ আছে।

وَفِي السَّمَآءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴿٢٢﴾

২২. আসমানেই আছে তোমাদের রিযিক এবং তোমাদেরকে যার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় তাও।[৯]

فَوَرَبِّ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ اِنَّهٗ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَآ اَنَّكُمْ تَنْطِقُوْنَ ﴿٢٣﴾

২৩. সুতরাং আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিপালকের শপথ! একথা সেই রকমেরই নিশ্চিত সত্য, যেমন তোমাদের কথা বলাটা (সত্য)।[১০]

[১]

هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ ضَيْفِ اِبْرٰهِيْمَ الْمُكْرَمِيْنَ ﴿٢٤﴾

২৪. (হে রাসূল!) তোমার কাছে কি ইবরাহীমের সম্মানিত অতিথিদের বৃত্তান্ত পৌঁছেনি?[১১]

اِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلٰمًا ؕ قَالَ سَلٰمٌ ۚ قَوْمٌ مُّنْكَرُوْنَ ﴿٢٥﴾

২৫. যখন তারা ইবরাহীমের কাছে উপস্থিত হয়ে বলল– সালাম, তখন ইবরাহীমও বলল, সালাম (এবং সে মনে মনে চিন্তা করল যে,) এরা তো অপরিচিত লোক।

فَرَاغَ اِلٰٓى اَهْلِهٖ فَجَآءَ بِعِجْلٍ سَمِيْنٍ ﴿٢٦﴾

২৬. তারপর সে চুপিসারে নিজ পরিবারবর্গের কাছে গেল এবং একটি মোটাতাজা বাছুর (-ভাজা) নিয়ে আসল।

---

৯. এখানে আসমান দ্বারা ঊর্ধ্বজগত বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ তোমাদের রিযিকের ফায়সালাও ঊর্ধ্বজগতে হয়ে থাকে এবং তোমাদেরকে জান্নাত ও জাহান্নামের যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়ে থাকে তার ফায়সালাও সেখানেই হয়।

১০. অর্থাৎ 'তোমরা কথা বলছ'–এটা যেমন সত্য, তেমনি আখেরাতের যে কথা বলা হচ্ছে তাও নিশ্চিত সত্য। কেননা এটা বিশ্ব জগতের স্রষ্টা নিজে বলেছেন।

১১. সে অতিথিগণ মূলত ফেরেশতা ছিলেন। তারা এসেছিলেন দু'টি কাজে। (ক) হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে এই সুসংবাদ দানের জন্য যে, ইসহাক নামে তার এক পুত্র সন্তান জন্ম নেবে। (খ) হযরত লূত আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়কে শাস্তি দানের জন্য। তাদের ঘটনা বিস্তারিতভাবে সূরা হুদ (১১ : ৬৯–৮৩) ও সূরা হিজর (১৫ : ৫১–৭৭)-এ গত হয়েছে।

فَقَرَّبَهٗۤ اِلَیْهِمْ قَالَ اَلَا تَاْكُلُوْنَ ۟

২৭. এবং তা সেই অতিথিদের সামনে রাখল এবং বলল, আপনারা খাচ্ছেন না যে?

فَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیْفَةً ؕ قَالُوْا لَا تَخَفْ ؕ وَ بَشَّرُوْهُ بِغُلٰمٍ عَلِیْمٍ ۟

২৮. এতে তাদের সম্পর্কে ইবরাহীমের মনে ভয় দেখা[১২] দিল। তারা বলল, ভয় পাবেন না। অতঃপর তারা তাকে এক পুত্রের সুসংবাদ দিল যে, বড় জ্ঞানী হবে।

فَاَقْبَلَتِ امْرَاَتُهٗ فِیْ صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَ قَالَتْ عَجُوْزٌ عَقِیْمٌ ۟

২৯. তখন তার স্ত্রী উচ্চঃস্বরে বলতে বলতে সামনে আসল এবং সে তার গাল চাপড়িয়ে বলতে লাগল, এক বৃদ্ধা বন্ধ্যা (বাচ্চা জন্ম দেবে)?

قَالُوْا كَذٰلِكِ ۙ قَالَ رَبُّكِ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْحَكِیْمُ الْعَلِیْمُ ۟

৩০. অতিথিগণ বলল, তোমার প্রতিপালক এ রকমই বলেছেন। নিশ্চিত জেনে রেখ, তিনি অতি হেকমতওয়ালা, সর্বজ্ঞ।

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ اَیُّهَا الْمُرْسَلُوْنَ ۟

৩১. ইবরাহীম বলল, ওহে আল্লাহ প্রেরিত ফেরেশতাগণ! তোমরা কী গুরুকার্যে আছ?

قَالُوْۤا اِنَّاۤ اُرْسِلْنَاۤ اِلٰی قَوْمٍ مُّجْرِمِیْنَ ۟

৩২. তারা বলল, আমাদেরকে একদল অপরাধীর কাছে পাঠানো হয়েছে।

---

১২. ফেরেশতাগণ যেহেতু পানাহার করেন না, তাই তারা সে খাদ্য গ্রহণ থেকে বিরত থেকেছিলেন, কিন্তু ইবরাহীম আলাইহিস সালাম দেশীয় প্রথা অনুযায়ী মনে করেছিলেন, তারা তার শত্রু (কেননা প্রথা অনুযায়ী শত্রুই মেযবানের বাড়িতে খাদ্য গ্রহণ করে না)। তারপর তারা যখন পুত্র জন্মের সংবাদ দিলেন, তখন তিনি বুঝতে পারলেন, তারা আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে প্রেরিত ফেরেশতা। সুতরাং ৩০ নং আয়াতে তারা তাঁর সাথে সে হিসেবেই কথা বলেছেন।

لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ طِيْنٍ ﴿٣٣﴾

৩৩. যেন তাদের উপর নিক্ষেপ করি পাকা মাটির ঢেলা।

مُّسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِيْنَ ﴿٣٤﴾

৩৪. যাতে তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে বিশেষ চিহ্ন দেওয়া আছে সীমালংঘনকারীদের জন্য।

فَاَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيْهَا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٣٥﴾

৩৫. অতঃপর এই হল যে, সেই জনপদে যেসব মুমিন ছিল আমি তাদেরকে সেখান থেকে বের করলাম।

فَمَا وَجَدْنَا فِيْهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿٣٦﴾

৩৬. এবং সেখানে একটি পরিবার[১৩] ছাড়া আর কোন পরিবারকে মুমিন পাইনি।

وَتَرَكْنَا فِيْهَاۤ اٰيَةً لِّلَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ﴿٣٧﴾

৩৭. আমি তাতে এমন সব ব্যক্তির জন্য (শিক্ষা গ্রহণের জন্য) এক নিদর্শন রেখে দিয়েছি, যারা যন্ত্রণাময় শাস্তিকে ভয় করে।

وَفِيْ مُوْسٰۤى اِذْ اَرْسَلْنٰهُ اِلٰى فِرْعَوْنَ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ﴿٣٨﴾

৩৮. এবং মূসার ঘটনায়ও (আমি এ রকম নিদর্শন রেখেছি), যখন আমি তাকে এক প্রকাশ্য দলীলসহ ফেরাউনের কাছে পাঠিয়েছিলাম।

فَتَوَلّٰى بِرُكْنِهٖ وَقَالَ سٰحِرٌ اَوْ مَجْنُوْنٌ ﴿٣٩﴾

৩৯. ফেরাউন তার পেশীশক্তির দর্পে মুখ ফিরিয়ে নিল এবং বলল, সে একজন যাদুকর অথবা উন্মাদ।

فَاَخَذْنٰهُ وَجُنُوْدَهٗ فَنَبَذْنٰهُمْ فِى الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيْمٌ ﴿٤٠﴾

৪০. সুতরাং আমি তাকে ও তার বাহিনীকে পাকড়াও করলাম এবং সকলকে সাগরে নিক্ষেপ করলাম। সে তো ছিলই তিরস্কার যোগ্য।

---

১৩. ইশারা হযরত লূত আলাইহিস সালামের পরিবারের প্রতি।

وَفِىْ عَادٍ اِذْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيْحَ الْعَقِيْمَ ﴿٤١﴾

৪১. এবং আদ জাতির মধ্যেও (আমি অনুরূপ নিদর্শন রেখেছিলাম), যখন আমি তাদের বিরুদ্ধে পাঠিয়েছিলাম এমন ঝঞ্ঝা বায়ু, যা সর্বপ্রকার কল্যাণ থেকে বন্ধ্যা ছিল।[১৪]

مَا تَذَرُ مِنْ شَىْءٍ اَتَتْ عَلَيْهِ اِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيْمِ ﴿٤٢﴾

৪২. তা যা-কিছুর উপর দিয়েই বয়ে যেত তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে রেখে যেত।

وَفِىْ ثَمُوْدَ اِذْ قِيْلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوْا حَتّٰى حِيْنٍ ﴿٤٣﴾

৪৩. এবং ছামুদ জাতির মধ্যেও (অনুরূপ নিদর্শন রেখেছিলাম), যখন তাদেরকে বলা হয়েছিল, কিছু কালের জন্য মজা লুটে নাও (এর মধ্যে নিজেদের না শোধরালে শাস্তি ভোগ করতে হবে)।

فَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ فَاَخَذَتْهُمُ الصّٰعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ ﴿٤٤﴾

৪৪. কিন্তু তারা তাদের প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করল। ফলে তাদেরকে আক্রান্ত করল বজ্র এবং তারা তা দেখছিল।

فَمَا اسْتَطَاعُوْا مِنْ قِيَامٍ وَّمَا كَانُوْا مُنْتَصِرِيْنَ ﴿٤٥﴾

৪৫. পরিণাম এই হল যে, না তাদের মধ্যে দাঁড়ানোর ক্ষমতা থাকল আর না তারা আত্মরক্ষার উপযুক্ত ছিল।

وَقَوْمَ نُوْحٍ مِّنْ قَبْلُ ۭ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ﴿٤٦﴾

৪৬. তারও আগে আমি নূহের সম্প্রদায়কে পাকড়াও করেছিলাম।[১৫] নিশ্চিতভাবে জেনে রাখ যে, তারা ছিল এক অবাধ্য সম্প্রদায়।

---

১৪. অর্থাৎ তা ছিল শাস্তির ঝড়ো হাওয়া, যে কারণে সাধারণত বাতাসের মধ্যে যেসব উপকার থাকে তার মধ্যে তা ছিল না, আদ জাতির বৃত্তান্ত সূরা আরাফে (৭ : ৬৫) এবং ছামুদ জাতির বৃত্তান্ত সূরা আরাফে (৭ : ৭৩) গত হয়েছে।

১৫. হযরত নূহ আলাইহিস সালাম ও তাঁর সম্প্রদায়ের বৃত্তান্ত বিস্তারিতভাবে সূরা হুদে (১১ : ২৫–৪৮) গত হয়েছে।

[২]

وَالسَّمَآءَ بَنَيْنٰهَا بِاَيْىدٍ وَّاِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ ﴿٤٧﴾

৪৭. আমি আকাশকে নির্মাণ করেছি (আমার) ক্ষমতাবলে এবং নিশ্চয়ই আমি বিস্তৃতি দাতা।[১৬]

وَالْاَرْضَ فَرَشْنٰهَا فَنِعْمَ الْمٰهِدُوْنَ ﴿٤٨﴾

৪৮. আমি ভূমিকে বানিয়েছি বিছানা। আমি কতই না উত্তমভাবে তা বিছিয়েছি।

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿٤٩﴾

৪৯. আমি প্রতিটি বস্তু জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি,[১৭] যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

فَفِرُّوْٓا اِلَى اللّٰهِ ؕ اِنِّيْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٥٠﴾

৫০. সুতরাং ধাবিত হও আল্লাহর দিকে।[১৮] নিশ্চয়ই আমি তাঁর পক্ষ হতে তোমাদের কাছে এক সুস্পষ্ট সতর্ককারী (হয়ে এসেছি)।

وَلَا تَجْعَلُوْا مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ؕ اِنِّيْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٥١﴾

৫১. আল্লাহর সঙ্গে অন্য কাউকে মাবুদ বানিও না। নিশ্চয়ই আমি তাঁর পক্ষ হতে তোমাদের কাছে একক সুস্পষ্ট সতর্ককারী (হয়ে এসেছি)।

كَذٰلِكَ مَآ اَتَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا

৫২. এমনিভাবে তাদের আগে যারা ছিল, তাদের কাছেও এমন কোন রাসূল

---

১৬. কোন কোন মুফাসসির এর ব্যাখ্যা করেছেন যে, আল্লাহ তাআলা আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করে মানুষের রিযিকে বিস্তৃতি ও প্রাচুর্য দান করেছেন। কোন কোন মুফাসসির বাক্যটির তরজমা করেছেন, 'আমার ক্ষমতা অতি বিস্তৃত'। এর এরূপ অর্থও করা যেতে পারে যে, 'আমি আকাশকেই বিস্তৃতি দান করেছি।'

১৭. কুরআন মাজীদ একাধিক স্থানে এই বাস্তবতা তুলে ধরেছে যে, আল্লাহ তাআলা প্রতিটি বস্তুর মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষের যুগল সৃষ্টি করেছেন। বিজ্ঞান আগে এ সত্য জানতে পারেনি, তবে আধুনিক বিজ্ঞান এই কুরআনী তত্ত্ব স্বীকার করে নিয়েছে।

১৮. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার মনোনীত দ্বীনের উপর ঈমান আনা ও তার দাবি অনুযায়ী কাজ করার জন্য দ্রুত এগিয়ে চল।

قَالُوْا سَاحِرٌ اَوْ مَجْنُوْنٌ ﴿٥٢﴾

আসেনি, যার সম্পর্কে তারা বলেনি যে, সে একজন যাদুকর বা উন্মাদ।

اَتَوَاصَوْا بِهٖ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُوْنَ ﴿٥٣﴾

৫৩. তারা কি পরস্পরে এ কথার অসিয়ত করে আসছে? না, বরং তারা একক উদ্ধত সম্প্রদায়।

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَاۤ اَنْتَ بِمَلُوْمٍ ﴿٥٤﴾

৫৪. সুতরাং (হে রাসূল!) তুমি তাদেরকে অগ্রাহ্য কর। কেননা তুমি নিন্দাযোগ্য নও।

وَّ ذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٥٥﴾

৫৫. এবং উপদেশ দিতে থাক। কেননা উপদেশ মুমিনদের উপকারে আসে।

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ ﴿٥٦﴾

৫৬. আমি জিন্ন ও মানুষকে কেবল এজন্যই সৃষ্টি করেছি যে, তারা আমার ইবাদত করবে।

مَاۤ اُرِيْدُ مِنْهُمْ مِّنْ رِّزْقٍ وَّمَاۤ اُرِيْدُ اَنْ يُّطْعِمُوْنِ ﴿٥٧﴾

৫৭. আমি তাদের কাছে কোন রকম রিযিক চাই না এবং এটাও চাই না যে, তারা আমাকে খাবার দিক।

اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ ﴿٥٨﴾

৫৮. আল্লাহ নিজেই তো রিযিকদাতা এবং তিনি প্রবল পরাক্রমশালী।

فَاِنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ذَنُوْبًا مِّثْلَ ذَنُوْبِ اَصْحٰبِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُوْنِ ﴿٥٩﴾

৫৯. যারা জুলুম করেছে তাদেরও (শাস্তির) সেই পালা আসবে, যেমন পালা এসেছিল তাদের (পূর্ববর্তী) সঙ্গীদের ক্ষেত্রে। সুতরাং তারা যেন আমার কাছে তাড়াহুড়া করে (শাস্তি) দাবি না করে।

فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ يَّوْمِهِمُ الَّذِيْ يُوْعَدُوْنَ ﴿٦٠﴾

৬০. যারা কুফর অবলম্বন করেছে, তাদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ সেই দিনের, যে দিনের প্রতিশ্রুতি তাদেরকে দেওয়া হচ্ছে।

আলহামদুলিল্লাহ! সূরা যারিআতের তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল ৬ই রবিউল আউয়াল ১৪২৯ হিজরী মোতাবেক ১৫ই মার্চ ২০০৮ খ্রি.। শুক্রবার। করাচি। (অনুবাদ শেষ হল আজ ২২ শে যুলহিজ্জা ১৪৩১ হিজরী মোতাবেক ২৯ শে নভেম্বর ২০১০ খ্রি.)। আল্লাহ তাআলা এ খেদমতটুকু কবুল করে নিন এবং অবশিষ্ট সূরাগুলির কাজও নিজ পছন্দমত শেষ করার তাওফীক দান করুন– আমীন।

৫২ – সূরা তূর – ৭৬

سُوْرَةُ الطُّوْرِ مَكِّيَّةٌ

মক্কী; ৪৯ আয়াত; ২ রুকু

اٰيَاتُهَا ٤٩ رُكُوْعَاتُهَا ٢

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. কসম তূর পাহাড়ের,

وَالطُّوْرِ ۙ﴿۱﴾

২-৩. এবং সেই কিতাবের, যা লিপিবদ্ধ আছে উন্মুক্ত পাত্রে।

وَكِتٰبٍ مَّسْطُوْرٍ ۙ﴿۲﴾ فِیْ رَقٍّ مَّنْشُوْرٍ ۙ﴿۳﴾

৪. এবং কসম 'বায়তুল মামুর'-এর

وَّالْبَیْتِ الْمَعْمُوْرِ ۙ﴿۴﴾

৫. এবং উন্নীত ছাদের

وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوْعِ ۙ﴿۵﴾

৬. এবং পরিপ্লুত সাগরের

وَالْبَحْرِ الْمَسْجُوْرِ ۙ﴿۶﴾

৭. তোমার প্রতিপালকের আযাব অবশ্যম্ভাবী।[১]

اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ۙ﴿۷﴾

---

১. পূর্বের সূরায় কুরআন মাজীদের কসমসমূহ সম্পর্কে যে টীকা লেখা হয়েছে, এখানেও তা দেখে নেওয়া চাই। এখানে আল্লাহ তাআলা কসম করেছেন চারটি জিনিসের। (এক) তূর পাহাড়ের। এ পাহাড়ে আল্লাহ তাআলার সঙ্গে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের কথোপকথন হয়েছিল এবং আল্লাহ তাআলা তাকে তাওরাত দান করেছিলেন। এর দ্বারা ইশারা করা হয়েছে যে, আখেরাতে অবাধ্যদের শাস্তি দানের ঘোষণাটি অভিনব কিছু নয়; বরং তূর পাহাড়ে হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে যে কিতাব দেওয়া হয়েছেল, তাও একথার সাক্ষ্য দেয়।

(দুই) দ্বিতীয় কসম করা হয়েছে একখানি কিতাবের, যা সুস্পষ্ট পত্রে লিপিবদ্ধ। কোন কোন মুফাসসির বলেন, এর দ্বারা তাওরাত বোঝানো হয়েছে। সে হিসেবে আখেরাতের আযাবের সাথে এ কসমের সম্পর্কও ঠিক সেই রকমেরই যেমনটা তূর পাহাড় সম্পর্কে বলা হয়েছে। তবে অপর কতক মুফাসসিরের মতে এর দ্বারা আমলনামা বোঝানো উদ্দেশ্য। সে হিসেবে এর ব্যাখ্যা এই যে, সদা-সর্বদা মানুষের যে আমলনামা লেখা হচ্ছে তা প্রমাণ করে একদিন না একদিন হিসাব-নিকাশ হবেই এবং তখন অবাধ্যদেরকে অবশ্যই তাদের অপরাধের শাস্তি ভোগ করতে হবে।

৮. তা রোধ করতে পারে এমন কেউ নেই।	مَّا لَهُۥ مِن دَافِعٍ ۝٨
৯. যে দিন আকাশ কেঁপে উঠবে থরথর করে,	يَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَآءُ مَوْرًا ۝٩
১০. এবং পবর্তমালা সঞ্চলন করবে ভয়ানক ভাবে	وَتَسِيرُ ٱلْجِبَالُ سَيْرًا ۝١٠
১১. সে দিন মহা দুর্ভোগ হবে তাদের, যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে,	فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۝١١
১২. যারা বৃথা কথাবার্তায় নিমজ্জিত থেকে খেল-তামাশা করছে।	ٱلَّذِينَ هُمْ فِى خَوْضٍ يَلْعَبُونَ ۝١٢
১৩. সে দিন যখন তাদেরকে ধাক্কিয়ে ধাক্কিয়ে জাহান্নামের আগুনের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে।	يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا ۝١٣
১৪. (এবং বলা হবে) এই সেই আগুন, যাকে তোমরা অবিশ্বাস করতে।	هَٰذِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِى كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ۝١٤

(তিন) তৃতীয় কসম করা হয়েছে 'বায়তুল মামুর'-এর। এটা উধ্বং জগতের একটি ঘর, ঠিক দুনিয়ার বাইতুল্লাহ শরীফের মত। উর্ধ্ব জগতের এ ঘর হল ফেরেশতাদের ইবাদতখানা। এ ঘরের কসম করে বলা হচ্ছে, ফেরেশতাগণ যদিও মানুষের মত বিধি-বিধানপ্রাপ্ত নয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা ইবাদতে মশগুল থাকে। মানুষকে তো বিধি-বিধান দেওয়াই হয়েছে এজন্য যে, তারা আল্লাহ তাআলার ইবাদতে লিপ্ত থাকবে। অন্যথায় তারা শাস্তির উপযুক্ত হয়ে যাবে।

(চার) চতুর্থ কসম করা হয়েছে উঁচু ছাদের অর্থাৎ আকাশের।

(পাঁচ) আর পঞ্চম কসমটি হল পরিপ্লুত সাগরের। এ কসম দু'টি দ্বারা ইশারা করা হয়েছে, শাস্তি ও পুরস্কারের বিষয়টি না থাকলে উপরে আকাশ ও নিচে সাগর বিশিষ্ট এ জগত সৃষ্টি অহেতুক হয়ে যায়। এর দ্বারা আরও বোঝানো হচ্ছে যে, যেই মহান সত্তা এত বড় বড় বস্তু সৃষ্টি করতে সক্ষম, নিশ্চয়ই তিনি মানুষকে পুনর্জীবিত করারও ক্ষমতা রাখেন।

أَفَسِحْرٌ هَٰذَآ أَمْ أَنتُمْ لَا تُبْصِرُونَ ﴿١٥﴾

১৫. এটা কি যাদু, না কি তোমরা (এখনও) কিছু দেখতে পাচ্ছ না?

ٱصْلَوْهَا فَٱصْبِرُوٓا۟ أَوْ لَا تَصْبِرُوا۟ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ ۖ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾

১৬. তোমরা এতে প্রবেশ কর। অতঃপর তোমরা ধৈর্য ধর বা নাই ধর তোমাদের পক্ষে উভয়ই সমান। তোমাদেরকে কেবল সেই সব কর্মেরই প্রতিফল দেওয়া হবে, যা তোমরা করতে।

إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِى جَنَّٰتٍ وَنَعِيمٍ ﴿١٧﴾

১৭. নিশ্চয়ই মুত্তাকীগণ উদ্যানরাজি ও নেয়ামতের ভেতর থাকবে।

فَٰكِهِينَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَىٰهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ﴿١٨﴾

১৮. তাদের প্রতিপালক তাদেরকে যা-কিছু দান করবেন এবং তাদের প্রতিপালকই তাদেরকে যেভাবে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করবেন, তারা তা উপভোগ করবে।[২]

كُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ هَنِيٓـًٔۢا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾

১৯. (তাদেরকে বলা হবে,) তৃপ্তি সহকারে পানাহার কর, তোমরা যা করতে তার পুরস্কার স্বরূপ।

مُتَّكِـِٔينَ عَلَىٰ سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ ۖ وَزَوَّجْنَٰهُم بِحُورٍ عِينٍ ﴿٢٠﴾

২০. তারা সারিবদ্ধভাবে সাজানো আসনে হেলান দেওয়া অবস্থায় থাকবে এবং আমি ডাগর চক্ষুবিশিষ্ট হুরদের সাথে তাদের বিবাহ দেব।

---

২. 'আল্লামা আলুসী (রহ.) আয়াতটির বিন্যাসগত যে বিশ্লেষণ দিয়েছেন সেই আলোকেই এর তরজমা করা হয়েছে। তিনি বলেন, وَوَقٰهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ -এর عطف হয়েছে اتاهم -এর উপর, যদি ما শব্দটিকে مصدرية (ক্রিয়ামূল বোধক) ধরা হয় (বাক্যটির বিশ্লিষ্ট রূপ এ রকম– فاكهين بايتائهم ربهم ووقايتهم عذاب الجحيم

২১. যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের সন্তান-সন্ততিগণ ঈমানের ক্ষেত্রে তাদের অনুগামী হয়েছে, আমি তাদের সন্তান- সন্ততিদেরকে তাদের সাথে মিলিয়ে দেব এবং তাদের কর্ম হতে কিছুমাত্র হ্রাস করব না।[৩] প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের বিনিময়ে বন্ধক রয়েছে।[৪]

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَاۤ اَلَتْنٰهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ ؕ كُلُّ امْرِئٍۭ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ ﴿٢١﴾

২২. আমি তাদেরকে একের পর এক ফল ও গোশত দেব। যা-ই তাদের মন চাবে, তা দিয়ে যেতে থাকব।

وَاَمْدَدْنٰهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَّلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ ﴿٢٢﴾

---

৩. অর্থাৎ নেককারদের সন্তান-সন্ততিগণ যদি মুমিন হয়, তবে আমল দিয়ে তারা পিতার মত জান্নাতের উচ্চ স্তর লাভ করতে না পারলেও আল্লাহ তাআলা পিতাকে খুশী করার জন্য সন্তানদেরকেও সেই স্তরে পৌঁছিয়ে দেবেন। পিতার স্তর কমিয়ে সন্তানদের সঙ্গে যুক্ত করা হবে না।

৪. رهين মানে বন্ধকীকৃত, অর্থাৎ ঋণ পরিশোধের নিশ্চয়তা স্বরূপ যে বস্তু বন্ধক রেখে ঋণের লেনদেন হয়। আল্লাহ তাআলা প্রতিটি মানুষকে যে যোগ্যতা দান করেছেন তা তাকে প্রদত্ত আল্লাহ তাআলার ঋণ। এ ঋণের দায় থেকে সে কেবল তখনই মুক্তি পেতে পারে, যখন সে তার যোগ্যতাকে আল্লাহ তাআলার হুকুম মোতাবেক ব্যবহার করবে। দুনিয়ায় তার প্রমাণ হয় ঈমান আনা ও সৎকর্ম করার দ্বারা। এ ঋণের দায়ে প্রত্যেক ব্যক্তির সত্তা এমনভাবে বন্ধক রাখা আছে যে, সে যদি ঈমান ও সৎকর্মের মাধ্যমে নিজ দেনা পরিশোধ করতে পারে, তবে আখেরাতে তার মুক্তি ও স্বাধীনতা লাভ হবে। সে জান্নাতে সুখ-শান্তিতে বসবাস করবে। পক্ষান্তরে সে যদি এ দেনা শোধ না করে, তবে তাকে জাহান্নামে বন্দী থাকতে হবে। আয়াতে এ বাক্যটি উল্লেখ করে বোঝানো হচ্ছে যে, যেই ঈমানদারদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, তারা জান্নাতে পুরস্কৃত হবে এবং তাদের মুমিন সন্তানদেরকেও তাদের স্তরে পৌঁছিয়ে দেওয়া হবে, তারা আল্লাহ তাআলার আদেশ-নিষেধ মেনে চলার মাধ্যমে নিজেদের দেনা শোধ করে ফেলেছে এবং নিজেদেরকে আটকাবস্থা থেকে মুক্ত করে নিয়েছে। কিন্তু কারও সন্তান যদি মুমিনই না হয়, তবে পিতা-মাতার ঈমান আনার দ্বারা তার কোন উপকার হবে না। কেননা যে জন্য তার সত্তা বন্ধক রাখা ছিল তা সে পরিশোধ করেনি। তাই তাকে জাহান্নামে আটক হয়ে থাকতে হবে। এ স্থলে বাক্যটির আরও এক তাৎপর্য থাকা সম্ভব। তা এই যে, পিতার পুণ্যের কারণে তার সন্তানের মর্যাদা তো বৃদ্ধি করা হবে, কিন্তু সন্তানের দুষ্কর্মের কারণে পিতাকে কোন শাস্তি ভোগ করতে হবে না। কেননা প্রত্যেকের সত্তা তার নিজ কর্মের বিনিময়েই বন্ধক রাখা আছে, অন্যের কর্মের বিনিময়ে নয়।

يَتَنَازَعُوْنَ فِيْهَا كَأْسًا لَّا لَغْوٌ فِيْهَا وَلَا تَأْثِيْمٌ ﴿٢٣﴾

২৩. সেখানে তারা (বন্ধুত্বপূর্ণভাবে) কাড়াকাড়ি করবে সূরা পাত্র নিয়ে, যা পান করার দ্বারা কোন অনর্থ ঘটবে না এবং হবে না কোন গোনাহ।[৫]

وَيَطُوْفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُوْنٌ ﴿٢٤﴾

২৪. তাদের আশেপাশে ঘোরাঘুরি করবে এমন কিশোররা, যারা তাদের (সেবার জন্য) নিয়োজিত থাকবে, তারা (এমন রূপবান) যেন লুকিয়ে রাখা মুক্তা।

وَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَسَآءَلُوْنَ ﴿٢٥﴾

২৫. তারা একে অন্যের দিকে ফিরে অবস্থাদি জিজ্ঞেস করবে।

قَالُوْٓا اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِيْٓ اَهْلِنَا مُشْفِقِيْنَ ﴿٢٦﴾

২৬. বলবে, আমরা যখন আমাদের পরিবারবর্গের মধ্যে (অর্থাৎ দুনিয়ায়) ছিলাম, তখন বড় ভয়ের ভেতর ছিলাম।

فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَوَقٰىنَا عَذَابَ السَّمُوْمِ ﴿٢٧﴾

২৭. অবশেষে আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদেরকে রক্ষা করেছেন উত্তপ্ত বায়ু থেকে।

اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوْهُ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيْمُ ﴿٢٨﴾

২৮. আমরা এর আগে তার কাছে দুআ করতাম। বস্তুত তিনি অতি অনুগ্রহশীল, পরম দয়ালু।

---

৫. 'কাড়াকাড়ি' শব্দ দ্বারা এমন প্রীতিপূর্ণ খুনসুটি বোঝানো হয়েছে, যা কোন উপভোগ্য বস্তুর স্বাদ গ্রহণের জন্য বন্ধুজনদের মধ্যে হয়ে থাকে এবং যাতে কারও মনে কষ্ট হয় না; বরং তাতে মজলিসের জৌলুস আরও বেড়ে যায়। সুতরাং বলা হয়েছে যে, সেই সুরাপাত্র থেকে পান করার দ্বারা কোনও রকম অনর্থ ঘটবে না এবং গোনাহের কোন কাজও হবে না, যা সাধারণত দুনিয়ার সুরাখোরদের মধ্যে হয়ে থাকে। সে সুরায় এমন নেশা থাকবে না, যার দরুন মানুষ অশোভন কাজে উৎসাহ পায়।

[১]

فَذَكِّرْ فَمَآ اَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَّلَا مَجْنُوْنٍ ۝٢٩

২৯. সুতরাং (হে রাসূল!) তুমি উপদেশ দিতে থাক। কেননা তুমি তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহে নও অতীন্দ্রিয়বাদী এবং নও উন্মাদ।

اَمْ يَقُوْلُوْنَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهٖ رَيْبَ الْمَنُوْنِ ۝٣٠

৩০. তারা কি বলে, সে একজন কবি, যার জন্য আমরা কালচক্রের অপেক্ষায় আছি?[৬]

قُلْ تَرَبَّصُوْا فَاِنِّیْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُتَرَبِّصِيْنَ ۝٣١

৩১. বলে দাও, অপেক্ষা করতে থাক, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করছি।

اَمْ تَاْمُرُهُمْ اَحْلَامُهُمْ بِهٰذَآ اَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُوْنَ ۝٣٢

৩২. তাদের বুদ্ধি কি তাদেরকে এসব করতে বলে, নাকি তারা এক অবাধ্য সম্প্রদায়।[৭]

اَمْ يَقُوْلُوْنَ تَقَوَّلَهٗ ۚ بَلْ لَّا يُؤْمِنُوْنَ ۝٣٣

৩৩. তারা কি বলে, সে এটা (এই কুরআন) নিজে রচনা করে নিয়েছে? না, বরং তারা (জিদের কারণে) ঈমান আনছে না।

---

৬. আরবী ব্যাকরণ অনুসারে বাক্যটির অর্থ এ রকমও করা যায় যে, 'সে একজন কবি, আমরা যার মৃত্যু ঘটার অপেক্ষা করছি।' আল্লামা সুয়ুতী (রহ.) বর্ণনা করেছেন যে, কুরাইশের কতিপয় নেতা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বলত, সে তো একজন কবি মাত্র এবং অন্যান্য কবিরা যেমন মরে শেষ হয়ে গেছে এবং তাদের কবিত্বও তাদের মৃত্যুর সাথে দাফন হয়ে গেছে, তেমনি এরও একদিন মৃত্যু ঘটবে এবং এর সব কথাবার্তাও কবরে চলে যাবে। সুতরাং আমরা সেই দিনের অপেক্ষায় আছি। আয়াতে তাদের এ কথারই জবাব দেওয়া হয়েছে।

৭. অর্থাৎ তারা তো নিজেদেরকে খুবই বুদ্ধিমান বলে দাবি করে। তা তাদের বুদ্ধির কি এমনই দশা যে, একেবারে সামনের বিষয়টাও তারা বুঝতে পারছে না? ফলে এ রকম আবোল তাবোল কথা বলছে? না কি সত্য কথা তারা ঠিকই উপলব্ধি করতে পারে, কিন্তু স্বভাবগত অবাধ্যতার কারণে তা তারা মানতে পারছে না?

فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ ﴿٣٤﴾

৩৪. তারা সত্যবাদী হলে এর মত কোন বাণী (নিজেরা রচনা করে) নিয়ে আসুক।[৮]

أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ﴿٣٥﴾

৩৫. তারা কি কারও ছাড়া আপনা-আপনিই সৃষ্টি হয়ে গেছে, না কি তারাই (নিজেদের) স্রষ্টা?

أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۚ بَل لَّا يُوقِنُونَ ﴿٣٦﴾

৩৬. না কি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী তারা সৃষ্টি করেছে? না; বরং মূল কথা হচ্ছে তারা বিশ্বাসই রাখে না।

أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ ﴿٣٧﴾

৩৭. তোমার প্রতিপালকের ভাণ্ডার কি তাদের কাছে, নাকি তারাই (সবকিছুর) নিয়ন্ত্রক?[৯]

أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ ۖ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿٣٨﴾

৩৮. না কি তাদের কাছে আছে কোন সিঁড়ি, যাতে চড়ে তারা এটা (ঊর্ধ্ব জগতের কথাবার্তা) শুনতে পায়। তাই যদি হয়, তবে তাদের মধ্যে যে শোনে, সে সুস্পষ্ট কোন প্রমাণ উপস্থিত করুক।[১০]

---

৮. কুরআন মাজীদ কয়েক জায়গায় এ রকম চ্যালেঞ্জ দিয়েছে যে, তোমরা যদি কুরআনকে মানব রচিত বল, তবে তোমাদের মধ্যেও তো বড়-বড় কবি-সাহিত্যিক ও অলঙ্কারাবিদ আছে, সকলে মিলে এ রকম কোন বাণী তৈরি করে আন তো দেখি! (দেখুন সূরা বাকারা ২ : ২৩, সূরা ইউনুস ১০ : ৩৮; সূরা হুদ ১১ : ১৩ ও সূরা বনী ইসরাঈল ১৭ : ৮৮)। কিন্তু এই খোলা চ্যালেঞ্জ গ্রহণের জন্য তাদের কেউ এগিয়ে আসতে পারেনি।

৯. মক্কা মুকাররমার কাফেরগণ বলত, আল্লাহ তাআলার যদি কোন নবী পাঠানোর দরকারই ছিল, তবে মক্কা মুকাররমা বা তায়েফের কোন বড় সর্দারকে কেন নবী বানালেন না? (দেখুন সূরা যুখরুফ ৪৩ : ৩১)। আল্লাহ তাআলা বলছেন, আল্লাহ তাআলার রহমতের ভাণ্ডার, কাউকে নবী বানানোও যার অন্তর্ভুক্ত, তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার অধীন নাকি যে, তারা যাকে ইচ্ছা করবে তাকেই নবী বানানো হবে?

১০. মক্কার মুশরিকগণ এমন কিছু বিশ্বাস পোষণ করত, যার সম্পর্ক ছিল ঊর্ধ্ব জগতের সাথে, যেমন (ক) আল্লাহ তাআলার সহযোগিতার জন্য অনেক ছোট-ছোট খোদা রয়েছে।

৩৯. তবে কি কন্যা সন্তান পড়ল আল্লাহর ভাগে আর পুত্র সন্তান তোমাদের ভাগে?

اَمْ لَهُ الْبَنٰتُ وَلَكُمُ الْبَنُوْنَ ﴿٣٩﴾

৪০. নাকি তুমি তাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাচ্ছ, যে কারণে তারা জরিমানা-ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ছে?

اَمْ تَسْـَٔلُهُمْ اَجْرًا فَهُمْ مِّنْ مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُوْنَ ﴿٤٠﴾

৪১. নাকি তাদের কাছে গায়েবের জ্ঞান আছে, যা তারা লিপিবদ্ধ করছে?[১১]

اَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُوْنَ ﴿٤١﴾

৪২. নাকি তারা কোন ষড়যন্ত্র করতে চাচ্ছে। তবে যারা কাফের পরিণামে সে ষড়যন্ত্র তাদেরই বিরুদ্ধে যাবে।[১২]

اَمْ يُرِيْدُوْنَ كَيْدًا ۚ فَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا هُمُ الْمَكِيْدُوْنَ ﴿٤٢﴾

৪৩. তাদের কি আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মাবুদ আছে? তারা যে শিরক করে, তা হতে আল্লাহ পবিত্র!

اَمْ لَهُمْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ ۚ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٤٣﴾

৪৪. তারা যদি আকাশের কোন খণ্ড ভেঙ্গে পড়তে দেখে, তবে বলবে, এটা জমাট মেঘ।[১৩]

وَاِنْ يَّرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَآءِ سَاقِطًا يَّقُوْلُوْا سَحَابٌ مَّرْكُوْمٌ ﴿٤٤﴾

তাদের হাতে তিনি বহু এখতিয়ার দিয়ে রেখেছেন। (খ) আল্লাহ তাআলা কোন নবী পাঠাননি। (গ) ফেরেশতাগণ আল্লাহ তাআলার কন্যা। পরের আয়াতে তাদের এই শেষোক্ত বিশ্বাসের প্রতিই ইশারা করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলছেন, এই ঊর্ধ্ব জগতের বিষয়াবলী তোমরা কোথা হতে জানতে পারলে? তোমাদের কাছে কি এমন কোন সিঁড়ি আছে, যাতে চড়ে তোমরা সে জগতের জ্ঞান অর্জন কর?

১১. পূর্বের টীকায় মুশরিকদের যেসব আকীদা উল্লেখ করা হয়েছে, তা সবই অদৃশ্য জগতের সাথে সম্পৃক্ত। তাই বলা হচ্ছে, তাদের কাছে কি গায়েবের জ্ঞান আছে, যে জ্ঞান তারা লিখে সংরক্ষণ করছে?

১২. ইশারা সেই সব ষড়যন্ত্রের দিকে, যা কাফেরগণ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের বিরুদ্ধে চালাত।

১৩. মক্কার মুশরিকগণ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিত্য-নতুন মুজিযা দেখানোর দাবি জানাত। যেমন বলত, আমাদেরকে আকাশের একটা খণ্ড ভেঙ্গে এনে

فَذَرْهُمْ حَتّٰى يُلٰقُوْا يَوْمَهُمُ الَّذِيْ فِيْهِ يُصْعَقُوْنَ ﴿٤٥﴾

৪৫. সুতরাং (হে রাসূল!) তুমি তাদেরকে (আপন অবস্থায়) ছেড়ে দাও, যাবত না তারা সেই দিনের সম্মুখীন হয়, যে দিন তারা অচেতন হয়ে পড়বে।

يَوْمَ لَا يُغْنِيْ عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْـًٔا وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿٤٦﴾

৪৬. যে দিন তাদের চক্রান্ত তাদের কোন কাজে আসবে না এবং তারা কোন সাহায্যও লাভ করবে না।

وَاِنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا عَذَابًا دُوْنَ ذٰلِكَ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٤٧﴾

৪৭. তার পূর্বেও এ জালেমদের জন্য এক শাস্তি আছে।[১৪] কিন্তু তাদের অধিকাংশেই তা জানে না।

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَاِنَّكَ بِاَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِيْنَ تَقُوْمُ ﴿٤٨﴾

৪৮. তুমি নিজ প্রতিপালকের আদেশের উপর অবিচলিত থাক। কেননা তুমি আমার দৃষ্টির মধ্যে রয়েছ।[১৫] আর তুমি যখন ওঠ, তখন প্রশংসার সাথে নিজ প্রতিপালকের তাসবীহ পাঠ কর।[১৬]

দেখাও। আল্লাহ তাআলা বলছেন, তাদের এসব দাবি-দাওয়া সত্য সন্ধানের প্রেরণা থেকে উদ্ভূত নয়। সত্য লাভের কোন ইচ্ছাই আসলে তাদের নেই। তারা এসব দাবি করছে কেবল জিদ ও বিদ্বেষবশত। তাদের দাবি অনুযায়ী তাদেরকে এ রকম কোন মুজিযা দেখানো হলেও তারা তাতে বিশ্বাস করবে না। বরং তারা বলে দেবে, এটা আকাশের কোন খণ্ড নয়; বরং জমাট বাঁধা মেঘের খণ্ড।

১৪. অর্থাৎ আখেরাতে জাহান্নামের যে শাস্তি আছে, তার আগে এ দুনিয়াতেই কাফেরদেরকে শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। সুতরাং তাদের অনেককেই বদরের যুদ্ধে নিহত হতে হয়েছে। আর শেষ পর্যন্ত তো আরব উপদ্বীপের কোথাও তাদের কোন আশ্রয়স্থল থাকেনি।

১৫. এর দ্বারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অত্যন্ত আদর মাখা ভাষায় সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে। বলা হচ্ছে, আপনি নিজ কাজে লেগে থাকুন। কেউ আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। কেননা আপনার প্রতি আমার নজর রয়েছে। আমিই আপনাকে হেফাজত করব।

১৬. এর এক অর্থ হতে পারে এই যে, আপনি যখন তাহাজ্জুদের জন্য ওঠেন তখন তাসবীহ পাঠ করুন। আরেক অর্থ হতে পারে, আপনি যখন কোন মজলিস থেকে উঠবেন, তখন তা

৪৯. এবং রাতের কিছু অংশেও তার তাসবীহ পাঠ কর এবং যখন তারকারাজি অস্ত যায়, তখনও।[১৭]

وَمِنَ الَّيۡلِ فَسَبِّحۡهُ وَ اِدۡبَارَ النُّجُوۡمِ ﴿۴۹﴾

তাসবীহের মাধ্যমে শেষ করে উঠবেন। এক হাদীসে আছে, মজলিসের শেষে দুআ হল– سُبۡحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمۡدِكَ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنۡتَ اَسۡتَغۡفِرُكَ وَاَتُوۡبُ اِلَيۡكَ 'হে আল্লাহ! আমি তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করছি এবং তোমার প্রশংসা করছি। তুমি ছাড়া কোন মাবুদ নেই। আমি তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমার কাছে তাওবা করছি। কোন মজলিস শেষে এ দুআ পড়া হলে তা সে মজলিসের জন্য কাফফারা হয়ে যায় (আবু দাউদ, হাদীস নং ৪২১৬)। অর্থাৎ মজলিসে দ্বীনী দিক থেকে কোন ভুল-ত্রুটি হয়ে গেলে এ দুআ দ্বারা তার প্রতিকার হয়ে যায়।

১৭. এর দ্বারা সাহরী বা ফজরের ওয়াক্ত বোঝানো হয়েছে, যখন তারকারাজি অস্ত যেতে থাকে।

আলহামদুলিল্লাহ! সূরা 'তূর'-এর তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। ১২ ই রবিউল আউয়াল ১৪২৯ হিজরী মোতাবেক ২১ শে মার্চ ২০০৮ খ্রি.। করাচি থেকে বিমানযোগে কায়রো যাওয়ার পথে। (অনুবাদ শেষ হল আজ ২৩ শে যুলহিজ্জা ১৪৩১ হিজরী মোতাবেক ৩০ শে নভেম্বর ২০১০ খ্রি., মঙ্গলবার)। আল্লাহ তাআলা এ খেদমতটুকু কবুল করে নিন এবং অবশিষ্ট সূরাগুলির কাজও নিজ পছন্দমত শেষ করার তাওফীক দান করুন– আমীন।

৫৩

সূরা নাজম

সূরা নাজম

পরিচিতি

এ সূরাটি মক্কী জীবনের শুরুর দিকে নাযিল হয়েছে। বরং কোন কোন রেওয়ায়াত দ্বারা জানা যায়, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রকাশ্য কোন সমাবেশে সর্বপ্রথম এ সূরাটিই পাঠ করে শোনান, যে সমাবেশে মুমিনদের সাথে মুশরিকদেরও একটা বড় সংখ্যা উপস্থিত ছিল। তা ছাড়া এটিই প্রথম সূরা, যাতে সিজদার আয়াত নাযিল হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন উপস্থিত সেই জনমণ্ডলীর সামনে সিজদার আয়াতটি পাঠ করেন, তখন এই বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে যে, তিনি ও সাহাবীগণ তো সিজদা করলেনই, এমনকি তাদের সঙ্গে উপস্থিত মুশরিকরাও সিজদায় পড়ে গেল। খুব সম্ভব সূরাটির বলিষ্ঠ, দৃপ্ত ও আবেদনপূর্ণ বিষয়বস্তু শুনে মুমিনদের সাথে তারা সিজদা করতে বাধ্য হয়ে গিয়েছিল। এ সূরার মূল আলোচ্য বিষয় হল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাত। এতে প্রমাণ করা হয়েছে যে, তিনি একজন সত্য রাসূল, তাঁর প্রতি যে ওহী নাযিল হয়, নিঃসন্দেহে তা আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতেই নাযিল হয় এবং হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম তা নিয়ে আসেন। এ প্রসঙ্গে জানানো হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে তার আসল রূপে দু'বার দেখেছেন। একবার সেই সময়, যখন তিনি মেরাজে গমন করেছিলেন। এ সূরায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাতকে প্রমাণ করার সাথে সাথে মুশরিকদের বিভিন্ন ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস ও অবান্তর দাবি-দাওয়ার রদও করা হয়েছে এবং সেই সঙ্গে অতীত জাতিসমূহের উপর যে আযাব নাযিল হয়েছিল তার উল্লেখপূর্বক বলিষ্ঠ ভাষায় তাদেরকে সত্য গ্রহণের দাওয়াত দেওয়া হয়েছে। 'নাজম' অর্থ নক্ষত্র। এ সূরার প্রথম আয়াতে নক্ষত্ররাজির শপথ করা হয়েছে। সে হিসেবেই এ সূরার নাম হয়েছে সূরা 'নাজম'।

৫৩ – সূরা নাজম – ২৩

سُوْرَةُ النَّجْمِ مَكِّيَّةٌ

মক্কী; ৬২ আয়াত; ৩ রুকু

اٰيَاتُهَا ٦٢ رُكُوْعَاتُهَا ٣

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. কসম নক্ষত্রের, যখন তা পতিত হয়।[১]

وَالنَّجْمِ اِذَا هَوٰى ①

২. (হে মক্কাবাসীগণ!) তোমাদের সঙ্গী পথ ভুলে যায়নি এবং বিপথগামীও হয়নি।[২]

مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى ②

---

১. নক্ষত্রের পতন দ্বারা তার অস্ত যাওয়া বোঝানো হয়েছে। সূরার পরিচিতিতে বলা হয়েছে যে, এ সূরার মূল বিষয়বস্তু হল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাত। তাই সূরার শুরুতে তাঁর প্রতি অবতীর্ণ ওহী সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তা এক নির্ভরযোগ্য ফেরেশতা আসমান থেকে তাঁর কাছে নিয়ে আসেন। তার আগে নক্ষত্রের কসম দ্বারা ইশারা করা হয়েছে, নক্ষত্র যেমন আলো দান করে এবং তা দেখে আরবের লোক পথ চেনে, তেমনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও মানুষের জন্য হেদায়াতের আলো। মানুষ তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার পথ চিনতে সক্ষম হবে। তাছাড়া নক্ষত্ররাজির চলার জন্য আল্লাহ তাআলা যে পথ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, তারা সে পথ থেকে বিন্দু পরিমাণ এদিক-ওদিক যায় না এবং বিপথগামিতার শিকারও হয় না। তেমনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে, তিনি পথ ভুলে যাননি এবং বিপথগামীও হননি। আবার নক্ষত্র যখন অস্ত যাওয়ার উপক্রম করে তখন তার দ্বারা পথ চেনা বেশি সহজ হয়, তাই অস্তগামী নক্ষত্রের কসম করা হয়েছে। তাছাড়া নক্ষত্রের অস্তগমন পথিকের জন্য একটি বার্তাও বটে। সে যেন ডেকে বলে, আমি বিদায় নিলাম বলে। কাজেই আমার দ্বারা শীঘ্র পথ জেনে নাও। তেমনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও ছিলেন এক অস্তগামী নক্ষত্রের মত। দুনিয়ায় তাঁর অবস্থান কাল দীর্ঘ ছিল না। যেন বলা হচ্ছে, তাঁর মাধ্যমে যারা হেদায়াত লাভ করতে চাও, শীঘ্র তা করে নাও। কালক্ষেপণের কিন্তু সময় নেই।

২. 'তোমাদের সঙ্গী' বলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বোঝানো উদ্দেশ্য। তাঁর জন্য এ শব্দ ব্যবহার করে আল্লাহ তাআলা একটি সত্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বোঝানো হচ্ছে যে, তিনি বাইর থেকে এসে নবুওয়াতের দাবি করেননি; বরং শুরু থেকেই তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন। তার গোটা জীবন উন্মুক্ত গ্রন্থের মত তোমাদের সামনে বিদ্যমান। তোমরা দেখেছ, জীবনে কখনও তিনি মিথ্যা বলেননি, কখনও কাউকে ধোঁকা দেননি। তোমাদের দ্বারাই তিনি সাদিক (সত্যবাদী) ও আমীন (বিশ্বস্ত) খেতাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। এ অবস্থায় এটা কি করে সম্ভব যে, জীবনের সাধারণ ক্ষেত্রসমূহে যিনি মিথ্যা থেকে এতটা দূরে থাকলেন, তিনি আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে মিথ্যা বলে দেবেন?

৩. সে তার নিজ খেয়াল-খুশী থেকে কিছু বলে না।

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ۝٣

৪. এটা তো খালেস ওহী, যা তাঁর কাছে পাঠানো হয়।

إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى ۝٤

৫. তাকে শিক্ষা দিয়েছে এমন এক প্রচণ্ড শক্তিশালী (ফেরেশতা)

عَلَّمَهٗ شَدِيْدُ الْقُوٰى ۝٥

৬. যে ক্ষমতার অধিকারী।[৩] সুতরাং সে সামনে আসল,

ذُوْ مِرَّةٍ ؕ فَاسْتَوٰى ۝٦

৭. যখন সে ছিল ঊর্ধ্ব দিগন্তে।[৪]

وَهُوَ بِالْاُفُقِ الْاَعْلٰى ۝٧

৮. তারপর সে নিকটে আসল এবং ঝুঁকে গেল।

ثُمَّ دَنَا فَتَدَلّٰى ۝٨

---

৩. এর দ্বারা হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে বোঝানো হয়েছে, যিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ওহী নিয়ে আসতেন। বিশেষভাবে তার শক্তির কথা উল্লেখ করে কাফেরদের মনের এই সম্ভাব্য ধারণাকে খণ্ডন করা হয়েছে যে, কোন ফেরেশতা যদি তাঁর কাছে ওহী নিয়ে এসেও থাকেন, তবে মাঝপথে যে কোন শয়তানী কারসাজী হয়নি তার কী নিশ্চয়তা আছে? এ আয়াত জানাচ্ছে, ওহীবাহী ফেরেশতা এমনই শক্তিশালী যে, অন্য কারও পক্ষে তাকে বিভ্রান্ত করা বা তার মিশন থেকে নিরস্ত করা সম্ভব নয়।

৪. কাফেরদের প্রশ্ন ছিল, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যে ফেরেশতা ওহী নিয়ে আসেন, তিনি তা মানব আকৃতিতেই আসেন। কাজেই তিনি কী করে বুঝলেন যে, তিনি মানুষ নন, ফেরেশতা? এ আয়াতসমূহে তার উত্তর দেওয়া হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে ফেরেশতাকে অন্তত পক্ষে দু'বার তার প্রকৃতরূপে দেখেছেন। তার মধ্যে একবারের ঘটনা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। ঘটনা এই যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে ফরমায়েশ করেছিলেন, তিনি যেন তাঁর আসল আকৃতিতে তাঁর সামনে আসেন। সুতরাং হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম স্ব-মূর্তিতে আকাশ-দিগন্তে আত্মপ্রকাশ করলেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা দেখলেন।

فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى ۚ﴿٩﴾

৯. এমনকি দুই ধনুকের দূরত্ব পরিমাণ কাছে এসে গেল,[৫] বরং তার চেয়েও বেশি নিকটে।

فَاَوْحٰۤى اِلٰى عَبْدِهٖ مَاۤ اَوْحٰى ؕ﴿١٠﴾

১০. এভাবে নিজ বান্দার প্রতি আল্লাহর যে ওহী নাযিল করার ছিল তা নাযিল করলেন।

مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰى ﴿١١﴾

১১. সে যা দেখেছে, তার অন্তর তাতে কোন ভুল করেনি।[৬]

اَفَتُمٰرُوْنَهٗ عَلٰى مَا يَرٰى ﴿١٢﴾

১২. তবুও কি সে যা দেখেছে তা নিয়ে তোমরা তার সঙ্গে বিতণ্ডা করবে?

وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى ۙ﴿١٣﴾

১৩. বস্তুত সে তাকে (ফেরেশতাকে) আরও একবার দেখেছে।

عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى ﴿١٤﴾

১৪. সেই কুল গাছের কাছে, যার নাম সিদরাতুল মুনতাহা।

عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَاْوٰى ؕ﴿١٥﴾

১৫. তারই কাছে অবস্থিত জান্নাতুল মাওয়া।[৭]

---

৫. এটি আরবী ভাষার একটি বাগধারা। যখন দু'জন লোক পরস্পরে মৈত্রী চুক্তি করত তখন উভয়ে তাদের ধনুক দু'টি মিলিয়ে দিত। এরই থেকে অতি নৈকট্য প্রকাশ করার জন্য বলা হয়ে থাকে, তারা দুই ধনুকের দূরত্ব পরিমাণ নিকটবর্তী হয়ে গেল।

৬. অর্থাৎ এমন হয়নি যে, চোখ প্রকৃতপক্ষে যা দেখেছিল, মন তা বুঝতে ভুল করেছে।

৭. এটা হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে তার আসল আকৃতিতে দেখার দ্বিতীয় ঘটনা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেরাজ সফরে এটা ঘটেছিল। এ সময়ও তিনি তাকে তার স্ব-মূর্তিতে দেখেছিলেন। 'সিদরাতুল মুনতাহা' উর্ধ্বজগতের একটি বিশাল বরই গাছ। তারই কাছে জান্নাত অবস্থিত। তাকে 'জান্নাতুল মাওয়া' বলা হয়েছে এ কারণে যে, 'মাওয়া' অর্থ ঠিকানা। আর জান্নাত হল মুমিনদের ঠিকানা।

১৬. তখন সেই কুল গাছটিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল সেই জিনিস যা তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল।[৮]

إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ ⑯

১৭. (রাসূলের) চোখ বিভ্রান্ত হয়নি এবং সীমালংঘনও করেনি।[৯]

مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ⑰

১৮. সত্য কথা হল, সে তার প্রতিপালকের বড়-বড় নিদর্শনের মধ্য হতে বহু কিছু দেখেছে।

لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ ⑱

১৯. তোমরা কি লাত ও উয্যা (এর স্বরূপ) সম্বন্ধে চিন্তা করেছ?

أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ ⑲

২০. তৃতীয় আরেকটি সম্বন্ধে, যার নাম মানাত?[১০]

وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ ⑳

২১. তবে কি তোমাদের থাকবে পুত্র সন্তান আর আল্লাহর জন্য কন্যা সন্তান?[১১]

أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَىٰ ㉑

---

৮. একথাও একটি আরবী বাগধারা অনুযায়ী বলা হয়েছে। তরজমার মাধ্যমে এর প্রকৃত মর্ম তুলে আনা কঠিন। বোঝানো হচ্ছে যে, যে জিনিস সে গাছটিকে আচ্ছন্ন করেছিল তা বর্ণনার অতীত। হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ঘটনার যে ব্যাখ্যা করেছেন, তা দ্বারা জানা যায় যে, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখার জন্য অসংখ্য ফেরেশতা সোনার প্রজাপতি আকারে সেই গাছের উপর একত্র হয়েছিল।

৯. অর্থাৎ দেখার ব্যাপারে চোখ ধোঁকায় পড়েনি এবং আল্লাহ তাআলা তার জন্য যে সীমা নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন, তা লংঘনও করেনি যে, তার সামনে কি আছে তা দেখতে যাবে।

১০. লাত, মানাত ও উয্যা– তিনওটি মূর্তির নাম। আরবের বিভিন্ন গোত্র বিভিন্ন স্থানে এসব মূর্তি স্থাপন করেছিল। তারা এদের মাবুদ মনে করত এবং এদের পূজা-অর্চনা করত। কুরআন মাজীদ বলছে, তোমরা কি ভেবে দেখেছ এগুলো আসলে কী? এগুলো কি পাথর ছাড়া অন্য কিছু? এসব নিষ্প্রাণ পাথরের পূজায় লিপ্ত হওয়া কতই বড় না মূর্খতা!

১১. মক্কার মুশরিকগণ ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ তাআলার কন্যা বলত। তাদের এ বিশ্বাস রদ করে বলা হচ্ছে, তোমরা নিজেদের জন্য তো কন্যা সন্তান পছন্দ কর না, অথচ আল্লাহর জন্য পছন্দ করছ, এটা তোমাদের কেমন বিচার? এটা কী রকমের বণ্টন? নিঃসন্দেহে এটা অতি নিকৃষ্ট বণ্টন।

২২. তাহলে তো এটা বড় অন্যায় বণ্টন!

تِلْكَ اِذًا قِسْمَةٌ ضِيْزٰى ﴿٢٢﴾

২৩. এদের স্বরূপ এর বেশি কিছু নয় যে, এগুলি কতক নাম মাত্র, যা তোমরা এবং তোমাদের বাপ-দাদাগণ রেখেছ। আল্লাহ এর সপক্ষে কোন প্রমাণ নাযিল করেননি। প্রকৃতপক্ষে তারা (অর্থাৎ কাফেরগণ) কেবল ধারণা এবং মনের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে। অথচ তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে তাদের কাছে এসে গেছে পথ-নির্দেশ।

اِنْ هِىَ اِلَّاۤ اَسْمَآءٌ سَمَّيْتُمُوْهَاۤ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ مَّاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ؕ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْاَنْفُسُ ۚ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مِّنْ رَّبِّهِمُ الْهُدٰى ؕ ﴿٢٣﴾

২৪. মানুষ যা-কিছু কামনা করে, তাই কি তার প্রাপ্য?[১২]

اَمْ لِلْاِنْسَانِ مَا تَمَنّٰى ۖ﴿٢٤﴾

২৫. (না) কেননা আখেরাত ও দুনিয়া সম্পূর্ণরূপে আল্লাহরই এখতিয়ারে।

فَلِلّٰهِ الْاٰخِرَةُ وَ الْاُوْلٰى ﴿٢٥﴾

[১]

২৬. আকাশমণ্ডলীতে কত ফেরেশতা আছে, যাদের সুপারিশ কারও কোন কাজে আসে না। তবে আল্লাহ যার জন্য চান যদি অনুমতি দেন এবং তাতে তিনি সন্তুষ্ট থাকেন তারপরই তা কাজে আসতে পারে।[১৩]

وَكَمْ مِّنْ مَّلَكٍ فِى السَّمٰوٰتِ لَا تُغْنِىْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْـًٔا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ اَنْ يَّاْذَنَ اللّٰهُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَرْضٰى ﴿٢٦﴾

---

১২. মুশরিকরা তাদের মনগড়া উপাস্যদের সম্পর্কে বলত, তারা আল্লাহ তাআলার কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করবে (দেখুন সূরা ইউনুস ১০ : ১৮)। আল্লাহ তাআলা বলছেন, এটা তো তোমাদের কামনা, কিন্তু মানুষ যা চায়, তাই পায় নাকি?

১৩. অর্থাৎ ফেরেশতাগণও যখন আল্লাহ তাআলার অনুমতি ও সন্তুষ্টি ছাড়া কারও জন্য সুপারিশ করতে পারে না, তখন এসব মনগড়া উপাস্যরা কিভাবে সুপারিশ করবে?

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَٰٓئِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثَىٰ ﴿٢٧﴾

২৭. যারা আখেরাতে ঈমান রাখে না, তারা ফেরেশতাদের নাম রাখে নারীদের নামে।[১৪]

وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ ۖ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ﴿٢٨﴾

২৮. অথচ তাদের এ বিষয়ে কোন জ্ঞান নেই। তারা কেবল ধারণার পিছনে চলে। প্রকৃতপক্ষে সত্যের ব্যাপারে ধারণা কিছুমাত্র কাজে আসে না।

فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿٢٩﴾

২৯. সুতরাং (হে রাসূল!) যে ব্যক্তি আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং পার্থিব জীবন ছাড়া অন্য কিছু কামনাই করে না, তুমি তাকে নিয়ে কোন চিন্তা করো না।

ذَٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ ﴿٣٠﴾

৩০. তাদের জ্ঞানের দৌড় এ পর্যন্তই।[১৫] তোমার প্রতিপালকই ভালো জানেন কে তার পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং তিনিই ভালো জানেন কে তার পথ পেয়ে গেছে।

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى ﴿٣١﴾

৩১. যা-কিছু আকাশমণ্ডলীতে ও যা-কিছু পৃথিবীতে আছে তা আল্লাহরই। সুতরাং যারা মন্দ কাজ করেছে, তিনি তাদেরকেও তাদের কাজের প্রতিফল দেবেন এবং যারা ভালো কাজ করেছে তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দান করবেন।

---

১৪. অর্থাৎ তারা তাদেরকে আল্লাহ তাআলার কন্যা সাব্যস্ত করে।

১৫. এর দ্বারা যারা এই পার্থিব জীবনকেই সবকিছু মনে করে, আখেরাতের কথা চিন্তা করে না, তাদের স্বরূপ তুলে ধরা হচ্ছে। বলা হয়েছে যে, বেচারাদের দৌড় তো এ পর্যন্তই। তাই এর বেশি কিছু তারা ভাবতে পারে না।

اَلَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلَّا اللَّمَمَ ؕ اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ؕ هُوَ اَعْلَمُ بِكُمْ اِذْ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَاِذْ اَنْتُمْ اَجِنَّةٌ فِيْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ ۚ فَلَا تُزَكُّوْٓا اَنْفُسَكُمْ ؕ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقٰى ﴿۳۲﴾

৩২. সেই সব লোককে, যারা বড়-বড় গুনাহ ও অশ্লীল কাজ থেকে বেঁচে থাকে, অবশ্য কদাচিৎ পিছলে পড়লে সেটা ভিন্ন কথা।[১৬] নিশ্চিতভাবে জেনে রেখ তোমার প্রতিপালক প্রশস্ত ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের সম্পর্কে ভালোভাবেই অবগত আছেন- যখন তিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যখন তোমরা তোমাদের মাতৃগর্ভে ভ্রূণরূপে ছিলে। সুতরাং তোমরা নিজেদেরকে পবিত্র বলে দাবি করো না। তিনি ভালোভাবেই জানেন মুত্তাকী কে।[১৭]

[২]

اَفَرَءَيْتَ الَّذِيْ تَوَلّٰى ﴿۳۳﴾

৩৩. (হে রাসূল!) তুমি কি সেই ব্যক্তিকে দেখেছ, যে (সত্য থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে,

وَاَعْطٰى قَلِيْلًا وَّاَكْدٰى ﴿۳۴﴾

৩৪. যে সামান্য কিছু দান করেছে, তারপর থেমে গেছে?[১৮]

---

১৬. কুরআন মাজীদে শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে- "اللمم" -এর আভিধানিক অর্থ 'সামান্য কিছু'। মুফাসসিরগণ সাধারণভাবে এর ব্যাখ্যা করেছেন, 'ছোট-ছোট গোনাহ, যা কদাচিত হয়ে যায়'। এর এক অর্থ 'নিকটবর্তী হওয়া'-ও। সে হিসেবে কোন কোন মুফাসসির এর ব্যাখ্যা করেছেন, মানুষ যদি কোন গোনাহের কাছাকাছি চলে যায়, কিন্তু তাতে লিপ্ত না হয়, তবে সেজন্য তাকে ধরা হবে না।

১৭. এ আয়াতে নিজেকে নিজে পবিত্র ও মুত্তাকী মনে করতে এবং আত্মপ্রশংসায় লিপ্ত হতে নিষেধ করা হয়েছে।

১৮. হাফেজ ইবনে জারীর (রহ.) সহ অন্যান্য মুফাসসিরগণ এ আয়াতসমূহের পটভূমি বর্ণনা করেছেন যে, জনৈক কাফের কুরআন মাজীদের কিছু আয়াত শুনে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। তা দেখে তার এক বন্ধু তাকে বলল, তুমি তোমার বাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগ করছ কেন? সে উত্তর দিল, আমি আখেরাতের আযাবকে ভয় করছি। বন্ধু বলল, তুমি যদি আমাকে কিছু অর্থ দাও, তবে তার বিনিময়ে আমি এই দায়িত্ব নিয়ে নেব যে, আখেরাতে

اَعِنْدَهٗ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرٰى ﴿٣٥﴾

৩৫. তার কাছে কি অদৃশ্য-জ্ঞান আছে, যা সে দেখতে পাচ্ছে?

اَمْ لَمْ يُنَبَّاْ بِمَا فِيْ صُحُفِ مُوْسٰى ﴿٣٦﴾

৩৬. তাকে কি অবগত করা হয়নি যা আছে মুসার সহীফাসমূহে।

وَاِبْرٰهِيْمَ الَّذِيْ وَفّٰى ﴿٣٧﴾

৩৭. এবং ইবরাহীমের সহীফাসমূহেও, যে ছিল পরিপূর্ণ অনুগত?[১৯]

اَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ﴿٣٨﴾

৩৮. তা এই যে, কোন বহনকারী অন্য কারও (গোনাহের) বোঝা বহন করতে[২০] পারে না।

وَاَنْ لَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰى ﴿٣٩﴾

৩৯. আর এই যে, মানুষ নিজের প্রচেষ্টা ছাড়া অন্য কোন কিছুর (বিনিময় লাভের) হকদার হয় না।[২১]

যখন দেখব তোমার শাস্তি হতে যাচ্ছে, তখন সে শাস্তি আমি আমার মাথায় তুলে নেব এবং তোমাকে তা থেকে রক্ষা করব। সুতরাং সে ব্যক্তি কিছু অর্থ তাকে দিয়ে দিল। কিছুদিন পর সে আরও চাইল। সে আরও দিল। পরে আবারও চাইলে সে দেওয়া বন্ধ করে দিল। কোন কোন বর্ণনায় আছে, সে এ সম্পর্কে একটি দলীলও লিখে দিল। এ আয়াতসমূহে তাদের নির্বুদ্ধিতা তুলে ধরা হয়েছে। প্রথমত বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি বলেছিল, আমি তোমাকে আখেরাতের আযাব থেকে রক্ষা করব, তার কাছে কি অদৃশ্য-জ্ঞান আছে, যা দ্বারা সে জানতে পেরেছে যে, এটা করতে সে সক্ষম হবে? দ্বিতীয়ত আল্লাহ তাআলা সাধারণ নিয়ম জানিয়ে দিয়েছেন যে, কোন ব্যক্তি অন্য কারও গোনাহের বোঝা বহন করতে পারবে না। আর একথা এই প্রথম বলা হচ্ছে না; বরং পূর্বে হযরত ইবরাহীম ও হযরত মুসা আলাইহিমাস সালামের উপর যে সহীফাসমূহ নাযিল হয়েছিল, তাতেও একথা লিখে দেওয়া হয়েছিল।

১৯. হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের পরিপূর্ণ আনুগত্য সম্পর্কিত বিবরণের জন্য দেখুন সূরা বাকারা (২ : ১২৩)।

২০. অদ্যাবধি বাইবেলের হিযকীল পুস্তকে এ মূলনীতিটি সুস্পষ্টভাবে লেখা আছে (দেখুন হিযকীল ১৮ : ২০)।

২১. অর্থাৎ মানুষের অধিকার থাকে কেবল নিজ কর্মের সওয়াবে। অন্য কারও আমলের সওয়াবে তার কোন অধিকার নেই। কিন্তু আল্লাহ তাআলা নিজ অনুগ্রহে কাউকে যদি অন্যের আমল দ্বারা উপকৃত করেন ও তার সওয়াবে তাকে অংশীদার করেন, তবে সেটা

وَاَنَّ سَعْيَهٗ سَوْفَ يُرٰى ۝٤٠

৪০. এবং এই যে, তার চেষ্টা অচিরেই দেখা যাবে।

ثُمَّ يُجْزٰىهُ الْجَزَآءَ الْاَوْفٰى ۝٤١

৪১. তারপর তার প্রতিফল তাকে পুরোপুরি দেওয়া হবে।

وَاَنَّ اِلٰى رَبِّكَ الْمُنْتَهٰى ۝٤٢

৪২. এবং এই যে, শেষ পর্যন্ত (সকলকে) তোমার প্রতিপালকের কাছেই পৌঁছতে হবে।

وَاَنَّهٗ هُوَ اَضْحَكَ وَاَبْكٰى ۝٤٣

৪৩. এবং এই যে, তিনিই হাঁসান ও কাঁদান

وَاَنَّهٗ هُوَ اَمَاتَ وَاَحْيَا ۝٤٤

৪৪. এবং এই যে, তিনিই মৃত্যু ঘটান ও জীবন দান করেন।

وَاَنَّهٗ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى ۝٤٥

৪৫. এবং এই যে, তিনিই পুরুষ ও নারীর যুগল সৃষ্টি করেছেন।

مِنْ نُّطْفَةٍ اِذَا تُمْنٰى ۝٤٦

৪৬. (তাও কেবল) একটি বিন্দু দ্বারা, যখন তা স্খলিত করা হয়।[২২]

وَاَنَّ عَلَيْهِ النَّشْاَةَ الْاُخْرٰى ۝٤٧

৪৭. এবং এই যে, দ্বিতীয় জীবন দেওয়ার দায়িত্ব তাঁরই।

কেবলই তাঁর রহমত। এতে কোনও রকমের বাধ্যবাধকতা নেই। সুতরাং আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেন, ঈসালে সওয়াব অর্থাৎ নিজের সওয়াব অন্য কাউকে দান করা বৈধ। বিভিন্ন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, আল্লাহ তাআলা নিজ অনুগ্রহে জীবিতের দান করা সওয়াব মৃত ব্যক্তির কাছে পৌঁছান। কেননা সাধারণত কোন ব্যক্তি অন্যকে ঈসালে সওয়াব করে কেবল তখনই, যখন সেই ব্যক্তি তার সাথে কোন ভালো আচরণ করে কিংবা অন্য কোন সৎকর্ম করে যায়।

২২. অর্থাৎ শুক্র তো একই। কিন্তু তা থেকেই কখনও পুরুষ সৃষ্টি হয়, কখনও নারী। যেই আল্লাহ শুক্রের ক্ষুদ্র বিন্দু দ্বারা পুরুষ ও নারী সৃষ্টি করার জন্য তার ভেতর আলাদা-আলাদা বৈশিষ্ট্য দান করেন, তিনি কি সেই পুরুষ ও নারীকে তাদের মৃত্যুর পর পুনরায় জীবন দান করার ক্ষমতা রাখেন না?

৪৮. এবং এই যে, তিনিই ধনবান বানান এবং সম্পদ সংরক্ষিত করান।

وَاَنَّهٗ هُوَ اَغْنٰى وَاَقْنٰى ﴿٤٨﴾

৪৯. এবং এই যে, তিনিই শি'রা নক্ষত্রের প্রতিপালক।[২৩]

وَاَنَّهٗ هُوَ رَبُّ الشِّعْرٰى ﴿٤٩﴾

৫০. এবং এই যে, তিনিই পূর্ব কালের আদ জাতিকে ধ্বংস করেছেন।

وَاَنَّهٗۤ اَهْلَكَ عَادَا الْاُوْلٰى ﴿٥٠﴾

৫১. এবং ছামুদ (জাতি)-কেও। কাউকে বাকি রাখেননি।

وَثَمُوْدَاۡ فَمَاۤ اَبْقٰى ﴿٥١﴾

৫২. এবং তার আগে নুহের জাতিকেও (ধ্বংস করেছেন)। নিশ্চয়ই তারা ছিল সর্বাপেক্ষা বড় জালেম ও অবাধ্য।

وَقَوْمَ نُوْحٍ مِّنْ قَبْلُ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا هُمْ اَظْلَمَ وَاَطْغٰى ﴿٥٢﴾

৫৩. যে জনপদসমূহ উল্টে পড়ে গিয়েছিল,[২৪] সেগুলোকেও তিনিই তুলে নিক্ষেপ করেছিলেন।

وَالْمُؤْتَفِكَةَ اَهْوٰى ﴿٥٣﴾

৫৪. অতঃপর যে (ভয়াবহ) বস্তু তাকে আচ্ছন্ন করল, তা তাকে আচ্ছন্ন করে ছাড়ল।❖

فَغَشّٰىهَا مَا غَشّٰى ﴿٥٤﴾

---

২৩. 'শি'রা' এক নক্ষত্রের নাম। জাহেলী যুগে আরবের লোক তার পূজা করত। তারা বিশ্বাস করত, নক্ষত্রটি তাদের কোন উপকার করে। আল্লাহ তাআলা বলছেন, নক্ষত্রটি তো একটি সৃষ্টি। আল্লাহ তাআলাই তার প্রতিপালক। কাজেই সে পূজার উপযুক্ত হয় কী করে?

২৪. এর দ্বারা হযরত লুত আলাইহিস সালামকে যে জনপদসমূহে প্রেরণ করা হয়েছিল তার প্রতি ইশারা করা হয়েছে। তাদের উপর্যুপরি পাপাচারের কারণে শেষ পর্যন্ত জনপদ-গুলিকে আকাশের দিকে তুলে উল্টিয়ে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। বিস্তারিত দেখুন সূরা হুদ (১১ : ৭৭-৮২)।

❖ অর্থাৎ সে জনপদবাসীদেরকে যে বিভীষিকাময় শাস্তি দান করা হয়েছিল, তা বর্ণনার অতীত (-অনুবাদক)।

৫৫. সুতরাং (হে মানুষ!) তুমি তোমার প্রতিপালকের কোন নেয়ামতে সন্দেহ পোষণ করবে?[২৫]

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكَ تَتَمَارٰى ﴿٥٥﴾

৫৬. সে (অর্থাৎ রাসূল)-ও পূর্ববর্তী সতর্ককারীদের মত একজন সতর্ককারী।

هٰذَا نَذِيْرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْاُوْلٰى ﴿٥٦﴾

৫৭. যে ক্ষণটি শীঘ্রই আসবার, তা নিকটে এসে গেছে।

اَزِفَتِ الْاٰزِفَةُ ﴿٥٧﴾

৫৮. আল্লাহ ছাড়া এমন কেউ নেই, যে তা রোধ করতে পারে।

لَيْسَ لَهَا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ كَاشِفَةٌ ﴿٥٨﴾

৫৯. তবে কি তোমরা এ কথায়ই বিস্ময়বোধ করছ?

اَفَمِنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ تَعْجَبُوْنَ ﴿٥٩﴾

৬০. এবং (একে উপহাসের বিষয় বানিয়ে) হাসি-ঠাট্টা করছ এবং কান্নাকাটি করছ না;

وَتَضْحَكُوْنَ وَلَا تَبْكُوْنَ ﴿٦٠﴾

৬১. অথচ তোমরা অহমিকার সাথে খেলাধুলায় লিপ্ত রয়েছ?

وَاَنْتُمْ سٰمِدُوْنَ ﴿٦١﴾

---

২৫. অর্থাৎ হে মানুষ! আল্লাহ তোমাদেরকে সেই শাস্তি হতে রক্ষা করে যেসব নেয়ামতের মধ্যে তোমাদেরকে রেখেছেন, তারপর তোমাদের হেদায়েতের জন্য কুরআন মাজীদ বিচিত্র বর্ণনাধারায় যেভাবে তোমাদেরকে বোঝাচ্ছে ও সতর্ক করছে, সেই সঙ্গে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে মহব্বত ও দরদের সাথে বুঝিয়ে-সমঝিয়ে তোমাদেরকে আযাব থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করছেন, এসব বড়-বড় নেয়ামতের মধ্যে কোনটার ব্যাপারে তুমি সন্দেহ করবে?

فَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ وَاعْبُدُوْا ۩ ﴿٦٢﴾

৬২. এখন (-ও সময় আছে) আল্লাহর সামনে ঝুঁকে পড় এবং তাঁর বন্দেগীতে লিপ্ত হও।[২৬]

---

২৬. এটা সিজদার আয়াত। যে ব্যক্তি আরবীতে এ আয়াত পড়বে বা শুনবে তার উপর সিজদা করা ওয়াজিব হয়ে যাবে।

আলহামদুলিল্লাহ! সূরা 'নাজম'-এর তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। ইসলামাবাদ। ২৭ রবিউল আউয়াল ১৪২৯ হিজরী মোতাবেক ৫ এপ্রিল ২০০৮ খ্রি.। সূরাটির কাজ শুরু করা হয়েছিল কায়রোতে। (অনুবাদ শেষ হল আজ ২৪ শে যুলহিজ্জা ১৪৩১ হিজরী মোতাবেক ১লা ডিসেম্বর ২০১০ খ্রি.)। আল্লাহ তাআলা নিজ ফযল ও করমে এ খেদমতটুকু কবুল করে নিন এবং অবশিষ্ট সূরাগুলির কাজও নিজ মর্জি মোতাবেক শেষ করার তাওফীক দিন। আমীন।

৫৪
সূরা কামার

সূরা কামার
পরিচিতি

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা মুকাররমায় যখন চাঁদকে দু'টুকরো করার মুজিযা দেখিয়েছিলেন, সেই সময় এ সূরাটি নাযিল হয়। তাই এর নাম সূরা কামার। 'কামার' মানে চাঁদ। সহীহ বুখারীতে হযরত আয়েশা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এ সূরাটি যখন নাযিল হয়, তখন আমি ছিলাম শিশু। খেলাধুলা করতাম। অন্যান্য মক্কী সূরার মত এ সূরারও বিষয়বস্তু তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতের প্রতি ঈমান আনার দাওয়াত। এ প্রসঙ্গে আদ ও ছামুদ জাতি, হযরত নূহ আলাইহিস সালাম ও হযরত লুত আলাইহিস সালামের কওম এবং ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের শোচনীয় পরিণতির কথা সংক্ষেপে, তবে অত্যন্ত মনোজ্ঞ বর্ণনাশৈলীতে তুলে ধরা হয়েছে এবং মানুষ যাতে কুরআনী উপদেশের প্রতি মনোযোগী হয় তাই একটু পর-পরই "আমি উপদেশ গ্রহণের জন্য কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি। অতএব আছে কি কোন উপদেশ গ্রহণকারী" –এ কথাটির পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে।

৫৪ – সূরা কামার – ৩৭

سُوْرَةُ الْقَمَرِ مَكِّيَّةٌ

মক্কী; ৫৫ আয়াত; ৩ রুকু

اٰيَاتُهَا ٥٥ رُكُوْعَاتُهَا ٣

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. কিয়ামত কাছে এসে গেছে এবং চাঁদ ফেটে গেছে।[১]

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ①

২. তাদের অবস্থা হল, তারা যখন কোন নিদর্শন দেখে, তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, এটা তো এক চলমান যাদু।[২]

وَاِنْ يَّرَوْا اٰيَةً يُّعْرِضُوْا وَيَقُوْلُوْا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ ②

৩. তারা প্রত্যাখ্যান করল এবং নিজেদের খেয়াল-খুশীর অনুগামী হল। প্রতিটি

وَكَذَّبُوْا وَاتَّبَعُوْٓا اَهْوَآءَهُمْ وَكُلُّ اَمْرٍ مُّسْتَقِرٌّ ③

---

১. কিয়ামতের অন্যতম একটি আলামত হল চাঁদের দু' টুকরো হওয়া। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে এ মুজিযার প্রকাশ ঘটেছিল। ঘটনার বিবরণ এই যে, এক চাঁদনি রাতে মক্কা মুকাররমার একদল কাফের মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে একটি মুজিযা দাবি করল। তখন আল্লাহ তাআলা তাঁর হাতে এই মহা বিস্ময়কর মুজিযা প্রকাশ করলেন যে, চাঁদ দু'টুকরো হয়ে গেল। এক টুকরো চলে গেল পশ্চিম দিকে, অন্য টুকরো পূর্ব দিকে। উভয়ের মাঝখানে পাহাড়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বললেন, 'দেখে নাও'। উপস্থিত সকলে খোলা চোখে এ বিস্ময়কর দৃশ্য দেখে নিল। তারপর আবার উভয় টুকরো আপন স্থানে এসে মিলে গেল। উপস্থিত কাফেরগণের পক্ষে তো চাক্ষুষ দেখা এ বিষয়টাকে অস্বীকার করা সম্ভব ছিল না, কিন্তু তারা এই বলে মুখ ফিরিয়ে নিল যে, এটা একটা যাদু। পরবর্তীতে বাহির থেকে যেসব কাফেলা মক্কা মুকাররমায় এসেছে, তারাও সাক্ষ্য দিয়েছে যে, তারা চাঁদকে দু'টুকরো হতে দেখেছে। ভারতের 'তারীখ-ই-ফিরিশতা' নামক গ্রন্থেও আছে যে, 'গোয়ালিয়র'-এর রাজা নিজে চাঁদের দু'টুকরো হওয়ার ব্যাপারটা দেখেছিলেন।

২. এর এক অর্থ হতে পারে এই যে, এ রকমের যাদু বহুকাল চালু আছে। দ্বিতীয় অর্থ হতে পারে, এটা এমন এক যাদু, যার প্রভাব শীঘ্রই খতম হয়ে যাবে।

বিষয় শেষ পর্যন্ত এক পরিণতিতে পৌঁছবেই।[৩]

৪. এবং তাদের (অর্থাৎ অতীত জাতিসমূহের) কাছে ঘটনাবলীর এতটুকু সংবাদ পৌঁছেছিল, যার ভেতর সতর্কবাণী নিহিত ছিল।

وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مِّنَ الْاَنْۢبَآءِ مَا فِيْهِ مُزْدَجَرٌ ۝٤

৫. ছিল এমন জ্ঞানগর্ভ কথা, যা হৃদয়ে পৌঁছে যায়। তা সত্ত্বেও এসব সতর্কবাণী তাদের কোন কাজে আসেনি।

حِكْمَةٌۢ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ ۝٥

৬. সুতরাং (হে রাসূল!) তুমিও তাদেরকে অগ্রাহ্য কর।[৪] যে দিন আহ্বানকারী আহ্বান করবে এক অপ্রীতিকর জিনিসের দিকে

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ ۘ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ اِلٰى شَيْءٍ نُّكُرٍ ۝٦

৭. সে দিন তারা অবনমিত চোখে কবর থেকে এভাবে বের হয়ে আসবে, যেন চারদিকে বিক্ষিপ্ত পঙ্গপাল-

خُشَّعًا اَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْاَجْدَاثِ كَاَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنْتَشِرٌ ۝٧

৮. ধাবমান থাকবে সেই আহ্বানকারীর দিকে। এই কাফেরগণই (যারা কিয়ামতকে অস্বীকার করত) বলবে, এটা তো অতি কঠিন দিন।

مُّهْطِعِيْنَ اِلَى الدَّاعِ ؕ يَقُوْلُ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ۝٨

---

৩. অর্থাৎ প্রতিটি কাজেরই একটা পরিণাম থাকে। সুতরাং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা-কিছু বলছেন এবং যা-কিছু বলছে কাফেরগণ, তার পরিণাম শীঘ্রই জানা যাবে।

৪. অর্থাৎ আপনি যেহেতু তাবলীগের দায়িত্ব পালন করছেন, তাই তাদের আচার-আচরণে বেশি মনঃক্ষুণ্ন হবেন না।

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ فَكَذَّبُوْا عَبْدَنَا وَقَالُوْا مَجْنُوْنٌ وَّازْدُجِرَ ⑨

৯. তাদের আগে নূহের সম্প্রদায়ও অবিশ্বাসের নীতি অবলম্বন করেছিল। তারা আমার বান্দাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করল এবং বলল, সে একজন উন্মাদ এবং তাকে হুমকি-ধমকি দেওয়া হয়েছিল।

فَدَعَا رَبَّهٗٓ اَنِّيْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ ⑩

১০. ফলে সে তার প্রতিপালককে ডেকে বলল, আমি অসহায় হয়ে পড়েছি। এবার আপনিই ব্যবস্থা নিন।

فَفَتَحْنَآ اَبْوَابَ السَّمَآءِ بِمَآءٍ مُّنْهَمِرٍ ⑪

১১. সুতরাং আমি ভেঙ্গে নামা পানি দ্বারা আকাশের দুয়ার খুলে দিলাম।

وَّفَجَّرْنَا الْاَرْضَ عُيُوْنًا فَالْتَقَى الْمَآءُ عَلٰٓى اَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ⑫

১২. এবং ভূমিকে ফাটিয়ে প্রস্রবণে পরিণত করলাম আর এভাবে (উভয় প্রকারের) সমুদয় পানি মিলে গেল এক স্থিরীকৃত কাজের জন্য।[৫]

وَحَمَلْنٰهُ عَلٰى ذَاتِ اَلْوَاحٍ وَّدُسُرٍ ⑬

১৩. এবং আমি নূহকে আরোহণ করালাম এক তক্তা ও কীলক-নির্মিত নৌকায়,

تَجْرِيْ بِاَعْيُنِنَا جَزَآءً لِّمَنْ كَانَ كُفِرَ ⑭

১৪. যা চলছিল আমার তত্ত্বাবধানে, যার অকৃতজ্ঞতা করা হয়েছিল তার (অর্থাৎ সেই রাসূলের) পক্ষে বদলা গ্রহণের জন্য।

---

৫. অর্থাৎ আকাশ থেকে মুষলধারায় বৃষ্টি নামল এবং ভূমি ফেটেও পানি উৎসারিত হল। এভাবে উভয় রকমের পানি মিলে মহা প্লাবনের সৃষ্টি হল, যা দ্বারা সে সম্প্রদায়কে ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত ছিল। তাদের বিস্তারিত বৃত্তান্তের জন্য দেখুন সূরা হূদ (১১ : ৪০) ও সূরা মুমিনূন (২৩ : ২৭)।

وَلَقَدْ تَّرَكْنٰهَآ اٰيَةً فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ⑮

১৫. আমি একে বানিয়ে দিয়েছি এক নিদর্শন। আছে কি কেউ যে উপদেশ গ্রহণ করবে?

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِىْ وَنُذُرِ ⑯

১৬. সুতরাং চিন্তা করে দেখ, কেমন ছিল আমার শাস্তি ও আমার সতর্কবাণী।

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ⑰

১৭. বস্তুত আমি কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করে দিয়েছি। সুতরাং আছে কি কেউ, যে উপদেশ গ্রহণ করবে?

كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِىْ وَنُذُرِ ⑱

১৮. আদ জাতিও অবিশ্বাসের নীতি অবলম্বন করেছিল। সুতরাং দেখে নাও, কেমন ছিল আমার শাস্তি ও আমার সতর্কবাণী।

اِنَّآ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا فِىْ يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ ⑲

১৯. আমি তাদের উপর ছেড়ে দিয়েছিলাম প্রচণ্ড ঝড়ো হাওয়া একটানা অশুভ দিনে।[৬]

تَنْزِعُ النَّاسَ كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنْقَعِرٍ ⑳

২০. যা মানুষকে উপড়ে ফেলে দিচ্ছিল উৎপাটিত খেজুর কাণ্ডের মত।

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِىْ وَنُذُرِ ㉑

২১. চিন্তা করে দেখ, কেমন ছিল আমার শাস্তি ও আমার সতর্কবাণী।

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ㉒

২২. বস্তুত আমি কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করে দিয়েছি। সুতরাং আছে কি কেউ, যে উপদেশ গ্রহণ করবে?

---

৬. বিস্তারিত জ্ঞাতার্থে দেখুন সূরা আরাফ (৭ : ৬৫)।

[১]

২৩. ছামুদ জাতিও সতর্ককারীদেরকে অবিশ্বাস করার নীতি অবলম্বন করেছিল।

كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ بِالنُّذُرِ ﴿٢٣﴾

২৪. সুতরাং তারা বলতে লাগল, আমরা কি আমাদেরই মধ্যকার একা এক ব্যক্তির অনুগামী হব? এরূপ করলে নিঃসন্দেহে আমরা ঘোর বিভ্রান্তি ও উন্মাদগ্রস্ততায় নিপতিত হব।

فَقَالُوْٓا اَبَشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهٗٓ ۙ اِنَّآ اِذًا لَّفِيْ ضَلٰلٍ وَّسُعُرٍ ﴿٢٤﴾

২৫. আমাদের এত লোকের মধ্যে কি কেবল এই এক ব্যক্তিই ছিল, যার উপর উপদেশবাণী নাযিল করা হল? না; বরং সে একজন চরম মিথ্যাবাদী, দাম্ভিক।

ءَاُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْۢ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ اَشِرٌ ﴿٢٥﴾

২৬. (আমি নবী সালেহ আলাইহিস সালামকে বললাম,) আগামীকালই তারা জানতে পারবে, কে চরম মিথ্যাবাদী, দাম্ভিক।

سَيَعْلَمُوْنَ غَدًا مَّنِ الْكَذَّابُ الْاَشِرُ ﴿٢٦﴾

২৭. আমি তাদের পরীক্ষার্থে তাদের কাছে একটি উট পাঠাচ্ছি। সুতরাং তুমি তাদেরকে দেখতে থাক এবং সবর অবলম্বন কর।

اِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ ﴿٢٧﴾

২৮. এবং তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, (কুয়ার) পানি তাদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক পানির

وَنَبِّئْهُمْ اَنَّ الْمَآءَ قِسْمَةٌۢ بَيْنَهُمْ ۚ كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ ﴿٢٨﴾

হকদার তার নিজের পালায় উপস্থিত হবে।[৭]

২৯. অতঃপর তারা তাদের এক সঙ্গীকে ডাকল। সুতরাং সে হাত বাড়াল এবং (উটনীটিকে) হত্যা করল।[৮]

فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطٰى فَعَقَرَ ﴿٢٩﴾

৩০. চিন্তা করে দেখ, কেমন ছিল আমার শাস্তি ও আমার সতর্কবাণী।

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِىْ وَ نُذُرِ ﴿٣٠﴾

৩১. আমি তাদের উপর পাঠালাম একটি মাত্র মহানাদ। ফলে তারা হয়ে গেল কাঁটার দলিত খোয়াড়ের মত।

اِنَّآ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَكَانُوْا كَهَشِيْمِ الْمُحْتَظِرِ ﴿٣١﴾

৩২. বস্তুত আমি কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করে দিয়েছি। সুতরাং আছে কি কেউ, যে উপদেশ গ্রহণ করবে?

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ﴿٣٢﴾

৩৩. লূতের সম্প্রদায়(ও) সতর্ককারীদেরকে অস্বীকার করল।

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوْطٍۭ بِالنُّذُرِ ﴿٣٣﴾

৩৪. আমি তাদের উপর বর্ষণ করলাম পাথরের বৃষ্টি, লূতের পরিবারবর্গ ছাড়া, যাদেরকে আমি সাহরীর সময় রক্ষা করেছিলাম।

اِنَّآ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا اِلَّآ اٰلَ لُوْطٍ ؕ نَجَّيْنٰهُمْ بِسَحَرٍ ﴿٣٤﴾

---

৭. এ উটনীটি সৃষ্টি করা হয়েছিল তাদেরই দাবি অনুযায়ী। অতঃপর তাদেরকে বলা হয়েছিল, মহল্লার কুয়া থেকে একদিন উটনীটি পানি পান করবে এবং একদিন মহল্লাবাসী। বিস্তারিত দেখুন সূরা আরাফ (৭ : ৭৩) ও তার টীকা।

৮. বর্ণিত হয়েছে, লোকটির নাম ছিল কুদার। সেই উটনীটি হত্যা করেছিল।

৩৫. এটা ছিল আমার পক্ষ থেকে এক নেয়ামত। যারা কৃতজ্ঞতা অবলম্বন করে আমি তাদেরকে এভাবেই পুরস্কৃত করি।

نِّعۡمَةً مِّنۡ عِنۡدِنَا ؕ كَذٰلِكَ نَجۡزِیۡ مَنۡ شَكَرَ ﴿۳۵﴾

৩৬. লূত তাদেরকে আমার শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করেছিল, কিন্তু তারা সব রকম সতর্কবাণী নিয়ে বিতণ্ডা করতে থাকল,

وَلَقَدۡ اَنۡذَرَهُمۡ بَطۡشَتَنَا فَتَمَارَوۡا بِالنُّذُرِ ﴿۳۶﴾

৩৭. তারা লূতকে তার অতিথিদের ব্যাপারে ফুসলানোর চেষ্টা করল।[৯] ফলে আমি তাদের চোখ অন্ধ করে দিলাম। 'আমার শাস্তি ও আমার সতর্কবাণীর স্বাদ গ্রহণ কর।'

وَلَقَدۡ رَاوَدُوۡهُ عَنۡ ضَیۡفِهٖ فَطَمَسۡنَاۤ اَعۡیُنَهُمۡ فَذُوۡقُوۡا عَذَابِیۡ وَنُذُرِ ﴿۳۷﴾

৩৮. ভোরবেলা তাদেরকে এমন শাস্তি আঘাত করল, যা স্থিত হয়ে থাকল।

وَلَقَدۡ صَبَّحَهُمۡ بُكۡرَةً عَذَابٌ مُّسۡتَقِرٌّ ﴿۳۸﴾

৩৯. ভোগ কর আমার শাস্তি ও আমার সতর্কবাণীর মজা।

فَذُوۡقُوۡا عَذَابِیۡ وَنُذُرِ ﴿۳۹﴾

৪০. বস্তুত আমি কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করে দিয়েছি। সুতরাং আছে কি এমন কেউ, যে উপদেশ গ্রহণ করবে?

وَلَقَدۡ یَسَّرۡنَا الۡقُرۡاٰنَ لِلذِّكۡرِ فَهَلۡ مِنۡ مُّدَّكِرٍ ﴿۴۰﴾

---

৯. এটা বিস্তারিতভাবে সূরা হুদে (১১ : ৭৮) গত হয়েছে। হযরত লূত আলাইহিস সালামের কাছে কয়েকজন ফেরেশতা এসেছিলেন সুদর্শন কিশোর বেশে। তাঁর সম্প্রদায় সমকামের ব্যাধিতে লিপ্ত ছিল। তাই তারা হযরত লূত আলাইহিস সালামের কাছে দাবি করল, তিনি যেন অতিথিদেরকে তাদের হাতে ছেড়ে দেন, যাতে তারা তাদের বদ চাহিদা পূরণ করতে পারে। এখানে বলা হয়েছে, আল্লাহ তাআলা তাদের চোখে পর্দা ফেলে দিয়েছিলেন। ফলে তারা অতিথিদের পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি (আদ-দুররুল মানছুর)।

[২]

৪১. ফেরাউনের খান্দানের কাছেও সতর্কবাণী এসেছিল।

وَلَقَدْ جَآءَ اٰلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ ۚ﴿٤١﴾

৪২. তারা আমার সমস্ত নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করল। ফলে আমি তাদেরকে ধরলাম, যেমনটা হয়ে থাকে এক প্রচণ্ড শক্তিমানের ধরা।[১০]

كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا كُلِّهَا فَاَخَذْنٰهُمْ اَخْذَ عَزِيْزٍ مُّقْتَدِرٍ ﴿٤٢﴾

৪৩. তোমাদের মধ্যকার কাফেরগণ কি তাদের চেয়ে উত্তম, নাকি তোমাদের জন্য (আল্লাহর) কিতাবসমূহ কোন ছাড়পত্র লেখা আছে?[১১]

اَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ اُولٰٓئِكُمْ اَمْ لَكُمْ بَرَآءَةٌ فِي الزُّبُرِ ۚ﴿٤٣﴾

৪৪. নাকি তারা বলে, আমরা এমন এক সংঘবদ্ধ দল, যারা নিজেরা নিজেদের রক্ষায় সমর্থ?[১২]

اَمْ يَقُوْلُوْنَ نَحْنُ جَمِيْعٌ مُّنْتَصِرٌ ﴿٤٤﴾

৪৫. (সত্য কথা এই যে,) এই দল অচিরেই পরাস্ত হবে এবং তারা পিছন ফিরে পালাবে।[১৩]

سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ ﴿٤٥﴾

---

১০. সূরা হুদে বলা হয়েছে, তাদের গোটা জনপদকে উল্টিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

১১. অতীত জাতিসমূহের বৃত্তান্ত উল্লেখ করার পর মক্কাবাসী কাফেরদেরকে বলা হচ্ছে, যেসব জাতিকে ধ্বংস করা হয়েছে, তোমাদের মধ্যে তাদের চেয়ে ভালো কোন দিক আছে, যার প্রতি লক্ষ করে তোমাদেরকে শাস্তি থেকে রক্ষা করা হবে? নাকি তোমাদের সম্পর্কে কোন আসমানী কিতাবে ছাড়পত্র লিখে দেওয়া হয়েছে কিংবা ওয়াদা করা হয়েছে যে, তোমাদের কোন কাজকে অপরাধ গণ্য করা হবে না?

১২. মক্কা মুকাররমার কাফেরদেরকে যখন আল্লাহ তাআলার আযাব সম্পর্কে ভয় দেখানো হত, তখন তারা বলত, আমাদের দল বড় শক্তিশালী। কেউ আমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

১৩. এ ভবিষ্যদ্বাণীটি এমন এক সময় করা হয়েছিল, যখন কাফেরদের বিপরীতে মুমিনগণ খুবই কমজোর ছিল। এমনকি নিজেরা কাফেরদের অত্যাচার থেকে আত্মরক্ষা পর্যন্ত করতে পারত না, কিন্তু জগত দেখতে পেয়েছে, কিভাবে আল্লাহ তাআলার এ ভবিষ্যদ্বাণী বদরের

بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهٰى وَأَمَرُّ ﴿٤٦﴾

৪৬. এতটুকুই নয়; বরং তাদের প্রকৃত প্রতিশ্রু কাল তো কিয়ামত। কিয়ামত তো আরও বেশি কঠিন, অনেক বেশি তিক্ত।

إِنَّ الْمُجْرِمِيْنَ فِيْ ضَلٰلٍ وَّسُعُرٍ ﴿٤٧﴾

৪৭. বস্তুত এসব অপরাধী বিভ্রান্তি ও বিকারগ্রস্ততায়[14] পতিত রয়েছে।

يَوْمَ يُسْحَبُوْنَ فِي النَّارِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ ۭ ذُوْقُوْا مَسَّ سَقَرَ ﴿٤٨﴾

৪৮. যে দিন তাদেরকে উপুড় করে আগুনের দিকে টেনে নেওয়া হবে (সে দিন তাদের চৈতন্য হবে এবং তাদেরকে বলা হবে), জাহান্নামের স্পর্শ-স্বাদ ভোগ কর।

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنٰهُ بِقَدَرٍ ﴿٤٩﴾

৪৯. আমি প্রতিটি জিনিস সৃষ্টি করেছি মাপজোপের সাথে।[15]

وَمَآ أَمْرُنَآ إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ ﴿٥٠﴾

৫০. আমার আদেশ মাত্র একবার চোখের পাতা ফেলার মত (মুহূর্তের মধ্যে পূর্ণ) হয়ে যায়।

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَآ أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ﴿٥١﴾

৫১. তোমাদের সহমত পোষণকারীদের আমি আগেই ধ্বংস করেছি। সুতরাং আছে কি কেউ, যে উপদেশ গ্রহণ করবে?

রণাঙ্গনে অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছে। এ সময় মক্কা মুকাররমার বড়-বড় কাফের ও কাফেরদের সর্দারগণ মুমিনদের হাতে কতল হয়েছে, তাদের সত্তরজন গ্রেফতার হয়েছে এবং বাকিরা জান নিয়ে পালিয়েছে।

১৪. পূর্বে ২৪ নং আয়াতে ছামূদ জাতির যে কথা উদ্ধৃত হয়েছে, এটা তার উত্তর। মক্কা মুকাররমার কাফেরগণও তাদের মত কথা বলত। তাই তাদের সম্পর্কে একথা ইরশাদ হয়েছে।

১৫. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা প্রতিটি জিনিসের পরিমাপ ও প্রতিটি কাজের একটা সময় নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। সুতরাং কিয়ামতও তার জন্য স্থিরীকৃত সময়েই আসবে।

وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوْهُ فِي الزُّبُرِ ۝٥٢

৫২. তারা যা-কিছু করেছে, সবই আমলনামায় আছে।

وَكُلُّ صَغِيْرٍ وَّكَبِيْرٍ مُّسْتَطَرٌ ۝٥٣

৫৩. এবং প্রতিটি ছোট ও বড় বিষয় লিপিবদ্ধ আছে।

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّنَهَرٍ ۝٥٤

৫৪. তবে যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে, তারা থাকবে উদ্যানরাজি ও নহরে

فِيْ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيْكٍ مُّقْتَدِرٍ ۝٥٥

৫৫. সত্যিকারের মর্যাদাপূর্ণ আসনে, সমস্ত ক্ষমতা যার হাতে, সেই মহা সম্রাটের সান্নিধ্যে।

আলহামদুলিল্লাহ! সূরা 'কামার'-এর তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। লন্ডন। ২৯ শে রবিউল আউয়াল ১৪২৯ হিজরী মোতাবেক ৭ই এপ্রিল ২০০৮ খ্রি.। (অনুবাদ শেষ হল আজ ২৪ শে যুলহিজ্জা ১৪৩১ হিজরী মোতাবেক ১লা ডিসেম্বর ২০১০ খ্রি.)। আল্লাহ তাআলা এ খেদমতটুকু কবুল করে নিন এবং অবশিষ্ট সূরাগুলির কাজও নিজ মর্জি মোতাবেক শেষ করার তাওফীক দান করুন– আমীন।

৫৫
সূরা আর-রহমান

সূরা আর-রহমান
পরিচিতি

এটি একমাত্র সূরা, যাতে একই সঙ্গে মানুষ ও জিন উভয়কে সরাসরি সম্বোধন করে কথা বলা হয়েছে। উভয়কে আল্লাহ তাআলার অগণ্য নেয়ামতরাজির কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে, যেসব নেয়ামত বিশ্ব-জগতের সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। এতে একটু পরপরই 'সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন-কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?' –এ বাক্যটির পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। বিশেষ বাকশৈলী ও সাহিত্যালংকারের দিক থেকেও এ সূরাটির আলাদা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এর স্বাদ ও তাছীর অনুবাদের মাধ্যমে অন্য কোন ভাষায় প্রতিস্থাপন করা সম্ভব নয়। এ সূরাটি মক্কী না মাদানী সে সম্পর্কে বর্ণনা বিভিন্ন রকমের। সাধারণভাবে কুরআন মাজীদের মুদ্রিত কপিসমূহে একে মাদানী সূরাই লেখা হয়েছে, কিন্তু আল্লামা কুরতুবী (রহ.) কয়েকটি বর্ণনার ভিত্তিতে এটির মক্কী হওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

৫৫ – সূরা আর-রহমান – ৯৭

سُوْرَةُ الرَّحْمٰنِ مَدَنِيَّةٌ

মাদানী; ৭৮ আয়াত; ৩ রুকু

اٰيَاتُهَا ٧٨ رُكُوْعَاتُهَا ٣

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

اَلرَّحْمٰنُ ﴿١﴾

১. তিনি তো রহমানই,[১]

عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ ﴿٢﴾

২. যিনি কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন

خَلَقَ الْاِنْسَانَ ﴿٣﴾

৩. তিনিই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।

عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ﴿٤﴾

৪. তিনি তাকে ভাব প্রকাশ করতে শিখিয়েছেন।

اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ﴿٥﴾

৫. সূর্য ও চন্দ্র একটি হিসাবের মধ্যে আবদ্ধ আছে।❖

---

১. মক্কার মুশরিকগণ আল্লাহ তাআলার 'রহমান' নামকে স্বীকার করত না। তারা বলত, রহমান কী তা আমরা জানি না, যেমন সূরা ফুরকানে (২৫ : ৬০) বর্ণিত হয়েছে। 'রহমান' নামটি তাদের এত অসহ্য হওয়ার কারণ সম্ভবত এই যে, 'সর্বপ্রকার রহমত আল্লাহ তাআলার জন্য নির্দিষ্ট' –একথা বিশ্বাস করলে তাদের মনগড়া উপাস্যদের হাতে এমন কিছু থাকে না, যার ভিত্তিতে তারা তাদের কাছে ধরনা দেবে এবং মনষ্কাম পূরণের জন্য তাদের পূজা-অর্চনা করবে। আর এভাবে রহমানকে মেনে নিলে আপনা-আপনিই তাদের শিরকের মূলোৎপাটন হয়ে যায়। এ সূরায় আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, রহমান সেই আল্লাহরই নাম, যার রহমত বিশ্ব-জগত জুড়ে ব্যাপ্ত। তিনি ছাড়া এমন কেউ নেই, যে তোমাদেরকে রিযিক, সন্তান বা অন্য কোন নেয়ামত দিতে পারে। তাই ইবাদতের হকদার কেবল তিনিই, অন্য কেউ নয়।

❖ অর্থাৎ উভয়ের উদয়, অস্ত, হ্রাস-বৃদ্ধি বা একই অবস্থায় থাকা, অতঃপর তার মাধ্যমে ঋতু-মওসুমের পরিবর্তন ঘটা ও জগতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলা– এসব কিছুই বিশেষ এক হিসাব ও পরিপক্ক নিয়ম-শৃঙ্খলার অধীনে নিষ্পন্ন হয়। সেই হিসাব ও নিয়ম-বৃত্তের বাইরে যাওয়ার কোন ক্ষমতা এদের নেই– (অনুবাদক, তাফসীরে উছমানী থেকে সংক্ষেপিত)।

وَّالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدٰنِ ﴿٦﴾

৬. তৃণলতা ও বৃক্ষ তাঁর সম্মুখে সিজদা করে।[২]

وَالسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيْزَانَ ﴿٧﴾

৭. এবং আকাশকে তিনিই উঁচু করেছেন এবং তিনিই তুলাদণ্ড স্থাপন করেছেন,

اَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيْزَانِ ﴿٨﴾

৮. যাতে তোমরা পরিমাপে জুলুম না কর।

وَاَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ ﴿٩﴾

৯. এবং ইনসাফের সাথে ওজন ঠিক রাখ এবং পরিমাপে কম না দাও।

وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا لِلْاَنَامِ ﴿١٠﴾

১০. এবং পৃথিবীকে তিনিই সৃষ্টি করেছেন সমস্ত সৃষ্টির জন্য।

فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَّالنَّخْلُ ذَاتُ الْاَكْمَامِ ﴿١١﴾

১১. তাতে আছে ফলমূল এবং চুমরিযুক্ত খেজুর গাছ।

وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ﴿١٢﴾

১২. এবং খোসা বিশিষ্ট শস্যদানা ও সুগন্ধযুক্ত ফুল।

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿١٣﴾

১৩. সুতরাং (হে মানুষ ও জিন!) তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ﴿١٤﴾

১৪. তিনিই মানুষকে পোড়া মাটির মত ঠনঠনে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন।

وَخَلَقَ الْجَآنَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ ﴿١٥﴾

১৫. আর জিনদেরকে সৃষ্টি করেছেন আগুনের শিখা দ্বারা।

---

২. তৃণলতা ও গাছপালার এ সিজদা প্রকৃত অর্থেও হতে পারে। কুরআন মাজীদে কয়েক জায়গায় ইরশাদ হয়েছে, সমস্ত সৃষ্টির মধ্যেই কিছু না কিছু অনুভূতি আছে (দেখুন সূরা বনী ইসরাঈল ১৭ : ৪৪)। আবার এ অর্থও হতে পারে যে, এরা সব আল্লাহ তাআলার হুকুম মেনে চলে।

فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبٰنِ ﴿۱۶﴾

১৬. সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

رَبُّ الْمَشْرِقَیْنِ وَ رَبُّ الْمَغْرِبَیْنِ ﴿ۚ۱۷﴾

১৭. তিনিই দুই মাশরিক (উদয়াচল) ও দুই মাগরিব (অস্তাচল)-এর প্রতিপালক।[৩]

فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبٰنِ ﴿۱۸﴾

১৮. সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

مَرَجَ الْبَحْرَیْنِ یَلْتَقِیٰنِ ﴿ۙ۱۹﴾

১৯. তিনিই দুই সাগরকে এভাবে প্রবাহিত করেন যে, তারা পরস্পর মিলিত হয়,

بَیْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا یَبْغِیٰنِ ﴿ۚ۲۰﴾

২০. কিন্তু (তা সত্ত্বেও) তাদের মধ্যে থাকে এক অন্তরাল, যা তারা অতিক্রম করতে পারে না।[৪]

فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبٰنِ ﴿۲۱﴾

২১. সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

یَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَ الْمَرْجَانُ ﴿ۚ۲۲﴾

২২. উভয় সাগর থেকে উৎপন্ন হয় মুক্তা ও পলা।

---

৩. 'মাশরিক' মূলত আকাশের যেখান থেকে সূর্য উদিত হয় সেই দিগন্তকে বলে। এমনিভাবে মাগরিবও বলে সেই দিগন্তকে যেখানে গিয়ে সূর্য অস্ত যায়। যেহেতু শীত ও গ্রীষ্মকালে সূর্যের উদয় ও অস্ত যাওয়ার স্থান বদল হয়ে যায়, তাই সে স্থানসমূহকে দুই মাশরিক ও দুই মাগরিব নামে অভিহিত করা হয়েছে।

৪. দুই নদী বা দুই সাগরের সঙ্গমস্থলে যে-কেউ আল্লাহ তাআলার কুদরতের এ মাহাত্ম্য দেখতে পাবে যে, উভয়টির পানি পাশাপাশি বয়ে চলে অথচ একটির পানি অন্যটির ভেতর ঢোকে না। উভয়ের মাঝখানে এক সূক্ষ্ম রেখা মত থেকে যায়, যা দ্বারা বোঝা যায়, সেখানে দু'টো নদী বা সাগর পাশাপাশি বহমান।

فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبٰنِ ﴿۲۳﴾

২৩. সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَئٰتُ فِی الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ ﴿۲۴﴾

২৪. সাগরে উঁচু পাহাড়ের মত চলমান জাহাজসমূহ তাঁরই নিয়ন্ত্রণাধীন।

فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبٰنِ ﴿۲۵﴾

২৫. সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

[১]

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴿۲۶﴾

২৬. ভূ-পৃষ্ঠে যা-কিছু আছে, সবই ধ্বংস হবে।

وَّيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ ﴿۲۷﴾

২৭. বাকি থাকবে কেবল তোমার প্রতিপালকের গৌরবময়, মহানুভব সত্তা।

فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبٰنِ ﴿۲۸﴾

২৮. সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

يَسْـَٔلُهٗ مَنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِیْ شَاْنٍ ﴿۲۹﴾

২৯. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে, সকলে তাঁরই কাছে (আপন-আপন প্রয়োজন) যাচনা করে। তিনি প্রত্যহ একেকটি শানে থাকেন।[৫]

فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبٰنِ ﴿۳۰﴾

৩০. সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

---

৫. অর্থাৎ প্রতিদিন, প্রতিক্ষণ তিনি সৃষ্টি জগতের নিয়ন্ত্রণ ও সৃষ্টি নিচয়ের প্রয়োজন সমাধার্থে নিজের কোন না কোন শান ও গুণ প্রকাশ করছেন।

سَنَفۡرُغُ لَكُمۡ اَيُّهَ الثَّقَلٰنِ ۟ۚ﴿۳۱﴾

৩১. ওহে দুই ওজনদার সৃষ্টি![৬] আমি শীঘ্রই তোমাদের (হিসাব নেওয়ার) জন্য মুক্ত হয়ে যাব।[৭]

فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿۳۲﴾

৩২. সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

یٰمَعۡشَرَ الۡجِنِّ وَالۡاِنۡسِ اِنِ اسۡتَطَعۡتُمۡ اَنۡ تَنۡفُذُوۡا مِنۡ اَقۡطَارِ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ فَانۡفُذُوۡا ؕ لَا تَنۡفُذُوۡنَ اِلَّا بِسُلۡطٰنٍ ۚ﴿۳۳﴾

৩৩. হে মানুষ ও জিন সম্প্রদায়! তোমাদের যদি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সীমানা অতিক্রম করার সামর্থ্য থাকে, তবে তা অতিক্রম কর। তোমরা প্রচণ্ড শক্তি ছাড়া তা অতিক্রম করতে পারবে না।[৮]

فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿۳۴﴾

৩৪. সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

---

৬. الثقلان অর্থ দু'টি ভারী, ওজনদার বস্তু। এখানে মানুষ ও জিনকে বোঝানো হয়েছে। তারা ওজনদার, মানে সকলের অপেক্ষা মর্যাদাবান। কেননা সৃষ্টিজগতের মধ্যে কেবল এ দুই সৃষ্টিকেই জ্ঞান-বুদ্ধি দানের সাথে সাথে আল্লাহ তাআলার বিধি-বিধান বইবার যোগ্যতা দান করা হয়েছে।

৭. এখানে 'মুক্ত হওয়া' কথাটি প্রতীকী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। বোঝানো হচ্ছে, এখন তো আল্লাহ তাআলা জগতের অন্যান্য কাজ আঞ্জাম দিচ্ছেন। এখন তিনি হিসাব গ্রহণের দিকে মনোযোগ দেননি। তবে সেই সময় আসন্ন, যখন তিনি হিসাব গ্রহণের দিকে মনোযোগী হবেন। প্রকাশ থাকে যে, ৪৪ নং আয়াত পর্যন্ত জাহান্নামীদের আযাব সম্পর্কে আলোচনা। অথচ তার সাথেও প্রতিটি স্থানে বলা হয়েছে, 'সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নেয়ামত অস্বীকার করবে?' প্রশ্ন হয় এক্ষেত্রে নেয়ামত কী? উত্তর এই যে, আল্লাহ তাআলা যে সেই বিভীষিকাময় শাস্তি সম্পর্কে আগেই সতর্ক করে দিয়েছেন, এটাই তার এক বিরাট নেয়ামত। তোমরা এ নেয়ামত অস্বীকার করো না। তাছাড়া এই যে শাস্তির কথা বলা হচ্ছে, এটা আল্লাহ তাআলার নেয়ামতকে অস্বীকার করার পরিণাম। এ পরিণাম জানা সত্ত্বেও কি তোমরা তার নেয়ামতসমূহ অস্বীকার করে যাবে?

৮. অর্থাৎ তোমাদের সেই সামর্থ্য নেই, যা দ্বারা তোমরা আল্লাহ তাআলার জিজ্ঞাসাবাদ ও আযাব থেকে পালিয়ে অন্য কোথাও চলে যাবে।

يُرۡسَلُ عَلَيۡكُمَا شُوَاظٌ مِّنۡ نَّارٍ ۙ۬ وَّ نُحَاسٌ فَلَا تَنۡتَصِرٰنِ ﴿۳۵﴾

৩৫. তোমাদের উপর ছেড়ে দেওয়া হবে আগুনের শিখা এবং তাম্রবর্ণের ধোঁয়া। তখন তোমরা পারবে না আত্মরক্ষা করতে।

فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿۳۶﴾

৩৬. সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

فَاِذَا انۡشَقَّتِ السَّمَآءُ فَكَانَتۡ وَرۡدَةً كَالدِّهَانِ ﴿۳۷﴾

৩৭. (সেই সময় অবশ্যম্ভাবী) যখন আকাশ ফেটে যাবে এবং তা লাল চামড়ার মত লাল-গোলাপী হয়ে যাবে।

فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿۳۸﴾

৩৮. সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

فَيَوۡمَئِذٍ لَّا يُسۡـَٔلُ عَنۡ ذَنۡۢبِهٖۤ اِنۡسٌ وَّ لَا جَآنٌّ ﴿۳۹﴾

৩৯. সেই দিন না কোন মানুষকে তার অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে, না কোন জিনকে।[৯]

فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿۴۰﴾

৪০. সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

---

৯. অর্থাৎ প্রশ্ন-উত্তর ও হিসাব-নিকাশের বিষয়টা তো আগেই শেষ হয়ে গেছে, যখন তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ চূড়ান্ত করার জন্য তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদও করা হয়েছিল। এখন তো তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপের সময়। কাজেই এখন তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপের জন্য তারা কি কি গোনাহ করেছিল তা জিজ্ঞেস করার কোন প্রয়োজন আল্লাহ তাআলার হবে না। কেননা তিনি নিজেই সব জানেন। আর ফেরেশতাদেরও জিজ্ঞাসার প্রয়োজন হবে না। কারণ পরের আয়াতে আসছে যে, অপরাধীদেরকে তাদের চেহারার আলামত দেখেই চেনা যাবে।

يُعْرَفُ الْمُجْرِمُوْنَ بِسِيْمٰهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِيْ وَالْاَقْدَامِ ﴿٤١﴾

৪১. অপরাধীদেরকে তাদের আলামত দ্বারা চেনা যাবে। তারপর তাদেরকে পাকড়াও করা হবে তাদের পা ও মাথার চুল ধরে।

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٤٢﴾

৪২. সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِيْ يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُوْنَ ﴿٤٣﴾

৪৩. এই সেই জাহান্নাম, অপরাধীরা যা অবিশ্বাস করত।

يَطُوْفُوْنَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيْمٍ اٰنٍ ﴿٤٤﴾

৪৪. তারা এর আগুন ও ফুটন্ত পানির মধ্যে ছোটাছুটি করবে।

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٤٥﴾

৪৫. সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

[২]

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتٰنِ ﴿٤٦﴾

৪৬. (দুনিয়ায়) যে ব্যক্তি নিজ প্রতিপালকের সামনে দাঁড়ানোর ভয় রাখত, তার জন্য থাকবে দু'টি উদ্যান।

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٤٧﴾

৪৭. সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

ذَوَاتَآ اَفْنَانٍ ﴿٤٨﴾

৪৮. উভয় উদ্যান শাখা-প্রশাখায় পরিপূর্ণ।

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٤٩﴾

৪৯. সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

فِيْهِمَا عَيْنٰنِ تَجْرِيٰنِ ۚ﴿٥٠﴾

৫০. উভয় উদ্যানে দু'টি প্রস্রবণ প্রবাহিত থাকবে।

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٥١﴾

৫১. সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

فِيْهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجٰنِ ۚ﴿٥٢﴾

৫২. উদ্যান দু'টিতে প্রত্যেক ফল থাকবে দু' দু'প্রকার।

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٥٣﴾

৫৩. সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

مُتَّكِـِٕيْنَ عَلٰى فُرُشٍۢ بَطَآئِنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَقٍ ؕ وَجَنَا الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ۚ﴿٥٤﴾

৫৪. তারা (অর্থাৎ জান্নাতবাসীগণ) সেখানে এমন বিছানায় হেলান দিয়ে বসবে, যাতে থাকবে পুরু রেশমের আস্তর এবং উভয় উদ্যানের ফল তাদের কাছে ঝোঁকা থাকবে।

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٥٥﴾

৫৫. সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

فِيْهِنَّ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ ۙ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ ۚ﴿٥٦﴾

৫৬. সেই উদ্যানসমূহের মধ্যে থাকবে এমন আনত নয়না, যাদেরকে জান্নাতবাসীদের আগে না কোন মানুষ স্পর্শ করেছে, না কোন জিন।

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٥٧﴾

৫৭. সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ۚ ﴿٥٨﴾

৫৮. তারা যেন পদ্মরাগ ও প্রবাল।

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٥٩﴾

৫৯. সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ۚ ﴿٦٠﴾

৬০. উত্তম কাজের প্রতিদান উত্তম ছাড়া আর কী হতে পারে?

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٦١﴾

৬১. সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ ۚ ﴿٦٢﴾

৬২. এবং সেই উদ্যান দু'টি অপেক্ষা কিছুটা নিম্ন স্তরের আরও দু'টি উদ্যান থাকবে।[১০]

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۙ ﴿٦٣﴾

৬৩. সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

مُدْهَامَّتَانِ ۚ ﴿٦٤﴾

৬৪. উদ্যান দু'টি অত্যধিক সবুজ হওয়ার কারণে কৃষ্ণাভ দেখা যাবে।[১১]

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۚ ﴿٦٥﴾

৬৫. সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

---

১০. অধিকাংশ মুফাসসিরগণের মতে পূর্বে ৪৬ নং আয়াতে যে দু'টি উদ্যানের কথা বলা হয়েছিল, সে দু'টি হবে উচ্চ স্তরের মুমিন বান্দাদের জন্য, যেমন সামনে সূরা ওয়াকি'আয় এর বিস্তারিত বিবরণ আসছে। এখন ৬২ নং আয়াত থেকে যে দু'টি জান্নাত সম্পর্কে বলা হচ্ছে তা সাধারণ মুমিনদের জন্য।

১১. সবুজ রং বেশি গাঢ় ও গভীর হলে দূর থেকে তা ঈষৎ কালো মনে হয়। জান্নাতের এ উদ্যান দু'টি সে রকমই হবে।

فِيهِمَا عَيْنٰنِ نَضَّاخَتٰنِ ﴿٦٦﴾

৬৬. উভয় উদ্যানে থাকবে দু'টি উচ্ছলিত প্রস্রবণ।

فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبٰنِ ﴿٦٧﴾

৬৭. সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَّنَخْلٌ وَّ رُمَّانٌ ﴿٦٨﴾

৬৮. উদ্যান দু'টিতে থাকবে ফলমূল, খেজুর ও আনার।

فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبٰنِ ﴿٦٩﴾

৬৯. সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

فِيهِنَّ خَيْرٰتٌ حِسَانٌ ﴿٧٠﴾

৭০. তাতে থাকবে সচ্চরিত্রা, সুন্দরী নারী।

فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبٰنِ ﴿٧١﴾

৭১. সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

حُوْرٌ مَّقْصُوْرٰتٌ فِي الْخِيَامِ ﴿٧٢﴾

৭২. তারা এমন হুর, যাদেরকে তাঁবুতে হেফাজতে[১২] রাখা হয়েছে।

فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبٰنِ ﴿٧٣﴾

৭৩. সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ ﴿٧٤﴾

৭৪. তাদেরকে তাদের (অর্থাৎ জান্নাতবাসীদের) পূর্বে না কোন মানুষ স্পর্শ করেছে, না কোন জিন।

---

১২. সে সব তাঁবু কেমন হবে? বুখারী শরীফের এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে যে, তা হবে বিশাল লম্বা-চওড়া মুক্তার তৈরি।

৭৫. সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝

৭৬. তারা (অর্থাৎ জান্নাতবাসীগণ) সবুজ রফ্‌রফ্[১৩] ও অদ্ভুত সুন্দর গালিচায় হেলান দিয়ে বসা থাকবে।

مُتَّكِـِٕیْنَ عَلٰی رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَّ عَبْقَرِیٍّ حِسَانٍ ۝

৭৭. সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নেয়ামতকে অস্বীকার করবে?

فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝

৭৮. বড় মহিয়ান তোমার প্রতিপালকের নাম, যিনি গৌরবময়, মহানুভব!

تَبٰرَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِی الْجَلٰلِ وَ الْاِكْرَامِ ۝

---

১৩. 'রফরফ' কারুকার্য খচিত কার্পেট। প্রকাশ থাকে যে, এখানে জান্নাতের নেয়ামতরাজির মধ্যে যেগুলোর কথা উল্লেখ করা হল, যদিও দুনিয়ায়ও এই একই নামের দ্রব্য-সামগ্রী রয়েছে, কিন্তু আকৃতি-প্রকৃতি ও স্বাদে-আনন্দে উভয়ের মধ্যে কোন তুলনা চলে না। এ নামে দুনিয়ায় যা-কিছু আছে, তার চেয়ে জান্নাতেরগুলো অতুলনীয়ভাবে উৎকৃষ্ট হবে। সহীহ হাদীছে আছে, আল্লাহ তাআলা তাঁর নেক বান্দাদের জন্য এমন সব নেয়ামত তৈরি করে রেখেছেন, যা আজ পর্যন্ত কোন চোখ দেখেনি, কোন কান শোনেনি এবং কারও অন্তর তা কল্পনাও করেনি। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে তা লাভ করার সৌভাগ্য দান করুন– আমীন।

আলহামদুলিল্লাহ! সূরা 'আর-রহমানের' তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। লন্ডন। ১লা রবিউস সানী ১৪২৯ হিজরী মোতাবেক ৯ই এপ্রিল ২০০৮ খ্রি.। (অনুবাদ শেষ হল আজ ২৫ শে যুলহিজ্জা ১৪৩১ হিজরী মোতাবেক ২রা ডিসেম্বর ২০১০ খ্রি.)। আল্লাহ তাআলা এ খেদমতটুকু কবুল করে নিন এবং বাকি সূরাগুলির কাজও নিজ মর্জি মোতাবেক শেষ করার তাওফীক দান করুন– আমীন।

৫৬
সূরা ওয়াকিআ

সূরা ওয়াকিআ
পরিচিতি

মক্কী জীবনের শুরু দিকে যে সকল সূরা অবতীর্ণ হয়েছে, সূরা ওয়াকিআ তার অন্যতম। এতে অলৌকিক সাহিত্যালংকারের সাথে সর্বপ্রথম কিয়ামতের বিভিন্ন অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে। বলা হয়েছে, আখেরাতে সমস্ত মানুষ আপন-আপন পরিণাম হিসেবে তিনটি দলে বিভক্ত হবে। (এক) আল্লাহ তাআলার মুকাররাব বা ঘনিষ্ঠতম বান্দাদের দল, যারা ঈমান ও সৎকর্মের দিক থেকে সর্বোচ্চ স্তরে অধিষ্ঠিত ছিল। (দুই) সাধারণ মুমিনদের দল, যারা তাদের ডান হাতে আমলনামা লাভ করবে এবং (তিন) কাফেরদের দল, যাদেরকে তাদের বাম হাতে আমলনামা দেওয়া হবে। অতঃপর এ তিনটি দল যেসব অবস্থার সম্মুখীন হবে, তার একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ভাষায় পেশ করা হয়েছে। তারপর মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে তার নিজ অস্তিত্ব এবং তাকে প্রদত্ত আল্লাহ তাআলার নেয়ামতরাজির প্রতি। বলা হয়েছে যে, এ সবই আল্লাহ তাআলার দান আর এর দাবি হল, মানুষ সর্বদা আল্লাহ তাআলারই কৃতজ্ঞতা আদায় করবে, তাঁর একত্বকে স্বীকার করবে ও তাওহীদের উপর ঈমান আনবে।

শেষ রুকুতে কুরআন মাজীদের সত্যতা তুলে ধরা হয়েছে এবং মানুষকে তার মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। রয়েছে একথা অনুধাবন করার আহ্বান যে, মানুষ যত বড় ব্যক্তিই হোক না কেন মৃত্যু থেকে তার নিস্তার নেই। না সে নিজে মৃত্যু থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে, না পারে নিজের কোন প্রিয়জনকে রক্ষা করতে। সুতরাং যেই প্রতিপালক মানুষের জীবন ও মরণের মালিক, কেবল তিনিই মৃত্যুর পরও তার পরিণাম সম্পর্কে ফায়সালা করার অধিকার রাখেন। মানুষের কাজ হল, সেই মহিয়ান মালিকের গৌরব মেনে নিয়ে তাঁর সামনে সিজদাবনত হওয়া।

সূরাটির প্রথম আয়াতেই 'ওয়াকিআ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এস্থলে এর মানে কিয়ামত আর এর নাম অনুসারেই সূরাটির নাম রাখা হয়েছে সূরা ওয়াকিআ।

৫৬ – সূরা ওয়াকিআ – ৪৬

سُوْرَةُ الْوَاقِعَةِ مَكِّيَّةٌ

মক্কী; ৯৬ আয়াত; ৩ রুকু

اٰيَاتُهَا ٩٦ رُكُوْعَاتُهَا ٣

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. যখন অবশ্যম্ভাবী ঘটনা ঘটবে,[১]

اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ①

২. তখন এর সংঘটনকে অস্বীকার করার কেউ থাকবে না।

لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ②

৩. তা নিচু ও উঁচুকারক জিনিস।❖

خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ③

৪. যখন পৃথিবীকে প্রবল কম্পনে কাঁপিয়ে দেওয়া হবে।

اِذَا رُجَّتِ الْاَرْضُ رَجًّا ④

৫. এবং পর্বতসমূহকে পিষে চূর্ণ করা হবে।

وَّ بُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ⑤

৬. ফলে তা বিক্ষিপ্ত ধূলোকণায় পরিণত হবে।

فَكَانَتْ هَبَآءً مُّنْۢبَثًّا ⑥

৭. এবং (হে মানুষ!) তোমরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হবে।

وَّ كُنْتُمْ اَزْوَاجًا ثَلٰثَةً ⑦

---

১. এ আয়াতে কিয়ামতকে ‘ওয়াকিআ’ বা ঘটনা শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ আজ তো কাফেরগণ কিয়ামতকে অবিশ্বাস করছে। কিন্তু যে দিন সে ঘটনা ঘটবে, সে দিন কেউ তা অস্বীকার করতে পারবে না।

❖ অর্থাৎ একদলকে নিচে নামাবে এক দলকে উঁচুতে নেবে। দুনিয়ায় যারা অহংকার করত, যাদেরকে বড় উঁচু তবকার লোক মনে করা হত, তাদেরকে ধ্বংসের তলদেশে জাহান্নামের গর্তে নিয়ে যাবে আর যারা বিনয় অবলম্বন করত, যাদেরকে নিচ তলার মানুষ মনে করে ছোট চোখে দেখা হত, ঈমান ও সৎকর্মের বদৌলতে তারা জান্নাতের উচ্চ স্তরে পৌঁছে যাবে।

৮. সুতরাং যারা ডান হাত বিশিষ্ট,[২] আহা, কেমন যে সে ডান হাত বিশিষ্টগণ!

فَاَصۡحٰبُ الۡمَیۡمَنَۃِ ۬ۙ مَاۤ اَصۡحٰبُ الۡمَیۡمَنَۃِ ؕ﴿۸﴾

৯. আর যারা বাম হাত বিশিষ্ট,[৩] কী বলব সে বাম হাত বিশিষ্টদের কথা!

وَ اَصۡحٰبُ الۡمَشۡـَٔمَۃِ ۬ۙ مَاۤ اَصۡحٰبُ الۡمَشۡـَٔمَۃِ ؕ﴿۹﴾

১০. আর যারা অগ্রগামী, তারা তো অগ্রগামীই![৪]

وَ السّٰبِقُوۡنَ السّٰبِقُوۡنَ ﴿ۚۙ۱۰﴾

১১. তারাই আল্লাহর বিশেষ নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দা।

اُولٰٓئِکَ الۡمُقَرَّبُوۡنَ ﴿ۚ۱۱﴾

১২. তারা থাকবে নেয়ামতপূর্ণ উদ্যানে।

فِیۡ جَنّٰتِ النَّعِیۡمِ ﴿۱۲﴾

১৩. বহু সংখ্যক হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য হতে

ثُلَّۃٌ مِّنَ الۡاَوَّلِیۡنَ ﴿ۙ۱۳﴾

১৪. এবং অল্প সংখ্যক পরবর্তীদের মধ্য[৫] হতে।

وَ قَلِیۡلٌ مِّنَ الۡاٰخِرِیۡنَ ﴿ؕ۱۴﴾

---

২. 'ডান হাত বিশিষ্টগণ' হল সেই ভাগ্যবান মুমিনগণ, যারা তাদের ডান হাতে আমলনামা লাভ করবে। সেটা প্রমাণ করবে যে, তারা ঈমানদার এবং তারা জান্নাতে যাবে। [এর এক তরজমা হতে পারে "ডান দিকের দল"। অর্থাৎ যারা আরশের ডান দিকে থাকবে এবং প্রতিশ্রুতি গ্রহণকালে যাদেরকে হযরত আদম আলাইহিস সালামের ডান পাঁজর থেকে বের করা হয়েছিল। এদের সম্পর্কে মিরাজের হাদীসে আছে, হযরত আদম আলাইহিস সালাম তাঁর ডান দিকে তাকিয়ে হাসছিলেন– অনুবাদক, তাফসীরে উছমানী থেকে সংক্ষেপিত।]

৩. 'বাম হাতবিশিষ্ট' তারা, যাদের আমলনামা দেওয়া হবে বাম হাতে। এটা হবে তাদের কুফরের আলামত। [এর অন্য তরজমা হতে পারে 'বাম দিকের দল', অর্থাৎ যারা আরশের বাম দিকে থাকবে। প্রতিশ্রুতি গ্রহণকালে তাদেরকে হযরত আদম আলাইহিস সালামের বাম পাঁজর থেকে বের করা হয়েছিল। এদেরই সম্পর্কে মিরাজের হাদীসে আছে, হযরত আদম আলাইহিস সালাম যখন তাঁর বাম দিকে তাকাচ্ছিলেন, তখন কাঁদছিলেন –অনুবাদক, তাফসীরে উছমানী থেকে গৃহীত]।

৪. অগ্রগামীদের দ্বারা নবী-রাসূলগণ ও এমন সব মুত্তাকীকে বোঝানো হয়েছে, যারা তাকওয়া-পরহেজগারীর সর্বোচ্চ স্তরে অধিষ্ঠিত

৫. অর্থাৎ সর্বোচ্চ স্তরের লোকদের অধিকাংশই হবে প্রাচীন কালের নবী-রাসূল ও মুত্তাকীগণ। পরবর্তীকালের লোকদের মধ্যেও সেই স্তরের লোক থাকবে বটে, কিন্তু তাদের সংখ্যা হবে

১৫. সোনার তারে বোনা উঁচু আসনে

عَلٰى سُرُرٍ مَّوۡضُوۡنَةٍ ۙ﴿۱۵﴾

১৬. তারা পরস্পর সামনা সামনি হেলান দিয়ে থাকবে।

مُّتَّكِـِٕيۡنَ عَلَيۡهَا مُتَقٰبِلِيۡنَ ﴿۱۶﴾

১৭. তাদের সামনে (সেবার জন্য) ঘোরাফেরা করবে চির কিশোরেরা,

يَطُوۡفُ عَلَيۡهِمۡ وِلۡدَانٌ مُّخَلَّدُوۡنَ ۙ﴿۱۷﴾

১৮. এমন পান-পাত্র, জগ ও প্রস্রবণ-নিসৃত স্বচ্ছ সূরা পাত্র নিয়ে,

بِاَكۡوَابٍ وَّ اَبَارِيۡقَ ۬ۙ وَ كَاۡسٍ مِّنۡ مَّعِيۡنٍ ۙ﴿۱۸﴾

১৯. যা পানে তাদের মাথা ব্যথা হবে না এবং তারা চেতনা হারাবে না

لَّا يُصَدَّعُوۡنَ عَنۡهَا وَ لَا يُنۡزِفُوۡنَ ۙ﴿۱۹﴾

২০. এবং তাদের পছন্দমত ফল নিয়ে,

وَ فَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُوۡنَ ۙ﴿۲۰﴾

২১. এবং তাদের চাহিদা মত পাখির গোশত নিয়ে

وَ لَحۡمِ طَيۡرٍ مِّمَّا يَشۡتَهُوۡنَ ﴿ؕ۲۱﴾

কম। [পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বলে ঠিক কাদের বোঝানো হয়েছে, সে সম্পর্কে দু'টি মত আছে। (ক) পূর্ববর্তী হল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্বের উম্মতগণ আর পরবর্তী হচ্ছে তাঁর উম্মত। এ হিসেবে অর্থ দাঁড়ায়, পূর্ববর্তী উম্মতসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ স্তরের মুত্তাকীর সংখ্যা বেশি ছিল। তাদের সংখ্যা এই উম্মতের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম। (খ) পূর্ববর্তী ও পরবর্তী উভয়ই এই উম্মতের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ এই উম্মতের প্রথম দিকের লোকদের মধ্যে সর্বোচ্চ স্তরের মুত্তাকীর সংখ্যা পরবর্তীকালের লোকদের চেয়ে বেশি। ইবনে কাছীর (রহ.) এই সম্ভাবনাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। রূহুল মাআনীতে তাবারানীর বরাতে হযরত আবু বাকরা (রাযি.) বর্ণিত একটি হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াত সম্পর্কে বলেন, তারা উভয়ই এ উম্মতের অন্তর্ভুক্ত'। তাছাড়া এক প্রসিদ্ধ হাদীসে আছে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ আমার যুগ, তারপর তাদের পরবর্তী যুগ এবং তারপর তাদের পরবর্তী যুগ। ইতিহাসও প্রমাণ করে, সাহাবায়ে কেরাম তো সকলেই এবং তাদের পরে তাবেয়ীন ও তাবে তাবেয়ীনের যুগে এত বেশি সংখ্যক মানুষ তাকওয়া-পরহেজগারীর সর্বোচ্চ স্তরে অধিষ্ঠিত ছিলেন, যেমনটা তাদের পরে দেখা যায়নি এবং সে সংখ্যা ক্রমশ কমেই আসছে। সুতরাং এটাই বেশি সঠিক মনে হয় যে, আয়াতে এ উম্মতেরই প্রথম দিকের ও শেষের দিকের মানুষকে বোঝানো হয়েছে- (অনুবাদক, তাফসীরে রূহুল মাআনী ও তাফসীরে উছমানী অবলম্বনে)।

وَحُوْرٌ عِيْنٌ ﴿٢٢﴾

২২. এবং তাদের জন্য থাকবে আয়ত লোচনা হুর

كَاَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُوْنِ ﴿٢٣﴾

২৩. যেন তারা লুকিয়ে রাখা মুক্তা।

جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٢٤﴾

২৪. এসব হবে তাদের কৃতকর্মের প্রতিদান।

لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّلَا تَاْثِيْمًا ﴿٢٥﴾

২৫. তারা সে জান্নাতে শুনবে না কোন অহেতুক কথা এবং না কোন পাপের কথা।

اِلَّا قِيْلًا سَلٰمًا سَلٰمًا ﴿٢٦﴾

২৬. তবে সেখানে হবে কেবল শান্তিপূর্ণ কথা, কেবলই শান্তিপূর্ণ কথা।

وَاَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ ۙ مَاۤ اَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ ﴿٢٧﴾

২৭. আর যারা ডান হাত বিশিষ্ট, আহা, কেমন যে সে ডান-হাত বিশিষ্টগণ!

فِيْ سِدْرٍ مَّخْضُوْدٍ ﴿٢٨﴾

২৮. (তারা আয়েশে থাকবে) কাঁটাবিহীন কুল গাছের মাঝে[৬]

وَّطَلْحٍ مَّنْضُوْدٍ ﴿٢٩﴾

২৯. এবং কাঁদি ভরা কলা গাছ,

وَّظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ ﴿٣٠﴾

৩০. সুদূর বিস্তৃত ছায়া,

---

৬. পূর্বে বলা হয়েছে, আমাদেরকে বোঝানোর জন্য জান্নাতের ফলসমূহের নাম রাখা হয়েছে এই দুনিয়ায় ফল-ফলাদির নামেই। কিন্তু সে ফলের আকার-আকৃতি ও স্বাদ-সুবাস দুনিয়ার ফল অপেক্ষা অচিন্তনীয়রূপে উৎকৃষ্ট হবে। এক হাদীসে আছে, এক দেহাতী মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেছিল, কুল গাছ তো সাধারণত কষ্টদায়ক হয়ে থাকে। কুরআন মাজীদে এ গাছের কথা আসল কেন? মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ তাআলা কি বলেননি, সে গাছে কাঁটা থাকবে না? আল্লাহ তাআলা প্রতিটি কাঁটার স্থানে একটি ফল সৃষ্টি করবেন। প্রতিটি ফলে থাকবে বাহাত্তর রকম স্বাদ। এক স্বাদ অন্য স্বাদের সাথে মিলবে না (রূহুল মাআনী, হাকিম ও বায়হাকীর বরাতে। হাকিম (রহ.) হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)।

৩১. প্রবহমান পানি

وَّمَآءٍ مَّسۡكُوۡبٍ ۙ﴿۳۱﴾

৩২. এবং প্রচুর ফলমূলের ভেতর।

وَّفَاكِهَةٍ كَثِيۡرَةٍ ۙ﴿۳۲﴾

৩৩. যা কখনও শেষ হবে না এবং যাতে কোন বাধাও দেওয়া হবে না।

لَّا مَقۡطُوۡعَةٍ وَّلَا مَمۡنُوۡعَةٍ ۙ﴿۳۳﴾

৩৪. আর তারা থাকবে উঁচুতে রাখা ফরাশে।[৭]

وَّ فُرُشٍ مَّرۡفُوۡعَةٍ ﴿ؕ۳۴﴾

৩৫. নিশ্চয়ই আমি সে নারীদেরকে দিয়েছি নব উত্থান।[৮]

اِنَّاۤ اَنۡشَاۡنٰهُنَّ اِنۡشَآءً ۙ﴿۳۵﴾

৩৬. সুতরাং তাদেরকে বানিয়েছি কুমারী।[৯]

فَجَعَلۡنٰهُنَّ اَبۡكَارًا ۙ﴿۳۶﴾

৩৭. (স্বামীদের পক্ষে) প্রেমময়ী ও সমবয়স্কা।[১০]

عُرُبًا اَتۡرَابًا ۙ﴿۳۷﴾

---

৭. কুরআন মাজীদের একাধিক জায়গায় বলা হয়েছে, জান্নাতীদের আসন হবে উঁচুতে। সেই আসনে থাকবে ফরাশ বিছানো। তাই বলা হয়েছে, তারা থাকবে উঁচুতে রাখা ফরাশে।

৮. কুরআন মাজীদ জান্নাতের নারীদেরকে বোঝানোর জন্য চমৎকার পন্থা অবলম্বন করেছে। সরাসরি তাদের নাম নিয়ে কেবল সর্বনামের মাধ্যমে তাদের প্রতি ইশারা করে দিয়েছে। এর ভেতর যেমন সাহিত্যালংকারের স্বাদ রয়েছে, তেমনি নারীদের পর্দাশীলতার মর্যাদাও অক্ষুণ্ন আছে। কোন কোন মুফাসসিরের মতে, জান্নাতবাসীদের জন্য যাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে বা সৃষ্টি করা হবে, এখানে সেই হুরদের কথাই বোঝানো হয়েছে। আবার কেউ বলেন, এরা হলেন নেককার লোকদের সেই জীবন সঙ্গিনীগণ, যারা নিজেরাও পুণ্যবতী। আখেরাতে তাদেরকে যে 'নব উত্থান' দেওয়া হবে, তার মানে দুনিয়ায় তাদের রূপ-লাবণ্য যেমনই থাকুক না কেন, আখেরাতে তাদেরকে তাদের স্বামীদের জন্য অপরূপ সুন্দরী বানিয়ে দেওয়া হবে, যেমন এক হাদীসে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এরূপ বর্ণিত আছে। এমনিভাবে দুনিয়ায় যেসব নারীর বিবাহ হয়নি, তাদেরকেও নতুন জীবন দিয়ে কোন না কোন জান্নাতবাসীর সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হবে। হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনার দিকে লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, উভয় শ্রেণীর নারীই এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত, অর্থাৎ হুরগণও এবং দুনিয়ার পুণ্যবতী নারীগণও (বিস্তারিত দ্রষ্টব্য রূহুল মাআনী)।

৯. কোন কোন হাদীস দ্বারা বোঝা যায়, তাদের কুমারীত্ব কখনও ক্ষুণ্ন হবে না।

১০. এর এক অর্থ হতে পারে এই যে, তারা তাদের স্বামীদের সমবয়স্কা হবে। কেননা সম বয়সীর সাথেই প্রণয়-প্রীতি জমে ভালো, সখ্য বেশি সুখকর হয়। দ্বিতীয় অর্থ হতে পারে,

৩৮. সবই ডান হাত বিশিষ্টদের জন্য। [১]	لِّاَصۡحٰبِ الۡیَمِیۡنِ ﴿۳۸﴾
৩৯. (যাদের মধ্যে) অনেকে হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য হতে	ثُلَّۃٌ مِّنَ الۡاَوَّلِیۡنَ ﴿۳۹﴾
৪০. এবং অনেকে হবে পরবর্তীদের মধ্য হতে।[১১]	وَ ثُلَّۃٌ مِّنَ الۡاٰخِرِیۡنَ ﴿۴۰﴾
৪১. আর যারা বাম হাতবিশিষ্ট, কী বলব সে বাম-হাত বিশিষ্টদের কথা!	وَ اَصۡحٰبُ الشِّمَالِ ۬ۙ مَاۤ اَصۡحٰبُ الشِّمَالِ ﴿۴۱﴾
৪২. তারা থাকবে উত্তপ্ত বায়ু ও ফুটন্ত পানিতে।	فِیۡ سَمُوۡمٍ وَّ حَمِیۡمٍ ﴿۴۲﴾
৪৩. কালো ধুয়ার ছায়ায়	وَّ ظِلٍّ مِّنۡ یَّحۡمُوۡمٍ ﴿۴۳﴾
৪৪. যা হবে না শীতল, না উপকারী।	لَّا بَارِدٍ وَّ لَا کَرِیۡمٍ ﴿۴۴﴾
৪৫. ইতঃপূর্বে তারা ছিল আরাম-আয়েশের ভেতর।	اِنَّہُمۡ کَانُوۡا قَبۡلَ ذٰلِکَ مُتۡرَفِیۡنَ ﴿۴۵﴾
৪৬. অতি বড় পাপের উপর অনড় থাকত।[১২]	وَ کَانُوۡا یُصِرُّوۡنَ عَلَی الۡحِنۡثِ الۡعَظِیۡمِ ﴿۴۶﴾
৪৭. এবং বলত, আমরা যখন মরে যাব এবং মাটি ও অস্থিতে পরিণত হব, তখনও কি আমাদেরকে পুনরায় জীবিত করা হবে?	وَ کَانُوۡا یَقُوۡلُوۡنَ ۬ۙ اَئِذَا مِتۡنَا وَ کُنَّا تُرَابًا وَّ عِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبۡعُوۡثُوۡنَ ﴿۴۷﴾

তারা সকলে পরস্পরে সমবয়স্কা হবে। কোন কোন হাদীসে আছে, জান্নাতবাসীদেরকে তেত্রিশ বছর বয়সী করে দেওয়া হবে। এটাই পূর্ণ যৌবনের বয়স (তিরমিযী, হযরত মুআয [রাযি.] থেকে)।

১১. অর্থাৎ এই স্তরের মুমিন আগের যামানার লোকদের মধ্যেও অনেক হবে এবং পরের যামানার লোকদের মধ্যেও অনেক।

১২. অতি বড় পাপ হল কুফর ও শিরক।

اَوَ اٰبَآؤُنَا الْاَوَّلُوْنَ ﴿٤٨﴾

৪৮. এবং আমাদের বাপ-দাদাদেরকেও, যারা পূর্বে গত হয়ে গেছে?

قُلْ اِنَّ الْاَوَّلِيْنَ وَ الْاٰخِرِيْنَ ﴿٤٩﴾

৪৯. বলে দাও, নিশ্চয়ই আগের ও পরের সমস্ত মানুষকে

لَمَجْمُوْعُوْنَ اِلٰى مِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ ﴿٥٠﴾

৫০. নির্দিষ্ট এক দিনের স্থিরীকৃত সময়ে একত্র করা হবে।

ثُمَّ اِنَّكُمْ اَيُّهَا الضَّآلُّوْنَ الْمُكَذِّبُوْنَ ﴿٥١﴾

৫১. অতঃপর হে অবিশ্বাসী পথভ্রষ্টগণ! তোমাদেরকে

لَاٰكِلُوْنَ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زَقُّوْمٍ ﴿٥٢﴾

৫২. এমন এক গাছ থেকে খেতে হবে, যার নাম যাক্কুম।[১৩]

فَمَالِـُٔوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ ﴿٥٣﴾

৫৩. অতঃপর তা দ্বারা উদর পূর্ণ করতে হবে।

فَشٰرِبُوْنَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيْمِ ﴿٥٤﴾

৫৪. তদুপরি পান করতে হবে ফুটন্ত পানি।

فَشٰرِبُوْنَ شُرْبَ الْهِيْمِ ﴿٥٥﴾

৫৫. পানও করতে হবে সেইভাবে, যেভাবে পান করে তৃষ্ণার রোগে আক্রান্ত উট।[১৪]

هٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّيْنِ ﴿٥٦﴾

৫৬. এটাই হবে বিচার দিবসে তাদের আপ্যায়ন।

---

১৩. জাহান্নামে এ গাছের বিবরণ পূর্বে সূরা সাফফাত (৩৭ : ৬২) ও সূরা দুখানে (৪৪ : ৪৩) গত হয়েছে।

১৪. এর দ্বারা শোথ রোগে আক্রান্ত উটকে বোঝানো হয়েছে। এমন উট বারবার পানি পান করে, কিন্তু কিছুতেই পিপাসা মেটে না।

৫৭. আমিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর তোমরা কেন বিশ্বাস করছ না?

نَحْنُ خَلَقْنٰكُمْ فَلَوْ لَا تُصَدِّقُوْنَ ﴿۵۷﴾

৫৮. আচ্ছা বল তো, তোমরা যে বীর্য স্খলন কর

اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تُمْنُوْنَ ﴿۵۸﴾

৫৯. তা কি তোমরা সৃষ্টি কর না আমিই তার স্রষ্টা?[১৫]

ءَاَنْتُمْ تَخْلُقُوْنَهٗٓ اَمْ نَحْنُ الْخٰلِقُوْنَ ﴿۵۹﴾

৬০. আমি তোমাদের মধ্যে মৃত্যুর ফায়সালা করে রেখেছি এবং এমন কেউ নেই, যে আমাকে অক্ষম সাব্যস্ত করতে পারে-

نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ ﴿۶۰﴾

৬১. এ ব্যাপারে যে, আমি তোমাদের স্থলে তোমাদের মত অন্য লোক আনয়ন করব এবং তোমাদেরকে এমন কোন রূপ দান করব, যা তোমরা জান না।[১৬]

عَلٰۤى اَنْ نُّبَدِّلَ اَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِيْ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۶۱﴾

৬২. তোমরা তো তোমাদের প্রথম সৃজন সম্পর্কে অবগত আছ। তা সত্ত্বেও তোমরা কেন উপদেশ গ্রহণ কর না?[১৭]

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْاَةَ الْاُوْلٰى فَلَوْ لَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿۶۲﴾

---

১৫. এর দ্বারা খোদ বীর্য সৃষ্টিও বোঝানো হতে পারে, যাতে মানুষের কোন হাত নেই অথবা বীর্য দ্বারা যে মানব শিশুর জন্ম হয়, তার সৃষ্টিও বোঝানো যেতে পারে। কেননা বীর্যের একটা বিন্দুকে কয়েকটি ধাপ অতিক্রম করিয়ে মানুষের রূপ দান করা, তাতে প্রাণ সঞ্চার করা এবং তাকে দেখা, শোনা ও বোঝার শক্তি দান করা আল্লাহ তাআলা ছাড়া আর কার পক্ষে সম্ভব?

১৬. বলা হচ্ছে যে, মানুষের সৃজন যেমন আল্লাহ তাআলারই কাজ, তেমনি তার মৃত্যু দানও তিনিই করে থাকেন। তারপর তাকে পুনরায় যে-কোনও আকৃতিতে জীবিত করে তোলার ক্ষমতাও তাঁর আছে। এ কাজে তাঁকে ব্যর্থ করে দেওয়ার শক্তি কারও নেই।

১৭. অর্থাৎ অন্ততপক্ষে এতটুকু কথা তো তোমরাও জান যে, তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি কেবল আল্লাহ তাআলাই করেছেন। অন্য কারও তাতে কোনও অংশীদারিত্ব নেই। যখন

৬৩. বল তো, তোমরা জমিতে যা-কিছু বোন,

أَفَرَءَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ ﴿٦٣﴾

৬৪. তা কি তোমরা উদগত কর, না আমিই[১৮] তার উদগতকারী?

ءَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُۥٓ أَمْ نَحْنُ ٱلزَّٰرِعُونَ ﴿٦٤﴾

৬৫. আমি ইচ্ছা করলে তা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিতে পারি, ফলে তোমরা হতবুদ্ধি হয়ে পড়বে–

لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَٰهُ حُطَٰمًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴿٦٥﴾

৬৬. যে, আমরা তো দায়গ্রস্ত হয়ে পড়লাম,

إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ﴿٦٦﴾

৬৭. বরং আমরা বড় দুর্ভাগা!

بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴿٦٧﴾

৬৮. আচ্ছা বল তো, এই যে পানি তোমরা পান কর–

أَفَرَءَيْتُمُ ٱلْمَآءَ ٱلَّذِى تَشْرَبُونَ ﴿٦٨﴾

৬৯. মেঘ থেকে তা কি তোমরা বর্ষণ করাও, না আমিই তার বর্ষণকারী?

ءَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ ٱلْمُنزِلُونَ ﴿٦٩﴾

৭০. আমি ইচ্ছা করলে তা লবণাক্ত করে দিতে পারি। তবুও কি তোমরা শোকর আদায় কর না?

لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنَٰهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ﴿٧٠﴾

৭১. আচ্ছা বল তো, এই যে আগুন তোমরা জ্বালাও,

أَفَرَءَيْتُمُ ٱلنَّارَ ٱلَّتِى تُورُونَ ﴿٧١﴾

এটা তোমরা জান, তখন কেবল তাকে মাবুদ বলে স্বীকার করাতে তোমাদের বাধা কিসের এবং তিনি যে তোমাদের মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করার ক্ষমতা রাখেন এটা বিশ্বাস করতে কেন তোমাদের এত কুণ্ঠা?

১৮. অর্থাৎ তোমরা তো জমিতে কেবল বীজ ফেল। অতঃপর সেই বীজ থেকে অঙ্কুরোদগম ঘটিয়ে তাকে চারা বানানো তারপর সেই চারাকে গাছ বানিয়ে তা থেকে তোমাদের উপকারী ফল বা ফসল জন্মানোর মত ক্ষমতা কি তোমাদের ছিল? আল্লাহ তাআলা ছাড়া এমন কে আছে, যে তোমাদের বোনা বীজকে এই পরিণতিতে পৌঁছাতে পারেন?

৭২. তার বৃক্ষ কি তোমরা সৃষ্টি[১৯] কর, না আমিই তার স্রষ্টা?

ءَاَنۡتُمۡ اَنۡشَاۡتُمۡ شَجَرَتَهَاۤ اَمۡ نَحۡنُ الۡمُنۡشِـُٔوۡنَ ۝

৭৩. আমিই তাকে বানিয়েছি উপদেশের উপকরণ এবং মরুচারীদের জন্য উপকারী বস্তু।[২০]

نَحۡنُ جَعَلۡنٰهَا تَذۡكِرَةً وَّ مَتَاعًا لِّلۡمُقۡوِیۡنَ ۝

৭৪. সুতরাং (হে রাসূল!) তুমি তোমার মহান প্রতিপালকের নাম নিয়ে তার তাসবীহ পাঠ কর।

فَسَبِّحۡ بِاسۡمِ رَبِّكَ الۡعَظِیۡمِ ۝

[২]

৭৫. নক্ষত্র পতিত হয় যে সকল স্থানে[২১] আমি তার শপথ করে বলছি,

فَلَاۤ اُقۡسِمُ بِمَوٰقِعِ النُّجُوۡمِ ۝

---

১৯. এর দ্বারা ইশারা 'মারখ' ও 'আফার' গাছের দিকে। এসব গাছ আরব দেশসমূহে জন্মায়। এর ডালা ঘষলে আগুন জ্বলে ওঠে। আরববাসী এর দ্বারা চকমকি পাথর বা দিয়াশলাইয়ের কাজ নিত। সূরা ইয়াসীনেও (৩৬ : ৮০) এর উল্লেখ রয়েছে।

২০. উপদেশের উপকরণ বলা হয়েছে এ কারণে যে, এর ভেতর চিন্তা করলে আল্লাহ তাআলার কুদরত উপলব্ধি করা যায়। কিভাবে তিনি তাজা গাছ থেকে আগুন জ্বালানোর ব্যবস্থা করে দিয়েছেন! দ্বিতীয়ত এর দ্বারা জাহান্নামের আগুনের কথাও স্মরণ হয়, ফলে তা থেকে বাঁচার চিন্তা জাগ্রত হয়। এ গাছ যদিও সকলের জন্যই আগুন জ্বালানোর কাজে আসে, কিন্তু এক সময় মরুভূমিতে যারা সফর করত, তাদের জন্য এটা অতি বড় নেয়ামত ছিল। ভ্রমণকালে যখন আগুন জ্বালানোর প্রয়োজন হত, তখন তারা এর দ্বারা সে প্রয়োজন মিটিয়ে ফেলত। এ কারণেই বিশেষভাবে মরুচারীদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

২১. এখান থেকে কুরআন মাজীদের সত্যতা এবং এটা যে আল্লাহ তাআলার কালাম, তা প্রমাণ করা উদ্দেশ্য। মক্কা মুকাররমার কাফেরগণ অনেক সময় বলত, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একজন অতীন্দ্রিয়বাদী এবং এ কুরআন মূলত অতীন্দ্রিয়বাদীদের কথা (নাউযুবিল্লাহ)। অতীন্দ্রিয়বাদীরা যেসব ভবিষ্যদ্বাণী করত, তাতে তারা জিন ও শয়তানদের সাহায্য নিত। কুরআন মাজীদ বিভিন্ন স্থানে জানিয়ে দিয়েছে যে, শয়তানদেরকে আকাশের কাছে গিয়ে সেখানকার কথাবার্তা শোনার আর সুযোগ দেওয়া হয় না। কোন শয়তান সে চেষ্টা করলে জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড (شهاب ثاقب) ছুঁড়ে তাড়িয়ে দেওয়া হয় (দেখুন সূরা হিজর ১৫ : ১৮; সূরা সাফফাত ৩৭ : ১০)। সাধারণ কথাবার্তায় شهاب ثاقب -কে 'নক্ষত্রের পতন' শব্দে ব্যক্ত করা হয়, তাই কুরআন মাজীদ নক্ষত্রের উল্লেখ করত একথাও জানিয়ে দিয়েছে যে, তাকে শয়তানদের থেকে হেফাজতের জন্যও ব্যবহার করা হয় (সূরা সাফফাত ৩৭ : ৭; সূরা মুলক ৬৭ : ৫)। সুতরাং জিন ও

৭৬. আর তোমরা যদি বোঝ, তো এটা এক মহা শপথ,[২২]

وَ اِنَّهٗ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُوْنَ عَظِيْمٌ ﴿۷۶﴾

৭৭. নিশ্চয়ই এটা অতি সম্মানিত কুরআন,

اِنَّهٗ لَقُرْاٰنٌ كَرِيْمٌ ﴿۷۷﴾

৭৮. যা এক সুরক্ষিত কিতাবে (পূর্ব থেকেই) লিপিবদ্ধ আছে।

فِيْ كِتٰبٍ مَّكْنُوْنٍ ﴿۷۸﴾

৭৯. একে স্পর্শ করে কেবল তারাই, যারা অত্যন্ত পবিত্র,[২৩]

لَّا يَمَسُّهٗۤ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ ﴿۷۹﴾

শয়তানগণ যখন আকাশ পর্যন্ত পৌঁছতেই পারে না, তখন তাদের পক্ষে কুরআনের মত পরিপক্ক ও সত্য বাণী পেশ করাই সম্ভব নয়। সেই প্রসঙ্গেই এখানে নক্ষত্রের পতন স্থলসমূহের শপথ করে ইশারা করা হয়েছে যে, তোমরা যদি গভীরভাবে চিন্তা কর, তবে পরিস্কারভাবে বুঝতে পারবে, কুরআন মাজীদ অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ বাণী। কোন অতীন্দ্রিয়বাদী এরূপ বাণী কখনও তৈরি করতে পারবে না। কেননা অতীন্দ্রিয়বাদী যা বলে তা শয়তানদের সাহায্য নিয়ে বলে। আর এসব নক্ষত্র শয়তানদেরকে ঊর্ধ্ব জগতে পৌঁছা হতে নিবৃত্ত রাখে।

২২. এটি একটি অন্তর্বর্তী বাক্য। এতে নক্ষত্র পতনের শপথ যে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ সে দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা এ শপথের মাধ্যমে জানান দেওয়া হচ্ছে যে, নক্ষত্র পতনের স্থানসমূহ সাক্ষ্য দেয় কোন অতীন্দ্রিয়বাদীর পক্ষে এরূপ বাণী তৈরি করা সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত নক্ষত্ররাজির ব্যবস্থাপনা ও নিয়ম-শৃঙ্খলা অত্যন্ত পরিপক্ক ও সুসংহত। এর ভেতর কেউ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখে না। কুরআন মাজীদও তার মত এক পরিপক্ক ও সুবিন্যস্ত বাণী, যা এক সুচারু ব্যবস্থাপনার অধীনে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি নাযিল করা হয়েছে।

২৩. শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যা অনুযায়ী এর দ্বারা ফেরেশতাদেরকে বোঝানো হয়েছে। কাফেরগণ প্রশ্ন করত, আমরা কিভাবে বিশ্বাস করব, এ কুরআন কোনরূপ রদ বদল ছাড়া তার প্রকৃত রূপেই আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে, মাঝখানে শয়তান বা অন্য কেউ এতে কোনও রকম হস্তক্ষেপ করেনি? এ আয়াতসমূহ দ্বারা তার উত্তর দেওয়া হয়েছে যে, কুরআন মাজীদ লাওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ আছে এবং তা পবিত্র ফেরেশতাগণ ছাড়া অন্য কেউ স্পর্শ করতে পারে না।

এখানে 'অত্যন্ত পবিত্র' দ্বারা যদিও ফেরেশতাদের বোঝানো হয়েছে, কিন্তু এর মধ্যে ইঙ্গিত নিহিত রয়েছে যে, ঊর্ধ্বজগতে যেমন পবিত্র ফেরেশতাগণই একে স্পর্শ করে, তেমনি দুনিয়ায়ও একে কেবল তাদেরই স্পর্শ করা উচিত, যারা পাক-পবিত্র। বিভিন্ন হাদীসে একে বিনা অযুতে স্পর্শ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

تَنۡزِيۡلٌ مِّنۡ رَّبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ ۝٨٠

৮০. এটা জগতসমূহের প্রতিপালকের পক্ষ হতে অল্প অল্প করে অবতীর্ণ।

اَفَبِهٰذَا الۡحَدِيۡثِ اَنۡتُمۡ مُّدۡهِنُوۡنَ ۝٨١

৮১. তবুও কি তোমরা এ বাণীকে অবহেলা কর?

وَتَجۡعَلُوۡنَ رِزۡقَكُمۡ اَنَّكُمۡ تُكَذِّبُوۡنَ ۝٨٢

৮২. এবং তোমরা (এর প্রতি) অবিশ্বাসকেই তোমাদের উপজীব্য বানিয়ে নিয়েছ?

فَلَوۡلَاۤ اِذَا بَلَغَتِ الۡحُلۡقُوۡمَ ۝٨٣

৮৩. অতঃপর এমন কেন হয় না যে, যখন (কারও) প্রাণ কণ্ঠাগত হয়,

وَاَنۡتُمۡ حِيۡنَئِذٍ تَنۡظُرُوۡنَ ۝٨٤

৮৪. এবং তোমরা (বিমর্ষ মনে তার দিকে) তাকিয়ে থাক,

وَنَحۡنُ اَقۡرَبُ اِلَيۡهِ مِنۡكُمۡ وَلٰكِنۡ لَّا تُبۡصِرُوۡنَ ۝٨٥

৮৫. এবং তোমাদের চেয়ে আমিই তার বেশি কাছে থাকি, কিন্তু তোমরা দেখতে পাও না,

فَلَوۡلَاۤ اِنۡ كُنۡتُمۡ غَيۡرَ مَدِيۡنِيۡنَ ۝٨٦

৮৬. যদি তোমাদের হিসাব-নিকাশ হওয়ার না-ই থাকে, তবে এমন কেন হয় না যে,

تَرۡجِعُوۡنَهَاۤ اِنۡ كُنۡتُمۡ صٰدِقِيۡنَ ۝٨٧

৮৭. তোমরা সেই প্রাণকে ফিরিয়ে আন না– যদি তোমরা সত্যবাদী হও?[২৪]

---

২৪. কাফেরগণ যে কুরআন মাজীদের উপর ঈমান আনতে অস্বীকার করত, তার একটা বড় কারণ ছিল 'আমরা মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত হব না' –তাদের এই দাবি। এ সূরারই ৪৫ নং আয়াতে এটা বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা এস্থলে সে বিষয়েই আলোকপাত করছেন। বলা হচ্ছে, এ দুনিয়ায় যে-ই আসে, একদিন না একদিন তার মৃত্যু ঘটে। এটা বাস্তব সত্য, যা তোমরাও স্বীকার কর। তো যখন কারও মৃত্যু আসে, তখন তার আত্মীয়-স্বজন,

৮৮. অতপর সে (মৃত ব্যক্তি) যদি আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাদের একজন হয়,	فَاَمَّآ اِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ﴿٨٨﴾
৮৯. তবে (তার জন্য) শুধু আরাম, সুরভি ও নেয়ামতপূর্ণ জান্নাত।	فَرَوْحٌ وَّرَيْحَانٌ ۙ وَّجَنَّتُ نَعِيْمٍ ﴿٨٩﴾
৯০. আর যদি হয় ডান হাত বিশিষ্টদের অন্তর্ভুক্ত,	وَاَمَّآ اِنْ كَانَ مِنْ اَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ﴿٩٠﴾
৯১. তবে (তাকে বলা হবে যে,) তোমার জন্য রয়েছে শান্তি, যেহেতু তুমি ডান হাত বিশিষ্টদের অন্তর্ভুক্ত।	فَسَلٰمٌ لَّكَ مِنْ اَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ﴿٩١﴾
৯২. আর যদি হয় সেই পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত, যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করত,	وَاَمَّآ اِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِيْنَ الضَّآلِّيْنَ ﴿٩٢﴾
৯৩. তবে (তার জন্য আছে) ফুটন্ত পানির আপ্যায়ন,	فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيْمٍ ﴿٩٣﴾
৯৪. আর জাহান্নামে প্রবেশ।	وَّتَصْلِيَةُ جَحِيْمٍ ﴿٩٤﴾
৯৫. এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এটাই যথার্থরূপে সুনিশ্চিত বিষয়।	اِنَّ هٰذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِيْنِ ﴿٩٥﴾

বন্ধু-বান্ধব ও তার চিকিৎসক সর্ব প্রযত্নে যে-কোনও উপায়ে তাকে মৃত্যু থেকে বাঁচাতে চেষ্টা করে, কিন্তু মৃত্যু এসেই যায় এবং সকলে অসহায়ভাবে তাকিয়ে থাকে। প্রশ্ন হচ্ছে, যদি মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত হওয়ার ও হিসাব-নিকাশ হওয়ার ব্যাপার না-ই থাকে, তবে প্রতিটি মানুষকে শেষ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ কেন করতে হয়? এবং তোমরা তাকে মৃত্যু হতে রক্ষা করতে কেন এত অপারগ? দুনিয়ায় জীবন ও মৃত্যুর এই যে অমোঘ বিধান কার্যকর রয়েছে, এটাই প্রমাণ করে, জীবন ও মৃত্যুর মালিক বিশ্বজগতকে অহেতুক সৃষ্টি করেননি। তিনি সৃষ্টি করেছেন এই উদ্দেশ্যে যে, মানুষকে জীবন ভরের জন্য অবকাশ দিয়ে পরিশেষে হিসাব নেওয়া হবে সে সেই অবকাশকে কী কাজে লাগিয়েছে।

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ﴿٩٦﴾

৯৬. সুতরাং (হে রাসূল!) তুমি তোমার মহান প্রতিপালকের নাম নিয়ে তার তাসবীহ পাঠ কর।

আলহামদুলিল্লাহ! সূরা ওয়াকিআর তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। করাচি। শনিবার ১২ই রবিউস সানী ১৪২৯ হিজরী মোতাবেক ২০ শে এপ্রিল ২০০৮ খ্রি.। (অনুবাদ শেষ হল আজ ২৮ শে যুলহিজ্জা ১৪৩১ হিজরী মোতাবেক ৫ই ডিসেম্বর ২০১০ খ্রি.)। আল্লাহ্ তাআলা এ খেদমতটুকু কবুল করে নিন, একে পাঠকদের জন্য উপকারী বানিয়ে দিন এবং অবশিষ্ট সূরাসমূহের কাজও নিজ মর্জি মোতাবেক শেষ করার তাওফীক দান করুন– আমীন, ছুম্মা আমীন।

৫৭
সূরা হাদীদ

সূরা হাদীদ
পরিচিতি

এ সূরার ১০ নং আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, এটি মক্কা বিজয়ের পর নাযিল হয়েছিল। এ বিজয়ের ফলে যেহেতু মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফেরদের শত্রুতামূলক কার্যক্রম যথেষ্ট পরিমাণে নিস্তেজ হয়ে গিয়েছিল এবং জাযিরাতুল আরবে মুসলিমদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল, তাই এ সূরায় তাদেরকে তাকীদ করা হয়েছে, তারা যেন ঈমান ও ইসলামের কাঙ্ক্ষিত গুণাবলীতে নিজেদেরকে ভূষিত করার প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগী হয় এবং নিজেদের ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণে আল্লাহ তাআলার কাছে ইস্তিগফার করে। সেই সঙ্গে তাদেরকে আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় এবং দুনিয়ার ধন-দৌলত অপেক্ষা আখেরাতের সাফল্যকে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে। জানানো হয়েছে, তারা যদি এরূপ করে, তবে আখেরাতে তাদেরকে এমন এক আলো দেওয়া হবে, যে আলো তাদেরকে জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেবে। সে আলো কেবল দুনিয়ার প্রতি নির্মোহ ও আখেরাতের প্রতি আসক্তির ফলেই অর্জিত হবে। মুনাফিকগণ যেহেতু এ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী নয়, তাই আখেরাতে তারা এ আলো থেকে বঞ্চিত থাকবে।

সূরার শেষে খ্রিস্টানদেরকে তাদের রাহবানিয়্যাত (বৈরাগ্যবাদ)-এর অসারতা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে, তাদের অবলম্বনকৃত রাহবানিয়্যাত একটি বিদআতী কর্ম। আল্লাহ তাআলার বিধানের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার কাজ-কর্ম সম্পূর্ণরূপে ছেড়ে দিয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকার হুকুম দেননি। বরং তার নির্দেশ হল, এই দুনিয়ায় থেকে, দুনিয়ার কাজ-কর্মের ভেতর দিয়েই আল্লাহ তাআলার আদেশ-নিষেধ অনুসরণ কর এবং তাঁর নির্দেশনা অনুযায়ী সকলের সমস্ত হক আদায় কর। সেই সঙ্গে খ্রিস্টান সম্প্রদায়কে বলা হয়েছে, তারা যদি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টিই কামনা করে, তবে তাদের কর্তব্য শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনা।

এ সূরার ২৫ নং আয়াতে লোহার কথা উল্লেখ আছে। লোহার আরবী প্রতিশব্দ হল হাদীদ (الحديد)। সে হিসেবেই এর নাম রাখা হয়েছে 'সূরা হাদীদ'।

৫৭ – সূরা হাদীদ – ৯৪

سُوْرَةُ الْحَدِيْدِ مَدَنِيَّةٌ

মক্কী; ২৯ আয়াত; ৪ রুকু

اٰيَاتُهَا ٢٩ رُكُوْعَاتُهَا ٤

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে, তা আল্লাহরই তাসবীহ পাঠ করে।[১] তিনিই ক্ষমতার মালিক, হেকমতেরও মালিক।

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ①

২. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রাজত্ব তারই। তিনিই জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান। তিনি প্রতিটি বিষয়ে পরিপূর্ণ ক্ষমতাবান।

لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ يُحْىٖ وَ يُمِيْتُ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ②

৩. তিনিই আদি, তিনিই অন্ত এবং তিনিই ব্যক্ত ও তিনিই গুপ্ত।[২] তিনি সবকিছু পরিপূর্ণভাবে জানেন।

هُوَ الْاَوَّلُ وَ الْاٰخِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ الْبَاطِنُ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ③

৪. তিনিই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। তারপর আরশে

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ

---

১. দেখুন সূরা বনী ইসরাঈল (১৭ : ৪৪)।

২. আল্লাহ তাআলা আদি। অর্থাৎ তার আগে কোন কিছুই ছিল না। তাঁর নিজের কোন শুরু নেই। তিনি সর্বদাই ছিলেন। আর তিনি 'অন্ত' এই অর্থে যে, যখন বিশ্ব-জগতের সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে, তখন বাকি থাকবে কেবল তাঁরই সত্তা। তাঁর নিজের কোন শেষ নেই। তিনি সর্বদাই থাকবেন।

তিনি 'ব্যক্ত'। অর্থাৎ তাঁর অস্তিত্ব, তাঁর শক্তি ও তাঁর হেকমতের নিদর্শন বিশ্ব-জগতের সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। জগতের প্রতিটি জিনিস সাক্ষ্য দেয়, তিনি আছেন। আর তিনি গুপ্ত এই অর্থে যে, তিনি অস্তিমান হওয়া সত্ত্বেও দুনিয়ার এ চোখ দিয়ে তাকে দেখা যায় না। এভাবে তিনি ব্যক্তও এবং গুপ্তও।

أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ۚ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۚ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۚ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ④

ইসতিওয়া[৩] গ্রহণ করেছেন। তিনি এমন প্রতিটি জিনিস জানেন, যা ভূমিতে প্রবেশ করে এবং যা তা থেকে বের হয় এবং জানেন এমন প্রতিটি জিনিস, যা আকাশ থেকে নেমে আসে এবং যা তাতে উত্থিত হয়। তোমরা যেখানেই থাক, তিনি তোমাদের সাথে আছেন এবং তোমরা যা-কিছুই কর, তা তিনি দেখেন।

لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَإِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ⑤

৫. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রাজত্ব তাঁরই এবং সমস্ত বিষয় আল্লাহরই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে।

يُولِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ ۚ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ⑥

৬. তিনি রাতকে দিনের ভেতর প্রবেশ করান এবং দিনকে প্রবেশ করান রাতের ভেতর[৪] এবং মনের মধ্যে লুকানো সবকিছু সম্পর্কে তিনি জ্ঞাত।

اٰمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهٖ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ

৭. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান রাখ এবং আল্লাহ যে সম্পদে তোমাদেরকে প্রতিনিধি[৫] করেছেন, তা

---

৩. এর ব্যাখ্যার জন্য দেখুন সূরা আরাফ (৭ : ৫৪), সূরা ইউনুস (১০ : ৩) ও সূরা রাদ (১৩ : ২)। কুরআন মাজীদ এ বিষয়টা সূরা তোয়াহা (২০ : ৫), সূরা ফুরকান (২৫ : ৫৯), সূরা তানযীল আস-সাজদা (৩২ : ৪) ও সূরা হা-মীম আস-সাজদায় (৪১ : ১১)-ও বর্ণনা করেছে।

৪. সূরা আলে ইমরানে এর ব্যাখ্যা চলে গেছে (৩ : ২৭)। আরও দেখুন সূরা হজ্জ (২২ : ৬১), সূরা লুকমান (৩১ : ২৯) ও সূরা ফাতির (৩৫ : ১৩)।

৫. ধন-দৌলতে মানুষকে প্রতিনিধি বানানোর কথা বলে দু'টি মহা সত্যের দিকে ইশারা করা হয়েছে। (এক) ধন-দৌলত যা-ই হোক না কেন, তার প্রকৃত মালিক আল্লাহ তাআলাই। তিনিই তা সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানুষকে তা দান করেছেন তাদের প্রয়োজন পূরণ করার জন্য। তাই মানুষ এর মালিকানায় আল্লাহ তাআলার প্রতিনিধি। মানুষ যখন এক্ষেত্রে আল্লাহ

مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ ۖ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ⑦

থেকে (আল্লাহর পথে) ব্যয় কর। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং (আল্লাহর পথে) ব্যয় করেছে, তাদের জন্য আছে মহা প্রতিদান।

وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ۚ وَالرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ لِتُؤْمِنُوْا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ اَخَذَ مِيْثَاقَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ⑧

৮. তোমাদের এমন কী কারণ আছে, যদ্দরুন আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখবে না,[৬] অথচ রাসূল তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান রাখার জন্য আহ্বান করছে এবং তোমাদের থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছে-❖ যদি বাস্তবিকই তোমরা মুমিন হও।❖❖

তাআলার প্রতিনিধি তখন তার কর্তব্য আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা ও হুকুম মোতাবেক তা ব্যয় করা।

(দুই) মানুষ যে সম্পদই অর্জন করে, তা তার আগে অন্য কারও মালিকানায় থাকে। সেখান থেকে ক্রয়, উপহার বা উত্তরাধিকার সূত্রে তা তার কাছে এসেছে। এ হিসেবে সে তাতে তার প্রাক্তন মালিকের স্থলাভিষিক্ত। এর দ্বারা বোঝানো হচ্ছে, এ সম্পদ যেমন তোমার পূর্ববর্তী মালিকের কাছে স্থায়ী হয়ে থাকেনি, বরং তার কাছ থেকে তোমার কাছে চলে এসেছে, তেমনি তোমার কাছেও তা চিরদিন থাকবে না; বরং অন্য কারও হাতে চলে যাবে। যখন এ সম্পদ চিরকাল তোমার কাছে থাকার নয়, অন্য কারও না কারও কাছে অবশ্যই চলে যাবে, তখন তোমার উচিত এমন কারও কাছেই তা হস্তান্তর করা, যাকে তা দেওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলা হুকুম করেছেন।

৬. কোন কোন মুফাসসির বলেন, এটা বলা হচ্ছে কাফেরদেরকে লক্ষ করে। কিন্তু অনেকের মতে মুমিনদেরকেই লক্ষ করে বলা হচ্ছে। অর্থাৎ এমন মুমিনদেরকে, যাদের ঈমানে কোন রকমের দুর্বলতা লক্ষ করা যাচ্ছিল, যদ্দরুন তারা আল্লাহ তাআলার পথে অর্থ ব্যয় করতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। আয়াতের পূর্বাপর লক্ষ করলে দ্বিতীয় মতই বেশি সঠিক মনে হয়।

❖ এ প্রতিশ্রুতি গ্রহণের কর্তা যদি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হন, তবে বিভিন্ন সময়ে তিনি আনুগত্য প্রদর্শন, আল্লাহ তাআলার পথে অর্থ ব্যয় এবং অন্যান্য ঈমানী কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরাম থেকে যে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছিলেন তার প্রতি ইশারা করা হয়েছে। আর যদি এর কর্তা আল্লাহ তাআলা হন, তবে তিনি মানব প্রকৃতির ভেতর ঈমানের যে বীজ নিহিত রেখেছেন এবং বিশ্ব জগতে আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব ও কুদরতের যে নিদর্শনাবলী উন্মুক্ত করে রেখেছেন, যার প্রতি মুক্তমনে চিন্তা করলে ঈমানের অনুপেক্ষণীয়

هُوَ الَّذِیۡ یُنَزِّلُ عَلٰی عَبۡدِہٖۤ اٰیٰتٍۭ بَیِّنٰتٍ لِّیُخۡرِجَکُمۡ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَی النُّوۡرِ ؕ وَ اِنَّ اللّٰہَ بِکُمۡ لَرَءُوۡفٌ رَّحِیۡمٌ ﴿۹﴾

৯. আল্লাহই তো নিজ বান্দার প্রতি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ নাযিল করেন, তোমাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোকে বের করে আনার জন্য। নিশ্চয়ই তিনি তোমাদের প্রতি করুণাময়, পরম দয়ালু।

وَ مَا لَکُمۡ اَلَّا تُنۡفِقُوۡا فِیۡ سَبِیۡلِ اللّٰہِ وَ لِلّٰہِ مِیۡرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ ؕ لَا یَسۡتَوِیۡ مِنۡکُمۡ مَّنۡ اَنۡفَقَ مِنۡ قَبۡلِ الۡفَتۡحِ وَ قٰتَلَ ؕ اُولٰٓئِکَ اَعۡظَمُ دَرَجَۃً مِّنَ الَّذِیۡنَ اَنۡفَقُوۡا مِنۡۢ بَعۡدُ

১০. কী কারণে তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় করবে না, অথচ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সমস্ত মীরাছ আল্লাহরই জন্য। তোমাদের মধ্যে যারা (মক্কা) বিজয়ের আগে ব্যয় করেছে ও যুদ্ধ করেছে তারা (পরবর্তীদের) সমান নয়। মর্যাদায় তারা সেই সকল লোক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যারা (মক্কা বিজয়ের) পরে ব্যয় করেছে ও যুদ্ধ করেছে।[৭]

আহ্বান উপলব্ধি করা যায়, তাকেই 'প্রতিশ্রুতি গ্রহণ' শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। তাছাড়া রূহানী জগতে আল্লাহ তাআলা মানবাত্মাদের থেকে যে তাঁর 'রাবূবিয়াত' সম্বন্ধে স্বীকৃতি আদায় করেছিলেন, যার কিছু না কিছু আছর সকল মানুষের অন্তরেই বিদ্যমান আছে, তার প্রতিও ইশারা হতে পারে (অনুবাদক, রূহুল মাআনী ও তাফসীরে উসমানী অবলম্বনে)।

❖❖ অর্থাৎ তোমরা যদি ঈমান আনতে ইচ্ছুক হও বা যারা ঈমান এনেছো তারা তাতে অবিচলিত থাকার গরজ বোধ কর, তবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আহ্বান এবং আল্লাহ তাআলা বা তদীয় রাসূল গৃহীত প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও সে পথে কোন জিনিস তোমাদের জন্য বাধা হতে পারে এবং তাতে আলস্য ও গড়িমসি করার কী কারণ থাকতে পারে? –(অনুবাদক, প্রাগুক্ত)

৭. মক্কা বিজয় (০৮ হিজরী)-এর আগে মুমিনদের লোক সংখ্যা ও যুদ্ধ সামগ্রী কম ছিল এবং শত্রুদের জনবল ও অস্ত্রবল ছিল অনেক বেশি। যে কারণে তখন যারা জিহাদ করেছেন ও আল্লাহ তাআলার পথে অর্থ ব্যয় করেছেন, তাদের ত্যাগ-তিতিক্ষাও বেশি ছিল। ফলে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সওয়াব ও সম্মানও বেশি দিয়েছেন। মক্কা বিজয়ের পর অবস্থা ছিল এর বিপরীত। তখন মুসলিমদের লোক সংখ্যা ও যুদ্ধসামগ্রী বৃদ্ধি পায় এবং শত্রু দুর্বল হয়ে পড়ে। কাজেই মক্কা বিজয়ের পর যারা জিহাদ ও দান-সদকা করেছেন, তাদের এত বড় ত্যাগ-তিতিক্ষার সম্মুখীন হতে হয়নি। কাজেই তারা সেই স্তরের মর্যাদা লাভ করতে পারেননি। তবে পরের বাক্যেই আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, কল্যাণ তথা জান্নাতের নেয়ামত লাভ করবে উভয় দলই।

وَقٰتَلُوْا ؕ وَ كُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿۱۰﴾

তবে আল্লাহ কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সকলকেই, তোমরা যা ব্যয় কর আল্লাহ সে সম্পর্কে পরিপূর্ণ অবগত।

[১]

مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗ وَلَهٗۤ اَجْرٌ كَرِيْمٌ ﴿۱۱﴾

১১. কে আছে, যে আল্লাহকে ঋণ দেবে, উত্তম ঋণ?[৮] তাহলে তিনি দাতার জন্য তা বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেবেন এবং এরূপ ব্যক্তি লাভ করবে মহা প্রতিদান।

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ يَسْعٰى نُوْرُهُمْ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ بُشْرٰىكُمُ الْيَوْمَ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿۱۲﴾

১২. সে দিন তুমি মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে দেখবে, তাদের নূর তাদের সামনে ও তাদের ডান দিকে ধাবিত হচ্ছে[৯] (এবং তাদেরকে বলা হবে,) তোমাদের জন্য এমন সব উদ্যানের সুসংবাদ, যার নিচে নহর প্রবাহিত থাকবে, যাতে তোমরা সর্বদা থাকবে। এটাই মহা সাফল্য।

يَوْمَ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَ الْمُنٰفِقٰتُ لِلَّذِيْنَ

১৩. সে দিন মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীগণ মুমিনদেরকে বলবে,

---

৮. আল্লাহ তাআলার কোন অর্থ-সম্পদের দরকার নেই। কাজেই কারও থেকে তার ঋণ নেওয়ার কোনও প্রশ্ন আসে না। তিনি সকল প্রয়োজনের উর্ধ্বে। কিন্তু মানুষ যা-কিছু দান-খয়রাত করে কিংবা জিহাদ ও দ্বীনী কাজে অর্থ ব্যয় করে, আল্লাহ তাআলা নিজ কৃপায় তাকে ঋণ নামে অভিহিত করেছেন। অর্থাৎ ঋণ গ্রহীতা যেই গুরুত্বের সাথে ঋণ পরিশোধ করে আল্লাহ তাআলাও সেই রকম গুরুত্বের সাথে দাতাকে দুনিয়া ও আখেরাতে উত্তম বদলা দান করেন। উত্তম ঋণ দ্বারা সেই অর্থ ব্যয়কে বোঝানো হয়েছে, যা পরিপূর্ণ ইখলাসের সাথে কেবল আল্লাহ তাআলাকে সন্তুষ্ট করার জন্য সম্পাদন করা হয়, মানুষকে দেখানোর জন্য করা হয় না। সূরা বাকারা (২ : ২৪৫) ও সূরা মায়েদায় (৫ : ১২)-ও এভাবে উত্তম ঋণের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে।

৯. খুব সম্ভব এটা সেই সময়ের কথা যখন মানুষ পুলসিরাত পার হতে শুরু করবে। তখন প্রত্যেকের ঈমান তার সামনে আলো হয়ে পথ দেখাবে।

اٰمَنُوا انْظُرُوْنَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُّوْرِكُمْ ۚ قِيْلَ ارْجِعُوْا وَرَآءَكُمْ فَالْتَمِسُوْا نُوْرًا ؕ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُوْرٍ لَّهٗ بَابٌ ؕ بَاطِنُهٗ فِيْهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهٗ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ﴿۱۳﴾

আমাদের জন্য একটু অপেক্ষা কর, যাতে তোমাদের নূর থেকে আমরাও কিছুটা আলো গ্রহণ করতে পারি।[১০] তাদেরকে বলা হবে, তোমরা তোমাদের পিছনে ফিরে যাও, তারপর নূর তালাশ কর।[১১] তারপর তাদের মাঝখানে স্থাপিত হবে একটি প্রাচীর। তার মধ্যে থাকবে একটি দরজা, যার অভ্যন্তরে থাকবে রহমত এবং বাইরে থাকবে শাস্তি।

يُنَادُوْنَهُمْ اَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ ؕ قَالُوْا بَلٰى وَلٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ اَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْاَمَانِيُّ حَتّٰى جَآءَ اَمْرُ اللّٰهِ وَغَرَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ ﴿۱۴﴾

১৪. তারা মুমিনদেরকে ডেকে বলবে, আমরা কি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না? মুমিনগণ বলবে, হা, ছিলে বটে, কিন্তু তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে বিপদে ফেলেছ। তোমরা অপেক্ষা করছিলে,[১২] সন্দেহে নিপতিত ছিলে এবং মিথ্যা আশা তোমাদেরকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছিল[১৩] যতক্ষণ না

---

১০. মুনাফিকরা দুনিয়ায় যেহেতু নিজেদেরকে মুসলিম দাবি করত, তাই আখেরাতেও তারা প্রথম দিকে মুসলিমদের সঙ্গ নেবে, কিন্তু প্রকৃত মুসলিমগণ যখন দ্রুতবেগে সামনের দিকে এগিয়ে যাবে, তখন তাদের সঙ্গে তাদের নূরও সামনে চলে যাবে। ফলে মুনাফেকরা পিছনে অন্ধকারে পড়ে যাবে। তখন তারা নিজেদের বাহ্যিক ইসলামের দোহাই দিয়ে অগ্রগামী মুসলিমদেরকে ডাক দিয়ে বলবে, আমাদের জন্য একটু অপেক্ষা কর, যাতে তোমাদের নূর দ্বারা আমরাও উপকার লাভ করতে পারি।

১১. অর্থাৎ কে আলো পাবে আর কে পাবে না, সে ফায়সালা পিছনে হয়ে গেছে। কাজেই পিছনে গিয়ে আলো পাওয়ার জন্য আবেদন কর।

১২. অর্থাৎ অপেক্ষায় ছিলে কখন মুসলিমদের উপর কোন মুসিবত আসবে আর সেই অবকাশে তোমরা তোমাদের কুফর প্রকাশ করবে।

১৩. অর্থাৎ মুনাফেকদের আন্তরিক আশা ও আকাঙ্ক্ষা ছিল মুসলিমগণ যেন শত্রুদের হাতে সম্পূর্ণরূপে পর্যুদস্ত হয় আর এভাবে ইসলাম চিরতরে নির্মূল হয়ে যায় (নাউযুবিল্লাহ)।

আল্লাহর হুকুম আসল। আর সেই মহা প্রতারক (অর্থাৎ শয়তান) তোমাদেরকে আল্লাহ সম্পর্কে প্রতারিত করে যাচ্ছিল।

فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَّلَا مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ مَاْوٰىكُمُ النَّارُ ؕ هِيَ مَوْلٰىكُمْ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ⑮

১৫. সুতরাং আজ তোমাদের থেকেও কোন মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবে না এবং তাদের থেকেও না, যারা (প্রকাশ্যে) কুফর অবলম্বন করেছিল। তোমাদের ঠিকানা জাহান্নাম। তাই তোমাদের আশ্রয়স্থল এবং তা অতি মন্দ পরিণাম।

اَلَمْ يَاْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ ۙ وَلَا يَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوْبُهُمْ ؕ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ⑯

১৬. যারা ঈমান এনেছে, তাদের জন্য কি এখনও সেই সময় আসেনি যে, আল্লাহর স্মরণে এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে তাতে তাদের অন্তর বিগলিত হবে? এবং তারা তাদের মত হবে না, যাদেরকে পূর্বে কিতাব দেওয়া হয়েছিল অতঃপর যখন তাদের উপর দিয়ে দীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হল, তখন তাদের অন্তর শক্ত হয়ে গেল এবং (আজ) তাদের অধিকাংশই অবাধ্য।

اِعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ⑰

১৭. ভালোভাবে বুঝে নাও, আল্লাহই ভূমিকে তার মৃত্যুর পর জীবন দান করেন।[১৪] আমি তোমাদের জন্য নিদর্শনাবলী সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে

---

১৪. অর্থাৎ যে সকল মুসলিমের দ্বারা কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে গেছে এবং তারা ঈমানের সব দাবি পূরণ করতে পারেনি, তাদের হতাশ হওয়ার কোন কারণ নেই। আল্লাহ তাআলা যেভাবে মৃত ভূমিকে পুনর্জীবিত করেন, তেমনিভাবে তিনি তাওবাকারীদেরকেও তাদের তাওবা কবুল করে নতুন জীবন দান করেন।

দিয়েছি, যাতে তোমরা বুদ্ধিকে কাজে লাগাও।

১৮. নিশ্চয়ই যারা দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী এবং যারা আল্লাহকে ঋণ দিয়েছে, উত্তম ঋণ, তাদের জন্য তা (অর্থাৎ সেই দান) বহু গুণ বৃদ্ধি করা হবে এবং তাদের জন্য আছে সম্মানজনক প্রতিদান।

إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١٨﴾

১৯. যারা আল্লাহর প্রতি ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান এনেছে, তারাই তাদের প্রতিপালকের কাছে সিদ্দীক ও শহীদ।[১৫] তাদের জন্য রয়েছে তাদের প্রতিদান ও তাদের নূর। আর যারা কুফর অবলম্বন করেছে এবং আমার নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করেছে, তারাই জাহান্নামবাসী।

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ ۖ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿١٩﴾

[২]

২০. ভালোভাবে বুঝে নাও, পার্থিব জীবনের স্বরূপ তো এই যে, তা কেবল খেলাধুলা, বাহ্যিক সাজসজ্জা, তোমাদের পারস্পরিক অহংকার

اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ

---

১৫. 'সিদ্দীক' বলে এমন ব্যক্তিকে, যে কথা ও কর্মে সাচ্চা। নবী-রাসূলগণের পর এটা তাকওয়া-পরহেজগারীর সর্বোচ্চ স্তর। যেমন সূরা নিসায় (৪ : ৭০) গত হয়েছে। 'শহীদ'-এর আভিধানিক অর্থ সাক্ষী। কিয়ামতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের পরহেজগার ব্যক্তিবর্গ পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের পক্ষে সাক্ষ্য দেবে, যেমন সূরা বাকারায় (২ : ১৪৩) বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া আল্লাহ তাআলার পথে জিহাদ রত অবস্থায় যারা প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে, তাদেরকেও শহীদ বলে। এস্থলে মুনাফেকদের বিপরীতে বলা হচ্ছে যে, কেবল মৌখিক দাবির মাধ্যমে কেউ সিদ্দীক ও শহীদের মর্যাদা লাভ করতে পারে না। বরং সে মর্যাদা অর্জিত হয় কেবল তাদেরই, যারা অন্তর থেকে পরিপক্ক ঈমান আনে, ফলে তাদের ঈমানের আছর ও আলামত তাদের যাপিত জীবনের সর্বক্ষেত্রে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ পায়।

وَ الْاَوْلَادِ ؕ كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطَامًا ؕ وَفِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۙ وَّمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَ رِضْوَانٌ ؕ وَ مَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَاۤ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ⑳

প্রদর্শন এবং ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে একে অন্যের উপরে থাকার প্রতিযোগিতারই নাম।[১৬] তার উপমা হল বৃষ্টি, যা দ্বারা উদগত ফসল কৃষকদেরকে মুগ্ধ করে দেয়, তারপর তা তেজস্বী হয়ে ওঠে। তারপর তুমি দেখতে পাও তা হলুদ বর্ণ হয়ে গেছে। অবশেষে তা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। আর আখেরাতে (এক তো) আছে কঠিন শাস্তি এবং (আরেক আছে) আল্লাহর পক্ষ হতে ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। পার্থিব জীবন প্রতারণার উপকরণ ছাড়া কিছুই নয়।

سَابِقُوْۤا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ۙ اُعِدَّتْ لِلَّذِيْنَ

২১. তোমরা একে অন্যের অগ্রণী হওয়ার চেষ্টা কর তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ও সেই জান্নাত লাভের জন্য, যার প্রশস্ততা আকাশ ও পৃথিবীর প্রশস্ততা তুল্য। তা প্রস্তুত করা হয়েছে এমন সব লোকের জন্য, যারা আল্লাহ

---

১৬. এখানে আল্লাহ তাআলা মানুষের বিভিন্ন চিত্তাকর্ষক জিনিসের উল্লেখ করেছেন। মানুষ তার জীবনের একেক পর্যায়ে একেকটির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে, যেমন শৈশবে তার আকর্ষণ থাকে খেলাধুলার দিকে, যৌবনকালে সাজসজ্জা, বেশভূষার প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হয় এবং সেই সাজসজ্জা ও পার্থিব অন্যান্য সাজ-সরঞ্জামে একে অন্যের উপর চলে যাওয়ার ও তা নিয়ে অহমিকা দেখানোর আগ্রহ দেখা দেয়। তারপর আসে বার্ধক্য। তখন মানুষের যাবতীয় চিন্তা-ভাবনা আবর্তিত হয় সম্পদ ও সন্তানকে কেন্দ্র করে। তখনকার চেষ্টা একটাই– কিভাবে সম্পদে অন্যকে ছাড়িয়ে যাবে এবং সন্তানের দিক থেকেও অন্যের উপরে থাকবে। প্রতিটি স্তরে মানুষ যে জিনিসকে তার আকর্ষণ ও চাহিদার সর্বোচ্চ শিখর মনে করে, পরবর্তী স্তরে সেটাই তার কাছে বিলকুল মূল্যহীন হয়ে যায়। বরং অনেক সময় মানুষ এই ভেবে মনে মনে হাসে যে, আমি কোন জিনিসকে জীবনের লক্ষবস্তু বানিয়েছিলাম! অবশেষে যখন আখেরাত আসবে, তখন মানুষ উপলব্দি করবে, আসলে দুনিয়ার আকর্ষণীয় সবকিছুই ছিল মূল্যহীন। প্রকৃত অর্জনীয় জিনিস তো ছিল এই আখেরাতের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যই।

اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ؕ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿٢١﴾

ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান এনেছে। এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, যা তিনি যাকে চান দান করেন। আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল।

مَاۤ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِيْۤ اَنْفُسِكُمْ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّبْرَاَهَا ؕ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ﴿٢٢﴾

২২. পৃথিবীতে অথবা তোমাদের প্রাণের উপর যে মুসিবত দেখা দেয়, তার মধ্যে এমন কোনওটিই নেই, যা সেই সময় থেকে এক কিতাবে লিপিবদ্ধ নেই, যখন আমি সেই প্রাণসমূহ সৃষ্টিও করিনি।[১৭] নিশ্চয়ই আল্লাহর পক্ষে এটা অতি সহজ।

لِّكَيْلَا تَاْسَوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوْا بِمَاۤ اٰتٰىكُمْ ؕ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرِ ﴿٢٣﴾

২৩. তা এই জন্য যে, তোমরা যা হারিয়েছ, তার জন্য যাতে দুঃখিত না হও এবং যা আল্লাহ তোমাদেরকে দান করেছেন তার জন্য উল্লসিত না হও।[১৮] আল্লাহ এমন কোন ব্যক্তিকে পছন্দ করেন না, যে দর্প দেখায় ও বড়ত্ব প্রকাশ করে।

---

১৭. 'কিতাব' দ্বারা লাওহে মাহফুজ বোঝানো উদ্দেশ্য। কিয়ামত পর্যন্ত যা-কিছু ঘটবে সবই তাতে পূর্ব থেকেই লিপিবদ্ধ আছে।

১৮. প্রত্যেক মুমিনের জন্যই এ বিশ্বাস জরুরি যে, দুনিয়ায় যা-কিছু ঘটে, লাওহে মাহফুজে লিখিত সেই তাকদীর অনুযায়ীই তা ঘটে। এ বিশ্বাস যে পোষণ করে সে কোনও রকমের অপ্রীতিকর ঘটনায় এতটা দুঃখিত হয় না যে, সেই দুঃখ তার স্থায়ী অশান্তি ও পেরেশানীর কারণ হয়ে যাবে। বরং সে এই ভেবে সান্ত্বনা লাভ করে যে, তাকদীরে যা লেখা ছিল তাই হয়েছে। আর এটা তো কেবল দুনিয়ারই কষ্ট। আখেরাতের নেয়ামতের সামনে দুনিয়ার দুঃখ-কষ্ট কোন গ্রাহ্য করার বিষয় নয়। এমনিভাবে যদি তার কোন খুশীর ঘটনা ঘটে, তবে সে উল্লসিত হয় না ও বড়ত্ব দেখায় না। কেননা সে জানে এ ঘটনা আল্লাহ তাআলার নির্ধারিত তাকদীর অনুযায়ী ও তার সৃজনেই ঘটেছে। এর জন্য অহমিকা না দেখিয়ে আল্লাহ তাআলার শোকার আদায় করাই কর্তব্য।

الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ ۗ وَمَنْ يَّتَوَلَّ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ﴿٢٤﴾

২৪. তারা এমন লোক, যারা কৃপণতা করে এবং অন্যকেও কৃপণতার নির্দেশ দেয়।[১৯] কেউ মুখ ফিরিয়ে নিলে (সে জেনে রাখুক) আল্লাহ সকলের থেকে অনপেক্ষ, তিনি আপনিই প্রশংসার উপযুক্ত।

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۚ وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَاْسٌ شَدِيْدٌ وَّمَنَافِعُ

২৫. বস্তুত আমি আমার রাসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীসহ পাঠিয়েছি এবং তাদের সঙ্গে কিতাবও নাযিল করেছি এবং তুলাদণ্ডও,[২০] যাতে মানুষ ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং আমি অবতীর্ণ করেছি লোহা, যার ভেতর রয়েছে রণশক্তি এবং মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ।[২১] এটা এই

---

১৯. এ সূরায় যেহেতু মানুষকে আল্লাহ তাআলার পথে অর্থ ব্যয় করতে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে, তাই এখানে বলা হচ্ছে, যারা তাকদীরে ঈমান রাখে না, তারা তাদের সম্পদকে কেবল নিজেদের চেষ্টার ফসল মনে করে আর সে কারণে অর্থ বলের দর্প দেখায় এবং সৎকাজে ব্যয় করতে কার্পণ্য করে।

২০. 'তুলাদণ্ড' বলে এমন বস্তুকে, যা দ্বারা কোন জিনিসকে মাপা হয়। তা অবতীর্ণ করার অর্থ, আল্লাহ তাআলা তা সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি তা দ্বারা ন্যায়ানুগ পরিমাপ ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার হুকুম দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীগণ ও তাঁর কিতাবের সাথে তুলাদণ্ডের উল্লেখ দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন, মানুষের উচিত তার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ভারসাম্য ও পরিমিতি রক্ষা করা। সেই ভারসাম্য ও পরিমিতির শিক্ষাই নবী-রাসূলগণের কাছে ও আসমানী কিতাবসমূহে পাওয়া যায়।

২১. লোহা এমনই এক ধাতু, সব শিল্পেই যার দরকার পড়ে। কাজেই এর সৃষ্টি আল্লাহ তাআলার একটি বড় নেয়ামত। আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম, আসমানী কিতাব ও তুলাদণ্ডের পর লোহার উল্লেখ দ্বারা ইশারা করা হয়েছে যে, মানব সমাজের সংস্কার-সংশোধনের প্রকৃত উপায় আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের জীবনাদর্শ ও তাদের আনীত কিতাব। এর যথাযথ অনুসরণ দ্বারাই দুনিয়ায় ইনসাফ প্রতিষ্ঠা হতে পারে। কিন্তু জগতে অপশক্তিও কম নেই, যা এসব শিক্ষা দ্বারা সমাজ সংস্কারের পথে বাধা সৃষ্টি করে, সমাজে ইনসাফ প্রতিষ্ঠাকে ব্যাহত করে এবং সর্বত্র অন্যায়-অনাচার ও দুষ্কর্মের বিস্তার ঘটিয়ে সমাজ দেহকে কলুষিত করে। সেই সব অপশক্তির শিরোচ্ছেদের জন্য আল্লাহ তাআলা লোহা সৃষ্টি করেছেন। তা দ্বারা বিভিন্ন রকমের সমরাস্ত্র তৈরি হয় এবং পরিশেষে তা জিহাদে ব্যবহার করা যায়।

لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ وَ رُسُلَهٗ بِالْغَيْبِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ ﴿٢٥﴾

জন্য যে, আল্লাহ জানতে চান, কে তাকে না দেখে তাঁর (দ্বীনের) ও তাঁর রাসূলগণের সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাশক্তিমান ও সর্বময় ক্ষমতার মালিক।[২২]

[৩]

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا وَّ اِبْرٰهِيْمَ وَجَعَلْنَا فِيْ ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتٰبَ فَمِنْهُمْ مُّهْتَدٍ ۚ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿٢٦﴾

২৬. আমি নূহ ও ইবরাহীমকে রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছিলাম এবং তাদের বংশধরদের মধ্যে নবুওয়াত ও কিতাবের ধারা চালু করেছিলাম। অতঃপর তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক তো হেদায়াতপ্রাপ্ত হল আর বিপুল সংখ্যকই অবাধ্য হয়ে থাকল।

ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَاٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ ۙ وَجَعَلْنَا فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ رَاْفَةً وَّرَحْمَةً ؕ وَرَهْبَانِيَّةَ ۨ ابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنٰهَا عَلَيْهِمْ اِلَّا ابْتِغَآءَ رِضْوَانِ

২৭. অতঃপর আমি তাদেরই পদাঙ্কনুসারী করে পাঠাই আমার রাসূলগণকে এবং তাদের পেছনে পাঠালাম ঈসা ইবনে মারইয়ামকে। আর তাকে দান করলাম ইনজিল। যারা তার অনুসরণ করল, আমি তাদের অন্তরে দিলাম মমতা ও দয়া।[২৩] আর রাহবানিয়্যাতের যে বিষয়টা, তা তারা নিজেরাই উদ্ভাবন করেছিল। আমি

---

২২. অর্থাৎ আল্লাহর তাআলার শক্তি ও ক্ষমতা অপরিসীম। কোন অপশক্তিকে দমন করার জন্য কোন মানুষের সাহায্য গ্রহণের প্রয়োজন তার নেই। তা সত্ত্বেও তিনি যে মানুষকে জিহাদের হুকুম দিয়েছেন, তার উদ্দেশ্য মানুষকে পরীক্ষা করা। আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট করে দেখাতে চান কে তাঁর দ্বীনের সাহায্য করার জন্য নিজের প্রাণ উৎসর্গ করতে প্রস্তুত থাকে আর কে তাঁর হুকুম অমান্য করার ধৃষ্ঠতা প্রদর্শন করে।

২৩. এমনিতে তো মমতা ও করুণার বিষয়টা সমস্ত নবীর শিক্ষায়ই ছিল, কিন্তু হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের শিক্ষায় এর প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। তাছাড়া তার শরীয়তে যেহেতু যুদ্ধ-বিগ্রহের বিধান ছিল না, তাই তাঁর অনুসারীদের মধ্যে দয়া-মায়ার দিকটি বেশি প্রতীয়মান ছিল।

اللّٰهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ۚ فَاٰتَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْهُمْ اَجْرَهُمْ ۚ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿٢٧﴾

তাদের উপর তা বাধ্যতামূলক করিনি।[২৪] বস্তুত তারা (এর মাধ্যমে) আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধান করতে চেয়েছিল, কিন্তু তারা তা যথাযথভাবে পালন করেনি।[২৫] তাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছিল, তাদেরকে আমি তাদের প্রতিদান দিয়েছিলাম। আর তাদের বহু সংখ্যক হয়ে থাকল অবাধ্য।

---

২৪. 'রাহবানিয়্যাত' অর্থ বৈরাগ্য তথা দুনিয়ার সব আনন্দ ও বিষয়ভোগ পরিহার করা। হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে আসমানে তুলে নেওয়ার বহুকাল পরে খ্রিস্টান সম্প্রদায় এমন এক আশ্রমিক ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিল, যাতে কোন ব্যক্তি আশ্রমে ঢুকে পড়ার পর সংসার জীবন সম্পূর্ণরূপে বর্জন করত। বিয়ে-শাদী করত না এবং পার্থিব কোনও রকমের স্বাদ ও আনন্দে অংশগ্রহণ করত না। তাদের এই আশ্রমিক ব্যবস্থাকেই 'রাহবানিয়্যাত' বলে। এ ব্যবস্থার সূচনা হয়েছিল এভাবে যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের অনুসারীদের উপর বিভিন্ন রাজা-বাদশাহ জুলুম-নির্যাতন চালাতে থাকলে তারা নিজেদের দ্বীন রক্ষার তাগিদে শহরের বাইরে গিয়ে বসবাস শুরু করল, যেখানে জীবন-যাপনের সাধারণ সুবিধাসমূহ পাওয়া যেত না। কালক্রমে তাদের কাছে জীবন-যাপনের এই কঠিন ব্যবস্থাই এক স্বতন্ত্র ইবাদতের রূপ পরিগ্রহ করে। পরবর্তীকালের লোকেরা জীবন-যাপনের উপকরণাদি হস্তগত হওয়া সত্ত্বেও এই মনগড়া ইবাদতের জন্য তা পরিহার করতে থাকল। আল্লাহ তাআলা বলছেন, আমি তাদেরকে এরূপ কঠিন জীবনযাত্রার নির্দেশ দেইনি। তারা নিজেরাই এর প্রবর্তন করেছে।

২৫. অর্থাৎ বৈরাগ্যবাদের এ প্রথা প্রথম দিকে তো তারা আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি বিধানের জন্যই অবলম্বন করেছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে তারা এটা পুরোপুরিভাবে রক্ষা করতে পারেনি। রক্ষা করতে না পারার দুটো দিক আছে। (এক) আল্লাহ তাআলার নির্দেশের অনুবর্তী না থাকা। আর এভাবে আল্লাহ তাআলা যে জিনিসকে তাদের জন্য বাধ্যতামূলক করেননি, তারা সেটাকে নিজেদের জন্য বাধ্যতামূলক করে নিল। মনে করল, এরূপ না করলে তাদের একটা মহা ইবাদত ছুটে যাবে। অথচ দ্বীনের মাঝে নিজেদের পক্ষ থেকে কোন জিনিসকে এ রকম জরুরি মনে করা যে, তা না করলে অপরাধ হবে, সম্পূর্ণ নাজায়েয।

(দুই) প্রবর্তিত বিষয়কে যথাযথরূপে পালন না করা। তারা রাহবানিয়াতের যে ব্যবস্থা চালু করেছিল, পরবর্তীকালে কার্যত তার যথাযথ অনুসরণ করতে পারেনি। যেহেতু ব্যবস্থাটাই ছিল স্বভাবের পরিপন্থী, তাই স্বাভাবিকভাবেই মানব-প্রকৃতির সাথে তার সংঘাত দেখা দিল এবং ধীরে ধীরে মানব প্রকৃতির কাছে তা হেরে গেল। নানা বাহানায় প্রকাশ্যে বা গোপনে বিষয়-ভোগ শুরু হয়ে গেল। বিবাহেও নিষেধাজ্ঞা ছিল, যে কারণ

২৮. হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং তার রাসূলের প্রতি ঈমান আন, তাহলে তিনি তোমাদেরকে তাঁর রহমতের দু'টি অংশ দান করবেন।[২৬] তোমাদের জন্য সৃষ্টি করবেন এমন আলো, যার সাহায্যে তোমরা চলবে[২৭] এবং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَاٰمِنُوْا بِرَسُوْلِهٖ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِهٖ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ نُوْرًا تَمْشُوْنَ بِهٖ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۲۸﴾

২৯. তা এজন্য যে, যাতে কিতাবীগণ জানতে পারে, আল্লাহর অনুগ্রহের মধ্যে তাদের কিছুমাত্র এখতিয়ার নেই[২৮] এবং সমস্ত অনুগ্রহ আল্লাহর হাতে, যা তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। আল্লাহ মহা অনুগ্রহের মালিক।

لِّئَلَّا يَعْلَمَ اَهْلُ الْكِتٰبِ اَلَّا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿۲۹﴾

যৌন সম্ভোগের জন্য তারা ব্যভিচারে লিপ্ত হতে লাগল এবং এক সময় তাদের আশ্রমগুলিতে তা মহামারি আকার ধারণ করল। সুতরাং যে উদ্দেশ্যে তারা রাহবানিয়াতের প্রবর্তন করেছিল তা পুরোপুরি ব্যর্থ হয়ে গেল।

২৬. এটা বলা হচ্ছে সেই সকল কিতাবীকে, যারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান এনেছিল। সূরা কাসাস (২৮ : ৫৪)-এও তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তাদেরকে দ্বিগুণ সওয়াব দেওয়া হবে। কেননা প্রথমে তারা হযরত মূসা আলাইহিস সালাম অথবা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের উপর ঈমান এনেছিল, পরে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরও ঈমান এনেছে।

২৭. অর্থাৎ তোমরা যেখানেই যাবে, সে আলো তোমাদের সঙ্গে থাকবে। অথবা এর অর্থ, সে আলো পুলসিরাতকে তোমাদের জন্য আলোকিত করে তুলবে, যার উপর দিয়ে তোমরা সহজে চলতে পারবে।

২৮. কিতাবীদের সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে এ বাক্যে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি ইশারা করা হয়েছে। (এক) যে সকল ইয়াহুদী বা খ্রিস্টান মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান আনেনি, তাদের মধ্যে একটা বড় অংশের ঈমান না আনার কারণ ছিল কেবলই ঈর্ষাকাতরতা। তাদের কথা ছিল শেষ নবী বনী ইসরাঈলদের মধ্যে না এসে হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালামের বংশে কেন আসবেন? তাদেরকে বলা হচ্ছে,

নবুওয়াত আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ। এ অনুগ্রহ তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। এটা তোমাদের এখতিয়ারাধীন বিষয় নয় যে, তোমরা যাকে ইচ্ছা কর তাকেই দিতে হবে।

(দুই) খ্রিস্টানদের মধ্যে এক সময় রেওয়াজ হয়ে গিয়েছিল যে, তাদের পাদ্রী অর্থের বিনিময়ে পাপ থেকে মানুষের মুক্তিপত্র লিখে দিত। মৃত্যুর পর সেই ব্যক্তির সঙ্গে তা কবরে দাফন করে দেওয়া হত। মনে করা হত, পাদ্রীর দেওয়া মুক্তিপত্রের কারণে সেই ব্যক্তির পাপ মোচন হয়ে গেছে। কাজেই আল্লাহ তাআলার কাছে সে ক্ষমা পাবে। এ আয়াত বলছে, আল্লাহ তাআলার করুণা কেবলই তাঁর নিজস্ব ব্যাপার। এতে কোন বান্দার কিছুমাত্র এখতিয়ার নেই। আল্লাহ তাআলা কাকে ক্ষমা করবেন, কে তাঁর রহমত-স্নাত হবে আর কে তার ক্ষমা ও রহমত থেকে বঞ্চিত হয়ে শাস্তিপ্রাপ্ত হবে একচ্ছত্রভাবে সে ফায়সালা তিনিই করবেন।

আলহামদুলিল্লাহ! সূরা 'হাদীদ'-এর তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। করাচি। ২৬শে রবিউস সানী ১৪২৯ হিজরী মোতাবেক ৩রা মে ২০০৮ খ্রি.। শনিবার। (অনুবাদ শেষ হল আজ ১লা মহররম ১৪৩২ হিজরী মোতাবেক ৮ই ডিসেম্বর ২০১০ খ্রি.)। আল্লাহ তাআলা এ খেদমতটুকু কবুল করে নিন, একে মানুষের জন্য ফলদায়ক করুন এবং বাকি সূরাগুলির কাজও নিজ মর্জি মোতাবেক শেষ করার তাওফীক দান করুন– আমীন।

৫৮

সূরা মুজাদালা

সূরা মুজাদালা
পরিচিতি

এ সূরায় প্রধানত চারটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা আছে। (এক) 'জিহার'। প্রাচীন কাল থেকে নিয়ম চলে আসছিল, কোন স্বামী যদি তার স্ত্রীকে লক্ষ করে বলত انت علی کظهرامی 'তুমি আমার জন্য আমার মায়ের পিঠের মত', তবে স্বামীর জন্য সে স্ত্রীকে চিরতরে হারাম মনে করা হত। সূরার শুরুতে এ সম্পর্কিত বিধানই উল্লেখ করা হয়েছে। ইনশাআল্লাহ আয়াতসমূহের টীকায় তা বিস্তারিত আসবে।

(দুই) গোপনীয় কথাবার্তা সংক্রান্ত বিধান। এর প্রেক্ষাপট এই যে, ইয়াহুদী ও মুনাফেকরা পরস্পরে কানে কানে কথা বলত। তাতে মুসলিমদের সন্দেহ হত, তারা তাদের বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র করছে। তাছাড়া কোন কোন সাহাবীও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে একাকী কথা বলতে বা কোন বিষয়ে পরামর্শ করতে চাইতেন। তো এ জাতীয় কথাবার্তার ক্ষেত্রে কী করণীয় এ সূরায় তা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

(তিন) এ সূরার তৃতীয় বিষয়বস্তু হল মুসলিমদের নিজেদের সভা-সমাবেশ ও মজলিস সংক্রান্ত নীতিমালা ও আদব-কায়দা।

(চার) চতুর্থ শেষ আলোচ্য বিষয় হল, মুনাফেকদের মুখোশ উন্মোচন। মুনাফেকরা প্রকাশ্যে নিজেদেরকে মুমিন বলে পরিচয় দিত এবং দাবি করত তারা মুসলিমদের বন্ধুজন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা ঈমান আনেনি এবং তারা পর্দার আড়ালে মুসলিমদের যারা শত্রু ছিল তাদেরই সাহায্য-সহযোগিতা করত।

সূরাটির নাম 'মুজাদালা' (বাদানুবাদ করা)। নামটি নেওয়া হয়েছে সূরার প্রথম আয়াত থেকে। আয়াতটিতে স্বামী সম্পর্কে এক নারীর বাদানুবাদের কথা বিবৃত করা হয়েছে। ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে ১নং টীকায় উল্লেখ করা হবে ইনশাআল্লাহ তাআলা।

৫৮ – সূরা মুজাদালা – ১০৫

মাদানী; ২২ আয়াত; ৩ রুকু

سُوْرَةُ الْمُجَادَلَةِ مَدَنِيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ٢٢ رُكُوْعَاتُهَا ٣

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. (হে নবী!) আল্লাহ সেই নারীর কথা শুনেছেন, যে তার স্বামীর ব্যাপারে তোমার সাথে বাদানুবাদ করছে এবং আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করছে।[১] আল্লাহ তোমাদের কথোপকথন শুনছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু শোনেন, সবকিছু দেখেন।

قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِيْ تُجَادِلُكَ فِيْ زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ۖ وَاللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ۭ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ①

---

১. আয়াতের শানে নুযুল ঃ হযরত খাওলা (রাযি.) একজন মহিলা সাহাবী এবং তিনি ছিলেন হযরত আউস ইবনুস সামিত (রাযি.)-এর স্ত্রী। হযরত আউস বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। একবার রাগের বশে স্ত্রীকে বলে ফেললেন, তুমি আমার জন্য আমার মায়ের পিঠের মত (অর্থাৎ আমি তোমাকে আমার জন্য আমার মায়ের পিঠের মত হারাম করলাম)। স্ত্রীকে লক্ষ করে এরূপ বলাকে জিহার বলা হয়। সেকালে এর দ্বারা স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের জন্য চিরতরে হারাম হয়ে যেত। তারপর আর তাদেরকে মিলানোর কোন উপায় থাকত না। হযরত আউস ইবনুস সামিত (রাযি.) যদিও উত্তেজিত হয়ে জিহার করে ফেলেছিলেন, কিন্তু একটু পরেই তিনি এজন্য অনুতপ্ত হন। ফলে হযরত খাওলা (রাযি.) পেরেশান হয়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ছুটে যান এবং এ বিষয়ে তাঁর কাছে বিধান চান। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ বিষয়ে এখনও পর্যন্ত আমার কাছে কোন বিধান আসেনি। তবে সম্ভাবনা এটাই প্রকাশ করলেন যে, তিনি তার স্বামীর জন্য হারাম হয়ে গেছেন। হযরত খাওলা (রাযি.) বললেন, আমার স্বামী তো আমাকে তালাক দেয়নি। কিন্তু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই একই সম্ভাবনা প্রকাশ করলেন আর হযরত খাওলা (রাযি.)-ও প্রতিবার একই প্রতিউত্তর করলেন। তার এই বারবার একই কথা বলে যাওয়াকে কুরআন মাজীদে বাদানুবাদ শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। সেই সঙ্গে হযরত খাওলা (রাযি.) আল্লাহ তাআলার কাছেও ফরিয়াদ করলেন, হে আল্লাহ! আমি তোমার সাহায্য প্রার্থনা করি আমার এই বিপদে। আমার বাচ্চারা সব ছোট-ছোট। তারা তো ধ্বংস হয়ে যাবে। তিনি বারবার আকাশের দিকে তাকিয়ে বলতে থাকলেন, হে আল্লাহ! আমি আমার এ বিপদের কথা তোমাকেই জানাই। তিনি এভাবে ফরিয়াদ করে যাচ্ছিলেন, এরই মধ্যে আয়াত নাযিল হয়ে গেল এবং জিহারের বিধান ও জিহার প্রত্যাহার করার নিয়ম জানিয়ে দেওয়া হল (তাফসীরে ইবনে কাসীর হতে সংক্ষেপিত)।

اَلَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْكُمْ مِّنْ نِّسَآئِهِمْ مَّا هُنَّ اُمَّهٰتِهِمْ ؕ اِنْ اُمَّهٰتُهُمْ اِلَّا الّٰٓـِٔىْ وَلَدْنَهُمْ ؕ وَاِنَّهُمْ لَيَقُوْلُوْنَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوْرًا ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ۝

২. তোমাদের মধ্যে যারা তাদের স্ত্রীদের সাথে জিহার করে, (তাদের এ কাজ দ্বারা) তাদের সে স্ত্রীগণ তাদের মা হয়ে যায় না। তাদের মা তো তারাই যারা তাদেরকে জন্মদান করেছে। প্রকৃতপক্ষে তারা এমন কথা বলে, যা অতি মন্দ ও মিথ্যা।[২] নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি মার্জনাকারী, অতি ক্ষমাশীল।

وَالَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَآسَّا ؕ ذٰلِكُمْ تُوْعَظُوْنَ بِهٖ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝

৩. যারা তাদের স্ত্রীদের সাথে জিহার করে, তারপর তারা তাদের সে কথা প্রত্যাহার করে নেয়, তাদের কর্তব্য একটি গোলাম আযাদ করা- তারা (স্বামী-স্ত্রী) একে অন্যকে স্পর্শ করার আগে।[৩] এই উপদেশ তোমাদেরকে দেওয়া হচ্ছে। তোমরা যা-কিছু কর আল্লাহ সে সম্পর্কে পরিপূর্ণ অবগত।

فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ

৪. যে ব্যক্তি এ সামর্থ্য রাখে না, তাকে একটানা দু'মাস রোযা রাখতে হবে- তারা (স্বামী-স্ত্রী) একে অন্যকে স্পর্শ

---

২. অর্থাৎ এরূপ কথা বলা গোনাহ। তবে পরের আয়াতেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, কেউ এরূপ গোনাহ করার পর তা হতে তাওবা করলে আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করে দেন।

৩. এবার জিহারের বিধান জানানো হচ্ছে। জিহার করার পর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার অন্তরঙ্গ কার্যাবলী, যথা চুম্বন, আলিঙ্গন, সহবাস ইত্যাদি জায়েয থাকে না। হাঁ, জিহার প্রত্যাহার করে নিলে পূর্বেকার অবস্থা ফিরে আসে এবং এসব আবার জায়েয হয়ে যায়। তবে সেজন্য কাফফারা দেওয়া জরুরি। কী কাফফারা দিতে হবে? আয়াতে বলা হয়েছে, কারও পক্ষে যদি একটি গোলাম আযাদ করা সম্ভব হয়, তবে তাকে গোলাম আযাদের দ্বারা কাফফারা আদায় করতে হবে। যদি কোন ব্যক্তির পক্ষে তা সম্ভব না হয়, (যেমন আজকাল গোলামের কোন অস্তিত্বই নেই) তবে তাকে একটানা দু'মাস রোযা রাখতে হবে। আর যদি বার্ধক্য, অসুস্থতা ইত্যাদির কারণে কারও পক্ষে রোযা রাখাও সম্ভব না হয়, তবে সে ষাটজন মিসকীনকে দু'বেলা পেট ভরে খানা খাওয়াবে; এর দ্বারাও কাফফারা আদায় হয়ে যাবে। কাফফারা আদায়ের পর স্বামী-স্ত্রী একে অপরের জন্য হালাল হয়ে যায়।

أَنْ يَّتَمَاسَّا ۚ فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا ۚ ذٰلِكَ لِتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۚ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ۚ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ أَلِيْمٌ ④

করার আগে। যে ব্যক্তি সে ক্ষমতাও রাখে না তার কর্তব্য ষাটজন মিসকীনকে খানা খাওয়ানো। এটা এজন্য, যাতে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আন। এটা আল্লাহর স্থিরীকৃত সীমা। আর কাফেরদের জন্য আছে যন্ত্রণাময় শাস্তি।

إِنَّ الَّذِيْنَ يُحَآدُّوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ كُبِتُوْا كَمَا كُبِتَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنْزَلْنَآ اٰيٰتٍ بَيِّنٰتٍ ۚ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ⑤

৫. নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করে, তারা লাঞ্ছিত হবে, যেমন লাঞ্ছিত হয়েছিল তাদের পূর্ববর্তীগণ। আমি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ নাযিল করেছি। কাফেরদের জন্য আছে লাঞ্ছনাকর শাস্তি।

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا ۚ أَحْصٰهُ اللّٰهُ وَنَسُوْهُ ۚ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ⑥

৬. সেই দিন, যে দিন আল্লাহ তাদের সকলকে পুনর্জীবিত করবেন, তারপর তারা যা-কিছু করত সে সম্বন্ধে তাদেরকে অবহিত করবেন। আল্লাহ তা গুণে গুণে সংরক্ষণ করেছেন। আর তারা তা ভুলে গেছে। আল্লাহ সবকিছুর সাক্ষী।

[১]

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ مَا يَكُوْنُ مِنْ نَّجْوٰى ثَلٰثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَآ أَدْنٰى مِنْ ذٰلِكَ وَلَآ أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ

৭. তুমি কি দেখনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে তা আল্লাহ জানেন? কখনও তিনজনের মধ্যে এমন কোন গোপন কথা হয় না, যাতে চতুর্থ জন হিসেবে তিনি উপস্থিত না থাকেন এবং কখনও পাঁচ জনের মধ্যে এমন কোনও গোপন কথা হয় না, যাতে ষষ্ঠজন হিসেবে তিনি উপস্থিত না

مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ۖ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ⑦

থাকেন। এমনিভাবে তারা এর কম হোক বা বেশি, তারা যেখানেই থাকুক, আল্লাহ তাদের সঙ্গে থাকেন।[৪] অতঃপর কিয়ামতের দিন তিনি তাদেরকে অবহিত করবেন তারা যা-কিছু করত। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু জানেন।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا

৮. তুমি কি দেখনি তাদেরকে, যাদেরকে কানে কানে কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছিল, তারপরও তারা তাদেরকে যা করতে নিষেধ করা হয়েছিল তাই করে? তারা পরস্পরে এমন বিষয়ে কানাকানি করে, যা গোনাহ, সীমালংঘন ও রাসূলের অবাধ্যতা এবং (হে রাসূল!) তারা তোমার কাছে যখন আসে, তখন তারা তোমাকে এমন কথা দ্বারা সালাম করে, যা দ্বারা আল্লাহ তোমাকে সালাম করেননি[৫] এবং তারা

---

৪. মদীনা মুনাওয়ারায় হিজরত করার পর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তথাকার ইয়াহুদীদের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন। কিন্তু ইয়াহুদীদের অন্তরে মুসলিমদের প্রতি যে হিংসা-বিদ্বেষ বদ্ধমূল ছিল, সে কারণে তারা তাদের বিরুদ্ধে নানা রকম অপতৎপরতা চালাত ও তাদেরকে বিভিন্নভাবে কষ্ট দেওয়ার চেষ্টা করত। মুসলিমদেরকে উত্যক্ত করার একটা কৌশল তাদের এই ছিল যে, মুসলিমদেরকে দেখলেই তারা পরস্পরে এমনভাবে কানাকানি করত ও ইশারা দিত, যা দেখে মুসলিমদের মনে হত তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। কোন কোন মুনাফেকও এ রকম করত। এতে যেহেতু মুমিনদের কষ্ট হত, তাই তাদেরকে এরূপ করতে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছিল। তা সত্ত্বেও তারা এরূপ করেই যাচ্ছিল। তারই পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয়।

৫. ইয়াহুদীদের আরেকটি দুষ্কর্ম ছিল এরূপ, তারা মুমিনদের সঙ্গে সাক্ষাতকালে 'আস-সালামু আলাইকুম' না বলে বলত 'আস-সামু আলাইকুম'। 'আস-সালামু আলাইকুম'-এর অর্থ 'তোমার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক'। আর 'আস-সামু আলাইকুম'-এর অর্থ তোমার মরণ হোক'। উভয়ের মধ্যে শুধুমাত্র 'লা'-এর প্রভেদ থাকায় শ্রোতা সাধারণত তা উপলব্ধি করতে পারত না। ফলে সে 'ওয়া আলাইকুমুস সালাম' বলে জবাব দিত। এতে তারা নিজেদের মধ্যে হেসে গড়াগড়ি খেত আর এভাবে নিজেদের মনের ঝাল মেটানোর চেষ্টা করত। এ আয়াতে তাদের সেই ইতরামির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

اللهُ بِمَا نَقُوْلُ ۭ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ ۚ يَصْلَوْنَهَا ۚ فَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۝

মনে মনে বলে, আমরা যা বলছি সেজন্য আল্লাহ আমাদেরকে শাস্তি দিচ্ছেন না কেন?[৬] জাহান্নামই তাদের (শাস্তি দানের) জন্য যথেষ্ট। তারা তাতেই গিয়ে পৌঁছবে এবং তা অতি নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থল।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُوْلِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۭ وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِيْۤ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ۝

৯. হে মুমিনগণ! তোমরা পরস্পরে যখন কানে কানে কথা বল, তখন এমন বিষয়ে কানাকানি করবে না, যাতে গোনাহ, সীমালংঘন ও রাসূলের অবাধ্যতা হয়। বরং কানাকানি করবে সৎকর্ম ও তাকওয়া সম্বন্ধে এবং আল্লাহকে ভয় কর, যার কাছে তোমাদেরকে একত্র করে নিয়ে যাওয়া হবে।

اِنَّمَا النَّجْوٰى مِنَ الشَّيْطٰنِ لِيَحْزُنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَيْسَ بِضَآرِّهِمْ شَيْـًٔا اِلَّا بِاِذْنِ اللهِ ۭ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝

১০. এরূপ কানাকানি হয় শয়তানের প্ররোচনায়, যাতে সে মুমিনদেরকে দুঃখ দিতে পারে। কিন্তু সে আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে পারে না। মুমিনদের উচিত কেবল আল্লাহরই উপর ভরসা করা।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِي الْمَجٰلِسِ

১১. হে মুমিনগণ! তোমাদেরকে যখন বলা হয়, মজলিসে অন্যদের জন্য স্থান সংকুলান করে দাও, তখন স্থান

---

৬. উপরে বর্ণিত অপকর্মগুলো তো করতই, সেই সঙ্গে আরও বলত, আমাদের এসব কাজ অন্যায় হলে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এজন্য শাস্তি দেন না কেন? আমাদেরকে যেহেতু শাস্তি দেওয়া হচ্ছে না, তার দ্বারা প্রমাণ হয়ে যায় আমরা অন্যায় কিছু করছি না; আমরা ন্যায়ের উপরই আছি।

فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ ۚ وَاِذَا قِيْلَ انْشُزُوْا فَانْشُزُوْا يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ ۙ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿۱۱﴾

সংকুলান করে দিও।[৭] আল্লাহ তোমাদের জন্য স্থান সংকুলান করে দেবেন এবং যখন বলা হয়, উঠে যাও, তখন উঠে যেও। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে ও যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে মর্যাদায় উন্নত করবেন। তোমরা যা-কিছু কর আল্লাহ সে সম্বন্ধে পরিপূর্ণ অবগত।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُوْلَ فَقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوٰىكُمْ صَدَقَةً ؕ ذٰلِكَ

১২. হে মুমিনগণ! তোমরা যখন নবীর সঙ্গে নিভৃতে কোন কথা বলতে চাবে, তখন নিভৃতে কথা বলার আগে কিছু

---

৭. এ আয়াতের প্রেক্ষাপট নিম্নরূপ, একবার মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে নববীর চত্বরে, যাকে 'সুফফা' বলা হয়ে থাকে, অবস্থান করছিলেন। তার আশপাশে বহু সাহাবীও বসা ছিলেন। এ অবস্থায় আরও কয়েকজন সাহাবী এসে উপস্থিত হলেন, যারা বদরের যুদ্ধে শরীক ছিলেন এবং তাদের উচ্চ মর্যাদার অধিকারী মনে করা হত। মজলিসে বসার জায়গা না পেয়ে তাঁরা দাঁড়িয়ে থাকলেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মজলিসের লোকদেরকে বললেন, তারা যেন চাপাচাপি করে বসে আগন্তুকদেরকে বসার সুযোগ করে দেয়। তারপরও যখন তাদের বসার মত যথেষ্ট জায়গা হল না, তখন তিনি কাউকে কাউকে বললেন, তারা যেন উঠে জায়গা খালি করে দেয়। মজলিসে কিছু মুনাফেকও ছিল। তাদের কাছে বিষয়টা খারাপ লাগল। বসা লোককে উঠিয়ে অন্যকে বসতে দেওয়া হবে– এটা তারা মানতে পারছিল না। বস্তুত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিজের সাধারণ নিয়মও এরূপ ছিল না। সম্ভবত সে দিন মুনাফেকরা আগত সাহাবীগণকে বসতে দিতে কুণ্ঠাবোধ করছিল। আর সে কারণে তিনি তাদেরকে উঠিয়ে দিয়ে থাকবেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ঐ আয়াত নাযিল হয়। এতে এক তো সাধারণ নিয়ম বলে দেওয়া হয়েছে যে, মজলিসে উপস্থিত লোকদের উচিত আগন্তুকদেরকে বসার সুযোগ করে দেওয়া। দ্বিতীয় হুকুম দেওয়া হয়েছে, মজলিস-প্রধান যদি আগন্তুকদের জন্য জায়গা খালি করার প্রয়োজন বোধ করেন, তবে আগে থেকে বসা লোকদেরকেও তিনি উঠে যাওয়ার হুকুম দিতে পারেন। আর তখন তাদের কর্তব্য হয়ে যাবে নিজেরা উঠে গিয়ে আগন্তুকদেরকে বসতে দেওয়া। তবে নতুন আগমনকারী নিজে থেকে কাউকে উঠিয়ে দেওয়ার এখতিয়ার রাখে না। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাদীসে এ রকমই শিক্ষা দিয়েছেন।

خَيْرٌ لَّكُمْ وَاَطْهَرُ ؕ فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ⑫

সদকা দিয়ে দেবে।[৮] এটা তোমাদের জন্য উৎকৃষ্ট ও পবিত্রতম পন্থা। তবে তোমাদের কাছে (সদকা করার মত) কিছু না থাকলে তো আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

ءَاَشْفَقْتُمْ اَنْ تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوٰىكُمْ صَدَقٰتٍ ؕ فَاِذْ لَمْ تَفْعَلُوْا وَتَابَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ⑬

১৩. তোমরা নিভৃতে কথা বলার আগে সদকা করতে কি ভয় পাচ্ছ? তোমরা যখন তা করতে পারনি এবং আল্লাহ তাআলাও তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, তখন নামায কায়েম করতে থাক, যাকাত দিতে থাক এবং আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করে যাও।[৯] তোমরা যা-কিছু কর আল্লাহ সে সম্বন্ধে পরিপূর্ণ অবগত।

---

৮. যারা নিভৃতে কথা বলার জন্য মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সময় চাইত, অনেক সময় তারা অহেতুকভাবে তাঁর থেকে বেশি সময় নিয়ে নিত। তাঁর নীতি ছিল, কেউ তাঁর সঙ্গে কথা বললে, তিনি নিজে থেকে তার কথা কেটে দিতেন না। কেউ কেউ এর থেকে অন্যায় সুযোগ গ্রহণ করত। কিছু মুনাফেকও এদের মধ্যে ছিল। তাই এ আয়াতে হুকুম দেওয়া হয়েছিল, কেউ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে নিভৃতে কথা বলতে চাইলে সে যেন তার আগে গরীবদেরকে কিছু দান-খয়রাত করে আসে। সেই সঙ্গে এটাও বলে দেওয়া হয়েছিল যে, কারও দান-খয়রাত করার সামর্থ্য না থাকলে তার কথা আলাদা। সে এই হুকুমের আওতায় পড়বে না। কী পরিমাণ সদকা করতে হবে তা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়নি। অবশ্য হযরত আলী (রাযি.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের থেকে এরূপ সময় নিলে এক দীনার সদকা করেছিলেন। এ নির্দেশের উদ্দেশ্য ছিল, যাতে কেউ অপ্রয়োজনীয় কাজে তাঁর মূল্যবান সময় নষ্ট করতে না পারে এবং যাদের সত্যিকারের প্রয়োজন থাকে, কেবল তারাই তাঁর থেকে সময় গ্রহণ করে, তবে পরবর্তীতে এ হুকুমটি রহিত করে দেওয়া হয়, যেমন সামনের টীকায় আসছে।

৯. পূর্বের আয়াতে সদকা করার যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, এ আয়াত তা মানসুখ (রহিত) করে দিয়েছে। কেননা যে উদ্দেশ্যে এ নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল তা পূরণ হয়ে গিয়েছিল। লোকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের থেকে সময় নেওয়ার ব্যাপারে সতর্ক হয়ে গিয়েছিল। মুনাফেকরাও বুঝে ফেলেছিল, এরপরও তারা আগের মত দুষ্কৃতি চালাতে থাকলে তাদের মুখোশ খুলে দেওয়া হবে। কাজেই এ আয়াত জানাচ্ছে, এখন আর সদকা করা জরুরী নয়। তবে অন্যান্য দ্বীনী কার্যাবলী, যথা নামায, যাকাত ইত্যাদি করে যেতে থাক।

[২]

১৪. তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা আল্লাহ যে সম্প্রদায়ের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন তাদেরকে বন্ধু বানিয়ে নিয়েছে? তারা তাদের দলেরও নয় এবং তোমাদের দলেরও নয়।[১০] তারা জেনে শুনে মিথ্যা বিষয়ের উপর কসম করে।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ط مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٤﴾

১৫. আল্লাহ তাদের জন্য কঠোর শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন। বস্তুত তারা যে কাজ করত তা অতি মন্দ।

أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ط إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾

১৬. তারা তাদের কসমসমূহকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে,[১১] অতঃপর তারা অন্যদেরকে আল্লাহর পথ থেকে নিবৃত্ত করে। সুতরাং তাদের জন্য আছে এমন শাস্তি, যা তাদেরকে লাঞ্ছিত করে ছাড়বে।

اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿١٦﴾

১৭. আল্লাহর মোকাবেলায় তাদের অর্থ-সম্পদ ও তাদের সন্তান-সন্ততি তাদের কোন কাজে আসবে না। তারা হবে জাহান্নামবাসী। তারা সর্বদাই তাতে থাকবে।

لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ط أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ط هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٧﴾

---

১০. ইশারা মুনাফেকদের প্রতি। তারা ইয়াহুদীদের সাথে বন্ধুত্বের গাঁটছড়া বেঁধে রেখেছিল এবং তারই ফলশ্রুতিতে সর্বদা মুমিনদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকত।

১১. অর্থাৎ ঢাল দ্বারা যেমন তরবারীর আঘাত প্রতিহত করা হয়, তেমনি তারা ষড়যন্ত্র চালাতে থাকা সত্ত্বেও মিথ্যা কসমের মাধ্যমে মুমিনদের কাছে নিজেদেরকে তাদের অকৃত্রিম বন্ধু ও তাদেরই দলের লোক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস পায় এবং এভাবে নিজেদেরকে তাদের পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ হতে রক্ষা করে।

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا فَيَحْلِفُوْنَ لَهٗ كَمَا يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ وَ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ عَلٰى شَيْءٍ ؕ اَلَاۤ اِنَّهُمْ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ ﴿۱۸﴾

১৮. যে দিন আল্লাহ তাদেরকে পুনর্জীবিত করবেন, সে দিন তাঁর সামনেও তারা এভাবে কসম করবে, যেমন তোমাদের সামনে কসম করে। তারা মনে করবে কোন আশ্রয় পেয়ে গেছে। মনে রেখ, তারা সম্পূর্ণ মিথ্যাবাদী।

اِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطٰنُ فَاَنْسٰىهُمْ ذِكْرَ اللّٰهِ ؕ اُولٰٓئِكَ حِزْبُ الشَّيْطٰنِ ؕ اَلَاۤ اِنَّ حِزْبَ الشَّيْطٰنِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿۱۹﴾

১৯. শয়তান তাদের উপর পুরোপুরি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছে। ফলে সে তাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল করে রেখেছে। তারা শয়তানের দল। মনে রেখ, শয়তানের দলই অকৃতকার্য হয়।

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحَآدُّوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗۤ اُولٰٓئِكَ فِى الْاَذَلِّيْنَ ﴿۲۰﴾

২০. নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা হীনতম লোকদের অন্তর্ভুক্ত।

كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِيْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ ﴿۲۱﴾

২১. আল্লাহ লিখে দিয়েছেন, আমি ও আমার রাসূলগণ অবশ্যই জয়যুক্ত হব। নিশ্চিতভাবে জেনে রেখ আল্লাহ অতি শক্তিমান, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُّؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَآدُّوْنَ مَنْ حَآدَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَوْ كَانُوْۤا اٰبَآءَهُمْ اَوْ اَبْنَآءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيْرَتَهُمْ ؕ اُولٰٓئِكَ كَتَبَ فِىْ قُلُوْبِهِمُ الْاِيْمَانَ

২২. যারা আল্লাহ ও আখেরাত দিবসে ঈমান রাখে, তাদেরকে তুমি এমন পাবে না যে, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখছে। হোক না তারা তাদের পিতা বা তাদের পুত্র বা তাদের ভাই কিংবা তাদের

وَاَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ ؕ وَيُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ؕ اُولٰٓئِكَ حِزْبُ اللّٰهِ ؕ اَلَآ اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿۲۲﴾

স্বগোত্রীয়।[১২] তারাই এমন, আল্লাহ যাদের অন্তরে ঈমানকে খোদাই করে দিয়েছেন এবং নিজ রূহ দ্বারা তাদের সাহায্য করেছেন।❖ তিনি তাদেরকে প্রবেশ করাবেন এমন জান্নাতে, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত থাকবে। তাতে তারা সর্বদা থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেছে। তারা আল্লাহর দল। স্মরণ রেখ, আল্লাহর দলই কৃতকার্য হয়।

---

১২. অমুসলিমদের সাথে কী রকম বন্ধুত্ব জায়েয ও কী রকম বন্ধুত্ব জায়েয নয়, তা বিস্তারিতভাবে সূরা আলে ইমরান (৩ : ২৮)-এর টীকায় লেখা হয়েছে।

❖ অর্থাৎ অদৃশ্য নূর দান করেছেন, যা দ্বারা তারা এক বিশেষ রকমের অতীন্দ্রিয় জীবন লাভ করে। অথবা রূহুল কুদস (হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম)-এর দ্বারা তাদের সাহায্য করেছেন– (অনুবাদক, তাফসীরে উছমানী হতে গৃহীত)।

আলহামদুলিল্লাহ! সূরা মুজাদালার তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। আবীনা (টোকিও হতে সামান্য দূরে অবস্থিত একটি শহর), জাপান। ৪ জুমাদাল উলা ১৪২৯ হিজরী মোতাবেক ১০ই মে ২০০৮ খ্রি. (অনুবাদ শেষ হল আজ ২রা মহররম ১৪৩২ হিজরী মোতাবেক ৯ই ডিসেম্বর ২০১০ খ্রি.)। আল্লাহ তাআলা এ খেদমতটুকু কবুল করুন, একে মানুষের জন্য উপকারী বানান এবং অবশিষ্ট সূরাগুলির কাজও নিজ মর্জি মোতাবেক শেষ করার তাওফীক দিন– আমীন।

৫৯
সূরা হাশর

সূরা হাশর
পরিচিতি

এ সূরাটি মদীনা মুনাওয়ারায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিজরতের দ্বিতীয় বছর নাযিল হয়েছে। মদীনা মুনাওয়ারায় বহুসংখ্যক ইয়াহুদী বসবাস করত। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের লক্ষে একটি চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন। তাতে একটি ধারা এ রকমও ছিল, মদীনা মুনাওয়ারা শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হলে উভয় পক্ষ সম্মিলিতভাবে তা প্রতিরোধ করবে। ইয়াহুদীরা তা কবুল করে নিয়েছিল। কিন্তু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ইয়াহুদীদের অন্তর ছিল হিংসা-বিদ্বেষে ভরা। তারা সর্বদা তাঁর বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্র করত। পর্দার আড়ালে মক্কা মুকাররমার মূর্তিপূজকদের সঙ্গে তারা বন্ধুত্ব রক্ষা করে চলত এবং তাদেরকে মুমিনদের বিরুদ্ধে উস্কানী দিত। তারা মূর্তিপূজকদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তোমরা যদি মদীনায় হামলা কর, তবে আমরা তোমাদের সর্বাত্মক সহযোগিতা করব। ইয়াহুদীদের একটি গোত্রের নাম ছিল বনূ নাজীর। একবার মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুক্তির শর্ত অনুযায়ী বিশেষ একটি কাজে সহযোগিতার জন্য তাদের কাছে আলাপ-আলোচনার জন্য গিয়েছিলেন। তখন তারা চক্রান্ত করেছিল যে, তিনি আলোচনার জন্য যখন বসবেন, তখন উপর থেকে এক ব্যক্তি তাঁর উপর পাথরের একটি চাঁই গড়িয়ে দেবে, যাতে তিনি শহীদ হয়ে যান। আল্লাহ তাআলা ওহীর মাধ্যমে তাঁকে তাদের এ চক্রান্তের কথা জানিয়ে দেন। সুতরাং তিনি কালবিলম্ব না করে সেখান থেকে উঠে চলে আসেন। এ ঘটনার পর তিনি বনূ নাজীরকে সাফ জানিয়ে দেন, তোমাদের আমাদের চুক্তি অকার্যকর হয়ে গেল। তোমাদেরকে একটা সময় দিলাম। এর মধ্যে তোমরা মদীনা মুনাওয়ারা ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাও। অন্যথায় তোমাদের উপর আমাদের আক্রমণ চালাতে কোন বাধা থাকবে না। কিছু সংখ্যক মুনাফেক বনূ নাজীরের সঙ্গে সাক্ষাত করে বলল, তোমরা এখানেই থাকতে থাক। কোথাও যাওয়ার দরকার নেই। নিশ্চিত থাক, মুসলিমগণ তোমাদের উপর হামলা চালালে আমরা তোমাদের পাশে থাকব। তাদের কথায় বনূ নাজীর আশ্বস্ত হয়ে গেল। কাজেই তারা নির্দিষ্ট সময় পার হওয়ার পরও মদীনা মুনাওয়ারা ত্যাগ করল না। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেয়াদ শেষে তাদের দূর্গ অবরোধ করলেন। মুনাফেকরা তাদের কোন রকম সাহায্য করল না। শেষ পর্যন্ত তারা অস্ত্র ত্যাগ করল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের নির্বাসনের হুকুম দিলেন। তবে এই অনুমতি দিলেন যে, তারা অস্ত্র-শস্ত্র ছাড়া অন্যান্য মালামাল সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবে। এই ঘটনার পটভূমিতেই সূরা হাশর নাযিল হয়েছে। সূরায় এ ঘটনার উপর আলোকপাত করা হয়েছে এবং এ সম্পর্কে বহু নির্দেশনাও দেওয়া হয়েছে।

'হাশর'-এর আভিধানিক অর্থ একত্র করা, সমবেত করা। এ সূরার ২ নং আয়াতে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, যার ব্যাখ্যা ইনশাআল্লাহ তাআলা ২নং আয়াতের টীকায় আসবে। এরই থেকে সূরাটির নাম রাখা হয়েছে সূরা হাশর। কোন কোন সাহাবী থেকে বর্ণিত আছে, তারা এটিকে সূরা বনূ নাজীরও বলতেন।

৫৯ – সূরা হাশর – ১০১

سُوْرَةُ الْحَشْرِ مَدَنِيَّةٌ

মাদানী; আয়াত ২৪; ৩ রুকু

اٰيَاتُهَا ٢٤ رُكُوْعَاتُهَا ٣

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ①

১. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে, সবই তার তাসবীহ পাঠ করে। তিনিই ক্ষমতার মালিক, হেকমতেরও মালিক।

هُوَ الَّذِيْٓ اَخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِاَوَّلِ الْحَشْرِ ۭ مَا ظَنَنْتُمْ اَنْ يَّخْرُجُوْا وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ مَّانِعَتُهُمْ حُصُوْنُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ فَاَتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوْا وَقَذَفَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُوْنَ بُيُوْتَهُمْ بِاَيْدِيْهِمْ وَاَيْدِي الْمُؤْمِنِيْنَ ۤ

২. তিনিই কিতাবীদের মধ্যে যারা কাফের তাদেরকে প্রথম সমাবেশেই তাদের ঘর-বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করেছেন।[১] (হে মুসলিমগণ!) তোমরা কল্পনাও করনি তারা বের হয়ে যাবে। তারাও মনে করেছিল তাদের দূর্গগুলি তাদেরকে আল্লাহ হতে রক্ষা করবে। অতঃপর আল্লাহ তাদের কাছে এমন দিক থেকে আসলেন যা তারা ধারণাও করতে পারেনি। আল্লাহ তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করলেন। ফলে তারা নিজেদের হাতে নিজেদের ঘর-বাড়ি

---

১. 'প্রথম সমাবেশ'-এর দু'রকম ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কোন কোন মুফাসসির বলেন, এর দ্বারা মুসলিম বাহিনীর সমাবেশ বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ ইয়াহুদীদের সাথে তাদের যুদ্ধের দরকার হয়নি; বরং প্রথমে যখন তারা তাদেরকে উৎখাতের জন্য সমবেত হয়, তখনই তারা পরাজয় মেনে নেয়। কিন্তু অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে এর দ্বারা নির্বাসিত হওয়ার জন্য বনূ নাজীরের ইয়াহুদীদের নিজেদের সমাবেশকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ নির্বাসিত হওয়ার জন্য এটাই ছিল ইয়াহুদীদের প্রথম সমাবেশ। এর আগে তাদের কখনও এরূপ সমাবেশের দরকার পড়েনি। এর ভেতর সূক্ষ্ম ইঙ্গিত রয়েছে যে, এটা ছিল তাদের প্রথম নির্বাসন। এরপর তাদেরকে আরও এক নির্বাসনের সম্মুখীন হতে হবে। সুতরাং হযরত উমর (রাযি.)-এর আমলে তাদেরকে পুনরায় খায়বার থেকে নির্বাসিত করা হয়।

فَاعْتَبِرُوْا يٰۤاُولِي الْاَبْصَارِ ②

ধ্বংস করে ফেলছিল এবং মুসলিমদের হাতেও।[২] সুতরাং হে চক্ষুষ্মানেরা! তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।

وَلَوْ لَاۤ اَنْ كَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَآءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا ؕ وَلَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ③

৩. আল্লাহ যদি তাদের ভাগ্যে নির্বাসন না লিখতেন, তবে দুনিয়াতেই তাদেরকে শাস্তি দিতেন।[৩] অবশ্য পরকালে তাদের জন্য জাহান্নামের শাস্তি রয়েছে।

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَآقُّوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۚ وَمَنْ يُّشَآقِّ اللّٰهَ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ④

৪. তা এই জন্য যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে শত্রুতা করেছে। কেউ আল্লাহর সাথে শত্রুতা করলে আল্লাহ তো কঠোর শাস্তিদাতা।

مَا قَطَعْتُمْ مِّنْ لِّيْنَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَآئِمَةً عَلٰۤى اُصُوْلِهَا فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَلِيُخْزِيَ الْفٰسِقِيْنَ ⑤

৫. তোমরা যে খেজুর গাছ কেটেছ কিংবা যেগুলি মূলের উপর খাড়া রেখে দিয়েছ, তা তো আল্লাহরই হুকুমে ছিল[৪] এবং তা এজন্য যে, আল্লাহ অবাধ্যদেরকে লাঞ্ছিত করতে চেয়েছিলেন।

وَمَاۤ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْهُمْ فَمَاۤ اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَّلَا رِكَابٍ وَّلٰكِنَّ اللّٰهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهٗ

৬. আল্লাহ তাঁর রাসূলকে তাদের যে সম্পদ 'ফায়' হিসেবে দিয়েছেন, তার জন্য তোমরা না ঘোড়া হাঁকিয়েছ, না উট,

---

২. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়াহুদীদেরকে তাদের পক্ষে যে মালামাল সঙ্গে নিয়ে যাওয়া সম্ভব তা নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন। তাই তারা এমনকি ঘরের দরজা পর্যন্ত খুলে নিয়েছিল।

৩. অর্থাৎ মুসলিমদের হাতে তাদেরকে নিপাত করাতেন।

৪. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বনূ নাজীরের দূর্গ অবরোধ করেন, তখন আশপাশের কিছু খেজুর গাছ কাটতে হয়েছিল। এতে কিছু লোক এই বলে আপত্তি জানায় যে, ফলের গাছ কাটা সমীচীন হয়নি। তারই জবাবে এ আয়াত নাযিল হয়েছে। এতে বলা হচ্ছে, যেসব গাছ কাটা হয়েছে, তা আল্লাহ তাআলার হুকুমেই কাটা হয়েছে। কোন ন্যায়সঙ্গত জিহাদে যুদ্ধ কৌশল হিসেবে যদি এরূপ করতে হয়, তবে তা দোষের নয়।

عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۝

কিন্তু আল্লাহ নিজ রাসূলগণকে যার উপর ইচ্ছা আধিপত্য দান করেন।[৫] আল্লাহ সর্ববিষয়ে পরিপূর্ণ ক্ষমতাবান।

مَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ كَىْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةًۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَآءِ مِنْكُمْ ؕ وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ۚ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝

৭. আল্লাহ তাঁর রাসূলকে অন্যান্য জনপদবাসীদের থেকে 'ফায়' হিসেবে যে সম্পদ দিয়েছেন, তা আল্লাহর, তাঁর রাসূলের, (রাসূলের) আত্মীয়বর্গের, ইয়াতীমদের, অভাবগ্রস্তদের ও মুসাফিরদের প্রাপ্য, যাতে সে সম্পদ তোমাদের মধ্যকার কেবল বিত্তবানদের মধ্যেই আবর্তন না করে। রাসূল তোমাদেরকে যা দেয়, তা গ্রহণ কর আর তোমাদেরকে যা থেকে নিষেধ করে তা হতে বিরত থাক এবং আল্লাহকে ভয় করে চল। নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।

لِلْفُقَرَآءِ الْمُهٰجِرِيْنَ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا

৮. (তাছাড়া 'ফায়'-এর সম্পদ) সেই গরীব মুহাজিরদের প্রাপ্য, যাদেরকে তাদের ঘর-বাড়ি ও অর্থ-সম্পদ থেকে উচ্ছেদ

---

৫. বিনা যুদ্ধে শত্রুপক্ষ যে মালামাল ছেড়ে যায় তাকে 'ফায়' বলে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনূ নাজীরের ইয়াহুদীদেরকে তাদের মালামাল সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন। কাজেই তাদের পক্ষে যা-কিছু নেওয়া সম্ভব ছিল তা নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু জমি-জমা তো নিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। কাজেই তা ছেড়ে গেল। এ জমি-জমাই 'ফায়' রূপে মুসলিমদের হস্তগত হয়। আল্লাহ তাআলা মুসলিমদেরকে তাঁর এই অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, তিনি মুসলিমদেরকে এ সম্পদ সম্পূর্ণ বিনা মেহনতে দান করেছেন। এটা অর্জন করার জন্য তাদের কোনরূপ যুদ্ধ-বিগ্রহ করতে হয়নি। আয়াতে যে ঘোড়া ও উট হাঁকানোর কথা বলা হয়েছে, তা দ্বারা যুদ্ধ-কার্যক্রম বোঝানো উদ্দেশ্য। অতঃপর 'ফায়'-এর মালামাল কাদের মধ্যে বণ্টন করতে হবে, পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তাআলা তার তালিকা প্রদান করেছেন।

وَّيَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۭ اُولٰۗىِٕكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ ۝

করা হয়েছে।[৬] তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর সন্তুষ্টি সন্ধান করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাহায্য করে। তারাই সত্যাশ্রয়ী।

وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُ الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُوْنَ فِيْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ اُوْتُوْا وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰٓي اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ڲ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰۗىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝

৯. (এবং 'ফায়'-এর সম্পদ) তাদেরও প্রাপ্য, যারা পূর্ব থেকেই এ নগরে (অর্থাৎ মদীনায়) ঈমানের সাথে অবস্থানরত আছে।[৭] যে-কেউ হিজরত করে তাদের কাছে আসে, তাদেরকে তারা ভালোবাসে এবং যা-কিছু তাদেরকে (অর্থাৎ মুহাজিরদেরকে) দেওয়া হয়, তার জন্য নিজেদের অন্তরে কোন চাহিদা বোধ করে না এবং তাদেরকে তারা নিজেদের উপর প্রাধান্য দেয়, যদিও তাদের অভাব-অনটন থাকে।[৮] যারা স্বভাবগত কার্পণ্য হতে মুক্তি লাভ করে, তারাই তো সফলকাম।

---

৬. অর্থাৎ সেই সাহাবীগণ, যাদেরকে কাফেরগণ মক্কা মুকাররমা ছেড়ে আসতে বাধ্য করেছে, ফলে তাঁরা তাদের ঘর-বাড়ি ও জায়েদাদ থেকে বঞ্চিত হয়ে গেছেন।

৭. এর দ্বারা আনসার সাহাবীগণকে বোঝানো হয়েছে, যারা মদীনা মুনাওয়ারার মূল বাসিন্দা ছিলেন এবং আগত মুহাজিরদেরকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছেন।

৮. বস্তুত সমস্ত আনসারই ঈছার (পরার্থপরায়ণতা)-গুণের অধিকারী ছিলেন, সর্বদা নিজের উপর অন্যের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দিতেন। হাদীসগ্রন্থসমূহে বিশেষভাবে এক সাহাবীর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁর ঘরে সামান্য কিছু খাবার ছিল, তা সত্ত্বেও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীগণকে নিজ-নিজ বাড়িতে মেহমান নিয়ে যেতে ও তাদেরকে আপ্যায়ন করতে উৎসাহ দিলে, তিনিও কয়েকজন মেহমান বাড়িতে নিয়ে আসলেন। তারপর নিজেরা অভুক্ত থেকে মেহমানদের খাওয়ালেন আর তাদের অভুক্ত থাকার বিষয়টা যাতে মেহমানগণ টের না পান সেই লক্ষে খাওয়ার সময় ইচ্ছাকৃতভাবে বাতি নিভিয়ে রাখলেন। এ আয়াতে তাদের সেই ঈছারেরই প্রশংসা করা হয়েছে।

وَالَّذِيْنَ جَآءُوْ مِنْۢ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَآ اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٠﴾

১০. এবং (ফায়-এর সম্পদ) তাদেরও প্রাপ্য, যারা তাদের (অর্থাৎ মুজাহির ও আনসারদের) পরে এসেছে।[৯] তারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! ক্ষমা কর আমাদেরকে এবং আমাদের সেই ভাইদেরকেও, যারা আমাদের আগে ঈমান এনেছে এবং আমাদের অন্তরে ঈমানদারদের প্রতি কোন হিংসা-বিদ্বেষ রেখ না। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি অতি মমতাবান, পরম দয়ালু।

[১]

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ نَافَقُوْا يَقُوْلُوْنَ لِاِخْوَانِهِمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَئِنْ اُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيْعُ فِيْكُمْ اَحَدًا اَبَدًا ۙ وَّاِنْ قُوْتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ ؕ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿١١﴾

১১. তুমি কি দেখনি মুনাফেকদেরকে যারা কিতাবীদের মধ্যকার তাদের কাফের ভাইদেরকে বলে, তোমাদেরকে যদি বহিষ্কার করা হয়, তবে আমরাও তোমাদের সাথে বের হয়ে যাব এবং তোমাদের সম্পর্কে কখনও অন্য কারও কথা মানব না আর তোমাদের সাথে যদি যুদ্ধ করা হয়, তবে আমরা তোমাদের সাহায্য করব। আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন, তারা বিলকুল মিথ্যুক।

---

৯. এর দ্বারা এক তো যারা সাহাবায়ে কেরামের পরে জন্মগ্রহণ করেছেন বা তাদের পরে ইসলাম গ্রহণ করেছেন তাদেরকে বোঝানো হয়েছে। তাদেরকেও 'ফায়' থেকে অংশ দেওয়া হবে। দ্বিতীয়ত এর অর্থ এটাও যে, 'ফায়'-এর যে পরিমাণ বায়তুল মালে সংরক্ষিত থাকবে, তা পরবর্তী কালের মুসলিমদের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হবে। হযরত উমর ফারূক (রাযি.) এ আয়াতের ভিত্তিতেই ইরাকের জমি-জিরাত মুজাহিদদের মধ্যে বণ্টন না করে তার উপর খারাজ (কর) ধার্য করেছিলেন, যাতে তা বায়তুল মালে জমা হয়ে সমস্ত মুসলিমের কাজে আসে। এ মাসআলা সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য 'মাআরিফুল কুরআন' এবং বান্দার রচিত 'মিলকিয়াতে যমীন কী শরয়ী হায়ছিয়াত' পুস্তিকাখানি পড়া যেতে পারে।

لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ ۚ وَلَئِن قُوتِلُوا لَا يَنصُرُونَهُمْ ۚ وَلَئِن نَّصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ⑫

১২. বস্তুত তাদেরকে (অর্থাৎ কিতাবীদেরকে) বহিষ্কার করা হলে তারা (অর্থাৎ মুনাফেকগণ) তাদের সাথে বের হবে না[১০] এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করা হলে তারা তাদেরকে সাহায্যও করবে না আর যদি সাহায্য করতে আসেও, তবে অবশ্যই পিছন ফিরে পালাবে। অতঃপর তারা কোন সাহায্য পাবে না।

لَأَنتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ⑬

১৩. (হে মুসলিমগণ!) প্রকৃতপক্ষে তাদের অন্তরে আল্লাহর চেয়ে তোমাদের ভয়ই বেশি। তা এজন্য যে, তারা এমনই এক সম্প্রদায়, যাদের বুঝ-সমঝ নেই।

لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُّحَصَّنَةٍ أَوْ مِن وَرَاءِ جُدُرٍ ۚ بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ ۚ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ ⑭

১৪. তারা সকলে একাট্টা হয়েও তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে না, তবে এমন জনপদে (করবে), যা প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত অথবা দেওয়ালের আড়ালে লুকিয়ে। তাদের আপসের মধ্যে বিরোধ প্রচণ্ড। তুমি তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ মনে কর, অথচ তাদের অন্তর বহুধা বিভক্ত। তা এজন্য যে, তারা এমনই এক সম্প্রদায় যাদের আকল-বুদ্ধি নেই।

---

১০. অর্থাৎ মুনাফেকরা ইয়াহুদীদেরকে যখন সাহায্য করার নিশ্চয়তা দিচ্ছিল তখনও সাহায্য করার কোন ইচ্ছা তাদের মনে ছিল না এবং ভবিষ্যতেও এরূপ কোন পরিস্থিতি দেখা দিলে তখন তারা কারও সাহায্য করবে না। আসলে কারও সাহায্য করার হিম্মতই তারা রাখে না।

كَمَثَلِ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيْبًا ذَاقُوْا وَبَالَ اَمْرِهِمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١٥﴾

১৫. তাদের অবস্থা তাদের সামান্য পূর্বে যারা নিজেদের কৃতকর্মের পরিণাম ভোগ করেছে, তাদেরই মত।[১১] আর তাদের জন্য আছে যন্ত্রণাময় শাস্তি।

كَمَثَلِ الشَّيْطٰنِ اِذْ قَالَ لِلْاِنْسَانِ اكْفُرْ ۚ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّنْكَ اِنِّيْٓ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٦﴾

১৬. তাদের তুলনা হল শয়তান। সে মানুষকে বলে, কাফের হয়ে যা। তারপর যখন সে কাফের হয়ে যায়, তখন বলে, তোর সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমি আল্লাহকে ভয় করি, যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক।[১২]

فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَآ اَنَّهُمَا فِى النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيْهَا ؕ وَذٰلِكَ جَزٰٓؤُا الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٧﴾

১৭. সুতরাং তাদের উভয়ের পরিণাম এই যে, তারা জাহান্নামবাসী হবে, যাতে তারা স্থায়ী হয়ে থাকবে। এটাই অত্যাচারীদের শাস্তি।

[২]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ

১৮. হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং প্রত্যেকেই ভেবে দেখুক আগামী কালের জন্য সে কী অগ্রিম পাঠিয়েছে

---

১১. ইশারা বনূ কায়নুকা নামক আরেকটি ইয়াহুদী গোত্রের প্রতি। তারাও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতামূলক চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল। কিন্তু তারা সে চুক্তি ভঙ্গ করে নিজেরাই মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেছিল এবং তাতে পরাস্তও হয়েছিল। তাদেরকেও মদীনা মুনাওয়ারা হতে উচ্ছেদ করা হয়েছিল।

১২. শয়তানের খাসলত হল প্রথমে মানুষকে কুফর ও গোনাহে লিপ্ত হতে প্ররোচনা দেওয়া। তার দ্বারা প্ররোচিত হয়ে কেউ যখন কোন গোনাহ করে ফেলে এবং সে কারণে তাকে কোন দুর্ভোগের সম্মুখীন হতে হয়, তখন আর শয়তান তার সাথে কোন সম্পর্ক রাখে না। এরূপ এক ঘটনা সূরা আনফালে (৮ : ৪৮) বদরের যুদ্ধ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। আখেরাতে তো সে কাফেরদের দায়-দায়িত্ব নিতে সরাসরিই অস্বীকার করবে, যেমন সূরা ইবরাহীমে (১৪ : ২২) গত হয়েছে। মুনাফেকদের চরিত্রও ঠিক সে রকমই। শুরুতে তারা ইয়াহুদীদেরকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে উস্কানি দিতে থাকে। কিন্তু ইয়াহুদীদের যখন সাহায্যের প্রয়োজন হল, তখন এমনই ডিগবাজি খেল, যেন তাদেরকে চেনেই না।

مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

এবং আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চিতভাবে জেনে রেখ, তোমরা যা-কিছু কর সে সম্পর্কে তিনি পুরোপুরি অবগত।

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١٩﴾

১৯. তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা আল্লাহকে ভুলে গিয়েছিল, ফলে আল্লাহ তাকে আত্মভোলা করে দেন।[১৩] বস্তুত তারাই অবাধ্য।

لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۚ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٢٠﴾

২০. জাহান্নামবাসী ও জান্নাতবাসীগণ সমান হতে পারে না। জান্নাতবাসীগণই কৃতকার্য।

لَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

২১. আমি যদি এ কুরআনকে অবতীর্ণ করতাম কোন পাহাড়ের উপর, তবে তুমি দেখতে তা আল্লাহর ভয়ে অবনত ও বিদীর্ণ হয়ে গেছে। আমি এসব দৃষ্টান্ত মানুষের জন্য এ কারণে বর্ণনা করি যে, তারা যেন চিন্তা-ভাবনা করে।

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۖ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ ﴿٢٢﴾

২২. তিনিই আল্লাহ, যিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তিনি গুপ্ত ও প্রকাশ্য সব কিছুর জ্ঞাতা। তিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

---

১৩. অর্থাৎ তাদের নিজেদের জন্য কোনটা উপকারী ও কোনটা ক্ষতিকর সে ব্যাপারে গাফেল ও উদাসীন হয়ে যায় আর সেই উদাসীনতার ভেতর এমন সব কাজ করতে থাকে, যা তাদের জন্য ধ্বংসকর।

২৩. তিনিই আল্লাহ, যিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তিনি বাদশাহ, পবিত্রতার অধিকারী, শান্তিদাতা, নিরাপত্তাদাতা, সকলের রক্ষক, মহা ক্ষমতাবান, সকল দোষ-ত্রুটি হতে সংশোধনকারী, গৌরবান্বিত, তারা যে শিরক করে তা থেকে আল্লাহ পবিত্র।

هُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَیْمِنُ الْعَزِیْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا یُشْرِكُوْنَ ﴿۲۳﴾

২৪. তিনিই আল্লাহ, যিনি সৃষ্টিকর্তা, অস্তিত্বদাতা, রূপদাতা,[১৪] সর্বাপেক্ষা সুন্দর নামসমূহ তাঁরই, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে তা তাঁর তাসবীহ পাঠ করে এবং তিনিই ক্ষমতাময়, হেকমতের মালিক।

هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰی ؕ یُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۚ وَ هُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ ﴿۲۴﴾

---

১৪. এখানে আল্লাহ তাআলার 'আল-আসমাউল হুসনা' (সুন্দরতম নামসমূহ)-এর মধ্য হতে কয়েকটি উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা তার তরজমা লিখেছি, কিন্তু তরজমা নাম নয়। মূল নাম তাই, যা আয়াতে প্রদত্ত হয়েছে, অর্থাৎ আর রহমান, আর রাহীম, আল-মালিক, আল-কুদ্দুস, আস-সালাম, আল-মুমিন, আল-মুহায়মিন, আল-আযীয, আল-জাব্বার, আল-মুতাকাব্বির, আল-খালিক, আল-বারি, আল-মুসাউবির। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার নিরানব্বইটি নাম বর্ণনা করেছেন। সেগুলোকে 'আল-আসমাউল হুসনা' বলা হয়।

আলহামদুলিল্লাহ! সূরা হাশরের তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। জাপানের 'কোবে' শহর থেকে 'কোইউহামা' যাওয়ার পথে রেলে। ৮ই জুমাদাল উলা ১৪২৯ হিজরী মোতাবেক ১৫ই মে ২০০৮ খ্রি. (অনুবাদ শেষ হল আজ ৫ই মহররম ১৪৩২ হিজরী মোতাবেক ১২ই ডিসেম্বর ২০০৮ খ্রি.)। আল্লাহ তাআলা নিজ অনুগ্রহে এ খেদমতটুকু কবুল করে নিন, একে মানুষের জন্য উপকারী বানিয়ে দিন এবং অবশিষ্ট সূরাগুলির কাজও নিজ মর্জি মোতাবেক শেষ করার তাওফীক দান করুন- আমীন।

৬০
সূরা মুমতাহিনা

সূরা মুমতাহিনা
পরিচিতি

এ সূরাটি নাযিল হয়েছে হুদায়বিয়ার সন্ধি ও মক্কা বিজয়ের মধ্যবর্তীকালে। সূরা ফাতহের পরিচিতিতে উভয় ঘটনার বৃত্তান্ত উল্লেখ করা হয়েছে। এ সূরার মূল বিষয়বস্তু দু'টি। (এক) হুদায়বিয়ার সন্ধিতে একটি শর্ত ছিল, মক্কা মুকাররামা থেকে কোন লোক ইসলাম গ্রহণ করে মদীনা মুনাওয়ারায় আসলে মুসলিমগণ তাকে ফেরত পাঠাতে বাধ্য থাকবে। তবে এ শর্ত নারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। কোন নারী ইসলাম গ্রহণ করে মদীনা মুনাওয়ারায় আসলে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুসন্ধান করে দেখবেন সে আসলেই ইসলাম গ্রহণ করেছে কিনা, নাকি তার আগমনের উদ্দেশ্য অন্য কিছু? যদি অনুসন্ধানে প্রমাণিত হয় সে বাস্তবিকই ইসলাম গ্রহণ করেছে, তবে তাকে ফেরত পাঠানো হবে না। এক্ষেত্রে প্রশ্ন হয়, সেই মহিলা যদি বিবাহিতা হয়, তবে তার বিবাহ এবং মোহরানা ইত্যাদির ব্যাপারে বিধান কী? এ সূরায় এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে যে সকল মুসলিমের স্ত্রী ইসলাম গ্রহণ করেনি; বরং মুশরিকই রয়ে গেছে, তাদের সম্পর্কে জানানো হয়েছে যে, তাদের বিবাহ অকার্যকর হয়ে গেছে। মুশরিক অবস্থায় তারা মুসলিম পুরুষের বিবাহাধীন থাকতে পারে না। এ সূরায় যেহেতু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তিনি যেন সেই সকল নারীকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেন তারা সত্যিই ইসলাম গ্রহণ করেছে কি না, তাই এ সূরার নাম সূরা মুমতাহিনা অর্থাৎ পরীক্ষা গ্রহণকারী সূরা।

(দুই) সূরার দ্বিতীয় মৌলিক বিষয়বস্তু হল কাফেরদের সাথে মুসলিমদের মেলামেশা ও সম্পর্ক স্থাপনের নীতিমালা। অর্থাৎ তাদের সাথে কী রকমের সম্পর্ক রাখা মুসলিমদের জন্য জায়েয এবং কী রকম সম্পর্ক রাখা নাজায়েয। সূরার সূচনাই করা হয়েছে এ বিষয়ের দ্বারা। বলা হয়েছে যে, শত্রুদের সাথে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক রাখা কিছুতেই সমীচীন নয়। এ সংক্রান্ত আয়াতসমূহ নাযিল করার প্রেক্ষাপট এই যে, মক্কা মুকাররমার কাফেরগণ হুদায়বিয়ার সন্ধিকে দু' বছর যেতে না যেতেই ভঙ্গ করেছিল। ফলে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, এখন আর সে সন্ধি চুক্তি কার্যকর থাকল না। অতঃপর তিনি কালবিলম্ব না করে কাফেরদের বিরুদ্ধে এক চূড়ান্ত হামলার প্রস্তুতি গ্রহণ শুরু করে দিলেন। কুরাইশ কাফেরগণ যাতে তাঁর প্রস্তুতি গ্রহণের কথা জানতে না পারে, সেজন্য তিনি বেশ সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন। এ সময়কারই কথা। মক্কা মুকাররমা থেকে 'সারা' নাম্নী এক মহিলা মদীনা মুনাওয়ারায় আসল। সে গান-বাজনা জানত এবং তা দ্বারাই রোজগার করত। মহিলাটি জানাল, সে ইসলাম গ্রহণ করে আসেনি, বরং সে মারাত্মক অর্থ কষ্টে ভুগছে। কারণ বদর যুদ্ধের পর মক্কার কুরাইশের মউজের দিন শেষ হয়ে গেছে। এখন আর তাদের গান-বাজনার আসর জমে না। তাই কেউ আর তাকে গান গাইতে ডাকে না। এভাবে তার রোজগার বন্ধ হয়ে গেছে। উপায়ান্তর না দেখে সে মদীনাবাসীর কাছে সাহায্যের জন্য

এসেছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনূ আবদুল মুত্তালিবকে উৎসাহ দিলেন তারা যেন তাকে সাহায্য করে। সুতরাং কিছু নগদ অর্থ ও কাপড়-চোপড় দিয়ে তাকে বিদায় করা হল।

অপর দিকে মুহাজিরদের মধ্যে হযরত হাতিব ইবনে আবু বালতাআ (রাযি.) নামে এক সাহাবী ছিলেন, যিনি মূলত ইয়েমেনের বাসিন্দা ছিলেন এবং সেখান থেকে মক্কা মুকাররমায় এসে বসবাস শুরু করেছিলেন। মক্কা মুকাররমায় তার স্বগোত্রীয় লোকের বসবাস ছিল না। পরবর্তীতে হিজরতের হুকুম হলে হযরত হাতিব (রাযি.) নিজে তো মদীনা মুনাওয়ারায় চলে এসেছিলেন, কিন্তু তাঁর পরিবারবর্গ সেখানেই থেকে গিয়েছিল। তাঁর ভয় ছিল মক্কাবাসী কাফেরগণ তাদের উপর জুলুম-নির্যাতন চালাতে পারে। অপরাপর যে সকল মুহাজির সাহাবীর পরিবার-পরিজন মক্কা মুকাররমায় থেকে গিয়েছিল তাদের দুশ্চিন্তা তুলনামূলক কম ছিল। কেননা তাদের গোত্রের লোকজন যেহেতু মক্কা মুকাররমায় বসবাস করত, তাই তাদের আশা ছিল তারা তাদের পরিবার-পরিজনকে কাফেরদের জুলুম থেকে হেফাজত করবে। কিন্তু হাতিব ইবনে আবু বালতাআ (রাযি.)-এর পরিবারবর্গের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এই সুবিধাটা ছিল না। কাজেই 'সারা' নাম্নী স্ত্রীলোকটি যখন মক্কা মুকাররমায় ফিরে যাওয়ার জন্য তৈরি হল, তখন হযরত হাতিব (রাযি.)-এর মনে হঠাৎ এই খেয়াল জাগল যে, আমি এর মারফত কুরাইশ নেতাদের কাছে একটা চিঠি পাঠাই না কেন? তিনি ভারছিলেন, আমি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুদ্ধ প্রস্তুতির কথা যদি গোপনে তাদেরকে জানিয়ে দেই, তাতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন ক্ষতি নেই। কেননা আল্লাহ তাআলা তাঁকে মক্কা বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তাঁর সে প্রতিশ্রুতি পূরণ হবেই। অথচ এ চিঠি লেখার ফলে মক্কাবাসীর প্রতি আমার একটা অনুগ্রহ হবে আর এ অনুগ্রহের ফলে তারা আমার পরিবারবর্গের প্রতি সদয় আচরণ করবে; অন্তত তাদের ক্ষতি করা হতে বিরত থাকবে। সুতরাং তিনি কুরাইশ নেতৃবর্গের কাছে পৌছানোর জন্য একখানা চিঠি লিখে সারার হাতে সমর্পণ করলেন। ওদিকে আল্লাহ তাআলা ওহী মারফত তাঁর এ গোপন চিঠির কথা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানিয়ে দিলেন এবং এটাও বলে দিলেন যে, সারা সে চিঠি নিয়ে 'রাওযাতুখাখ' নামক স্থান পর্যন্ত পৌছে গেছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৎক্ষণাৎ হযরত আলী (রাযি.), হযরত মারছাদ (রাযি.) ও হযরত যুবায়ের (রাযি.)কে রওয়ানা হয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন এবং স্ত্রী লোকটির কাছ থেকে চিঠিটি জব্দ করে নিয়ে আসতে বললেন। তাঁরা গিয়ে ঠিকই তাকে সেখানে পেলেন এবং চিঠিটিও জব্দ করতে সক্ষম হলেন। হযরত হাতিব (রাযি.)-কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি দোষ স্বীকার করলেন এবং এটা করার ওই কারণই দর্শালেন, যা উপরে বর্ণনা করা হয়েছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর অকৃত্রিমতার কারণে তাঁকে ক্ষমা করে দিলেন। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই সূরাটির প্রথম দিকের আয়াতসমূহ নাযিল হয়েছে।

৬০ – সূরা মুমতাহিনা – ৯১

মাদানী; ১৩ আয়াত; রুকু ২

سُوْرَةُ الْمُمْتَحِنَةِ مَدَنِيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ١٣ رُكُوْعَاتُهَا ٢

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. হে মুমিনগণ! তোমরা যদি আমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমার পথে জিহাদের জন্য (ঘর থেকে) বের হয়ে থাক, তবে আমার শত্রু ও তোমাদের নিজেদের শত্রুকে এমন বন্ধু বানিও না যে, তাদের কাছে ভালোবাসার বার্তা পৌঁছাতে শুরু করবে, অথচ তোমাদের কাছে যে সত্য এসেছে তারা তা এমনই প্রত্যাখ্যান করেছে যে, রাসূলকে এবং তোমাদেরকেও কেবল এই কারণে (মক্কা হতে) বের করে দিচ্ছে যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছ। তোমরা গোপনে তাদের সাথে বন্ধুত্ব কর, অথচ তোমরা যা-কিছু গোপনে কর ও যা-কিছু প্রকাশ্যে কর আমি তা ভালোভাবে জানি। তোমাদের মধ্যে কেউ এমন করলে সে সরল পথ থেকে বিচ্যুত হল।[১]

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّيْ وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَآءَ تُلْقُوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوْا بِمَا جَآءَكُمْ مِّنَ الْحَقِّ ۚ يُخْرِجُوْنَ الرَّسُوْلَ وَاِيَّاكُمْ اَنْ تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ رَبِّكُمْ ؕ اِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِيْ سَبِيْلِيْ وَابْتِغَآءَ مَرْضَاتِيْ ۗ تُسِرُّوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ ۖ وَاَنَا اَعْلَمُ بِمَاۤ اَخْفَيْتُمْ وَمَاۤ اَعْلَنْتُمْ ؕ وَمَنْ يَّفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ①

---

১. হযরত হাতিব ইবনে আবু বালতাআ (রাযি.)-এর যে ঘটনার প্রেক্ষাপটে এ আয়াতসমূহ নাযিল হয়েছে, তা সূরার পরিচিতিতে উল্লেখ করা হয়েছে। এ আয়াতে পরিষ্কার জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, কাফেরদেরকে অন্তরঙ্গ বন্ধু বানানো যাবে না। তাদের সাথে বন্ধুত্বের সীমারেখা কী হবে, তা বিস্তারিতভাবে সূরা আলে ইমরান (৩ : ২৮)-এর টীকায় বর্ণিত হয়েছে।

إِنْ يَّثْقَفُوْكُمْ يَكُوْنُوْا لَكُمْ أَعْدَآءً وَّيَبْسُطُوْٓا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوْٓءِ وَوَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ ﴿٢﴾

২. তোমাদেরকে বাগে পেলে তারা তোমাদের শত্রু হয়ে যাবে এবং নিজেদের হাত ও মুখ বিস্তার করে তোমাদেরকে কষ্ট দেবে। তাদের কামনা এটাই যে, তোমরা কাফের হয়ে যাও।

لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَآ أَوْلَادُكُمْ ۚ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿٣﴾

৩. কিয়ামতের দিন তোমাদের আত্মীয়-স্বজন ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি তোমাদের কোন কাজে আসবে না। আল্লাহই তোমাদের মধ্যে ফায়সালা করবেন। তোমরা যা-কিছু করছ আল্লাহ তা ভালোভাবে দেখছেন।

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيْٓ إِبْرٰهِيْمَ وَ الَّذِيْنَ مَعَهٗ ۚ إِذْ قَالُوْا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءٰٓؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۫ كَفَرْنَا بِكُمْ وَ بَدَا بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَآءُ أَبَدًا حَتّٰى تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗٓ إِلَّا قَوْلَ إِبْرٰهِيْمَ لِأَبِيْهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللّٰهِ

৪. তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তার সঙ্গীদের মধ্যে উত্তম আদর্শ আছে, যখন সে নিজ সম্প্রদায়কে বলেছিল, তোমাদের সঙ্গে এবং তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদের উপাসনা করছ তাদের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদের (আকীদা-বিশ্বাস) অস্বীকার করি। আমাদের ও তোমাদের মধ্যে চিরকালের জন্য শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়ে গেছে, যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে। তবে ইবরাহীম তার পিতাকে অবশ্যই বলেছিল, আমি আল্লাহর কাছে আপনার জন্য মাগফিরাতের দুআ করব, যদিও আমি আল্লাহর সামনে আপনার কোন উপকার করার এখতিয়ার রাখি না।[২]

---

২. অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যদিও নিজ সম্প্রদায় ও জ্ঞাতী-গোষ্ঠীর সাথে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা দিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু প্রথম দিকে নিজ পিতার মাগফিরাতের জন্য

مِنْ شَيْءٍ ۭ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَ اِلَيْكَ اَنَبْنَا وَ اِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ④

হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আপনারই উপর নির্ভর করেছি, আপনারই দিকে আমরা রুজূ হয়েছি এবং আপনারই কাছে আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে।

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ اغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ⑤

৫. হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদেরকে কাফেরদের পরীক্ষার পাত্র বানাবেন না এবং হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ক্ষমা করুন। নিশ্চয়ই কেবল আপনিই এমন, যার ক্ষমতা পরিপূর্ণ, হেকমতও পরিপূর্ণ।

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْهِمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَ الْيَوْمَ الْاٰخِرَ ۭ وَمَنْ يَّتَوَلَّ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ⑥

৬. (হে মুসলিমগণ!) নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য তাদের (কর্মপন্থার) মধ্যে আছে উত্তম আদর্শ, প্রত্যেক এমন ব্যক্তির জন্য, যে আল্লাহ ও আখেরাত দিবসের আশা রাখে। আর কেউ মুখ ফিরিয়ে নিলে (সে যেন মনে রাখে), আল্লাহ সকলের থেকে মুখাপেক্ষীতাহীন, আপনিই প্রশংসার্হ।

[১]

عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَ الَّذِيْنَ عَادَيْتُمْ مِّنْهُمْ مَّوَدَّةً ۭ وَاللّٰهُ قَدِيْرٌ ۭ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ⑦

৭. অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ তোমাদের এবং যাদের সঙ্গে তোমাদের শত্রুতা আছে, তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে দেবেন। আল্লাহ সর্বশক্তিমান এবং আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[৩]

দুআ করার ওয়াদাও করেছিলেন। তবে যখন তাঁর জানা হয়ে গেল তাঁর পিতা স্থায়ীভাবেই আল্লাহ তাআলার শত্রু এবং তার ভাগ্যে ঈমান নেই, তখন তিনি তার জন্য দুআ করা থেকেও ক্ষান্ত হয়ে যান। বিষয়টা সূরা তাওবায় (৯ : ১১৪) গত হয়েছে।

৩. অর্থাৎ মক্কা মুকাররমায় যারা এখন শত্রুতা করে যাচ্ছে, আশা করা যায় তাদের মধ্যে কিছু লোক ঈমান আনবে এবং তারা শত্রুতার বদলে বন্ধুত্ব শুরু করে দেবে। বাস্তবিকই মক্কা

৮. যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের ঘর-বাড়ি থেকে বহিষ্কার করেনি, তাদের সঙ্গে সদাচরণ করতে ও তাদের প্রতি ইনসাফ করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ইনসাফকারীদেরকে ভালোবাসেন।[৪]

لَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْٓا اِلَيْهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ۝٨

৯. আল্লাহ তোমাদেরকে কেবল তাদের সাথেই বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেছেন, যারা দ্বীনের ব্যাপারে তাদের সাথে যুদ্ধ করেছে, তোমাদেরকে তোমাদের ঘর-বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে এবং তোমাদেরকে বের করার কাজে একে অন্যের সহযোগিতা করেছে। যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে তারা জালেম।

اِنَّمَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ قٰتَلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَاَخْرَجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظٰهَرُوْا عَلٰٓى اِخْرَاجِكُمْ اَنْ تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۝٩

১০. হে মুমিনগণ! মুমিন নারীগণ হিজরত করে তোমাদের কাছে আসলে তোমরা তাদেরকে পরীক্ষা করে নিও। তাদের ঈমান সম্পর্কে আল্লাহই ভালো জানেন। অতঃপর তোমরা যদি

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا جَآءَكُمُ الْمُؤْمِنٰتُ مُهٰجِرٰتٍ فَامْتَحِنُوْهُنَّ ؕ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِهِنَّ ۚ فَاِنْ عَلِمْتُمُوْهُنَّ مُؤْمِنٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوْهُنَّ اِلَى الْكُفَّارِ ؕ

বিজয়ের পর এদের অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করেছিল এবং দ্বীনের সেবায় অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিল।

৪. অর্থাৎ যেসব অমুসলিম মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করে না এবং তাদেরকে অন্য কোনওভাবে কষ্টও দেয় না, তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করা ও ইনসাফের পরিচয় দেওয়া আল্লাহ তাআলার আদৌ অপছন্দ নয়; বরং মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের সাথেই ইনসাফ রক্ষা করা অবশ্য কর্তব্য।

لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۖ وَاٰتُوْهُمْ مَّآ اَنْفَقُوْا ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ اِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ ۚ وَلَا تُمْسِكُوْا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسْـَٔلُوْا مَآ اَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْـَٔلُوْا مَآ اَنْفَقُوْا ۚ ذٰلِكُمْ حُكْمُ اللّٰهِ ۖ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۚ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ⑩

জানতে পার তারা মুমিন, তবে তোমরা তাদেরকে কাফেরদের কাছে ফেরত পাঠিও না। তারা কাফেরদের জন্য বৈধ নয় এবং কাফেরগণও তাদের জন্য বৈধ নয়।[৫] তারা (অর্থাৎ কাফেরগণ মোহরানা বাবদ তাদের জন্য) যা ব্যয় করেছে তা তাদেরকে ফিরিয়ে দিও।[৬] আর তাদেরকে তোমাদের বিয়ে করাতে কোন গোনাহ নেই, যখন তোমরা তাদেরকে তাদের মোহরানা প্রদান করবে। তোমরা কাফের নারীদের সম্ভ্রম নিজেদের কব্জায় রেখে দিও না। তোমরা (তাদের মোহরানা বাবদ) যা ব্যয় করেছিলে তা (তাদের নতুন স্বামীদের থেকে চেয়ে নাও[৭] এবং

---

৫. এ আয়াত দ্ব্যর্থহীনভাবে জানিয়ে দিয়েছে, কোন মুসলিম নারী অমুসলিম পুরুষের বিবাহাধীন থাকতে পারে না। কাজেই কোন অমুসলিম ব্যক্তির স্ত্রী ইসলাম গ্রহণ করলে তার স্বামীকেও ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দেওয়া হবে। সে স্ত্রীর ইদ্দতের ভেতর ইসলাম গ্রহণ করলে তার বিবাহ বলবৎ থাকবে। কিন্তু সে যদি এই সময়ের মধ্যে ইসলাম গ্রহণ না করে তবে মুসলিম স্ত্রীর সাথে তার বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে। ইদ্দতের পর সে স্ত্রী কোন মুসলিম পুরুষকে বিবাহ করতে পারবে।

৬. কোন বিবাহিতা নারী ইসলাম গ্রহণের পর মদীনা মুনাওয়ারায় চলে আসলে স্বামীদের সাথে তাদের বিবাহ বাতিল হয়ে যেত। তবে তখন যেহেতু মক্কা মুকাররমার কাফেরদের সাথে সন্ধি চুক্তি ছিল, তাই তাদেরকে এই সুযোগ দেওয়া হয়েছিল যে, তারা মোহরানা বাবদ স্ত্রীদেরকে যা দিয়েছিল, তা ফেরত চাবে। কাজেই নতুন স্বামীকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, স্ত্রীকে তার যে মোহরানা প্রদেয় হবে তা তার স্ত্রীর প্রাক্তন অমুসলিম স্বামীকে দিয়ে দেবে।

৭. এ আয়াত নাযিলের আগে বহু সাহাবী এমন ছিলেন, যারা নিজেরা ইসলাম গ্রহণ করলেও তাদের স্ত্রীগণ কাফেরই থেকে গিয়েছিল; কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের বিবাহ বলবৎ ছিল। অবশেষে এ আয়াত নাযিল হয়ে স্পষ্ট হুকুম দিয়ে দিল যে, এখন আর কোন মূর্তিপূজারিণী কোন মুসলিম ব্যক্তির স্ত্রীরূপে থাকতে পারবে না। পূর্বে মুশরিকদের ব্যাপারে যেমন হুকুম দেওয়া হয়েছিল যে, তারা তাদের ইসলাম গ্রহণকারী স্ত্রীদেরকে যে মোহরানা দিয়েছিল, তা তাদেরকে ফেরত দিতে হবে, তেমনিভাবে মুসলিমদের সাথে তাদের যে অমুসলিম স্ত্রীদের

তারাও (তাদের ইসলাম গ্রহণকারী স্ত্রীদের উপর) যা কিছু ব্যয় করেছিল তা (তাদের নতুন মুসলিম স্বামীদের থেকে) চেয়ে নিক। এটা আল্লাহর ফায়সালা। তিনিই তোমাদের মধ্যে ফায়সালা দান করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, হেকমতের মালিক।

وَاِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ اِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَاٰتُوا الَّذِيْنَ ذَهَبَتْ اَزْوَاجُهُمْ مِّثْلَ مَآ اَنْفَقُوْا ط وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اَنْتُمْ بِهٖ

১১. তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে কেউ যদি তোমাদের হাতছাড়া হয়ে কাফেরদের কাছে চলে যায়, তারপর তোমাদের সুযোগ আসে[৮] তবে যাদের স্ত্রীগণ চলে গেছে, তাদেরকে, তারা (তাদের স্ত্রীদের জন্য) যা ব্যয় করেছিল, তার

বিবাহ বাতিল হয়ে গেল, তাদের ক্ষেত্রেও একই রকম নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কেননা এ ক্ষেত্রেও ইনসাফের দাবি ছিল যে, মুসলিম স্বামীগণ তাদেরকে যে মোহরানা দিয়েছিল, তাদের নতুন স্বামীগণ তা প্রাক্তন স্বামীদেরকে ফিরিয়ে দেবে। তাই মুসলিম স্বামীদেরকে আদেশ করা হয়েছে, তারা তাদের প্রাক্তন স্ত্রীদের নতুন স্বামীদের কাছে মোহরানা ফেরত চাবে। সুতরাং এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর এরূপ সাহাবীগণ তাদের অমুসলিম স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়ে দিলেন, কিন্তু তাদেরকে যেসব মুশরিক পুরুষ বিবাহ করেছিল তারা মুসলিমদেরকে মোহরানা ফেরত দেয়নি। তাই পরবর্তী বাক্যে আদেশ করা হয়েছে, যে সকল মুসলিমের স্ত্রীগণ কাফের থাকার কারণে কাফেরদের সাথে বিবাহ সম্পন্ন করে নিয়েছে এবং তাদের নতুন স্বামীগণ তাদের প্রাক্তন স্বামীদেরকে মোহরানা ফেরত দেয়নি, তারা তাদের প্রাপ্য উসূল করার জন্য এই পন্থা অবলম্বন করতে পারে যে, কোন নারী ইসলাম গ্রহণ করে মদীনায় আসলে এবং কোন মুসলিম ব্যক্তির সাথে তার বিবাহ হয়ে গেলে, এই নতুন স্বামীর কাছ থেকে তা চেয়ে নেবে। অর্থাৎ এই স্বামীর তো করণীয় ছিল সে মোহরানা তার স্ত্রীর প্রাক্তন স্বামীকে দিয়ে দেওয়া, কিন্তু এখন সে তা তাকে না দিয়ে, সেই মুসলিমকে দিয়ে দেবে, যার স্ত্রী কাফের হওয়ার কারণে কোন কাফের ব্যক্তিকে বিবাহ করেছে এবং তার নতুন স্বামী সেই মুসলিমকে উপরে বর্ণিত নিয়ম অনুসারে মোহরানা ফেরত দেয়নি। এভাবে মুসলিম ব্যক্তি তার প্রাপ্য অর্থ পেয়ে যাবে আর কাফেরগণ তাদের নিজেদের মধ্যে আপসরফা করে নেবে।

৮. অর্থাৎ তোমাদের প্রদত্ত মোহরানা সেই নারীদের নতুন স্বামীদের কাছ থেকে উসূল করে নেওয়ার সুযোগ আসে।

مُؤْمِنُوْنَ ⑪

সমপরিমাণ অর্থ দিয়ে দেবে।[৯] আল্লাহকে ভয় করে চলো, যার প্রতি তোমার ঈমান এনেছ।

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلٰۤى اَنْ لَّا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْـًٔا وَّلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِيْنَ وَلَا يَقْتُلْنَ اَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَاْتِيْنَ بِبُهْتَانٍ يَّفْتَرِيْنَهٗ بَيْنَ اَيْدِيْهِنَّ وَاَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِيْ مَعْرُوْفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ⑫

১২. হে নবী! মুসলিম নারীগণ যখন তোমার কাছে এই মর্মে বায়আত করতে আসে যে, তারা আল্লাহর সঙ্গে কোনও জিনিসকেই শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, এমন কোন অপবাদ রটাবে না, যা তারা নিজেদের হাত-পায়ের মাঝখান থেকে রচনা করেছে[১০] এবং কোন ভালো কাজে তোমার অবাধ্যতা করবে না, তখন তুমি তাদের বায়আত গ্রহণ করো এবং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে মাগফিরাতের দুআ করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

---

৯. এটা বলা হচ্ছে সেই সকল মুসলিমকে, যারা ইসলাম গ্রহণকারিণী বিবাহিতা নারীদেরকে বিবাহ করেছে এবং তাদের প্রাক্তন স্বামীদের প্রদত্ত মোহরানা ফিরিয়ে দেওয়া তাদের অবশ্য করণীয় হয়ে গেছে। তাদেরকে বলা হচ্ছে যে, তারা মোহরানার অর্থ প্রাক্তন স্বামীদেরকে ফেরত না দিয়ে, বরং তা থেকে যে সকল মুসলিমের স্ত্রী কাফেরদের কাছে চলে গেছে, অথচ কাফেরগণ তাদের মোহরানা ফেরত দেয়নি, সেই মুসলিমদেরকে তাদের প্রদত্ত মোহরানার সমপরিমাণ অর্থ দিয়ে দেবে।

১০. 'হাত-পায়ের মাঝখান থেকে অপবাদ রচনা করা' কথাটি একটি আরবী বাগধারা। এর দু'টি ব্যাখ্যা হতে পারে। (এক) স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে কারও উপর মিথ্যা অপবাদ দেওয়া। (দুই) অন্যের ঔরসজাত সন্তানকে নিজ স্বামীর সন্তান বলে পরিচয় দেওয়া। জাহেলী যুগে কোন কোন নারী অন্যের সন্তানকে নিয়ে এসে বলত, এ আমার স্বামীর সন্তান অথবা ব্যভিচার করত এবং তাতে যে অবৈধ সন্তানের জন্ম হত, তাকে নিজ স্বামীর সন্তান বলে পরিচয় দিত। এস্থলে এই ঘৃণ্য অপরাধ থেকে বিরত থাকার প্রতিশ্রুতি নেওয়া বোঝানো হয়েছে।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَوَلَّوْا۟ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا۟ مِنَ ٱلْءَاخِرَةِ كَمَا يَئِسَ ٱلْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَٰبِ ٱلْقُبُورِ ﴿١٣﴾

১৩. হে মুমিনগণ! আল্লাহ যাদের প্রতি ক্রুদ্ধ, তোমরা সে সম্প্রদায়ের সাথে বন্ধুত্ব করো না। তারা আখেরাত সম্পর্কে হতাশ হয়ে গেছে। যেমন কাফেরগণ কবরে দাফনকৃত লোকদের সম্পর্কে হতাশ।[১১]

প্রকাশ থাকে যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন নারীর বায়আত গ্রহণ করতেন, তখন কিছুতেই তার হাত স্পর্শ করতেন না। তিনি নারীর বায়আত কেবল মৌখিকভাবেই গ্রহণ করতেন।

১১. অর্থাৎ মৃত বাপ-দাদা, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব কোন রকম সাহায্য করবে এ ব্যাপারে কাফেরগণ যেমন হতাশ, তেমনিভাবে তারা আখেরাতের জীবন সম্পর্কেও হতাশ। কোন কোন মুফাসসির আয়াতটির তরজমা করেছেন এ রকম, 'তারা আখেরাত সম্পর্কে সে রকমই হতাশ হয়ে গেছে, যেমন হতাশ সেই সব কাফের, যারা কবরে পৌঁছে গেছে'। এ হিসেবে এর ব্যাখ্যা হল, যে সকল কাফের কবরে গিয়ে পৌঁছেছে, তারা স্বচক্ষে দেখে নিয়েছে আখেরাতের সুখ-শান্তিতে তাদের কোন ভাগ নেই। ফলে তারা সে ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে হতাশ হয়ে গেছে, ঠিক তেমনিভাবে এই জীবিত কাফেরগণও আখেরাতের জীবন সম্পর্কে পুরোপুরি হতাশ।

আলহামদুলিল্লাহ! সূরা মুমতাহিনার তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। বাহরাইন। সোমবার, ২০ শে জুমাদাল উলা ১৪২৯ হিজরী মোতাবেক ২৬ শে এপ্রিল ২০০৮ খ্রি.। (অনুবাদ শেষ হল আজ সোমবার ৬ই মহররম ১৪৩২ হিজরী মোতাবেক ১৩ই ডিসেম্বর ২০১০ খ্রি.)। আল্লাহ তাআলা নিজ ফযল ও করমে এ খেদমতটুকু কবুল করে নিন, একে মানুষের জন্য উপকারী বানিয়ে দিন এবং অবশিষ্ট সূরাগুলির কাজও নিজ পছন্দমত শেষ করার তাওফীক দান করুন– আমীন।

৬১
সূরা সাফ্‌ফ

সূরা সাফ্‌ফ
পরিচিতি

এ সূরাটি মদীনা মুনাওয়ারায় এমন এক সময় নাযিল হয়, যখন আশপাশের ইয়াহুদীদের সাথে মিলে মুনাফেকরা ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে নানা রকম চক্রান্তে লিপ্ত ছিল। এই ইয়াহুদীদের আলোচনা প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা হযরত মূসা আলাইহিস সালামের যামানার ইয়াহুদী (বনী ইসরাঈল)-এর দৃষ্টান্ত টেনেছেন। তারা তাদের নবী হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে পর্যন্ত নানাভাবে উত্যক্ত করেছিল। তার পরিণামে তাদের স্বভাবের মধ্যেই বক্রতা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তীকালে যখন হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের আবির্ভাব হল, তখন তারা তাঁর নবুওয়াতকেও অস্বীকার করল। তিনি তাদেরকে আখেরী নবী হযরত মুহাম্মাদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের সুসংবাদ শোনালে তারা তাতেও কর্ণপাত করল না। পরিশেষে যখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্যিই আবির্ভূত হলেন, তখন তারা তাঁর নবুওয়াতের উপর ঈমান আনতে যে অস্বীকার করল তাই নয়; বরং তার বিরুদ্ধে নানা রকম ষড়যন্ত্র শুরু করে দিল। বনী ইসরাঈলের এসব কীর্তিকলাপ তুলে ধরার সাথে সাথে মুসলিম ও নিষ্ঠাবান মুমিনদেরকে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, তারা যদি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যথাযথ অনুসরণ করে এবং আল্লাহ তাআলা এ সূরায় যেসব কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন, যার মধ্যে জিহাদের নির্দেশটি বিশেষ গুরুত্ব রাখে, তা পালনে যত্নবান থাকে, তবে আল্লাহ তাআলা অচিরেই তাদেরকে বিজয় ও সাফল্য দান করবেন এবং এভাবে মুনাফেক ও ইয়াহুদীদের সকল ষড়যন্ত্র ধুলিসাৎ হয়ে যাবে। এ প্রসঙ্গেই এ সূরার চতুর্থ আয়াতে আল্লাহ তাআলা, যেসব মুসলিম আল্লাহর পথে সারিবদ্ধ হয়ে জিহাদ করে, তাদের প্রশংসা করেছেন। 'সারি'-এর আরবী প্রতিশব্দ হল 'সাফ্‌ফ', যা এ আয়াতে ব্যবহৃত হয়েছে। সে হিসেবেই এ সূরার নাম রাখা হয়েছে 'সূরা সাফ্‌ফ'।

৬১ – সূরা সাফ্ফ – ১০৯

سُوْرَةُ الصَّفِّ مَدَنِيَّةٌ

মাদানী; ১৪ আয়াত; ৩ রুকু

اٰيَاتُهَا ١٤ رُكُوْعَاتُهَا ٢

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ①

১. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে, সবই আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করেছে। তিনিই ক্ষমতার মালিক, হেকমতেরও মালিক।[১]

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ②

২. হে মুমিনগণ! তোমরা এমন কথা কেন বল, যা কর না?[২]

---

১. 'সৃষ্টি জগতের প্রতিটি জিনিস আল্লাহ তাআলার তাসবীহ পাঠ করে (অর্থাৎ তার পবিত্রতা ঘোষণা করে)' –এ কথাটি পূর্বে একাধিক স্থানে গত হয়েছে, যেমন সূরা নূর (২৪ : ৩৬, ৪১) ও সূরা হাশর (৫৯ : ২৪)। সূরা বনী ইসরাঈল (১৭ : ৪৪)-এ আল্লাহ তাআলা বলেছেন, তোমরা তাদের তাসবীহ বুঝতে পার না। পূর্বে সূরা হাদীদ (৫৭), সূরা হাশর (৫৯) এবং সামনে সূরা জুমুআ (৬২) ও সূরা তাগাবুন (৬৪)-কে আল্লাহ তাআলা এই সত্য বর্ণনার মাধ্যমেই শুরু করেছেন যে, সবকিছুই আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। বাহ্যত এর দ্বারা এ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা উদ্দেশ্য যে, তোমাদেরকে তাওহীদের উপর ঈমান আনয়ন ও ইবাদত-বন্দেগী করার নির্দেশ দানের ভেতর আল্লাহ তাআলার নিজের কোন ফায়দা নেই। কেননা তাঁর কোন কিছুর প্রতি ঠেকা নেই। তোমরা তাঁর ইবাদত কর আর নাই কর বিশ্বজগতের প্রতিটি বস্তু তাঁর সামনে নতশির হয়ে আছে।

২. ইমাম আহমাদ (রহ.) ও বাগাবী (রহ.) বর্ণনা করেন যে, কোন কোন সাহাবী নিজেদের মধ্যে বলাবলি করেছিলেন, কোন কাজ আল্লাহ তাআলার কাছে সর্বাপেক্ষা বেশি পছন্দ তা যদি জানতে পারতাম, তবে তার জন্য প্রয়োজনে প্রাণ দিয়ে দিতাম। একথা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পৌঁছলে তিনি তাদেরকে ডেকে পাঠালেন এবং তাদের সামনে এ সূরাটি পাঠ করলেন (তাফসীরে মাযহারী ও ইবনে কাছীর)। এতে প্রথমে তাদেরকে কথা বলার এই আদব শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, এরূপ কোন কথা বলা উচিত নয়, যা দ্বারা দাবি মত কিছু বোঝা যায়। অর্থাৎ শুনলে মনে হয় দাবি করছে, অমুক কাজটি সে অবশ্যই করবে, অথচ সে কাজটি তো তার পক্ষে করা সম্ভব নাও হতে পারে। ফলে তার দাবি মিথ্যা হয়ে যাবে এবং সকলের কাছে প্রমাণ হবে, লোকটি যা বলেছিল তা করতে পারেনি। হ্যাঁ যদি নিজের উপর ভরসা না করে বিনয়ের সঙ্গে কোন কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ③

৩. আল্লাহর কাছে এ বিষয়টা অতি অপছন্দনীয় যে, তোমরা এমন কথা বলবে, যা তোমরা কর না।

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ ④

৪. বস্তুত আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন, যারা তাঁর পথে এভাবে সারিবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করে, যেন তারা শিশাঢালা প্রাচীর।

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ لِمَ تُؤْذُوْنَنِيْ وَقَدْ تَّعْلَمُوْنَ اَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ ۖ فَلَمَّا زَاغُوْٓا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ ۖ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ⑤

৫. সেই সময়কে স্মরণ কর, যখন মূসা তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা কেন আমাকে কষ্ট দিচ্ছ, অথচ তোমরা জান আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর রাসূল হয়ে এসেছি?[৩] অতঃপর তারা যখন বক্রতা অবলম্বন করল, তখন আল্লাহ তাদের অন্তরকে বক্র করে দিলেন।[৪] আল্লাহ

করা হয়, তাতে কোন দোষ নেই। অতঃপর তাদের কামনা অনুযায়ী জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, জিহাদের কাজটি আল্লাহ তাআলার বড় পছন্দ এবং এর জন্য আল্লাহ তাআলা যে পুরস্কার স্থির করে রেখেছেন তাও উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রকাশ থাকে যে, কুরআন ও হাদীসে বিভিন্ন কাজ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তা আল্লাহ তাআলার কাছে সর্বাপেক্ষা বেশি প্রিয়। আপাতদৃষ্টিতে তা পরস্পর বিরোধী মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কেননা অবস্থা, পরিবেশ-পরিস্থিতি ও ব্যক্তি ভেদে একেকবার একেকটি কাজকে সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয় সাব্যস্ত করা হয়েছে। যেমন যখন জিহাদ চলতে থাকে, তখনকার জন্য সেটাই সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও পছন্দনীয় কাজ। আবার কখনও পিতা-মাতার খেদমত বেশি প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে, তখন সেটাই সবচেয়ে উত্তম কাজ সাব্যস্ত হবে।

৩. হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে তার সম্প্রদায় কতভাবে কষ্ট দিয়েছিল তা বিস্তারিতভাবে সূরা বাকারায় (২ : ৫৯) গত হয়েছে।

৪. অর্থাৎ তারা যে বুঝে শুনেই জিদ ধরেছিল ও হঠকারিতা প্রদর্শন করেছিল, আল্লাহ তাআলা তার শাস্তি স্বরূপ তাদের অন্তর বাঁকা করে দিলেন। ফলে এরপর আর সত্য গ্রহণ করার কোন সুযোগই তাদের থাকল না।

অবাধ্য সম্প্রদায়কে হেদায়াতপ্রাপ্ত করেন না।

وَاِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَمُبَشِّرًاۢ بِرَسُوْلٍ يَّاْتِيْ مِنْۢ بَعْدِي اسْمُهٗٓ اَحْمَدُ ؕ فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٦﴾

৬. এবং স্মরণ কর সেই সময়কে, যখন ঈসা ইবনে মারইয়াম বলেছিল, হে বনী ইসরাঈল! আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর এমন রাসূল হয়ে এসেছি যে, আমার পূর্বে যে তাওরাত (নাযিল হয়ে-)ছিল, আমি তার সমর্থনকারী এবং আমি সেই রাসূলের সুসংবাদদাতা, যিনি আমার পরে আসবেন এবং যার নাম হবে 'আহমাদ'।[৫] অতঃপর সে যখন সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীসহ আসল তখন তারা বলতে লাগল, এ তো এক স্পষ্ট যাদু।

---

৫. 'আহমাদ' মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরই নাম। হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম এ নামেই তাঁর আগমনের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। অনেক বিকৃতি সত্ত্বেও ইওহোন্নার ইনজিলে অদ্যাবধি এ রকম একটি সুসংবাদ দেখতে পাওয়া যায়। ইওহোন্নার ইনজিলে আছে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম তাঁর হাওয়ারী (শিষ্যবর্গ)-কে বলছেন, "আমি পিতার নিকট চাহিব আর তিনি তোমাদের নিকটে চিরকাল থাকিবার জন্য আর একজন সাহায্যকারীকে পাঠাইয়া দিবেন" (ইওহোন্না ১৪ : ১৬)। এখানে যে শব্দের অর্থ করা হয়েছে সাহায্যকারী, হিব্রু ভাষায় সে মূল শব্দটি ছিল 'ফারকালীত' (periclytos) আর তার অর্থ হল 'প্রশংসনীয় ব্যক্তি', যা কিনা 'আহমাদ'-এরই আভিধানিক অর্থ। কিন্তু শব্দটিকে পরিবর্তন করে paracletus করে ফেলা হয়েছে, যার অর্থ সাহায্যকারী। কোন কোন অনুবাদে এর অর্থ করা হয়েছে 'প্রতিনিধি' বা 'সুপারিশকারী'। ফারকালীত শব্দটির প্রতি লক্ষ্য করলে শ্লোকটির তরজমা হবে, "তিনি তোমাদের নিকট সেই প্রশংসনীয় ব্যক্তি (আহমাদ)-কে পাঠিয়ে দিবেন, যিনি সর্বদা তোমাদের সঙ্গে থাকবেন"। এর দ্বারা স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষ কোন অঞ্চল বা বিশেষ কোন কালের জন্য প্রেরিত হবেন না; বরং তার নবুওয়াত কিয়ামত পর্যন্ত সর্বাঞ্চলের মানুষের জন্য কার্যকর থাকবে। তাছাড়া বার্ণাবাসের ইনজিলে বেশ কয়েক জায়গায় দেখতে পাওয়া যায় যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম নিয়েই সুসংবাদ দিয়েছেন। খ্রিস্টান জাতি যদিও এ ইনজিলকে নির্ভরযোগ্য মনে করে না, কিন্তু আমাদের কাছে প্রসিদ্ধ চার ইনজিল অপেক্ষা বার্ণাবাসের ইনজিলই বেশি নির্ভরযোগ্য। আমি এর বিস্তারিত দলীল-প্রমাণ 'ঈসাইয়্যাত কিয়া হ্যায়' নামক পুস্তকে উল্লেখ করেছি।

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٧﴾

৭. সেই ব্যক্তি অপেক্ষা বড় জালেম আর কে হতে পারে, যে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে, অথচ তাকে ইসলামের দিকে ডাকা হয়?[৬] আল্লাহ এরূপ জালেম সম্প্রদায়কে হেদায়াতপ্রাপ্ত করেন না।

يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴿٨﴾

৮. তারা তাদের মুখ দিয়ে আল্লাহর নূর নিভিয়ে দিতে চায়, কিন্তু আল্লাহ তার নূরকে অবশ্যই পরিপূর্ণ করবেন, তা কাফেরদের জন্য যতই অপ্রীতিকর হোক।

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿٩﴾

৯. তিনিই তো নিজ রাসূলকে হেদায়াত ও সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন, তাকে সকল দ্বীনের উপর বিজয়ী করার জন্য,[৭] তা মুশরিকদের জন্য যতই অপ্রীতিকর হোক।

[১]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ

১০. হে মুমিনগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক ব্যবসায়ের সন্ধান দেব, যা

---

৬. যাকে ইসলামের দিকে ডাকা হয়, আর সে কোন রাসূলের রিসালাতকে অস্বীকার করে, সে মূলত আল্লাহ তাআলা সম্পর্কেই মিথ্যা রচনা করে। কেননা আল্লাহ তাআলা তাকে নবী বানিয়েছেন, আর সে বলছে তাকে নবী বানানো হয়নি, এটা আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা ছাড়া আর কী?

৭. দলীল-প্রমাণের ময়দানে তো ইসলাম সর্বদা বিজয়ীই আছে এবং থাকবেও। আর বাহ্যিক শক্তিতে মুসলিমদের বিজয়ী থাকার বিষয়টা বিভিন্ন শর্তের সাথে যুক্ত। সে সকল শর্ত বিদ্যমান থাকায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, খোলাফায়ে রাশেদীন এবং তারপরও কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহ সকলের উপর বিজয়ী ছিল। অতঃপর তাদের দ্বারা সে সব শর্ত পূরণ না হওয়ার কারণে বিজয়ও তাদের হাতছাড়া হয়ে যায়। পরিশেষে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক শেষ যামানায় আবার ইসলাম ও মুসলিম জাতি সারা বিশ্বে বিজয় লাভ করবে।

تُنۡجِيۡكُمۡ مِّنۡ عَذَابٍ اَلِيۡمٍ ⑩

তোমাদেরকে যন্ত্রণাময় শাস্তি থেকে রক্ষা করবে?[৮]

تُؤۡمِنُوۡنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوۡلِهٖ وَتُجَاهِدُوۡنَ فِىۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ بِاَمۡوَالِكُمۡ وَاَنۡفُسِكُمۡ ؕ ذٰلِكُمۡ خَيۡرٌ لَّكُمۡ اِنۡ كُنۡتُمۡ تَعۡلَمُوۡنَ ۙ⑪

১১. (তা এই যে,) তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনবে এবং তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। এটা তোমাদের পক্ষে শ্রেয়– যদি তোমরা উপলব্ধি কর।

يَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوۡبَكُمۡ وَيُدۡخِلۡكُمۡ جَنّٰتٍ تَجۡرِىۡ مِنۡ تَحۡتِهَا الۡاَنۡهٰرُ وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِىۡ جَنّٰتِ عَدۡنٍ ؕ ذٰلِكَ الۡفَوۡزُ الۡعَظِيۡمُ ۙ⑫

১২. এর ফলে আল্লাহ তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন এবং তোমাদেরকে প্রবেশ করাবেন এমন উদ্যানে, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত থাকবে এবং এমন উৎকৃষ্ট বাসগৃহে বাস করাবেন, যা স্থায়ী জান্নাতে অবস্থিত। এটাই মহা সাফল্য।

وَاُخۡرٰى تُحِبُّوۡنَهَا ؕ نَصۡرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتۡحٌ قَرِيۡبٌ ؕ وَبَشِّرِ الۡمُؤۡمِنِيۡنَ ⑬

১৩. এবং তোমাদেরকে দান করবেন তোমাদের পছন্দনীয় আরও একটি জিনিস (আর তা হল) আল্লাহর পক্ষ হতে সাহায্য এবং আসন্ন বিজয় এবং (হে রাসূল!) মুমিনদেরকে (এর) সুসংবাদ শুনিয়ে দাও।

---

৮. ব্যবসায়ে দ্বিপাক্ষিক লেনদেন থাকে। অর্থাৎ এক পক্ষ অপর পক্ষকে কোন মাল দিয়ে বিনিময়ে তার মূল্য গ্রহণ করে। সে রকমই মুমিনগণ নিজের জান-মাল আল্লাহ তাআলাকে সমর্পণ করে এবং আল্লাহ তাআলা বিনিময়ে তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে জান্নাতবাসী বানান। দেখুন সূরা তাওবা (৯ : ১১১)।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْۤا اَنْصَارَ اللّٰهِ كَمَا قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيّٖنَ مَنْ اَنْصَارِيْۤ اِلَى اللّٰهِ ؕ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ فَاٰمَنَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْۢ بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ وَ كَفَرَتْ طَّآئِفَةٌ ۚ فَاَيَّدْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلٰى عَدُوِّهِمْ فَاَصْبَحُوْا ظٰهِرِيْنَ ۝۱۴

১৪. হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর (দ্বীনের) সাহায্যকারী হয়ে যাও, যেমন ঈসা ইবনে মারইয়াম (আলাইহিস সালাম) হাওয়ারীদেরকে[৯] বলেছিলেন, আল্লাহর পথে কে আমার সাহায্যকারী হবে? হাওয়ারীগণ বলল, আমরা আল্লাহর (দ্বীনের) সাহায্যকারী। তারপর বনী ইসরাঈলের একদল ঈমান আনল এবং একদল কুফর অবলম্বন করল। সুতরাং যারা ঈমান এনেছিল, আমি তাদেরকে তাদের শত্রুর বিরুদ্ধে সাহায্য করলাম, ফলে তারা বিজয়ী হল।

---

৯. হাওয়ারী বলা হয় হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের সঙ্গীগণকে, যারা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছিলেন, যেমন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গীগণকে সাহাবী বলে।

আলহামদুলিল্লাহ! সূরা সাফ্ফ-এর তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। করাচি। ২৬ শে জুমাদাল উলা ১৪২৯ হিজরী মোতাবেক ৩১ শে মে ২০০৮ খ্রি.। (অনুবাদ শেষ হল আজ ৭ই মহররম ১৪৩২ হিজরী মোতাবেক ১৪ই ডিসেম্বর ২০১০ খ্রি.)। আল্লাহ তাআলা এ খেদমতটুকু কবুল করে নিন, একে মানুষের জন্য উপকারী বানিয়ে দিন এবং অবশিষ্ট সূরাগুলির কাজও নিজ পছন্দমত শেষ করার তাওফীক দান করুন– আমীন।

৬২

সূরা জুমু'আ

সূরা জুমু'আ

পরিচিতি

এ সূরার প্রথম রুকুতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাত ও তাঁকে পাঠানোর উদ্দেশ্য বর্ণনা করার পর বিশ্ব মানবতাকে তাঁর প্রতি ঈমান আনার দাওয়াত দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে ইয়াহুদী সম্প্রদায় কেন তাঁর প্রতি ঈমান আনছে না এজন্য তাদের নিন্দা করা হয়েছে। কেননা তারা যে কিতাবে বিশ্বাসী হওয়ার দাবি করে, সেই তাওরাতেই তো মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শুভাগমন সম্পর্কে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। তা সত্ত্বেও তারা তাঁর প্রতি ঈমান না এনে মূলত নিজেদের কিতাবকেই অমান্য করছে। দ্বিতীয় রুকুতে মুসলিমদেরকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, তাদের বাণিজ্যিক ব্যতিব্যস্ততা যেন আল্লাহ তাআলার ইবাদত-বন্দেগীতে বাধা না হয়। এ প্রসঙ্গে হুকুম দেওয়া হয়েছে জুমু'আর আযানের পর কোন রকম বেচাকেনা করবে না। তা করা জায়েয নয়। আর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন খুতবা দেন তখনও ব্যবসায়িক কাজের জন্য তাঁকে রেখে চলে যাবে না। এটাও সম্পূর্ণ নাজায়েয। পার্থিব কাজ-কর্মের আগ্রহ যদি দ্বীনী দায়িত্ব আদায়ে বাধা সৃষ্টি করে তবে আখেরাতের কথা চিন্তা করবে। আল্লাহ তাআলা মুমিনদের জন্য আখেরাতে যা কিছু তৈরি করে রেখেছেন তা পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য অপেক্ষা অনেক শ্রেয়; বরং উভয়ের মধ্যে কোন তুলনাই চলে না। পার্থিব সবকিছুই ক্ষণস্থায়ী। আখেরাতের নেয়ামত স্থায়ী, অনিঃশেষ। দুনিয়ার এই ক্ষণস্থায়ী সুখের জন্য আখেরাতের স্থায়ী নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হওয়া কতই না মূঢ়তা। জীবিকার জন্য মেহনত জরুরি বটে, কিন্তু তার জন্য দ্বীনী দায়িত্বে অবহেলা করা নির্বুদ্ধিতার কাজ। কেননা রিযিক তো আল্লাহ তাআলাই দেন। তাই তার আনুগত্যের মাধ্যমেই তা সন্ধান করতে হবে, তার অবাধ্যতা করে নয়।

সূরার দ্বিতীয় রুকুতে যেহেতু জুমু'আর বিধান বর্ণিত হয়েছে, তাই এর নাম সূরা জুমু'আ।

৬২ - সূরা জুমু'আ - ১১০

سُوْرَةُ الْجُمُعَةِ مَدَنِيَّةٌ

মাদানী; ১১ আয়াত; ২ রুকু

اٰيَاتُهَا ۱۱ رُكُوْعَاتُهَا ۲

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ①

১. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে সবই আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে, যিনি বাদশাহ, পবিত্রতার অধিকারী, যার ক্ষমতা পরিপূর্ণ, হেকমতও পরিপূর্ণ।

هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۗ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۙ②

২. তিনিই উম্মীদের মধ্যে তাদেরই একজনকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন, যে তাদের সামনে তাঁর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করবে, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবে এবং তাদেরকে কিতাব ও হেকমতের শিক্ষা দেবে, যদিও তারা এর আগে সুস্পষ্ট গোমরাহীতে নিপতিত ছিল।[১]

وَّاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ③

৩. এবং (এ রাসূলকে যাদের কাছে পাঠানো হয়েছে) তাদের মধ্যে আরও কিছু লোক আছে, যারা এখনও তাদের সাথে এসে যোগ দেয়নি[২] এবং তিনি

---

১. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দুনিয়ায় পাঠানোর যে চারটি উদ্দেশ্য এ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, এগুলিই পূর্বে সূরা বাকারা (২ : ১২৯) ও সূরা আলে ইমরানেও (৩ : ১৬৩) উল্লেখ করা হয়েছে।

২. এর দ্বারা বোঝানো উদ্দেশ্য মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কেবল সেই আরববাসীর জন্যই রাসূল করে পাঠানো হয়নি, যারা তাঁর আমলে বর্তমান ছিল: বরং তিনি কিয়ামত পর্যন্ত সারা বিশ্বের সমস্ত মানুষের জন্য রাসূল হয়ে এসেছেন।

অতি ক্ষমতাবান, মহা হেকমতের অধিকারী।

৪. এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা এটা দান করেন। তিনি মহা অনুগ্রহশীল।[৩]

ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿٤﴾

৫. যাদের উপর তাওরাতের ভার অর্পণ করা হয়েছিল, অতঃপর তারা সে ভার বহন করেনি,[৪] তাদের দৃষ্টান্ত হল গাধা, যে বহু কিতাব বয়ে রেখেছে। যারা আল্লাহর কিতাবকে অস্বীকার করে তাদের দৃষ্টান্ত কতই না মন্দ! আল্লাহ এরূপ জালেম লোকদেরকে হেদায়াতপ্রাপ্ত করেন না।

مَثَلُ الَّذِيْنَ حُمِّلُوا التَّوْرٰىةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا ۗ بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٥﴾

৬. (হে রাসূল!) বল, যদি তোমাদের দাবি এই হয় যে, তোমরাই আল্লাহর বন্ধু, অন্য কোন মানুষ নয়। তবে মৃত্যু কামনা কর- যদি তোমরা সত্যবাদী হও।[৫]

قُلْ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ هَادُوْٓا اِنْ زَعَمْتُمْ اَنَّكُمْ اَوْلِيَآءُ لِلّٰهِ مِنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٦﴾

---

৩. ইয়াহুদীদের কামনা ছিল শেষ নবী যেন তাদেরই মধ্যে অর্থাৎ বনী ইসরাঈলের মধ্যে আসেন আর আরবের মূর্তিপূজারীরা বলত, আল্লাহ তাআলার যদি কোন নবী পাঠানোর দরকার হত, তবে আমাদের বড়-বড় নেতাদের মধ্য হতেই কাউকে বেছে নিলেন না কেন? (দেখুন সূরা যুখরুফ, ৪৩ : ৩১)। আল্লাহ তাআলা বলছেন, নবুওয়াত ও রিসালাত আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ। তিনি যাকে ইচ্ছা করেন তাকেই দিয়ে থাকেন। এ বিষয়ে অন্য কারও কোনও রকম হস্তক্ষেপের সুযোগ নেই।

৪. অর্থাৎ তাওরাতের বিধানাবলী পালন করার যে দায়িত্ব তাদের উপর অর্পণ করা হয়েছিল, তারা তা আদায় করেনি। শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান আনার হুকুমও তার অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু তারা তাঁর উপর ঈমান আনেনি।

৫. এই একই কথা সূরা বাকারায়ও বলা হয়েছে (২ : ৯৫)। ইয়াহুদীদের জন্য এটা খুবই সহজ চ্যালেঞ্জ ছিল। তাদের পক্ষে সামনে এসে একথা বলে দেওয়া কিছু কঠিন ছিল না যে, 'আমরা মৃত্যু কামনা করছি'। কিন্তু তাদের কেউ একথা বলার জন্য সামনে আসল না।

وَلَا يَتَمَنَّوْنَهٗٓ اَبَدًۢا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ ۝

৭. কিন্তু তারা তাদের হাত দ্বারা যা সামনে পাঠিয়েছে, তার কারণে তারা কখনও মৃত্যু কামনা করবে না। আল্লাহ ওই জালেমদেরকে ভালোভাবেই জানেন।

قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِيْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَاِنَّهٗ مُلٰقِيْكُمْ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝

৮. বল, তোমরা যে মৃত্যু হতে পালাচ্ছ, তা তোমাদের সাথে সাক্ষাত করবেই। অতঃপর তোমাদেরকে তাঁর (অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার) কাছে ফিরিয়ে নেওয়া হবে, যিনি সমস্ত গুপ্ত ও প্রকাশ্য সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞাত। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দেবেন যা-কিছু তোমরা করতে।

[১]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝

৯. হে মুমিনগণ! জুম'আর দিন যখন নামাযের জন্য ডাকা হয়, তখন আল্লাহর যিকিরের দিকে ধাবিত হও এবং বেচাকেনা ছেড়ে দাও।[৬] এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয়– যদি তোমরা উপলব্ধি কর।

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝

১০. অতঃপর নামায শেষ হয়ে গেলে তোমরা যমীনে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান কর,[৭] যাতে তোমরা সফলকাম হও।

কারণ তারা জানত, এ চ্যালেঞ্জ আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে। কাজেই মৃত্যু কামনা করলে তা পূরণে দেরি হবে না, সঙ্গে-সঙ্গেই তাদের মরতে হবে।

৬. জুমু'আর প্রথম আযানের পর জুমু'আর জন্য প্রস্তুতি নেওয়া ছাড়া অন্য কোন কাজ জায়েয নেই। এমনিভাবে জুমু'আর নামায শেষ না হওয়া পর্যন্ত বেচাকেনা করাও জায়েয নয়। আল্লাহর যিকির দ্বারা খুতবা ও নামায বোঝানো হয়েছে।

৭. পেছনে বিভিন্ন স্থানে বলা হয়েছে, কুরআন মাজীদের পরিভাষায় আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান দ্বারা ব্যবসা বা অন্য কোন উপায়ে জীবিকা উপার্জনকে বোঝানো হয়। সুতরাং আয়াতের অর্থ হল, আযানের পর বেচাকেনার উপর যে নিষেধাজ্ঞা ছিল জুমুআর নামায শেষ হলে তা তুলে নেওয়া হয়। ফলে বেচাকেনা জায়েয হয়ে যায়।

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ۚ قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ۚ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ⑪

১১. কতক লোক যখন ব্যবসায় অথবা কোন খেলা দেখল, তখন তোমাকে দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে সে দিকে ছুটে গেল।[৮] বলে দাও, আল্লাহর কাছে যা আছে, তা ব্যবসায় ও খেলা অপেক্ষা অনেক শ্রেয়। আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ রিযিকদাতা।

---

৮. হাফেজ ইবনে কাছীর (রহ.) বলেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম দিকে খুতবা দিতেন জুমু'আর নামাযের পরে। একবার জুমু'আর নামায শেষে যখন তিনি খুতবা দিচ্ছিলেন, তখন এক বাণিজ্য কাফেলা পণ্য-সামগ্রী নিয়ে উপস্থিত হল এবং ঢোল পিটিয়ে তার ঘোষণাও দেওয়া হচ্ছিল। তখন মদীনা মুনাওয়ারায় খাদ্য-সামগ্রীর বড় অভাব ছিল। কাজেই উপস্থিত সাহাবীদের মধ্যে অনেকেই খুতবা ছেড়ে সেই কাফেলার দিকে ছুটে গেলেন। সামান্য কিছু সংখ্যক মসজিদে অবশিষ্ট থাকলেন। এ আয়াতে যারা চলে গিয়েছিলেন তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে যে, খুতবা ছেড়ে যাওয়া ঠিক হয়নি। কেননা এটা জায়েয ছিল না। এর দ্বারা জানা গেল জুমু'আর নামায পড়লেই দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। খুতবা শোনাও ওয়াজিব।

আলহামদুলিল্লাহ! সূরা জুমু'আর তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। করাচি থেকে বিমানযোগে লাহোর যাওয়ার পথে। বুধবার। ২৯শে জুমাদাল উলা, ১৪২৯ হিজরী মোতাবেক ৪ঠা জুন ২০০৯ খ্রি.। (অনুবাদ শেষ হল আজ ৭ই মহররম ১৪৩২ হিজরী মোতাবেক ১৪ই ডিসেম্বর ২০১০ খ্রি.)। আল্লাহ তাআলা এ খেদমতটুকু কবুল করুন, একে মানুষের জন্য উপকারী বানিয়ে দিন এবং অবশিষ্ট সূরাগুলির কাজও নিজ পছন্দমত শেষ করার তাওফীক দান করুন- আমীন।

৬৩

সূরা মুনাফিকূন

সূরা মুনাফিকূন
পরিচিতি

একটি বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষাপটে এ সূরাটি নাযিল হয়েছে। ঘটনার সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপ–

বনূ মুস্তালিক ছিল আরবের একটি প্রসিদ্ধ গোত্র। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদ পেলেন, তারা মদীনা মুনাওয়ারায় আক্রমণ করার জন্য সৈন্য প্রস্তুত করছে। তিনি কালবিলম্ব না করে সাহাবায়ে কেরামের বাহিনী নিয়ে সেখানে পৌঁছে গেলেন। তাদের সঙ্গে যুদ্ধ হল। তাতে শেষ পর্যন্ত তাদের পরাজয় ঘটল। অতঃপর তারা ইসলাম গ্রহণও করল। যুদ্ধের পর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিন কতক সেখানেই একটি কুয়ার কাছে শিবির ফেলে অবস্থান করেছিলেন। কুয়াটির নাম 'মুরায়সী'। সেখানকার অবস্থানকালেই এক মুহাজির ও এক আনসারী সাহাবীর মধ্যে পানি নিয়ে কলহ দেখা দেয় এবং সে কলহ হাতাহাতিতে গড়ায়। এক পর্যায়ে মুহাজির সাহাবী তাঁর সাহায্যের জন্য মুহাজিরদের ডাক দেন এবং আনসারী সাহাবী ডাক দেন আনসারদেরকে। আশঙ্কা দেখা দিল বুঝিবা উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ লেগে যাবে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিষয়টা জানতে পেরে দ্রুত সেখানে ছুটে আসলেন। তিনি উভয় পক্ষকে তিরস্কার করে বললেন, মুহাজির ও আনসারের নামে সংঘাত? এটা তো জাহেলী স্বদলপ্রীতি! ইসলাম তো এর থেকে মুক্তি দিয়েছে! তিনি বললেন, এটা দলীয় পক্ষপাতজনিত পুঁতিগন্ধময় শ্লোগান। মুসলিমদের জন্য এটা পরিত্যাজ্য। মজলুম যে-কেউ হোক তার সাহায্য করা চাই। আর জালেমও যে-কেউ হোক, তাকে জুলুম থেকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করা চাই। যা হোক মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের পর কলহ থেমে গেল। যাদের মধ্যে হাতাহাতি হয়েছিল তারাও মিটমাট করে নিল। ঝগড়া তো মিটে গেল, কিন্তু মুসলিম সেনাদলে ঘাপটি মেরে থাকা মুনাফেকরা এটাকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করল। তারা তো আসলে জিহাদের চেতনায় নয়, সেনাদলে ভিড়েছিল গনীমতের লোভে। তাদের নেতা ছিল আবদুল্লাহ ইবনে উবাই। সে এই কলহের কথা শুনে সঙ্গীদেরকে বলল, তোমরা মুহাজিরদেরকে নিজেদের শহরে জায়গা দিয়ে মাথায় তুলেছ। এখন ঠ্যালা বোঝ, তারা মদীনার মূল বাসিন্দাদের গায়ে হাত তুলতে শুরু করেছে। দেখ, এটা কিন্তু বরদাশত করা যায় না। তারপর সে আরও বলল, আমরা মদীনায় ফিরে যাওয়ার পর তথাকার মর্যাদাবানেরা হীনদেরকে অবশ্যই বের করে দেবে। ইশারা পরিষ্কার। মদীনার মূল বাসিন্দাগণ মুহাজিরদেরকে বের করে দেবে। হযরত যায়দ ইবনে আরকাম (রাযি.)ও এখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন খাঁটি মুসলিম এবং তিনি নিজেও ছিলেন আনসারী। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই-এর একথা তাঁর কাছে ভীষণ ন্যাক্কারজনক মনে হল। তিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে এসব কথা তাঁকে জানালেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে ডেকে একথা জিজ্ঞেস করলেন। কিন্তু সে একদম ঘুরে

গেল। বলল, আমি এমন কথা বিলকুল বলিনি। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা বিশ্বাস করে নিলেন। ভাবলেন, হয়ত যায়দ ইবনে আরকাম (রাযি.) ভুল বুঝেছেন। হযরত যায়দ (রাযি.) মনে বড় দুঃখ পেলেন। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তাকে মিথ্যুক বানাল? এ দুঃখ তার মনে রয়ে গেল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তারপর সাহাবায়ে কিরামকে নিয়ে সেখান থেকে মদীনা মুনাওয়ারার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। তখনও তিনি মদীনায় পৌঁছতে পারেননি, এরই মধ্যে এ সূরাটি নাযিল হল। এতে মুনাফিকদের মুখোশ খুলে দেওয়া হয়েছে। হযরত যায়দ ইবনে আরকাম (রাযি.)-এর মনের দুঃখ ঘুচে গেল। কেননা তিনি যে সত্য বলেছিলেন আল্লাহ তাআলাই তা প্রমাণ করে দিয়েছেন।

৬৩ – সূরা মুনাফিকূন – ১০৪

سُوْرَةُ الْمُنٰفِقُوْنَ مَدَنِيَّةٌ

মাদানী; ১১ আয়াত; ২ রুকু

اٰيَاتُهَا ١١ رُكُوْعَاتُهَا ٢

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِذَا جَآءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ ۘ وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُهٗ ؕ وَ اللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ ۚ﴿۱﴾

১. যখন মুনাফিকরা তোমার কাছে আসে তখন বলে আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি আল্লাহর রাসূল। আল্লাহ জানেন আপনি অবশ্যই তাঁর রাসূল এবং আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন মুনাফিকরা মিথ্যাবাদী।

اِتَّخَذُوْۤا اَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ اِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۲﴾

২. তারা তাদের শপথগুলিকে ঢাল বানিয়ে নিয়েছে।[১] অতঃপর তারা অন্যদেরকে আল্লাহর পথ থেকে নিবৃত্ত রাখে। বস্তুত তারা যা করছে তা অতি মন্দ!

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا فَطُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ ﴿۳﴾

৩. এসব এজন্য যে, তারা (শুরুতে বাহ্যিকভাবে) ঈমান এনেছে, তারপর আবার কুফর অবলম্বন করেছে। তাই তাদের অন্তরে মোহর করে দেওয়া হয়েছে। ফলে তারা (সত্য) বোঝেই না।

وَ اِذَا رَاَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ اَجْسَامُهُمْ ؕ وَ اِنْ يَّقُوْلُوْا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ ؕ كَاَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ ؕ

৪. তুমি যখন তাদেরকে দেখ, তখন তাদের দেহাকৃতি তোমার কাছে বড় ভালো লাগে এবং তারা যখন কথা

---

১. ঢাল দ্বারা যেমন তরবারির আঘাত থেকে নিজেকে রক্ষা করা হয়, তেমনি তারা নিজেদের রক্ষার জন্য শপথ করে। তারা মনে করে শপথের মাধ্যমে যদি নিজেদের মুমিন বলে বিশ্বাস করানো যায়, তবে দুনিয়ায় কাফেরদেরকে যে শোচনীয় পরিণাম ভোগ করতে হয়, তা থেকে তারা বেঁচে যাবে।

يَحْسَبُوْنَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ۚ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ ۚ قٰتَلَهُمُ اللّٰهُ ۫ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ④

বলে তুমি তাদের কথা শুনতে থাক,[২] তারা যেন কোন কিছুতে ঠেকনা দেওয়া কাঠ।[৩] তারা যে-কোন হাঁক-ডাককে নিজেদের বিরুদ্ধে মনে করে।[৪] তারাই (তোমাদের) শত্রু। তাদের ব্যাপারে সাবধান থাক। তাদেরকে আল্লাহ ধ্বংস করুন। তারা বিভ্রান্ত হয়ে কোন দিকে চলছে?

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ لَوَّوْا رُءُوْسَهُمْ وَرَاَيْتَهُمْ يَصُدُّوْنَ وَهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ ⑤

৫. যখন তাদেরকে বলা হয়, এসো আল্লাহর রাসূল তোমাদের জন্য মাগফিরাতের দুআ করবেন, তখন তারা মাথা মোচড় দেয়[৫] এবং তুমি তাদেরকে দেখবে তারা অহংকার বশে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

---

২. অর্থাৎ তাদের বাহ্যিক গড়ন-পেটন ও বেশভূষা বড়ই আকর্ষণীয়। কথা অত্যন্ত মধুর, শুধু শুনতেই মনে চায়। কিন্তু ভেতরে ভেতরে তারা মুনাফেকীর কদর্যতায় আচ্ছন্ন। বিভিন্ন বর্ণনায় পাওয়া যায়, আবদুল্লাহ ইবনে উবাই দৈহিক দিক থেকে অত্যন্ত আকর্ষণীয় পুরুষ ছিল। তার কথাবার্তাও ছিল বেশ অলঙ্কারপূর্ণ। কিন্তু ছিল তো মুনাফেকদের সর্দার।

৩. অর্থাৎ কাঠ যদি কোন প্রাচীরের সাথে হেলান দেওয়ানো অবস্থায় থাকে, তবে দেখতে যতই চমৎকার লাগুক না কেন, তা দিয়ে কোন উপকার হয় না। এ রকমই মুনাফেকদেরকে যতই সুন্দর ও আকর্ষণীয় মনে হোক, প্রকৃতপক্ষে তারা সম্পূর্ণ অকেজো। তাদের দিয়ে কোন উপকার হয় না। তারা যখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসে বসত তখন তাদের শরীর মজলিসে থাকত বটে, কিন্তু মন-মস্তিষ্ক তাঁর অভিমুখী থাকত না। এ হিসেবেও তাদেরকে নিষ্প্রাণ কাঠের সাথে তুলনা করা হয়েছে।

৪. অর্থাৎ তাদের অন্তর যেহেতু অপরাধী ছিল তাই মুসলিমদের মধ্যে কোন শোরগোল হলেই তারা মনে করত তাদের বিরুদ্ধে কিছু করা হচ্ছে।

৫. لَوَّوْا رُءُوْسَهُمْ -এর অর্থ মাথা ফিরানোও হতে পারে এবং মাথা নাড়ানোও হতে পারে। হযরত শায়খুল হিন্দ (রহ.) সম্ভবত এ কারণেই এর অর্থ করেছেন মাথা মোচড় দেওয়া। এর দ্বারা এক রকম প্রতারণার ধারণা সৃষ্টি হয় আর এটাই তাদের চরিত্রের সঠিক চিত্রাঙ্কণ।

৬. (হে রাসূল!) তুমি তাদের জন্য মাগফিরাতের দুআ কর বা না কর উভয়ই তাদের জন্য সমান। আল্লাহ কিছুতেই তাদেরকে ক্ষমা করবেন না।[৬] নিশ্চিতভাবে জেনে রেখ, আল্লাহ এমন অবাধ্যদেরকে হেদায়াতপ্রাপ্ত করেন না।

سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ اَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ اَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ؕ لَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ۞

৭. তারাই বলে, যারা রাসূলুল্লাহর কাছে আছে, তাদের জন্য ব্যয় করো না, যতক্ষণ না তারা নিজেরাই সরে পড়ে,[৭] অথচ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর ধন-ভাণ্ডার তো আল্লাহরই। কিন্তু মুনাফিকরা বোঝে না।

هُمُ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ لَا تُنْفِقُوْا عَلٰى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَنْفَضُّوْا ؕ وَلِلّٰهِ خَزَآئِنُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَفْقَهُوْنَ ۞

৮. তারা বলে, আমরা মদীনায় ফিরে গেলে, যারা মর্যাদাবান তারা হীনদেরকে সেখান থেকে বের করে দেবে।[৮] অথচ মর্যাদা তো কেবল আল্লাহর ও তাঁর রাসূলের এবং মুমিনদেরই আছে। কিন্তু মুনাফিকরা জানে না।

يَقُوْلُوْنَ لَئِنْ رَّجَعْنَآ اِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ ؕ وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ۞ ع

---

৬. অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের মুনাফেকী থেকে তাওবা করে প্রকৃত মুমিন না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদেরকে ক্ষমা করা হবে না।

৭. সূরার পরিচিতিতে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই-এর যে ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে, এটা তারই অংশ। তখন আবদুল্লাহ ইবনে উবাই তার সঙ্গীদেরকে বলেছিল, মুসলিমদের পেছনে অর্থ ব্যয় বন্ধ করে দাও। তাহলে দেখবে কিছুদিন পর তাঁর (অর্থাৎ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) সাহাবীগণ তাকে ছেড়ে চলে যাবে (নাউযুবিল্লাহ)।

৮. এটাই সে কথা যা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই অবশ্যই বলেছিল, কিন্তু জিজ্ঞেস করা হলে সাফ অস্বীকার করে দিয়েছিল, যেমন সূরার পরিচিতিতে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।

[১]

৯. হে মুমিনগণ! তোমাদের অর্থ-সম্পদ ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহ সম্পর্কে গাফেল করতে না পারে। যারা এ রকম করবে (অর্থাৎ গাফেল হবে) তারাই (ব্যবসায়) ক্ষতিগ্রস্ত।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَاۤ اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿٩﴾

১০. আমি তোমাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে (আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী) ব্যয় কর, এর আগে যে, তোমাদের কারও মৃত্যু এসে যাবে আর তখন বলবে, হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে কিছু কালের জন্য সুযোগ দিলে না কেন, তাহলে আমি দান-সদকা করতাম এবং নেক লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম।

وَاَنْفِقُوْا مِنْ مَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْلَاۤ اَخَّرْتَنِيْۤ اِلٰۤى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ۙ فَاَصَّدَّقَ وَاَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿١٠﴾

১১. যখন কারও নির্ধারিত কাল এসে যাবে তখন আল্লাহ তাকে কিছুতেই অবকাশ দিবেন না। আর তোমরা যা-কিছু কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে পরিপূর্ণ অবহিত।

وَلَنْ يُّؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَآءَ اَجَلُهَا ؕ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١١﴾

আলহামদুলিল্লাহ! সূরা মুনাফিকূন-এর তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। ভোরবান। ৩রা জুমাদাস সানিয়া ১৪২৯ হিজরী মোতাবেক ৮ই জুন ২০০৮ খ্রি.। (অনুবাদ শেষ হল আজ ৮ই মহররম ১৪৩২ হিজরী মোতাবেক ১৫ই ডিসেম্বর ২০১০ খ্রি.)। আল্লাহ তাআলা এ খেদমতটুকু কবুল করে নিন, একে মানুষের জন্য উপকারী বানিয়ে দিন এবং অবশিষ্ট সূরাগুলির কাজও নিজ পছন্দমত শেষ করার তাওফীক দান করুন– আমীন।

৬৪
সূরা তাগাবুন

সূরা তাগাবুন

পরিচিতি

এ সূরাটি মক্কী, না মাদানী এ সম্পর্কে দু'টি মত আছে। কোন কোন মুফাসসির বলেন, এর কিছু আয়াত মক্কী এবং কিছু আয়াত মাদানী। তবে অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে এই পূর্ণ সূরাটিই মাদানী। অবশ্য এর বিষয়বস্তু মক্কী সূরাসমূহের মত। অর্থাৎ এতে ইসলামের মৌলিক আকীদাসমূহ স্থান পেয়েছে। তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাত– এ তিনটি ইসলামের সর্বাপেক্ষা বুনিয়াদী আকীদা। কাজেই আল্লাহ্ তাআলার অপার শক্তির বরাত দিয়ে মানুষকে এ আকীদাসমূহ স্বীকার করে নেওয়ার দাওয়াত দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ধ্বংসের কারণসমূহ উল্লেখ করতঃ প্রত্যেকে যেন আল্লাহ তাআলার সত্য রাসূল ও তাঁর প্রতি অবতীর্ণ কিতাবের উপর ঈমান এনে আখেরাতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে, সেই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, এ পথে যদি কাউকে তার স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি বাধার সৃষ্টি করে তবে বুঝতে হবে, তারা তার কল্যাণকামী নয়; বরং তারা তার সাথে শত্রুতা করছে। সূরার নাম এর ৯নং আয়াত থেকে গৃহীত, যার ব্যাখ্যা সূরার ১নং টীকায় আসছে।

৬৪ – সূরা তাগাবুন – ১০৮

সূরা التغابن مدنية

মাদানী; ১৮ আয়াত; ২ রুকু

اٰیاتها ١٨ رکوعاتها ٢

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে, তা আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে। রাজত্ব তাঁরই এবং তারই সমস্ত প্রশংসা। তিনি সর্ব বিষয়ে পরিপূর্ণ শক্তি রাখেন।

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ۫ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ①

২. তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউ কাফের ও কেউ মুমিন। তোমরা যা-কিছু কর আল্লাহ তা ভালোভাবে দেখছেন।

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَّمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ②

৩. তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন। তিনি তোমাদের আকৃতি গঠন করেছেন এবং তোমাদের আকৃতিকে সুন্দর করেছেন। তাঁরই দিকে শেষ পর্যন্ত (সকলকে) ফিরে যেতে হবে।

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ ۚ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ③

৪. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর যা-কিছু আছে সবই তিনি জানেন। তোমরা যা গোপনে কর এবং যা প্রকাশ্যে কর তাও তিনি পরিপূর্ণরূপে জানেন এবং আল্লাহ অন্তরের বিষয়াবলী পর্যন্ত ভালোভাবে জ্ঞাত আছেন।

يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ④

أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٥﴾

৫. তোমাদের নিকট কি পৌঁছেনি তাদের বৃত্তান্ত, যারা তোমাদের পূর্বে কুফর অবলম্বন করেছিল, অতঃপর তারা তাদের কর্মের পরিণাম ভোগ করেছে এবং (ভবিষ্যতে) তাদের জন্য আছে এক যন্ত্রণাময় শাস্তি?

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُ كَانَت تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوا وَّاسْتَغْنَى اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٦﴾

৬. তা এজন্য যে, তাদের কাছে তাদের রাসূলগণ সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ নিয়ে এসেছিল। কিন্তু তারা বলেছিল, (আমাদের মত) মানুষই কি আমাদেরকে হেদায়াত দেবে? মোটকথা তারা কুফর অবলম্বন করল ও মুখ ফিরিয়ে নিল। আর আল্লাহও তাদেরকে অপ্রয়োজনীয় ঠাওরালেন। বস্তুত আল্লাহ মুখাপেক্ষীহীন, আপনিই প্রশংসাযোগ্য।

زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُبْعَثُوا ۚ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ۚ وَذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٧﴾

৭. যারা কুফর অবলম্বন করেছে, তারা দাবি করে, তাদেরকে কখনওই পুনর্জীবিত করা হবে না। বলে দাও, কেন নয়? আমার প্রতিপালকের শপথ! তোমাদেরকে অবশ্যই পুনর্জীবিত করা হবে। তারপর তোমাদেরকে অবহিত করা হবে তোমরা যা-কিছু করতে। আর এটা আল্লাহর জন্য অতি সহজ।

فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٨﴾

৮. সুতরাং তোমরা ঈমান আন আল্লাহর প্রতি, তাঁর রাসূলের প্রতি এবং সেই আলোর প্রতি যা আমি নাযিল করেছি। তোমরা যা-কিছু করছ আল্লাহ সে সম্পর্কে পরিপূর্ণরূপে অবহিত।

يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ ۗ وَمَنْ يُّؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُّكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَيُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ اَبَدًا ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ⑨

৯. (দ্বিতীয় জীবন হবে) সেই দিন, যে দিন আল্লাহ তোমাদেরকে সমবেত করবেন হাশর দিবসে। সেটা এমন দিন, যখন কিছু লোক অন্যদেরকে আক্ষেপের মধ্যে ফেলে দেবে।[১] আর যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদের গোনাহ ক্ষমা করে দেবেন এবং তাদেরকে প্রবেশ করাবেন এমন জান্নাতে, যার নিচে নহর প্রবাহিত থাকবে। তাতে তারা সর্বদা থাকবে। এটাই মহা সাফল্য।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَاۤ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ⑩

১০. আর যারা কুফর অবলম্বন করেছে ও আমার আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করেছে, তারা হবে জাহান্নামবাসী। তাতে তারা সর্বদা থাকবে এবং তা অতি মন্দ ঠিকানা।

[১]

مَاۤ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَمَنْ يُّؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَهٗ ؕ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ⑪

১১. কোন মুসিবতই আল্লাহর হুকুম ছাড়া আসে না। যে-কেউ আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, আল্লাহ তার অন্তরকে হেদায়াত দান করেন।[২] আল্লাহ সর্ব বিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞাত।

---

১. কুরআন মাজীদে এখানে تغابن (তাগাবুন) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ একে অন্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করা, আক্ষেপে ফেলা। কিয়ামতকে 'তাগাবুনের দিন' বলা হয়েছে এ কারণে যে, সে দিন যারা জান্নাতে যাবে তাদেরকে দেখে জাহান্নামীরা আক্ষেপ করে বলবে, আহা! আমরা যদি দুনিয়ায় জান্নাতীদের মত আমল করতাম, তবে আজ আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে হত না, আমরাও তাদের মত জান্নাতের নেয়ামত লাভ করতে পারতাম। হযরত শাহ আবদুল কাদের (রহ.) এর তরজমা করেছেন 'হারজিতের দিন'। এর দ্বারা বক্তব্য বিষয় সংক্ষেপে পরিষ্কার হয়ে যায়।

২. বিপদাপদের সময় আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকে স্থিরচিত্ত রাখেন। তারা চিন্তা করে যে-কোন বিপদ আল্লাহ তাআলার হুকুমেই আসে। এর মধ্যে কোনও না কোনও মঙ্গল নিহিত আছে,

وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ ۚ فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاِنَّمَا عَلٰى رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ﴿١٢﴾

১২. তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর এবং আনুগত্য কর রাসূলের। তোমরা যদি মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে (জেনে রেখ) আমার রাসূলের দায়িত্ব কেবল স্পষ্ট ভাষায় প্রচার করা।

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿١٣﴾

১৩. তিনিই আল্লাহ, যিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই। মুমিনদের উচিত কেবল আল্লাহরই উপর নির্ভর করা।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوْهُمْ ۚ وَاِنْ تَعْفُوْا وَتَصْفَحُوْا وَتَغْفِرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٤﴾

১৪. হে মুমিনগণ! তোমাদের স্ত্রী ও তোমাদের সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের শত্রু। সুতরাং তাদের ব্যাপারে সাবধান থাক। যদি তোমরা মার্জনা কর ও উপেক্ষা কর এবং ক্ষমা কর, তবে আল্লাহ তো অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[৩]

তা আমাদের বুঝে আসুক বা নাই আসুক। বিষয়টা এভাবে চিন্তা করার ফলে মুমিনদের পক্ষে সে বিপদ অসহনীয় হয়ে ওঠে না; বরং আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে তারা সবরের তাওফীক লাভ করে।

৩. স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি যাদেরকে আল্লাহ তাআলার নাফরমানী করতে উৎসাহিত করে, তাদের জন্য সেই স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি শত্রুতুল্য। তবে তারা যদি অনুতপ্ত হয় ও তাওবা করে তবে তাদেরকে ক্ষমা করা উচিত এবং তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করা উচিত [তখন যদি তাদের সঙ্গে কঠোর আচরণ করা হয় কিংবা তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়, তবে দুনিয়ার শান্তি-শৃঙ্খলা ভেঙ্গে যাবে। যুক্তি-বুদ্ধি ও শরীয়তের বিচারে যতটুকু সম্ভব তাদের নির্বুদ্ধিতাকে উপেক্ষা করা ও তাদের দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করা চাই। যে ব্যক্তি তাদের প্রতি এরূপ মহানুভবতার পরিচয় দিবে, আল্লাহ তাআলা তার প্রতি দয়া করবেন ও তার ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করবেন। প্রকাশ থাকে যে, সব স্ত্রী ও সকল সন্তান-সন্ততিই এ রকম নয়। এমন বহু নারী আছে, যারা তাদের স্বামীদের দ্বীন ও ঈমান হেফাজত করে এবং নেক কাজে তাদের সৎ পরামর্শক ও উত্তম সহযোগী হয়। এমনিভাবে অনেক সৌভাগ্যবান সন্তান রয়েছে, যারা তাদের পিতা-মাতার জন্য স্থায়ী পুণ্য হয়ে থাকে [অনুবাদক, তাফসীরে উছমানী অবলম্বনে]।

إِنَّمَآ أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ط وَاللَّهُ عِنْدَهُۥٓ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾

১৫. তোমাদের ধন-সম্পদ ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ।[৪] আল্লাহরই কাছে আছে মহা প্রতিদান।

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ ط وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِۦ فَأُولَٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٦﴾

১৬. সুতরাং তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় করে চলো[৫] এবং শোন ও মান। আর (আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী) অর্থ ব্যয় কর। এটা তোমাদের জন্য উত্তম। যারা তাদের অন্তরের লোভ-লালসা থেকে মুক্তি লাভ করেছে তারাই সফলকাম।

إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَٰعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ط وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٧﴾

১৭. তোমরা যদি আল্লাহকে উত্তমভাবে ঋণ দাও, তবে আল্লাহ তা কয়েক গুণ বাড়িয়ে দেবেন এবং তোমাদের গোনাহ মাফ করে দেবেন।[৬] আল্লাহ অতি গুণগ্রাহী, মহা সহনশীলতার অধিকারী।

---

৪. অর্থাৎ তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হয় যে, তোমরা অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির ভালোবাসায় মগ্ন হয়ে আল্লাহ তাআলার আদেশ-নিষেধের ব্যাপারে গাফেল হয়ে যাও কি না। যে ব্যক্তি এরূপ গাফলতি থেকে নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে, আল্লাহ তাআলার কাছে তার জন্য রয়েছে মহা পুরস্কার।

৫. এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে, মানুষকে যে তাকওয়া ও আল্লাহভীতির আদেশ করা হয়েছে, তা তার সাধ্যানুপাতেই করা হয়েছে। অর্থাৎ কারও উপর তার সাধ্যাতীত কোন বিধান চাপানো হয়নি। এই একই বিষয় গত হয়েছে সূরা বাকারায় (২ : ২২৩, ২৮৬); সূরা আনআমে (৬ : ১৫২); সূরা আরাফে (৭ : ৪২) ও সূরা মুমিনুনে (২৩ : ৬২)।

৬. 'আল্লাহ তাআলাকে ঋণ দেওয়ার' অর্থ হল, আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে সৎকাজে অর্থ ব্যয় করা। বিষয়টাকে এ ভাষায় প্রকাশ করার দ্বারা ইশারা করা হয়েছে যে, কাউকে ঋণ দেওয়ার সময় ঋণদাতা যেমন আশ্বস্ত থাকে যে, এক সময় সে তা ফেরত পাবে, তেমনিভাবে সৎকাজে অর্থ ব্যয়ের সময়ও এই বিশ্বাস থাকা চাই যে, আল্লাহ তাআলা এর বিনিময়ে অবশ্যই উত্তম পুরস্কার দান করবেন। 'উত্তমভাবে ঋণ দেওয়া' –এর অর্থ নেক

১৮. তিনি সকল গুপ্ত বিষয় ও সকল প্রকাশ্য বিষয়ের জ্ঞাতা এবং অত্যন্ত ক্ষমতাবান, মহা হেকমতের মালিক।

عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿١٨﴾

কাজে ইখলাস ও খাঁটি নিয়তে অর্থ ব্যয় করা। লোক দেখানো ও সুনাম কুড়ানো উদ্দেশ্য থাকবে না। সৎকর্মে অর্থব্যয়কে সূরা বাকারা (২ : ২৪৫), সূরা মায়েদা (৫ : ১২), সূরা হাদীদ (৫৭ : ১১, ১৮) ও সূরা মুযযাম্মিলেও (৭৩ : ২০) 'কর্জে হাসানা' (উত্তম ঋণ) নামে অভিহিত করা হয়েছে।

আলহামদুলিল্লাহ! সূরা তাগাবুন-এর তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। ভোরবান, মারী, পাকিস্তান। ৪ঠা জুমাদাস সানিয়া ১৪২৯ হিজরী মোতাবেক ৯ই জুন ২০০৮ খ্রি.। (অনুবাদ শেষ হল আজ ৮ই মহররম ১৪৩২ হিজরী মোতাবেক ১৫ই ডিসেম্বর ২০১০ খ্রি.)। আল্লাহ তাআলা এ খেদমতটুকু নিজ অনুগ্রহে কবুল করে নিন এবং অবশিষ্ট সূরাগুলির কাজও নিজ পছন্দমত শেষ করার তাওফীক দিন- আমীন।

৬৫

সূরা তালাক

সূরা তালাক

পরিচিতি

পূর্বের সূরা দু'টিতে মুমিনদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল, তারা যেন স্ত্রী-সন্তানদের ভালোবাসায় বিভোর হয়ে আল্লাহ তাআলার স্মরণ থেকে গাফেল হয়ে না যায়। এবার এ সূরায় এবং এর পরের সূরায় স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিধান বর্ণিত হয়েছে। দাম্পত্য জীবনের মাসআলাসমূহের মধ্যে তালাকের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এ ব্যাপারে কার্যত অনেক বেশি বাড়াবাড়ি ও শৈথিল্য প্রদর্শন করা হয়ে থাকে। মানুষ যাতে এই উভয় প্রান্তিকতা পরিহার করে মধ্যমপন্থা আকড়ে ধরে তাই কুরআন মাজীদ তালাক সম্পর্কিত কিছু মাসআলা সূরা বাকারায়ও উল্লেখ করেছিল (দ্র. ২ : ২২৬–২৩২)। এবার আরও কিছু মাসআলা, যা সেখানে বলা হয়নি, এ সূরায় উল্লেখ করা হয়েছে। তালাক দিতে হলে তার জন্য সঠিক সময় ও সঠিক নিয়ম কী? যে সব নারীর ঋতু আসে না, তারা কিভাবে ইদ্দত পালন করবে? ইদ্দতকালে তাদের প্রাক্তন স্বামীদেরকে তাদের ভরণ-পোষণ কোন মাপকাঠিতে এবং কত দিন পর্যন্ত বহন করতে হবে? সন্তান থাকলে তার দুধ পান করানোর দায়িত্ব কার উপর থাকবে? এ সূরায় এসব প্রশ্নের উত্তর রয়েছে। সেই সঙ্গে এতে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে প্রত্যেক স্বামী-স্ত্রী যেন অন্তরে আল্লাহ তাআলার ভয় জাগরূক রেখে নিজ নিজ দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে যত্নবান থাকে। কেননা স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটা এমন যে, কোর্ট-কাচারি দ্বারা তাদের যে-কোনও জটিলতার মীমাংসা সম্ভব নয়। উভয় পক্ষ যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার কাছে জবাবদিহিতার চিন্তা মাথায় রেখে আপন-আপন দায়িত্ব পালন না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত পারিবারিক শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার কল্পনা করা যায় না। যারা এ ব্যাপারে সচেতন থাকে, দুনিয়া ও আখেরাতের সফলতা তাদেরই নসীব হয়।

৬৫ – সূরা তালাক – ৯৯

মাদানী; ১২ আয়াত; ২ রুকু

سُوْرَةُ الطَّلَاقِ مَدَنِيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ۱۲ رُكُوْعَاتُهَا ۲

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَاَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ ۚ

১. হে নবী! তোমরা যখন নারীদেরকে তালাক দাও, তখন তাদেরকে তাদের ইদ্দতের সময়ে তালাক দিও[১] এবং ভালোভাবে ইদ্দতের হিসাব রেখ এবং

---

১. স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে তালাকের মাধ্যমে বিচ্ছেদ ঘটার পর স্ত্রী যদি নতুন স্বামী গ্রহণ করতে চায়, তবে সেজন্য তাকে কিছুকাল অপেক্ষা করতে হয়। অপেক্ষার সেই মেয়াদকেই 'ইদ্দত' বলে। সূরা বাকারায় (২ : ২২৮) বলা হয়েছে, তালাকপ্রাপ্তা নারীর ইদ্দত হল, তালাকের পর তিনটি ঋতু অতিবাহিত হওয়া। এ আয়াতে তালাকদাতা স্বামীকে আদেশ করা হয়েছে, স্ত্রীকে তালাক দিতে চাইলে এমন সময় দেবে, যার পরপর সে ইদ্দত শুরু করতে পারে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ব্যাখ্যা করেছেন এই যে, স্ত্রীকে তার ঋতু চলাকালে তালাক দেবে না; বরং এমন পবিত্রতার মেয়াদে দেবে, যেই মেয়াদের ভেতর সে তার সাথে সহবাস করেনি। এ নির্দেশের বহু তাৎপর্য আছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য দুটি এই যে, (এক) ইসলাম চায় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, তা অটুট থাকুক। যদি কখনও তালাকের মাধ্যমে তা ছিন্ন করার প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে তা যেন ভালোভাবে চিন্তা-ভাবনা করে ভদ্রোচিত পন্থায় হয় এবং তাতে কোন পক্ষই অন্যের জন্য অহেতুক কষ্টের কারণ না হয়। ঋতুকালে তালাক দিলে এই সম্ভাবনা থাকে যে, স্বামী স্ত্রীর অশুচি অবস্থার কারণে সাময়িক ঘৃণার বশে তালাক দিয়ে দিয়েছে। কিংবা যেই পবিত্রতার মেয়াদে সহবাস হয়েছে, সেই মেয়াদের ভিতর তালাক দিলেও হতে পারে স্ত্রীর প্রতি আগ্রহ কমে যাওয়ার কারণে তালাক দিয়েছে। পক্ষান্তরে যে পবিত্রতার মেয়াদে একবারও সহবাস হয়নি, সেই মেয়াদের ভেতর তালাক দিলে বোঝা যায় এ তালাক কোন সাময়িক অনাগ্রহের ফল নয়। কেননা এরূপ সময়ে সাধারণত স্ত্রীর প্রতি পূর্ণ আগ্রহ ও আকর্ষণ থাকে, তা সত্ত্বেও যখন তালাক দিচ্ছে, তখন নিশ্চয়ই এর যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ আছে।

(দুই) ঋতুকালে তালাক দিলে স্ত্রীর ইদ্দত অহেতুক দীর্ঘ করা হয়। কেননা যেই ঋতুতে তালাক দেওয়া হয়েছে, সেটি তো ইদ্দতের মধ্যে হিসাবে ধরা হবে না। তার ইদ্দত হিসাব করা হবে সেই ঋতু থেকে পাক হওয়ার পর যখন পরবর্তী ঋতু শুরু হবে তখন থেকে। এর ফলে স্ত্রীকে অযথা কষ্ট দেওয়া হবে। তাই হুকুম দেওয়া হয়েছে, তালাক দিতে হবে পবিত্রতার মেয়াদে এবং তাও সেই মেয়াদে, যার ভেতর সহবাস হয়নি।

لَا تُخۡرِجُوۡهُنَّ مِنۡۢ بُيُوۡتِهِنَّ وَلَا يَخۡرُجۡنَ اِلَّاۤ اَنۡ يَّاۡتِيۡنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ؕ وَتِلۡكَ حُدُوۡدُ اللّٰهِ ؕ وَمَنۡ يَّتَعَدَّ حُدُوۡدَ اللّٰهِ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهٗ ؕ لَا تَدۡرِىۡ لَعَلَّ اللّٰهَ يُحۡدِثُ بَعۡدَ ذٰلِكَ اَمۡرًا ①

আল্লাহকে ভয় করো, যিনি তোমাদের প্রতিপালক। তাদেরকে তাদের ঘর থেকে বের করো না এবং তারা নিজেরাও যেন বের না হয়– যদি না তারা সুস্পষ্ট কোন অশ্লীলতায় লিপ্ত হয়।[২] এটা আল্লাহর (স্থিরীকৃত) সীমারেখা। কেউ আল্লাহর (স্থিরীকৃত) সীমারেখা লংঘন করলে সে তো তার নিজের উপরই জুলুম করল। তুমি জান না, হয়ত আল্লাহ এরপর কোন নতুন বিষয় সৃষ্টি করে দেবেন।[৩]

অধিকাংশ মুফাসসির আয়াতের তাফসীর এভাবেই করেছেন। কয়েকটি সহীহ হাদীস দ্বারাও এর সমর্থন পাওয়া যায়। কোন কোন মুফাসসির এর অন্য রকম তাফসীরও করেছেন। তারা আয়াতের তরজমা করেছে এ রকম, 'তাদেরকে তালাক দাও ইদ্দতের জন্য।' তারা এর ব্যাখ্যা করেন যে, আয়াতে আল্লাহ তাআলা পুরুষদেরকে উৎসাহিত করেছেন, তাদের যদি স্ত্রীদেরকে তালাক দেওয়ার দরকার পড়ে, তবে যেন রজঈ তালাক দেয়। অর্থাৎ এমন তালাক দেয়, যার পর ইদ্দতকালে স্ত্রীকে ফেরত গ্রহণ করা সম্ভব হয়। যেন তালাক দেওয়া হবে ইদ্দতকালের সময় পর্যন্ত। এ সময়কালে চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগ হবে এবং অবস্থা অনুকূল মনে হলে তালাক প্রত্যাহার করে নেওয়া যাবে, যেমন পরের আয়াতে বলা হয়েছে।

২. ইদ্দতকালে স্বামীর দায়িত্ব তার তালাক দেওয়া স্ত্রীকে নিজ ঘরে থাকার ব্যবস্থা করে দেওয়া। স্ত্রীরও দায়িত্ব স্বামীর ঘরেই ইদ্দতকাল কাটানো, অন্য কোথাও না যাওয়া, অবশ্য স্ত্রী যদি প্রকাশ্য কোন অশ্লীলতায় লিপ্ত হয়, সেটা ভিন্ন কথা। এর এক অর্থ তো ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া আর দ্বিতীয় অর্থ ঝগড়া-বিবাদে অশ্লীল কথাবার্তা বলা। এ রকম অবস্থায় স্বামী-গৃহে ইদ্দত পালন জরুরী নয়।

৩. ইশারা করা হচ্ছে, অনেক সময় পারস্পরিক ঝগড়ার কারণে উত্তেজনাবশত তালাক দিয়ে দেওয়া হয়, কিন্তু পরবর্তীতে আল্লাহ তাআলা উভয়ের মধ্যে আপসরফা করে দেন আর এ অবস্থায় বৈবাহিক সম্পর্ক পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, কিন্তু সেটা সম্ভব কেবল তখনই যখন তালাক হবে রজঈ। তাই আয়াতে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে, তালাক যদি দিতেই হয়, তবে যেন রজঈ তালাকই দেওয়া হয়। কেননা 'বায়েন' তালাকের পর স্বামীর হাতে প্রত্যাহারের কোন ক্ষমতা থাকে না। তখন স্ত্রীকে ফেরত নিতে চাইলে পুনরায় বিবাহ করা জরুরী। আর যদি তিন তালাক দিয়ে ফেলে তবে তো সেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পুনর্বিবাহের সুযোগও শেষ হয়ে যায়।

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾

২. অতঃপর তাদের (ইদ্দতের) মেয়াদ শেষ পর্যায়ে পৌঁছলে তোমরা হয় তাদেরকে যথাবিধি (নিজেদের বিবাহাধীন) রেখে দেবে অথবা তাদেরকে যথাবিধি বিচ্ছিন্ন করে দেবে।[৪] আর নিজেদের মধ্য হতে ন্যায়নিষ্ঠ দু'জন লোককে সাক্ষী রাখবে।[৫] তোমরা আল্লাহর জন্য সঠিক সাক্ষ্য দিও।[৬] হে মানুষ! এটা এমন বিষয়, যার দ্বারা তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখেরাত দিবসের প্রতি ঈমান রাখে তাদেরকে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে। যে-কেউ আল্লাহকে ভয় করবে, আল্লাহ তার জন্য সংকট থেকে উত্তরণের কোন পথ তৈরি করে দেবেন।

---

৪. এটা রজঈ তালাক সংক্রান্ত বিধান। স্বামী যদি স্ত্রীকে রজঈ তালাক দেয় আর স্ত্রী ইদ্দত পালন করতে থাকে, তবে ইদ্দত শেষ হওয়ার আগেই স্বামীকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, সে কি তালাক প্রত্যাহার করে স্ত্রীর সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক পুনর্বহাল করবে, না এখনও বিচ্ছেদকেই সে সমীচীন মনে করে। উভয় অবস্থায় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সে যা-ই করতে চায়, তা যেন ভালোভাবে করে, ন্যায়সঙ্গতভাবে করে। যদি দাম্পত্য সম্পর্ক পুনর্বহাল করতে চায়, তবে তালাক প্রত্যাহার করে নিক এবং এরপর থেকে স্ত্রীর সাথে প্রীতিপূর্ণ আচার-আচরণ করে চলুক আর যদি বিচ্ছেদকেই বেছে নেয়, তবে ভদ্রোচিত পন্থায়, সদ্ভাবে স্ত্রীকে বিদায় করুক।

৫. তালাক প্রত্যাহার করতে চাইলে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে, স্বামী যেন দু'জন সাক্ষীর সামনে বলে, আমি তালাক প্রত্যাহার করে নিলাম। সাক্ষীদের হতে হবে ন্যায়নিষ্ঠ, সৎলোক। এটাই প্রত্যাহারের উত্তম পন্থা। তবে প্রত্যাহারের জন্য সাক্ষী রাখা অপরিহার্য শর্ত নয়। এমনিভাবে স্বামী যদি মুখে কিছু না বলে, বরং স্ত্রীর সাথে প্রীতি-ঘনিষ্ঠ আচরণ করে কিংবা চুম্বনই করে, তাতেও প্রত্যাহার হয়ে যাবে।

৬. এটা বলা হচ্ছে সাক্ষীদেরকে, যাদের সামনে স্বামী তালাক প্রত্যাহার করেছে। নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, কখনও যদি প্রত্যাহারকে প্রমাণ করার জন্য সাক্ষ্য দেওয়ার প্রয়োজন হয়, তবে যেন সঠিকভাবে সাক্ষ্য দেয়।

৩. এবং তাকে এমন স্থান থেকে রিযিক দান করবেন, যা তার ধারণার বাইরে। যে-কেউ আল্লাহর উপর নির্ভর করে, আল্লাহই তার (কর্ম সম্পাদনের) জন্য যথেষ্ট। নিশ্চিতভাবে জেনে রেখ, আল্লাহ তার কাজ পূরণ করেই থাকেন। (অবশ্য) আল্লাহ সবকিছুর জন্য একটা পরিমাণ নির্দিষ্ট করে রেখেছেন।[৭]

وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۭ وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ ۭ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهٖ ۭ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ③

৪. তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যাদের ঋতু আসার কোন আশা নেই, তোমাদের যদি (তাদের ইদ্দত সম্পর্কে) সন্দেহ হয়, তবে (জেনে রাখ) তাদের ইদ্দত হল তিন মাস।[৮] আর এখনও পর্যন্ত যারা ঋতুমতীই হয়নি, তাদেরও (ইদ্দত এটাই)। যারা গর্ভবতী, তাদের (ইদ্দতের) মেয়াদ হল, সন্তান প্রসব পর্যন্ত। যে-কেউ আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার কাজ সহজে সমাধান করে দেন।

وَالّٰٓـِٔيْ يَىِٕسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَآىِٕكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍ ۙ وَّالّٰٓـِٔيْ لَمْ يَحِضْنَ ۭ وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۭ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ اَمْرِهٖ يُسْرًا ④

---

৭. অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা করে, আল্লাহ তাআলা তার কাজ পূর্ণ করে দেন। তবে কাজ পূর্ণ করার ধরণ ও তার সময় আল্লাহ তাআলা নিজেই নির্ধারণ করেন। কেননা তিনি প্রতিটি জিনিসের এক মাপজোখকৃত পরিমাণ নির্দিষ্ট করে রেখেছেন।

৮. সূরা বাকারায় (২ : ২২৮) বলা হয়েছিল তালাকপ্রাপ্তা নারীর ইদ্দতকাল তিনটি ঋতু। এতে কারও মনে প্রশ্ন দেখা দিল, যাদের বয়স বেশি হওয়ার কারণে ঋতু আসা বন্ধ হয়ে গেছে, তাদের ইদ্দত কী হবে? এ আয়াতে তার জবাব দেওয়া হয়েছে যে, তাদের ইদ্দতকাল তিন ঋতুর স্থানে তিন মাস হবে। এমনিভাবে নাবালেগ মেয়ে, যার এখনও পর্যন্ত ঋতু দেখা দেয়নি, তার ইদ্দতও তিন মাস। যাদেরকে গর্ভাবস্থায় তালাক দেওয়া হয়েছে, তার ইদ্দত ততক্ষণ পর্যন্ত চলতে থাকবে, যতক্ষণ না সন্তান প্রসব হয় বা কোন কারণে গর্ভপাত ঘটে, তা তিন মাসের আগেই হোক বা তার পরে।

৫. এটা আল্লাহর নির্দেশ, যা তিনি তোমাদের প্রতি নাযিল করেছেন। যে-কেউ আল্লাহকে ভয় করবে, আল্লাহ তাঁর পাপরাশি মার্জনা করবেন এবং তাকে দিবেন মহা পুরস্কার।

ذٰلِكَ اَمۡرُ اللّٰهِ اَنۡزَلَهٗۤ اِلَیۡكُمۡ ؕ وَمَنۡ یَّتَّقِ اللّٰهَ یُكَفِّرۡ عَنۡهُ سَیِّاٰتِهٖ وَیُعۡظِمۡ لَهٗۤ اَجۡرًا ﴿۵﴾

৬. তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী তাদেরকে সেই স্থানে বাস করতে দাও, যেখানে তোমরা নিজেরা বাস কর। তাদেরকে সংকটে ফেলার জন্য কষ্ট দিও না।[৯] তারা গর্ভবতী হলে তাদেরকে খরচা দিতে থাক, যতক্ষণ না তারা সন্তান প্রসব করে।[১০] তারপর তারা যদি তোমাদের জন্য শিশুদের দুধ পান করায়, তবে তাদেরকে তাদের পারিশ্রমিক দিও। আর (পারিশ্রমিক নির্ধারণের জন্য) উত্তম পন্থায় নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে নিও। তোমরা যদি একে অন্যের জন্য সংকট সৃষ্টি কর, তবে অন্য কোন নারী তাকে দুধ পান করাবে।[১১]

اَسۡكِنُوۡهُنَّ مِنۡ حَیۡثُ سَكَنۡتُمۡ مِّنۡ وُّجۡدِكُمۡ وَلَا تُضَآرُّوۡهُنَّ لِتُضَیِّقُوۡا عَلَیۡهِنَّ ؕ وَاِنۡ كُنَّ اُولٰتِ حَمۡلٍ فَاَنۡفِقُوۡا عَلَیۡهِنَّ حَتّٰی یَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّ ۚ فَاِنۡ اَرۡضَعۡنَ لَكُمۡ فَاٰتُوۡهُنَّ اُجُوۡرَهُنَّ ۚ وَاۡتَمِرُوۡا بَیۡنَكُمۡ بِمَعۡرُوۡفٍ ۚ وَاِنۡ تَعَاسَرۡتُمۡ فَسَتُرۡضِعُ لَهٗۤ اُخۡرٰی ﴿۶﴾

---

৯. অর্থাৎ স্বামী যেন এরূপ চিন্তা না করে যে, স্ত্রীকে যখন বিদায়ই দিতে হবে তখন আচ্ছা মত জ্বালিয়ে নেই। বরং তার উচিত হবে, যত দিন স্ত্রী তার ঘরে ইদ্দত পালন করবে, ততদিন তার সাথে ভালো ব্যবহার করা। এ আয়াত দ্বারাই হানাফী ফুকাহায়ে কেরাম প্রমাণ করেন, তালাক রজঈ হোক বা বায়েন, ইদ্দতকালে স্ত্রীর ব্যয়ভার স্বামীকেই বহন করতে হবে। কেননা খোরপোষ না দেওয়াটা তাকে কষ্ট দানেরই নামান্তর, যা এ আয়াতে নিষেধ করা হয়েছে।

১০. সাধারণ অবস্থায় ইদ্দত তো মাস তিনেকের মধ্যেই শেষ হয়ে যায়, কিন্তু গর্ভকাল যেহেতু আরও বেশি দিন থাকতে পারে, তাই গর্ভাবস্থার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করে হুকুম দেওয়া হয়েছে, গর্ভবতীর খরচা তার সন্তান প্রসব না হওয়া পর্যন্ত চালু থাকবে, তা যত দিনই দীর্ঘ হোক।

১১. তালাকপ্রাপ্তা নারী তার শিশুকে দুধ খাওয়ানোর জন্য তার প্রাক্তন স্বামী ও শিশুর পিতার কাছে পারিশ্রমিক দাবি করতে পারে। আয়াতে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে, পারিশ্রমিক যেন

لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖ ؕ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ فَلْيُنْفِقْ مِمَّآ اٰتٰىهُ اللّٰهُ ؕ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَآ اٰتٰىهَا ؕ سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُّسْرًا ۟

৭. প্রত্যেক সামর্থ্যবান ব্যক্তি নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী খরচা দেবে আর যার জীবিকা সংকীর্ণ করে দেওয়া হয়েছে, সে, আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন তা থেকে খরচা দেবে। আল্লাহ যাকে যতটুকু দিয়েছেন তার বেশি ভার তার উপর অর্পণ করেন না।[১২] কোন সংকট দেখা দিলে আল্লাহ তারপর স্বাচ্ছন্দ্যও সৃষ্টি করে দেবেন।

[১]

وَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ اَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهٖ فَحَاسَبْنٰهَا حِسَابًا شَدِيْدًا ۙ وَّعَذَّبْنٰهَا عَذَابًا نُّكْرًا ۝

৮. এমন কত জনপদ রয়েছে, যেগুলো নিজ প্রতিপালক ও তাঁর রাসূলগণের আদেশ অহংকার বশে অমান্য করেছিল। ফলে আমি তাদের হিসাব নেই কঠোরভাবে এবং তাদেরকে এমন কঠিন শাস্তি দেই, যেমন শাস্তি তারা পূর্বে কখনও দেখেনি।

فَذَاقَتْ وَبَالَ اَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ اَمْرِهَا خُسْرًا ۝

৯. এভাবে তারা তাদের কর্মের পরিণতি ভোগ করল। বস্তুত ক্ষতিই ছিল তাদের কর্মের পরিণতি।

উভয় পক্ষ আলোচনার মাধ্যমে পারস্পরিক সন্তুষ্টিক্রমে ঠিক করে নেয়। স্বামীও যেন এক্ষেত্রে কার্পণ্য না করে এবং স্ত্রীও যেন ন্যায্য পারিশ্রমিকের বেশি দাবি না করে। কেননা পারস্পরিক সম্মতিক্রমে যদি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা না যায় এবং স্বামী কার্পণ্য করে, তবে তো অন্য কোন নারীকে দিয়ে দুধ খাওয়াতে হবে আর সেই নারী রেওয়াজমত পারিশ্রমিকই চাবে, তার কমে রাজি হবে না। তো অন্য নারীকে যখন রেওয়াজ মোতাবেক পারিশ্রমিকই দিতে হবে, তখন সেই পারিশ্রমিক শিশুর মা'কেই দেওয়া হোক না! এটাই তো বেশি যুক্তিযুক্ত। আবার মা' যদি রেওয়াজের বেশি পারিশ্রমিক দাবি করে, তবে শিশুর পিতা অন্য কাউকে দিয়ে দুধ খাওয়াতে বাধ্য হবে। আর মায়ের পক্ষে এটা কিছুতেই শোভনীয় নয় যে, সে কেবল টাকার লোভে নিজ সন্তানকে দুধ খাওয়ানো হতে বিরত থাকবে এবং এ দায়িত্ব অন্য কোন নারীর হাতে ছেড়ে দেবে।

১২. স্বামীর উপর যে স্ত্রী ও সন্তানদের খরচা বহন ওয়াজিব, এটা তার আর্থিক অবস্থা অনুপাতেই হয়ে থাকে, তার বেশি নয়।

اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا ۙ فَاتَّقُوا اللّٰهَ يٰٓاُولِى الْاَلْبَابِ ۖۚ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ قَدْ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكُمْ ذِكْرًا ۙ﴿۱۰﴾

১০. (আর আখেরাতে) আল্লাহ তার জন্য এক কঠিন শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন। সুতরাং হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ, যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর।[১৩] আল্লাহ তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন আপাদমস্তক এক উপদেশ–

رَّسُوْلًا يَّتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ مُبَيِّنٰتٍ لِّيُخْرِجَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ؕ وَمَنْ يُّؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُّدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ قَدْ اَحْسَنَ اللّٰهُ لَهٗ رِزْقًا ﴿۱۱﴾

১১. অর্থাৎ এমন এক রাসূল, যে তোমাদের সামনে পাঠ করে আল্লাহর আলোদায়ক আয়াত, যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে তাদেরকে অন্ধকার হতে আলোতে আনার জন্য। যে-কেউ আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাকে প্রবেশ করাবেন এমন উদ্যানে, যার নিচে নহর প্রবাহিত থাকবে, যাতে জান্নাতবাসীগণ সর্বদা থাকবে। আল্লাহ এরূপ ব্যক্তির জন্য উৎকৃষ্ট রিযিকের ব্যবস্থা রেখেছেন।

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَّ مِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ ؕ يَتَنَزَّلُ الْاَمْرُ بَيْنَهُنَّ

১২. আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন সাত আকাশ এবং তার অনুরূপ পৃথিবীও।[১৪] তাদের মাঝে আল্লাহর হুকুম অবতীর্ণ

---

১৩. এটা কুরআন মাজীদের এক বিশেষ বাকশৈলী। কুরআন যখনই যে বিধান দেয়, তার আগে-পরে বারবার স্মরণ করিয়ে দেয়, তোমাদেরকে আল্লাহ তাআলার সামনে অবশ্যই একদিন জবাবদিহী করতে হবে। সুতরাং সেই চেতনার সাথে তাকে ভয় করে চল। এটা এমন এক চেতনা, যা তোমাদের জন্য তাঁর সমস্ত আদেশ-নিষেধের অনুসরণকে সহজ করে দেবে।

১৪. বিভিন্ন হাদীস দ্বারা এর যে অর্থ বোঝা যায়, তা হচ্ছে আকাশমণ্ডলীর মত পৃথিবীও সাতটি। কিন্তু কুরআন ও হাদীস এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা পেশ করেনি। অর্থাৎ সাত পৃথিবী স্তরে-স্তরে

لِتَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ۙ وَّ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَیْءٍ عِلْمًا ﴿۱۲﴾

হতে থাকে, যাতে তোমরা জানতে পার আল্লাহ সর্ব বিষয়ে পরিপূর্ণ শক্তি রাখেন এবং আল্লাহর জ্ঞান সবকিছুকে বেষ্টন করে আছে।

গ্রথিত, না এর পরস্পরের মধ্যে দূরত্ব আছে? দূরত্ব থাকলে তা কোথায়-কোথায় অবস্থিত? এসব জানানো হয়নি। কিন্তু একথাও সত্য যে, মহা বিশ্বে এখনও এমন অসংখ্য বস্তু রয়েছে, মানব-জ্ঞান যে পর্যন্ত পৌছতে পারেনি। কেবল আল্লাহ তাআলাই তা জানেন। কুরআন মাজীদ যে উদ্দেশ্যে নাযিল হয়েছে তা পূরণের জন্য এসব জানা জরুরিও নয়। এ আয়াতের মূল উদ্দেশ্য এই যে, মহা বিশ্বের সৃষ্টিনিচয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করে আল্লাহ তাআলার অসীম শক্তি ও অপার হেকমতের উপর ঈমান আনাই সুস্থ বিবেক-বুদ্ধির দাবি।

আলহামদুলিল্লাহ! সূরা তালাকের তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। বিমানযোগে দুবাই থেকে করাচি যাওয়ার পথে। ৮ই জুমাদাস সানিয়া, ১৪২৯ হিজরী মোতাবেক ১৩ই জুন ২০০৮ খ্রি.। শুক্রবার। (অনুবাদ শেষ হল আজ ৯ই মহররম ১৪৩২ হিজরী মোতাবেক ১৬ই ডিসেম্বর ২০১০ খ্রি.)। আল্লাহ তাআলা এ খেদমতটুকু কবুল করে নিন, একে মানুষের জন্য উপকারী বানিয়ে দিন এবং অবশিষ্ট সূরাগুলির কাজও নিজ পছন্দমত শেষ করার তাওফীক দান করুন- আমীন।

৬৬
সূরা তাহরীম

সূরা তাহরীম

পরিচিতি

পূর্ববর্তী সূরার পরিচিতিতে বলা হয়েছে, এ সূরারও মূল বিষয়বস্তু স্বামী-স্ত্রী তাদের নিজেদের মধ্যে এবং তাদের সন্তানদের সাথে কিভাবে ভারসাম্যমান ও সুষম আচরণ-বিধি পালন করবে। একদিকে যৌক্তিক সীমার ভেতর তাদেরকে ভালোবাসাও দ্বীনের দাবি, অন্যদিকে তারা যাতে আল্লাহ তাআলার আদেশ-নিষেধ পালনে অবহেলা না করে সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখাও জরুরী। এরই প্রসঙ্গে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিজের দাম্পত্য জীবনের একটি ঘটনার প্রতি ইশারা করা হয়েছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কোন কোন স্ত্রীকে খুশী করতে গিয়ে কসম করেছিলেন, আর কখনও মধু খাবেন না'। ১নং আয়াতের টীকায় ঘটনার বিবরণ আসছে। এ কসমের কারণে আল্লাহ তাআলা তাকে সতর্ক করেছেন, আল্লাহ তাআলা যে জিনিস আপনার জন্য হালাল করেছেন, আপনি নিজের জন্য তা হারাম করলেন কেন? এ কারণেই সূরার নাম রাখা হয়েছে 'তাহরীম' (হারাম করা)।

৬৬ – সূরা তাহরীম – ১০৭

سُوْرَةُ التَّحْرِيْمِ مَدَنِيَّةٌ

মাদানী; ১২ আয়াত; ২ রুকু

اٰيَاتُهَا ١٢ رُكُوْعَاتُهَا ٢

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَاۤ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ ۚ تَبْتَغِيْ مَرْضَاتَ اَزْوَاجِكَ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ①

১. হে নবী! আল্লাহ যে জিনিস তোমার জন্য হালাল করেছেন, তুমি নিজ স্ত্রীদেরকে খুশী করার জন্য তা হারাম করছ কেন?[১] আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ ۚ وَاللّٰهُ مَوْلٰىكُمْ ۚ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ②

২. আল্লাহ তোমাদের কসম থেকে মুক্তি লাভের ব্যবস্থা দান করেছেন।[২] আল্লাহ তোমাদের অভিভাবক। তিনিই সর্বজ্ঞ, পরিপূর্ণ হেকমতের মালিক।

---

১. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটা নিয়ম ছিল, তিনি প্রতিদিন আসরের পর প্রত্যেক স্ত্রীর কাছে কিছুক্ষণের জন্য যেতেন। নিয়ম অনুসারে একদিন তিনি হযরত যয়নাব (রাযি.)-এর ঘরে গেলেন। হযরত যয়নাব (রাযি.) তাকে মধু খেতে দিলেন। তিনি তা খেলেন। তারপর তিনি হযরত আয়েশা ও হযরত হাফসা (রাযি.)-এর ঘরে গেলেন। তারা দু'জনেই জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি মাগাফির খেয়েছেন? (মাগাফির এক জাতীয় উদ্ভিদ, যাতে কিছুটা দুর্গন্ধ আছে)। তিনি বললেন, না তো! তারা বললেন, তাহলে আপনার মুখে এ গন্ধ কিসের? তখন তাঁর সন্দেহ হল, হয়ত তিনি যে মধু পান করেছেন, মৌমাছি তাতে মাগাফিরের রসও রেখেছিল! মুখে গন্ধ থাকাটা তাঁর কাছে খুবই অপছন্দের ছিল। কাজেই তিনি কসম করলেন, আর কখনও মধু পান করবেন না। তারই প্রেক্ষাপটে এ আয়াত নাযিল হয়।

২. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মধু না খাওয়া সম্পর্কে যে কসম করেছিলেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত তাকে নির্দেশ দিচ্ছে, তিনি যেন কসম ভেঙ্গে ফেলেন এবং তার জন্য কাফফারা আদায় করেন। হাদীসে আছে, কেউ যদি কোন অনুচিত কসম করে, তবে সে যেন তা ভেঙ্গে ফেলে ও কাফফারা আদায় করে। এর কাফফারা সেটাই, যা সূরা মায়েদার (৫ : ৮৯) বর্ণিত হয়েছে।

وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا ۚ فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ ۚ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَٰذَا ۖ قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ ③

৩. এবং স্মরণ কর, যখন নবী তার কোন এক স্ত্রীকে গোপনে একটি কথা বলেছিল।[৩] তারপর সেই স্ত্রী যখন সে কথা অন্য কাউকে বলে দিল[৪] এবং আল্লাহ তা নবীর কাছে প্রকাশ করে দিলেন, তখন সে তার কিছু অংশ জানাল এবং কিছু এড়িয়ে গেল।[৫] যখন নবী তা তার সেই স্ত্রীকে জানাল, তখন সে বলতে লাগল, আপনাকে একথা কে জানাল? নবী বলল, আমাকে জানিয়েছেন তিনি, যিনি সর্বজ্ঞ, সবকিছু অবগত।

إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا ۖ وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَالْمَلَائِكَةُ

৪. (হে নবী পত্নীগণ!) তোমরা যদি আল্লাহর কাছে তাওবা কর (তবে তাই হবে উচিত কাজ), কেননা তোমাদের অন্তর ঝুঁকে পড়েছে।[৬] কিন্তু তোমরা যদি নবীর বিরুদ্ধে একে অপরকে সাহায্য কর, তবে (জেনে রেখ) তার

---

৩. গোপন কথাটি ছিল এই যে, 'আমি আর মধু খাব না বলে কসম করেছি'। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথাটি হযরত হাফসা (রাযি.)কে বলে দিয়েছিলেন। সেই সঙ্গে সাবধান করেছিলেন, তিনি যেন একথা কারও কাছে ফাঁস না করেন। কেননা তাহলে হযরত যয়নাব (রাযি.)- যার ঘরে তিনি মধু খেয়েছিলেন, মনে কষ্ট পাবেন।

৪. অর্থাৎ হযরত হাফসা (রাযি.) সে কথা হযরত আয়েশা (রাযি.)কে বলে দিলেন।

৫. হযরত হাফসা (রাযি.) যে গোপন কথাটি হযরত আয়েশা (রাযি.)-এর কাছে ফাঁস করে দিয়েছেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে কথা তাকে বললেন, কিন্তু সবটুকু বললেন না। কেননা তা বললে হযরত হাফসা বড় বেশি লজ্জা পাবেন।

৬. একথা বলা হচ্ছে হযরত আয়েশা (রাযি.) ও হযরত হাফসা (রাযি.) উভয়কে। অধিকাংশ মুফাসসির এর ব্যাখ্যা করেছেন- 'তোমাদের অন্তর সত্য থেকে অন্য দিকে ঝুঁকে পড়েছে।' অর্থাৎ সত্য-সঠিক পথ থেকে সরে গিয়েছে। কিন্তু কারও কারও মতে এর ব্যাখ্যা হল- তোমাদের অন্তর তাওবার দিকে ঝুঁকে পড়েছে। কাজেই তোমাদের তাওবা করে ফেলা উচিত।

بَعْدَ ذٰلِكَ ظَهِيْرٌ ﴿٤﴾

সঙ্গী আল্লাহ, জিবরাঈল ও সৎকর্মশীল মুমিনগণ। তাছাড়া ফেরেশতাগণ তার সাহায্যকারী।

عَسٰى رَبُّهٗۤ اِنْ طَلَّقَكُنَّ اَنْ يُّبْدِلَهٗۤ اَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكُنَّ مُسْلِمٰتٍ مُّؤْمِنٰتٍ قٰنِتٰتٍ تٰٓئِبٰتٍ عٰبِدٰتٍ سٰٓئِحٰتٍ ثَيِّبٰتٍ وَّاَبْكَارًا ﴿٥﴾

৫. সে যদি তোমাদের সকলকে তালাক দিয়ে দেয়, তবে তার প্রতিপালক তোমাদের পরিবর্তে শীঘ্রই তাকে দিতে পারেন এমন স্ত্রী, যারা হবে তোমাদের চেয়ে উত্তম, মুসলিম, মুমিন, অনুগত, তাওবাকারী, ইবাদতগোজার, রোযাদার, তাতে পূর্বে তাদের স্বামী থাকুক বা কুমারী হোক।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْۤا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَاۤ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ﴿٦﴾

৬. হে মুমিনগণ! নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবারবর্গকে রক্ষা কর সেই আগুন থেকে, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর।[৭] তাতে নিয়োজিত আছে কঠোর স্বভাব, কঠিন হৃদয় ফেরেশতাগণ, যারা আল্লাহর কোন হুকুমে তাঁর অবাধ্যতা করে না এবং সেটাই করে, যার নির্দেশ তাদেরকে দেওয়া হয়।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ ؕ اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٧﴾

৭. হে কাফেরগণ! আজ তোমরা অজুহাত দেখিও না। তোমরা যা করতে তোমাদেরকে তারই প্রতিফল দেওয়া হচ্ছে।

---

৭. 'পাথর' দ্বারা পাথর নির্মিত প্রতিমা বোঝানো হয়েছে, মূর্তিপূজকরা যাদের পূজা করে থাকে। তাদেরকে জাহান্নামে ফেলে তার পূজারীদের শিক্ষা দেওয়া হবে যে, দেখ তোমরা যাদেরকে উপাস্য মনে করতে আজ তাদের কী শোচনীয় পরিণাম হয়েছে।

[১]

৮. হে মুমিনগণ! আল্লাহর কাছে খাঁটি তাওবা কর। অসম্ভব নয় যে, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের পাপসমূহ তোমাদের থেকে মোচন করে দেবেন এবং তোমাদেরকে এমন উদ্যানে প্রবেশ করাবেন, যার নিচে নহর বহমান থাকবে, সেই দিন, যে দিন আল্লাহ নবীকে এবং তাঁর সঙ্গে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন না। তাদের আলো তাদের সামনে ও তাদের ডান পাশে ধাবিত হবে।[৮] তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য এ আলোকে পরিপূর্ণ করে দিন[৯] এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন। নিশ্চয়ই আপনি সর্ববিষয়ে শক্তিমান।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْۤا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا ؕ عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۙ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللّٰهُ النَّبِيَّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ ۚ نُوْرُهُمْ يَسْعٰى بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَاۤ اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْ لَنَا ۚ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ⑧

৯. হে নবী! কাফের ও মুনাফেকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর[১০] এবং তাদের বিরুদ্ধে কঠোর হয়ে যাও। তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। তা অতি মন্দ ঠিকানা।

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ؕ وَمَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ⑨

---

৮. এর দ্বারা খুব সম্ভব সেই সময়কে বোঝানো হয়েছে, যখন সমস্ত মানুষকে পুলসিরাত পার হতে বলা হবে। সে দিন প্রত্যেক মুমিনের ঈমান তার সামনে আলো হয়ে তাকে পথ দেখাবে, যেমন সূরা হাদীদে (৫৭ : ১২) গত হয়েছে।

৯. অর্থাৎ এ আলো শেষ পর্যন্ত স্থায়ী রাখুন। সূরা হাদীদে গেছে, মুনাফেকরাও প্রথম দিকে সে আলো দ্বারা উপকৃত হবে, কিন্তু পরে তাদের থেকে তা সরিয়ে নেওয়া হবে।

১০. 'জিহাদ'-এর প্রকৃত অর্থ চেষ্টা ও মেহনত করা। দ্বীনী দাওয়াতের যে-কোন শান্তিপূর্ণ প্রচেষ্টাও এর অন্তর্ভুক্ত। এমনিভাবে দ্বীনের প্রচার-প্রসার ও প্রতিষ্ঠাকল্পে যেসব নির্বিরোধী কর্মপন্থা গ্রহণ করা হয় তাও। আবার শত্রুর মোকাবেলায় যে সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালিত হয় তাও জিহাদ। তবে সশস্ত্র সংগ্রাম কেবল কাফেরদের বিরুদ্ধেই হতে পারে। মুনাফেকরা যেহেতু নিজেদেরকে মুমিন বলে পরিচয় দিত তাই দুনিয়ায় তাদের সাথে মুমিনদের মত আচরণই করা হত। সাধারণ অবস্থায় তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা হত না, তবে তারা বিদ্রোহ করলে সেটা ভিন্ন কথা।

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوا امْرَاَتَ نُوْحٍ وَّ امْرَاَتَ لُوْطٍ ؕ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتٰهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا وَّقِيْلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدّٰخِلِيْنَ ⑩

১০. যারা কুফর অবলম্বন করেছে, আল্লাহ তাদের জন্য নূহের স্ত্রী ও লূতের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত পেশ করছেন। তারা আমার অত্যন্ত নেককার দু'জন বান্দার বিবাহাধীন ছিল। অতঃপর তারা তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করল।[১১] ফলে আল্লাহর বিরুদ্ধে তারা তাদের কোন কাজে আসল না এবং তাদেরকে (অর্থাৎ স্ত্রী দু'জনকে) বলা হল, অন্যান্য প্রবেশকারীদের সাথে তোমরাও জাহান্নামে প্রবেশ কর।

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا امْرَاَتَ فِرْعَوْنَ ۘ اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِيْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِيْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهٖ وَنَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ⑪ۙ

১১. আর আল্লাহ মুমিনদের জন্য পেশ করছেন ফেরাউন-পত্নীর দৃষ্টান্ত,[১২] যখন সে বলেছিল, হে আমার প্রতিপালক! আমার জন্য আপনার কাছে জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করুন এবং আমাকে ফেরাউন ও তার কর্ম হতে মুক্তি দিন। আর আমাকে নাজাত দিন জালেম সম্প্রদায় হতে।

---

১১. হযরত নূহ আলাইহিস সালামের স্ত্রী তার মহাত্মা স্বামীর বিরুদ্ধাচরণ করত এবং তাঁকে পাগল বলত। তাঁর গোপনীয় বিষয় সে মানুষের কাছে ফাঁস করে দিত। আর হযরত লূত আলাইহিস সালামের স্ত্রীও ছিল স্বামীর অবাধ্য। সেও তাঁর শত্রুদের সাহায্য করত (রূহুল মাআনী)। এ দৃষ্টান্ত দ্বারা আল্লাহ তাআলা বোঝাচ্ছেন, মানুষ নিজে মুমিন না হলে, নিকটতম আত্মীয়ের ঈমান দ্বারাও উপকৃত হতে পারবে না।

১২. ফেরাউনের স্ত্রীর নাম ছিল আসিয়া। আল্লাহ তাআলা যখন হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে যাদুকরদের বিরুদ্ধে জয়যুক্ত করেছিলেন, তখন যাদুকরদের সঙ্গে তিনিও হযরত মূসা আলাইহিস সালামের উপর ঈমান এনেছিলেন। এ কারণে ফেরাউন তার উপর অনেক নিপীড়ন চালিয়েছিল। সেই নিপীড়ন ভোগ কালেই তিনি এই দুআ করেছিলেন। কোন কোন বর্ণনায় আছে, ফেরাউন তার হাত-পায়ে পেরেক গেঁথে উপর থেকে পাথর নিক্ষেপে উদ্যত হয়েছিল, কিন্তু তার আগে-আগেই আল্লাহ তাআলা তাঁকে মৃত্যু দান করেন (রূহুল মাআনী)।

وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرٰنَ الَّتِيْٓ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ رُّوْحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمٰتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهٖ وَكَانَتْ مِنَ الْقٰنِتِيْنَ ﴿١٢﴾

১২. তাছাড়া ইমরান কন্যা মারইয়ামকেও (দৃষ্টান্ত রূপে পেশ করছেন), যে তার সতীত্ব রক্ষা করেছিল। ফলে আমি তার মধ্যে আমার রূহ ফুঁকে দিলাম।[১৩] আর সে নিজ প্রতিপালকের বাণী ও তার কিতাবসমূহকে সত্য বলে স্বীকার করেছিল এবং সে ছিল আনুগত্যকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

---

১৩. সেই রূহ থেকেই হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের জন্ম হয়েছিল। তাই তাকে 'রূহুল্লাহ' বলা হয়।

আলহামদুলিল্লাহ! সূরা তাহরীমের তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। দুবাই থেকে বিমানযোগে করাচি যাওয়ার পথে। ১৫ই জুমাদাস সানিয়া ১৪২৯ হিজরী মোতাবেক ২০ শে জুন ২০০৮ খ্রি., শুক্রবার। (অনুবাদ শেষ হল আজ ৯ই মহররম ১৪৩২ হিজরী মোতাবেক ১৬ই ডিসেম্বর ২০১০ খ্রি.)। আল্লাহ তাআলা এ খেদমতটুকু কবুল করে নিন এবং অবশিষ্ট সূরাসমূহের কাজও নিজ পছন্দমত শেষ করার তাওফীক দান করুন- আমীন।

৬৭
সূরা মুলক

সূরা মুলক

পরিচিতি

এখান থেকে কুরআন মাজীদের শেষ পর্যন্ত অধিকাংশ সূরাই মক্কী। প্রায় সবগুলি সূরারই কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু ইসলামের মৌলিক আকাঈদ– তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতকে প্রমাণিত করা, জান্নাত ও জাহান্নামের অবস্থাদি তুলে ধরা এবং ইসলামের তাবলীগ ও প্রচারের জন্য মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নির্দেশনা দেওয়া ও এ কাজে তাকে যে বিরোধিতা ও জুলুম-নির্যাতনের সম্মুখীন হতে হয়েছে, সেজন্য তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়া। যেহেতু এগুলি পেছনের সূরাসমূহ অপেক্ষা সংক্ষিপ্ত, তাই আলাদাভাবে প্রত্যেকটির পরিচিতি উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। হাঁ, যেখানে প্রয়োজন বোধ হবে ইনশাআল্লাহ তাআলা পরিচিতি পেশ করা হবে।

৬৭ – সূরা মুলক – ৭৭

মক্কী; ৩০ আয়াত; ২ রুকু

سُوْرَةُ الْمُلْكِ مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ٣٠ رُكُوْعَاتُهَا ٢

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

تَبٰرَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ ۫ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ ۙ ①

১. মহিমময় সেই সত্তা, যার হাতে গোটা রাজত্ব। তিনি সবকিছুর উপর পরিপূর্ণ শক্তিমান।

الَّذِيْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ ۙ ②

২. যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য যে, কর্মে তোমাদের মধ্যে কে উত্তম। তিনিই পরিপূর্ণ ক্ষমতার মালিক, অতি ক্ষমাশীল।

الَّذِيْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ؕ مَا تَرٰى فِيْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ ؕ فَارْجِعِ الْبَصَرَ ۙ هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ ③

৩. যিনি উপর-নীচ স্তর বিশিষ্ট সাত আকাশ সৃষ্টি করেছেন। তুমি দয়াময় আল্লাহর সৃষ্টিতে কোন অসঙ্গতি পাবে না।[১] ফের দৃষ্টিপাত করে দেখ, কোন ত্রুটি দেখতে পাও কি?

ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّهُوَ حَسِيْرٌ ④

৪. অতঃপর বারবার দৃষ্টিপাত কর। দৃষ্টি ক্লান্ত ও ব্যর্থ হয়ে তোমার দিকে ফিরে আসবে।

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ وَجَعَلْنٰهَا رُجُوْمًا لِّلشَّيٰطِيْنِ وَاَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيْرِ ⑤

৫. আমি নিকটবর্তী আকাশকে সাজিয়েছি উজ্জ্বল প্রদীপ দ্বারা এবং সেগুলোকে শয়তানের উপর নিক্ষেপের উপকরণও

---

১. 'অসঙ্গতি'-এর দ্বারা বোঝানো হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা সৃষ্টিজগতের প্রতিটি বস্তুকে এক বিশেষ সৌষম্য ও সাযুজ্যের সাথে সৃষ্টি করেছেন। এর কোথাও কোন বৈসাদৃশ্য নেই।

বানিয়েছি।[২] আর তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি।

وَلِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿۶﴾

৬. যারা তাদের প্রতিপালকের সাথে কুফরী আচরণ করেছে, তাদের জন্য আছে জাহান্নামের শাস্তি। তা অতি মন্দ ঠিকানা।

اِذَاۤ اُلْقُوْا فِيْهَا سَمِعُوْا لَهَا شَهِيْقًا وَّهِيَ تَفُوْرُ ۙ﴿۷﴾

৭. যখন তাদেরকে তাতে ফেলা হবে, তারা তার গর্জন শুনতে পাবে আর তা উদ্বেলিত হতে থাকবে।

تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ ؕ كُلَّمَاۤ اُلْقِيَ فِيْهَا فَوْجٌ سَاَلَهُمْ خَزَنَتُهَاۤ اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَذِيْرٌ ﴿۸﴾

৮. মনে হবে যেন তা রোষে ফেটে পড়ছে। যখনই তাতে (কাফেরদের) কোন দলকে নিক্ষেপ করা হবে, তখন তার প্রহরী তাদেরকে জিজ্ঞেস করবে, তোমাদের কাছে কি কোন সতর্ককারী আসেনি?

قَالُوْا بَلٰى قَدْ جَآءَنَا نَذِيْرٌ ۙ۬ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ ۚۖ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ كَبِيْرٍ ﴿۹﴾

৯. তারা বলবে, হাঁ, অবশ্যই আমাদের কাছে সতর্ককারী এসেছিল, কিন্তু আমরা (তাকে) মিথ্যাবাদী ঠাওরিয়েছি এবং বলেছি, আল্লাহ কোন কিছুই নাযিল করেননি। তোমাদের অবস্থা এ ছাড়া কিছুই নয় যে, তোমরা বিরাট গোমরাহীতে নিপতিত রয়েছ।

---

২. প্রদীপ দ্বারা তারকারাজি ও নভোমণ্ডলীয় বস্তুরাজিকে বোঝানো হয়েছে, যা রাতের বেলা আকাশকে সুশোভিত করে তোলে। তাছাড়া শয়তানদের প্রতি নিক্ষেপ করার কাজেও এগুলো ব্যবহার করা হয়ে থাকে। শয়তানদের প্রতি নিক্ষেপ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন সূরা হিজর (১৫ : ১৮)-এর টীকা।

وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيٓ أَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ⑩

১০. এবং তারা বলবে, আমরা যদি শুনতাম এবং বুদ্ধিকে কাজে লাগাতাম, তবে (আজ) আমরা জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম না।

فَاعْتَرَفُوْا بِذَنْۢبِهِمْ ۚ فَسُحْقًا لِّأَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ⑪

১১. এভাবে তারা নিজেরা নিজেদের গোনাহ স্বীকার করবে। অভিশাপ জাহান্নামীদের জন্য!

إِنَّ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّأَجْرٌ كَبِيْرٌ ⑫

১২. (পক্ষান্তরে) যারা তাদের প্রতিপালককে না দেখেই ভয় করে নিঃসন্দেহে তাদের জন্য আছে মাগফিরাত ও মহা প্রতিদান।

وَأَسِرُّوْا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوْا بِهٖ ۗ إِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ⑬

১৩. তোমরা তোমাদের কথা গোপনে বল বা প্রকাশ্যে বল (সবই তাঁর জানা। কেননা) তিনি তো অন্তর্যামী।

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ۗ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ ⑭

১৪. যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি জানবেন না? অথচ তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক জ্ঞাত!

[১]

هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُوْلًا فَامْشُوْا فِيْ مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِنْ رِّزْقِهٖ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ ⑮

১৫. তিনিই তোমাদের জন্য ভূমিকে বশ্য করে দিয়েছেন। সুতরাং তোমরা তার কাঁধে চলাফেরা কর ও তাঁর রিযিক খাও। তাঁরই কাছে তোমাদেরকে পুনর্জীবিত হয়ে যেতে হবে।[৩]

---

৩. অর্থাৎ ভূমির সমস্ত জিনিস তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন। তবে এসব ব্যবহার কালে ভুলে যেও না, এখানে তোমরা চিরকাল থাকতে পারবে না। একদিন এখান থেকে আল্লাহ তাআলার কাছে চলে যেতে হবে। তখন তাঁর কাছে এসব নেয়ামতের হিসাব দিতে হবে। সুতরাং এখানকার প্রতিটি জিনিস আল্লাহ তাআলার হুকুম অনুযায়ী ব্যবহার কর।

ءَاَمِنۡتُمۡ مَّنۡ فِی السَّمَآءِ اَنۡ یَّخۡسِفَ بِکُمُ الۡاَرۡضَ فَاِذَا هِیَ تَمُوۡرُ ﴿۱۶﴾

১৬. তোমরা কি আসমানওয়ালার থেকে এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছ যে, তিনি তোমাদেরকে ভূমিতে ধ্বসিয়ে দেবেন না, যখন তা হঠাৎ থরথর করে কাঁপতে থাকবে?[৪]

اَمۡ اَمِنۡتُمۡ مَّنۡ فِی السَّمَآءِ اَنۡ یُّرۡسِلَ عَلَیۡکُمۡ حَاصِبًا ؕ فَسَتَعۡلَمُوۡنَ کَیۡفَ نَذِیۡرِ ﴿۱۷﴾

১৭. নাকি তোমরা আসমানওয়ালা হতে নিশ্চিত হয়ে গেছ এ ব্যাপারে যে, তিনি তোমাদের উপর পাথর-বৃষ্টি বর্ষণ করবেন না, অচিরেই তোমরা জানতে পারবে কেমন ছিল আমার সতর্কবাণী?

وَلَقَدۡ کَذَّبَ الَّذِیۡنَ مِنۡ قَبۡلِهِمۡ فَکَیۡفَ کَانَ نَکِیۡرِ ﴿۱۸﴾

১৮. তাদের পূর্বে যারা ছিল তারাও (নবীগণকে) অবিশ্বাস করেছিল। অতঃপর (দেখ) কেমন ছিল আমার শাস্তি?

اَوَلَمۡ یَرَوۡا اِلَی الطَّیۡرِ فَوۡقَهُمۡ صٰٓفّٰتٍ وَّیَقۡبِضۡنَ ؕۘ مَا یُمۡسِکُهُنَّ اِلَّا الرَّحۡمٰنُ ؕ اِنَّهٗ بِکُلِّ شَیۡءٍۭ بَصِیۡرٌ ﴿۱۹﴾

১৯. তারা কি তাদের উপর দিকে তাকিয়ে পাখীদেরকে দেখে না, যারা পাখা ছড়িয়ে দেয় আবার তা গুটিয়েও নেয়? দয়াময় আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ তাদেরকে স্থির রাখেন না। নিশ্চয়ই তিনি সবকিছু পরিপূর্ণরূপে দেখাশোনা করেন।

---

৪. আখেরাতের আযাব তো যথাস্থানে আছেই। আল্লাহ তাআলা তোমাদের দুষ্কর্মের কারণে এখানেও শাস্তি দিতে পারেন, যেমন তিনি কারূনকে ভূগর্ভে ধ্বসিয়ে দিয়েছিলেন, তেমনি তোমাদেরকে ধ্বসিয়ে দিতে পারেন আর তখন ভূমি প্রচণ্ডভাবে কাঁপতে থাকবে, ফলে মানুষ আরও বেশি গভীরে তলিয়ে যেতে থাকবে।

২০. আচ্ছা, দয়াময় আল্লাহ ছাড়া সে কে, যে তোমাদের সৈন্য হয়ে তোমাদেরকে সাহায্য করবে? বস্তুত কাফেরগণ নিছক ধোঁকার মধ্যে পড়ে রয়েছে।[৫]

اَمَّنْ هٰذَا الَّذِیْ هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ یَنْصُرُكُمْ مِّنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ ؕ اِنِ الْكٰفِرُوْنَ اِلَّا فِیْ غُرُوْرٍ ۚ﴿۲۰﴾

২১. তিনি যদি তাঁর রিযিক বন্ধ করে দেন, তবে এমন কে আছে, যে তোমাদেরকে রিযিক দিতে পারে? এতদসত্ত্বেও তারা অবাধ্যতা ও সত্যবিমুখতায় অবিচল রয়েছে।

اَمَّنْ هٰذَا الَّذِیْ یَرْزُقُكُمْ اِنْ اَمْسَكَ رِزْقَهٗ ۚ بَلْ لَّجُّوْا فِیْ عُتُوٍّ وَّ نُفُوْرٍ ﴿۲۱﴾

২২. আচ্ছা যে ব্যক্তি উল্টো হয়ে মুখে ভর দিয়ে চলছে, সেই কি বেশি গন্তব্যস্থলে পৌঁছবে, না সেই, যে সোজা হয়ে সরল পথে চলছে?

اَفَمَنْ یَّمْشِیْ مُكِبًّا عَلٰی وَجْهِهٖۤ اَهْدٰۤی اَمَّنْ یَّمْشِیْ سَوِیًّا عَلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ ﴿۲۲﴾

২৩. বলে দাও, তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের জন্য কান, চোখ ও হৃদয় বানিয়েছেন। (কিন্তু) তোমরা শোকর আদায় কর অল্পই।

قُلْ هُوَ الَّذِیْۤ اَنْشَاَكُمْ وَ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الْاَبْصَارَ وَ الْاَفْـِٕدَةَ ؕ قَلِیْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ﴿۲۳﴾

২৪. বলে দাও, তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং তাঁরই কাছে তোমাদেরকে একত্র করে নিয়ে যাওয়া হবে।

قُلْ هُوَ الَّذِیْ ذَرَاَكُمْ فِی الْاَرْضِ وَ اِلَیْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿۲۴﴾

---

৫. অর্থাৎ কাফেরগণ যে মনে করছে তাদের মনগড়া উপাস্যরা তাদের সাহায্য করবে, সেটা ধোঁকা ছাড়া কিছু নয়।

২৫. তারা বলে, তোমরা সত্যবাদী হলে বল, এই প্রতিশ্রুতি কখন পূর্ণ হবে?[৬]

وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝

২৬. বলে দাও, এর জ্ঞান কেবল আল্লাহরই কাছে আছে। আমি কেবল একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী।

قُلْ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ ۪ وَاِنَّمَاۤ اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ۝

২৭. যখন তারা তা (অর্থাৎ কিয়ামতের আযাব) আসন্ন দেখবে, তখন কাফেরদের চেহারা বিমর্ষ হয়ে পড়বে এবং বলা হবে, এটাই সেই জিনিস, যা তোমরা চাচ্ছিলে।

فَلَمَّا رَاَوْهُ زُلْفَةً سِيْٓـَٔتْ وُجُوْهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَقِيْلَ هٰذَا الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تَدَّعُوْنَ ۝

২৮. (হে রাসূল! তাদেরকে) বলে দাও, একটু বল তো, আল্লাহ আমাকে ও আমার সঙ্গীদেরকে ধ্বংস করুন বা আমাদের প্রতি রহমত করুন (উভয় অবস্থায়) কাফেরদেরকে যন্ত্রণাময় শাস্তি হতে কে রক্ষা করবে?[৭]

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَهْلَكَنِيَ اللّٰهُ وَمَنْ مَّعِيَ اَوْ رَحِمَنَا ۙ فَمَنْ يُّجِيْرُ الْكٰفِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝

২৯. বলে দাও, তিনি দয়াময় (আল্লাহ)। আমরা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছি এবং আমরা তাঁরই উপর ভরসা করেছি।

قُلْ هُوَ الرَّحْمٰنُ اٰمَنَّا بِهٖ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ۚ فَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ هُوَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝

---

৬. কাফেরগণ বারবার আখেরাত নিয়ে ঠাট্টা করত এবং বলত, আখেরাতের আযাব সত্য হলে তা আসতে দেরি হচ্ছে কেন? এখনই কেন আসছে না?

৭. বহু কাফের বলত, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়া থেকে চলে গেলে তার দ্বীনও খতম হয়ে যাবে। তাই তারা তাঁর ওফাতের অপেক্ষা করছিল। যেমন সূরা তুর (৫২ : ৩০)-এ গত হয়েছে। এখানে বলা হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা তাঁকে ও তাঁর সঙ্গীগণকে ধ্বংস করুন বা তাদের প্রতি রহম করুন ও তাদেরকে জয়যুক্ত করুন (যেমন আল্লাহ তাআলার প্রতিশ্রুতি রয়েছে) উভয় অবস্থায়ই তোমাদের পরিণতিতে তো কোন প্রভেদ হবে না। উভয় অবস্থায়ই কাফেরদেরকে অবশ্যই শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে এবং তাদেরকে তা থেকে কেউ বাঁচাতে পারবে না।

অচিরেই তোমরা জানতে পারবে কে সুস্পষ্ট গোমরাহীতে লিপ্ত।

৩০. বলে দাও, একটু বল তো, কোন ভোরে তোমাদের পানি যদি ভূগর্ভে অন্তর্হিত হয়ে যায়, তবে কে তোমাদেরকে প্রস্রবণ হতে প্রবাহিত পানি এনে দেবে?[৮]

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَآؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَّاْتِيْكُمْ بِمَآءٍ مَّعِيْنٍ ۝٣٠

৮. যখন এটা জানা আছে যে, পানিসহ সবকিছুই আল্লাহ তাআলারই এখতিয়ারাধীন, তখন তিনি ছাড়া আর কে ইবাদতের উপযুক্ত হতে পারে? এবং এমন কি যুক্তি আছে, যার ভিত্তিতে আখেরাতের জীবন ও সেখানকার পুরস্কার ও শাস্তিকে অস্বীকার করা সম্ভব?

আলহামদুলিল্লাহ! সূরা মুলক-এর তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। মদীনা মুনাওয়ারা। ২৬ জুমাদাছ ছানিয়া ১৪২৯ হিজরী মোতাবেক ২রা জুলাই ২০০৮ খ্রি., বুধবার (অনুবাদ শেষ হল আজ ১০ই মহররম ১৪৩২ হিজরী মোতাবেক ১৭ই ডিসেম্বর ২০১০ খ্রি.)। আল্লাহ তাআলা এ খেদমতটুকু কবুল করুন এবং অবশিষ্ট সূরাগুলির কাজও নিজ পছন্দমত শেষ করার তাওফীক দিন- আমীন।

৬৮ – সূরা কলাম – ২

সُورَةُ الْقَلَمِ مَكِّيَّةٌ

মক্কী; ৫২ আয়াত; ২ রুকু

اٰيَاتُهَا ٥٢ رُكُوْعَاتُهَا ٢

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

نٓ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ ①

১. নূন।[১] (হে রাসূল!) শপথ কলমের এবং তারা যা লিখছে তার।[২]

مَآ اَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُوْنٍ ②

২. স্বীয় প্রতিপালকের অনুগ্রহে তুমি উন্মাদ নও।

وَاِنَّ لَكَ لَاَجْرًا غَيْرَ مَمْنُوْنٍ ③

৩. নিশ্চিতভাবে জেনে রেখ, তোমার জন্য আছে এমন প্রতিদান যা কখনও নিঃশেষ হওয়ার নয়।

---

১. 'نٓ' (নূন) হরফটি আল-হুরূফুল মুকাত্তাআত (বিচ্ছিন্ন হরফসমূহ)-এর অন্তর্ভুক্ত। কুরআন মাজীদের বহু সূরা এ জাতীয় হুরূফের দ্বারা শুরু হয়েছে। সূরা বাকারার শুরুতে বলা হয়েছে, এর প্রকৃত অর্থ আল্লাহ তাআলা ছাড়া কেউ জানে না।

২. মক্কা মুকাররমার কাফেরগণ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাগল বলত (নাউযুবিল্লাহ)। ২নং আয়াতে তা রদ করা হয়েছে। তার আগে এ আয়াতে এভাবে শপথ করা হয়েছে। বহু মুফাসসিরের মতে এখানে 'কলম' দ্বারা তাকদীর লেখার কলম বোঝানো হয়েছে আর 'তারা' সর্বনাম দ্বারা বোঝানো হয়েছে ফেরেশতাদেরকে। অর্থাৎ শপথ তাকদীর লেখার কলমের এবং ফেরেশতাগণ তাকদীরের যে সিদ্ধান্তসমূহ লেখে তার, তুমি উন্মাদ নও। বোঝানো হচ্ছে যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে নবী হবেন এবং মক্কা মুকাররমায় প্রেরিত হবেন, তা তাকদীরে পূর্বেই লিখে রাখা হয়েছে। সুতরাং তিনি যদি দুনিয়াবাসীর কাছে আল্লাহ তাআলার বার্তা পৌঁছিয়ে থাকেন, তা অস্বাভাবিক ও আশ্চর্যজনক কোন ব্যাপার নয়। কোন কোন মুফাসসির বলেন, এখানে যে কলমের শপথ করা হয়েছে, তা সাধারণ কলমই আর 'যা তারা লিখছে' বলেও মানুষ সাধারণভাবে যা লেখে তাই বোঝানো হয়েছে। এ হিসেবে এর ব্যাখ্যা হল, কলম দ্বারা যারা লিখতে পারে, তাদের পক্ষেও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন মাজীদের মাধ্যমে মানুষের কাছে যে উচ্চ মানের বিষয়বস্তু পেশ করছেন তার মত কিছু লেখা সম্ভব নয়। অথচ তিনি একজন উম্মী, নিরক্ষর। তিনি লেখাপড়া জানেন না। একজন উম্মীর মুখে এ রকম উচ্চ মানের বাণী উচ্চারিত হওয়াটা একথার সমুজ্জ্বল প্রমাণ যে, তাঁর কাছে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ওহী আসে। সুতরাং তাকে যে উন্মাদ বলে সে নিজেই মহা উন্মাদ।

৪. এবং নিশ্চয়ই তুমি চরিত্রের সর্বোচ্চ স্তরে রয়েছ।	وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ۝
৫. সুতরাং অচিরেই তুমি দেখবে এবং তারাও দেখতে পাবে–	فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُوْنَ ۝
৬. তোমাদের মধ্যে কে বিকারগ্রস্ততায় আক্রান্ত।	بِاَيِّىكُمُ الْمَفْتُوْنُ ۝
৭. নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক ভালোভাবে জানেন সেই ব্যক্তিকে, যে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং ভালোভাবে জানেন তাদেরকেও, যারা সঠিক পথপ্রাপ্ত হয়েছে।	اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ ۖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ۝
৮. সুতরাং যারা (তোমাকে) মিথ্যাবাদী বলে, তুমি তাদের কথায় চলো না।	فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِيْنَ ۝
৯. তারা চায় তুমি নমনীয় হও, তাহলে তারাও নমনীয় হবে।[৩]	وَدُّوْا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُوْنَ ۝
১০. এবং এমন কোনও ব্যক্তির কথায়ও চলো না, যে অত্যধিক কসম করে, যে হীন,[৪]	وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِيْنٍ ۝

৩. কাফেরদের পক্ষ থেকে কয়েক বারই প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি দ্বীনের দাওয়াতে কিছুটা নমনীয়তা প্রদর্শন করেন এবং কাফেরদের দেব-দেবীদেরকে অলীক সাব্যস্ত না করেন, তবে তারাও তাদের আচরণে নমনীয় হবে এবং তাকে আর কষ্ট দেবে না। আয়াতে তাদের সে প্রস্তাবের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৪. যে সকল কাফের মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধাচরণে অগ্রণী ভূমিকা রাখছিল এবং যে-কোনও উপায়ে তাকে দ্বীনের প্রচার কার্য হতে বিরত রাখার চেষ্টা করছিল, তাদের মধ্যে কয়েকজন আখলাক-চরিত্রের দিক থেকে অত্যন্ত নিম্ন পর্যায়ের ছিল। ১০ থেকে ১২নং পর্যন্ত আয়াতগুলিতে তাদের চারিত্রিক দোষগুলি উল্লেখ করা হয়েছে। কোন কোন মুফাসসিরের বর্ণনা অনুযায়ী তারা হল আখনাস ইবনে শারীক, আসওয়াদ ইবনে আবদ ইয়াগূছ বা ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা।

هَمَّازٍ مَّشَّآءٍۭ بِنَمِيمٍ ﴿١١﴾

১১. যে নিন্দা করতে অভ্যস্ত, চুগলি করে বেড়ায়,

مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ اَثِيمٍ ﴿١٢﴾

১২. সৎকাজে বাধাদানকারী, সীমালংঘনকারী, পাপিষ্ঠ,

عُتُلٍّۭ بَعْدَ ذٰلِكَ زَنِيمٍ ﴿١٣﴾

১৩. রূঢ় স্বভাব, তাছাড়া নীচ বংশীয়।

اَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَّبَنِيْنَ ﴿١٤﴾

১৪. এই কারণে যে, সে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে সমৃদ্ধ।[৫]

اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا قَالَ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٥﴾

১৫. তার সামনে যখন আমার আয়াতসমূহ পড়া হয়, তখন সে বলে, এটা তো অতীত লোকদের কিস্‌সা-কাহিনী।

سَنَسِمُهٗ عَلَى الْخُرْطُوْمِ ﴿١٦﴾

১৬. আমি অচিরেই তার শুঁড় দাগিয়ে দেব।[৬]

اِنَّا بَلَوْنٰهُمْ كَمَا بَلَوْنَآ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ ۚ اِذْ اَقْسَمُوْا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِيْنَ ﴿١٧﴾

১৭. আমি তাদেরকে (অর্থাৎ মক্কাবাসীকে) পরীক্ষায় ফেলেছি, যেমন পরীক্ষায় ফেলেছিলাম (এক) বাগানওয়ালা-দেরকে, যখন তারা শপথ করেছিল, ভোর হওয়া মাত্র আমরা বাগানের ফসল কাটব।[৭]

---

৫. অর্থাৎ সে অতি সম্পদশালী এবং তার বংশে লোকজনও অনেক বেশি, কেবল এ কারণেই এই শ্রেণীর লোকের কথায় পড়া উচিত নয়।

৬. শুঁড় দ্বারা নাক বোঝানো হয়েছে। এরূপ বলা হয়েছে তাকে হেয় করার জন্য। আয়াতের মর্ম হল, কিয়ামতের দিন এরূপ লোকের নাক দাগিয়ে দেওয়া হবে, যা তার চেহারায় বিশ্রী রকমের চিহ্ন হয়ে থাকবে। এর ফলে তার লাঞ্ছনার মাত্রা বেড়ে যাবে।

৭. মক্কা মুকাররমার বিত্তবান কাফেরগণ মনে করত, আল্লাহ তাআলা আমাদের উপর অসন্তুষ্ট থাকলে আমাদেরকে এতটা ধন-সম্পদ দিতেন না। সূরা মুমিনূন (২৩ : ৫৬)-এ আল্লাহ তাআলা তাদের এ ধারণার কথা উল্লেখ করেছেন। এখানে আল্লাহ তাআলা বলছেন, আমি

وَلَا يَسْتَثْنُوْنَ ⑱

১৮. এবং (একথা বলার সময়) তারা কোন ব্যতিক্রম রাখছিল না।[৮]

فَطَافَ عَلَيْهَا طَآئِفٌ مِّنْ رَّبِّكَ وَهُمْ نَآئِمُوْنَ ⑲

১৯. অতঃপর ঘটল এই যে, তারা যখন নিদ্রিত ছিল, তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সেই বাগানে হানা দিল এক উপদ্রব,

فَاَصْبَحَتْ كَالصَّرِيْمِ ⑳

২০. ফলে বাগানটি ভোরবেলা হয়ে গেল কাটা ক্ষেতের মত।

فَتَنَادَوْا مُصْبِحِيْنَ ㉑

২১. ভোর হতেই তারা একে অন্যকে ডাক দিল।

অনেক সময় অর্থ-সম্পদ দেই পরীক্ষা করার জন্য। যাকে তা দেই, সে যদি শোকর আদায়ের পরিবর্তে নাশোকরী করে, তবে দুনিয়াতেই তার উপর আযাব এসে যায়। এরই প্রসঙ্গে এখানে একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। ঘটনাটি আরববাসীর কাছে প্রসিদ্ধ ছিল। তার সারসংক্ষেপ এরূপ, এক ব্যক্তি অত্যন্ত নেককার ছিল, তার ছিল একটি বড় বাগান। লোকটির অভ্যাস ছিল, যখনই বাগানের ফসল কাটত, তা থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে গরীব-দুঃখীদের দান করত। তার ইন্তিকালের পর তার পুত্রগণ, যারা তাদের পিতার মত নেককার ছিল না, নিজেদের মধ্যে বলাবলি করল, আমাদের পিতার কোন বুদ্ধি ছিল না। তাই তো ফল-ফসলের এত বড় অংশ গরীবদের মধ্যে বিলাত আর এভাবে নিজ সম্পদ নষ্ট করত। এখন আমরা যখন বাগানের ফসল তুলব, তখন এমন ব্যবস্থা করব, যাতে কোন গরীব কাছেই আসতে না পারে। এই সিদ্ধান্ত মোতাবেক তারা যখন ফল পাড়ার জন্য বাগানে গেল, তারা আশ্চর্য হয়ে দেখল, আল্লাহ তাআলা বাগানটির উপর এমন এক বিপর্যয় ছেড়ে দিয়েছেন যে, তাতে গোটা বাগান তছনছ হয়ে গেছে। অধিকাংশ বর্ণনা অনুযায়ী এ ঘটনাটি ঘটেছিল 'যারওয়ান' নামক স্থানে, যা ইয়েমেনের 'সানআ' শহর থেকে সামান্য দূরে অবস্থিত। আজও পর্যন্ত এলাকাটিকে 'যারওয়ান'-ই বলা হয়। আমি সেখানে গিয়েছি। সেখানে চারদিকে বিস্তীর্ণ সবুজ-সজীবের মাঝখানে কালো পাথুরে একখণ্ড বিরাণ ভূমি পড়ে রয়েছে। প্রসিদ্ধ আছে, এটাই কুরআন বর্ণিত সেই বাগানটির স্থান, যা পরবর্তীতে আবাদ করা সম্ভব হয়নি।

৮. يستثنون ক্রিয়াপদটি (استثناء = ব্যতিক্রম রাখা) হতে উৎপন্ন। তাদের সম্পর্কে যে বলা হয়েছে তারা কোন 'ব্যতিক্রম রাখছিল না'-এর দু'টি ব্যাখ্যা হতে পারে। (ক) তাদের অভিপ্রায় ছিল সবটা ফসলই নিজেরা নিয়ে যাবে, কিছুই ব্যতিক্রম ও বাদ রাখবে না অর্থাৎ গরীবদেরকে কিছুই দেবে না। (খ) অনেক সময় এ শব্দটি দ্বারা 'ইনশাআল্লাহ বলা'-ও বোঝানো হয়। এ হিসেবে অর্থ হবে, যখন তারা বলছিল, আমরা ভোর হওয়া মাত্র ফসল কাটব, তখন তারা 'ইনশাআল্লাহ' বলেনি।

أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ ﴿٢٢﴾

২২. তোমরা ফসল কাটতে চাইলে ভোর বেলায়ই ক্ষেতে চল।

فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ ﴿٢٣﴾

২৩. সুতরাং তারা চুপিসারে একে অন্যকে এই বলতে বলতে রওয়ানা হল।

أَنْ لَا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ ﴿٢٤﴾

২৪. যে, আজ যেন কোন মিসকীন তোমাদের কাছে এ বাগানে ঢুকতে না পারে।

وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ ﴿٢٥﴾

২৫. এবং তারা দ্রুতবেগে বের হয়ে পড়ল শক্তিমত্তার সাথে।[৯]

فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ ﴿٢٦﴾

২৬. অতঃপর যখন বাগানটি দেখল, বলে উঠল, আমরা নিশ্চয়ই রাস্তা হারিয়ে ফেলেছি।[১০]

بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴿٢٧﴾

২৭. (কিছুক্ষণ পর বলল) না, বরং সব লুট হয়ে গেছে।

قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ ﴿٢٨﴾

২৮. তাদের মধ্যে যে সবচেয়ে ভালো ছিল, সে বলল, আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, তোমরা তাসবীহ পড়ছ না কেন?[১১]

---

৯. এর আরেক অর্থ হতে পারে, তারা গরীবদেরকে বাধা দিতে সক্ষম হবে এই বিশ্বাস নিয়ে ভোরে ভোরে রওয়ানা হল।

১০. অর্থাৎ যখন তারা বাগানের কাছে গিয়ে দেখল গাছ-বৃক্ষের নাম-নিশানা নেই, তখন প্রথম দিকে মনে করেছিল পথ ভুলে অন্য কোথাও চলে এসেছে।

১১. ভাইদের মধ্যে একজন অপেক্ষাকৃত ভালো ছিল। সে আগেই অন্য ভাইদেরকে বলেছিল, আল্লাহ তাআলার যিকির কর এবং গরীবদেরকে বাধা দিও না, কিন্তু তারা তার কথায় কান দেয়নি এবং শেষ পর্যন্ত সে নিজেও তাদের মত হয়ে গিয়েছিল।

قَالُوْا سُبْحٰنَ رَبِّنَاۤ اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ﴿٢٩﴾

২৯. তখন তারা বলল, আমরা আমাদের প্রতিপালকের তাসবীহ (তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা) করছি। নিশ্চয়ই আমরা জালেম ছিলাম।

فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَلَاوَمُوْنَ ﴿٣٠﴾

৩০. তারপর তারা একে অন্যের দিকে মুখ করে পরস্পরকে দোষারোপ করতে লাগল।

قَالُوْا يٰوَيْلَنَاۤ اِنَّا كُنَّا طٰغِيْنَ ﴿٣١﴾

৩১. তারপর সকলে (একযোগে) বলল, হায় আফসোস! নিশ্চয়ই আমরা অবাধ্য হয়ে গিয়েছিলাম।

عَسٰى رَبُّنَاۤ اَنْ يُّبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَاۤ اِنَّاۤ اِلٰى رَبِّنَا رٰغِبُوْنَ ﴿٣٢﴾

৩২. অসম্ভব কিছু নয়, আমাদের প্রতিপালক এ বাগানের পরিবর্তে আমাদেরকে আরও উৎকৃষ্ট বাগান দান করবেন। আমরা অবশ্যই আমাদের প্রতিপালকের অভিমুখী হচ্ছি।[১২]

كَذٰلِكَ الْعَذَابُ ؕ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٣﴾

৩৩. শাস্তি এমনই হয়ে থাকে। আর নিশ্চয়ই আখেরাতের শাস্তি সর্বাপেক্ষা কঠিন– যদি তারা জানত!

[১]

اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ﴿٣٤﴾

৩৪. তবে মুত্তাকীদের জন্য তাদের প্রতিপালকের কাছে আছে নেয়ামতপূর্ণ উদ্যানরাজি।

اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِيْنَ كَالْمُجْرِمِيْنَ ﴿٣٥﴾ؕ

৩৫. আচ্ছা, আমি কি অনুগতদেরকে অপরাধীদের সমান গণ্য করব?

১২. এর দ্বারা এটাই প্রকাশ যে, এ ঘটনার পর তারা তাওবা করেছিল।

مَا لَكُمْ ۚ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ ﴿٣٦﴾

৩৬. তোমাদের কী হল? তোমরা কী রকমের সিদ্ধান্ত করছ? .

اَمْ لَكُمْ كِتٰبٌ فِيْهِ تَدْرُسُوْنَ ﴿٣٧﴾

৩৭. তোমাদের কাছে কি এমন কোন কিতাব আছে, যার ভেতর তোমরা পড়ছ–

اِنَّ لَكُمْ فِيْهِ لَمَا تَخَيَّرُوْنَ ﴿٣٨﴾

৩৮. যে, সেখানে তোমরা যা পছন্দ কর তাই পাবে?[১৩]

اَمْ لَكُمْ اَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۙ اِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُوْنَ ﴿٣٩﴾

৩৯. নাকি তোমরা আমার সাথে কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ কসম করে রেখেছ যে, তোমরা যা স্থির করবে তাই সেখানে পাবে?

سَلْهُمْ اَيُّهُمْ بِذٰلِكَ زَعِيْمٌ ﴿٤٠﴾

৪০. (হে রাসূল!) তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, তাদের মধ্যে কে এ বিষয়ের নিশ্চয়তা নিয়ে রেখেছে?

اَمْ لَهُمْ شُرَكَآءُ ۚ فَلْيَاْتُوْا بِشُرَكَآئِهِمْ اِنْ كَانُوْا صٰدِقِيْنَ ﴿٤١﴾

৪১. না কি (আল্লাহর প্রভুত্বে) তাদের (বিশ্বাস মত) কোন শরীক আছে (যারা এই নিশ্চয়তা গ্রহণ করেছে)? তাহলে তারা তাদের সেই শরীকদেরকে উপস্থিত করুক, যদি তারা সত্যবাদী হয়!

يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَّيُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُوْدِ

৪২. যে দিন 'সাক' খুলে দেওয়া হবে এবং তাদেরকে সিজদার জন্য ডাকা হবে,

---

১৩. কোন কোন কাফের বলত, আল্লাহ তাআলা যদি মৃত্যুর পর আমাদেরকে ফের জীবিত করেনও, তবে তিনি সে জীবনেও আমাদেরকে জান্নাতের নেয়ামত দান করবেন। যেমন সূরা হা-মীম-সাজদায় (৪১ : ৫০) গত হয়েছে। এসব আয়াত তাদের সেই ভিত্তিহীন ধারণা রদ করছে।

فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ﴿٤٢﴾

তখন তারা সিজদা করতে সক্ষম হবে না।[১৪]

خَاشِعَةً اَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ؕ وَقَدْ كَانُوْا يُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُوْدِ وَهُمْ سٰلِمُوْنَ ﴿٤٣﴾

৪৩. তাদের দৃষ্টি থাকবে অবনত। হীনতা তাদেরকে আচ্ছন্ন করে রাখবে, অথচ যখন তারা সুস্থ ও নিরাপদ ছিল, তখনও তাদেরকে সিজদার জন্য ডাকা হত (তখন ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তারা সিজদা করত না)।

فَذَرْنِيْ وَمَنْ يُّكَذِّبُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ ؕ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٤٤﴾

৪৪. সুতরাং (হে রাসূল!) যারা এ বাণীকে প্রত্যাখ্যান করছে তাদেরকে আমার উপর ছেড়ে দাও। আমি তাদেরকে এমনভাবে ক্রমান্বয়ে (ধ্বংসের দিকে) নিয়ে যাব যে, তারা জানতেও পারবে না।

وَاُمْلِيْ لَهُمْ ؕ اِنَّ كَيْدِيْ مَتِيْنٌ ﴿٤٥﴾

৪৫. আর আমি তাদেরকে অবকাশ দিয়ে যাচ্ছি। নিশ্চয়ই আমার কৌশল বড় শক্ত।

اَمْ تَسْـَٔلُهُمْ اَجْرًا فَهُمْ مِّنْ مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُوْنَ ﴿٤٦﴾

৪৬. তুমি কি তাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাচ্ছ যে, তারা জরিমানা-ভারে ন্যুজ হয়ে পড়ছে?

---

১৪. 'সাক' (ساق) অর্থ পায়ের গোছা। কোন কোন মুফাসসির সাক বা পায়ের গোছা খোলার ব্যাখ্যা করেন যে, এটা একটা আরবী বাগধারা। কঠিন কোন সঙ্কট দেখা দিলে এ কথাটি ব্যবহৃত হয়। সুতরাং এর অর্থ হল, যখন কিয়ামতের কঠিন সঙ্কট সামনে এসে যাবে, তখন কাফেরদের এ রকম অবস্থা হবে। আবার অনেক মুফাসসির বলেন, সে দিন আল্লাহ তাআলা নিজের গোছা খুলে দেবেন। তবে তাঁর গোছা মানুষের গোছার মত নয়; বরং এটা আল্লাহ তাআলার এক বিশেষ গুণের নাম, যার প্রকৃত অবস্থা আল্লাহ তাআলাই জানেন। তো আল্লাহ তাআলা তাঁর সেই গুণ প্রকাশ করবেন এবং মানুষকে সিজদার জন্য ডাকা হবে কিন্তু কাফেরগণ সিজদা করতে পারবে না। কেননা সিজদা করার ক্ষমতা যখন ছিল, তখন তারা সিজদা করতে অস্বীকার করেছিল। সহীহ হাদীস দ্বারাও এ ব্যাখ্যার সমর্থন মেলে।

أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ﴿٤٧﴾

৪৭. না কি তাদের কাছে গায়েবের জ্ঞান আছে, যা তারা লিখে রাখছে।

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ ﴿٤٨﴾

৪৮. মোদ্দাকথা তুমি তোমার প্রতিপালকের নির্দেশ না আসা পর্যন্ত সবর করতে থাক এবং মাছ-সম্পর্কিত ব্যক্তির মত হয়ো না,[১৫] যখন সে (আমাকে) ডেকেছিল বেদনার্ত অবস্থায়।

لَّوْلَا أَن تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِّن رَّبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ ﴿٤٩﴾

৪৯. তাঁর প্রতিপালকের অনুগ্রহ যদি তাকে না আগলাত, তবে সে খোলা ময়দানে নিক্ষিপ্ত হত নিকৃষ্ট অবস্থায়।[১৬]

فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٥٠﴾

৫০. অতঃপর তার প্রতিপালক তাকে মনোনীত করলেন এবং তাকে পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন।

وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ﴿٥١﴾

৫১. যারা কুফর অবলম্বন করেছে, তারা যখন উপদেশ-বাণী শোনে, তখন মনে হয় তারা যেন তাদের (তীব্র) দৃষ্টি দ্বারা তোমাকে আছড়িয়ে দেবে এবং তারা বলে, এই ব্যক্তি তো পাগল।

---

১৫. ইশারা হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের প্রতি, যাঁর ঘটনা সূরা ইউনুস (১০ : ৯৮), সূরা আম্বিয়া (২১ : ৮৭) ও সূরা সাফফাত (২৭ : ১৪০)-এ গত হয়েছে।

১৬. এর দ্বারা সেই মাঠকে বোঝানো হয়েছে, মাছ যেখানে হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামকে উগরে ফেলে দিয়েছিল। বোঝানো হচ্ছে যে, তিনি যখন মাছের পেট থেকে বের হন তখন ভীষণ কমজোর হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর জীবিত থাকাটাই কঠিন ছিল। কিন্তু আল্লাহ তাআলা নিজ অনুগ্রহে তাঁকে রক্ষা করেন এবং তিনি পুনরায় সুস্থ-সবল হয়ে ওঠেন।

৫২. অথচ এটা তো বিশ্বজগতের জন্য কেবলই উপদেশ।

وَمَا هُوَ اِلَّا ذِكۡرٌ لِّلۡعٰلَمِيۡنَ ﴿٥٢﴾

আলহামদুলিল্লাহ! সূরা 'কলাম'-এর তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। দুবাই। ২৮ শে জুমাদাছ ছানিয়া ১৪২৯ হিজরী মোতাবেক ৪ঠা জুলাই ২০০৮ খ্রি., শুক্রবার। সূরাটির কাজ শুরু করা হয়েছিল মদীনা মুনাওয়ারায় (অনুবাদ শেষ হল আজ ১১ই মহররম ১৪৩২ হিজরী মোতাবেক ১৮ই ডিসেম্বর ২০১০ খ্রি.)। আল্লাহ তাআলা এ খেদমতটুকু কবুল করে নিন, একে মানুষের জন্য উপকারী বানিয়ে দিন এবং অবশিষ্ট সূরাগুলির কাজও নিজ পছন্দমত শেষ করার তাওফীক দান করুন– আমীন।

৬৯ – সূরা আল-হাক্কাঃ :– ৭৮

سُوْرَةُ الْحَاقَّةِ مَكِّيَّةٌ

মক্কী; ৫২ আয়াত; ২ রুকু

اٰيَاتُهَا ٥٢ رُكُوْعَاتُهَا ٢

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

اَلْحَاقَّةُ ۝۱

১. অবশ্যম্ভাবী সত্য!

مَا الْحَاقَّةُ ۝۲

২. কি সেই অবশ্যম্ভাবী সত্য?

وَمَاۤ اَدْرٰىكَ مَا الْحَاقَّةُ ۝۳

৩. তোমার কি জানা আছে সেই অবশ্যম্ভাবী সত্য কী?[১]

كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ وَعَادٌۢ بِالْقَارِعَةِ ۝۴

৪. আদ ও ছামূদ জাতি সেই প্রকম্পিতকারী সত্যকে অস্বীকার করেছিল।

فَاَمَّا ثَمُوْدُ فَاُهْلِكُوْا بِالطَّاغِيَةِ ۝۵

৫. পরিণামে ছামূদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করা হয়েছিল (মহানাদ-এর) এমন বিপর্যয় দ্বারা, যা ছিল সীমাতিরিক্ত (ভয়াল)।[২]

وَاَمَّا عَادٌ فَاُهْلِكُوْا بِرِيْحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ۝۶

৬. আর আদ জাতি (এর বৃত্তান্ত হল), তাদেরকে এমন প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ু দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছিল–

---

১. এ সত্য হচ্ছে কিয়ামত। আরবী বাগধারা অনুযায়ী এটি অত্যন্ত বলিষ্ঠ প্রকাশভঙ্গি। কোন ঘটনার ভীতিকর দিক তুলে ধরার জন্য আরবীতে এ ভঙ্গিটির ব্যাপক ব্যবহার আছে। তাই কিয়ামতের ভয়াল অবস্থার চিত্রাঙ্কণের জন্য কুরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে এটি প্রযুক্ত হয়েছে। অনুবাদের মাধ্যমে এর যথাযথ তাছীর ও আবেদন অন্য কোন ভাষায় প্রতিস্থাপন করা সম্ভব নয়। অন্ততপক্ষে এর ভাবটুকু যাতে অনুমান করা যায়, তাই এখানে আয়াতের অনেকটা আক্ষরিক অনুবাদ করে দেওয়া হয়েছে।

২. ছামুদ জাতির পরিচিতি সূরা আরাফে (৭ : ৭৩) গত হয়েছে। এ জাতি তাদের নবী হযরত সালেহ আলাইহিস সালামকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। পরিণামে তাদেরকে এক ভীষণ শব্দ দ্বারা শাস্তি দেওয়া হয়। সে শব্দের আঘাতে তাদের কলজে ফেটে গিয়েছিল এবং এভাবে গোটা জাতি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

৭. যা আল্লাহ তাদের উপর প্রবাহিত রেখেছিলেন (একটানা) সাত রাত, আট দিন।[৩] তখন তুমি (সেখানে থাকলে) দেখতে পেতে তারা সেখানে লুটিয়ে পড়ে আছে ফাঁপা খেজুর কাণ্ডের মত।[৪]

سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَّثَمٰنِيَةَ اَيَّامٍ حُسُوْمًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيْهَا صَرْعٰى كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ﴿٧﴾

৮. এখন কি তুমি তাদের কাউকে অবশিষ্ট দেখতে পাও?

فَهَلْ تَرٰى لَهُمْ مِّنْ بَاقِيَةٍ ﴿٨﴾

৯. ফেরাউন, তার পূর্ববর্তীরা এবং (লূত আলাইহিস সালামের) উল্টে যাওয়া জনপদও লিপ্ত হয়েছিল এই অপরাধে

وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهٗ وَالْمُؤْتَفِكٰتُ بِالْخَاطِئَةِ ﴿٩﴾

১০. যে, তারা তাদের প্রতিপালকের রাসূলের অবাধ্যতা করেছিল। ফলে তিনি তাদেরকে কঠোরভাবে পাকড়াও করলেন।

فَعَصَوْا رَسُوْلَ رَبِّهِمْ فَاَخَذَهُمْ اَخْذَةً رَّابِيَةً ﴿١٠﴾

১১. যখন পানি নিয়ন্ত্রণহারা হয়ে গিয়েছিল, তখন আমি তোমাদেরকে আরোহণ করিয়েছিলাম নৌযানে,[৫]

اِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَآءُ حَمَلْنٰكُمْ فِى الْجَارِيَةِ ﴿١١﴾

---

৩. আদ জাতির পরিচিতিও সূরা আরাফে (৭ : ৬৫) চলে গেছে। তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিল প্রলয়ঙ্করী ঝড় দ্বারা, যা টানা আট দিন তাদের উপর প্রবাহিত ছিল।

৪. আদ জাতির লোকজন বিশাল দেহবিশিষ্ট ছিল। তাই তাদের ভূপাতিত দেহকে খেজুর গাছের কাণ্ডের সাথে তুলনা করা হয়েছে।

৫. এর দ্বারা হযরত নূহ আলাইহিস সালামের কওমকে শাস্তি দেওয়ার জন্য যে মহা প্লাবন সৃষ্টি করা হয়েছিল তার পানি বোঝানো হয়েছে। হযরত নূহ আলাইহিস সালামের উপর যারা ঈমান এনেছিল তারা ছাড়া বাকি সকলে সেই পানিতে নিমজ্জিত হয়েছিল। যারা ঈমান এনেছিল আল্লাহ তাআলা তাদেরকে একটি নৌযানে চড়িয়ে হেফাজত করেছিলেন। বিস্তারিত ঘটনা দেখুন সূরা হুদ (১১ : ৩৬–৪৮)।

لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَّتَعِيَهَآ اُذُنٌ وَّاعِيَةٌ ⑫

১২. এই ঘটনাকে তোমাদের জন্য শিক্ষণীয় বানানোর জন্য এবং যাতে এটা (শুনে) স্মরণ রাখে সেই কান, যা স্মরণ রাখতে সক্ষম।

فَاِذَا نُفِخَ فِى الصُّوْرِ نَفْخَةٌ وَّاحِدَةٌ ⑬

১৩. অতঃপর যখন শিঙ্গায় একটি মাত্র ফুঁ দেওয়া হবে,

وَّحُمِلَتِ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَّاحِدَةً ⑭

১৪. এবং পৃথিবী ও পর্বতসমূহকে উত্তোলিত করে একই আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলা হবে,

فَيَوْمَئِذٍ وَّقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ⑮

১৫. সেই দিন ঘটবে সেই ঘটনা, যা অবশ্যম্ভাবী।

وَانْشَقَّتِ السَّمَآءُ فَهِىَ يَوْمَئِذٍ وَّاهِيَةٌ ⑯

১৬. এবং আকাশ ফেটে যাবে আর তা সম্পূর্ণ জীর্ণ হয়ে যাবে

وَّالْمَلَكُ عَلٰٓى اَرْجَآئِهَا ؕ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمٰنِيَةٌ ⑰

১৭. এবং ফেরেশতাগণ থাকবে তার কিনারায় এবং তোমার প্রতিপালকের আরশ সে দিন আটজন ফেরেশতা তাদের উপরে বহন করে রাখবে।

يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُوْنَ لَا تَخْفٰى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ⑱

১৮. সে দিন তোমাদের হাজিরা হবে এমনভাবে যে, তোমাদের কোন গুপ্ত বিষয় গোপন থাকবে না।

فَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ ۙ فَيَقُوْلُ هَآؤُمُ اقْرَءُوْا كِتٰبِيَهْ ⑲

১৯. অতঃপর যাকে আমলনামা দেওয়া হবে তার ডান হাতে, সে বলবে,[৬] হে লোকজন! এই যে আমার আমলনামা, তোমরা পড়ে দেখ।

---

৬. যারা সৎকর্মশীল, তাদেরকে আমলনামা দেওয়া হবে তাদের ডান হাতে আর পাপীদেরকে দেওয়া হবে তাদের বাম হাতে।

২০. আমি আগেই বিশ্বাস করেছিলাম আমাকে হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে।	اِنِّیۡ ظَنَنۡتُ اَنِّیۡ مُلٰقٍ حِسَابِیَہۡ ﴿۲۰﴾
২১. সুতরাং সে থাকবে মনঃপুত জীবনে।	فَهُوَ فِیۡ عِیۡشَۃٍ رَّاضِیَۃٍ ﴿۲۱﴾
২২. সেই সমুন্নত জান্নাতে–	فِیۡ جَنَّۃٍ عَالِیَۃٍ ﴿۲۲﴾
২৩. যার ফল থাকবে ঝুঁকে।	قُطُوۡفُهَا دَانِیَۃٌ ﴿۲۳﴾
২৪. (বলা হবে) তোমরা বিগত জীবনে যেসব কাজ করেছিলে, তার বিনিময়ে খাও ও পান কর স্বাচ্ছন্দ্যে।	کُلُوۡا وَ اشۡرَبُوۡا هَنِیۡٓـًٔۢا بِمَاۤ اَسۡلَفۡتُمۡ فِی الۡاَیَّامِ الۡخَالِیَۃِ ﴿۲۴﴾
২৫. থাকল সেই ব্যক্তি, যার আমলনামা দেওয়া হবে তার বাম হাতে; তো সে বলবে, আহা! আমাকে যদি আমলনামা দেওয়াই না হত!	وَ اَمَّا مَنۡ اُوۡتِیَ کِتٰبَهٗ بِشِمَالِهٖ ۬ۙ فَیَقُوۡلُ یٰلَیۡتَنِیۡ لَمۡ اُوۡتَ کِتٰبِیَہۡ ﴿۲۵﴾
২৬. আর আমি জানতেই না পারতাম, আমার হিসাব কী?	وَ لَمۡ اَدۡرِ مَا حِسَابِیَہۡ ﴿۲۶﴾
২৭. আহা! মৃত্যুতেই যদি আমার সব শেষ হয়ে যেত!	یٰلَیۡتَهَا کَانَتِ الۡقَاضِیَۃَ ﴿۲۷﴾
২৮. আমার অর্থ-সম্পদ আমার কোন কাজে আসল না!	مَاۤ اَغۡنٰی عَنِّیۡ مَالِیَہۡ ﴿۲۸﴾
২৯. আমার থেকে আমার সব ক্ষমতা লুপ্ত হয়ে গেল!	هَلَکَ عَنِّیۡ سُلۡطٰنِیَہۡ ﴿۲۹﴾
৩০. (এরূপ ব্যক্তি সম্পর্কে হুকুম দেওয়া হবে) ধর ওকে এবং ওর গলায় বেড়ি পরিয়ে দাও।	خُذُوۡهُ فَغُلُّوۡهُ ﴿۳۰﴾

ثُمَّ الْجَحِيْمَ صَلُّوْهُ ۝٣١

৩১. তারপর ওকে জাহান্নামে নিক্ষেপ কর

ثُمَّ فِيْ سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوْهُ ۝٣٢

৩২. তারপর ওকে এমন শিকলে গেঁথে দাও, যার পরিমাণ হবে সত্তর হাত।

اِنَّهٗ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ ۝٣٣

৩৩. সে মহান আল্লাহর উপর ঈমান রাখত না।

وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ۝٣٤

৩৪. এবং গরীবকে খাদ্য দানে উৎসাহ দিত না।

فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هٰهُنَا حَمِيْمٌ ۝٣٥

৩৫. সুতরাং আজ এখানে তার নাই কোন বন্ধু

وَّلَا طَعَامٌ اِلَّا مِنْ غِسْلِيْنٍ ۝٣٦

৩৬. এবং না কোন খাদ্য- গিসলীন[৭] ছাড়া-

لَّا يَأْكُلُهٗۤ اِلَّا الْخَاطِئُوْنَ ۝٣٧

৩৭. যা পাপিষ্ঠরা ছাড়া কেউ খাবে না।

[১]

فَلَاۤ اُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُوْنَ ۝٣٨

৩৮. আমি কসম করছি তোমরা যা দেখছ তারও

وَمَا لَا تُبْصِرُوْنَ ۝٣٩

৩৯. এবং তোমরা যা দেখছ না তারও,[৮]

---

৭. 'গিসলীন' বলা হয় মূলত সেই পানিকে, যা কোন ক্ষতস্থান ধোয়ার সময় তা থেকে ঝরে পড়ে। কোন কোন মুফাসসির বলেন, এটা সম্ভবত জাহান্নামীদের কোন খাদ্য, যা ক্ষতস্থান থেকে ঝরা পানি-সদৃশ হবে।

৮. এর দ্বারা বিশ্ব-জগতের সৃষ্টিরাজিকে বোঝানো হয়েছে, যার কতক মানুষ দেখতে পায় এবং কতক দেখা যায় না, যেমন ঊর্ধ্বজগতের বস্তুরাজি। কোন কোন মুফাসসির বলেন, 'তোমরা যা দেখছ' দ্বারা বোঝানো হয়েছে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আর 'যা দেখছ না' দ্বারা হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে, যিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ওহী নিয়ে আসতেন।

৪০. এটা (অর্থাৎ কুরআন) এক সম্মানিত বার্তা বাহকের বাণী[৯]

إِنَّهُۥ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۝٤٠

৪১. এটা কোন কবির বাণী নয়, (কিন্তু) তোমরা অল্পই ঈমান আন

وَّمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ۚ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ ۝٤١

৪২. এবং না কোন অতীন্দ্রিয়বাদীর বাণী, (কিন্তু) তোমরা অল্পই শিক্ষা গ্রহণ কর।

وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ۝٤٢

৪৩. এ বাণী অবতীর্ণ করা হচ্ছে জগত-সমূহের প্রতিপালকের পক্ষ হতে।

تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَٰلَمِينَ ۝٤٣

৪৪. আর যদি সে (অর্থাৎ রাসূল কথার কথা) কোন (মিথ্যা) বাণী রচনা করে আমার প্রতি আরোপ করত

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ ۝٤٤

৪৫. তবে আমি তার ডান হাত ধরে ফেলতাম

لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ۝٤٥

৪৬. তারপর তার জীবন-ধমনি কেটে দিতাম।

ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ۝٤٦

৪৭. তখন তোমাদের কেউ তাকে রক্ষা করার জন্য বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারত না।[১০]

فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَٰجِزِينَ ۝٤٧

---

৯. এর দ্বারা উদ্দেশ্য কাফেরদেরকে রদ করা, যারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কখনও বলত কবি এবং কখনও অতীন্দ্রিয়বাদী।

১০. বলা হচ্ছে, কেউ যদি মিথ্যা নবুওয়াতের দাবি করতঃ নিজের থেকে কোন বাণী রচনা করে এবং আল্লাহ তাআলার উপর তা আরোপ করে বলে, এ বাণী তিনি অবতীর্ণ করেছেন, তবে আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতেই তাকে লাঞ্ছিত করেন। ফলে তাকে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হয়। সুতরাং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত যদি মিথ্যা হত (নাঊযুবিল্লাহ) এবং তিনি নিজের থেকে কোন বাণী রচনা করে আল্লাহ তাআলার নামে চালানোর চেষ্টা করতেন, তবে আল্লাহ তাআলা তাঁর সঙ্গে সেই আচরণই করতেন, যেমনটা আয়াতে বলা হয়েছে।

وَاِنَّهٗ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝٤٨

৪৮. নিশ্চিতভাবে জেনে রেখ এটা মুত্তাকীদের জন্য এক উপদেশবাণী।

وَاِنَّا لَنَعْلَمُ اَنَّ مِنْكُمْ مُّكَذِّبِيْنَ ۝٤٩

৪৯. আমি ভালো করে জানি তোমাদের মধ্যে কিছু লোক অবিশ্বাসীও আছে।

وَاِنَّهٗ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ۝٥٠

৫০. এবং এটা (অর্থাৎ কুরআন) এরূপ কাফেরদের জন্য আক্ষেপের কারণ।[১১]

وَاِنَّهٗ لَحَقُّ الْيَقِيْنِ ۝٥١

৫১. এবং এটাই সেই নিশ্চিত বাণী, যা পরিপূর্ণ সত্য।

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ۝٥٢

৫২. সুতরাং তুমি তোমার মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ঘোষণা কর।

---

১১. অর্থাৎ আখেরাতে যখন তারা শাস্তির সম্মুখীন হবে তখন আক্ষেপ করে বলবে, আহা! আমরা যদি কুরআনের উপর ঈমান আনতাম!

আলহামদুলিল্লাহ! সূরা 'আল-হাক্কা'-র তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। করাচি। ৭ই রজব ১৪২৯ হিজরী মোতাবেক ১০ই জুলাই ২০০৮ খ্রি.। (অনুবাদ শেষ হল আজ ১৮ই মহররম ১৪৩২ হিজরী মোতাবেক ২৫শে ডিসেম্বর ২০১০ খ্রি.)। আল্লাহ তাআলা এ খেদমতটুকু কবুল করে নিন, একে মানুষের জন্য উপকারী বানিয়ে দিন এবং অবশিষ্ট সূরাগুলির কাজও নিজ পছন্দমত শেষ করার তাওফীক দান করুন– আমীন।

৭০ – সূরা মাআরিজ – ৭৯

سُوْرَةُ الْمَعَارِجِ مَكِّيَّةٌ

মক্কী; ৪৪ আয়াত; ২ রুকু

اٰيَاتُهَا ۴۴ رُكُوْعَاتُهَا ۲

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

سَاَلَ سَآئِلٌۢ بِعَذَابٍ وَّاقِعٍ ۙ﴿۱﴾ لِّلْكٰفِرِيْنَ لَيْسَ لَهٗ دَافِعٌ ۙ﴿۲﴾

১–২. এক যাচক যাচনা করল সেই শাস্তি, যা কাফেরদের জন্য অবধারিত,[১] যা রোধ করতে পারে এমন কেউ নেই।

مِّنَ اللّٰهِ ذِي الْمَعَارِجِ ؕ﴿۳﴾

৩. তা আসবে আল্লাহর পক্ষ থেকে, যিনি আরোহণের পথসমূহের মালিক।[২]

تَعْرُجُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ اِلَيْهِ فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ ۚ﴿۴﴾

৪. ফেরেশতাগণ ও রূহুল কুদ্‌স তাঁর কাছে আরোহণ করে এমন এক দিনে, যার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর।[৩]

---

১. জনৈক কাফের ইসলামকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে বলেছিল, যদি এ কুরআন ও ইসলাম সত্য হয়, তবে তুমি আমাদের উপর আকাশ থেকে পাথর বর্ষণ কর অথবা অন্য কোন কঠিন শাস্তি দিয়ে আমাদেরকে ধ্বংস করে দাও, যেমন সূরা আনফালে (৮ : ৩২) বর্ণিত হয়েছে। কোন কোন বর্ণনা দ্বারা জানা যায়, এই ব্যক্তির নাম ছিল নাযর ইবনে হারিছ। এখানে তার কথাই বলা হয়েছে যে, সে শাস্তি প্রার্থনা করছে, যদিও তার আসল উদ্দেশ্য শাস্তি চাওয়া নয়, বরং শাস্তিকে বিদ্রূপ করা ও তার অস্তিত্ব অস্বীকার করা। অথচ সে শাস্তি নিশ্চিত সত্য এবং যখন তা আসবে কেউ ঠেকাতে পারবে না।

২. 'আরোহণের পথসমূহ' দ্বারা এমন সব পথ বোঝানো হয়েছে, যা দিয়ে ফেরেশতাগণ ঊর্ধ্বজগতে আরোহণ করে। এখানে বিশেষভাবে তার উল্লেখ করা হয়েছে এ কারণে যে, পরের আয়াতে ঊর্ধ্বলোকে ফেরেশতাদের আরোহণ করার কথা আসছে।

৩. এ আয়াতের দুটি ব্যাখ্যা আছে। (এক) এতে যে দিনের কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে কিয়ামত দিবস। হিসাব-নিকাশের কঠোরতার কারণে কাফেরদের কাছে সে দিনটি পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান মনে হবে। এ ব্যাখ্যার প্রবক্তাগণ বলেন, এ দিনকেই সূরা তানযীল–আস-সাজদায় (৩২ : ৫) এক হাজার বছরের সমান বলা হয়েছে। পরিমাণ দু' রকম বলা হয়েছে ব্যক্তিভেদে। অর্থাৎ হিসাব-নিকাশের কঠোরতা অনুযায়ী কারও কাছে সে দিনকে এক হাজার বছরের সমান মনে হবে এবং যাদের কষ্ট আরও বেশি হবে, তাদের কাছে মনে হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান।

فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا ﴿٥﴾

৫. সুতরাং সবর অবলম্বন কর উত্তমরূপে।

إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا ﴿٦﴾

৬. তারা তাকে দূরবর্তী মনে করছে।

وَنَرَاهُ قَرِيبًا ﴿٧﴾

৭. অথচ আমি তাকে দেখছি নিকটবর্তী।

يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ ﴿٨﴾

৮. (সে শাস্তি হবে সে দিন) যে দিন আকাশ তেলের গাদের মত হয়ে যাবে

وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ﴿٩﴾

৯. এবং পাহাড় হয়ে যাবে রঙ্গিন তুলার মত।

وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا ﴿١٠﴾

১০. এবং কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু অন্তরঙ্গ বন্ধুকে জিজ্ঞেসও করবে না।

يُبَصَّرُونَهُمْ ۚ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ ﴿١١﴾

১১. অথচ তাদের পরস্পরকে দৃষ্টিগোচর করে দেওয়া হবে। অপরাধী সে দিন শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য তার পুত্রকে মুক্তিপণ হিসেবে দিতে চাবে।

وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ ﴿١٢﴾

১২. এবং তার স্ত্রী ও ভাইকে

(দুই) আয়াতটির দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হল, কাফেরদের সামনে যখন বলা হত, তাদের কুফরের পরিণামে দুনিয়া বা আখেরাতে তাদেরকে অবশ্যই শাস্তি ভোগ করতে হবে, তখন তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ শুরু করে দিত এবং বলত, কই, এত দিন চলে গেল কোন শাস্তি তো আসল না। বাস্তবিকই শাস্তি আসার হলে তা এসে যাচ্ছে না কেন? তাদের এসব কথার উত্তরে বলা হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে, বাকি তা কখন হবে তা তিনিই জানেন। তিনি নিজ হেকমত অনুযায়ী এর দিনক্ষণ ঠিক করে রেখেছেন। তোমরা যে মনে করছ তা আসতে অনেক দেরি হয়ে গেছে, তা করছ তোমাদের হিসাব অনুযায়ী। প্রকৃতপক্ষে তোমরা যেই কালকে এক হাজার বা পঞ্চাশ হাজার বছর গণ্য কর আল্লাহ তাআলার কাছে তা এক দিনের সমান। সুতরাং সূরা হজ্জেও একই কথা এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তারা খুব তাড়াতাড়ি শাস্তি চাচ্ছে। আর এখানে সূরা মাআরিজেও যে ব্যক্তি শাস্তি চাচ্ছিল তার জবাবেই একথা বলা হয়েছে।

وَفَصِيْلَتِهِ الَّتِيْ تُؤْوِيْهِ ﴿١٣﴾

১৩. এবং তার সেই খান্দানকে, যারা তাকে আশ্রয় দিত।

وَمَنْ فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا ثُمَّ يُنْجِيْهِ ﴿١٤﴾

১৪. এবং পৃথিবীর সমস্ত অধিবাসীকে, যাতে (এসব মুক্তিপণ দিয়ে) সে নিজেকে রক্ষা করতে পারে।

كَلَّا ۭ اِنَّهَا لَظٰى ﴿١٥﴾

১৫. (কিন্তু) কখনই এটা সম্ভব হবে না। তা তো এক লেলিহান আগুন।

نَزَّاعَةً لِّلشَّوٰى ﴿١٦﴾

১৬. যা চামড়া খসিয়ে দেবে।

تَدْعُوْا مَنْ اَدْبَرَ وَتَوَلّٰى ﴿١٧﴾

১৭. তা প্রত্যেক এমন ব্যক্তিকে ডাকবে, যে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছে ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।[৪]

وَجَمَعَ فَاَوْعٰى ﴿١٨﴾

১৮. এবং (অর্থ-সম্পদ) সঞ্চয় করেছে অতঃপর তা সযত্নে সংরক্ষণ করেছে।[৫]

اِنَّ الْاِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا ﴿١٩﴾

১৯. বস্তুত মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে লঘুচিত্ত রূপে

اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوْعًا ﴿٢٠﴾

২০. যখন কোন কষ্ট তাকে স্পর্শ করে, তখন সে অত্যন্ত অস্থির হয়ে পড়ে।

وَّاِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوْعًا ﴿٢١﴾

২১. আর যখন তার স্বাচ্ছন্দ্য আসে, তখন হয় অতি কৃপণ।

---

৪. অর্থাৎ দুনিয়ায় যে ব্যক্তি সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে, জাহান্নাম তাকে নিজের দিকে ডেকে নেবে।

৫. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা অর্থ-সম্পদে অন্যদের যে হক ধার্য করেছেন তা আদায় না করে কেবল সঞ্চয়েরই ধান্ধায় থাকত।

২২. তবে নামাযীগণ নয়–

إِلَّا الْمُصَلِّينَ ﴿٢٢﴾

২৩. যারা তাদের নামায আদায় করে নিয়মিত।

الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ﴿٢٣﴾

২৪. এবং যাদের অর্থ-সম্পদে নির্ধারিত হক আছে[৬]–

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ﴿٢٤﴾

২৫. যাচক ও অযাচকের।[৭]

لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٢٥﴾

২৬. এবং যারা কর্মফল দিবসকে সত্য বলে জানে

وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴿٢٦﴾

২৭. এবং যারা তাদের প্রতিপালকের শাস্তির ভয়ে ভীত।

وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ﴿٢٧﴾

২৮. নিশ্চয়ই তাদের প্রতিপালকের শাস্তি এমন জিনিস নয়, যা হতে নিশ্চিন্ত থাকা যায়।

إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ ﴿٢٨﴾

২৯. এবং যারা নিজেদের লজ্জাস্থানকে (সকলের থেকে) হেফাজত করে,

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٢٩﴾

৩০. তাদের স্ত্রী ও সেই দাসীদের ছাড়া, যারা তাদের মালিকানাভুক্ত হয়েছে। কেননা এসব লোক নিন্দনীয় নয়।

إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٣٠﴾

---

৬. এর দ্বারা যাকাত ও এমন সব খাত বোঝানো হয়েছে, যাতে অর্থ ব্যয় অবশ্য কর্তব্য। আয়াত দ্বারা স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, যাকাত দেওয়াটা গরীবদের প্রতি ধনীদের অনুকম্পা নয়; বরং এটা গরীবদের হক।

৭. যে গরীব নিজ প্রয়োজন প্রকাশ করে তাকে 'যাচক' এবং যে অভাবগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও নিজ প্রয়োজন প্রকাশ করে না তাকে 'অযাচক' শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে।

৩১. তবে কেউ এদের ছাড়া অন্য কোন পন্থা অবলম্বন করতে চাইলে, তারা হবে সীমালংঘনকারী।[৮]	فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ ﴿۳۱﴾
৩২. এবং যারা তাদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে,	وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ ﴿۳۲﴾
৩৩. এবং যারা তাদের সাক্ষ্য যথাযথভাবে দান করে।	وَالَّذِيْنَ هُمْ بِشَهٰدٰتِهِمْ قَآئِمُوْنَ ﴿۳۳﴾
৩৪. এবং যারা তাদের নামাযের ব্যাপারে পুরোপুরি যত্নবান থাকে।[৯]	وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ﴿۳۴﴾
৩৫. তারাই জান্নাতে থাকবে সম্মানজনকভাবে।	اُولٰٓئِكَ فِيْ جَنّٰتٍ مُّكْرَمُوْنَ ﴿۳۵﴾
[১]	
৩৬. (হে রাসূল!) কাফেরদের হল কি যে, তারা তোমার দিকে ছুটে আসছে?	فَمَالِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا قِبَلَكَ مُهْطِعِيْنَ ﴿۳۶﴾
৩৭. ডান দিক থেকেও এবং বাম দিক থেকেও, দলে দলে।[১০]	عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِيْنَ ﴿۳۷﴾

---

৮. অর্থাৎ স্ত্রী ও দাসী ছাড়া অন্য কোনভাবে যৌন চাহিদা মেটানো জায়েয নয়। কাজেই যারা সে রকম কিছু করে তারা বৈধতার সীমা লংঘনকারী।

৯. ২৩নং আয়াতে নিয়মিত নামায আদায় করার কথা বলা হয়েছে আর এ আয়াতে বলা হয়েছে, তারা নামাযের ব্যাপারে পুরোপুরি যত্নবান থাকে, অর্থাৎ সমস্ত নিয়ম-কানুন ও আদব-কায়দার প্রতি লক্ষ্য রেখে নামায পড়ে। মুমিনদের এই একই গুণাবলীর কথা সূরা মুমিনূনের শুরুতেও বর্ণিত হয়েছে।

১০. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত করতেন, তখন কাফেরগণ দলে-দলে তাঁর কাছে জড়ো হত এবং তাঁকে নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করত। বলত, এই ব্যক্তি যদি জান্নাতে যায়, তবে আমরা বসে থাকব নাকি? আমরা তার আগেই সেখানে পৌঁছে যাব (রূহুল মাআনী)। এ আয়াতের ইশারা সে দিকেই।

أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَنْ يُّدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيْمٍ ﴿۳۸﴾

৩৮. তাদের প্রত্যেকেই কি প্রত্যাশা করে যে, তাকে দাখিল করা হবে নেয়ামতপূর্ণ জান্নাতে?

كَلَّا ؕ إِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِّمَّا يَعْلَمُوْنَ ﴿۳۹﴾

৩৯. কখনও এরূপ হবে না। আমি তাদেরকে সৃষ্টি করেছি এমন জিনিস দ্বারা যা তারা জানে।[১১]

فَلَآ أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشٰرِقِ وَالْمَغٰرِبِ إِنَّا لَقٰدِرُوْنَ ﴿۴۰﴾

৪০. আমি শপথ করছি সেই সব স্থানের অধিপতির, যা থেকে নক্ষত্ররাজি উদয় হয় ও যেখান থেকে অস্ত যায়, নিশ্চয়ই আমি এ বিষয়ে সক্ষম–

عَلٰٓى أَنْ نُّبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ ۙ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ ﴿۴۱﴾

৪১. যে, তাদের স্থলবর্তী করব তাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট মানবগোষ্ঠীকে[১২] এবং কেউ আমাকে ব্যর্থ করতে পারবে না।

فَذَرْهُمْ يَخُوْضُوْا وَيَلْعَبُوْا حَتّٰى يُلٰقُوْا يَوْمَهُمُ الَّذِيْ يُوْعَدُوْنَ ﴿۴۲﴾

৪২. সুতরাং তুমি তাদেরকে ছেড়ে দাও, তারা তাদের অহেতুক বাক-বিতণ্ডা ও খেলাধুলায় মত্ত থাকুক, যাবৎ না সেই দিনের সাক্ষাত লাভ করে, যে দিনের প্রতিশ্রুতি তাদেরকে দেওয়া হচ্ছে।

يَوْمَ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلٰى نُصُبٍ يُّوْفِضُوْنَ ﴿۴۳﴾

৪৩. সে দিন তারা দ্রুতবেগে কবর থেকে এমনভাবে বের হবে, মনে হবে যেন তারা তাদের প্রতিমাদের দিকে দৌড়ে যাচ্ছে।

---

১১. অর্থাৎ তারা জানে আমি তাদেরকে সৃষ্টি করেছি শুক্রবিন্দু হতে, অথচ শুক্রবিন্দু হতে মানবরূপ পর্যন্ত পৌঁছতে কতগুলো ধাপ অতিক্রম করতে হয়। তো আল্লাহ তাআলা যখন এতগুলো ধাপ অতিক্রম করিয়ে এক বিন্দু শুক্রকে জ্যান্ত-জাগ্রত মানুষ বানাতে সক্ষম, তিনি সেই মানুষের লাশকে পুনরায় জীবিত করতে পারবেন না?

১২. অর্থাৎ তাদের সকলকে ধ্বংস করে তাদের স্থানে এমন মানবগোষ্ঠীকে সৃষ্টি করবেন, যারা তাদের চেয়ে উৎকৃষ্ট হবে।

خَاشِعَةً اَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۚ ذٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذِيْ كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ ﴿٤٤﴾

৪৪. তাদের দৃষ্টি থাকবে অবনত। হীনতা তাদেরকে আচ্ছন্ন করে রাখবে। এটাই সেই দিন, যার প্রতিশ্রুতি তাদেরকে দেওয়া হচ্ছে।

আলহামদুলিল্লাহ! সূরা মাআরিজ-এর তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। চমন, বেলুচিস্তান। ৭ই রজব ১৪২৯ হিজরী মোতাবেক ১১ই জুলাই ২০০৮ খ্রি.। শুক্রবার। (অনুবাদ শেষ হল আজ ১৯শে মহররম ১৪৩২ হিজরী মোতাবেক ২৬ শে ডিসেম্বর ২০১০ খ্রি.)। আল্লাহ তাআলা এ খেদমতটুকু কবুল করে নিন, একে মানুষের জন্য উপকারী বানিয়ে দিন এবং অবশিষ্ট সূরাগুলির কাজও নিজ পছন্দমত শেষ করার তাওফীক দান করুন-- আমীন।

৭১ – সূরা নূহ – ৭১

মক্কী; ২৮ আয়াত; ২ রুকু

سُوْرَةُ نُوْحٍ مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ٢٨ رُكُوْعَاتُهَا ٢

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. আমি নূহকে তার সম্প্রদায়ের কাছে পাঠিয়েছিলাম (এই নির্দেশ দিয়ে যে,) নিজ সম্প্রদায়কে সতর্ক কর তাদের প্রতি যন্ত্রণাময় শাস্তি আসার আগে।[১]

اِنَّاۤ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖۤ اَنْ اَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ①

২. (সুতরাং) সে (নিজ সম্প্রদায়কে) বলল, আমি তো তোমাদের জন্য এক সুস্পষ্ট সতর্ককারী।

قَالَ يٰقَوْمِ اِنِّيْ لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ②

৩. এই বিষয়ে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর ও তাকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।

اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوْهُ وَاَطِيْعُوْنِ ③

৪. আল্লাহ তোমাদের গোনাহসমূহ ক্ষমা করবেন এবং তোমাদেরকে এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত বাকি রাখবেন।[২] নিশ্চয়ই আল্লাহর স্থিরীকৃত কাল যখন এসে যায়, তখন আর তা বিলম্বিত হয় না- যদি তোমরা জানতে!

يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ اِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ اِذَا جَآءَ لَا يُؤَخَّرُ ۘ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ④

---

১. এ সূরায় হযরত নূহ আলাইহিস সালামের শুধু দাওয়াতী কার্যক্রম ও তাঁর দুআসমূহের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর বিস্তারিত ঘটনা জানার জন্য দেখুন সূরা ইউনুস (১০ : ৭১), সূরা হূদ (১১ : ৩৬)।

২. অর্থাৎ তোমাদের আয়ুষ্কাল যে পর্যন্ত নির্ধারিত আছে, সেই পর্যন্ত তোমাদেরকে জীবিত রাখবেন।

قَالَ رَبِّ اِنِّیۡ دَعَوۡتُ قَوۡمِیۡ لَیۡلًا وَّ نَهَارًا ۙ﴿۵﴾

৫. অতঃপর নূহ (আল্লাহ তাআলাকে) বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমি আমার সম্প্রদায়কে রাত-দিন (সত্যের দিকে) ডেকেছি।

فَلَمۡ یَزِدۡهُمۡ دُعَآءِیۡۤ اِلَّا فِرَارًا ﴿۶﴾

৬. কিন্তু আমার দাওয়াতের ফল এ ছাড়া কিছুই হয়নি যে, তারা আরও বেশি পালাতে শুরু করেছে।

وَ اِنِّیۡ کُلَّمَا دَعَوۡتُهُمۡ لِتَغۡفِرَ لَهُمۡ جَعَلُوۡۤا اَصَابِعَهُمۡ فِیۡۤ اٰذَانِهِمۡ وَ اسۡتَغۡشَوۡا ثِیَابَهُمۡ وَ اَصَرُّوۡا وَ اسۡتَکۡبَرُوا اسۡتِکۡبَارًا ۚ﴿۷﴾

৭. আমি যখনই তাদেরকে দাওয়াত দিয়েছি, যাতে আপনি তাদেরকে ক্ষমা করেন, তখনই তারা তাদের কানে আঙ্গুল রেখেছে, নিজেদের কাপড় দ্বারা নিজেদেরকে ঢেকে ফেলেছে, নিজেদের কথার উপর জিদ বজায় রেখেছে এবং শুধু অহমিকাই প্রকাশ করেছে।

ثُمَّ اِنِّیۡ دَعَوۡتُهُمۡ جِهَارًا ۙ﴿۸﴾

৮. অতঃপর আমি তাদেরকে জোর কণ্ঠে দাওয়াত দিয়েছি।

ثُمَّ اِنِّیۡۤ اَعۡلَنۡتُ لَهُمۡ وَ اَسۡرَرۡتُ لَهُمۡ اِسۡرَارًا ۙ﴿۹﴾

৯. তারপর আমি প্রকাশ্যেও তাদের সাথে কথা বলেছি এবং গোপনে-গোপনেও তাদেরকে বুঝিয়েছি।

فَقُلۡتُ اسۡتَغۡفِرُوۡا رَبَّکُمۡ ؕ اِنَّهٗ کَانَ غَفَّارًا ۙ﴿۱۰﴾

১০. আমি তাদেরকে বলেছি, নিজ প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চিতভাবে জেন, তিনি অতিশয় ক্ষমাশীল।

یُّرۡسِلِ السَّمَآءَ عَلَیۡکُمۡ مِّدۡرَارًا ﴿۱۱﴾

১১. তিনি আকাশ থেকে তোমাদের উপর প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন।

১২. এবং তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে উন্নতি দান করবেন এবং তোমাদের জন্য সৃষ্টি করবেন উদ্যান আর তোমাদের জন্য নদ-নদীর ব্যবস্থা করে দিবেন।

وَّيُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ جَنّٰتٍ وَّيَجْعَلْ لَّكُمْ اَنْهٰرًا ﴿۱۲﴾

১৩. তোমাদের কী হল যে, তোমরা আল্লাহর মহিমাকে বিলকুল ভয় পাও না?

مَا لَكُمْ لَا تَرْجُوْنَ لِلّٰهِ وَقَارًا ﴿۱۳﴾

১৪. অথচ তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন ধাপে ধাপে।[৩]

وَقَدْ خَلَقَكُمْ اَطْوَارًا ﴿۱۴﴾

১৫. তোমরা কি দেখনি আল্লাহ কিভাবে আকাশকে উপর-নিচ স্তর বিশিষ্ট করে সৃষ্টি করেছেন?

اَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ﴿۱۵﴾

১৬. এবং তাতে চন্দ্রকে আলোরূপে এবং সূর্যকে প্রদীপরূপে স্থাপিত করেছেন?

وَّجَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِنَّ نُوْرًا وَّجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ﴿۱۶﴾

১৭. এবং তোমাদেরকে ভূমি হতে উৎকৃষ্ট পন্থায় উদ্ভূত করেছেন।[৪]

وَاللّٰهُ اَنْۢبَتَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ نَبَاتًا ﴿۱۷﴾

---

৩. ইশারা করা হয়েছে যে, শুক্রবিন্দু হতে পূর্ণাঙ্গ মানবরূপ লাভ করা পর্যন্ত মানুষকে বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করতে হয়, যেমন সূরা হজ্জ (২২ : ৫) ও সূরা মুমিনূন (২৩ : ১৪)-এ বিস্তারিত বলা হয়েছে। পর্যায়ক্রমিক এ সৃজন আল্লাহ তাআলার মহা শক্তির পরিচয় বহন করে। এই মহামহিম সত্তা যে তোমাদেরকে পুনরায়ও সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখেন এ বিষয়ে তোমরা কেন সন্দেহ করছ?

৪. অর্থাৎ একটি গাছের চারা যেমন মাটির ভেতর থেকে বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করার পর পূর্ণাঙ্গ বৃক্ষ রূপ লাভ করে, তেমনি আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকেও ভূমিতে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করেছেন। এমনিভাবে ভূমি থেকে উদগত উদ্ভিদ যেমন আবার মরে মাটিতে মিশে যায়, ফের আল্লাহ তাআলার যখন ইচ্ছা হয় সেই মাটি থেকেই তাকে উদগত করেন, তেমনি তোমরাও মরে মাটিতে মিশে যাবে, তারপর আল্লাহ তাআলা যখন ইচ্ছা করবেন পুনরায় তোমাদেরকে জীবন দিয়ে মাটির ভেতর থেকে বের করে আনবেন।

ثُمَّ يُعِيۡدُكُمۡ فِيۡهَا وَ يُخۡرِجُكُمۡ اِخۡرَاجًا ﴿۱۸﴾

১৮. তারপর তিনি তোমাদেরকে পুনরায় তার ভেতরই পাঠাবেন এবং (সেখান থেকে পুনরায়) তোমাদেরকে পুরোপুরি বের করে আনবেন।

وَ اللّٰهُ جَعَلَ لَكُمُ الۡاَرۡضَ بِسَاطًا ﴿۱۹﴾

১৯. আল্লাহই ভূমিকে তোমাদের জন্য বিছানা বানিয়ে দিয়েছেন,

لِّتَسۡلُكُوۡا مِنۡهَا سُبُلًا فِجَاجًا ﴿۲۰﴾

২০. যাতে তোমরা তার উম্মুক্ত পথে চলাফেরা করতে পার।

[১]

قَالَ نُوۡحٌ رَّبِّ اِنَّهُمۡ عَصَوۡنِیۡ وَ اتَّبَعُوۡا مَنۡ لَّمۡ یَزِدۡهُ مَالُهٗ وَ وَلَدُهٗۤ اِلَّا خَسَارًا ﴿۲۱﴾

২১. নূহ বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমার সম্প্রদায় তো আমার কথা মানল না। তারা অনুসরণ করেছে এমন লোকের (অর্থাৎ তাদের নেতৃবর্গের) যাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তাদের ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করেনি।

وَ مَكَرُوۡا مَكۡرًا كُبَّارًا ﴿۲۲﴾

২২. এবং তারা অনেক বড়-বড় ষড়যন্ত্র করেছে।[৫]

وَ قَالُوۡا لَا تَذَرُنَّ اٰلِهَتَكُمۡ وَ لَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَّ لَا سُوَاعًا ۬ۙ وَّ لَا یَغُوۡثَ وَ یَعُوۡقَ وَ نَسۡرًا ﴿۲۳﴾

২৩. এবং তারা (নিজেদের লোকদেরকে) বলেছে, তোমরা তোমাদের উপাস্যদেরকে কিছুতেই পরিত্যাগ করো না। কিছুতেই পরিত্যাগ করো না 'ওয়াদূদ' ও 'সুওয়া'-কে এবং না 'ইয়াগূছ' 'ইয়াউক' ও 'নাসর'-কে।[৬]

---

৫. ইশারা সেই সব ষড়যন্ত্রের দিকে, যা হযরত নূহ আলাইহিস সালামের শত্রুগণ তাঁর বিরুদ্ধে চালাচ্ছিল।

৬. 'ওয়াদূদ', 'সুওয়া', 'ইয়াগূছ', 'ইয়াউক' ও 'নাসর' হল কতগুলো মূর্তির নাম। হযরত নূহ আলাইহিস সালামের কওম এগুলোর পূজা করত।

وَقَدْ اَضَلُّوْا كَثِيْرًا ۚ وَلَا تَزِدِ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا ضَلٰلًا ۝٢٤

২৪. এভাবে তারা বহুজনকে বিপথগামী করেছে। সুতরাং (হে আমার প্রতিপালক!) আপনিও এই জালেমদের কেবল বিপথগামিতাই বৃদ্ধি করে দিন।

مِمَّا خَطِيْٓـٰٔتِهِمْ اُغْرِقُوْا فَاُدْخِلُوْا نَارًا ۙ فَلَمْ يَجِدُوْا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْصَارًا ۝٢٥

২৫. তাদের গোনাহের কারণেই তাদেরকে নিমজ্জিত করা হয়েছিল, তারপর তাদেরকে দাখিল করা হয়েছে আগুনে আর আল্লাহ ছাড়া তারা অন্য কোন সাহায্যকারী পায়নি।

وَقَالَ نُوْحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دَيَّارًا ۝٢٦

২৬. নূহ আরও বলেছিল, হে আমার প্রতিপালক! এই কাফেরদের মধ্য হতে কোন বাসিন্দাকেই পৃথিবীতে বাকি রাখবেন না।

اِنَّكَ اِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوْا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوْٓا اِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ۝٢٧

২৭. আপনি তাদেরকে বাকি রাখলে তারা আপনার বান্দাদেরকে বিপথগামী করবে এবং তাদের যে সন্তানাদি জন্ম নেবে তারাও পাপিষ্ঠ ও ঘোর কাফেরই হবে।[৭]

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ

২৮. হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা করে দিন এবং আমার পিতা-

---

৭. সূরা হূদে গত হয়েছে (১১ : ৩৬), আল্লাহ তাআলা হযরত নূহ আলাইহিস সালামকে ওহীর মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁর সম্প্রদায়ের যারা এ পর্যন্ত ঈমান এনেছে তারা ছাড়া আর কেউ ঈমান আনবে না।

مُؤْمِنًا وَّ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ۭ وَلَا تَزِدِ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا تَبَارًا ﴿٢٨﴾

মাতাকেও এবং প্রত্যেক এমন ব্যক্তিকেও, যে ঈমানের অবস্থায় আমার ঘরে প্রবেশ করেছে[৮] আর সমস্ত মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীকেও। আর যারা জালেম তাদের শুধু ধ্বংসই বৃদ্ধি করুন।

---

৮. ঈমানের শর্তারোপ করেছেন এ কারণে যে, তাঁর পরিবারবর্গের মধ্যে তাঁর স্ত্রী শেষ পর্যন্ত কাফেরই ছিল; তাঁর প্রতি ঈমান আনেনি, যেমন সূরা তাহরীমে বর্ণিত হয়েছে (৬৬ : ১০)।

আলহামদুলিল্লাহ! সূরা 'নূহ'-র তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। করাচি। সোমবার'। ৯ই রজব ১৪২৯ হিজরী মোতাবেক ১৪ই জুলাই ২০০৮ খ্রি.। (অনুবাদ শেষ হল আজ ১৯শে মহররম ১৪৩২ হিজরী মোতাবেক ২৬শে ডিসেম্বর ২০১০ খ্রি.)। আল্লাহ তাআলা এ খেদমতটুকু কবুল করুন, একে মানুষের জন্য উপকারী বানিয়ে দিন এবং অবশিষ্ট সূরাগুলির কাজও নিজ পছন্দমত শেষ করার তাওফীক দান করুন– আমীন।

৭২ – সূরা জিন – ৪০

মক্কী; ২৮ আয়াত; ২ রুকু

سُوْرَةُ الْجِنِّ مَكِّيَّةٌ
اٰيَاتُهَا ٢٨ رُكُوْعَاتُهَا ٢

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اُوْحِيَ اِلَيَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْٓا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا ۝١

১. (হে রাসূল!) বলে দাও, আমার কাছে ওহী এসেছে যে, জিনদের একটি দল মনোযোগ সহকারে (কুরআন) শুনেছে এবং (নিজ সম্প্রদায়ের কাছে গিয়ে) বলেছে, আমরা এক বিস্ময়কর কুরআন শুনেছি।

يَّهْدِيْٓ اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ ؕ وَلَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَآ اَحَدًا ۝٢

২. যা সঠিক পথ প্রদর্শন করে। সুতরাং আমরা তার প্রতি ঈমান এনেছি। এখন আর আমরা আমাদের প্রতিপালকের সাথে (ইবাদতে) কখনও কাউকে শরীক করব না।[১]

---

১. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যেমন মানব জাতির কাছে নবী করে পাঠানো হয়েছিল, তেমনি তিনি জিন জাতিরও নবী ছিলেন। কাজেই তিনি তাদের মধ্যেও দ্বীনের প্রচার করেছিলেন। জিনদের মধ্যে তাঁর দাওয়াতী কার্যক্রম শুরু হয়েছিল এভাবে যে, তাঁর নবুওয়াত প্রাপ্তির আগে জিনেরা আসমান পর্যন্ত যেতে পারত, তাতে তাদেরকে কোন বাধা দেওয়া হত না, কিন্তু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত লাভের পর তাদের আসমানের কাছে যাওয়া বন্ধ করে দেওয়া হল। কোন জিন বা শয়তান সেখানে যেতে চাইলে উল্কাপিণ্ড নিক্ষেপের মাধ্যমে তাড়িয়ে দেওয়া শুরু হল, যেমন সূরা হিজর (১৫ : ১৭) ও সূরা সাফফাত (৩৭ : ১০)-এ গত হয়েছে। সহীহ বুখারীর এক বর্ণনায় আছে, জিনরা যখন পরিস্থিতির এই পরিবর্তন লক্ষ করল, তখন তাদেরকে আসমানে যেতে কেন বাধা দেওয়া হচ্ছে, কী এর রহস্য, তা জানার জন্য তাদের অন্তরে কৌতুহল দেখা দিল। এ উদ্দেশ্যে তাদের একটি দল সারা পৃথিবী পরিভ্রমণে বের হল। এটা সেই সময়কার কথা, যখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তায়েফ থেকে মক্কা মুকাররমায় ফিরে আসছিলেন। পথে তিনি নাখলা নামক স্থানে যখন ফজরের নামায পড়ছিলেন ও তাতে কুরআন মাজীদের তেলাওয়াত করছিলেন, ঠিক সেই সময় জিনদের উল্লেখিত দলটি সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। কুরআন তেলাওয়াতের আওয়াজ তাদের কানে পৌঁছলে তাদের আগ্রহ

وَّاَنَّهٗ تَعٰلٰى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا ۙ﴿۳﴾

৩. এবং এই যে, আমাদের প্রতিপালকের মর্যাদা সমুচ্চ। তিনি কোন স্ত্রী গ্রহণ করেননি এবং কোন সন্তানও নয়।

وَّاَنَّهٗ كَانَ يَقُوْلُ سَفِيْهُنَا عَلَى اللّٰهِ شَطَطًا ۙ﴿۴﴾

৪. এবং এই যে, আমাদের মধ্যকার নির্বোধেরা আল্লাহ্ সম্পর্কে এমন কথা বলত, যা সম্পূর্ণ অবাস্তব।[২]

وَّاَنَّا ظَنَنَّاۤ اَنْ لَّنْ تَقُوْلَ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ۙ﴿۵﴾

৫. এবং এই যে, আমরা মনে করেছিলাম মানুষ ও জিন আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলবে না।[৩]

وَّاَنَّهٗ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْاِنْسِ يَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوْهُمْ رَهَقًا ۙ﴿۶﴾

৬. এবং এই যে, মানুষের মধ্যে কিছু লোক জিনদের কিছু লোকের আশ্রয় গ্রহণ করত। এভাবে তারা জিনদেরকে আরও বেশি আত্মম্ভরী করে তুলেছিল।[৪]

জন্মাল এবং বিষয়টা কী তা জানার লক্ষে তারা সেখানে থেমে গেল। তারা গভীর মনোযোগের সাথে তাঁর তেলাওয়াত শুনতে লাগল। ভোরের শান্ত-স্নিগ্ধ পরিবেশে খোদ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখে পবিত্র কালামের তিলাওয়াত! স্বাভাবিকভাবেই তারা তাতে চমৎকৃত হল এবং তাদের অন্তরে তা এমনই প্রভাব বিস্তার করল যে, তারা তখনই ইসলাম গ্রহণ করে ফেলল। তারপর তারা নিজ কওমের কাছেও ইসলামের দাওয়াত নিয়ে গেল। তারা তাদের কাছে গিয়ে যা-যা বলেছিল, আল্লাহ্ তাআলা এখানে তার সার সংক্ষেপ উল্লেখ করেছেন, সূরা আহকাফেও (৪৬ : ৩০) এ ঘটনার দিকে সংক্ষেপে ইশারা করা হয়েছে। এরপর জিনদের কয়েকটি প্রতিনিধি দল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাত করে এবং তিনি তাদেরকে দ্বীনের দাওয়াত দেন ও ইসলামের বিধি-বিধান শিক্ষা দান করেন।

২. এর দ্বারা কুফর, শিরক ও ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস সংক্রান্ত কথাবার্তা বোঝানো হয়েছে।

৩. অর্থাৎ এ পর্যন্ত আমরা যেসব ভ্রান্ত বিশ্বাস পোষণ করতাম তার কারণ ছিল এই যে, সমস্ত মানুষ ও জিন জাতির বিশ্বাসও এ রকমই ছিল। আমাদের মনে হয়েছিল এতসব লোক মিথ্যা ও ভিত্তিহীন বিশ্বাস পোষণ করতে পারে না। কাজেই তাদের অনুসরণে আমরাও একই বিশ্বাস গ্রহণ করে নিয়েছিলাম।

৪. জাহেলী যুগে মানুষ তাদের সফরকালে যখন বন-জঙ্গলে পৌঁছাত, তখন সেখানকার জিনদের আশ্রয় নিত। অর্থাৎ বনের জিনদের কাছে আবেদন করত, তারা যেন তাদেরকে নিজেদের আশ্রয়ে রেখে কষ্টদায়ক জীবজন্তু থেকে তাদেরকে রক্ষা করে। এ কারণে জিনরা

৭. এবং এই যে, তোমরা যেমন ধারণা করতে, তেমনি মানুষও ধারণা করেছিল, আল্লাহ কাউকেই মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করবেন না।[৫]

وَّاَنَّهُمْ ظَنُّوْا كَمَا ظَنَنْتُمْ اَنْ لَّنْ يَّبْعَثَ اللّٰهُ اَحَدًا ۙ﴿۷﴾

৮. এবং এই যে, আমরা আকাশে অনুসন্ধান করতে চাইলাম, তখন দেখলাম তা কঠোর পাহারাদার ও উল্কাপিণ্ড দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে আছে।[৬]

وَّاَنَّا لَمَسْنَا السَّمَآءَ فَوَجَدْنٰهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيْدًا وَّشُهُبًا ۙ﴿۸﴾

৯. এবং এই যে, আমরা আগে সংবাদ শোনার জন্য আকাশের কোন কোন স্থানে গিয়ে বসে থাকতাম। কিন্তু এখন কেউ শুনতে চাইলে সে দেখতে পায় এক উল্কাপিণ্ড তার উপর নিক্ষেপের জন্য প্রস্তুত রয়েছে।

وَّاَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ؕ فَمَنْ يَّسْتَمِعِ الْاٰنَ يَجِدْ لَهٗ شِهَابًا رَّصَدًا ۙ﴿۹﴾

১০. এবং এই যে, আমাদের জানা ছিল না জগদ্বাসীর কোন অমঙ্গল করার ইচ্ছা করা হয়েছে, না তাদের প্রতিপালক তাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শনের ইচ্ছা করেছেন।[৭]

وَّاَنَّا لَا نَدْرِیْۤ اَشَرٌّ اُرِيْدَ بِمَنْ فِى الْاَرْضِ اَمْ اَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ۙ﴿۱۰﴾

মনে করত, তারা মানুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যেহেতু মানুষ তাদের আশ্রয়ের মুখাপেক্ষী। এর ফলে তাদের গোমরাহী ও অহমিকা আরও বৃদ্ধি পায়।

৫. একথা জিনেরা তাদের অপর জিন ভাইদের লক্ষ্য করে বলেছিল। বোঝাচ্ছিল যে, তোমরা যেমন আখেরাত বিশ্বাস করতে না, তেমনি মানুষেরও তাতে বিশ্বাস ছিল না। কিন্তু সেটা যে মহা ভুল তা এখন প্রমাণ হয়ে গেছে।

৬. পূর্বে ১নং টীকায় যে কথা বলা হয়েছে, এখানে সেটাই বলা হচ্ছে যে, জিনদের আকাশের কাছে যাওয়াও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। তারা যাতে সেখানে যেতে না পারে, তাই ফেরেশতাদেরকে পাহারায় বসানো হয়েছিল। এমনকি কেউ চুরি করে ফেরেশতাদের কথা শুনতে চাইলে সে সুযোগও তাদেরকে দেওয়া হত না। উল্কাপিণ্ড নিক্ষেপ করে তাড়িয়ে দেওয়া হত।

৭. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা আকাশকে সংরক্ষিত রাখার যে ব্যবস্থা নিয়েছেন তা দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য কী তা আমরা নিশ্চিতভাবে জানতাম না। তার উদ্দেশ্য কি জগদ্বাসীকে শাস্তি দেওয়া,

وَّاَنَّا مِنَّا الصّٰلِحُوْنَ وَمِنَّا دُوْنَ ذٰلِكَ ؕ كُنَّا طَرَآئِقَ قِدَدًا ۟ۙ

১১. এবং এই যে, আমাদের মধ্যে কতক নেককার এবং কতক সে রকম নয়। আর আমরা বিভিন্ন পথ অনুসরণ করে আসছি।[৮]

وَّاَنَّا ظَنَنَّاۤ اَنْ لَّنْ نُّعْجِزَ اللّٰهَ فِی الْاَرْضِ وَلَنْ نُّعْجِزَهٗ هَرَبًا ۟ۙ

১২. এবং এই যে, আমরা এখন বুঝেছি, আমরা পৃথিবীতে আল্লাহকে অক্ষম করতে পারব না এবং (অন্য কোথাও) পালিয়ে গিয়ে তাকে ব্যর্থও করতে সক্ষম হব না।

وَّاَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدٰۤی اٰمَنَّا بِهٖ ؕ فَمَنْ یُّؤْمِنْۢ بِرَبِّهٖ فَلَا یَخَافُ بَخْسًا وَّلَا رَهَقًا ۟ۙ

১৩. এবং এই যে, আমরা যখন হেদায়েতের বাণী শুনলাম, তাতে ঈমান আনলাম। যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনে, তার কোনও ক্ষতির আশঙ্কা থাকবে না এবং কোনও ভয়েরও না।

যাতে তারা আগে থেকে তা টের করতে না পারে, না কি এর পেছনে কোন মহৎ উদ্দেশ্য আছে অর্থাৎ তিনি চান জগদ্বাসীর কোন কল্যাণ সাধন করতে, তাই জিনদেরকে বাধা দিচ্ছেন, যাতে তারা সে কল্যাণে কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে না পারে। তো আগে যেহেতু নিশ্চিতভাবে আমাদের জানা ছিল না আল্লাহ তাআলার অভিপ্রায় এ দু'টির মধ্যে কোনটি, তাই আমরা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করার জন্য বের হয়েছিলাম। কিন্তু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখে কুরআন তেলাওয়াত শোনার পর আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর মাধ্যমে জগদ্বাসীকে কুরআনী হেদায়েতের দ্বারা ধন্য করতে চান এবং সেজন্যই এ ব্যবস্থা।

৮. অর্থাৎ জিনদের মধ্যে কতক তো স্বভাবগতভাবেই ভালো ছিল। সত্য কথা মেনে নেওয়ার যোগ্যতা ও প্রবণতা তাদের মধ্যে ছিল। আবার কতক ছিল দুষ্ট প্রকৃতির। তাছাড়া জিনদের সকলের ধর্মও এক ছিল না। তাদের মধ্যেও বিভিন্ন আকীদার লোক ছিল। কাজেই আমাদের সকলের আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে পথ-নির্দেশের প্রয়োজন ছিল। সে প্রয়োজনই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শুভাগমন দ্বারা পূর্ণ হয়েছে।

وَّاَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُوْنَ وَمِنَّا الْقٰسِطُوْنَ ؕ فَمَنْ اَسْلَمَ فَاُولٰٓئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ﴿۱۴﴾

১৪. এবং এই যে, আমাদের মধ্যে কতক তো মুসলিম হয়ে গেছে এবং আমাদের মধ্যে কতক (এখনও) জালেম। যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে, তারা হেদায়েতের পথ খুঁজে নিয়েছে।

وَاَمَّا الْقٰسِطُوْنَ فَكَانُوْا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ۙ﴿۱۵﴾

১৫. বাকি থাকল জালেমগণ, তারা তো জাহান্নামের ইন্ধন।

وَّاَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوْا عَلَى الطَّرِيْقَةِ لَاَسْقَيْنٰهُمْ مَّآءً غَدَقًا ۙ﴿۱۶﴾

১৬. এবং (হে রাসূল! মক্কাবাসীদেরকে বল, আমার প্রতি) এই (ওহীও এসেছে) যে, তারা যদি সঠিক পথে এসে সোজা হয়ে যায়, তবে আমি প্রচুর পরিমাণ পানি দ্বারা তাদেরকে সিঞ্চিত করব–

لِّنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ ؕ وَمَنْ يُّعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهٖ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا ۙ﴿۱۷﴾

১৭. এর মাধ্যমে তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য।[৯] আর কেউ তার প্রতিপালকের স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে আল্লাহ তাকে ক্রমবর্ধমান শাস্তিতে গেঁথে দেবেন।

وَّاَنَّ الْمَسٰجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا ۙ﴿۱۸﴾

১৮. এবং এই যে, সিজদাসমূহ আল্লাহরই প্রাপ্য।[১০] সুতরাং আল্লাহর সাথে অন্য কারও ইবাদত করো না।

---

৯. জিনদের ঘটনা শুনিয়ে মক্কাবাসীদের বলা হচ্ছে, জিনদের উল্লেখিত দলটি যেভাবে সত্য সন্ধানের প্রমাণ দিয়ে ঈমান এনেছে, তেমনি তোমাদেরও উচিত কুরআন মাজীদের প্রতি ঈমান নিয়ে আসা। তোমরা তা করলে আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে পর্যাপ্ত বৃষ্টি দান করবেন। বৃষ্টির কথা বিশেষভাবে বলার কারণ, সে সময় মক্কাবাসী প্রচণ্ড খরার শিকার ছিল (বয়ানুল কুরআন)।

১০. এ বাক্যটির আরেক তরজমা হতে পারে, মসজিদসমূহ আল্লাহরই।

وَّاَنَّهٗ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ يَدْعُوْهُ كَادُوْا يَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِ لِبَدًا ﴿١٩﴾

১৯. এবং এই যে, যখন আল্লাহর বান্দা তাঁর ইবাদত করার জন্য দাঁড়াল, তখন মনে হল যেন, তারা তার উপর ভেঙ্গে পড়ছে।[১১]

[১]

قُلْ اِنَّمَاۤ اَدْعُوْا رَبِّیْ وَلَاۤ اُشْرِكُ بِهٖۤ اَحَدًا ﴿٢٠﴾

২০. বলে দাও, আমি তো কেবল আমার প্রতিপালকের ইবাদত করি এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক স্থির করি না।

قُلْ اِنِّیْ لَاۤ اَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّلَا رَشَدًا ﴿٢١﴾

২১. বলে দাও, আমি তোমাদের কোন ক্ষতি করার এখতিয়ার রাখি না এবং কোন উপকার করারও না।

قُلْ اِنِّیْ لَنْ یُّجِیْرَنِیْ مِنَ اللّٰهِ اَحَدٌ ۙ وَّلَنْ اَجِدَ مِنْ دُوْنِهٖ مُلْتَحَدًا ﴿٢٢﴾

২২. বলে দাও, আমাকে আল্লাহ হতে কেউ রক্ষা করতে পারবে না এবং আমিও তাঁকে ছেড়ে অন্য কোন আশ্রয়স্থল পাব না।

اِلَّا بَلٰغًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِسٰلٰتِهٖ ؕ وَمَنْ یَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاِنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِیْنَ فِیْهَاۤ اَبَدًا ﴿٢٣﴾

২৩. অবশ্য (আমাকে যে জিনিসের এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে, তা হল) আল্লাহর পক্ষ হতে বার্তা পৌঁছানো ও তাঁর বাণী প্রচার। কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করলে তার জন্য আছে জাহান্নামের আগুন, যার ভেতর তারা স্থায়ীভাবে থাকবে।

---

১১. এস্থলে 'আল্লাহর বান্দা' বলে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বোঝানো হয়েছে। 'তাঁর উপর ভেঙ্গে পড়া'-এর এক ব্যাখ্যা এই হতে পারে যে, তিনি যখন নামাযে দাঁড়াতেন তখন কাফেরগণ তাঁর কাছে এমনভাবে এসে জড়ো হত, মনে হত তারা বুঝি তাঁর উপর হামলা করবে। কোন কোন মুফাসসির ব্যাখ্যা করেছেন যে, তিনি ইবাদতকালে যখন কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত করতেন, তখন তা শোনার জন্য জিনরা দলে-দলে এসে তাঁর কাছে ভীড় জমাত।

حَتّٰۤى اِذَا رَاَوْا مَا يُوْعَدُوْنَ فَسَيَعْلَمُوْنَ مَنْ اَضْعَفُ نَاصِرًا وَّاَقَلُّ عَدَدًا ﴿۲۴﴾

২৪. (তারা অবাধ্যতা করতে থাকবে) যাবৎ না তারা দেখতে পায় সেই জিনিস যে ব্যাপারে তাদেরকে সতর্ক করা হচ্ছে। তখন তারা বুঝতে পারবে কার সাহায্যকারী দুর্বল এবং কে সংখ্যায় অল্প।[১২]

قُلْ اِنْ اَدْرِيْۤ اَقَرِيْبٌ مَّا تُوْعَدُوْنَ اَمْ يَجْعَلُ لَهٗ رَبِّيْۤ اَمَدًا ﴿۲۵﴾

২৫. বলে দাও, আমি জানি না, তোমাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হচ্ছে, তা আসন্ন, না আমার প্রতিপালক তার জন্য কোন দীর্ঘ মেয়াদ স্থির করবেন।[১৩]

عٰلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖۤ اَحَدًا ﴿۲۶﴾

২৬. তিনিই সকল গুপ্ত বিষয় জানেন। তিনি তাঁর গুপ্ত জ্ঞান সম্পর্কে কাউকে অবহিত করেন না–

اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ فَاِنَّهٗ يَسْلُكُ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ رَصَدًا ﴿۲۷﴾

২৭. তিনি যাকে (এ কাজের জন্য) মনোনীত করেছেন সেই রাসূল ছাড়া।[১৪] এরূপ ক্ষেত্রে তিনি সেই রাসূলের সামনে ও পেছনে কিছু প্রহরী নিযুক্ত করেন।

---

১২. সূরা মারইয়াম (১৯ : ৭৩)-এ আছে, কাফেরগণ মুসলিমদেরকে বলত, "আমাদের উভয় দলের মধ্যে কার অবস্থান শ্রেষ্ঠতর এবং কার মজলিস উৎকৃষ্টতর?" অর্থাৎ শক্তি ও সংখ্যায় কার সাহায্যকারীগণ উপরে। এ আয়াতে তাদের এ জাতীয় কথারই উত্তর দেওয়া হয়েছে যে, যে দিন আল্লাহ তাআলার শাস্তি তাদের সামনে হাজির হয়ে যাবে, সে দিনই তারা বুঝতে পারবে কার সাহায্যকারীগণ দুর্বল ও সংখ্যায় অল্প এবং কার সাহায্যকারী শক্তিতে প্রবল ও সংখ্যায় অধিক।

১৩. এর দ্বারা কিয়ামত বোঝানো উদ্দেশ্য। অর্থাৎ কিয়ামত কবে সংঘটিত হবে তা আল্লাহ তাআলা ছাড়া কেউ জানে না।

১৪. আল্লাহ তাআলা ছাড়া আলিমুল গায়েব বা অদৃশ্যের জ্ঞাতা আর কেউ নেই। তবে তিনি তাঁর নবী-রাসূলগণের মধ্যে যাকে ইচ্ছা করেন ওহীর মাধ্যমে গায়েবের সংবাদ দান

لِّيَعۡلَمَ اَنۡ قَدۡ اَبۡلَغُوۡا رِسٰلٰتِ رَبِّهِمۡ وَاَحَاطَ بِمَا لَدَيۡهِمۡ وَاَحۡصٰى كُلَّ شَىۡءٍ عَدَدًا ﴿۲۸﴾

২৮. তারা (অর্থাৎ রাসূলগণ) তাদের প্রতিপালকের বাণী যে ঠিক পৌছিয়ে দিয়েছে তা জানার জন্য। আর তিনি তাদের যাবতীয় অবস্থা পরিবেষ্টন করে আছেন এবং তিনি সমস্ত কিছু পুরোপুরি হিসাব করে রেখেছেন।

করেন। এরূপ ক্ষেত্রে ফেরেশতাগণকে সেই ওহীর পাহারাদার করে পাঠানো হয়, যাতে শয়তান তাতে কোন রকমের হস্তক্ষেপ করতে না পারে।

আলহামদুলিল্লাহ! সূরা জিন-এর তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। করাচি। বৃহস্পতিবার রাতে। ১৩ই রজব ১৪২৯ হিজরী মোতাবেক ১৭ই জুলাই ২০০৮ খ্রি.। (অনুবাদ শেষ হল আজ ২০ শে মহররম ১৪৩২ হিজরী মোতাবেক ২৭ শে ডিসেম্বর ২০১০ খ্রি.)। আল্লাহ তাআলা এ খেদমতটুকু কবুল করে নিন, একে মানুষের জন্য উপকারী বানিয়ে দিন এবং অবশিষ্ট সূরাগুলির কাজও নিজ পছন্দমত শেষ করার তাওফীক দান করুন– আমীন।

৭৩ – সূরা মুয্‌যাম্মিল – ৩

سُوْرَةُ الْمُزَّمِّلِ مَكِّيَّةٌ

মক্কী; ২০ আয়াত; ২ রুকু

اٰيَاتُهَا ٢٠ رُكُوْعَاتُهَا ٢

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. হে চাদরাবৃত![১]

يٰۤاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ①

২. রাতের কিছু অংশ ছাড়া বাকি রাত (ইবাদতের জন্য) দাঁড়িয়ে যাও।[২]

قُمِ الَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا ②

৩. রাতের অর্ধাংশ বা অর্ধাংশ থেকে কিছু কমাও।

نِّصْفَهٗۤ اَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلًا ③

৪. বা তা থেকে কিছু বাড়িয়ে নাও এবং ধীর-স্থিরভাবে স্পষ্টরূপে কুরআন তেলাওয়াত কর।

اَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا ④

৫. আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করছি এক গুরুভার বাণী।[৩]

اِنَّا سَنُلْقِيْ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيْلًا ⑤

---

১. এ প্রিয়-সম্ভাষণটি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লক্ষ করে করা হয়েছে। হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম হেরা গুহায় যখন সর্বপ্রথম তাঁর কাছে ওহী নিয়ে আসেন তখন নবুওয়াতের গুরুভারে তাঁর এত বেশি চাপ বোধ হল যে, পুরোদস্তুর তাঁর শীত লাগছিল। তিনি উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদীজা (রাযি.)-এর কাছে গিয়ে বলছিলেন, আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও, আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও। সুতরাং তাই করা হল। এ আয়াতে সে দিকে ইঙ্গিত করেই অত্যন্ত প্রীতিপূর্ণ ভঙ্গিতে তাকে সম্বোধন করা হয়েছে যে, 'হে চাদরাবৃত ব্যক্তি!'

২. এ আয়াতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাহাজ্জুদের নামায পড়তে হুকুম করা হয়েছে। অধিকাংশের মতে প্রথম দিকে কেবল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরই নয়; বরং সাহাবীগণের উপরও তাহাজ্জুদের নামায ফরয করে দেওয়া হয়েছিল এবং এর পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছিল রাতের কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ। কোন কোন বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায় এ নির্দেশ এক বছর পর্যন্ত বলবৎ ছিল। পরবর্তীকালে এ সূরারই ২০নং আয়াত নাযিল করা হয় এবং এর মাধ্যমে তাহাজ্জুদের 'ফরযিয়াত' রহিত করে দেওয়া হয়, যেমন সামনে আসছে।

৩. ইশারা কুরআন মাজীদের প্রতি। সূরাটি যেহেতু নবুওয়াতের প্রথম দিকে নাযিল হয়েছিল, তাই তখন কুরআন মাজীদের অধিকাংশেরই নাযিল হওয়া বাকি ছিল।

إِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَّأَقْوَمُ قِيْلًا ⑥

৬. অবশ্যই রাত্রিকালের জাগরণ এমনই কর্ম যা দ্বারা কঠিনভাবে প্রবৃত্তির দলন হয় এবং কথাও বলা হয় উত্তমভাবে।[৪]

إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيْلًا ⑦

৭. দিনের বেলা তো তুমি দীর্ঘ কর্মব্যস্ততায় জড়িত থাক।[৫]

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَ تَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيْلًا ⑧

৮. এবং প্রতিপালকের নামের যিকির কর এবং সকলের থেকে পৃথক হয়ে সম্পূর্ণরূপে তাঁরই হয়ে থাক।[৬]

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيْلًا ⑨

৯. তিনি উদয়াচল ও অস্তাচলের মালিক। তিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই। সুতরাং তাকেই কর্মবিধায়করূপে গ্রহণ কর।

وَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيْلًا ⑩

১০. আর তারা (অর্থাৎ কাফেরগণ) যেসব কথা বলে, তাতে ধৈর্য ধারণ কর এবং তাদেরকে পাশ কাটিয়ে চল উত্তমরূপে।[৭]

---

৪. অর্থাৎ রাতে উঠে তাহাজ্জুদের নামায পড়তে অভ্যস্ত হলে নিজ প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হয়ে যায়। আর রাতের বেলা যেহেতু পরিবেশ শান্ত থাকে, চারদিকে অখণ্ড নীরবতা বিরাজ করে তাই তখন তেলাওয়াত ও দুআ সুন্দর ও সঠিকভাবে সম্পন্ন করা যায় এবং তাতে মনোযোগও দেওয়া যায় পূর্ণমাত্রায়। দিনের বেলা এ সুবিধা কম থাকে।

৫. অর্থাৎ দিনের বেলা যেহেতু অন্যান্য কাজের ব্যস্ততা থাকে, তাই তখন এতটা একনিষ্ঠতার সাথে ইবাদত করা কঠিন।

৬. যিকির বলতে উভয়টাই বোঝায় অর্থাৎ মুখে আল্লাহ তাআলার নাম উচ্চারণ করাও এবং অন্তরে তাঁর ধ্যান করাও। সকলের থেকে পৃথক হওয়ার অর্থ দুনিয়ার সব সম্পর্ক ছিন্ন করা নয়। বরং এর অর্থ হচ্ছে, সকল সম্পর্কের উপর আল্লাহ তাআলার সঙ্গে সম্পর্ককে প্রাধান্য দেওয়া, যাতে অন্যান্য সম্পর্ক আল্লাহ তাআলার হুকুম পালনের পক্ষে বাধা না হয়; অন্য সব সম্পর্কও আল্লাহ তাআলার হুকুম মোতাবেক পরিচালিত হয় এবং এভাবে সে সব সম্পর্কও তাঁরই জন্য হয়ে যায়।

৭. মক্কী জীবনে সর্বদা এ নির্দেশই দেওয়া হয়েছে যে, কাফেরদের সকল অত্যাচার-উৎপীড়নের সামনে ধৈর্য ধারণ করতে হবে এবং তাদের সাথে কোনও রকমের যুদ্ধ-বিগ্রহ করা যাবে না; বরং উত্তমরূপে তাদেরকে এড়িয়ে চলতে হবে ও সুকৌশলে তাদেরকে অগ্রাহ্য করতে হবে।

وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا ⑪

১১. তোমাকে প্রত্যাখ্যানকারী, যারা বিলাস সামগ্রীর মালিক হয়ে আছে, তাদের ব্যাপার আমার উপর ছেড়ে দাও এবং তাদেরকে কিছু কালের জন্য অবকাশ দাও।

إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا ⑫

১২. নিশ্চিতভাবে জেনে রেখ, আমার কাছে আছে কঠিন বেড়ি ও প্রজ্জ্বলিত আগুন।

وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ⑬

১৩. এবং এমন খাদ্য, যা গলায় আটকে যায় এবং যন্ত্রণাময় শাস্তি।

يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا ⑭

১৪. সে দিন যখন ভূমি ও পাহাড় কেঁপে উঠবে এবং সমস্ত পাহাড় বহমান বালুর স্তুপে পরিণত হবে।

إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا ۥ شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ⑮

১৫. (হে অবিশ্বাসীগণ!) নিশ্চয়ই আমি তোমাদের কাছে পাঠিয়েছি এক রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী স্বরূপ, যেমন আমি রাসূল পাঠিয়েছিলাম ফেরাউনের কাছে।

فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا ⑯

১৬. কিন্তু ফেরাউন সেই রাসূলের অবাধ্যতা করেছিল। ফলে আমি তাকে এমনভাবে পাকড়াও করি, যা তার জন্য ছিল কঠিন দুর্ভোগ।

فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا ⑰

১৭. তোমরাও যদি অমান্য কর, তবে তোমরা সেই দিন থেকে কিভাবে রক্ষা পাবে, যে দিন শিশুকে বৃদ্ধে পরিণত করবে

১৮. (এবং) যে দিন আকাশ ফেটে যাবে। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে।

السَّمَآءُ مُنۡفَطِرٌۢ بِهٖ ؕ كَانَ وَعۡدُهٗ مَفۡعُوۡلًا ⑱

১৯. এটা এক উপদেশ বাণী। সুতরাং যার ইচ্ছা সে তার প্রতিপালকের দিকে যাওয়ার পথ অবলম্বন করুক।

اِنَّ هٰذِهٖ تَذۡكِرَةٌ ۚ فَمَنۡ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيۡلًا ⑲

[১]

২০. (হে রাসূল!) তোমার প্রতিপালক জানেন, তুমি রাতের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশে, কখনও অর্ধ রাতে এবং কখনও রাতের এক-তৃতীয়াংশে (তাহাজ্জুদের নামাযের জন্য) জাগরণ কর এবং তোমার সঙ্গীদের মধ্যেও একটি দল (এ রকম করে)।[৮] রাত ও দিনের পরিমাণ আল্লাহই নির্ধারণ করেন। তিনি জানেন, তোমরা এর যথাযথ হিসাব রাখতে পারবে না। কাজেই তিনি তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন।[৯] সুতরাং কুরআনের যতটুকু

اِنَّ رَبَّكَ يَعۡلَمُ اَنَّكَ تَقُوۡمُ اَدۡنٰى مِنۡ ثُلُثَيِ الَّيۡلِ وَنِصۡفَهٗ وَثُلُثَهٗ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِيۡنَ مَعَكَ ؕ وَاللّٰهُ يُقَدِّرُ الَّيۡلَ وَالنَّهَارَ ؕ عَلِمَ اَنۡ لَّنۡ تُحۡصُوۡهُ فَتَابَ عَلَيۡكُمۡ فَاقۡرَءُوۡا مَا تَيَسَّرَ

---

৮. এ আয়াতটি পূর্বের আয়াতসমূহের অন্ততপক্ষে এক বছর পর নাযিল হয়েছে। এর মাধ্যমে তাহাজ্জুদের বিধানটি সহজ করে দেওয়া হয়, যেমন পূর্বে বলা হয়েছে। শুরুতে রাতের অন্তত এক-তৃতীয়াংশ কাল তাহাজ্জুদে লিপ্ত থাকা জরুরী ছিল, কিন্তু যেহেতু ঘড়ি বা সময় নির্ধারক অন্য কিছু তখন ছিল না, তাই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবীগণ সতর্কতামূলকভাবে রাতের এক-তৃতীয়াংশ অপেক্ষা অনেক বেশি সময় তাহাজ্জুদে কাটাতেন। কখনও অর্ধরাত্রি এবং কখনও রাতের দুই-তৃতীয়াংশের কাছাকাছি।

৯. অর্থাৎ রাত ও দিনের যথাযথ পরিমাণ যেহেতু আল্লাহ তাআলা নির্ধারণ করেন, তাই তাঁর জানা আছে তোমাদের পক্ষে রাতের এক-তৃতীয়াংশের হিসাব রাখা কঠিন। ফলে তাহাজ্জুদের আমল যথাযথভাবে সম্পন্ন করাও তোমাদের জন্য কষ্টকর। তা সত্ত্বেও তোমরা দীর্ঘ একটা কাল এ কষ্ট বরদাশত করেছ আর এর মাধ্যমে তোমাদের ভেতর যে গুণ সৃষ্টি করা আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্য ছিল, তা যথেষ্ট পরিমাণে অর্জিত হয়ে গেছে। কাজেই এখন আল্লাহ তাআলা তাহাজ্জুদের ফরযিয়াতকে রহিত করে এ ইবাদতকে তোমাদের জন্য ঐচ্ছিক করে দিয়েছেন।

مِنَ الْقُرْاٰنِ ؕ عَلِمَ اَنْ سَیَكُوْنُ مِنْكُمْ مَّرْضٰى ۙ وَاٰخَرُوْنَ یَضْرِبُوْنَ فِی الْاَرْضِ یَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ ۙ وَاٰخَرُوْنَ یُقَاتِلُوْنَ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ ۖؗ فَاقْرَءُوْا مَا تَیَسَّرَ مِنْهُ ۙ وَاَقِیْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا ؕ وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَیْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ

পড়া তোমাদের জন্য সহজ হয় ততটুকুই পড়।[১০] আল্লাহ জানেন তোমাদের মধ্যে কিছু লোক অসুস্থ হয়ে পড়বে, অপর কিছু লোক এমন থাকবে, যারা আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানের জন্য পৃথিবীতে ভ্রমণ করবে[১১] এবং কিছু লোক থাকবে এমন, যারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ রত থাকবে। সুতরাং তোমরা তা (অর্থাৎ কুরআন) থেকে ততটুকুই পড়, যা সহজ হয় এবং নামায কায়েম কর,[১২] যাকাত আদায় কর ও আল্লাহকে ঋণ দাও- উত্তম ঋণ।[১৩] তোমরা নিজেদের জন্য উত্তম যাই অগ্রিম পাঠাবে, আল্লাহর কাছে গিয়ে তোমরা

---

১০. এর দ্বারা তাহাজ্জুদের নামাযে কুরআন তেলাওয়াত করার কথা বোঝানো হয়েছে। বলা হচ্ছে যে, এখন আর তাহাজ্জুদের নামায ফরয নয় এবং তাতে বিশেষ পরিমাণ কুরআন পাঠও আবশ্যিক নয়। এখন এ বিধানটি মুস্তাহাব পর্যায়ের আর এতে যতটুকু পরিমাণ সহজে পড়া সম্ভব হয়, তাই পড়তে পার। প্রকাশ থাকে যে, যদিও তাহাজ্জুদের উত্তম তরিকা হল শোওয়ার পর শেষ রাতে উঠে পড়া, কিন্তু কারও পক্ষে যদি এটা বেশি কঠিন হয়, তবে ইশার পর যে-কোনও সময় 'সালাতুল লাইল' (রাতের নামায)-এর নিয়তে নামায পড়ে নিলে তাতে তাহাজ্জুদের ফযীলত লাভ হতে পারে।

১১. অর্থাৎ ব্যবসা বা আয়-উপার্জনের জন্য সফর করবে। বোঝানো উদ্দেশ্য যে, আল্লাহ তাআলা জানেন ভবিষ্যতে তোমাদের এমন অনেক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে, যখন রাতের বেলা দীর্ঘ সময় নামাযে থাকা কঠিন হয়ে পড়বে। সে কারণেই সে ফরয রহিত করে দেওয়া হয়েছে।

১২. এর দ্বারা পাঁচ ওয়াক্তের ফরয নামায বোঝানো হয়েছে।

১৩. এর অর্থ সদকা করা ও অন্যান্য সৎকাজে অর্থ ব্যয় করা। একে রূপকার্থে 'ঋণ' বলা হয়েছে এ কারণে যে, ঋণ যেমন ফেরত দেওয়া হয়ে থাকে, তেমনি আল্লাহ তাআলাও আখেরাতে সওয়াব ও পুরস্কাররূপে এটা ফেরত দেওয়ার ওয়াদা করেছেন। উত্তম ঋণের অর্থ হল, খালেস নিয়তে কেবল আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে দান-খয়রাত করা; মানুষকে দেখানো বা সুনাম কুড়ানোর নিয়ত না থাকা।

اللّٰهِ هُوَ خَيْرًا وَّاَعْظَمَ اَجْرًا ؕ وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٠﴾

তা আরও উৎকৃষ্ট অবস্থায় এবং মহা পুরস্কাররূপে বিদ্যমান পাবে। আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাক। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

আলহামদুলিল্লাহ! সূরা মুয্যাম্মিল-এর তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। করাচি। ১৬ই রজব ১৪২৯ হিজরী মোতাবেক ২০ শে জুলাই ২০০৮ খ্রি.। (অনুবাদ শেষ হল আজ ২০ শে মহররম ১৪৩২ হিজরী মোতাবেক ২৭ শে ডিসেম্বর ২০১০ খ্রি.)। আল্লাহ তাআলা এ খেদমতটুকু নিজ অনুগ্রহে কবুল করে নিন এবং অবশিষ্ট সূরাগুলির কাজও নিজ পছন্দমত শেষ করার তাওফীক দিন– আমীন।

৭৪ – সূরা মুদ্দাছ্ছির – ৪

سُوْرَةُ الْمُدَّثِّرِ مَكِّيَّةٌ

মক্কী; ৫৬ আয়াত; ২ রুকু

اٰيَاتُهَا ٥٦ رُكُوْعَاتُهَا ٢

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰۤاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ①

১. হে বস্ত্রাবৃত![১]

قُمْ فَاَنْذِرْ ②

২. ওঠ এবং মানুষকে সতর্ক কর।

وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ③

৩. এবং নিজ প্রতিপালকের তাকবীর বল।

وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ④

৪. এবং নিজ কাপড় পবিত্র রাখ

وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ⑤

৫. এবং অপবিত্রতা হতে দূরে থাক।[২]

وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ⑥

৬. অধিক পাওয়ার প্রত্যাশায় অনুগ্রহ করো না,[৩]

وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ⑦

৭. নিজ প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সবর অবলম্বন কর[৪]

---

১. আগের সূরার শুরুতে যেমন গেছে এটাও সে রকমই এক প্রিয়-সম্ভাষণ। পার্থক্য কেবল এই যে, সেখানে শব্দ ব্যবহৃত হয়েছিল 'মুয্যাম্মিল' আর এখানে 'মুদ্দাচ্ছির'। উভয়ের অর্থ কাছাকাছি। এর ব্যাখ্যার জন্য পূর্বের সূরার ১নং টীকা দেখুন। সহীহ হাদীসে আছে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর সর্বপ্রথম ওহী হিসেবে সূরা 'আলাক'-এর প্রথম পাঁচটি আয়াত নাযিল হওয়ার পর কিছুকাল যাবৎ ওহী নাযিলের ধারা বন্ধ ছিল। তারপর সর্বপ্রথম সূরা মুদ্দাচ্ছিরের এ আয়াতগুলিই নাযিল হয়।

২. বহু মুফাসসিরের মতে এস্থলে 'অপবিত্রতা' দ্বারা মূর্তি বোঝানো হয়েছে। তবে শব্দটি যেহেতু সাধারণ, তাই সব রকমের অপবিত্রতাই এর অন্তর্ভুক্ত।

৩. কাউকে এই নিয়তে হাদিয়া-তোহফা দেওয়া যে, সে এর বদলায় আরও বেশি দেবে, এ আয়াতের আলোকে নাজায়েয। এক ব্যাখ্যা অনুযায়ী এই একই হুকুম সূরা রূম (৩০ : ৩৯)-এও গত হয়েছে।

৪. সর্বপ্রথম মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যখন তাবলীগের হুকুম দেওয়া হয়, তখন এ আশঙ্কা পুরোপুরিই ছিল যে, কাফেরগণ তাঁকে কষ্ট দেবে। তাই আদেশ করা

فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ ﴿٨﴾

৮. অতঃপর যে দিন শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া হবে।

فَذَٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ ﴿٩﴾

৯. সে দিন হবে অত্যন্ত কঠিন দিন–

عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ﴿١٠﴾

১০. কাফেরদের জন্য তা সহজ হবে না।

ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴿١١﴾

১১. সেই ব্যক্তির ব্যাপার আমার উপর ছেড়ে দাও, যাকে আমি সৃষ্টি করেছি একক করে।[৫]

হয়েছে এখন কোন সশস্ত্র সংগ্রাম করা যাবে না; বরং চরম ধৈর্যের পরিচয় দিতে হবে। তারা অত্যাচার-উৎপীড়ন করলে তার শাস্তি তাদেরকে সেই দিন দেওয়া হবে, যে দিন কিয়ামতের জন্য শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া হবে, যার উল্লেখ পরবর্তী আয়াতে করা হয়েছে।

৫. বিভিন্ন তাফসীরী বর্ণনা দ্বারা জানা যায়, এর দ্বারা ইশারা ওয়ালীদ ইবনে মুগীরার প্রতি। সে ছিল মক্কা মুকাররমায় এক ধনাঢ্য ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। তার সম্পত্তি মক্কা মুকাররমা থেকে তায়েফ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল [এ কারণেই আয়াতে বলা হয়েছে 'যাকে আমি সৃষ্টি করেছি একক করে। অর্থাৎ ধন-সম্পদে সে একক ও অসাধারণ ছিল। আবার সে পিতা-মাতারও একমাত্র পুত্র ছিল– অনুবাদক]। সে মাঝে-মাঝে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর কাছে যেত ও তাঁর কাছ থেকে কুরআন মাজীদ শুনত। একবার তো সে স্বীকারই করেছিল যে, এটা এক অসাধারণ বাণী, যা কোন মানুষের হতে পারে না। একথা শুনে আবু জাহেলের ভয় হল, পাছে সে ইসলাম গ্রহণ করে ফেলে। কালবিলম্ব না করে সে ওয়ালীদ ইবনে মুগীরার সঙ্গে সাক্ষাত করল এবং তার আত্মসম্মানবোধে আঘাত দেওয়ার চেষ্টা করল। তাকে লক্ষ্য করে বলল, লোকে তোমার সম্পর্কে বলাবলি করছে, তুমি নাকি অর্থের লোভে মুসলিমদের সাথে মেলামেশা করছ। ঠিকই এ কথায় তার আত্মসম্মানবোধে ঘা লাগল। বলে উঠল আগামীতে আমি আর কখনও আবু বকর বা অন্য কোন মুসলিমের কাছে যাব না। আবু জাহেল বলল, তুমি যতক্ষণ কুরআনের বিরুদ্ধে কোন মন্তব্য না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত লোকে তোমার ব্যাপারে আশ্বস্ত হবে না। ওয়ালীদ বলল, আমি তাকে কবিতা বলতে পারব না, অতীন্দ্রিয়বাদীদের কথাও না আর মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কেও বিকারগ্রস্ত বলতে পারব না। কারণ এসব কথা ঠিক চালানো যাবে না। তারপর কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল, অবশ্য একে যাদু বলা যেতে পারে। কেননা যাদু দ্বারা যেমন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো হয়, তেমনি এ বাণী যে শোনে সে ইসলাম গ্রহণ করতঃ তার পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন থেকে পৃথক হয়ে যায়। কোন কোন বর্ণনায় আছে, ওয়ালীদ একথা বলেছিল সেই সময়, যখন হজ্জের আগে কুরাইশগণ পরামর্শে বসেছিল। তারা বলেছিল, হজ্জে আরবের বিভিন্ন স্থান থেকে বিভিন্ন গোত্রের মানুষ আসবে এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেবে। তখন আমরা কী বলব তা এখনই স্থির করে নেওয়া উচিত। তখন ওয়ালিদ বলেছিল, আমরা তাকে না পাগল বলতে

وَّجَعَلْتُ لَهٗ مَالًا مَّمْدُوْدًا ۙ﴿۱۲﴾

১২. আমি তাকে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ধন-সম্পদ দিয়েছি।

وَّبَنِيْنَ شُهُوْدًا ۙ﴿۱۳﴾

১৩. এবং দিয়েছি বহু পুত্র, যারা সামনে উপস্থিত থাকে।

وَّمَهَّدْتُّ لَهٗ تَمْهِيْدًا ۙ﴿۱۴﴾

১৪. এবং তার জন্য সকল কিছুর সু-বন্দোবস্ত করে দিয়েছি।❖

ثُمَّ يَطْمَعُ اَنْ اَزِيْدَ ۙ﴿۱۵﴾

১৫. তারপরও সে লোভ করে, আমি তাকে আরও বেশি দেই।

كَلَّا ؕ اِنَّهٗ كَانَ لِاٰيٰتِنَا عَنِيْدًا ؕ﴿۱۶﴾

১৬. কখনও নয়। সে আমার আয়াতসমূহের শত্রু হয়ে গেছে।

سَاُرْهِقُهٗ صَعُوْدًا ؕ﴿۱۷﴾

১৭. অচিরেই আমি তাকে এক কঠিন চড়াইতে চড়াব।[৬]

اِنَّهٗ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ۙ﴿۱۸﴾

১৮. তার অবস্থা তো এই যে, সে চিন্তা-ভাবনা করে একটি কথা তৈরি করল।[৭]

فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۙ﴿۱۹﴾

১৯. আল্লাহ তাকে ধ্বংস করুন, সে কেমন কথা তৈরি করল!

পারি, না কবি, অতীন্দ্রিবাদী বা মিথ্যুক। অন্যরা জিজ্ঞেস করল, তবে কী বলব? সে কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল, তাকে যাদুকর বললে সেটা চালানো যেতে পারে (ইবনে কাছীর)।

❖ অর্থাৎ দুনিয়ায় অনেক ইজ্জত-সম্মান দিয়েছি। নেতৃত্ব ও ক্ষমতার মসনদ পাকাপোক্ত করে দিয়েছি। ফলে যে-কোনও সংকটে কুরাইশের লোকজন তার কাছেই ছুটে আসে এবং তারা তাকে নিজেদের অধিনায়ক মনে করে– (অনুবাদক, তাফসীরে উছমানী থেকে গৃহীত)।

৬. কুরআন মাজীদে শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে "صعود" যার আভিধানিক অর্থ দুর্গম চড়াই। কোন কোন বর্ণনায় আছে, এটা জাহান্নামের একটি পাহাড়ের নাম।

৭. অর্থাৎ চিন্তা-ভাবনা করে সে এ কথাই বানাল যে, কুরআনকে তো কবিতা বা অতীন্দ্রিয়বাদীর কথা বলা যায় না, তবে যাদু বলা যেতে পারে। সুতরাং তোমরা তাই বল।

ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿٢٠﴾

২০. আবারও আল্লাহ তাকে ধ্বংস করুন, সে কেমন কথা তৈরি করল।

ثُمَّ نَظَرَ ﴿٢١﴾

২১. তারপর সে নজর বুলাল।[৮]

ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ﴿٢٢﴾

২২. তারপর সে ভ্রূ-কুঞ্চিত করল ও মুখ বিকৃত করল।

ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ﴿٢٣﴾

২৩. তারপর সে পিছনে ঘুরল ও অহমিকা দেখাল।

فَقَالَ إِنْ هٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ يُّؤْثَرُ ﴿٢٤﴾

২৪. তারপর বলতে লাগল, কিছুই নয়, এটা কেবল (যুগ-যুগ ধরে) বর্ণিত হয়ে আসা যাদু।

إِنْ هٰذَآ إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ﴿٢٥﴾

২৫. কিছুই নয়, এটা তো মানুষেরই কথা!

سَأُصْلِيهِ سَقَرَ ﴿٢٦﴾

২৬. অচিরেই আমি তাকে নিক্ষেপ করব জাহান্নামে।

وَمَآ أَدْرٰىكَ مَا سَقَرُ ﴿٢٧﴾

২৭. তুমি কি জান জাহান্নাম কী জিনিস?

لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ ﴿٢٨﴾

২৮. তা কাউকে বাকি রাখবে না এবং ছেড়েও দেবে না।[৯]

لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ ﴿٢٩﴾

২৯. তা এমন জিনিস যা শরীরের চামড়া ঝলসে দেবে।

---

৮. অর্থাৎ আশপাশের লোকদের দিকে চেয়ে দেখল তারা তার সম্পর্কে কী চিন্তা করছে ও কী সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছে।

৯. জাহান্নামে প্রবেশের পর সকলকেই তার আগুনে দগ্ধ হতে হবে, কেউ বাকি থাকবে না। আর কোন অপরাধীকে জাহান্নাম তার বাইরেও ছেড়ে রাখবে না। সকলকেই ভিতরে নিয়ে দগ্ধ করবে।

৩০. তাতে ঊনিশ জন (কর্মী) নিযুক্ত থাকবে

عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ﴿٣٠﴾

৩১. আমি জাহান্নামের এ কর্মী অন্য কাউকে নয়, ফেরেশতাদেরকেই বানিয়েছি।[১০] আর তাদের যে সংখ্যা নির্দিষ্ট করেছি, তার উদ্দেশ্য কেবল কাফেরদের পরীক্ষা করা,[১১] যাতে কিতাবীদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মায়[১২] আর যারা ঈমান এনেছে তাদের ঈমান আরও বৃদ্ধি পায় এবং কিতাবী ও মুমিনগণ কোন সন্দেহে পতিত না হয়। আর যাতে যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে[১৩] এবং যারা কাফের তারা মন্তব্য করে, এই অভিনব উক্তি দ্বারা আল্লাহ কী বোঝাতে চাচ্ছেন? এভাবেই আল্লাহ যাকে চান বিপথগামী করেন এবং যাকে চান

وَمَا جَعَلْنَآ أَصْحٰبَ النَّارِ إِلَّا مَلٰٓئِكَةً ۙ وَّمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۙ لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ وَيَزْدَادَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا إِيْمَانًا وَّلَا يَرْتَابَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ۙ وَلِيَقُوْلَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْكٰفِرُوْنَ مَاذَآ أَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا ؕ كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَآءُ

---

১০. 'জাহান্নামে ঊনিশ জন কর্মী নিযুক্ত আছে' –এ আয়াত যখন নাযিল হল, তখন কাফেরগণ তা নিয়ে ঠাট্টা করতে লাগল। একজন তো এ পর্যন্ত বলে বসল যে, ঊনিশ জনের মধ্যে সতের জনের জন্য তো আমি একাই যথেষ্ট, বাকি দু'জনকে তোমরা সকলে মিলে বুঝে নিও-(ইবনে কাছীর)। তারই জবাবে এ আয়াত (নং ৩১) নাযিল হয়েছে। বলা হয়েছে যে, ঊনিশ জনের সকলেই ফেরেশতা। অত সোজা নয় যে, তোমরা তাদের মোকাবিলা করবে।

১১. অর্থাৎ জাহান্নামের তত্ত্বাবধান ও হেফাজতের জন্য আল্লাহ তাআলা কারও মুখাপেক্ষী নন, বিশেষ সংখ্যার তো নয়ই, তারপরও তিনি ঊনিশ সংখ্যক ফেরেশতা নিযুক্ত করেছেন কাফেরদেরকে পরীক্ষা করার জন্য যে, তারা এটা শুনে বিশ্বাস করে, না এ নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করে।

১২. প্রকাশ এটাই যে, সে কালের ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের কোন কোন কিতাবেও একথা লেখা ছিল যে, জাহান্নামের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত ফেরেশতাদের সংখ্যা ঊনিশ জন (যদিও এখন আমরা তা ঠিক জানতে পারছি না)। তাই বলা হয়েছে, তারা একথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করবে।

১৩. ব্যাধি দ্বারা এস্থলে মুনাফেকী বোঝানো হয়েছে।

وَيَهْدِي مَنْ يَّشَاءُ ۭ وَمَا يَعْلَمُ جُنُوْدَ رَبِّكَ اِلَّا هُوَ ۭ وَمَا هِيَ اِلَّا ذِكْرٰى لِلْبَشَرِ ۝

হেদায়াত দান করেন। তোমার প্রতিপালকের বাহিনী সম্পর্কে তিনি ছাড়া কেউ জানে না।[১৪] এসব কথা তো মানব জাতির জন্য কেবল উপদেশবাণী।

[১]

كَلَّا وَالْقَمَرِ ۝

৩২. সাবধান! শপথ চাঁদের

وَالَّيْلِ اِذْ اَدْبَرَ ۝

৩৩. এবং রাতের, যখন তা মুখ ফিরিয়ে যেতে শুরু করে,

وَالصُّبْحِ اِذَاۤ اَسْفَرَ ۝

৩৪. এবং ভোরের, যখন তার আলো ছড়িয়ে পড়ে

اِنَّهَا لَاِحْدَى الْكُبَرِ ۝

৩৫. এটা বড়-বড় বিষয়াবলীর অন্যতম

نَذِيْرًا لِّلْبَشَرِ ۝

৩৬. যা সমস্ত মানুষকে সতর্ক করছে।[১৫]

---

১৪. আল্লাহ তাআলা বিশ্বজগতে যে সব মাখলুক সৃষ্টি করেছেন তার সংখ্যাও কেউ জানে না এবং তাদেরকে যে সব শক্তি দেওয়া হয়েছে সে সম্পর্কেও কেউ পুরোপুরি অবগত নয়। কাজেই তার বিশেষ কোন মাখলুক সম্পর্কে নিজের সীমিত জ্ঞানের ভিত্তিতে এই অনুমান করে নেওয়া যে, তা আমাদেরই মত হবে, এটা চরম মূঢ়তা।

১৫. অর্থাৎ জাহান্নাম একটি মহা মুসিবত এবং তার আলোচনা সেই সব বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত, যা মানুষকে গাফলতি ছেড়ে সচেতন হয়ে ওঠার আহ্বান জানায়। একথা বলার আগে আল্লাহ তাআলা চাঁদের শপথ করে নিয়েছেন। এর তাৎপর্য এই যে, চাঁদ প্রথমে পর্যায়ক্রমে বাড়তে থাকে, তারপর আবার একইভাবে কমতে থাকে। এভাবে মাসের মাঝখানে তা ষোলকলায় পূর্ণ হয় এবং মাসের শেষে সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হয়ে যায়। মানুষের অবস্থাও ঠিক তাই। প্রথম দিকে তার শক্তি ক্রমশ বাড়তে থাকে। যৌবনে পূর্ণতা লাভ করে, তারপর তার ক্রমক্ষয় ঘটে। পরিশেষে এক সময় তার বিনাশ ও মৃত্যু ঘটে। দুনিয়ার সব জিনিসেরই এই একই হাল। তারপর আল্লাহ তাআলা শপথ করেছেন সেই সময়ের, যখন রাত অপসৃত হতে শুরু করে এবং ক্রমে ভোরের আলো বিকশিত হয়ে এক সময় গোটা প্রকৃতি আলোকিত হয়ে ওঠে। ইশারা করা হয়েছে যে, এখন তো কাফেরদের সামনে গাফলতির অন্ধকার বিরাজ করছে। একদিন এমন আসবে, যখন এ অন্ধকার দূর হয়ে যাবে এবং সত্য তার পূর্ণ দ্যুতিসহ প্রকাশ লাভ করবে। আর সে দ্যুতিতে পরিবেশ-পরিস্থিতি সব আলোকৌজ্জ্বল হয়ে ওঠবে। অথবা ইশারা করা হয়েছে, দুনিয়ায় থাকা

لِمَنْ شَآءَ مِنْكُمْ اَنْ يَّتَقَدَّمَ اَوْ يَتَاَخَّرَ ﴿٣٧﴾

৩৭. তোমাদের প্রত্যেক এমন ব্যক্তিকে, যে অগ্রগামী হতে বা পিছিয়ে পড়তে চায়।

كُلُّ نَفْسٍۢ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ﴿٣٨﴾

৩৮. প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের দায়ে আবদ্ধ রয়েছে।[১৭]

اِلَّآ اَصْحٰبَ الْيَمِيْنِ ﴿٣٩﴾

৩৯. ডান হাত বিশিষ্টগণ ছাড়া,[১৮]

فِيْ جَنّٰتٍ ۛ يَتَسَآءَلُوْنَ ﴿٤٠﴾

৪০. তারা থাকবে জান্নাতে। তারা জিজ্ঞাসাবাদ করবে–

عَنِ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿٤١﴾

৪১. অপরাধীদের সম্পর্কে,

مَا سَلَكَكُمْ فِيْ سَقَرَ ﴿٤٢﴾

৪২. যে, কোন জিনিস তোমাদেরকে জাহান্নামে দাখিল করেছে?

قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ ﴿٤٣﴾

৪৩. তারা বলবে, আমরা নামাযীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না

অবস্থায় অনেক কিছুই মানুষের চোখের আড়াল থাকে। কিয়ামতের দিন তা পরিপূর্ণরূপে তার সামনে পরিষ্কার হয়ে যাবে।

১৬. যে ব্যক্তি সৎকর্মে অগ্রগামী হতে চায়, তাকেও সতর্ক করে এবং যে তা থেকে পিছিয়ে থাকতে চায় তাকেও।

১৭. অর্থাৎ ঋণ পরিশোধের নিশ্চয়তা স্বরূপ যেমন কোন জিনিস বন্ধক রাখা হয়, যাতে ঋণ পরিশোধ না করা হলে সেই জিনিস বিক্রি করে ঋণদাতা তার প্রাপ্য উসুল করে নিতে পারে, তেমনি প্রত্যেক ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা যে সৎকর্মের যোগ্যতা দান করেছেন, তা তাকে প্রদত্ত আল্লাহ তাআলার ঋণ, যার বিনিময়ে তার সত্তা বন্ধক রাখা আছে। সে যদি হেদায়েতের পথ অবলম্বন করে ও সৎকর্ম সম্পাদন করে, তবে সে বন্ধকী দশা হতে মুক্তি পাবে, অন্যথায় সে আবদ্ধ অবস্থায় থেকে জাহান্নামের ইন্ধনে পরিণত হবে।

১৮. এর দ্বারা সৎকর্মশীলদেরকে বোঝানো হয়েছে, যাদেরকে তাদের আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হবে।

৪৪. আমরা মিসকীনদেরকে খাবার দিতাম না।

وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ ﴿٤٤﴾

৪৫. আর যারা অহেতুক আলাপ-আলোচনায় মগ্ন হত, আমরাও তাদের সঙ্গে তাতে মগ্ন হতাম।[১৯]

وَكُنَّا نَخُوْضُ مَعَ الْخَآئِضِيْنَ ﴿٤٥﴾

৪৬. এবং আমরা কর্মফল দিবসকে মিথ্যা সাব্যস্ত করতাম।

وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ﴿٤٦﴾

৪৭. পরিশেষে সেই নিশ্চিত বিষয় আমাদের সামনে এসেই গেল।

حَتّٰىٓ اَتٰىنَا الْيَقِيْنُ ﴿٤٧﴾

৪৮. সুতরাং সুপারিশকারীদের সুপারিশ এরূপ লোকদের কোন কাজে আসবে না।

فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشّٰفِعِيْنَ ﴿٤٨﴾

৪৯. তাদের কী হল যে, তারা উপদেশবাণী থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছে?

فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِيْنَ ﴿٤٩﴾

৫০. যেন তারা বন্য গাধা,

كَاَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنْفِرَةٌ ﴿٥٠﴾

৫১. যা কোন সিংহের (ভয়ে) পলায়ন করছে।

فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ﴿٥١﴾

৫২. বরং তাদের প্রত্যেকেই কামনা করে যে, তাকে উন্মুক্ত গ্রন্থ ধরিয়ে দেওয়া হোক[২০]

بَلْ يُرِيْدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ اَنْ يُّؤْتٰى صُحُفًا مُّنَشَّرَةً ﴿٥٢﴾

---

১৯. এর দ্বারা কাফেরদের সেই সব সর্দারকে বোঝানো হয়েছে, যারা ইসলাম ও কুরআনকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করার জন্য আসর জমাত এবং তাতে অবান্তর সব কথা বলে সত্যের বিরোধিতা করত। তবে কুরআন মাজীদ এ স্থলে যে শব্দ ব্যবহার করেছে তা সাধারণ। সব রকম অহেতুক কথাবার্তা ও নিষ্ফল কাজকর্ম এর অন্তর্ভুক্ত। এমন সব কিছুই আখেরাতে মুসিবতের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

২০. একদল কাফেরের কথা ছিল, কুরআন মাজীদ কেবল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরই কেন নাযিল হবে? আল্লাহ তাআলা যদি হেদায়েতের জন্য কিতাব পাঠাতেই চান, তবে আমাদের প্রত্যেককে আলাদা আলাদা কিতাব দিচ্ছেন না কেন?

كَلَّا ؕ بَلْ لَّا يَخَافُوْنَ الْاٰخِرَةَ ؕ﴿۵۳﴾

৫৩. কখনও নয়,[২১] প্রকৃতপক্ষে তাদের আখেরাতের ভয় নেই।[২২]

كَلَّاۤ اِنَّهٗ تَذْكِرَةٌ ۚ﴿۵۴﴾

৫৪. কখনও নয়, এটা (অর্থাৎ কুরআন) এক উপদেশবাণী।

فَمَنْ شَآءَ ذَكَرَهٗ ؕ﴿۵۵﴾

৫৫. সুতরাং যার ইচ্ছা সে এর থেকে উপদেশ গ্রহণ করুক।

وَمَا يَذْكُرُوْنَ اِلَّاۤ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ؕ هُوَ اَهْلُ التَّقْوٰى وَاَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ۧ﴿۵۶﴾

৫৬. কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতিরেকে তারা উপদেশ গ্রহণ করতে পারবে না। তিনিই এর উপযুক্ত যে, তাঁকে ভয় করা হবে এবং তিনিই এর উপযুক্ত যে, মানুষকে ক্ষমা করবেন।

---

২১. অর্থাৎ এটা কিছুতেই হতে পারে না যে, প্রত্যেককে আলাদাভাবে কিতাব দেওয়া হবে। আল্লাহ তাআলার কিতাব সর্বদা কোনও না কোনও নবীর মাধ্যমেই পাঠানো হয়ে থাকে। কেননা আলাদাভাবে যদি প্রত্যেকের কাছে সরাসরি কিতাব পাঠানো হয়, তবে প্রথমত 'গায়েবে বিশ্বাস'-এর ব্যাপারটাই শেষ হয়ে যায়, অথচ এটাই সমস্ত পরীক্ষার ভিত্তি, যে পরীক্ষাই দুনিয়ায় মানুষ পাঠানোর মূল উদ্দেশ্য। দ্বিতীয়ত কেবল কিতাবই মানুষের হেদায়েতের জন্য যথেষ্ট নয়। হেদায়েতের জন্য কিতাবের সাথে সাথে নবীরূপে একজন শিক্ষক থাকাও জরুরী। নবীই মানুষকে কিতাবের সঠিক অর্থ ও ব্যাখ্যা শিক্ষা দেন এবং তিনিই বাতলে দেন কিতাবের অনুসরণ কিভাবে করতে হবে। তা না হলে প্রত্যেকে নিজ ইচ্ছামত ব্যাখ্যা দিয়ে কিতাবের আসল মর্মই নষ্ট করে ফেলতে পারে।

২২. অর্থাৎ এসব আগা-মাথাহীন প্রশ্ন কোন সত্য সন্ধানের প্রেরণায় করা হচ্ছে না। আসল কথা হচ্ছে, তাদের অন্তর গাফলতির পর্দা দিয়ে ঢাকা। তাদের অন্তরে আল্লাহ তাআলার কোন ভয় নেই। তাই মুখ দিয়ে যা আসে তাই বলে দেয়।

আলহামদুলিল্লাহ! সূরা মুদ্দাছ্ছির-এর তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। শনিবার। করাচি হতে বিমানযোগে অসলো (নরওয়ে) যাওয়ার পথে। ২১ শে রজব ১৪২৯ হিজরী মোতাবেক ২৬ শে জুলাই ২০০৮ খ্রি.। (অনুবাদ শেষ হল আজ ২০ মহররম ১৪৩২ হিজরী মোতাবেক ২৭ ডিসেম্বর ২০১০ খ্রি.)। আল্লাহ তাআলা এ খেদমতটুকু কবুল করে নিন, একে মানুষের জন্য উপকারী বানিয়ে দিন এবং অবশিষ্ট সূরাগুলির কাজও নিজ পছন্দমত শেষ করার তাওফীক দান করুন- আমীন।

৭৫ – সূরা কিয়ামাহ – ৩১

سُوْرَةُ الْقِيٰمَةِ مَكِّيَّةٌ

মক্কী; ৪০ আয়াত; ২ রুকু

اٰيَاتُهَا ٤٠ رُكُوْعَاتُهَا ٢

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

لَآ اُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ ①

১. আমি শপথ করছি কিয়ামত দিবসের

وَلَآ اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ②

২. এবং শপথ করছি তিরস্কারকারী নফসের[১]

اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَلَّنْ نَّجْمَعَ عِظَامَهٗ ③

৩. মানুষ কি মনে করে আমি তার অস্থিসমূহ একত্র করতে পারব না?

بَلٰى قٰدِرِيْنَ عَلٰٓى اَنْ نُّسَوِّيَ بَنَانَهٗ ④

৪. কেন নয়? যখন আমি তার আঙ্গুলের অগ্রভাগ পর্যন্ত পুনর্বিন্যস্ত করতে সক্ষম?[২]

---

১. 'তিরস্কারকারী নফস'-এর দ্বারা মানুষের সেই অন্তঃকরণ বোঝানো হয়েছে, যা মন্দ কাজের কারণে তাকে ভর্ৎসনা করে। 'নফস' হল মানুষের অভ্যন্তরীণ এক অবস্থার নাম, যেখানে বিভিন্ন রকমের চাহিদা ও ইচ্ছা সৃষ্টি হয়। কুরআন মাজীদে তিন রকমের 'নফস'-এর উল্লেখ আছে। (ক) 'নফসে আম্মারা' অর্থাৎ মন্দ কাজে প্ররোচিতকারী আত্মা (দেখুন ১২ : ৫৩)। (খ) 'নফসে লাউওয়ামা' অর্থাৎ তিরস্কারী আত্মা, যার উল্লেখ এ আয়াতে রয়েছে। এ আত্মা ভালো কাজে উৎসাহ যোগায় ও মন্দ কাজের জন্য তিরস্কার করে। (গ) 'নফসে মুতমাইন্না' 'প্রশান্ত আত্মা' (দেখুন ৮৯ : ২৭)। এটা এমন আত্মা, যা নিরবচ্ছিন্ন সাধনা ও প্রয়াসের পর ভালো কাজে অভ্যস্ত হয়ে গেছে ও তাতে প্রশান্তি লাভ করে। এরূপ আত্মায় মন্দ কাজের আগ্রহ হয়ত সৃষ্টিই হয় না, আর হলেও তা অতি দুর্বল থাকে। এখানে আল্লাহ তাআলা 'নফসে লাউওয়ামা'-এর শপথ করেছেন। এর তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ তাআলা প্রতিটি মানুষের স্বভাবে এমন এক চেতনা নিহিত রেখেছেন, যা তাকে মন্দ কাজের দরুণ ভর্ৎসনা করে। মানুষের চিন্তা করা উচিত এই যে তিরস্কার ও ভর্ৎসনাকারী একটা জিনিস তার অস্তিত্বের মধ্যে গচ্ছিত রাখা হয়েছে, এটাই প্রমাণ করে যেই মহান সত্তা তাকে সৃষ্টি করেছেন তিনি তাকে অহেতুক সৃষ্টি করেননি। নিশ্চয়ই আখেরাত আছে এবং সেখানে মানুষকে তার ভালো-মন্দ কাজের বদলা দেওয়া হবে। তা না হলে তার অস্তিত্বের মধ্যে এই 'নফসে লাউওয়ামা' নিহিত রাখার কী প্রয়োজন ছিল?

২. বলা হচ্ছে, অস্থিরাজি একত্র করা তো খুবই মামুলি ব্যাপার। আল্লাহ তাআলার তো এই শক্তি আছে যে, তিনি মানুষের প্রতিটি আঙ্গুলের অগ্র ভাগকেও আগে যেমন ছিল ঠিক তেমনই তৈরি

৫. বস্তুত মানুষ তার আগামী জীবনেও নাছোড় হয়ে গোনাহে রত থাকতে চায়।[৩]

بَلْ يُرِيْدُ الْاِنْسَانُ لِيَفْجُرَ اَمَامَهٗ ۚ (٥)

৬. সে জিজ্ঞেস করে, কিয়ামত দিবস কবে আসবে?

يَسْـَٔلُ اَيَّانَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ ۭ (٦)

৭. যখন চোখ ঝলসে যাবে

فَاِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ۙ (٧)

৮. এবং চাঁদ নিষ্প্রভ হয়ে যাবে

وَخَسَفَ الْقَمَرُ ۙ (٨)

৯. এবং চাঁদ ও সূর্যকে একত্র করা হবে

وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ ۙ (٩)

১০. তখন মানুষ বলবে, আজ পালিয়ে যাওয়ার জায়গা কোথায়?

يَقُوْلُ الْاِنْسَانُ يَوْمَىِٕذٍ اَيْنَ الْمَفَرُّ ۚ (١٠)

১১. না, না। কোন আশ্রয়স্থল থাকবে না।

كَلَّا لَا وَزَرَ ۭ (١١)

১২. সে দিন তো প্রত্যেককে তোমার প্রতিপালকের কাছে গিয়েই অবস্থান নিতে হবে।

اِلٰى رَبِّكَ يَوْمَىِٕذِ الْمُسْتَقَرُّ ۭ (١٢)

করে দেবেন। বিশেষভাবে আঙ্গুলের অগ্র ভাগের কথা বলা হয়েছে এজন্য যে, তাতে যে অজস্র সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম রেখা আছে, তাতে একের সাথে অন্যের মিল নেই। প্রত্যেকেরই রেখাসমূহ অন্যের থেকে আলাদা। এ কারণেই দুনিয়ায় দস্তখতের স্থানে আঙ্গুলের ছাপ ব্যবহার করা হয়। আঙ্গুলের এসব রেখার মধ্যে এমন সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম পার্থক্য থাকে যদ্দরুন দুনিয়ার অগণ্য মানুষের মধ্যে কারও ছাপের সঙ্গে কখনও কারও ছাপ মেলে না। রেখার কী বিচিত্র বিন্যাস আঙ্গুলের এই সামান্য জায়গার ভেতর! এতদসত্ত্বেও কোটি-কোটি মানুষের রেখার এই প্রভেদ স্মরণ রেখে এগুলোকে ঠিক আগের মত পুনর্বিন্যস্ত করে মানুষকে পুনর্জীবিত করে তোলার মত সুকঠিন কাজও আল্লাহ তাআলা মুহূর্তের মধ্যে করে ফেলবেন। কতই না মহা শক্তির মালিক মহান সৃষ্টিকর্তা! সম্ভব কি এ কাজ অন্য কারও দ্বারা?

৩. অর্থাৎ তারা যে আখেরাতের জীবনকে অস্বীকার করে, এর পেছনে তাদের কোন বুদ্ধিবৃত্তিক প্রমাণ নেই; বরং তারা তা অস্বীকার করে স্বেচ্ছাচারী জীবন যাপনের জন্য, যাতে আগামী জীবনেও তারা নিশ্চিন্তে পাপাচারে লিপ্ত থাকতে পারে এবং আখেরাতের চিন্তা তাদের যা খুশী তাই করার পথে বাধা সৃষ্টি করতে না পারে।

يُنَبَّؤُا الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ﴿١٣﴾

১৩. সে দিন সকল মানুষকে জানিয়ে দেওয়া হবে সে কী আগে পাঠিয়েছে আর কী পেছনে রেখে গিয়েছে।[৪]

بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ﴿١٤﴾

১৪. বরং মানুষ নিজেই নিজের সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত থাকবে।

وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ ﴿١٥﴾

১৫. তাতে সে যতই অজুহাত দেখাক না কেন![৫]

لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴿١٦﴾

১৬. (হে রাসূল!) তুমি এ কুরআনকে তাড়াতাড়ি মুখস্থ করার জন্য তোমার জিহ্বা নাড়িও না।[৬]

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ﴿١٧﴾

১৭. দৃঢ় বিশ্বাস রাখ যে, এটা মুখস্থ করানো ও পাঠ করানোর দায়িত্ব আমারই।

فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ﴿١٨﴾

১৮. সুতরাং আমি যখন এটা (জিবরাঈলের মাধ্যমে) পাঠ করি, তখন তুমি সেই পাঠের অনুসরণ কর[৭]

---

৪. অর্থাৎ তারা দুনিয়ায় কী কাজ করে এসেছে, যা তাদের আমলনামায় লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে আর কোন কাজ ছেড়ে এসেছে, যা করা উচিত ছিল, কিন্তু করেনি, তা সে দিন তাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হবে।

৫. অর্থাৎ মানুষ নিজেও জানে সে কি কি গোনাহ করেছে, যদিও সে তার বৈধতা প্রমাণের জন্য নানা রকম অজুহাত দাঁড় করানোর চেষ্টা করে।

৬. এটি একটি অন্তর্বর্তী বাক্য। এর প্রেক্ষাপট এই যে, শুরু দিকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যখন ওহী নাযিল হত, তখন তিনি যাতে তা ভুলে না যান এবং ওহীর শব্দাবলী তাঁর আয়ত্ত হয়ে যায়, তাই তাড়াতাড়ি করে তা পড়তে থাকতেন। এ আয়াতে তাকে বলা হচ্ছে, আপনি ওহীর শব্দাবলী বারবার পড়ার কষ্ট করতে যাবেন না। কেননা এটা আমার দায়িত্ব যে, আমি কুরআনের আয়াতসমূহ আপনাকে মুখস্থ করিয়ে দেব এবং এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও আপনার অন্তরে স্পষ্ট করে দেব।

৭. এর দুই অর্থ হতে পারে– (ক) আপনি আপনার মনোযোগ ওহীর শব্দাবলী মুখস্থ করার মধ্যে নয়; বরং কাজে-কর্মে এর অনুসরণের মধ্যে নিবদ্ধ রাখুন। (খ) যেভাবে হযরত জিবরাঈল আলাইহিসসালাম পড়ছেন পরবর্তীতে আপনিও ঠিক সেভাবে পড়ুন।

১৯. তারপর তার বিশদ ব্যাখ্যার দায়িত্বও আমারই।[৮]

ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهٗ ﴿١٩﴾

২০. সাবধান (হে কাফেরগণ!) প্রকৃতপক্ষে তোমরা নগদ প্রাপ্তব্য বস্তু (অর্থাৎ পার্থিব জীবন)-কেই ভালোবাস।

كَلَّا بَلْ تُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ ﴿٢٠﴾

২১. এবং আখেরাতকে উপেক্ষা করছ।

وَتَذَرُوْنَ الْاٰخِرَةَ ﴿٢١﴾

২২. সে দিন অনেক চেহারা উজ্জ্বল হবে।

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ﴿٢٢﴾

২৩. যারা তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে[৯]

اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿٢٣﴾

২৪. এবং অনেক চেহারা হয়ে পড়বে বিবর্ণ

وَوُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍۢ بَاسِرَةٌ ﴿٢٤﴾

২৫. তারা উপলব্ধি করবে যে, তাদের সঙ্গে এমন আচরণ করা হবে যা তাদের কোমর ভেঙ্গে দেবে।

تَظُنُّ اَنْ يُّفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ﴿٢٥﴾

২৬. সাবধান প্রাণ যখন কণ্ঠাগত হবে

كَلَّآ اِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ ﴿٢٦﴾

২৭. এবং (শুশ্রূষাকারীদেরকে) বলা হবে, আছে কোন ঝাড়-ফুঁককারী?[১০]

وَقِيْلَ مَنْ ٜ رَاقٍ ﴿٢٧﴾

২৮. এবং মানুষ বুঝে ফেলবে যে, বিদায় ক্ষণ এসে গেছে

وَّظَنَّ اَنَّهُ الْفِرَاقُ ﴿٢٨﴾

---

৮. অর্থাৎ আয়াতসমূহের ব্যাখ্যাও আমি আপনার অন্তরে সংরক্ষণ করে রাখব।

৯. জান্নাতে মুমিনগণ আল্লাহ তাআলার দীদার (দর্শন)-ও লাভ করবে। এটা জান্নাতের অন্য সব নেয়ামত অপেক্ষা অনেক বড় ও অনেক বেশি সুখকর হবে।

১০. যখন কোন ব্যক্তি মৃত্যুর কাছাকাছি পৌঁছে শয্যাশায়ী হয়ে যায়, তখন তার প্রিয়জনেরা সর্বান্তকরণে তার শুশ্রূষা করে ও তার চিকিৎসার চেষ্টা চালায়। সেই চিকিৎসার একটা পদ্ধতি এইও যে, যারা ঝাড়-ফুঁক জানে, তাদের দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করানো হয়।

২৯. এবং পায়ের গোছার সাথে গোছা জড়িয়ে যাবে[১১]	وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ﴿٢٩﴾
৩০. সে দিন সকলের যাত্রা হবে তোমার প্রতিপালকেরই নিকট।	إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ ﴿٣٠﴾
[১]	
৩১. তা সত্ত্বেও মানুষ বিশ্বাস করেনি ও নামায পড়েনি।[১২]	فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ ﴿٣١﴾
৩২. বরং সে সত্য প্রত্যাখ্যান করেছে ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে	وَلَٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴿٣٢﴾
৩৩. অতঃপর সে দম্ভভরে তার পরিবারবর্গের কাছে চলে গেছে।	ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ ﴿٣٣﴾
৩৪. ধ্বংস তোর জন্য, হাঁ ধ্বংস তোর জন্য!	أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ ﴿٣٤﴾
৩৫. ফের শুনে রাখ, ধ্বংস তোর জন্য, হাঁ, ধ্বংস তোর জন্য!	ثُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ ﴿٣٥﴾
৩৬. মানুষ কি মনে করে তাকে এমনিই ছেড়ে দেওয়া হবে?[১৩]	أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى ﴿٣٦﴾

---

১১. জান কবজের সময় যে কষ্ট হয়, তাতে মুমূর্ষ ব্যক্তি অনেক সময় দু'পায়ের গোছা পরস্পর জড়িয়ে ফেলে। আয়াতের ইশারা সেই অবস্থারই দিকে।

১২. এর দ্বারা বিশেষ কোন কাজের দিকেও ইশারা করা হতে পারে এবং সাধারণভাবে সমস্ত কাফেরের অবস্থার চিত্রায়নও হতে পারে। বলা হচ্ছে যে, এতটা সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ সামনে এসে যাওয়া সত্ত্বেও তারা ঈমান তো আনেই না, উল্টো দম্ভভরে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

১৩. অর্থাৎ মানুষ কি মনে করে তাকে দুনিয়ায় এমন স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেওয়া হবে যে, সে শরীয়তের কোন আইন-কানুনের আওতায় থাকবে না এবং যা খুশী তাই করতে থাকবে?

৩৭. সে কি ছিল না এক বিন্দু বীর্য, যা (মাতৃগর্ভে) স্খলিত করা হয়?	اَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيٍّ يُّمْنٰى ﴿٣٧﴾
৩৮. তারপর সে মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়েছে, তারপর আল্লাহ তাকে মানব রূপ দান করেছেন ও তাকে সুঠাম করেছেন।[১৪]	ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوّٰى ﴿٣٨﴾
৩৯. তাছাড়া তা দ্বারাই তিনি নর-নারীর যুগল সৃষ্টি করেছেন।	فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى ﴿٣٩﴾
৪০. তবুও কি তিনি মৃতদেরকে জীবিত করতে সক্ষম নন?	اَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى اَنْ يُّحْيِۦَ الْمَوْتٰى ﴿٤٠﴾

---

১৪. মানব সৃষ্টির পর্যায়ক্রমিক ধাপসমূহ সূরা মুমিনূন (২৩ : ১৪)-এ বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।

আলহামদুলিল্লাহ! সূরা কিয়ামাহ-এর তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। ইয়ালো, নরওয়ে। মঙ্গলবার। ২৫ শে রজব ১৪২৯ হিজরী মোতাবেক ২৯ শে জুলাই ২০০৮ খ্রি. (অনুবাদ শেষ হল আজ ২১ শে মহররম ১৪৩২ হিজরী মোতাবেক ২৮ শে ডিসেম্বর ২০১০ খ্রি.)। আল্লাহ তাআলা কবুল করে নিন এবং বাকি সূরাগুলির কাজও নিজ পছন্দমত শেষ করার তাওফীক দিন– আমীন।

৭৬ – সূরা দাহর – ৯৮

মক্কী ৩১; আয়াত; ২ রুকু

سُوْرَةُ الدَّهْرِ مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ٣١ رُكُوْعَاتُهَا ٢

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْـًٔا مَّذْكُوْرًا ①

১. মানুষের উপর কখনও এমন সময় এসেছে কি, যখন সে উল্লেখযোগ্য কোন বস্তু ছিল না?

اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ ۖۗ نَّبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنٰهُ سَمِيْعًۢا بَصِيْرًا ②

২. আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিলিত শুক্রবিন্দু[১] হতে, তাকে পরীক্ষা করার জন্য। তারপর তাকে এমন বানিয়েছি যে, সে শোনেও, দেখেও।

اِنَّا هَدَيْنٰهُ السَّبِيْلَ اِمَّا شَاكِرًا وَّاِمَّا كَفُوْرًا ③

৩. আমি তাকে পথ দেখিয়েছি, হয় সে কৃতজ্ঞ হবে অথবা হবে অকৃতজ্ঞ।

اِنَّآ اَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ سَلٰسِلَا۟ وَاَغْلٰلًا وَّسَعِيْرًا ④

৪. আমি কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করেছি শিকল, গলার বেড়ি ও প্রজ্জ্বলিত আগুন।

اِنَّ الْاَبْرَارَ يَشْرَبُوْنَ مِنْ كَاْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوْرًا ۚ ⑤

৫. নিশ্চয়ই পুণ্যবানেরা এমন পানপাত্র হতে পানীয় পান করবে, যাতে কাফূর মিশ্রিত থাকবে।

عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللّٰهِ يُفَجِّرُوْنَهَا تَفْجِيْرًا ⑥

৬. সে পানীয় হবে এমন প্রস্রবণের, যা আল্লাহর (নেক) বান্দাদের পান করার জন্য নির্দিষ্ট। তারা তা (যেথা ইচ্ছা) সহজে প্রবাহিত করে নিয়ে যাবে।[২]

---

১. অর্থাৎ নর ও নারীর মিলিত উপাদান দ্বারা সৃষ্টি করেছেন।

২. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা জান্নাতবাসীদেরকে এই এখতিয়ার দান করবেন যে, তারা সে প্রস্রবণকে যেখানে ইচ্ছা হয় নিয়ে যেতে পারবে। এর এক পদ্ধতি হতে পারে তারা অতি

يُوْفُوْنَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُوْنَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهٗ مُسْتَطِيْرًا ﴿٧﴾

৭. তারা ওইসব লোক, যারা নিজ মানত পূর্ণ করে এবং অন্তরে সেই দিনের ভয় রাখে, যার অশুভ ফল চারদিকে বিস্তৃত থাকবে।

وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا ﴿٨﴾

৮. তারা আল্লাহর ভালোবাসায় মিসকীন, ইয়াতীম ও বন্দীদেরকে খাবার দান করে।

اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَّلَا شُكُوْرًا ﴿٩﴾

৯. (এবং তাদেরকে বলে,) আমরা তো তোমাদেরকে খাওয়াই কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষে। আমরা তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না এবং কৃতজ্ঞতাও না।

اِنَّا نَخَافُ مِنْ رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوْسًا قَمْطَرِيْرًا ﴿١٠﴾

১০. আমরা তো আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে সেই দিনের ভয় করি, যে দিন চেহারা ভীষণভাবে বিকৃত হয়ে যাবে।

فَوَقٰىهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقّٰىهُمْ نَضْرَةً وَّسُرُوْرًا ﴿١١﴾

১১. পরিণামে আল্লাহ তাদেরকে সেই দিনের অনিষ্ঠ হতে রক্ষা করবেন এবং তাদেরকে উৎফুল্লতা ও আনন্দ দান করবেন।

وَجَزٰىهُمْ بِمَا صَبَرُوْا جَنَّةً وَّحَرِيْرًا ﴿١٢﴾

১২. এবং তারা যে ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছিল তার প্রতিদানে তাদেরকে জান্নাত ও রেশমী পোশাক দান করবেন।

সহজেই বিভিন্ন দিকে তার শাখা-প্রশাখা বের করে নিতে পারবে। এমনও হতে পারে, তারা যেখানে ইচ্ছা সেখানেই ভূমি থেকে প্রস্রবণ উৎসারিত করতে পারবে।

مُّتَّكِـِٔيْنَ فِيْهَا عَلَى الْاَرَآئِكِ ۚ لَا يَرَوْنَ فِيْهَا شَمْسًا وَّلَا زَمْهَرِيْرًا ﴿١٣﴾

১৩. তারা সেই উদ্যানসমূহে আরামদায়ক উচ্চ আসনে হেলান দিয়ে বসে থাকবে, যেখানে তারা কোন রোদ-তাপ বোধ করবে না এবং অতিশয় শীতও না।

وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلٰلُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوْفُهَا تَذْلِيْلًا ﴿١٤﴾

১৪. অবস্থা এমন হবে যে, সে উদ্যানের ছায়া তাদের উপর নামানো থাকবে এবং তার ফলমূল সম্পূর্ণরূপে তাদের আয়ত্তাধীন করে দেওয়া হবে।[৩]

وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِاٰنِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَّاَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيْرَا۠ ﴿١٥﴾

১৫. এবং তাদের সামনে ঘুরে ঘুরে পরিবেশন করা হবে রূপার পাত্রে ও স্ফটিকের পেয়ালায়।

قَوَارِيْرَا۟ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوْهَا تَقْدِيْرًا ﴿١٦﴾

১৬. স্ফটিকও রূপার,[৪] পরিবেশনকারীরা তা যথাযথ পরিমাণে ভরে দেবে।

وَيُسْقَوْنَ فِيْهَا كَاْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيْلًا ۚ ﴿١٧﴾

১৭. সেখানে এমন পেয়ালায় তাদেরকে পান করতে দেওয়া হবে, যাতে আদা মেশানো থাকবে,

عَيْنًا فِيْهَا تُسَمّٰى سَلْسَبِيْلًا ﴿١٨﴾

১৮. সেখানকার এমন প্রস্রবণ হতে, যার নাম সালসাবিল।

وَيَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ ۚ

১৯. তাদের সামনে (সেবার জন্য) এমন কিশোরগণ ঘোরাফেরা করবে, যারা

---

৩. অর্থাৎ সমস্ত ফলমূল তাদের হাতের নাগালে থাকবে। অতি সহজেই তারা তা নিয়ে নিতে পারবে।

৪. এটা জান্নাতের এক আশ্চর্য বৈশিষ্ট্য। দুনিয়ার রূপা সাধারণত স্বচ্ছ হয় না। তাই রূপার পাত্র কাঁচের পাত্রের মত স্বচ্ছ হতে পারে না। কিন্তু জান্নাতের গ্লাস রূপার হওয়া সত্ত্বেও কাঁচের মত স্বচ্ছ হবে।

إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا ﴿١٩﴾

সর্বদা কিশোরই থাকবে।[৫] তুমি যখন তাদেরকে দেখবে, তোমার মনে হবে তারা ছড়িয়ে দেওয়া মণি-মুক্তা।

وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ﴿٢٠﴾

২০. এবং তুমি যখন সে স্থান দেখবে, তখন তুমি দেখতে পাবে নেয়ামতপূর্ণ এক জগত ও বিশাল রাজ্য।

عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ ۖ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ﴿٢١﴾

২১. তাদের উপর থাকবে সবুজ রংয়ের মিহি রেশমী পোশাক ও মোটা রেশমী কাপড়। তাদেরকে রূপার কাঁকন দ্বারা সজ্জিত করা হবে এবং তাদের প্রতিপালক তাদেরকে অতি পবিত্র পানীয় পান করাবেন।

إِنَّ هَٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشْكُورًا ﴿٢٢﴾

২২. এবং (বলবেন), এটা তোমাদের পুরস্কার এবং তোমরা (দুনিয়ায়) যে মেহনত করেছিলে তার পরিপূর্ণ মূল্যায়ন করা হল।

[১]

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا ﴿٢٣﴾

২৩. (হে রাসূল!) আমিই তোমার উপর কুরআন নাযিল করেছি অল্প-অল্প করে।

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا ﴿٢٤﴾

২৪. সুতরাং তুমি নিজ প্রতিপালকের নির্দেশের উপর অবিচলিত থাক এবং তাদের মধ্যকার কোন গোনাহগার বা কাফেরের আনুগত্য করো না।

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٢٥﴾

২৫. এবং নিজ প্রতিপালকের যিকির কর সকাল ও সন্ধ্যায়।

---

৫. অর্থাৎ সে কিশোরগণ সকলে একই বয়সের থাকবে। তাদের কখনও বার্ধক্য দেখা দেবে না।

وَمِنَ الَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهٗ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيْلًا ﴿٢٦﴾

২৬. এবং রাতের কিছু অংশেও তাঁর সম্মুখে সিজদা কর এবং রাতের দীর্ঘক্ষণ তার তাসবীহতে রত থাক।

اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ يُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ وَ يَذَرُوْنَ وَرَآءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيْلًا ﴿٢٧﴾

২৭. তারা তো (দুনিয়ার) নগদ জিনিসকে ভালোবাসে এবং তাদের সামনে যে কঠিন দিন আসছে তাকে উপেক্ষা করছে।

نَحْنُ خَلَقْنٰهُمْ وَشَدَدْنَآ اَسْرَهُمْ ۚ وَاِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَآ اَمْثَالَهُمْ تَبْدِيْلًا ﴿٢٨﴾

২৮. আমিই তাদেরকে সৃষ্টি করেছি এবং তাদের গ্রন্থিবন্ধন দৃঢ় করেছি এবং আমি যখন ইচ্ছা করব তাদের পরিবর্তে তাদের অনুরূপ কিছু সৃষ্টি করব।[৬]

اِنَّ هٰذِهٖ تَذْكِرَةٌ ۚ فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا ﴿٢٩﴾

২৯. বস্তুত এটা এক উপদেশবাণী। সুতরাং যার ইচ্ছা সে তার প্রতিপালকের দিকের পথ অবলম্বন করুক।

وَمَا تَشَآءُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿٣٠﴾ۖ

৩০. আর তোমরা ইচ্ছা করবে না, যাবৎ না আল্লাহ ইচ্ছা করেন এবং আল্লাহ জ্ঞানের মালিক, হেকমতেরও মালিক।

يُّدْخِلُ مَنْ يَّشَآءُ فِيْ رَحْمَتِهٖ ۗ وَالظّٰلِمِيْنَ اَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿٣١﴾

৩১. তিনি যাকে ইচ্ছা করেন নিজ রহমতের ভেতর দাখিল করে নেন আর যারা জালেম, তাদের জন্য তিনি যন্ত্রণাময় শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন।

---

৬. এর এক অর্থ হতে পারে এই যে, তিনি ইচ্ছা করলে সকলকে ধ্বংস করে তাদের স্থলে নতুন মানুষ সৃষ্টি করতে পারেন। দ্বিতীয় অর্থ হতে পারে, তিনি প্রথমবার যেমন সকলকে সৃষ্টি করেছেন, তেমনি সকলের মৃত্যুর পরও যখন ইচ্ছা তাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করবেন।

আলহামদুলিল্লাহ! সূরা 'দাহর'-এর তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। কোপেনহেগেন থেকে সামুদ্রিক জাহাজে অসলো যাওয়ার পথে। রোববার। ১ম শাবান ১৪২৯ হিজরী, মোতাবেক ৪ঠা জুলাই ২০০৮ খ্রি. (অনুবাদ শেষ হল আজ ২২ মহররম ১৪৩২ হিজরী মোতাবেক ২৯ ডিসেম্বর ২০১০ খ্রি.)। আল্লাহ তাআলা কবুল করে নিন এবং বাকি সূরাগুলির কাজও নিজ মর্জি মোতাবেক শেষ করার তাওফীক দিন- আমীন।

৭৭ – সূরা মুরসালাত – ৩৩

سُوْرَةُ الْمُرْسَلٰتِ مَكِّيَّةٌ

মক্কী; ৫০ আয়াত; ২ রুকু

اٰيَاتُهَا ٥٠ رُكُوْعَاتُهَا ٢

বিসমিল্লাহ: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

وَالْمُرْسَلٰتِ عُرْفًا ①

১. শপথ বায়ুর, যা একের পর এক পাঠানো হয়।

فَالْعٰصِفٰتِ عَصْفًا ②

২. তারপর যা ঝড় হয়ে প্রচণ্ড বেগে ছুটে চলে।

وَّالنّٰشِرٰتِ نَشْرًا ③

৩. এবং যা (মেঘমালাকে) ভালোভাবে ছড়িয়ে দেয়।[১]

فَالْفٰرِقٰتِ فَرْقًا ④

৪. অতঃপর শপথ তাদের (অর্থাৎ সেই ফেরেশতাদের), যারা সত্য ও মিথ্যাকে পৃথক করে দেয়।

فَالْمُلْقِيٰتِ ذِكْرًا ⑤

৫. তারপর অবতীর্ণ করে উপদেশবাণী।

عُذْرًا اَوْ نُذْرًا ⑥

৬. যা মানুষের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার কারণ হয় অথবা হয় সতর্ককারী।[২]

---

১. দুনিয়ায় যে বায়ু প্রবাহিত হয় তা দু' রকমের। (ক) এক বায়ু তো এমন যা মানুষের কল্যাণ সাধন করে এবং জীবনের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর যোগান দেয়। (খ) কোন কোন বায়ু এমন, যা ঝড়-ঝঞ্ঝা হয়ে মানুষের দুর্যোগ-দুর্বিপাকের কারণ হয়। এমনিভাবে ফেরেশতাগণ মানুষের কাছে যে বাণী নিয়ে আসে তাও একদিকে সৎ লোকদের সুসংবাদ দান করে, অন্য দিকে অসৎ লোকদের জন্য তা হয় ভীতি প্রদর্শনকারী। এজন্যই প্রথম তিন আয়াতে বায়ুর শপথ করা হয়েছে এবং পরের তিন আয়াতে ফেরেশতাদের।

২. অর্থাৎ যারা নেককার, তাদেরকে এ বাণীর মাধ্যমে গোনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার আহ্বান জানানো হয় আর যারা পাপাচারী তাদেরকে শাস্তির সতর্কবাণী শোনানো হয়, যাতে তারাও সৎপথে ফিরে আসে।

৭. নিশ্চয়ই সে ঘটনা ঘটবে, যে সম্পর্কে তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে।[৩]	اِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ لَوَاقِعٌ ۞
৮. সুতরাং (সে ঘটনা ঘটবে সেই সময়) যখন নক্ষত্ররাজি নিভিয়ে দেওয়া হবে।	فَاِذَا النُّجُوْمُ طُمِسَتْ ۞
৯. এবং যখন আকাশ বিদারণ করা হবে	وَاِذَا السَّمَآءُ فُرِجَتْ ۞
১০. এবং যখন পর্বতমালা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলা হবে।	وَاِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ ۞
১১. এবং যখন রাসূলগণের একত্র হওয়ার সময় এসে যাবে[৪]	وَاِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ ۞
১২. (কেউ যদি জিজ্ঞেস করে) এসব মূলতবি রাখা হয়েছে কোন দিনের জন্য?[৫]	لِاَيِّ يَوْمٍ اُجِّلَتْ ۞
১৩. (তার জবাব হল) বিচার দিবসের জন্য!	لِيَوْمِ الْفَصْلِ ۞
১৪. তুমি কি জান বিচার দিবস কী?	وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ ۞
১৫. সে দিন বড় দুর্ভোগ হবে তাদের, যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে।	وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۞
১৬. আমি কি পূর্ববর্তী লোকদেরকে ধ্বংস করিনি?	اَلَمْ نُهْلِكِ الْاَوَّلِيْنَ ۞

---

৩. এর দ্বারা কিয়ামত দিবসকে বোঝানো হয়েছে।

৪. আল্লাহ তাআলা আখেরাতের একটা সময় নির্দিষ্ট করেছেন, যখন সমস্ত রাসূল একত্র হয়ে নিজ-নিজ উম্মত সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে।

৫. কাফেরগণ প্রায়ই এ প্রশ্ন করত যে, যদি আযাব ও পুরস্কার দানের কোন ব্যাপার থাকেই, তবে তা এখনই কেন হয়ে যায় না? দেরি হচ্ছে কেন?

১৭. অতঃপর পরবর্তীদেরকেও আমি তাদের অনুগামী করে দেব।[৬]	ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْاٰخِرِيْنَ ﴿١٧﴾
১৮. আমি অপরাধীদের সাথে এ রকম আচরণই করে থাকি।	كَذٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ ﴿١٨﴾
১৯. সে দিন বড় দুর্ভোগ হবে তাদের, যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে।	وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿١٩﴾
২০. আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করিনি এক হীন পানি দ্বারা?	اَلَمْ نَخْلُقْكُّمْ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ ﴿٢٠﴾
২১-২২. অতঃপর আমি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তা এক সুরক্ষিত অবস্থান স্থলে রাখি।[৭]	فَجَعَلْنٰهُ فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ﴿٢١﴾ اِلٰى قَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ ﴿٢٢﴾
২৩. তারপর আমি তাতে পরিমিত রূপ দান করি। সুতরাং কতই না উত্তম পরিমাণ দাতা আমি![৮]	فَقَدَرْنَا ۖ فَنِعْمَ الْقٰدِرُوْنَ ﴿٢٣﴾
২৪. সে দিন বড় দুর্ভোগ হবে তাদের, যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে।	وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٢٤﴾
২৫. আমি কি ভূমিকে এরূপ বানাইনি যে, তা জড়িয়ে রাখে	اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ كِفَاتًا ﴿٢٥﴾

---

৬. অর্থাৎ অতীত কালের কাফেরগণকে যেমন ধ্বংস করা হয়েছে, তেমনি আরবের এ কাফেরগণ যদি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এভাবে প্রত্যাখ্যান করতেই থাকে, তবে তাদেরকেও ধ্বংস করা হবে।

৭. এর দ্বারা মাতৃগর্ভ বোঝানো হয়েছে।

৮. অর্থাৎ আমি মানুষকে কেবল সৃষ্টিই করিনি। তার গঠন-আকৃতি এমন পরিমিত ও সুসমঞ্জস করেছি, যা আমা ভিন্ন অন্য কারও পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। মানব দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে গভীরভাবে লক্ষ করলে এ সত্য বুঝতে কোন কষ্ট হয় না।

أَحْيَآءً وَّأَمْوَاتًا ﴿٢٦﴾

২৬. জীবিতদেরকেও এবং মৃতদেরকেও?

وَّجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شٰمِخٰتٍ وَّأَسْقَيْنٰكُم مَّآءً فُرَاتًا ﴿٢٧﴾

২৭. এবং আমি তাতে স্থাপন করেছি প্রোথিত উঁচু-উঁচু পাহাড় এবং আমি তোমাদেরকে সুমিষ্ট পানি দ্বারা সিঞ্চিত করার ব্যবস্থা করেছি।

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٢٨﴾

২৮. সে দিন বড় দুর্ভোগ হবে তাদের, যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে।

اِنْطَلِقُوٓا إِلٰى مَا كُنْتُم بِهٖ تُكَذِّبُونَ ﴿٢٩﴾

২৯. (তাদেরকে বলা হবে) তোমরা যা প্রত্যাখ্যান করতে, চলো এখন সেই জিনিসের দিকে।

اِنْطَلِقُوٓا إِلٰى ظِلٍّ ذِي ثَلٰثِ شُعَبٍ ﴿٣٠﴾

৩০. চলো সেই শামিয়ানার দিকে, যা তিন শাখাবিশিষ্ট।[৯]

لَّا ظَلِيلٍ وَّلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ ﴿٣١﴾

৩১. যাতে নেই (শীতল) ছায়া এবং যা আগুনের শিখা থেকে রক্ষা করতে পারবে না।

إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ ﴿٣٢﴾

৩২. সে আগুন অট্টালিকা তুল্য বড়-বড় স্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করবে

كَأَنَّهٗ جِمٰلَتٌ صُفْرٌ ﴿٣٣﴾

৩৩. মনে হবে তা হলুদ বর্ণের উট।[১০]

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٤﴾

৩৪. সে দিন বড় দুর্ভোগ হবে তাদের, যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে।

---

৯. এর দ্বারা জাহান্নামের আগুনের ধোঁয়া বোঝানো হয়েছে, তা শামিয়ানার মত উঁচু হবে এবং তিন শাখায় বিভক্ত হয়ে যাবে।

১০. এখানে বলা হয়েছে যে, জাহান্নামের অগ্নিশিখা এত বড় হবে, যাকে বড়-বড় অট্টালিকার সাথে তুলনা করা চলে আর তা থেকে যে স্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত হবে তা হবে হলুদ রংয়ের উটের মত।

هٰذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُوْنَ ۟

৩৫. তা এমন এক দিন, যে দিন লোকে কথা বলতে পারবে না।

وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُوْنَ ۝

৩৬. এবং তাদেরকে কোন অজুহাত প্রদর্শনেরও অনুমতি দেওয়া হবে না।

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۝

৩৭. সে দিন বড় দুর্ভোগ হবে তাদের, যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে।

هٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ ۚ جَمَعْنٰكُمْ وَالْاَوَّلِيْنَ ۝

৩৮. এটা ফায়সালার দিন। আমি একত্র করেছি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে।

فَاِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيْدُوْنِ ۝

৩৯. এখন তোমাদের যদি কোন কৌশল থাকে, তবে সে কৌশল আমার বিরুদ্ধে চালাও।

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۟

৪০. সে দিন বড় দুর্ভোগ হবে তাদের যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে।

[১]

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ ظِلٰلٍ وَّعُيُوْنٍ ۟

৪১. যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে তারা অবশ্যই ছায়া ও প্রস্রবণের মধ্যে থাকবে।

وَّفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُوْنَ ۟

৪২. এবং তাদের চাহিদামত ফলমূলের মধ্যে।

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْٓـًٔا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝

৪৩. (তাদেরকে বলা হবে) তোমরা মজা করে খাও ও পান কর- তোমরা যা-কিছু করতে তার বিনিময়ে।

اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ۝

৪৪. আমি সৎকর্মপরায়ণদেরকে এভাবেই পুরস্কৃত করি।

৪৫. সে দিন বড় দুর্ভোগ হবে তাদের, যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে।

وَيۡلٌ يَّوۡمَئِذٍ لِّلۡمُكَذِّبِيۡنَ ﴿٤٥﴾

৪৬. (হে কাফেরগণ!) অল্প কিছু কাল খেয়ে নাও ও মজা লোট। নিশ্চয়ই তোমরা অপরাধী।

كُلُوۡا وَ تَمَتَّعُوۡا قَلِيۡلًا اِنَّكُمۡ مُّجۡرِمُوۡنَ ﴿٤٦﴾

৪৭. সে দিন বড় দুর্ভোগ হবে তাদের, যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে।

وَيۡلٌ يَّوۡمَئِذٍ لِّلۡمُكَذِّبِيۡنَ ﴿٤٧﴾

৪৮. যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহর সামনে নত হও, তারা নত হয় না।

وَ اِذَا قِيۡلَ لَهُمُ ارۡكَعُوۡا لَا يَرۡكَعُوۡنَ ﴿٤٨﴾

৪৯. সে দিন বড় দুর্ভোগ হবে তাদের, যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে।

وَيۡلٌ يَّوۡمَئِذٍ لِّلۡمُكَذِّبِيۡنَ ﴿٤٩﴾

৫০. সুতরাং এরপর আর এমন কী কথা আছে, যার উপর তারা ঈমান আনবে?

فَبِاَيِّ حَدِيۡثٍۭ بَعۡدَهٗ يُؤۡمِنُوۡنَ ﴿٥٠﴾

আলহামদুলিল্লাহ! সূরা 'মুরসালাত'-এর তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। অসলো, নরওয়ে। ২রা শাবান ১৪২৯ হিজরী মোতাবেক ৫ই জুলাই ২০০৮ খ্রি.। (অনুবাদ শেষ হল আজ ২২ শে মহররম ১৪৩২ হিজরী মোতাবেক ২৯ শে ডিসেম্বর ২০১০ খ্রি.)। আল্লাহ তাআলা এ খেদমতটুকু কবুল করে নিন, একে মানুষের জন্য উপকারী বানিয়ে দিন এবং বাকি সূরাগুলির কাজও নিজ মর্জি মোতাবেক শেষ করার তাওফীক দান করুন– আমীন।

৭৮ – সূরা নাবা – ৮০

মক্কী; ৪০ আয়াত; ২ রুকু

سُوْرَةُ النَّبَا مَكِّيَّةٌ
اٰيَاتُهَا ٤٠ رُكُوْعَاتُهَا ٢

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. তারা (অর্থাৎ কাফেরগণ) কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে?

عَمَّ يَتَسَآءَلُوْنَ ①

২–৩. সেই মহা ঘটনা সম্পর্কে, যে সম্বন্ধে তারা বিভিন্ন রকম কথা বলে।[১]

عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيْمِ ②
الَّذِيْ هُمْ فِيْهِ مُخْتَلِفُوْنَ ③

৪. সাবধান! তারা শীঘ্রই জানতে পারবে।

كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ ④

৫. আবারও সাবধান! তারা শীঘ্রই জানতে পারবে।

ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ ⑤

৬. আমি কি ভূমিকে শয্যা বানাইনি?

اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهٰدًا ⑥

৭. এবং পাহাড়সমূহকে (ভূমিতে প্রোথিত) কীলক?

وَّالْجِبَالَ اَوْتَادًا ⑦

৮. আর তোমাদেরকে (নর ও নারীর) যুগল রূপে সৃষ্টি করেছি।

وَّخَلَقْنٰكُمْ اَزْوَاجًا ⑧

---

১. এর দ্বারা কিয়ামত ও আখেরাত বোঝানো হয়েছে। কাফেরগণ কিয়ামত সম্পর্কে নানা রকম কথা বলত। কেউ তা নিয়ে ঠাট্টা করত। কেউ তার বিরুদ্ধে যুক্তি দাঁড় করানোর চেষ্টা করত এবং কেউ তার খুঁটিনাটি সম্পর্কে প্রশ্ন করে মুসলিমদেরকে উত্যক্ত করত। প্রশ্নের উদ্দেশ্যও সত্যানুসন্ধান ছিল না। উদ্দেশ্য ছিল কেবল ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা। এ আয়াতের ইঙ্গিত তাদের সেই কার্যকলাপেরই দিকে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা বিশ্ব জগতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা তাঁর বিভিন্ন নিদর্শনের উল্লেখপূর্বক বলছেন, তোমরা যখন স্বীকার কর এসব আল্লাহ তাআলাই সৃষ্টি করেছেন, তখন তিনি যে এ জগত ধ্বংস করে দেওয়ার পর পুনরায় সৃষ্টি করতে পারবেন তা স্বীকার করতে তোমাদের কষ্ট হচ্ছে কেন?

وَّجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ۙ﴿۹﴾

৯. আর তোমাদের ঘুমকে ক্লান্তি ঘুচানোর উপায় বানিয়েছি।

وَّجَعَلْنَا الَّيْلَ لِبَاسًا ۙ﴿۱۰﴾

১০. এবং রাতকে বানিয়েছি আবরণ স্বরূপ।

وَّجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ۪﴿۱۱﴾

১১. এবং দিনকে জীবিকা আহরণের সময় নির্ধারণ করেছি।

وَّبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ۙ﴿۱۲﴾

১২. এবং আমিই তোমাদের উপর সাতটি সুদৃঢ় অস্তিত্ব (আকাশ) নির্মাণ করেছি।

وَّجَعَلْنَا سِرَاجًا وَّهَّاجًا ۙ﴿۱۳﴾

১৩. এবং আমিই এক প্রজ্জ্বলিত প্রদীপ (সূর্য) সৃষ্টি করেছি।

وَّاَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرٰتِ مَآءً ثَجَّاجًا ۙ﴿۱۴﴾

১৪. আমি ভরা মেঘ থেকে মুষলধারায় বারি বর্ষণ করেছি,

لِّنُخْرِجَ بِهٖ حَبًّا وَّنَبَاتًا ۙ﴿۱۵﴾

১৫. তা দ্বারা শস্য ও অন্যান্য উদ্ভিদ উৎপন্ন করার জন্য

وَّجَنّٰتٍ اَلْفَافًا ؕ﴿۱۶﴾

১৬. এবং নিবিড় ঘন বাগানও।

اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيْقَاتًا ۙ﴿۱۷﴾

১৭. নিশ্চিতভাবে জেনে রেখ বিচার দিবস হবে এক নির্ধারিত সময়ে।

يَّوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ فَتَاْتُوْنَ اَفْوَاجًا ۙ﴿۱۸﴾

১৮. সে দিন যখন শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া হবে, তোমরা দলে দলে সমাগত হবে।

وَّفُتِحَتِ السَّمَآءُ فَكَانَتْ اَبْوَابًا ۙ﴿۱۹﴾

১৯. এবং আকাশ উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে। ফলে বহু দরজা হয়ে যাবে।

২০. এবং পাহাড়সমূহকে সঞ্চালিত করা হবে, ফলে তা মরীচিকা সদৃশ হয়ে যাবে।

وَّ سُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ۝٢٠

২১. নিশ্চিতভাবে জেনে রেখ, জাহান্নাম ওঁৎ পেতে রয়েছে।

اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ۝٢١

২২. তা উদ্ধতের ঠিকানা।

لِّلطَّاغِيْنَ مَاٰبًا ۝٢٢

২৩. যাতে তারা যুগ-যুগ ধরে এভাবে অবস্থান করবে–[২]

لّٰبِثِيْنَ فِيْهَاۤ اَحْقَابًا ۝٢٣

২৪. যে, তাতে তারা আস্বাদন করবে না কোন শীতলতা এবং না কোন পানীয় বস্তু।

لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا بَرْدًا وَّلَا شَرَابًا ۝٢٤

২৫. ফুটন্ত পানি ও রক্ত-পূঁজ ছাড়া।

اِلَّا حَمِيْمًا وَّغَسَّاقًا ۝٢٥

২৬. এটা হবে তাদের পরিপূর্ণ প্রতিফল।

جَزَآءً وِّفَاقًا ۝٢٦

২৭. তারা (নিজেদের কর্মের) হিসাবকে বিশ্বাস করত না।

اِنَّهُمْ كَانُوْا لَا يَرْجُوْنَ حِسَابًا ۝٢٧

২৮. এবং তারা আমার আয়াতসমূহ চরমভাবে প্রত্যাখ্যান করত।

وَّكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا كِذَّابًا ۝٢٨

---

২. আয়াতে শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে احقاب। এটি حقبة -এর বহুবচন। حقبة অর্থ সুদীর্ঘ কাল। বোঝানো হচ্ছে, জাহান্নামে তাদের অবস্থান কাল ক্রমশ বৃদ্ধিই পেতে থাকবে। এ শব্দের প্রতি লক্ষ্য করে কেউ কেউ বলতে চেয়েছেন, এখানে যে অবাধ্যদের কথা বলা হচ্ছে, তারাও সুদীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার পর জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে। কিন্তু তাদের এ ধারণা ঠিক নয়। কেননা কুরআন মাজীদ বিভিন্ন স্থানে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে, তারা জাহান্নাম থেকে কোনও দিনই বের হতে পারবে না, যেমন দেখুন সূরা মায়েদা (৫ : ৩৭)।

وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنٰهُ كِتٰبًا ﴿٢٩﴾

২৯. আমি প্রতিটি জিনিস লিপিবদ্ধভাবে সংরক্ষণ করেছি।

فَذُوْقُوْا فَلَنْ نَّزِيْدَكُمْ اِلَّا عَذَابًا ﴿٣٠﴾

৩০. সুতরাং তোমরা মজা ভোগ কর! আমি তোমাদের কেবল শাস্তিই বৃদ্ধি করব।

[১]

اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ مَفَازًا ﴿٣١﴾

৩১. যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে নিশ্চয়ই তাদের জন্য আছে সাফল্য

حَدَآئِقَ وَاَعْنَابًا ﴿٣٢﴾

৩২. উদ্যানরাজি ও আঙ্গুর,

وَّكَوَاعِبَ اَتْرَابًا ﴿٣٣﴾

৩৩. সমবয়স্কা নব যৌবনা তরুণী,

وَّكَاْسًا دِهَاقًا ﴿٣٤﴾

৩৪. ছলকানো পান-পাত্র,

لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّلَا كِذّٰبًا ﴿٣٥﴾

৩৫. সেখানে তারা কোন অহেতুক কথা শুনবে না এবং কোন মিথ্যা কথাও না।

جَزَآءً مِّنْ رَّبِّكَ عَطَآءً حِسَابًا ﴿٣٦﴾

৩৬. এসব হবে তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে পুরস্কার, (আল্লাহর) এমন দান, যা মানুষের কর্ম হিসাবে দেওয়া হবে।[৩]

رَّبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمٰنِ

৩৭. সেই প্রতিপালকের পক্ষ থেকে, যিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও এর মধ্যবর্তী

---

৩. এ তরজমা করা হয়েছে হযরত আতা (রহ.) থেকে বর্ণিত একটি ব্যাখ্যা অনুযায়ী। এর মর্ম এই যে, মুত্তাকীদের এই যা-কিছু দেওয়া হবে, এটা আল্লাহ তাআলার দান, যা তারা তাদের কোন অধিকার ছাড়াই লাভ করবে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা এটা প্রত্যেককে দেবেন তার আমল হিসাবে। এর দ্বিতীয় তরজমা হতে পারে এ রকম, (আল্লাহর) এমন দান হবে, যা প্রত্যেকের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে, অর্থাৎ তাদের প্রয়োজন ও চাহিদা পূরণের জন্য তা যথেষ্ট হবে।

لَا يَمْلِكُوْنَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿٣٧﴾

সবকিছুর মালিক, দয়াময়! তার সামনে কিছু বলার সাধ্য তাদের হবে না।[৪]

يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَالْمَلٰٓئِكَةُ صَفًّا ۙ لَّا يَتَكَلَّمُوْنَ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿٣٨﴾

৩৮. যে দিন রূহ ও ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াবে, সে দিন দয়াময় আল্লাহ যাকে অনুমতি দেবেন, সে ছাড়া কেউ কথা বলতে পারবে না এবং সে বলবে সঠিক কথা।[৫]

ذٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ ۚ فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ مَاٰبًا ﴿٣٩﴾

৩৯. সে দিন সত্য দিন। সুতরাং যার ইচ্ছা, সে তার প্রতিপালকের কাছে আশ্রয়স্থল বানিয়ে রাখুক।

اِنَّآ اَنْذَرْنٰكُمْ عَذَابًا قَرِيْبًا ۚ ۖ يَّوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدٰهُ وَيَقُوْلُ الْكٰفِرُ يٰلَيْتَنِىْ كُنْتُ تُرٰبًا ﴿٤٠﴾

৪০. বস্তুত আমি এক আসন্ন শাস্তি সম্পর্কে তোমাদেরকে সতর্ক করে দিলাম। সে দিন প্রত্যেক ব্যক্তি তার স্বহস্তে সামনে পাঠানো কর্মসমূহ প্রত্যক্ষ করবে আর কাফের ব্যক্তি বলবে, হায়! আমি যদি মাটি হয়ে যেতাম।[৬]

---

৪. অর্থাৎ যাকে যা দেওয়া হবে তার বিপরীতে কারও কিছু বলার শক্তি হবে না।

৫. অর্থাৎ কোন মানুষ বা ফেরেশতা কারও অনুকূলে সুপারিশ করার জন্য আল্লাহ তাআলার অনুমতি ছাড়া কিছু বলতে পারবে না। আল্লাহ তাআলা অনুমতি দিলেই বলতে পারবে এবং তাও সেই সময়, যখন সঠিকভাবে সুপারিশ করবে অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা যে পন্থা ঠিক করে দেবেন সেই পন্থায় করবে।

৬. কোন কোন বর্ণনায় আছে, যে সকল জীবজন্তু দুনিয়ায় একে অন্যের উপর জুলুম করেছিল, হাশরের ময়দানে তাদেরকেও একত্র করতঃ তাদের জুলুমের প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়ে দেওয়া হবে। এমনকি কোন শিং বিশিষ্ট ছাগল যদি শিংবিহীন ছাগলকে গুঁতো দিয়ে থাকে, তবে হাশরে তারও প্রতিশোধ গ্রহণের ব্যবস্থা থাকবে। যখন প্রতিশোধ গ্রহণ শেষ হয়ে যাবে, সমস্ত পশুকে মাটিতে পরিণত করা হবে। সে দিন কাফেরগণ যখন জাহান্নামের শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে, তখন আক্ষেপ করে বলবে, আহা! আমরাও যদি মাটি হয়ে যেতাম (মুসলিম, তিরমিযী)।

আলহামদুলিল্লাহ! সূরা 'নাবা'-এর তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। করাচি। ৯ই শাবান, ১৪২৯ হিজরী মোতাবেক ১২ই আগস্ট ২০০৮ খ্রি.। আল্লাহ তাআলা এ খেদমতটুকু কবুল করুন এবং অবশিষ্ট সূরাগুলির কাজও নিজ মর্জি মোতাবেক শেষ করার তাওফীক দিন- আমীন।

৭৯ – সূরা নাযিআত – ৮১

سُوْرَةُ النّٰزِعٰتِ مَكِّيَّةٌ

মক্কী; ৪৬ আয়াত; ২ রুকু

اٰيَاتُهَا ٤٦ رُكُوْعَاتُهَا ٢

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

وَالنّٰزِعٰتِ غَرْقًا ۝١

১. শপথ তাদের (অর্থাৎ সেই ফেরেশতাদের), যারা (কাফেরদের প্রাণ) কঠোরভাবে টেনে বের করে।[১]

وَّالنّٰشِطٰتِ نَشْطًا ۝٢

২. এবং যারা (মুমিনদের প্রাণের) বন্ধন খোলে কোমলভাবে।

وَّالسّٰبِحٰتِ سَبْحًا ۝٣

৩. তারপর (শূন্যে) তীব্রগতিতে সাতার কেটে যায়।

فَالسّٰبِقٰتِ سَبْقًا ۝٤

৪. তারপর দ্রুতগতিতে এগিয়ে যায়।

---

১. কুরআন মাজীদে যে শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, তার অর্থ কেবল এতটুকু 'শপথ তাদের, যারা কঠোরভাবে টেনে বের করে'। কিন্তু হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.)-এর ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে যে, এর দ্বারা জান কবজকারী ফেরেশতাদের বোঝানো হয়েছে, যারা (সাধারণত কাফেরদের) রূহ দেহ থেকে কঠোরভাবে টেনে বের করে এবং কারও কারও (সাধারণত মুমিনদের) রূহ মৃদুভাবে বের করে, যেন রশির বাঁধন খুলে দেয়। তারপর তারা সেই রূহ নিয়ে শূন্যমণ্ডলে সাতার কেটে চলে যায় এবং খুব দ্রুত গন্তব্যস্থলে পৌঁছে, রূহদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলার যে হুকুম হয় তা বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এই হল প্রথম চার আয়াতের মর্ম। এসব ফেরেশতার শপথ করে আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের পরিস্থিতি ব্যক্ত করছেন যে, যখন কিয়ামত সংঘটিত হবে, তখন বহু হৃদয় প্রকম্পিত হবে। পূর্বে বলা হয়েছে, নিজ কথা বিশ্বাস করানোর জন্য আল্লাহ তাআলার কোন শপথ করার প্রয়োজন নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও কুরআন মাজীদে যে বিভিন্ন বস্তুর শপথ করা হয়েছে, তা কেবলই কথাকে শক্তিশালী করে তোলার জন্য। আরবী অলংকার শাস্ত্রে কথায় বলিষ্ঠতা আনয়নের জন্য শপথ করার নিয়ম আছে। সাধারণত যে বস্তুর শপথ করা হয়, তা পরবর্তী যে দাবির উল্লেখ থাকে, তার পক্ষে সাক্ষী হয়ে থাকে। এস্থলে বোঝানো হচ্ছে যে, ফেরেশতাগণ সাক্ষী, আল্লাহ তাআলা তাদের মাধ্যমে যেমন জান কবজ করান, তেমনি তাদের মাধ্যমে শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়ানোর পর মৃতদেরকে পুনরায় জীবিতও করা হবে।

فَالْمُدَبِّرٰتِ اَمْرًا ۝٥

৫. তারপর যে আদেশ পায় তার (বাস্তবায়নের) ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ۝٦

৬. যে দিন ভূমিকম্প (সবকিছু) প্রকম্পিত করবে।[২]

تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ۝٧

৭. তারপর আসবে আরেক আঘাত।[৩]

قُلُوْبٌ يَّوْمَىِٕذٍ وَّاجِفَةٌ ۝٨

৮. সে দিন বহু হৃদয় হবে প্রকম্পিত।

اَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ۝٩

৯. তাদের চোখ থাকবে অবনত।

يَقُوْلُوْنَ ءَاِنَّا لَمَرْدُوْدُوْنَ فِى الْحَافِرَةِ ۝١٠

১০. তারা (কাফেরগণ) বলে, আমাদেরকে কি পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়া হবে?[৪]

ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً ۝١١

১১. আমরা যখন গলিত অস্থিতে পরিণত হব তখনও কি?

قَالُوْا تِلْكَ اِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ۝١٢

১২. তারা বলে, এরূপ হলে সেটা তো বড় ক্ষতির প্রত্যাবর্তন হবে।[৫]

فَاِنَّمَا هِىَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ ۝١٣

১৩. বস্তুত তা কেবল এক বিকট আওয়াজই হবে।

فَاِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ۝١٤

১৪. অমনি তারা এক খোলা মাঠে আবির্ভূত হবে।

---

২. এর দ্বারা শিঙ্গার প্রথম ফুঁৎকার বোঝানো হয়েছে। প্রথমবার ফুঁ দেওয়া হলে সমস্ত প্রাণীর মৃত্যু ঘটবে এবং বিশ্ব জগত সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যাবে।

৩. এর দ্বারা শিঙ্গার দ্বিতীয় ফুঁ বোঝানো হয়েছে। প্রথম ফুঁৎকারে সকলের মৃত্যু ঘটবে আর দ্বিতীয় ফুঁৎকারে সকলে জীবিত হয়ে হাশরের মাঠে একত্র হবে।

৪. অর্থাৎ আমাদের মৃত্যুর পর পুনরায় আগের মত জীবিতাবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়া হবে?

৫. অর্থাৎ বাস্তবিকই যদি আমাদেরকে পুনরায় জীবিত করা হয়, তবে আমরা বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত হব। কেননা আমরা দ্বিতীয় জীবনের জন্য কোন রকম প্রস্তুতি গ্রহণ করিনি।

هَلْ أَتٰىكَ حَدِيْثُ مُوْسٰى ﴿١٥﴾

১৫. (হে রাসূল!) তোমার কাছে কি মূসার বৃত্তান্ত পৌঁছেছে?

إِذْ نَادٰىهُ رَبُّهٗ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ﴿١٦﴾

১৬. যখন তার প্রতিপালক তাকে পবিত্র 'তুওয়া' উপত্যকায় ডাক দিয়েছিলেন[৬]

اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى ﴿١٧﴾

১৭. যে, ফেরাউনের কাছে যাও, সে বড় ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করেছে।

فَقُلْ هَلْ لَّكَ اِلٰٓى اَنْ تَزَكّٰى ﴿١٨﴾

১৮. তাকে বল, তোমার কি এ আগ্রহ আছে যে, তুমি শুধরে যাবে?

وَاَهْدِيَكَ اِلٰى رَبِّكَ فَتَخْشٰى ﴿١٩﴾

১৯. এবং আমি তোমাকে দেখাই তোমার প্রতিপালকের পথ, যাতে তোমার অন্তরে ভীতি সৃষ্টি হয়?

فَاَرٰىهُ الْاٰيَةَ الْكُبْرٰى ﴿٢٠﴾

২০. অতঃপর মূসা তাকে দেখাল মহা নিদর্শন।[৭]

فَكَذَّبَ وَعَصٰى ﴿٢١﴾

২১. তবুও সে (তাকে) অস্বীকার করল ও অমান্য করল।

ثُمَّ اَدْبَرَ يَسْعٰى ﴿٢٢﴾

২২. তারপর দৌড়-ঝাঁপ করার জন্য ফিরে গেল।

فَحَشَرَ فَنَادٰى ﴿٢٣﴾

২৩. তারপর সকলকে সমবেত করল এবং উচ্চস্বরে ঘোষণা করল,

---

৬. 'তুওয়া উপত্যকা' দ্বারা সিনাই মরুভূমির সেই উপত্যকা বোঝানো হয়েছে, যেখানে হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে নবুওয়াত দান করা হয়েছিল। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য সূরা তোয়াহা (২০ : ৯–৪৮) টীকাসহ দেখুন।

৭. অর্থাৎ এই মোজেযা ও নিদর্শন দেখালেন যে, তাঁর লাঠি নিক্ষেপ করলেন, অমনি তা সাপ হয়ে গেল আর বগলের মধ্যে হাত রাখলেন, অমনি তা চমকাতে শুরু করল। দেখুন তোয়াহা (২০ : ১৭–২২)।

فَقَالَ اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى ﴿٢٤﴾

২৪. বলল, আমি তোমাদের শ্রেষ্ঠ প্রতিপালক।

فَاَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ الْاٰخِرَةِ وَ الْاُوْلٰى ﴿٢٥﴾

২৫. পরিণামে আল্লাহ তাকে পাকড়াও করলেন আখেরাত ও দুনিয়ার শাস্তিতে।[৮]

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى ﴿٢٦﴾

২৬. বস্তুত যে তার অন্তরে আল্লাহর ভয় পোষণ করে তার জন্য এ ঘটনার মধ্যে অবশ্যই শিক্ষা আছে।

[১]

ءَاَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَآءُ ۚ بَنٰىهَا ﴿٢٧﴾

২৭. (হে মানুষ!) তোমাদেরকে সৃষ্টি করা বেশি কঠিন, না আকাশকে।[৯] আল্লাহ তা নির্মাণ করেছেন।

رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوّٰىهَا ﴿٢٨﴾

২৮. তিনি তার উচ্চতা উত্তোলন করেছেন, তারপর তা সুবিন্যস্ত করেছেন।

وَاَغْطَشَ لَيْلَهَا وَاَخْرَجَ ضُحٰىهَا ﴿٢٩﴾

২৯. তিনি তার রাতকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করেছেন এবং তার দিনের আলো প্রকাশ করেছেন।

وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰىهَا ﴿٣٠﴾

৩০. এবং তারপর পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছেন।

---

৮. ফেরাউনকে দুনিয়ায় তো এই শাস্তি দেওয়া হল যে, গোটা বাহিনীসহ তাকে সাগরে ডুবিয়ে দেওয়া হল। বিস্তারিত দেখুন সূরা শুআরা (২৬ : ৬১–৬৪) আর আখেরাতের শাস্তি হবে জাহান্নামে।

৯. আরবের কাফেরগণ মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়ার বিষয়টাকে অস্বীকার করত কেবল এ কারণে যে, তারা মৃত ব্যক্তিদের জীবিত হওয়াকে অসম্ভব মনে করত। আল্লাহ তাআলা বলছেন, আসমান বা জগতের এ রকম আরও বড়-বড় বস্তু অপেক্ষা মানুষ সৃষ্টি করা অনেক সহজ। যদি তোমরা স্বীকার কর আসমানকে আল্লাহ তাআলাই সৃষ্টি করেছেন, তবে মানুষকে পুনরায় সৃষ্টি করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হবে কেন?

أَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعٰهَا ﴿٣١﴾

৩১. তা থেকে তার পানি ও তৃণ বের করেছেন।

وَالْجِبَالَ أَرْسٰهَا ﴿٣٢﴾

৩২. এবং পর্বতসমূহকে প্রোথিত করেছেন।

مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ﴿٣٣﴾

৩৩. তোমাদের নিজেদের ও তোমাদের পশুদের ভোগের জন্য।

فَإِذَا جَآءَتِ الطَّآمَّةُ الْكُبْرٰى ﴿٣٤﴾

৩৪. অতঃপর যখন মহা বিপর্যয় সংঘটিত হবে।

يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعٰى ﴿٣٥﴾

৩৫. যে দিন মানুষ তার যাবতীয় কৃতকর্ম স্মরণ করবে

وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِمَنْ يَّرٰى ﴿٣٦﴾

৩৬. এবং প্রত্যেক দর্শকের সামনে জাহান্নামকে প্রকাশ করা হবে।

فَأَمَّا مَنْ طَغٰى ﴿٣٧﴾

৩৭. তখন যে ব্যক্তি অবাধ্যতা করেছিল,

وَاٰثَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ﴿٣٨﴾

৩৮. এবং পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দিয়েছিল

فَإِنَّ الْجَحِيْمَ هِيَ الْمَأْوٰى ﴿٣٩﴾

৩৯. জাহান্নামই হবে তার ঠিকানা।

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ﴿٤٠﴾

৪০. আর যে ব্যক্তি নিজ প্রতিপালকের সামনে দাঁড়ানোর ভয় পোষণ করত এবং নিজেকে মন্দ চাহিদা হতে বিরত রাখত

فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوٰى ﴿٤١﴾

৪১. জান্নাতই হবে তার ঠিকানা।

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسٰهَا ﴿٤٢﴾

৪২. তারা তোমাকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে যে, তা কখন সংঘটিত হবে?

فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرٰهَا ﴿٤٣﴾

৪৩. এ বিষয়ে আলোচনা করার সাথে তোমার কী সম্পর্ক?

إِلٰى رَبِّكَ مُنْتَهٰهَا ﴿٤٤﴾

৪৪. এর জ্ঞান তো তোমার প্রতিপালকের কাছেই শেষ।

إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَّخْشٰهَا ﴿٤٥﴾

৪৫. যে ব্যক্তি তার ভয় পোষণ করে তুমি কেবল তার সতর্ককারী।

كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوٓا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحٰهَا ﴿٤٦﴾

৪৬. যে দিন তারা তা দেখতে পাবে সে দিন তাদের মনে হবে, যেন তারা (দুনিয়ায় বা কবরে) এক সন্ধ্যা বা এক সকালের বেশি অবস্থান করেনি।[১০]

---

১০. অর্থাৎ আখেরাতে পৌঁছার পর দুনিয়ার জীবন বা কবরে অবস্থানকালীন জীবনকে খুবই সংক্ষিপ্ত মনে হবে।

আলহামদুলিল্লাহ! সূরা 'নাযিআত'-এর তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। করাচি। ১৮ই শাবান ১৪২৯ হিজরী মোতাবেক ২১ আগস্ট ২০০৮ খ্রি.। আল্লাহ তাআলা এ খেদমতটুকু কবুল করে নিন, একে মানুষের জন্য উপকারী বানিয়ে দিন এবং অবশিষ্ট সূরাগুলির কাজও নিজ পছন্দমত শেষ করার তাওফীক দান করুন– আমীন।

৮০ – সূরা আবাসা – ২৪

سُوْرَةُ عَبَسَ مَكِّيَّةٌ

মক্কী; ৪২ আয়াত; ১ রুকু

اٰيَاتُهَا ٤٢ رُكُوْعُهَا ١

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

عَبَسَ وَتَوَلّٰٓى ①

১. (রাসূল) মুখ বিকৃত করল ও চেহারা ফিরিয়ে নিল।[১]

اَنْ جَآءَهُ الْاَعْمٰى ②

২. কারণ তার কাছে অন্ধ লোকটি এসে পড়েছিল।

وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهٗ يَزَّكّٰٓى ③

৩. (হে রাসূল!) তোমার কি জানা আছে? হয়ত সে শুধরে যেত!

---

১. এ আয়াতসমূহ একটি বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষাপটে নাযিল হয়েছিল। ঘটনাটি এইরূপ, একদিন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরাইশ গোত্রের কয়েকজন বড়-বড় নেতাকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছিলেন। তিনি তাদের সাথে দাওয়াতী কথাবার্তায় মশগুল ছিলেন, ঠিক এই মুহূর্তে প্রসিদ্ধ অন্ধ সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রাযি.) সেখানে উপস্থিত হলেন। তিনি যেহেতু অন্ধ ছিলেন, তাই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কার-কার সাথে কথায় ব্যস্ত আছেন তা দেখতে পাচ্ছিলেন না। কাজেই এসেই তিনি তাকে কিছু শিক্ষা দানের জন্য মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুরোধ করলেন। যেহেতু অন্যের কথা কেটে মাঝখানে তিনি ঢুকে পড়েছিলেন, তাই তাঁর এ পন্থা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পছন্দ হল না। এ অসন্তুষ্টির ছাপ তাঁর চেহারায়ও ফুটে উঠল। তিনি তাঁর কথার কোন উত্তরও দিলেন না; বরং সেই কাফেরদের সাথেই যথারীতি আলোচনা চালিয়ে গেলেন। কিন্তু তাঁর এ কার্যক্রম আল্লাহ তাআলার পছন্দ হল না। সুতরাং লোকগুলো চলে যাওয়ার পর পরই এ সূরা নাযিল করলেন এবং তাঁকে তাঁর এ কাজের জন্য সতর্ক করে দিলেন। সূরাটির প্রথম শব্দ হল عبس (আবাস), এর অর্থ ভ্রূকুঞ্চিত করা, মুখ বিকৃত করা। এরই থেকে সূরাটির নাম হয়েছে সূরা আবাস। এতে মৌলিকভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, যার অন্তরে সত্যের অনুসন্ধিৎসা আছে, খাঁটি মনে সে নিজেকে সংশোধনও করতে চায়, তাকে কিছুতেই অগ্রাহ্য করা চলে না; বরং তাঁরই এ অধিকার বেশি যে, শিক্ষা দানের জন্য তাকে সময় দেওয়া হবে। পক্ষান্তরে যাদের অন্তরে সত্য জানার কোন আগ্রহ নেই এবং নিজেদেরকে সংশোধন করারও কোন প্রয়োজন মনে করে না, সত্য-সন্ধানীদের থেকে মুখ ফিরিয়ে তাদের প্রতি মনোযোগী হওয়া ও তাদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়া কিছুতেই যুক্তিযুক্ত নয়। এরূপ কাজ মোটেই সমীচীন নয়।

اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰى ۝٤

৪. অথবা উপদেশ গ্রহণ করত এবং উপদেশ দান তার উপকারে আসত!

اَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰى ۝٥

৫. আর যে ব্যক্তি অগ্রাহ্য করছিল

فَاَنْتَ لَهٗ تَصَدّٰى ۝٦

৬. তুমি তার প্রতি মনোযোগ দিচ্ছ

وَمَا عَلَيْكَ اَلَّا يَزَّكّٰى ۝٧

৭. অথচ সে নিজেকে না শোধরালে তোমার উপর কোন দায়িত্ব আসে না।

وَاَمَّا مَنْ جَآءَكَ يَسْعٰى ۝٨

৮. পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি শ্রম ব্যয় করে তোমার কাছে আসল

وَهُوَ يَخْشٰى ۝٩

৯. এবং সে অন্তরে আল্লাহর ভয় পোষণ করে,

فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَهّٰى ۝١٠

১০. তার প্রতি তুমি অবজ্ঞা প্রদর্শন করছ!

كَلَّآ اِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ۝١١

১১. কিছুতেই এরূপ উচিত নয়। এ কুরআন তো এক উপদেশবাণী।

فَمَنْ شَآءَ ذَكَرَهٗ ۝١٢

১২. যার ইচ্ছা সে একে স্মরণ রাখবে।[২]

فِيْ صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ۝١٣

১৩. এটা লিপিবদ্ধ আছে এমন সহীফা-সমূহে, যা অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ[৩]

مَّرْفُوْعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ۝١٤

১৪. উচ্চ স্তরের, পবিত্র।

بِاَيْدِيْ سَفَرَةٍ ۝١٥

১৫. এমন লিপিকরদের হাতে লিপিবদ্ধ,

---

২. অর্থাৎ কুরআন মাজীদের নির্দেশনা মেনে নিয়ে সে অনুযায়ী চলবে।

৩. এর দ্বারা লাওহে মাহফুজ বোঝানো হয়েছে। তাতে অন্যান্য বিষয় ছাড়া কুরআন মাজীদও লিপিবদ্ধ আছে।

كِرَامٍ بَرَرَةٍ ﴿١٦﴾

১৬. যারা অতি মর্যাদাসম্পন্ন, পুণ্যবান।[৪]

قُتِلَ الْاِنْسَانُ مَاۤ اَكْفَرَهٗ ﴿١٧﴾

১৭. ধ্বংস হোক এরূপ মানুষ, সে কত অকৃতজ্ঞ!

مِنْ اَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهٗ ﴿١٨﴾

১৮. (একটু চিন্তা করে দেখুক) আল্লাহ তাকে কিসের দ্বারা সৃষ্টি করেছেন?

مِنْ نُّطْفَةٍ ؕ خَلَقَهٗ فَقَدَّرَهٗ ﴿١٩﴾

১৯. শুক্রবিন্দু হতে, তিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তাকে এক বিশেষ পরিমিতিও দান করেছেন।[৫]

ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّرَهٗ ﴿٢٠﴾

২০. অতঃপর তার জন্য পথ সহজ করে দিয়েছেন।[৬]

ثُمَّ اَمَاتَهٗ فَاَقْبَرَهٗ ﴿٢١﴾

২১. অতঃপর তার মৃত্যু ঘটিয়ে তাকে কবরস্থ করেছেন,

ثُمَّ اِذَا شَآءَ اَنْشَرَهٗ ﴿٢٢﴾

২২. তারপর যখন ইচ্ছা করবেন, তাকে পুনরায় উত্থিত করবেন।

كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَاۤ اَمَرَهٗ ﴿٢٣﴾

২৩. কখনও নয়, আল্লাহ তাকে যে বিষয়ে আদেশ করেছিলেন, এখনও পর্যন্ত সে তা পালন করেনি।[৭]

---

৪. এর দ্বারা যেসব ফেরেশতা লাওহে মাহফুজের দায়িত্বে নিয়োজিত তাদেরকে বোঝানো হয়েছে।

৫. অর্থাৎ মাতৃগর্ভে তাকে এমন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দান করেছেন, যা অত্যন্ত পরিমিত ও সুসমঞ্জস। এর আরেক ব্যাখ্যা হল, তার জন্য তাকদীর নির্ধারণ করেছেন।

৬. এর এক তাফসীর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে এ রকম বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তাআলা মাতৃগর্ভ হতে শিশুর বের হয়ে আসার পথ অত্যন্ত সুগম করে দিয়েছেন। ফলে এক সঙ্কীর্ণ স্থান থেকে সে সহজেই বের হয়ে আসে। কেউ কেউ এর ব্যাখ্যা করেছেন, আল্লাহ তাআলা দুনিয়ায় মানুষের জীবন যাপনের পথ সহজ করে দিয়েছেন এবং এখানে তার সব রকম প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ব্যবস্থা রেখেছেন।

৭. এর দ্বারা কাফেরকেও বোঝানো হতে পারে এবং মুসলিমকেও। কাফেরকে বোঝানো হলে তার আদেশ পালন না করার বিষয়টা তো স্পষ্ট। আর যদি মুসলিমকে বোঝানো হয়, তবে

فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ اِلٰى طَعَامِهٖۤ ﴿٢٤﴾

২৪. অতঃপর মানুষ তার খাদ্যকেই একটু লক্ষ্য করুক!

اَنَّا صَبَبْنَا الْمَآءَ صَبًّا ﴿٢٥﴾

২৫. আমি উপর থেকে প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করেছি।

ثُمَّ شَقَقْنَا الْاَرْضَ شَقًّا ﴿٢٦﴾

২৬. তারপর ভূমিকে বিস্ময়করভাবে বিদীর্ণ করেছি।[৮]

فَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا حَبًّا ﴿٢٧﴾

২৭. তারপর আমি তাতে উৎপন্ন করেছি শস্য,

وَّعِنَبًا وَّقَضْبًا ﴿٢٨﴾

২৮. আঙ্গুর, শাক-সব্জি,

وَّزَيْتُوْنًا وَّنَخْلًا ﴿٢٩﴾

২৯. যয়তুন, খেজুর,

وَّحَدَآئِقَ غُلْبًا ﴿٣٠﴾

৩০. নিবিড়-ঘন বাগান,

وَّفَاكِهَةً وَّاَبًّا ﴿٣١﴾

৩১. ফলমূল ও ঘাস-পাতা।

مَّتَاعًا لَّكُمْ وَلِاَنْعَامِكُمْ ﴿٣٢﴾

৩২. সবকিছুই তোমাদের নিজেদের ও তোমাদের গবাদি পশুর ভোগের জন্য।

فَاِذَا جَآءَتِ الصَّآخَّةُ ﴿٣٣﴾

৩৩. পরিশেষে যখন কান বিদীর্ণকারী আওয়াজ এসেই পড়বে।[৯] (তখন এ অকৃতজ্ঞতার পরিণাম টের পাবে।)

তার দ্বারাও তো আল্লাহ তাআলার আদেশ মাঝে মধ্যে অমান্য হয়ে যায়। আর হক আদায় করে তাঁর আদেশ পুরোপুরি পালন কার দ্বারাই বা সম্ভব?

৮. দানা ফুঁড়ে কচি চারার কোমল অঙ্কুর যেভাবে শক্ত মাটি ভেদ করে বের হয়ে আসে, তার প্রতি লক্ষ্য করলে আল্লাহ তাআলার কুদরত উপলব্ধি করা ও তাঁর প্রতি ঈমান আনার জন্য আর কোন দলীলের দরকার পড়ে না। এই এক নিদর্শনই যথেষ্ট।

৯. এর দ্বারা কিয়ামত বোঝানো হয়েছে, যার সূচনা হবে শিঙ্গার ফুঁৎকার দ্বারা।

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ۝٣٤

৩৪. তা ঘটবে সেই দিন, যে দিন মানুষ তার ভাই থেকেও পালাবে

وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ۝٣٥

৩৫. এবং নিজ পিতা-মাতা থেকেও

وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ۝٣٦

৩৬. এবং নিজ স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি থেকেও।

لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ۝٣٧

৩৭. (কেননা) সে দিন তাদের প্রত্যেকের এমন দুশ্চিন্তা দেখা দেবে, যদ্দরুণ অন্যের প্রতি কোন খেয়াল থাকবে না।

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ۝٣٨

৩৮. সে দিন অনেক মুখমণ্ডল হবে উজ্জ্বল।

ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ۝٣٩

৩৯. সহাস্য, প্রফুল্ল।

وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ۝٤٠

৪০. এবং সে দিন অনেক মুখমণ্ডল হবে ধূলোমলিন,

تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ۝٤١

৪১. কালিমা সেগুলোকে আচ্ছন্ন করে রাখবে।

أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ۝٤٢

৪২. এরাই তারা, যারা ছিল কাফের, পাপিষ্ঠ।

আলহামদুলিল্লাহ! সূরা 'আবাস'-এর তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। দুবাই হতে বিমানযোগে মাংগাম যাওয়ার পথে। ২০শে শাবান ১৪২৯ হিজরী মোতাবেক ২৩শে আগস্ট ২০০৮ খ্রি.। (অনুবাদ শেষ হল আজ ২৩শে মহররম ১৪৩২ হিজরী মোতাবেক ৩০শে ডিসেম্বর ২০১০ খ্রি.)। আল্লাহ তাআলা এ খেদমতটুকু কবুল করে নিন, একে মানুষের জন্য উপকারী বানিয়ে দিন এবং অবশিষ্ট সূরাগুলির কাজও নিজ পছন্দমত শেষ করার তাওফীক দান করুন– আমীন।

৮১
সূরা তাকবীর

৮১ – সূরা তাকবীর – ৭

سُوْرَةُ التَّكْوِيْرِ مَكِّيَّةٌ

মক্কী; ২৯ আয়াত; ১ রুকু

اٰيَاتُهَا ٢٩ رُكُوْعُهَا ١

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. যখন সূর্যকে ভাঁজ করা হবে-[১]

اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۝١

২. এবং যখন নক্ষত্ররাজি খসে-খসে পড়বে

وَاِذَا النُّجُوْمُ انْكَدَرَتْ ۝٢

৩. এবং যখন পর্বতসমূহকে সঞ্চালিত করা হবে

وَاِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ۝٣

৪. এবং যখন দশ মাসের গর্ভবতী উটনীকেও পরিত্যক্ত রূপে ছেড়ে দেওয়া হবে[২]

وَاِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ۝٤

৫. এবং যখন বন্য পশুসমূহ একত্র করা হবে[৩]

وَاِذَا الْوُحُوْشُ حُشِرَتْ ۝٥

---

১. এখান থেকে ১৪ নং পর্যন্ত আয়াতসমূহে কিয়ামত ও আখেরাতের বিভিন্ন অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে। সূর্যকে ভাঁজ করার ধরণটা কি রকমের হবে তা আল্লাহ তাআলাই জানেন, তবে এতটুকু বিষয় তো পরিষ্কার যে, তার ফলে সূর্যের আলো শেষ হয়ে যাবে। তাই কেউ কেউ আয়াতের অর্থ করেছেন, 'যখন সূর্য আলোহীন হয়ে যাবে'। ভাঁজ করাকে আরবীতে 'তাকবীর' (تكوير) বলে। তাই এ সূরার নাম সূরা তাকবীর। প্রথম আয়াতে ব্যবহৃত كورت শব্দটি এর থেকেই উৎপন্ন।

২. সে কালে আরববাসীর কাছে উটনীকে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান সম্পদ মনে করা হত। উটনী গর্ভবতী হলে তো তার দাম আরও বেড়ে যেত। গর্ভকাল দশ মাস পূর্ণ হয়ে গেলে সে উটনী হত সর্বাপেক্ষা দামী। এ আয়াতে বলা হয়েছে, কিয়ামত যখন সংঘটিত হবে, তখন প্রত্যেকে এমন দিশাহারা হয়ে পড়বে যে, কারও অর্থ-সম্পদ সামলানোর মত ফুরসত থাকবে না। তাই এমন মূল্যবান উটনীও উপেক্ষিত হবে।

৩. কিয়ামতের বিভীষিকাময় অবস্থা দেখে বন্য পশুরাও ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে, তাই তারা সব জড়ো হয়ে যাবে, যেমন ঘোর দুর্যোগের সময় একাকী থাকার চেয়ে অন্যের সাথে একত্রে থাকলে কিছুটা স্বস্তি বোধ হয়।

৬. এবং যখন সাগরগুলিকে উত্তাল করে তোলা হবে,[৪]	وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ﴿٦﴾
৭. এবং যখন মানুষকে জোড়া-জোড়া বানিয়ে দেওয়া হবে।[৫]	وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ﴿٧﴾
৮. এবং যখন জীবন্ত প্রোথিত কন্যাকে, জিজ্ঞেস করা হবে–	وَإِذَا الْمَوْءُدَةُ سُئِلَتْ ﴿٨﴾
৯. তাকে কী অপরাধে হত্যা করা হয়েছিল?[৬]	بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ﴿٩﴾
১০. এবং যখন আমলনামা খুলে দেওয়া হবে	وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ﴿١٠﴾
১১. এবং যখন আকাশের ছাল খসানো হবে❖	وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ﴿١١﴾

---

৪. এর মানে সাগরের পানি এমন ফুঁসে উঠবে যে, সবগুলো সাগর একাকার হয়ে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করবে। এর আরেক অর্থ হতে পারে, সাগরসমূহের পানি শুকিয়ে যাবে এবং তাতে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হবে।

৫. অর্থাৎ একেক ধরনের লোককে একেক জায়গায় জড়ো করা হবে। সমস্ত কাফেরকে এক স্থানে, সমস্ত মুমিনকে এক স্থানে, নেককারদেরকে এক স্থানে ও বদকারদেরকে এক স্থানে। মোটকথা কর্ম অনুযায়ী সমস্ত মানুষ আলাদা-আলাদা ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে।

৬. প্রাগ-ইসলামী যুগের একটি বর্বরতা ছিল এ রকম যে, মানুষ নারী জাতিকে অত্যন্ত অশুভ মনে করত। কোন কোন গোত্রে এই নিষ্ঠুর প্রথাও চালু ছিল যে, তাদের কারও ঘরে কন্যা সন্তান জন্ম নিলে তাকে চরম লজ্জাজনক মনে করত আর সে লজ্জা ঢাকার জন্য তারা সন্তানটিকে জ্যান্ত কবর দিত। কিয়ামতে সেই সন্তানকে হাজির করে জিজ্ঞেস করা হবে, তাকে কি অপরাধে হত্যা করা হয়েছিল? এর দ্বারা উদ্দেশ্য হবে সেই জালেমদেরকে শাস্তি দেওয়া যারা তার প্রতি এরূপ পাশবিক আচরণ করেছিল।

❖ অর্থাৎ পশুর চামড়া ছাড়ানো হলে, যেমন তার অস্থি-মাংস সব প্রকাশ হয়ে পড়ে, তেমনি আকাশকেও সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে, ফলে তাতে যা-কিছু আছে সব প্রকাশ হয়ে পড়বে (অনুবাদক, তাফসীরে উছমানী অবলম্বনে)।

وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ ﴿١٢﴾

১২. এবং যখন জাহান্নামকে প্রজ্জ্বলিত করা হবে

وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ ﴿١٣﴾

১৩. এবং যখন জান্নাতকে নিকটবর্তী করা হবে,

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ ﴿١٤﴾

১৪. তখন প্রত্যেক ব্যক্তি তার কৃতকর্ম জানতে পারবে।

فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ ﴿١٥﴾

১৫. আমি শপথ করছি সেই সব নক্ষত্রের, যা পিছন দিকে চলে

الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ﴿١٦﴾

১৬. যা চলতে চলতে অদৃশ্য হয়ে যায়।[৭]

وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ﴿١٧﴾

১৭. এবং শপথ করছি রাতের, যখন তার অবসান হয়

وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ﴿١٨﴾

১৮. এবং ভোরের, যখন তা শ্বাস গ্রহণ করে।[৮]

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿١٩﴾

১৯. নিশ্চয়ই এটা (অর্থাৎ কুরআন) এক সম্মানিত ফেরেশতার আনীত বাণী[৯]

ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ﴿٢٠﴾

২০. যে শক্তিশালী, আরশের অধিপতির কাছে যে মর্যাদাসম্পন্ন।

---

৭. কোন কোন নক্ষত্র এমনও আছে, যাদেরকে কখনও পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে যেতে দেখা যায় এবং কখনও পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে। যেন তারা এক দিকে চলতে চলতে এক পর্যায়ে উল্টো দিকে ঘুরে যায়। ফের চলতে চলতে এক সময় দৃষ্টির আড়াল হয়ে যায়। নক্ষত্রদের এ রকম পরিক্রমণ আল্লাহ তাআলার অপার শক্তির এক বিস্ময়কর নিদর্শন। তাই কুরআন মাজীদে তাদের শপথ করা হয়েছে।

৮. ভোরবেলা সাধারণত মৃদুমন্দ বাতাস প্রবাহিত হয়। সেই বাতাসের বয়ে চলাকে অলংকারপূর্ণ ভাষায় 'ভোরের শ্বাস গ্রহণ' শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে।

৯. এর দ্বারা হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে বোঝানো হয়েছে, যিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ওহী নিয়ে আসতেন।

২১. যাকে সেখানে মান্য করা হয়[১০] এবং যে আমানতদার।

مُّطَاعٍ ثَمَّ اَمِيْنٍ ﴿٢١﴾

২২. (হে মক্কাবাসীগণ!) তোমাদের সঙ্গী (অর্থাৎ হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উন্মাদ নয়।

وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُوْنٍ ﴿٢٢﴾

২৩. এটা সম্পূর্ণ সত্য যে, সে তাকে (অর্থাৎ জিবরাঈলকে) স্পষ্ট দিগন্তে দেখতে পেয়েছে।[১১]

وَلَقَدْ رَاٰهُ بِالْاُفُقِ الْمُبِيْنِ ﴿٢٣﴾

২৪. এবং অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে কৃপণও নয়।[১২]

وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ ﴿٢٤﴾

২৫. এবং এটা (অর্থাৎ কুরআন) কোন বিতাড়িত শয়তানের (রচিত) বাণীও নয়।

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطٰنٍ رَّجِيْمٍ ﴿٢٥﴾

---

১০. অর্থাৎ ঊর্ধ্ব জগতে অন্যান্য ফেরেশতা তাকে মান্য করে চলে।

১১. হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সাধারণত কোন মানুষের আকৃতিতে আসতেন। কিন্তু একবার মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তাঁর আসল আকৃতিতে দেখার আগ্রহ প্রকাশ করলে তিনি আকাশের এক প্রান্তে নিজের আসল আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করেন এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে সেভাবে দেখতে পান। আয়াতের ইশারা সেই ঘটনার দিকেই। বিষয়টা কিছুটা বিস্তারিত সূরা নাজমেও গত হয়েছে। সেখানে ২, ৩ ও ৪ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

১২. অর্থাৎ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহীর মাধ্যমে অদৃশ্য বিষয়ক যা-কিছু জানতেন তা মানুষের কাছে গোপন করতেন না; বরং সকলের কাছেই তা প্রকাশ করে দিতেন। জাহেলী যুগে যারা কাহিন বা অতীন্দ্রিয়বাদী নামে পরিচিত ছিল, তারাও মানুষকে অদৃশ্য বিষয়ে জানানোর দাবি করত। তারা এটা করত দুষ্ট জিনদের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে। জিনরা তাদেরকে নানা রকমের মিথ্যা কথা শুনিয়ে দিত আর তাই তারা মানুষের কাছে প্রকাশ করত। তাও আবার টাকার বিনিময়ে। ফি ছাড়া তারা কাউকে কিছু বলতে চাইত না। আল্লাহ তাআলা কাফেরদেরকে বলছেন, তোমরা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'কাহিন' বলছ, অথচ কাহিনরা তো তোমাদের কাছে মিথ্যা বলার ক্ষেত্রেও এমন কার্পণ্য করে যে দক্ষিণা ছাড়া কিছু বলতে চায় না। কিন্তু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অদৃশ্য বিষয়ে যেসব সত্য জানতে পারেন, তা তোমাদের কাছে প্রকাশ করতে কোন কার্পণ্য করেন না এবং সেজন্য তিনি কোন বিনিময়ও গ্রহণ করেন না।

فَاَيْنَ تَذْهَبُوْنَ ۝٢٦

২৬. তা সত্ত্বেও তোমরা কোন দিকে যাচ্ছ?

اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝٢٧

২৭. এটা তো জগদ্বাসীদের জন্য উপদেশ,

لِمَنْ شَآءَ مِنْكُمْ اَنْ يَّسْتَقِيْمَ ۝٢٨

২৮. তোমাদের মধ্যে যে সরল পথে থাকতে চায় তার জন্য।

وَمَا تَشَآءُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۝٢٩

২৯. তোমরা ইচ্ছা করবে না, যদি না আল্লাহ ইচ্ছা করেন, যিনি জগত-সমূহের প্রতিপালক।

আলহামদুলিল্লাহ! সূরা তাকবীরের তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। ওয়ালসাল, ব্রিটেন। ২২ শাবান ১৪২৯ হিজরী মোতাবেক ২৫ শে আগস্ট ২০০৮ খ্রি.। আল্লাহ তাআলা এ খেদমতটুকু কবুল করে নিন, একে মানুষের জন্য উপকারী বানিয়ে দিন এবং অবশিষ্ট সূরাগুলির কাজও নিজ পছন্দমত শেষ করার তাওফীক দান করুন– আমীন।

৮২ – সূরা ইনফিতার – ৮২

سُوْرَةُ الْاِنْفِطَارِ مَكِّيَّةٌ

মক্কী; ১৯ আয়াত; ১ রুকু

اٰيَاتُهَا ١٩ رُكُوْعُهَا ١

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

اِذَا السَّمَآءُ انْفَطَرَتْ ①

১. যখন আকাশ ফেটে যাবে

وَاِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ②

২. এবং যখন নক্ষত্ররাজি ঝরে পড়বে।

وَاِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ③

৩. এবং যখন সাগরসমূহকে উদ্বেলিত করা হবে,

وَاِذَا الْقُبُوْرُ بُعْثِرَتْ ④

৪. এবং যখন কবরসমূহ উৎপাটিত করা হবে।

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَاَخَّرَتْ ⑤

৫. তখন প্রত্যেকে জানতে পারবে সে কি সামনে পাঠিয়েছে এবং কি পেছনে রেখে গিয়েছে।[১]

يٰۤاَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ ⑥

৬. হে মানুষ! কোন জিনিস তোমাকে তোমার সেই মহান প্রতিপালক সম্বন্ধে ধোঁকায় ফেলেছে

الَّذِىْ خَلَقَكَ فَسَوّٰىكَ فَعَدَلَكَ ⑦

৭. যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তোমাকে সুগঠিত করেছেন ও তোমাকে সুসমঞ্জস করেছেন।

---

১. 'সে কি সামনে পাঠিয়েছে' বলে সেই সব সৎকর্ম বোঝানো হয়েছে, যা দুনিয়ার জীবনে সম্পাদন করে আখেরাতের জন্য পাঠিয়ে দিয়েছে। অর্থাৎ তাকে আখেরাতের পুঁজি বানিয়েছে। আর 'সে কি পেছনে রেখে গেছে' বলে এমন সব সৎকর্ম বোঝানো হয়েছে, যা তার করে যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তা না করেই মারা গেছে ও সেগুলো দুনিয়ায় রেখে গেছে।

৮. যেই আকৃতিতে চেয়েছেন, তিনি তোমাকে গঠন করেছেন।

فِيْٓ اَيِّ صُوْرَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ ۙ﴿٨﴾

৯. কখনও এমন হওয়া উচিত নয়,[২] কিন্তু তোমরা কর্মফলকে অস্বীকার করছ।

كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُوْنَ بِالدِّيْنِ ۙ﴿٩﴾

১০. অথচ তোমাদের জন্য কিছু তত্ত্বাবধায়ক (ফেরেশতা) নিযুক্ত আছে

وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْنَ ۙ﴿١٠﴾

১১. সম্মানিত লিপিকরবৃন্দ

كِرَامًا كَاتِبِيْنَ ۙ﴿١١﴾

১২. যারা তোমাদের সকল কাজ জানে।[৩]

يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ ﴿١٢﴾

১৩. নিশ্চিতভাবে জেনে রেখ, নেককারগণ অবশ্যই প্রভূত নেয়ামতের মধ্যে থাকবে

اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِيْ نَعِيْمٍ ۙ﴿١٣﴾

১৪. এবং বদকারগণ অবশ্যই জাহান্নামে থাকবে।

وَّاِنَّ الْفُجَّارَ لَفِيْ جَحِيْمٍ ۙ﴿١٤﴾

১৫. তারা তাতে প্রবেশ করবে কর্মফল দিবসের দিন।

يَّصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّيْنِ ﴿١٥﴾

১৬. এবং তারা তা থেকে অন্তর্ধান করতে পারবে না।

وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَآئِبِيْنَ ۗ﴿١٦﴾

১৭. তুমি কি জান কর্মফল দিবস কী?

وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ ۙ﴿١٧﴾

---

২. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার শক্তি সম্পর্কে এই ধোঁকায় থাকা উচিত নয় যে, তিনি মৃতদেরকে পুনরায় জীবিত করতে পারবেন না (নাউযুবিল্লাহ)।

৩. এর দ্বারা সেই সকল ফেরেশতাকে বোঝানো হয়েছে, যারা মানুষের কর্মসমূহ লিপিবদ্ধ করার কাজে নিয়োজিত। এর দ্বারাই মানুষের আমলনামা প্রস্তুত হয়।

ثُمَّ مَآ اَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ ﴿١٨﴾

১৮. আবারও, তুমি কি জান কর্মফল দিবস কী?

يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْـًٔا ؕ وَالْاَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ ﴿١٩﴾

১৯. তা সেই দিন, যে দিন কেউ কারও জন্য কিছু করার সামর্থ্য রাখবে না এবং সে দিন কেবল আল্লাহরই কর্তৃত্ব চলবে।

আলহামদুলিল্লাহ! সূরা ‘ইনফিতারের তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। ওয়ালসাল, ব্রিটেন। ২৩ শাবান ১৪২৯ হিজরী মোতাবেক ২৬ শে আগস্ট ২০০৮ খ্রি.। আল্লাহ তাআলা এ খেদমতটুকু কবুল করুন, একে মানুষের জন্য উপকারী বানিয়ে দিন এবং অবশিষ্ট সূরাগুলির কাজও নিজ পছন্দমত শেষ করার তাওফীক দান করুন– আমীন।

৮৩ – সূরা তাতফীফ – ৮৬

سُوْرَةُ الْمُطَفِّفِيْنَ مَكِّيَّةٌ

মক্কী; ৩৬ আয়াত; ১ রুকু

اٰيَاتُهَا ٣٦ رُكُوْعُهَا ١

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ ①

১. বহু দুঃখ আছে তাদের, যারা মাপে কম দেয়,

الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ ②

২. যারা মানুষের নিকট থেকে যখন মেপে নেয়, পূর্ণমাত্রায় নেয়

وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ ③

৩. আর যখন অন্যকে মেপে বা ওজন করে দেয় তখন কমিয়ে দেয়।[১]

اَلَا يَظُنُّ اُولٰٓئِكَ اَنَّهُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ ④ لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ ⑤

৪–৫. তারা কি চিন্তা করে না, তাদেরকে এক মহা দিবসে জীবিত করে ওঠানো হবে?

يَّوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ⑥

৬. যে দিন সমস্ত মানুষ রাব্বুল আলামীনের সামনে দাঁড়াবে

كَلَّآ اِنَّ كِتٰبَ الْفُجَّارِ لَفِيْ سِجِّيْنٍ ⑦

৭. কখনই এটা সমীচীন নয়। নিশ্চিতভাবে জেনে রেখ পাপিষ্ঠদের আমলনামা আছে সিজ্জীনে।[২]

---

১. এক শ্রেণীর লোক আছে, যারা অন্যের থেকে নিজের প্রাপ্য উসূল করার ব্যাপারে বড়ই তৎপর থাকে, একটুও সময় দেয় না এবং মাপেও কোন ছাড় দেয় না; পূর্ণমাত্রায় মেপে নেয়। কিন্তু অন্যের হক দেওয়ার বেলা গড়িমসি করে এবং মাপেও হেরফের করে। আয়াতসমূহে তাদেরকে সতর্কবাণী শোনানো হয়েছে। এ সতর্কবাণী কেবল মাপের সাথেই সম্পৃক্ত নয়;বরং যে কোনও হকই এর আওতাভুক্ত। মাপে হেরফের করাকে আরবীতে 'তাতফীফ' বলে এবং যারা এটা করে তাদেরকে বলে 'মুতাফফিফীন'। এ জন্যই এ সূরার নাম সূরা তাতফীফ বা মুতাফফিফীন।

২. 'সিজ্জীন'-এর শাব্দিক অর্থ কারাগার। এটা সেই স্থানের নাম, কাফেরদের মৃত্যুর পর তাদের রূহ যেখানে নিয়ে রাখা হয় এবং সেখানেই তাদের আমলনামাও সংরক্ষিত রাখা হয়।

وَمَآ أَدْرٰىكَ مَا سِجِّيْنٌ ﴿٨﴾

৮. তুমি কি জান 'সিজ্জীন' (-এ রক্ষিত আমলনামা) কী?

كِتٰبٌ مَّرْقُوْمٌ ﴿٩﴾

৯. তা এক লিপিবদ্ধ কিতাব

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿١٠﴾

১০. সে দিন অনেক দুঃখ আছে তাদের, যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে।

الَّذِيْنَ يُكَذِّبُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ﴿١١﴾

১১. যারা কর্মফল দিবসকে অস্বীকার করে।

وَمَا يُكَذِّبُ بِهٖٓ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيْمٍ ﴿١٢﴾

১২. সে দিনকে অস্বীকার করে প্রত্যেক এমন লোক, যে সীমাতিরিক্ত গোনাহগার।

إِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا قَالَ أَسَاطِيْرُ الْأَوَّلِيْنَ ﴿١٣﴾

১৩. তার সামনে আমার আয়াত পড়া হলে সে বলে এসব তো অতীত লোকদের কিসসা-কাহিনী।

كَلَّا بَلْ ۜ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿١٤﴾

১৪. কখনও নয়! বরং তারা যে সব কাজ করছে, তা তাদের অন্তরে জং ধরিয়ে দিয়েছে।

كَلَّآ إِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوْبُوْنَ ﴿١٥﴾

১৫. কখনও নয়! বস্তুত তারা সে দিন তাদের প্রতিপালকের দীদার (দর্শন) থেকে বঞ্চিত থাকবে।

ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيْمِ ﴿١٦﴾

১৬. তারপর তাদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করতে হবে।

ثُمَّ يُقَالُ هٰذَا الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ﴿١٧﴾

১৭. তারপর বলা হবে, এটাই সেই বস্তু, যাকে তোমরা মিথ্যা সাব্যস্ত করতে।

كَلَّآ إِنَّ كِتٰبَ الْأَبْرَارِ لَفِىْ عِلِّيِّيْنَ ۚ ﴿١٨﴾

১৮. জেনে রেখ, পুণ্যবানদের আমলনামা থাকে ইল্লিয়্যীনে।[৩]

وَمَآ أَدْرٰىكَ مَا عِلِّيُّوْنَ ۗ ﴿١٩﴾

১৯. তুমি কি জান ইল্লিয়্যীন (-এ রক্ষিত আমলনামা) কী?

كِتٰبٌ مَّرْقُوْمٌ ۙ ﴿٢٠﴾

২০. তা এক লিপিবদ্ধ কিতাব।

يَّشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُوْنَ ۗ ﴿٢١﴾

২১. যা দেখে (আল্লাহর) সান্নিধ্যপ্রাপ্ত ফেরেশতাগণ।[৪]

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِىْ نَعِيْمٍ ۙ ﴿٢٢﴾

২২. নিশ্চিতভাবে জেনে রেখ, পুণ্যবানগণ থাকবে প্রভূত নেয়ামতের মধ্যে।

عَلَى الْأَرَآئِكِ يَنْظُرُوْنَ ۙ ﴿٢٣﴾

২৩. আরামদায়ক আসনে বসে অবলোকন করতে থাকবে।

تَعْرِفُ فِىْ وُجُوْهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيْمِ ۚ ﴿٢٤﴾

২৪. নেয়ামতের মধ্যে থাকার কারণে তাদের চেহারায় যে উজ্জ্বলতা থাকবে তুমি তা বিলক্ষণ চিনতে পারবে।

يُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِيْقٍ مَّخْتُوْمٍ ۙ ﴿٢٥﴾

২৫. তাদেরকে পান করানো হবে বিশুদ্ধ পানীয়, যাতে মোহর করা থাকবে।

خِتٰمُهُ مِسْكٌ ۗ وَفِىْ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنٰفِسُوْنَ ۗ ﴿٢٦﴾

২৬. তার মোহর হবে কেবল মিস্‌ক। এটাই এমন জিনিস, লুব্ধজনদের যার প্রতি অগ্রগামী হয়ে লোভ দেখানো উচিত,

---

৩. 'ইল্লিয়্যীন'-এর শাব্দিক অর্থ অট্টালিকা। মুমিনদের রূহ যেখানে নিয়ে রাখা হয় এটা সেই স্থানের নাম। তাদের আমলনামাও এখানেই হেফাজত করা হয়।

৪. আল্লাহ তাআলার সান্নিধ্যপ্রাপ্ত ফেরেশতাগণ যে মুমিনদের আমলনামা দেখে, তার মানে তারা তাকে বিশেষ সম্মান দেখায়, তাকে সমীহের চোখে দেখে, এটা এ কারণে যে, তাতে মুমিনদের পুণ্যসমূহ লিপিবদ্ধ থাকে। এ দেখার আরেক অর্থ হতে পারে, দেখাশোনা করা। অর্থাৎ সেই বিশিষ্ট ফেরেশতাগণ তা হেফাজত করে।

وَمِزَاجُهٗ مِنْ تَسْنِيْمٍ ﴿٢٧﴾

২৭. সে পানীয়ে 'তাসনীম'-এর পানি মেশানো থাকবে।[৫]

عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُوْنَ ﴿٢٨﴾

২৮. তা একটি প্রস্রবণ, যা থেকে আল্লাহর সান্নিধ্যপ্রাপ্ত বান্দাগণ পানি পান করে।

اِنَّ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا كَانُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَضْحَكُوْنَ ﴿٢٩﴾

২৯. যারা ছিল অপরাধী, তারা মুমিনদের নিয়ে হাসত।

وَاِذَا مَرُّوْا بِهِمْ يَتَغَامَزُوْنَ ﴿٣٠﴾

৩০. যখন তাদের কাছ দিয়ে যেত, তখন একে অন্যকে চোখ টিপে ইশারা করত।

وَاِذَا انْقَلَبُوْٓا اِلٰٓى اَهْلِهِمُ انْقَلَبُوْا فَكِهِيْنَ ﴿٣١﴾

৩১. যখন নিজ পরিবারবর্গের কাছে ফিরে যেত তখন ফিরত হর্ষোৎফুল্ল হয়ে।

وَاِذَا رَاَوْهُمْ قَالُوْٓا اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ لَضَآلُّوْنَ ﴿٣٢﴾

৩২. এবং যখন তাদেরকে (অর্থাৎ মুমিনদেরকে) দেখত, তখন বলত, নিশ্চয়ই এরা পথভ্রষ্ট।

وَمَآ اُرْسِلُوْا عَلَيْهِمْ حٰفِظِيْنَ ﴿٣٣﴾

৩৩. অথচ তাদেরকে মুমিনদের তত্ত্বাবধায়ক করে পাঠানো হয়নি।

فَالْيَوْمَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُوْنَ ﴿٣٤﴾

৩৪. তার পরিণাম এই যে, আজ মুমিনগণ কাফেরদেরকে নিয়ে হাসবে।

عَلَى الْاَرَآئِكِ يَنْظُرُوْنَ ﴿٣٥﴾

৩৫. আরামদায়ক আসনে বসে দেখবে–

هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ﴿٣٦﴾

৩৬. যে, কাফেরগণ বাস্তবিকই তাদের কৃতকর্মের ফল পেয়ে গেছে।

---

৫. তাসনীম হল জান্নাতের একটি প্রস্রবণ। তার পানি যখন সেই শরাবে মেলানো হবে, তার স্বাদ অনেক বেড়ে যাবে।

আলহামদুলিল্লাহ! সূরা 'তাতফীফ'-এর তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। বার্হিংহাম থেকে দুবাই যাওয়ার পথে প্লেনে। ২৩ শে শাবান ১৪২৯ হিজরী মোতাবেক ২৬ আগস্ট ২০০৮ খ্রি.। আল্লাহ তাআলা এ খেদমতটুকু কবুল করে নিন, একে মানুষের জন্য উপকারী বানিয়ে দিন এবং অবশিষ্ট সূরাগুলির কাজও নিজ পছন্দমত শেষ করার তাওফীক দান করুন– আমীন।

৮৪ – সূরা ইনশিকাক – ৮৩

سُوْرَةُ الْاِنْشِقَاقِ مَكِّيَّةٌ

মক্কী; ২৫ আয়াত; ১ রুকু

اٰيَاتُهَا ٢٥ رُكُوْعُهَا ١

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

اِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ ۙ﴿١﴾

১. যখন আকাশ ফেটে যাবে[১]

وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۙ﴿٢﴾

২. এবং তার প্রতিপালকের আদেশ শুনে তা পালন করবে এবং এটা করা তার জন্য অপরিহার্য

وَاِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ ۙ﴿٣﴾

৩. এবং পৃথিবীকে যখন সম্প্রসারিত করা হবে।[২]

وَاَلْقَتْ مَا فِيْهَا وَتَخَلَّتْ ۙ﴿٤﴾

৪. এবং তার অভ্যন্তরে যা-কিছু আছে তা বাইরে নিক্ষেপ করে সে শূন্যগর্ভ হয়ে যাবে[৩]

وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ؕ﴿٥﴾

৫. এবং সে তার প্রতিপালকের আদেশ শুনে তা পালন করবে এবং এটা করা তার জন্য অপরিহার্য। (তখন মানুষ তার পরিণাম জানতে পারবে)।

---

১. পূর্বের সূরাগুলোর মত এ সূরায়ও কিয়ামতের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। আরবীতে ফেটে যাওয়াকে ইনশিকাক (انشقاق। যা থেকে انشقت। ক্রিয়াটি উৎপন্ন হয়েছে) বলে। সে কারণেই এ সূরার নাম ইনশিকাক।

২. বিভিন্ন বর্ণনা দ্বারা জানা যায়, কিয়ামতে পৃথিবীকে রবারের মত টেনে বর্তমান পরিমাণ থেকে অনেক বড় করে ফেলা হবে, যাতে তাতে আগের ও পরের সমস্ত মানুষের স্থান সঙ্কুলান হতে পারে।

৩. এর দ্বারা সেই সব মৃতদের বোঝানো হয়েছে, যাদেরকে কবরে দাফন করা হয়েছে। তাদেরকে কবর থেকে বের করে ফেলা হবে। অবশ্য আয়াতের শব্দাবলী সাধারণ। কাজেই এর অর্থ এ রকমও হতে পারে যে, ভূগর্ভে যত খনিজদ্রব্য আছে, তাও বের করে ফেলা হবে।

يٰۤاَيُّهَا الْاِنْسَانُ اِنَّكَ كَادِحٌ اِلٰى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلٰقِيْهِ ۚ ﴿٦﴾

৬. হে মানুষ! তুমি নিজ প্রতিপালকের কাছে না পৌঁছা পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে পরিশ্রম করে যাবে, পরিশেষে তুমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করবে।[৪]

فَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ ۙ ﴿٧﴾

৭. অতঃপর যাকে তার আমলনামা তার ডান হাতে দেওয়া হবে,

فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا ۙ ﴿٨﴾

৮. তার থেকে তো হিসাব নেওয়া হবে সহজ হিসাব।

وَّيَنْقَلِبُ اِلٰۤى اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا ۗ ﴿٩﴾

৯. এবং সে তার পরিবারবর্গের কাছে ফিরে যাবে আনন্দচিত্তে।

وَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتٰبَهٗ وَرَآءَ ظَهْرِهٖ ۙ ﴿١٠﴾

১০. কিন্তু যাকে তার আমলনামা দেওয়া হবে তার পিঠের পিছন থেকে,[৫]

فَسَوْفَ يَدْعُوْا ثُبُوْرًا ۙ ﴿١١﴾

১১. সে মৃত্যুকে ডাকবে।

وَّيَصْلٰى سَعِيْرًا ۗ ﴿١٢﴾

১২. সে প্রজ্জ্বলিত আগুনে প্রবেশ করবে

اِنَّهٗ كَانَ فِىْۤ اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا ۗ ﴿١٣﴾

১৩. পূর্বে সে তার পরিবারবর্গের মধ্যে বেশ আনন্দে ছিল।

اِنَّهٗ ظَنَّ اَنْ لَّنْ يَّحُوْرَ ۚ ﴿١٤﴾

১৪. সে মনে করেছিল, কখনই (আল্লাহর কাছে) ফিরে যাবে না।

---

৪. মানুষের গোটা আয়ুই কোনও না কোন শ্রমে ব্যয় করা হয়ে থাকে। যারা নেককার তারা আল্লাহ তাআলার আদেশ-নিষেধ পালনে শ্রম ব্যয় করে আর যারা দুনিয়াদার, তারা কেবল পার্থিব সুযোগ-সুবিধা লাভের পেছনে চেষ্টারত থাকে। এভাবে প্রতিটি মানুষই আপন-আপন পথে পরিশ্রম চালাতে থাকে। পরিশেষে সকলেই আল্লাহ তাআলার কাছে পৌঁছে যায়।

৫. সূরা আল-হাক্কায় (৬৯ : ২৫) বলা হয়েছে, পাপিষ্ঠদেরকে আমলনামা দেওয়া হবে তাদের বাম হাতে। এ আয়াত দ্বারা বোঝা যায় বাম হাতেও দেওয়া হবে পিছন দিক থেকে।

بَلٰٓى ۚ اِنَّ رَبَّهٗ كَانَ بِهٖ بَصِيْرًا ﴿١٥﴾

১৫. কেন নয়? নিশ্চয়ই তার প্রতিপালক তার উপর দৃষ্টি রাখছিলেন।

فَلَآ اُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ﴿١٦﴾

১৬. আমি শপথ করছি সান্ধ্য-লালিমার

وَالَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ﴿١٧﴾

১৭. এবং রাতের আর তা যা-কিছুকে জড়িয়ে রাখে তার[৬]

وَالْقَمَرِ اِذَا اتَّسَقَ ﴿١٨﴾

১৮. এবং চাঁদের, যখন তা ভরাট হয়ে পরিপূর্ণতা লাভ করে,

لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ﴿١٩﴾

১৯. তোমরা এক ধাপ থেকে অন্য ধাপে আরোহণ করতে থাকবে।[৭]

فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٢٠﴾

২০. সুতরাং তাদের কী হল যে, তারা ঈমান আনে না?

وَاِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْاٰنُ لَا يَسْجُدُوْنَ ﴿٢١﴾ السجدة

২১. এবং যখন তাদের সামনে কুরআন পড়া হয়, তখন সিজদা করে না?[৮]

بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُكَذِّبُوْنَ ﴿٢٢﴾

২২. বরং কাফেরগণ সত্য প্রত্যাখ্যান করে।

---

৬. অর্থাৎ রাত যেসব বস্তু নিজের মধ্যে লুকিয়ে রাখে। এখানে সান্ধ্য লালিমা, রাত ও চাঁদের শপথ করা হয়েছে, এসবই আল্লাহ তাআলার হুকুমে এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় পরিবর্তিত হতে থাকে। এদের শপথ করে বলা হচ্ছে, মানুষও এক মনযিল থেকে অন্য মনযিলে সফর করতে থাকবে। পরিশেষে সে আল্লাহ তাআলার সঙ্গে গিয়ে মিলিত হবে।

৭. মানুষ তার যাপিত জীবনে বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করে থাকে। শৈশব, যৌবন, পৌঢ়ত্ব ও বার্ধক্য। তার চিন্তা-ভাবনার মধ্যেও অনবরত পরিবর্তন ঘটতে থাকে। এ সব রকমের ধাপ ও পরিবর্তনই এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত।

৮. এটা সিজদার আয়াত। আরবীতে এ আয়াত পড়লে বা শুনলে সিজদা করা ওয়াজিব হয়ে যায়।

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يُوْعُوْنَ ﴿٢٣﴾

২৩. তারা যা-কিছু জমা করছে আল্লাহ তা সবিশেষ অবহিত।[৯]

فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٢٤﴾

২৪. সুতরাং তুমি তাদেরকে এক যন্ত্রণাময় শাস্তির সুসংবাদ দাও

اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ﴿٢٥﴾

২৫. তবে যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে তারা এমন পুরস্কার লাভ করবে, যা কখনও শেষ হবে না।

---

৯. এর এক অর্থ হল, তারা কর্মের যে পুঁজি সংগ্রহ করছে আল্লাহ তা ভালোভাবে জানেন। দ্বিতীয় অর্থ এটাও হতে পারে যে, তারা তাদের অন্তরে যা গোপন রাখে তাও আল্লাহ তাআলার জানা।

আলহামদুলিল্লাহ! সূরা ইনশিকাক-এর তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। দুবাই। ২৪ শে শাবান ১৪২৯ হিজরী মোতাবেক ২৭ শে আগস্ট ২০০৮ খ্রি.। (অনুবাদ শেষ হল আজ ২৫ শে মহররম ১৪৩২ হিজরী মোতাবেক ১লা জানুয়ারি ২০১০ খ্রি.)। আল্লাহ তাআলা এ খেদমতটুকু নিজ অনুগ্রহে কবুল করে নিন এবং অবশিষ্ট সূরাগুলির কাজও নিজ পছন্দমত শেষ করার তাওফীক দিন- আমীন।

৮৫ – সূরা বুরূজ – ২৭

سُوْرَةُ الْبُرُوْجِ مَكِّيَّةٌ

মক্কী; ২২ আয়াত; ১ রুকু

اٰيَاتُهَا ٢٢ رُكُوْعُهَا ١

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. শপথ বুরূজ-বিশিষ্ট❖ আকাশের

وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ ۙ﴿١﴾

২. এবং সেই দিনের, যার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।[১]

وَالْيَوْمِ الْمَوْعُوْدِ ۙ﴿٢﴾

৩. এবং যে উপস্থিত হয় তার এবং যার নিকট উপস্থিত হয়[২] তার

وَشَاهِدٍ وَّمَشْهُوْدٍ ؕ﴿٣﴾

❖ বুরূজ (بروج) শব্দটি 'বুর্জ'-এর বহুবচন। এর দ্বারা হয়ত সেই বারটি মনযিল বোঝানো হয়েছে, যা সূর্য এক বছরে প্রদক্ষিণ করে অথবা আকাশের সেই সব দূর্গকে, যাতে অবস্থান করে ফেরেশতাগণ পাহারাদারী করে অথবা গ্রহ-নক্ষত্রকেও বোঝানো হতে পারে (–অনুবাদক তাফসীরে উছমানী থেকে গৃহীত)।

১. অর্থাৎ কিয়ামত দিবস।

২. কুরআন মাজীদে শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে 'শাহিদ' ও 'মাশহুদ'। 'শাহিদ'-এর তরজমা করা হয়েছে– 'যে উপস্থিত হয়' আর 'মাশহুদ'-এর 'যার কাছে উপস্থিত হয়'। এর বিভিন্ন রকম ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যেমন (ক) 'শাহিদ' হল জুমুআর দিন আর 'মাশহুদ' আরাফার দিন। তিরমিযী শরীফের একটি হাদীছ দ্বারা এর সমর্থন পাওয়া যায়। হাদীসটি হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত। তবে ইমাম তিরমিযী (রহ.) হাদীসটিকে যয়ীফ (দুর্বল) বলেছেন। তাছাড়া তাবারানী শরীফে হযরত আবু মালিক আশরাফী (রাযি.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসও এর সমর্থন করে। কিন্তু হায়ছামী (রহ.) এটিকেও যয়ীফ বলে মন্তব্য করেছেন।

(খ) শাহিদ হল মানুষ আর মাশহুদ কিয়ামত দিবস। কেননা প্রতিটি মানুষ সে দিন আল্লাহ তাআলার সামনে উপস্থিত হবে। হাফেজ ইবনে জারীর (রহ.) এ ব্যাখ্যা হযরত মুজাহিদ (রহ.), হযরত দাহহাক (রহ.) প্রমূখ থেকে বর্ণনা করেছেন।

(গ) 'শাহিদ'-এর এক অর্থ সাক্ষীও করা যেতে পারে আর 'মাশহুদ' সেই, যার সম্পর্কে সাক্ষ্য দেওয়া হয়। কিয়ামতের দিন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুমিনদের ঈমান সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবেন। কাজেই আয়াতের ইশারা এদিকেও হতে পারে। হাফেজ ইবনে জারীর (রহ.) সবগুলো ব্যাখ্যা উল্লেখ করার পর বলেন, কুরআন মাজীদের শব্দের মধ্যে এসবগুলো ব্যাখ্যারই অবকাশ আছে।

৪. আল্লাহর মার গর্ত-ওয়ালাদের উপর[৩] قُتِلَ اَصۡحٰبُ الۡاُخۡدُوۡدِ ﴿۴﴾

৫. ইন্ধনপূর্ণ আগুন-ওয়ালাদের উপর اَلنَّارِ ذَاتِ الۡوَقُوۡدِ ﴿۵﴾

---

৩. প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যা অনুযায়ী এ আয়াতসমূহে বিশেষ একটি ঘটনার দিকে ইশারা করা হয়েছে, যা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে। ঘটনাটি এরূপ, পূর্বকালে কোন এক জাতির রাজার একজন বিশেষ যাদুকর ছিল। রাজা তার কাজ-কর্মে সেই যাদুকরের সাহায্য গ্রহণ করত। সেই যাদুকর যখন বৃদ্ধ হয়ে গেল, তখন রাজাকে বলল, আমার কাছে কোন এক বালককে পাঠিয়ে দিন। আমি তাকে যাদু বিদ্যা শিক্ষা দিয়ে যাব, যাতে আমার মৃত্যুর পর সে আপনার কাজে আসে। রাজা একটি বালক নির্বাচন করল এবং তাকে যাদুকরের কাছে পাঠিয়ে দিল। বালকটি তার কাছে আসা-যাওয়া শুরু করে দিল। তার যাতায়াত পথে একটি আশ্রম ছিল। তাতে ছিল এক আবেদ, যে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের ধর্মের অনুসারী ও তাওহীদে বিশ্বাসী ছিল। এই আবেদ ছিলেন সংসার-জীবন থেকে বিমুখ, যাদেরকে 'রাহিব' বলা হয়ে থাকে। বালকটি যাতায়াত পথে তার কাছে বসত ও তার কথাবার্তা মনোযোগ দিয়ে শুনত। সে সব কথা বালকটিকে বড় আকর্ষণ করত। একদিন সে যথারীতি সেই পথে যাচ্ছিল। হঠাৎ দেখল একটি হিংস্র পশু পথ বন্ধ করে রেখেছে। লোকজন চলাচল করতে পারছে না। কোন কোন বর্ণনায় আছে, সেটি ছিল একটি সিংহ। বালকটি একটি পাথর তুলে নিল এবং আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করল, হে আল্লাহ! তোমার কাছে যদি যাদুকর অপেক্ষা রাহিবের কথা বেশি পছন্দ হয়, তবে এই পাথরটি দ্বারা সিংহটির মৃত্যু ঘটাও। এই বলে যেই না সে পাথরটি ছুড়ে মারল, সঙ্গে সঙ্গে সিংহটি মারা গেল। ফলে রাস্তা উন্মুক্ত হয়ে গেল। এ ঘটনায় মানুষের অন্তরে বালকটির প্রতি ভক্তি-বিশ্বাস জন্মাল। তারা মনে করল তার বিশেষ কোন বিদ্যা জানা আছে, যার বলে এটা করতে পেরেছে। অতঃপর এক অন্ধ ব্যক্তি তাকে অনুরোধ করল যেন তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাওয়ার ব্যবস্থা করে দেয়। বালকটি বলল, রোগ-বালাই আল্লাহ তাআলাই দেন এবং ভালোও তিনিই করেন। কাজেই তুমি যদি ওয়াদা কর আল্লাহ তাআলার প্রতি ঈমান আনবে ও তাঁকে এক বলে বিশ্বাস করবে, তবে আমি তোমার জন্য তাঁর কাছে দুআ করব। লোকটি শর্ত মেনে নিল। ফলে বালকটির দুআয় আল্লাহ তাআলা তার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিলেন। লোকটি তার কথা মত ঈমান আনল। এসব ঘটনার খবর যখন রাজার কানে পৌঁছল, রাজা ভীষণ ক্ষিপ্ত হল। তার নির্দেশে সেই অন্ধ, রাহিব ও বালকটিকে বন্দী করা হল। রাজা তাদেরকে তাওহীদ ও ঈমান পরিত্যাগ করার জন্য চাপ দিল। কিন্তু তারা তা গ্রাহ্য করল না। ফলে রাজার নির্দেশে অন্ধ ও রাহিবকে শূলে চড়ানো হল। রাজা বালকটির ব্যাপারে কর্মচারীদেরকে হুকুম দিল, তারা যেন তাকে কোন উঁচু পাহাড়ে নিয়ে যায় এবং তার চূড়া থেকে নিচে নিক্ষেপ করে। সেমতে তারা বালকটিকে এক উঁচু পাহাড়ে নিয়ে গেল। বালকটি আল্লাহ তাআলার কাছে ফরিয়াদ করল। ফলে পাহাড়ে প্রচণ্ড কম্পন শুরু হল এবং তাতে রাজার কর্মচারীদের মৃত্যু ঘটল, কিন্তু বালকটিকে আল্লাহ তাআলা রক্ষা করলেন। রাজা দ্বিতীয়বার হুকুম দিল তাকে নৌকায় চড়িয়ে সাগরে নিয়ে যাওয়া হোক এবং তাকে গভীর সাগরে ডুবিয়ে দেওয়া হোক। রাজ-কর্মচারীরা তাকে সাগরে নিয়ে গেল। বালকটি আবার আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করল। ফলে নৌকা

৬. যখন তারা তার পাশে বসা ছিল	اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُوْدٌ ۙ﴿۶﴾
৭. এবং মুমিনদের সাথে তারা যা করছিল, তা প্রত্যক্ষ করছিল	وَّهُمْ عَلٰى مَا يَفْعَلُوْنَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ شُهُوْدٌ ؕ﴿۷﴾
৮. তারা মুমিনদেরকে শাস্তি দিচ্ছিল কেবল এ কারণে যে, তারা সেই আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছিল, যিনি মহা ক্ষমতার অধিকারী, প্রশংসার্হ,	وَمَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ اِلَّاۤ اَنْ يُّؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ۙ﴿۸﴾
৯. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রাজত্ব যার মুঠোয় এবং আল্লাহ সমস্ত কিছু দেখছেন।	الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ؕ﴿۹﴾
১০. নিশ্চিতভাবে জেনে রেখ, যারা মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে নির্যাতন	اِنَّ الَّذِيْنَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوْبُوْا

উল্টে গেল এবং কর্মচারীরা সকলে ডুবে মরল। এবারও বালকটি নিরাপদ থাকল। রাজা যখন কোনভাবেই তাকে মারতে সক্ষম হল না, শেষে বালকটি তাকে বলল, আপনি যদি আমাকে মারতে চান তবে আমার পরামর্শ মত কাজ করুন। আপনি এক উন্মুক্ত ময়দানে জনসাধারণকে সমবেত হতে বলুন এবং তাদের সামনে আমাকে শূলে চড়ান। তারপর ধনুকে তীর যোজনা করুন ও 'এই বালকটির প্রতিপালক আল্লাহর নামে' –এই বলে আমার প্রতি নিক্ষেপ করুন। রাজা তাই করল। তীর বালকটির কান ও মাথার মাঝখানে বিদ্ধ হল এবং তাতে সে শহীদ হয়ে গেল। এ দৃশ্য উপস্থিত দর্শকদের অন্তরে প্রবল ঝাঁকুনি দিল। তখনই তাদের অনেকে আল্লাহ তাআলার প্রতি ঈমান আনল। তাতে রাজা আরও বেশি ক্ষিপ্ত হল। কাজেই তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার জন্য সড়কের পাশে পাশে গর্ত খুড়ে তাতে আগুন জ্বালানো হল এবং ঘোষণা করে দেওয়া হল, যারা ঈমান পরিত্যাগ করবে না তাদেরকে আগুনের এ গর্তসমূহে নিক্ষেপ করা হবে। কিন্তু মুমিনগণ তাতে একটুও পিছপা হল না। ফলে তাদের বহু সংখ্যককে সেই সব অগ্নিকুণ্ডে ফেলে জ্যান্ত পুঁড়ে ফেলা হল।

মুসলিম শরীফের যে বর্ণনায় এ ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে, তাতে বলা হয়নি যে, সূরা বুরূজে যে গর্তওয়ালাদের কথা বলা হয়েছে তার ইশারা এ ঘটনারই দিকে। মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (রহ.) এরই কাছাকাছি একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন এবং তাকে সূরা বুরূজের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। এস্থলে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নয়। হযরত মাওলানা হিফজুর রহমান সীওহারূবী (রহ.) 'কিসাসুল কুরআন' গ্রন্থে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। বিদগ্ধ পাঠক তা দেখে নিতে পারেন।

فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيْقِ ﴿١٠﴾

করেছে, তারপর তাওবাও করেনি, তাদের জন্য আছে জাহান্নামের শাস্তি এবং তাদেরকে আগুনে জ্বলার শাস্তি দেওয়া হবে।

إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۬ۚ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيْرُ ﴿١١﴾

১১. যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, নিশ্চয়ই তাদের জন্য আছে এমন উদ্যান, যার নিচে নহর প্রবাহিত। এটাই মহা সাফল্য।

إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيْدٌ ﴿١٢﴾

১২. প্রকৃতপক্ষে তোমার প্রতিপালকের ধরা বড়ই কঠিন।

إِنَّهٗ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيْدُ ﴿١٣﴾

১৩. তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেন এবং তিনিই পুনরায় সৃষ্টি করবেন।

وَهُوَ الْغَفُوْرُ الْوَدُوْدُ ﴿١٤﴾

১৪. তিনি অতি ক্ষমাশীল, অতি প্রেমময়।

ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيْدُ ﴿١٥﴾

১৫. আরশের মালিক, সম্মানিত

فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ ﴿١٦﴾

১৬. যা-কিছু ইচ্ছা করেন, তা করে ফেলেন।

هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ الْجُنُوْدِ ﴿١٧﴾

১৭. তোমার কাছে কি পৌঁছেছে সেই বাহিনীর সংবাদ

فِرْعَوْنَ وَثَمُوْدَ ﴿١٨﴾

১৮. ফেরাউন ও ছামুদ (-এর বাহিনী)-এর?

بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ تَكْذِيْبٍ ﴿١٩﴾

১৯. তা সত্ত্বেও কাফেরগণ সত্য প্রত্যাখ্যানে রত।[৪]

---

৪. অর্থাৎ কুফরের কঠোর পরিণাম জানতে পারা সত্ত্বেও তা থেকে বিরত হচ্ছে না।

وَّاللّٰهُ مِنْ وَّرَآئِهِمْ مُّحِيْطٌ ﴿٢٠﴾

২০. অথচ আল্লাহ তাদেরকে তাদের পেছনে থেকে বেষ্টন করে রেখেছেন।

بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ ﴿٢١﴾

২১. (তাদের প্রত্যাখ্যানে কুরআনের কোন ক্ষতি হয় না) বরং এটা অতি সম্মানিত কুরআন

فِيْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ ﴿٢٢﴾

২২. যা লাওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ।

আলহামদুলিল্লাহ! সূরা বুরূজের তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। করাচি। ২৮ শে শাবান ১৪২৯ হিজরী মোতাবেক ৩১ আগস্ট ২০০৮ খ্রি.। আল্লাহ তাআলা এ খেদমতটুকু কবুল করে নিন, একে মানুষের জন্য উপকারী বানিয়ে দিন এবং অবশিষ্ট সূরাগুলির কাজও নিজ পছন্দমত শেষ করার তাওফীক দান করুন– আমীন।

৮৬ – সূরা তারিক – ৩৬

سُوْرَةُ الطَّارِقِ مَكِّيَّةٌ

মক্কী; ১৭ আয়াত; ১ রুকু

اٰيَاتُهَا ١٧ رُكُوْعُهَا ١

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. শপথ আকাশের ও রাতের আগমনকারীর।[১]

وَالسَّمَآءِ وَالطَّارِقِ ۝١

২. তুমি কি জান রাতের আগমনকারী কী?

وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الطَّارِقُ ۝٢

৩. উজ্জ্বল নক্ষত্র!

النَّجْمُ الثَّاقِبُ ۝٣

৪. এমন কোন জীব নেই, যার কোন তত্ত্বাবধানকারী নেই।

اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ۝٤

৫. সুতরাং মানুষ লক্ষ করুক তাকে কিসের দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে।

فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۝٥

৬. তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে উচ্ছলিত পানি দ্বারা।[২]

خُلِقَ مِنْ مَّآءٍ دَافِقٍ ۝٦

---

১. 'রাতের আগমনকারী' –এটা 'তারিক' -এর তরজমা। এরই দ্বারা সূরার নামকরণ করা হয়েছে। পরের দুই আয়াতে এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, এর দ্বারা উজ্জ্বল নক্ষত্র বোঝানো উদ্দেশ্য; যেহেতু তা রাতের বেলাই দৃষ্টিগোচর হয়। এর শপথ করার পর বলা হয়েছে, এমন কোন মানুষ নেই, যার উপর কোন তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত নেই। নক্ষত্রের শপথ করার তাৎপর্য এই যে, আকাশের নক্ষত্র যেমন পৃথিবীর সর্বত্র থেকে পরিদৃষ্ট হয় এবং পৃথিবীর সবকিছুই তার সামনে থাকে, তেমনি আল্লাহ তাআলা নিজেও প্রতিটি মানুষের প্রতিটি কথা ও কাজ লক্ষ রাখছেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণও এ কাজে নিয়োজিত আছে।

২. এর দ্বারা শুক্রবিন্দু বোঝানো হয়েছে, যা দ্বারা মানুষ সৃষ্টি হয়। এ সম্পর্কে যে বলা হয়েছে, 'মানুষের পৃষ্ঠদেশ ও পঞ্জরাস্থির মধ্য হতে নির্গত হয়' -এর মানে মানবদেহের মধ্যবর্তী অংশই বীর্যের কেন্দ্রস্থল।

৭. যা পৃষ্ঠদেশ ও পঞ্জরাস্থির মধ্য হতে নির্গত হয়।	يَّخْرُجُ مِنْۢ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَآئِبِ ۝٧
৮. নিশ্চয়ই তিনি তাকে পুনর্বার সৃষ্টি করতে সক্ষম।	اِنَّهٗ عَلٰى رَجْعِهٖ لَقَادِرٌ ۝٨
৯. যে দিন সমস্ত গোপনীয় বিষয়ের যাচাই-বাছাই হবে।	يَوْمَ تُبْلَى السَّرَآئِرُ ۝٩
১০. সে দিন মানুষের কোন শক্তি থাকবে না এবং কোন সাহায্যকারীও নেই।	فَمَا لَهٗ مِنْ قُوَّةٍ وَّلَا نَاصِرٍ ۝١٠
১১. শপথ বৃষ্টিপূর্ণ আকাশের	وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ۝١١
১২. এবং সেই ভূমির যা বিদীর্ণ হয়।[৩]	وَالْاَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ۝١٢
১৩. এটা (অর্থাৎ কুরআন) এক মীমাংসাকারী বাণী।	اِنَّهٗ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ۝١٣
১৪. এবং এটা কোন পরিহাস নয়।	وَّمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ۝١٤
১৫. নিশ্চয়ই তারা (অর্থাৎ কাফেরগণ) চাল চালছে	اِنَّهُمْ يَكِيْدُوْنَ كَيْدًا ۝١٥
১৬. এবং আমিও চাল চালছি।	وَّاَكِيْدُ كَيْدًا ۝١٦

---

৩. অর্থাৎ সেই ভূমির শপথ, যা বৃষ্টিপাতের পর বীজ থেকে অঙ্কুর উদগত করার জন্য ফেটে যায়। বৃষ্টিপাত ও ভূমির বিদীর্ণ হওয়ার শপথ করার দ্বারা ইশারা করা উদ্দেশ্য যে, বৃষ্টির পানি সব জায়গায় সমানভাবে বর্ষিত হয়, কিন্তু সব ভূমিই তা দ্বারা উপকৃত হয় না। তা দ্বারা উপকৃত হয় কেবল সেই ভূমিই যার উর্বরা শক্তি আছে, ফসল ফলানোর যোগ্যতা আছে। এমনিভাবে কুরআন মাজীদও সকলের জন্যই হেদায়েতের বাণী ও পথের দিশারী, কিন্তু এর দ্বারা উপকৃত হয় কেবল এমন লোক, যার অন্তরে সত্য গ্রহণের যোগ্যতা আছে।

فَمَهِّلِ الْكٰفِرِيْنَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا ﴿١٧﴾

১৭. সুতরাং হে রাসূল! তুমি কাফেরদেরকে অবকাশ দাও। তাদেরকে কিছু কালের জন্য আপন অবস্থায় ছেড়ে দাও।[৪]

---

৪. অর্থাৎ এখনও পর্যন্ত কাফেরদেরকে শাস্তি দেওয়ার সময় আসেনি। কাজেই এখন তাদের আপন অবস্থায় ছেড়ে দাও। সময় হলে আল্লাহ তাআলা নিজেই তাদেরকে কঠিনভাবে ধরবেন। তখন তারা পালানোর পথ পাবে না।

আলহামদুলিল্লাহ! সূরা তারিক-এর তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। করাচি। ২৯ শে শাবান ১৪২৯ হিজরী মোতাবেক ১লা সেপ্টেম্বর ২০০৮ খ্রি.। আল্লাহ তাআলা কবুল করে নিন এবং বাকি সূরাগুলির কাজও নিজ পছন্দমত শেষ করার তাওফীক দিন– আমীন।

৮৭ – সূরা আ'লা – ৮

سُوْرَةُ الْاَعْلٰى مَكِّيَّةٌ

মক্কী; ১৯ আয়াত; ১ রুকু

اٰيَاتُهَا ١٩ رُكُوْعُهَا ١

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى ۙ﴿۱﴾

১. নিজ প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণা কর, যার মর্যাদা সমুচ্চ।

الَّذِيْ خَلَقَ فَسَوّٰى ۙ﴿۲﴾

২. যিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন ও সুগঠিত করেছেন।

وَالَّذِيْ قَدَّرَ فَهَدٰى ۙ﴿۳﴾

৩. এবং যিনি সবকিছুকে এক বিশেষ পরিমিতি দিয়েছেন, তারপর পথ প্রদর্শন করেছেন।[১]

وَالَّذِيْٓ اَخْرَجَ الْمَرْعٰى ۙ﴿۴﴾

৪. এবং যিনি (ভূমি থেকে) সবুজ তৃণ উদগত করেছেন

فَجَعَلَهٗ غُثَآءً اَحْوٰى ؕ﴿۵﴾

৫. তারপর তাকে কালো রংয়ের আবর্জনায় পরিণত করেছেন।[২]

سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسٰٓى ۙ﴿۶﴾

৬. (হে নবী!) আমি তোমাকে দিয়ে পাঠ করাব, ফলে তুমি ভুলবে না,

---

১. আল্লাহ তাআলা বিশ্ব জগতের প্রতিটি বস্তুকে এক বিশেষ পরিমাপে সৃষ্টি করেছেন। তারপর প্রত্যেককে দুনিয়ায় তার অবস্থানের জন্য যথোপযোগী পন্থাও শিখিয়ে দিয়েছেন।

২. ইশারা করা হয়েছে যে, দুনিয়ার কোন জিনিসের রূপ ও সৌন্দর্য স্থায়ী নয়। প্রতিটি বস্তুই প্রথমে কিছুকাল তার সৌন্দর্যের চমক দেখায়, তারপর তার সৌন্দর্যের ক্রমাবনতি দেখা দেয় এবং এক সময় সম্পূর্ণ জরাজীর্ণ হয়ে ধ্বংস হয়ে যায়।

إِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ۭ إِنَّهٗ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفٰى ۞

৭. আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা ছাড়া।[৩] দৃঢ় বিশ্বাস রেখ, তিনি প্রকাশ্য বিষয়াবলীও জানেন এবং গুপ্ত বিষয়াবলীও।

وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرٰى ۞

৮. আমি তোমার জন্য সহজ শরীয়ত (-এর অনুসরণ) সোজা করে দেব।[৪]

فَذَكِّرْ إِنْ نَّفَعَتِ الذِّكْرٰى ۞

৯. সুতরাং তুমি উপদেশ দিতে থাক, যদি উপদেশ ফলপসূ হয়,

سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَّخْشٰى ۞

১০. যার অন্তরে আল্লাহর ভয় আছে সে উপদেশ গ্রহণ করবে।

وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى ۞

১১. আর তা থেকে দূরে থাকবে কেবল সেই, যে চরম হতভাগা।

الَّذِىْ يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرٰى ۞

১২. যে প্রবেশ করবে সর্ববৃহৎ আগুনে

ثُمَّ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى ۞

১৩. তারপর সে তাতে মরবেও না এবং বাঁচবেও না।[৫]

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى ۞

১৪. সফলতা অর্জন করেছে সেই, যে পবিত্রতা অবলম্বন করেছে।

---

৩. পাছে কুরআন মাজীদের কোন অংশ ভুলে যান- এই চিন্তা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সব সময়ই থাকত। আল্লাহ তাআলা এ আয়াতে তাঁকে আশ্বস্ত করছেন যে, আমি আপনাকে ভুলতে দেব না। তবে আল্লাহ তাআলা যেসব বিধান রহিত করতে চান, তা আপনি ভুলে যেতে পারেন, যেমন সূরা বাকারায় (২ : ১০৬) বলা হয়েছে।

৪. আল্লাহ তাআলা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে শরীয়ত দান করেছেন তা এমনিতেই সহজ। তার অনুসরণ আদৌ কষ্টসাধ্য নয়। তারপরও এ আয়াতে আশ্বস্ত করা হয়েছে যে, আমি তার অনুসরণ আপনার জন্য সহজ করে দেব।

৫. 'বাঁচবেও না' –এর মানে জীবিত থাকার যে শান্তি ও আরাম, জাহান্নামে তারা তা কখনওই পাবে না। কাজেই বেঁচেও তা না বাঁচাই বটে।

১৫. এবং নিজ প্রতিপালকের নাম নিয়েছে ও নামায পড়েছে।	وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى ﴿١٥﴾
১৬. কিন্তু তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দাও	بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ﴿١٦﴾
১৭. অথচ আখেরাত কত বেশি উৎকৃষ্ট ও কত বেশি স্থায়ী।	وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ﴿١٧﴾
১৮. নিশ্চয়ই এ কথা পূর্ববর্তী (আসমানী) গ্রন্থসমূহেও লিপিবদ্ধ আছে–	اِنَّ هٰذَا لَفِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى ﴿١٨﴾
১৯. ইবরাহীম ও মূসার গ্রন্থসমূহে।	صُحُفِ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى ﴿١٩﴾

আলহামদুলিল্লাহ! সূরা 'আ'লা'-এর তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। দাম্মাম ও মদীনা মুনাওয়ারার পথে লেখা হয়েছে। ১লা রমযানুল মুবারক ১৪২৯ হিজরী মোতাবেক ২রা সেপ্টেম্বর ২০০৮ খ্রি.। আল্লাহ তাআলা কবুল করে নিন এবং বাকি সূরাগুলির কাজও নিজ মর্জি মোতাবেক শেষ করার তাওফীক দিন– আমীন।

৮৮ – সূরা গাশিয়া – ৬৮

سُوْرَةُ الْغَاشِيَةِ مَكِّيَّةٌ

মক্কী; ২৬ আয়াত; ১ রুকু

اٰيَاتُهَا ٢٦ رُكُوْعُهَا ١

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ ۝١

১. তোমার কাছে কি পৌঁছেছে সেই ঘটনার সংবাদ, যা সবকিছুকে আচ্ছন্ন করবে?[১]

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ۝٢

২. সে দিন বহু চেহারা থাকবে নামানো

عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ۝٣

৩. বিপর্যস্ত, ক্লান্ত।

تَصْلٰى نَارًا حَامِيَةً ۝٤

৪. তারা প্রবেশ করবে জ্বলন্ত আগুনে।

تُسْقٰى مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ ۝٥

৫. তাদেরকে টগবগে গরম প্রস্রবণ হতে পানি পান করানো হবে।

لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ ۝٦

৬. তাদের জন্য কণ্টকিত গুল্ম ছাড়া কোন খাদ্য থাকবে না।

لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِيْ مِنْ جُوْعٍ ۝٧

৭. যা তাদের পুষ্টি যোগাবে না এবং তাদের ক্ষুধাও মিটাবে না।

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ ۝٨

৮. সে দিন বহু চেহারা থাকবে সজীব।

لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ۝٩

৯. (দুনিয়ায়) নিজেদের কৃত শ্রমের কারণে সন্তুষ্ট

فِيْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۝١٠

১০. তারা থাকবে আলিশান জান্নাতে

---

১. 'যে ঘটনা সকলকে আচ্ছন্ন করবে' –এটা 'গাশিয়া'-এর তরজমা। এর মানে কিয়ামত। এ শব্দ থেকেই সূরাটির নাম হয়েছে সূরা 'গাশিয়া'।

১১. যেখানে তারা কোন নিরর্থক কথা শুনবে না।	لَّا تَسۡمَعُ فِیۡهَا لَاغِیَۃً ﴿۱۱﴾
১২. সে জান্নাতে থাকবে বহমান প্রস্রবণ।	فِیۡهَا عَیۡنٌ جَارِیَۃٌ ﴿۱۲﴾
১৩. তাতে উঁচু-উঁচু আসন থাকবে।	فِیۡهَا سُرُرٌ مَّرۡفُوۡعَۃٌ ﴿۱۳﴾
১৪. সামনে রাখা থাকবে পান-পাত্র	وَّ اَکۡوَابٌ مَّوۡضُوۡعَۃٌ ﴿۱۴﴾
১৫. এবং সারি-সারি নরম বালিশ	وَّ نَمَارِقُ مَصۡفُوۡفَۃٌ ﴿۱۵﴾
১৬. এবং বিছানো গালিচা।	وَّ زَرَابِیُّ مَبۡثُوۡثَۃٌ ﴿۱۶﴾
১৭. তবে কি তারা লক্ষ করে না উটের প্রতি, কিভাবে তা সৃষ্টি করা হয়েছে।[২]	اَفَلَا یَنۡظُرُوۡنَ اِلَی الۡاِبِلِ کَیۡفَ خُلِقَتۡ ﴿۱۷﴾
১৮. এবং আকাশের প্রতি, কিভাবে তাকে উঁচু করা হয়েছে?	وَ اِلَی السَّمَآءِ کَیۡفَ رُفِعَتۡ ﴿۱۸﴾
১৯. এবং পাহাড়সমূহের প্রতি, কিভাবে তাকে প্রোথিত করা হয়েছে?	وَ اِلَی الۡجِبَالِ کَیۡفَ نُصِبَتۡ ﴿۱۹﴾

---

২. আরবের মানুষ সাধারণত উটে চড়ে মরুভূমিতে চলাফেরা করে। উট-সৃষ্টিতে আল্লাহ তাআলার কুদরতের যে কারিশমা বিদ্যমান এবং অন্যান্য জীব থেকে তার যে আলাদা বৈশিষ্ট্য রয়েছে, সে সম্পর্কে তারা ওয়াকিফহাল ছিল। তাছাড়া উটে চড়ে চলাফেরার সময় তারা আসমান-যমীন ও পাহাড়-পর্বত দেখতে পেত। তাই আল্লাহ তাআলা বলছেন, তারা যদি তাদের আশপাশের বস্তু রাজিতে চোখ বুলায়, তাহলেই তারা বুঝতে সক্ষম হবে, যেই মহান সত্তা জগতের এসব বিস্ময়কর বস্তু সৃষ্টি করেছেন, নিজ প্রভূত্বে তার কোন অংশীদারের প্রয়োজন নেই, তারা আরও বুঝতে পারবে, যেই আল্লাহ বিশ্ব জগতের এতসব বিশাল-বিপুলায়তন বস্তু সৃষ্টি করতে সক্ষম, তিনি অবশ্যই মানুষকে তাদের মৃত্যুর পর নতুন জীবন দান করতে ও তাদের কার্যাবলীর হিসাব নিতেও সক্ষম হবেন। বস্তুত বিশ্বজগতের এই মহা কারখানা আল্লাহ তাআলা এমনি-এমনিই সৃষ্টি করেননি। বরং এর পেছনে আল্লাহ তাআলার এক উদ্দেশ্য আছে, আর তা হল নেককারদেরকে তাদের নেক কাজের জন্য পুরস্কৃত করা এবং বদকারদেরকে তাদের বদ কাজের জন্য শাস্তি দেওয়া।

وَاِلَى الْاَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴿٢٠﴾

২০. এবং ভূমির প্রতি, কিভাবে তা বিছানো হয়েছে?

فَذَكِّرْ ۗ اِنَّمَآ اَنْتَ مُذَكِّرٌ ﴿٢١﴾

২১. সুতরাং (হে রাসূল!) তুমি উপদেশ দিতে থাক, তুমি তো একজন উপদেশদাতা।

لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ ﴿٢٢﴾

২২. তোমাকে তাদের উপর জবরদস্তি করার ক্ষমতা দেওয়া হয়নি।[৩]

اِلَّا مَنْ تَوَلّٰى وَكَفَرَ ﴿٢٣﴾

২৩. তবে কেউ মুখ ফিরিয়ে নিলে ও কুফর অবলম্বন করলে–

فَيُعَذِّبُهُ اللّٰهُ الْعَذَابَ الْاَكْبَرَ ﴿٢٤﴾

২৪. আল্লাহ তাকে মহা শাস্তি দান করবেন।

اِنَّ اِلَيْنَآ اِيَابَهُمْ ﴿٢٥﴾

২৫. দৃঢ় বিশ্বাস রেখ, তাদের সকলকে আমারই কাছে ফিরে আসতে হবে।

ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ﴿٢٦﴾

২৬. অতঃপর তাদের হিসাব গ্রহণ অবশ্যই আমার দায়িত্ব।

---

৩. কাফেরদের গোঁয়ার্তুমির কারণে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কষ্ট পেতেন, তার জন্য তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, কেবল তাবলীগ দ্বারাই আপনার দায়িত্ব আদায় হয়ে যায়। তাদেরকে জোর করে মুসলিম বানানো আপনার দায়িত্ব না। প্রত্যেক মুবাল্লিগ ও সত্যের প্রচারকের জন্য এর ভেতর এই মূলনীতি রয়েছে যে, তার উচিত তাবলীগের দায়িত্ব আদায়ে রত থাকা। কাউকে জোরপূর্বক মানানোর দায়িত্ব তার নয়।

আলহামদুলিল্লাহ! সূরা 'গাশিয়া'-এর তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। মদীনা মুনাওয়ারা। ২রা রমযানুল মুবারক ১৪২৯ হিজরী মোতাবেক ৩রা সেপ্টেম্বর ২০০৮ খ্রি.। আল্লাহ তাআলা এ খেদমতটুকু কবুল করে নিন, একে মানুষের জন্য উপকারী বানিয়ে দিন এবং বাকি সূরাগুলির কাজও নিজ মর্জি মোতাবেক শেষ করার তাওফীক দান করুন– আমীন।

৮৯ – সূরা ফাজর – ১০

سُوْرَةُ الْفَجْرِ مَكِّيَّةٌ

মক্কী; ৩০ আয়াত; ১ রুকু

اٰيَاتُهَا ٣٠ رُكُوْعُهَا ١

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. শপথ ফজর-কালের।

وَالْفَجْرِ ۝١

২. এবং দশ রাতের[১]

وَلَيَالٍ عَشْرٍ ۝٢

৩. এবং জোড় ও বেজোড়ের[২]

وَّالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ۝٣

৪. এবং রাতের, যখন তা গত হতে শুরু করে[৩] (আখেরাতের শাস্তি ও পুরস্কার অবশ্যম্ভাবী)।

وَالَّيْلِ اِذَا يَسْرِ ۝٤

---

১. ফজরের সময় এক নৈসর্গিক পরিবর্তন দেখা দেয়। পৃথিবীর প্রতিটি জিনিসই নতুনভাবে যাত্রা শুরু করে। তাই বিশেষভাবে এ সময়ের শপথ করা হয়েছে। কোন কোন মুফাসসিরের মতে এখানে ফজর বলতে বিশেষভাবে যুলহিজ্জার দশ তারিখের ফজর বোঝানো হয়েছে। আর যে দশ রাতের শপথ করা হয়েছে, তা হল যুলহিজ্জার প্রথম দশ রাত। এ রাতসমূহকে আল্লাহ তাআলা বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন। এর প্রত্যেক রাতেই ইবাদত-বন্দেগী করলে অনেক বেশি সওয়াব পাওয়া যায়।

২. জোড় হল যুলহিজ্জার ১০ তারিখ আর বেজোড় আরাফার দিন, যা যুলহিজ্জার ৯ তারিখ হয়ে থাকে। এসব দিনের শপথ করার মাঝে এর বিশেষ গুরুত্ব ও ফযীলতের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে।

৩. অর্থাৎ যখন রাতের অবসান শুরু হয়ে যায়। এসব দিন ও রাতের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার তাৎপর্য সম্ভবত এই যে, আরবের কাফেরগণও এগুলোর মর্যাদার ব্যাপারে সচেতন ছিল। এটা তো জানা কথা যে, এগুলোর এ মর্যাদা আপনা-আপনিই সৃষ্টি হয়ে যায়নি। বরং আল্লাহ তাআলাই দান করেছেন। সে হিসেবে এসব দিন ও রাত আল্লাহ তাআলার কুদরত ও হেকমতের প্রমাণ বহন করে আর তাঁর সেই কুদরত ও হেকমতেরই দাবি হল নেককার ও বদকারের সাথে একই রকম ব্যবহার না করা; বরং যারা নেককার তাদেরকে পুরস্কৃত করা এবং যারা বদকার তাদেরকে শাস্তি দেওয়া। সুতরাং এ সূরায় এ দুটি বিষয়ই অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও অলঙ্কারপূর্ণ ভাষায় তুলে ধরা হয়েছে।

هَلْ فِيْ ذٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِيْ حِجْرٍ ۝٥

৫. একজন বোধসম্পন্ন ব্যক্তির (বিশ্বাস আনয়নের) জন্য এসব শপথ যথেষ্ট নয় কি?

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ۝٦

৬. তুমি কি দেখনি তোমার প্রতিপালক আদ (জাতি)-এর প্রতি কী আচরণ করেছেন?

اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ۝٧

৭. ইরাম সম্প্রদায়ের প্রতি, যারা উঁচু উঁচু স্তম্ভের অধিকারী ছিল[৪]

الَّتِيْ لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ۝٨

৮. যাদের সমান পৃথিবীতে আর কোন জাতিকে সৃষ্টি করা হয়নি?

وَثَمُوْدَ الَّذِيْنَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ۝٩

৯. এবং কী আচরণ করেছেন ছামুদ (জাতি)-এর প্রতি, যারা উপত্যকায় বড়-বড় পাথর কেটে ফেলেছিল?[৫]

وَفِرْعَوْنَ ذِي الْاَوْتَادِ ۝١٠

১০. এবং কী আচরণ করেছেন পেরেক-ওয়ালা[৬] ফেরাউনের প্রতি?

---

৪. 'ইরাম' আদ জাতির ঊর্ধ্বতন পূর্বপুরুষের নাম। তাই এখানে আদ জাতির যে শাখার কথা বলা হয়েছে তাদেরকে 'আদে ইরাম' বলা হয়। তাদেরকে স্তম্ভের অধিকারী বলার একটা কারণ এই হতে পারে যে, তারা অত্যন্ত দীর্ঘাঙ্গী ও সুঠাম দেহের অধিকারী ছিল। এ কারণেই পরে বলা হয়েছে, তাদের মত লোক আর কোথাও সৃষ্টি করা হয়নি। কেউ কেউ এর কারণ বলেছেন যে, তারা উঁচু-উঁচু স্তম্ভ বিশিষ্ট ইমারত তৈরি করত। তাদের কাছে হযরত দাউদ আলাইহিস সালামকে নবী করে পাঠানো হয়েছিল। বিস্তারিত ঘটনা সূরা আরাফ (৭ : ৬৫) ও সূরা হুদে (১১ : ৫০) গত হয়েছে।

৫. ছামুদ জাতির কাছে নবী করে পাঠানো হয়েছিল হযরত সালেহ আলাইহিস সালামকে। দেখুন সূরা আরাফ (৭ : ৭৩)।

৬. ফেরাউনকে 'পেরেকওয়ালা' বলা হয়েছে এ কারণে যে, সে মানুষকে শাস্তি দানের জন্য তাদের হাতে-পায়ে পেরেক গেঁথে দিত।

الَّذِيْنَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ ۝

১১. যারা দুনিয়ার দেশে-দেশে অবাধ্যতা প্রদর্শন করেছিল।

فَاَكْثَرُوْا فِيْهَا الْفَسَادَ ۝

১২. এবং তাতে অশান্তি বিস্তার করেছিল।

فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ۝

১৩. ফলে তোমার প্রতিপালক তাদের উপর শাস্তির কষাঘাত হানলেন।

اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ۝

১৪. দৃঢ় বিশ্বাস রাখ, তোমার প্রতিপালক সকলের উপর দৃষ্টি রাখছেন।

فَاَمَّا الْاِنْسَانُ اِذَا مَا ابْتَلٰىهُ رَبُّهٗ فَاَكْرَمَهٗ وَنَعَّمَهٗ ۙ فَيَقُوْلُ رَبِّيْٓ اَكْرَمَنِ ۝

১৫. কিন্তু মানুষের অবস্থা তো এই যে, যখন তার প্রতিপালক তাকে পরীক্ষা করেন এবং তাকে অনুগ্রহ ও মর্যাদা দান করেন তখন সে বলে, আমার প্রতিপালক আমাকে সম্মানিত করেছেন।

وَاَمَّآ اِذَا مَا ابْتَلٰىهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهٗ ۙ فَيَقُوْلُ رَبِّيْٓ اَهَانَنِ ۝

১৬. এবং অপর দিকে যখন তাকে পরীক্ষা করেন এবং তার জীবিকা সঙ্কুচিত করে দেন, তখন সে বলে, আমার প্রতিপালক আমাকে অমর্যাদা করেছেন।

كَلَّا بَلْ لَّا تُكْرِمُوْنَ الْيَتِيْمَ ۝

১৭. কখনও এরূপ সমীচীন নয়।[৭] কেবল এতটুকুই নয়; বরং তোমরা ইয়াতীমকে সম্মান করো না।

---

৭. আল্লাহ তাআলা জীবিকা বণ্টন করেছেন নিজ হেকমত অনুযায়ী। কাজেই জীবিকায় সংকীর্ণতা দেখা দিলে তাকে নিজের জন্য লাঞ্ছনাকর মনে করা ঠিক নয় এবং জীবিকায় সমৃদ্ধি ঘটলে তাকে নিজের জন্য সম্মানের বিষয় ভাবাও উচিত নয়। দুনিয়ায় কত বদকার আছে, যারা প্রচুর অর্থ-সম্পদের মালিক! বস্তুত উভয় অবস্থা দ্বারাই আল্লাহ তাআলা মানুষকে পরীক্ষা করে থাকেন।

১৮. এবং মিসকীনদেরকে খাবার খাওয়ানোর জন্য একে অন্যকে উৎসাহিত করো না।

وَلَا تَحٰٓضُّوْنَ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ﴿١٨﴾

১৯. এবং মীরাছের সম্পদ সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করে থাক

وَتَاْكُلُوْنَ التُّرَاثَ اَكْلًا لَّمًّا ﴿١٩﴾

২০. এবং ধন-সম্পদকে সীমাতিরিক্ত ভালোবাস।

وَّتُحِبُّوْنَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ﴿٢٠﴾

২১. কিছুতেই এরূপ সমীচীন নয়। যখন পৃথিবীকে পিষে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলা হবে।

كَلَّآ اِذَا دُكَّتِ الْاَرْضُ دَكًّا دَكًّا ﴿٢١﴾

২২. এবং তোমার প্রতিপালক ও সারিবদ্ধ ফেরেশতাগণ (হাশরের ময়দানে) উপস্থিত হবেন।

وَّجَآءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴿٢٢﴾

২৩. সে দিন জাহান্নামকে সামনে আনা হবে এবং সে দিন মানুষ বুঝতে পারবে, কিন্তু সেই সময় বুঝে আসার কী ফায়দা?[৮]

وَجِايْٓءَ يَوْمَىِٕذٍۭ بِجَهَنَّمَ ۙ يَوْمَىِٕذٍ يَّتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ وَاَنّٰى لَهُ الذِّكْرٰى ﴿٢٣﴾

২৪. সে বলবে, হায়! আমি যদি আমার এই জীবনের জন্য কিছু অগ্রিম পাঠাতাম?

يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِيْ قَدَّمْتُ لِحَيَاتِيْ ﴿٢٤﴾

২৫. সে দিন আল্লাহর সমান শাস্তিদাতা কেউ হবে না।

فَيَوْمَىِٕذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهٗٓ اَحَدٌ ﴿٢٥﴾

---

৮. অর্থাৎ তখন যদি কেউ ঈমান আনতে চায়, তবে সে ঈমান তার কোন উপকারে আসবে না। ঈমান সেটাই গ্রহণযোগ্য, যা মৃত্যু ও কিয়ামতের আগে আনা হয়ে থাকে।

২৬. এবং তাঁর বাঁধার মত বাঁধবারও কেউ থাকবে না।

وَّلَا يُوْثِقُ وَثَاقَهٗۤ اَحَدٌ ؕ﴿۲۶﴾

২৭. (অবশ্য নেককারদেরকে বলা হবে,) হে (আল্লাহর ইবাদতে) প্রশান্তি লাভকারী চিত্ত![৯]

یٰۤاَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿۲۷﴾

২৮. নিজ প্রতিপালকের দিকে ফিরে আস এভাবে যে, তুমিও তার প্রতি সন্তুষ্ট এবং তিনিও তোমার প্রতি সন্তুষ্ট।

ارْجِعِیْۤ اِلٰی رَبِّكِ رَاضِیَةً مَّرْضِیَّةً ﴿۲۸﴾

২৯. এবং আমার (নেক) বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও

فَادْخُلِیْ فِیْ عِبٰدِیْ ﴿۲۹﴾

৩০. আর দাখিল হয়ে যাও আমার জান্নাতে।

وَادْخُلِیْ جَنَّتِیْ ﴿۳۰﴾

---

৯. এটা النفس المطمئنة -এর তরজমা। এর দ্বারা মানুষের সেই আত্মাকে বোঝানো, যা আল্লাহ তাআলার ইবাদতে রত থেকে এমন হয়ে গেছে যে, সে কেবল তাতেই শান্তি পায়। আর এভাবে সে গোনাহ থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়েছে।

আলহামদুলিল্লাহ! সূরা 'ফাজর'-এর তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। মক্কা মুকাররমা। ৪ঠা রমযানুল মুবারক ১৪২৯ হিজরী মোতাবেক ৫ই সেপ্টেম্বর ২০০৮ খ্রি.। (অনুবাদ শেষ হল আজ ২৬ শে মহররম ১৪৩২ হিজরী মোতাবেক ২রা জানুয়ারি ২০১১ খ্রি.)। আল্লাহ তাআলা এ খেদমতটুকু কবুল করুন এবং অবশিষ্ট সূরাগুলির কাজও নিজ মর্জি মোতাবেক শেষ করার তাওফীক দিন– আমীন।

৯০ – সূরা বালাদ – ৩৫

سُوْرَةُ الْبَلَدِ مَكِّيَّةٌ

মক্কী; ২০ আয়াত; ১ রুকু

اٰيَاتُهَا ٢٠ رُكُوْعُهَا ١

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

لَآ اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ ①

১. আমি শপথ করছি এই নগরের

وَاَنْتَ حِلٌّۢ بِهٰذَا الْبَلَدِ ②

২. যখন (হে নবী!) তুমি এই নগরের বাসিন্দা।[১]

وَوَالِدٍ وَّمَا وَلَدَ ③

৩. এবং আমি শপথ করছি পিতার ও তার সন্তানের[২]

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ كَبَدٍ ④

৪. আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি পরিশ্রমের ভেতর[৩]

---

১. 'এই নগর' দ্বারা মক্কা মুকাররমাকে বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ তাআলা এ নগরকে বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থানের কারণে এর মর্যাদা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। তাঁর আবির্ভাবের জন্য এ নগরকে বাছাই করে আল্লাহ তাআলা একে মহিমান্বিত করেছেন। এ আয়াতের আরও দু'টি ব্যাখ্যা আছে। বিস্তারিত জানার জন্য 'মাআরিফুল কুরআন' দেখা যেতে পারে।

২. 'পিতা' হচ্ছেন হযরত আদম আলাইহিস সালাম, যেহেতু সমস্ত মানুষ তারই সন্তান। এভাবে এ আয়াতে সমগ্র মানব জাতির শপথ করা হয়েছে।

৩. চতুর্থ আয়াতের এ কথাটি বলার জন্য আগের শপথগুলো করা হয়েছে। বোঝানো হচ্ছে যে, দুনিয়ায় মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে শ্রমনির্ভর করে। তাকে কোনও না কোনও পরিশ্রম করতেই হয়। যত বড় রাজা-বাদশাহ হোক বা হোক অজস্র সম্পদের মালিক, জীবন রক্ষার জন্য তাকে অবশ্যই এক রকমের না এক রকমের পরিশ্রম স্বীকার করতেই হবে। কেউ যদি দুনিয়ায় সম্পূর্ণ বিনা মেহনতে বেঁচে থাকতে চায়, তবে সেটা তার অসার কল্পনা। এটা কখনও সম্ভব নয়। হাঁ পরিপূর্ণ আরামের জীবন হল জান্নাতের জীবন, যা দুনিয়ায় কৃত শ্রম-সাধনার বদৌলতে লাভ হবে। আয়াতে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, দুনিয়ায় কাউকে যখন কোন কষ্ট-ক্লেশের সম্মুখীন হতে হয়, তখন সে যেন এই চরম সত্য চিন্তা করে। বিশেষত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরামকে মক্কা মুকাররমায় যে দুঃখ-কষ্ট পোহাতে হচ্ছিল, তজ্জন্য এ আয়াতে তাদেরকে সান্ত্বনাও দান করা হয়েছে। এ কথাটি বলার জন্য প্রথমে মক্কা মুকাররমার শপথ করা হয়েছে সম্ভবত এ কারণে যে, এ

৫. সে কি মনে করে তার উপর কারও ক্ষমতা চলবে না?

أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ ﴿٥﴾

৬. সে বলে, আমি অঢেল অর্থ-সম্পদ উড়িয়েছি।[৪]

يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُّبَدًا ﴿٦﴾

৭. সে কি মনে করে তাকে কেউ দেখছে না?[৫]

أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ ﴿٧﴾

৮. আমি কি তাকে দেইনি দু'টি চোখ?

أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ ﴿٨﴾

৯. এবং একটি জিহ্বা ও দু'টি ঠোঁট?

وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ﴿٩﴾

১০. আমি তাকে দু'টো পথই দেখিয়েছি।[৬]

وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ﴿١٠﴾

নগরকে আল্লাহ তাআলা যদিও দুনিয়ার সর্বাপেক্ষা বেশি সম্মানিত স্থান বানিয়েছেন, কিন্তু তার এ সম্মান ও মর্যাদা আপনা-আপনিই সৃষ্টি হয়ে যায়নি। এর জন্যও এখানে প্রচুর শ্রম ব্যয় করতে হয়েছে। তার এ মর্যাদা দ্বারা উপকৃত হওয়ার জন্য আজও মানুষকে মেহনত করতে হয়। তারপর বিশেষভাবে এ নগরে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের কথা উল্লেখ করে সম্ভবত ইশারা করা হয়েছে যে, তিনি শ্রেষ্ঠতম নবী ও শ্রেষ্ঠতম নগরের বাসিন্দা হওয়া সত্ত্বেও যখন কষ্ট-ক্লেশ তাকেও স্বীকার করতে হয়েছে, তখন ষোল আনা আরামের জীবন কে আশা করতে পারে? অতঃপর হযরত আদম আলাইহিস সালাম ও তার সন্তানদের শপথ করার মধ্যে এই ইঙ্গিত রয়েছে যে, তোমরা গোটা মানবেতিহাসের প্রতি লক্ষ্য করে দেখ, সর্বত্র এই একই চিত্র দেখতে পাবে। বুঝতে পারবে, মানুষের জীবনটাই শ্রম-নির্ভর ও ক্লেশপূর্ণ।

৪. মক্কা মুকাররমায় কয়েকজন কাফের খুব বেশি পেশী শক্তির অধিকারী ছিল। তাদেরকে যখন আল্লাহ তাআলার শাস্তির ভয় দেখানো হত, বলত, আমাদেরকে কেউ কাবু করতে পারবে না। যেসব কাফের বিত্তবান ছিল তারা একে অন্যকে বলত, দেখ আমি প্রচুর অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে ফেলেছি। ব্যয় করাকে 'উড়ানো' শব্দে ব্যক্ত করে বোঝাতো যে, এই ব্যয়ে আমি কোন কিছু গ্রাহ্য করি না। তারা বিশেষভাবে গর্ব করত সেই ব্যয় নিয়ে, যা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরোধিতা ও শত্রুতার পেছনে করত।

৫. অর্থাৎ যা-কিছু ব্যয় করেছে, তা তো দেখানোর জন্য করেছে। এর উপর গর্ব কিসের? আল্লাহ তাআলা কি দেখছেন না সে কী কাজে ও কী উদ্দেশ্যে ব্যয় করছে?

৬. আল্লাহ তাআলা মানুষকে ভালো ও মন্দ দুই পথই দেখিয়ে দিয়েছেন এবং তাকে এখতিয়ার দিয়েছেন, নিজ ইচ্ছায় চাইলে ভালো পথ অবলম্বন করতে পারে এবং চাইলে মন্দ পথেও যেতে পারে। তবে ভালো পথে চললে পুরস্কার পাবে আর মন্দ পথে চললে শাস্তিপ্রাপ্ত হবে।

فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ⑪

১১. তবুও সে প্রবেশ করতে পারেনি[৭] ঘাঁটিতে।

وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْعَقَبَةُ ⑫

১২. তুমি কি জান সে ঘাঁটি কী?

فَكُّ رَقَبَةٍ ⑬

১৩. তা হচ্ছে কারও গর্দানকে (দাসত্ব থেকে) মুক্ত করা

اَوْ اِطْعٰمٌ فِىْ يَوْمٍ ذِىْ مَسْغَبَةٍ ⑭

১৪. অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে খাদ্য দান করা

يَّتِيْمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ⑮

১৫. কোন ইয়াতীম আত্মীয়কে

اَوْ مِسْكِيْنًا ذَا مَتْرَبَةٍ ⑯

১৬. অথবা এমন কোন মিসকীনকে যে ধুলো মাটিতে গড়াগড়ি খায়।

ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ⑰

১৭. আর অন্তর্ভুক্ত হওয়া সেই সব লোকের, যারা ঈমান এনেছে, একে অন্যকে ধৈর্য ধারণের উপদেশ দিয়েছে এবং একে অন্যকে দয়ার উপদেশ দিয়েছে।

اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ⑱

১৮. তারাই সৌভাগ্যবান লোক।[৮]

---

৭. العقبة অর্থ ঘাঁটি, দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী পথ। সাধারণত যুদ্ধকালে শত্রু থেকে আত্মরক্ষার জন্য এরূপ পথ বেছে নেওয়া হয়। এস্থলে ঘাঁটিতে প্রবেশ করার অর্থ সওয়াবের কাজ করা, যেমন পরের আয়াতসমূহে আল্লাহ তাআলা নিজেই ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন। এসব কাজকে 'ঘাঁটিতে প্রবেশ' শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে এ কারণে যে, এগুলো মানুষকে আল্লাহ তাআলার আযাব থেকে রক্ষার জন্য সহায়ক হয়।

৮. 'তারাই সৌভাগ্যবান' –এটা اَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ -এর তরজমা। এর আরেক তরজমা হতে পারে, 'তারাই ডান হাত বিশিষ্ট'। তখন এর দ্বারা সেই সব লোককে বোঝানো হবে, যাদেরকে তাদের ডান হাতে আমলনামা দেওয়া হবে।

১৯. অপর দিকে যারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছে, তারাই হতভাগ্য।[৯]

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا هُمْ اَصْحٰبُ الْمَشْـَٔمَةِ ﴿۱۹﴾

২০. তাদের উপর চাপানো থাকবে আবদ্ধকৃত আগুন।[১০]

عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤْصَدَةٌ ﴿۲۰﴾

---

৯. এটা اَصْحٰبُ الْمَشْـَٔمَةِ -এর তরজমা। এর আরেক তরজমা হতে পারে 'তারাই বাম হাত বিশিষ্ট', অর্থাৎ যাদেরকে তাদের বাম হাতে আমলনামা দেওয়া হবে।

১০. অর্থাৎ তার দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে, যাতে জাহান্নামীরা বাইরে বের হতে না পারে।

আলহামদুলিল্লাহ! সূরা 'বালাদ'-এর তরজমা ও টীকার কাজ মক্কা মুকাররমাতেই শেষ হয়েছে, যে নগরের শপথ এ সূরায় করা হয়েছে। ৫ই রমযানুল মুবারক ১৪২৯ হিজরী। আল্লাহ তাআলা এ খেদমতটুকু কবুল করে নিন, একে মানুষের জন্য উপকারী বানিয়ে দিন এবং অবশিষ্ট সূরাগুলির কাজও নিজ পছন্দমত শেষ করার তাওফীক দান করুন- আমীন।

৯১ – সূরা শামস – ২৬

سُوْرَةُ الشَّمْسِ مَكِّيَّةٌ

মক্কী; ১৫ আয়াত; ১ রুকু

اٰيَاتُهَا ١٥ رُكُوْعُهَا ١

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالشَّمْسِ وَضُحٰىهَا ۝١

১. শপথ সূর্যের ও তার বিস্তৃত রোদের।[১]

وَالْقَمَرِ اِذَا تَلٰىهَا ۝٢

২. এবং চাদের, যখন তা সূর্যের পেছনে পেছনে আসে।

وَالنَّهَارِ اِذَا جَلّٰىهَا ۝٣

৩. এবং দিনের, যখন তা সূর্যকে প্রকাশ করে

وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰىهَا ۝٤

৪. এবং রাতের, যখন তা সূর্যকে আচ্ছাদিত করে

وَالسَّمَآءِ وَمَا بَنٰىهَا ۝٥

৫. শপথ আকাশের এবং যিনি তা নির্মাণ করেছেন, তাঁর

وَالْاَرْضِ وَمَا طَحٰىهَا ۝٦

৬. এবং পৃথিবীর ও যিনি তাকে বিস্তৃত করেছেন, তাঁর।

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰىهَا ۝٧

৭. এবং মানবাত্মার ও তাঁর, যিনি তাকে পরিপাটি করেছেন,

---

১. الشمس (শাম্‌স) মানে সূর্য। সূরাটির প্রথমে 'শামস'-এর শপথ করা হয়েছে। এ থেকেই সূরাটির নাম হয়েছে সূরা শামস। এ সূরায় মৌলিকভাবে বলা হয়েছে যে, মানুষের ভেতর সৃষ্টিগতভাবেই পাপ ও পুণ্য উভয়ের আগ্রহ রাখা হয়েছে এবং সেই সঙ্গে কোনটা পাপ ও কোনটা পুণ্য সেই জ্ঞানও তাকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন মানুষের কাজ হল পুণ্যের আগ্রহকে বাস্তবায়িত করা ও পাপের চাহিদাকে দমন করা। এ বিষয়টা বলার জন্য আল্লাহ তাআলা সূর্য, চন্দ্র, দিন ও রাতের শপথ করেছেন। সম্ভবত এর দ্বারা ইশারা করা হয়েছে, আল্লাহ তাআলা যেভাবে সূর্য ও চন্দ্রের আলো এবং রাতের অন্ধকার সৃষ্টি করেছেন, তেমনি তিনি মানুষকে ভালো কাজেরও যোগ্যতা দিয়েছেন এবং মন্দ কাজেরও; যা তার আত্মার জন্য আলো ও অন্ধকার তুল্য।

فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوٰىهَا ⑧

৮. অতঃপর তার জন্য যা পাপ এবং তার জন্য যা পরহেযগারী, তার অন্তরে সেই বিষয়ক জ্ঞানোন্মেষ ঘটিয়েছেন।

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَا ⑨

৯. সে-ই সফলকাম হবে, যে নিজ আত্মাকে পরিশুদ্ধ করবে।[২]

وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰىهَا ⑩

১০. আর ব্যর্থকাম হবে সেই, যে তাকে (গোনাহের মধ্যে) ধ্বসিয়ে দেবে।

كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوٰىهَا ⑪

১১. ছামুদ জাতি অবাধ্যতা বশত (তাদের নবীকে) অস্বীকার করেছিল।

إِذِ انْبَعَثَ أَشْقٰىهَا ⑫

১২. যখন তাদের সর্বাপেক্ষা নিষ্ঠুর ব্যক্তি উঠে পড়ল,

فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللّٰهِ نَاقَةَ اللّٰهِ وَسُقْيٰهَا ⑬

১৩. তখন আল্লাহর রাসূল তাদেরকে বলল, খবরদার! আল্লাহর উটনী ও তার পানি পানের ব্যাপারে।

فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا ۖ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ

১৪. তথাপি তারা তাদের রাসূলকে প্রত্যাখ্যান করল এবং উটনীটিকে মেরে ফেলল।[৩] পরিণামে তাদের

---

২. আত্মাকে পরিশুদ্ধ করার অর্থ এটাই যে, অন্তরে যে ভালো-ভালো কাজের আগ্রহ ও প্রেরণা জাগে মানুষ তাকে আরো উজ্জীবিত করে সে অনুযায়ী কাজ করবে আর যেসব মন্দ চাহিদা দেখা দেয় তা দমন করে চলবে। এভাবে নিরবচ্ছিন্ন সাধনা চালাতে থাকলে আত্মা পরিশুদ্ধ হয়ে যায় এবং সে আত্মা আন-নাফসুল মুতমাইন্না বা প্রশান্ত চিত্তে পরিণত হয়, যার উল্লেখ সূরা ফাজরের শেষ দিকে আছে।

৩. আল্লাহ তাআলা ছামুদ জাতির ফরমায়েশেই এ উটনীটি সৃষ্টি করেছিলেন। তারপর তিনি তাদেরকে বলেছিলেন, তোমাদের কুয়া থেকে একদিন উটনীটি পানি পান করবে এবং একদিন তোমরা। কিন্তু তাদের মধ্যকার একজন নিষ্ঠুর লোক, যার নাম বলা হয়ে থাকে 'কুদার', উটনীটি হত্যা করে ফেলল। এর পরিণামে তাদের উপর আযাব আসল। বিস্তারিত দেখুন সূরা আরাফ (৭ : ৭৩) ও তার টীকা।

بِذَنۢبِهِمۡ فَسَوّٰىهَا ﴿۱۴﴾

প্রতিপালক তাদের গোনাহের কারণে তাদেরকে ব্যাপকভাবে ধ্বংস করে সব একাকার করে ফেললেন।[৪]

وَلَا یَخَافُ عُقۡبٰهَا ﴿۱۵﴾

১৫. আর এর কোন মন্দ পরিণামের ভয় আল্লাহ করেন না।[৫]

---

৪. অর্থাৎ সকলেই ধ্বংস হয়ে গেল, কেউ নিস্তার পেল না।

৫. কোন সৈন্যদল যখন কোন এলাকায় ধ্বংসযজ্ঞ চালায়, তখন তাদের এই ভয়ও থাকে যে, কেউ এর প্রতিশোধ নিতে পারে। বলাবাহুল্য আল্লাহ তাআলা যখন কোন মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করেন, তখন তাঁর কোন রকম প্রতিশোধের ভয় থাকে না।

আলহামদুলিল্লাহ! সূরা শামস-এর তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হলো করাচীতে ৮ম রোযার রাতে ১৪২৯ হিজরী মোতাবেক ৯ সেপ্টেম্বর ২০০৮ ঈসায়ী। আল্লাহ তাআলা এ খেদমতটুকু কবুল করুন এবং অবশিষ্ট সূরাগুলির কাজও নিজ মর্জি মোতাবেক শেষ করার তাওফীক দিন– আমীন।

৯২ – সূরা লায়ল – ৯

سُوْرَةُ اللَّيْلِ مَكِّيَّةٌ

মক্কী; ২১ আয়াত; ১ রুকু

اٰيَاتُهَا ٢١ رُكُوْعُهَا ١

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى ①

১. শপথ রাতের, যখন তা আচ্ছন্ন করে।

وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰى ②

২. এবং দিনের, যখন তার আলো ছড়িয়ে পড়ে।

وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰٓى ③

৩. এবং সেই সত্তার, যিনি নর ও নারী সৃষ্টি করেছেন।

اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتّٰى ④

৪. বস্তুত তোমাদের প্রচেষ্টা বিভিন্ন রকমের[১]

فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى ⑤

৫. সুতরাং যে ব্যক্তি (আল্লাহর পথে অর্থ-সম্পদ) দান করেছে ও তাকওয়া অবলম্বন করেছে

وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى ⑥

৬. এবং সর্বাপেক্ষা উত্তম বিষয় মনে-প্রাণে স্বীকার করে নিয়েছে,[২]

فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْيُسْرٰى ⑦

৭. আমি তার আরামপূর্ণ গন্তব্যে পৌছার ব্যবস্থা করে দেব[৩]

---

১. প্রচেষ্টা দ্বারা মানুষের আমল বোঝানো হয়েছে, অর্থাৎ মানুষের কর্ম বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে; কিছু ভালো, কিছু মন্দ। আবার এর ফলাফলও হয় বিভিন্ন রকম, যেমন সামনে আসছে। এ কথাটি বলার জন্য যে রাত ও দিনের শপথ করা হয়েছে, এর তাৎপর্য হয়ত এই যে, যেভাবে রাত ও দিনের ফলাফল বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে, তেমনি পাপ ও পুণ্যের ফলও বিভিন্ন রকম। এমনিভাবে আল্লাহ তাআলা নর ও নারীর বৈশিষ্ট্যাবলীতে যেমন পার্থক্য করেছেন, তেমনি মানুষের কর্মের বৈশিষ্ট্যেও পার্থক্য আছে।

২. 'সর্বাপেক্ষা উত্তম বিষয়' হল ইসলাম এবং এর ফলে প্রাপ্তব্য জান্নাত।

৩. 'আরামপূর্ণ গন্তব্য' বলে জান্নাত বোঝানো উদ্দেশ্য। কেননা প্রকৃত আরামের জায়গা সেটাই। দুনিয়ায় যে-কোন আরামের সাথে কোনও না কোনও কষ্ট থাকে। 'ব্যবস্থা করে

وَاَمَّا مَنۢ بَخِلَ وَاسۡتَغۡنٰى ۙ﴿۸﴾

৮. পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কৃপণতা করল এবং (আল্লাহর প্রতি) বেপরোয়াভাব দেখাল

وَكَذَّبَ بِالۡحُسۡنٰى ۙ﴿۹﴾

৯. এবং সর্বাপেক্ষা উত্তম বিষয়কে প্রত্যাখ্যান করল।

فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلۡعُسۡرٰى ؕ﴿۱۰﴾

১০. আমি তার কষ্টের স্থানে পৌঁছার ব্যবস্থা করে দেব।[৪]

وَمَا يُغۡنِىۡ عَنۡهُ مَالُهٗۤ اِذَا تَرَدّٰى ؕ﴿۱۱﴾

১১. এরূপ ব্যক্তি যখন ধ্বংস-গহ্বরে পতিত হবে, তখন তার সম্পদ তার কোন কাজে আসবে না।

اِنَّ عَلَيۡنَا لَلۡهُدٰى ۖ﴿۱۲﴾

১২. সত্য বটে, পথ দেখিয়ে দেওয়া আমার দায়িত্ব

وَاِنَّ لَنَا لَلۡاٰخِرَةَ وَالۡاُوۡلٰى ﴿۱۳﴾

১৩. এবং এটাও সত্য যে, আখেরাত ও দুনিয়া উভয়ই আমার কর্তৃত্বাধীন।[৫]

فَاَنۡذَرۡتُكُمۡ نَارًا تَلَظّٰى ۚ﴿۱۴﴾

১৪. অতএব আমি তোমাদেরকে সতর্ক করে দিলাম এক লেলিহান আগুন সম্পর্কে।

দেওয়া' -এর অর্থ, আল্লাহ তাআলা এমন আমলের তাওফীক দেবেন, যার বদৌলতে জান্নাতে পৌঁছা যাবে।

প্রকাশ থাকে যে, কুরআন মাজীদে ব্যবহৃত تيسره শব্দের অর্থ যে করা হয়েছে 'ব্যবস্থা করে দেওয়া', তা করা হয়েছে আল্লামা আলুসী (রহ.)-এর ব্যাখ্যার অনুসরণে। দেখুন (রূহুল মাআনী, ৩০ : ৫১২)।

৪. 'কষ্টের স্থান' দ্বারা জাহান্নাম বোঝানো হয়েছে। কেননা প্রকৃত কষ্ট সেখানেই। সেখানে পৌঁছার ব্যবস্থা করে দেওয়ার অর্থ যেসব গোনাহ করলে জাহান্নাম অবধারিত হয়ে যায়, সেগুলো করার অবকাশ দেওয়া এবং সৎকাজের তাওফীক না দেওয়া। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে এ ভয়ানক পরিণাম থেকে রক্ষা করুন।

৫. সুতরাং আমারই এ অধিকার আছে যে, মানুষের প্রতি বিধি-বিধান আরোপ করব, যা দুনিয়ার জীবনে মেনে চলতে তারা বাধ্য থাকবে। যারা তা মানবে আখেরাতে তাদেরকে পুরস্কৃত করব আর যারা অমান্য করবে তাদেরকে শাস্তি দান করব।

১৫. সে আগুনে প্রবেশ করবে কেবল হতভাগ্য ব্যক্তিই	لَا يَصْلٰىهَآ اِلَّا الْاَشْقَى ﴿١٥﴾
১৬. যে সত্য প্রত্যাখ্যান করেছে ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।	الَّذِىْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ﴿١٦﴾
১৭. এবং তা থেকে দূরে রাখা হবে এমন মুত্তাকী ব্যক্তিকে	وَسَيُجَنَّبُهَا الْاَتْقَى ﴿١٧﴾
১৮. যে আত্মশুদ্ধি অর্জনের জন্য নিজ সম্পদ (আল্লাহর পথে) দান করে[৬]	الَّذِىْ يُؤْتِىْ مَالَهٗ يَتَزَكّٰى ﴿١٨﴾
১৯. অথচ তার উপর কারও অনুগ্রহ ছিল না, যার প্রতিদান দিতে হত,	وَمَا لِاَحَدٍ عِنْدَهٗ مِنْ نِّعْمَةٍ تُجْزٰٓى ﴿١٩﴾
২০. বরং সে কেবল তার মহান প্রতিপালকের সন্তুষ্টিই কামনা করে।	اِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْاَعْلٰى ﴿٢٠﴾
২১. দৃঢ় বিশ্বাস রেখ, এরূপ ব্যক্তি অচিরেই খুশী হয়ে যাবে।[৭]	وَلَسَوْفَ يَرْضٰى ﴿٢١﴾

---

৬. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার পথে তারা যা-কিছু ব্যয় করে, তাতে তাদের উদ্দেশ্য মানুষকে দেখানো নয়; বরং আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন করাই হয়ে থাকে। এরূপ দান-খয়রাতের ফলে মানুষের আত্মশুদ্ধি লাভ হয় ও আখলাক-চরিত্র পরিশুদ্ধ হয়। কোন কোন বর্ণনা দ্বারা জানা যায়, এ আয়াতসমূহ হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর প্রশংসায় নাযিল হয়েছে। তিনি আল্লাহ তাআলার পথে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতেন। অবশ্য আয়াতের শব্দাবলী সাধারণ। সুতরাং যারা আয়াতে বর্ণিত গুণাবলী অর্জন করবে, তাদের প্রত্যেকের জন্যই এর সুসংবাদ প্রযোজ্য।

৭. এই সংক্ষিপ্ত বাক্যটির মধ্যে নেয়ামতের এক জগৎ লুকায়িত আছে। বলা হয়েছে যে, এরূপ ব্যক্তি জান্নাতে নিজ আমলের এমন পুরস্কার লাভ করবে, যা দ্বারা সে যথার্থভাবে খুশী হয়ে যাবে।

আলহামদুলিল্লাহ! সূরা লায়ল-এর তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। করাচি। ৮ রমযানুল মুবারক ১৪২৯ হিজরী। আল্লাহ তাআলা এ খেদমতটুকু কবুল করে নিন, একে মানুষের জন্য উপকারী বানিয়ে দিন এবং অবশিষ্ট সূরাগুলির কাজও নিজ পছন্দমত শেষ করার তাওফীক দান করুন– আমীন।

৯৩ – সূরা দুহা – ১১

মক্কী; ১১ আয়াত ; ১ রুকু

سُوْرَةُ الضُّحٰى مَكِّيَّةٌ
اٰيَاتُهَا ١١ رُكُوْعُهَا ١

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. (হে রাসূল!) শপথ চড়তি দিনের আলোর,

وَالضُّحٰى ①

২. এবং রাতের, যখন তার অন্ধকার গভীর হয়।

وَالَّيْلِ اِذَا سَجٰى ②

৩. তোমার প্রতিপালক তোমাকে পরিত্যাগ করেননি এবং তোমার প্রতি নারাজও হননি।[১]

مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى ③

৪. নিশ্চয়ই পরবর্তী অবস্থা তোমার পক্ষে পূর্বের অবস্থা অপেক্ষা শ্রেয়।[২]

وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى ④

৫. দৃঢ় বিশ্বাস রাখ, তোমার প্রতিপালক তোমাকে এত দেবেন যে, তুমি খুশী হয়ে যাবে।

وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى ⑤

---

১. নবুওয়াত লাভের পর প্রথম দিকে কিছুদিন এমন কেটেছে, যখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কোন ওহী আসেনি। এ কারণে আবু লাহাবের স্ত্রী কটাক্ষ করল যে, 'তোমার রব্ব তোমার প্রতি নারাজ হয়ে তোমাকে পরিত্যাগ করেছেন'। তারই পরিপ্রেক্ষিতে এ সূরা নাযিল হয়েছিল। আরবীতে ضحى (দুহা) বলা হয় সেই আলোকে, যা দিন চড়ে ওঠার সময় ছড়িয়ে পড়ে। আল্লাহ তাআলা প্রথম সেই আলোর শপথ করেছেন। তাই সূরাটির নাম হয়েছে সূরা দুহা। চড়তি দিন ও রাতের শপথ করার ভেতর খুব সম্ভব ইঙ্গিত রয়েছে যে, রাত অন্ধকার হয়ে গেলে তার মানে এ হয় না যে, দিনের আলো আর পাওয়া যাবে না। এমনিভাবে বিশেষ কোন কারণে কিছু দিনের জন্য ওহী স্থগিত থাকলে তা থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছা যে, আল্লাহ তাআলা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি নারাজ হয়ে গেছেন, এটা চরম মূঢ়তা।

২. এ আয়াতের বিভিন্ন ব্যাখ্যা হতে পারে। (ক) আখেরাতের নেয়ামতসমূহ দুনিয়া অপেক্ষা শ্রেয়। (খ) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত পূর্বের মুহূর্ত

أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ ۝٦

৬. তিনি কি তোমাকে ইয়াতীম পাননি, অতঃপর তোমাকে আশ্রয় দিয়েছেন?[৩]

وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ ۝٧

৭. এবং তোমাকে পেয়েছিলেন, পথ সম্পর্কে অনবহিত; অতঃপর তোমাকে পথ দেখিয়েছেন।[৪]

وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ ۝٨

৮. এবং তোমাকে নিঃস্ব পেয়েছিলেন, অতঃপর (তোমাকে) ঐশ্বর্যশালী বানিয়ে দিলেন।[৫]

فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ۝٩

৯. সুতরাং যে ইয়াতীম, তুমি তার প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করো না।

অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কেননা প্রতিটি মুহূর্তে তাঁর শান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পেতে থাকবে এবং শত্রুদের পক্ষ থেকে তিনি যে দুঃখ-কষ্ট পাচ্ছেন তা ক্রমান্বয়ে দূর হতে থাকবে এবং এক পর্যায়ে গিয়ে তাঁর পরিপূর্ণ বিজয় লাভ হবে।

৩. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মানিত পিতা তাঁর জন্মের আগেই ইন্তিকাল করেছিলেন এবং সম্মানিতা মা'ও তাঁর শৈশব কালেই চির বিদায় নিয়েছিলেন। কিন্তু তাই বলে ইয়াতীম-অনাথ শিশুদের মত তাঁকে নিরাশ্রয় হতে হয়নি। আল্লাহ তাআলা তাঁর দাদা আবদুল মুত্তালিব ও চাচা আবু তালিবের অন্তরে তার প্রতি এত বেশি স্নেহ-মমতা দিলেন যে, তাঁরা তাঁকে নিজ সন্তান অপেক্ষাও বেশি আদরের সাথে প্রতিপালন করেছেন।

৪. অর্থাৎ ওহী নাযিল হওয়ার আগে তিনি শরীয়তের বিধি-বিধান সম্পর্কে অনবগত ছিলেন। আল্লাহ তাআলা ওহীর মাধ্যমে তাঁকে শরীয়ত দান করলেন। তাছাড়া কোন কোন বর্ণনায় এমন কিছু ঘটনার উল্লেখ আছে, যাতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন কোন সফরে পথ হারিয়ে ফেলেছিলেন। আল্লাহ তাআলা অস্বাভাবিকভাবে তাকে ঠিক পথে পৌছিয়ে দেন। হতে পারে আয়াতে এ জাতীয় ঘটনার প্রতিও ইশারা করা হয়েছে।

৫. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত খাদীজা (রাযি.)-এর সাথে ব্যবসায়ে যে অংশীদার হয়েছিলেন, তাতে তার যথেষ্ট মুনাফা অর্জিত হয়েছিল। এর ফলে তার আর্থিক দৈন্য ঘুচে গিয়েছিল।

১০. এবং যে সওয়াল করে, তাকে দাবড়ি দিও না[৬]

وَاَمَّا السَّآئِلَ فَلَا تَنْهَرْ ﴿١٠﴾

১১. এবং তোমার প্রতিপালকের যে নেয়ামত (পেয়েছ), তার চর্চা করতে থাক।❖

وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴿١١﴾

---

৬. 'সওয়ালকারী' দ্বারা সেই ব্যক্তিকেও বোঝানো হতে পারে, যে অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করে এবং সেই ব্যক্তিকেও, যে সত্য জানার আগ্রহে দ্বীন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। উভয়কেই দাবড়ি দিতে ও ভর্ৎসনা করতে নিষেধ করা হয়েছে। কোন ওজর থাকলে নম্র ভাষায় অপারগতা প্রকাশ করা উচিত।

❖ অনুগ্রহকারীর অনুগ্রহের কথা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে প্রচার করলে তাতে শরীয়তে কোন দোষ নেই বরং তা প্রশংসনীয় কাজ। সুতরাং আল্লাহ তাআলা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি যেসব অনুগ্রহ করেছেন, এ আয়াতে তাঁকে তা প্রচার করার হুকুম দেওয়া হয়েছে। বিশেষত ৭নং আয়াতে যে হেদায়েত ও শরীয়ত দানের নেয়ামতের কথা বর্ণিত হয়েছে, তার প্রচার করা তো নবী হিসেবে তাঁর দায়িত্বও বটে (অনুবাদক– তাফসীরে উছমানী থেকে গৃহীত)।

৯৪ – সূরা ইনশিরাহ – ১২

سُوْرَةُ اَلَمْ نَشْرَحْ مَكِّيَّةٌ

মক্কী; ৮ আয়াত; ১ রুকু

اٰيَاتُهَا ٨ رُكُوْعُهَا ١

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۝١

১. (হে রাসূল!) আমি কি তোমার কল্যাণে তোমার বক্ষ খুলে দেইনি?

وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ۝٢

২. আমি তোমার থেকে অপসারণ করেছি সেই ভার–

الَّذِيْٓ اَنْقَضَ ظَهْرَكَ ۝٣

৩. যা তোমার কোমর ভেঙ্গে দিচ্ছিল[১]

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۝٤

৪. এবং আমি তোমার কল্যাণে তোমার চর্চাকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছি।[২]

فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝٥

৫. প্রকৃতপক্ষে কষ্টের সাথে স্বস্তিও থাকে।

اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝٦

৬. নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে স্বস্তিও থাকে[৩]

---

১. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যখন নবুওয়াতের গুরুদায়িত্ব অর্পণ করা হয়, তখন প্রথম দিকে তাঁর কাছে এটি এক সুকঠিন বোঝা মনে হচ্ছিল এবং এর চাপে তিনি সর্বক্ষণ অস্থির থাকতেন। অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাকে এমনই হিম্মত দান করেন যে, যত বড় কঠিন কাজই হোক না কেন তা তার কাছে সহজ মনে হতে লাগল। ফলে অত্যন্ত ধীর-স্থিরভাবে তা সম্পাদন করতে পারতেন। এ অনুগ্রহের কথাই এ সূরায় স্মরণ করানো হয়েছে।

২. আল্লাহ তাআলা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুবারক নামের অতি উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন। দুনিয়ার এমন কোন অঞ্চল নেই, যেখানে তাঁর নামের ধ্বনি শোনা যায় না। প্রতিটি মসজিদে রোজ পাঁচবার আল্লাহ তাআলার নামের সঙ্গে তাঁর নামও উচ্চারিত হয়। তাছাড়া সারা দুনিয়ায় অত্যন্ত ভক্তি-শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কে আলোচনা হয়ে থাকে এবং এ আলোচনাকে অতি উচ্চ স্তরের ইবাদত গণ্য করা হয়ে থাকে। সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলা আলিহী ওয়া আসহাবিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম।

৩. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দেওয়া হচ্ছে যে, রিসালাতের দায়িত্ব পালনে এ যাবৎ যে কষ্ট-ক্লেশের সম্মুখীন হতে হয়েছে, অচিরেই তার অবসান হবে এবং

৭. সুতরাং তুমি যখন অবসর পাও, তখন (ইবাদতে) নিজেকে পরিশ্রান্ত কর।[8]

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ۙ﴿٧﴾

৮. এবং নিজ প্রতিপালকের প্রতিই মনোযোগী হও।

وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ﴿٨﴾

দায়িত্ব পালনের পথ সুগম হয়ে যাবে। সেই সঙ্গে সমস্ত মানুষকে মূলনীতি হিসেবে একটি বাস্তবতার শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে যে, দুনিয়ায় কোন কষ্ট-ক্লেশ দেখা দিলে বুঝতে হবে তার পর স্বস্তির সময়ও আসবে।

8. বলাবাহুল্য, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকল প্রচেষ্টা ও ব্যস্ততা দ্বীনকে কেন্দ্র করেই ছিল। তাবলীগ, তালীম, জিহাদ, প্রশাসন ইত্যাদি সমস্ত কাজই দ্বীনের জন্যই হত এবং এ কারণে তাঁর সব কাজ ইবাদতেরও মর্যাদা রাখত। কিন্তু তা সত্ত্বেও বলা হচ্ছে, আপনি যখন এসব কাজ শেষে অবসর পাবেন, তখন খালেস ইবাদত, যেমন নফল নামায, মৌখিক যিকির ইত্যাদি এ পরিমাণ করবেন,যাতে দেহ ক্লান্ত হয়ে পড়ে। এর দ্বারা বোঝা গেল, যারা দ্বীনের খেদমতে নিয়োজিত আছে, তাদেরও কিছুটা সময় খালেস নফল ইবাদতের জন্য বরাদ্দ রাখা উচিত। এর দ্বারাই আল্লাহ তাআলার সঙ্গে সম্পর্ক দৃঢ় ও ঘনিষ্ঠ হয় এবং এর দ্বারাই অন্যান্য দ্বীনী কাজে বরকত সৃষ্টি হয়।

৯৫ – সূরা তীন – ২৮

سُوْرَةُ التِّيْنِ مَكِّيَّةٌ

মক্কী; ৮ আয়াত; ১ রুকু

اٰيَاتُهَا ٨ رُكُوْعُهَا ١

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. শপথ আঞ্জির ও যয়তুনের

وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ ①

২. এবং সিনাই মরুভূমির পাহাড় তূরের

وَطُوْرِ سِيْنِيْنَ ②

৩. এবং এই নিরাপদ শহরের[১]

وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ ③

৪. আমি মানুষকে উৎকৃষ্ট ছাঁচে ঢেলে সৃষ্টি করেছি

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ④

৫. অতঃপর আমি তাকে হীনতাগ্রস্তদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা হীনতম অবস্থায় পৌছিয়ে দেই।[২]

ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سٰفِلِيْنَ ⑤

---

১. ফিলিস্তিন ও শাম এলাকায় আঞ্জির ও যয়তুন বেশি জন্মায়। কাজেই এর দ্বারা ফিলিস্তিন অঞ্চলের দিকে ইশারা করা হয়েছে, যেখানে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে নবী করে পাঠানো হয়েছিল এবং তাকে ইনজীল কিতাব দেওয়া হয়েছিল। আর সিনাই মরুভূমিস্থ তুর তো সেই পাহাড়, যার উপর হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে তাওরাত দেওয়া হয়েছিল। নিরাপদ শহর, বলতে মক্কা মুকাররমাকে বোঝানো হয়েছে, যেখানে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী বানিয়ে পাঠানো হয় এবং তার প্রতি কুরআন মাজীদ নাযিল করা হয়। এই তিনটির শপথ করার তাৎপর্য এই যে, এর পর যে কথা বলা হচ্ছে, তা তাওরাত, ইনজিল ও কুরআন– এ তিনও কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে এবং তিনও নবী আপন-আপন উম্মতকে তা জানিয়েছেন।

২. এর একাধিক ব্যাখ্যা হতে পারে। (এক) যারা ঈমান আনেনি, তারা দুনিয়ায় যত সুন্দর ও সুশ্রীই হোক, আখেরাতে তারা চরম কদর্য অবস্থায় পৌছে যাবে, যেহেতু তারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। এ কারণেই পরের আয়াতে মুমিনদেরকে এর ব্যতিক্রম বলা হয়েছে। কেননা তারা ঈমান ও সৎকর্মের বদৌলতে জান্নাত লাভ করবে।

(দুই) অধিকাংশ তাফসীরবিদ এর ব্যাখ্যা করেছেন যে, যৌবনে যত সুন্দরই হোক না কেন, বার্ধক্যে প্রতিটি মানুষ অত্যন্ত হীন অবস্থায় পৌছে যায় ও শ্রীহীন হয়ে পড়ে। তার সব রূপ-

৬. কিন্তু তারা ব্যতীত, যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে। তাদের জন্য আছে এমন প্রতিদান, যা কখনও শেষ হবে না।	اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ۝
৭. সুতরাং (হে মানুষ!) এরপর আর কী জিনিস আছে, যা তোমাকে কর্মফল দিবস প্রত্যাখ্যানে উদ্বুদ্ধ করছে?	فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّيْنِ ۝
৮. আল্লাহ কি শাসকবৃন্দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শাসক নন?[৩]	اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِيْنَ ۝

লাবণ্য লোপ পেয়ে যায়। শক্তি-সামর্থ্যও খতম হয়ে যায়। আর কাফেরগণ পরবর্তীতে কখনও এসব ফিরে পাবে সেই আশাও তাদের থাকে না। কেননা তারা তো আখেরাতকে বিশ্বাসই করে না। কিন্তু মুমিন-মুসলিমগণ বৃদ্ধকালে জরাজীর্ণ হয়ে পড়লেও তাদের এই বিশ্বাস থাকে যে, এ জীর্ণ দশা সম্পূর্ণ সাময়িক। কেননা মৃত্যুর পর তারা যে দ্বিতীয় জীবন লাভ করবে, তখন ইনশাআল্লাহ তারা আরও অনেক উৎকৃষ্ট নেয়ামত লাভ করবে। তখন এ সাময়িক কষ্ট শেষ হয়ে যাবে। দুনিয়ার রূপ ও সৌন্দর্য অপেক্ষা আরও অনেক ভালো রূপ ও সৌন্দর্য সেখানে দেওয়া হবে। এই অনুভূতির কারণে মুমিনদের বার্ধক্যের কষ্টও অনেক হালকা হয়ে যায়।

৩. আবু দাউদ ও তিরমিযীর এক হাদীস দ্বারা জানা যায়, এ আয়াত পড়ার পর- وَاَنَا عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشّٰهِدِيْنَ" বলা মুস্তাহাব। এর অর্থ 'কেন নয়? আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ সকল শাসকের শ্রেষ্ঠ শাসক'।

আলহামদুলিল্লাহ! সূরা তীন-এর তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। করাচি। ৯ই রমযানুল মুবারক ১৪২৯ হিজরী। (অনুবাদ শেষ হল আজ ২৭ শে মহররম ১৪৩২ হিজরী মোতাবেক ৩ রা জানুয়ারি ২০১১ খ্রি.)। আল্লাহ তাআলা এ খেদমতটুকু নিজ অনুগ্রহে কবুল করে নিন এবং অবশিষ্ট সূরাগুলির কাজও নিজ পছন্দমত শেষ করার তাওফীক দিন- আমীন।

৯৬ – সূরা আলাক – ১

سُوْرَةُ الْعَلَقِ مَكِّيَّةٌ

মক্কী; ১৯ আয়াত; ১ রুকু

اٰيَاتُهَا ١٩ رُكُوْعُهَا ١

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. পড় তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন।[১]

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ ①

২. তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাট রক্ত দ্বারা❖

خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ②

৩. পড় এবং তোমার প্রতিপালক সর্বাপেক্ষা বেশি মহানুভব।

اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ③

৪. যিনি কলম দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন,

الَّذِيْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ④

৫. মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন, যা সে জানত না।[২]

عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ⑤

---

১. এ সূরার প্রথম পাঁচ আয়াত সর্বপ্রথম ওহীরূপে হেরা গুহায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাযিল হয়। তিনি নবুওয়াত লাভের আগে কিছুকাল এ গুহায় ইবাদত-বন্দেগীতে রত ছিলেন। এ সময়ই একদিন হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম তাঁর কাছে আসলেন এবং তাঁকে বুকে চেপে ধরলেন। তারপর বললেন, পড়। তিনি বললেন, আমি তো পড়তে জানি না। একথা তিনবার বললেন। তারপর হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম এ পাঁচ আয়াত পাঠ করেন।

❖ علق (আলাক) অর্থ জমাট রক্ত, সংযুক্ত, ঝুলন্ত ইত্যাদি। সাধারণত মুফাসসিরগণ এর অর্থ করেছেন জমাট রক্ত। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান মতে মাতৃগর্ভে ভ্রুনের যে ক্রমবিকাশ হয়, তাতে প্রথম দিকে পুরুষের শুক্র ও নারীর ডিম্বানু মিলিত হয়ে জরায়ুর গায়ে সংযুক্ত হয়ে থাকে। এ হিসেবে আলাক হল সম্মিলিতরূপে শুক্র ও ডিম্বানুর জরায়ু-সংলগ্ন সেই অবস্থার নাম, যা আলাক-এর আভিধানিক অর্থের সাথেও সঙ্গতিপূর্ণ। যাই হোক এ শব্দটি থেকেই সূরার নাম হয়েছে সূরা আলাক –অনুবাদক।

২. এ কথার ভেতর ইঙ্গিত রয়েছে, যদিও শিক্ষা দানের সাধারণ নিয়ম কলম দ্বারা লিখিত কোন কিছু পড়ানো, কিন্তু আল্লাহ তাআলা এ ছাড়াও চাইলে কাউকে শিক্ষাদান করতে পারেন। সুতরাং উম্মী হওয়া সত্ত্বেও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমন জ্ঞান দান করা হয়েছে, যা লেখাপড়া জানা লোকের কল্পনায়ও আসে না।

৬. বস্তুত মানুষ প্রকাশ্য অবাধ্যতা করছে[৩]	كَلَّآ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰٓى ۝٦
৭. কেননা সে নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করে[৪]	اَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰى ۝٧
৮. এটা নিশ্চিত যে, তোমার প্রতিপালকের কাছেই সকলকে ফিরে যেতে হবে।	اِنَّ اِلٰى رَبِّكَ الرُّجْعٰى ۝٨
৯-১০. তুমি কি দেখেছ সেই ব্যক্তিকে, যে বাধা দেয় এক বান্দাকে– যখন সে নামায পড়ে?	اَرَءَيْتَ الَّذِىْ يَنْهٰى ۝٩ عَبْدًا اِذَا صَلّٰى ۝١٠
১১. আচ্ছা বল তো, সে (অর্থাৎ নামায আদায়কারী) যদি হেদায়েতের উপর থাকে	اَرَءَيْتَ اِنْ كَانَ عَلَى الْهُدٰٓى ۝١١
১২. অথবা তাকওয়ার আদেশ করে (তখন তাকে বাধা দেওয়া কি পথভ্রষ্টতা নয়?)।	اَوْ اَمَرَ بِالتَّقْوٰى ۝١٢
১৩. আচ্ছা বল তো, সে (বাধাদানকারী) যদি সত্য প্রত্যাখ্যান করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়,	اَرَءَيْتَ اِنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ۝١٣

---

৩. ৬নং থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত আয়াতগুলি হেরা গুহার উপরিউক্ত ঘটনার বহু কাল পর নাযিল হয়েছে। যে ঘটনার প্রেক্ষাপটে এ আয়াতসমূহ নাযিল হয়েছে তা হল, আবু জাহেল ছিল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘোর শত্রু। একদিন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাবা শরীফের চত্বরে নামায পড়ছিলেন। আবু জাহেল দেখে বাধা দিল এবং এ কথাও বলল যে, তুমি নামায পড়লে আমি পা দিয়ে মাড়িয়ে তোমার গর্দান পিষে দেব (নাউযুবিল্লাহ)। তখন আল্লাহ তাআলা এ আয়াতসমূহ নাযিল করেন।

৪. অর্থাৎ ধন-সম্পদ ও নেতৃত্বের কারণে নিজেকে এতটা বেনিয়ায ও বেপরোয়া মনে করে যে, তার ধারণা কেউ তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলছেন, শেষ পর্যন্ত সকলকেই আল্লাহ তাআলার কাছে ফিরে যেতে হবে। তখন এসব জারিজুরি খতম হয়ে যাবে।

اَلَمْ يَعْلَمْ بِاَنَّ اللّٰهَ يَرٰى ﴿١٤﴾

১৪. তবে সে কি জানে না আল্লাহ দেখছেন?

كَلَّا لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ ۙ۬ لَنَسْفَعًۢا بِالنَّاصِيَةِ ﴿١٥﴾

১৫. খবরদার! সে নিবৃত্ত না হলে আমি তার মাথার অগ্রভাগের চুলগুচ্ছ ধরে হেঁচড়িয়ে নিয়ে যাব

نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ﴿١٦﴾

১৬. সেই চুলগুচ্ছ, যা মিথ্যাচারী, গোনাহগার

فَلْيَدْعُ نَادِيَهٗ ﴿١٧﴾

১৭. সুতরাং সে ডাকুক তার জলসা-সঙ্গীদের

سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ﴿١٨﴾

১৮. আমিও ডাকব জাহান্নামের ফেরেশতাদের।[৫]

كَلَّا ؕ لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ﴿١٩﴾ السجدة

১৯. সাবধান! তার আনুগত্য করো না এবং সিজদা কর ও নিকটবর্তী হও।[৬]

---

৫. প্রথমে আবু জাহেল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামায পড়তে বাধা দিলে তিনি তাকে ধমক দিয়েছিলেন। তখন আবু জাহেল বলেছিল, মক্কায় আমি একা নই, আমার মজলিসেই বেশি লোক সমাগম হয় এবং সকলেই আমার সাথে আছে। তার জবাবে এ আয়াতে বলা হয়েছে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দেওয়ার জন্য সে যদি তার লোকজনকে ডাকে, তবে আমিও জাহান্নামের ফেরেশতাদেরকে ডাকব। কোন কোন বর্ণনায় আছে, আবু জাহেল তাঁকে কষ্ট দেওয়ার জন্য সামনে অগ্রসর হয়েছিল, কিন্তু পরক্ষণেই থেমে যায়। তা না হলে ফেরেশতাগণ তার শরীর থেকে গোশত খসিয়ে ফেলত (আদ-দুররুল মানছুর)।

৬. অত্যন্ত প্রীতিপূর্ণ বাক্য এটি। এর দ্বারা বোঝা যায়, সিজদা অবস্থায় আল্লাহ তাআলার সাথে বান্দার বিশেষ নৈকট্য অর্জিত হয়। এটি সিজদার আয়াত। এটি পাঠ করলে বা শুনলে সিজদা ওয়াজিব হয়ে যায়।

৯৭ – সূরা কাদর – ২৫

سُوْرَةُ الْقَدْرِ مَكِّيَّةٌ
اٰيَاتُهَا ٥ رُكُوْعُهَا ١

মক্কী; ৫ আয়াত; ১ রুকু

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

اِنَّاۤ اَنْزَلْنٰهُ فِیْ لَیْلَةِ الْقَدْرِ ۚ ۝١

১. নিশ্চয়ই আমি এটা (অর্থাৎ কুরআন) শবে কদরে নাযিল করেছি।[১]

وَمَاۤ اَدْرٰىكَ مَا لَیْلَةُ الْقَدْرِ ؕ ۝٢

২. তুমি কি জান শবে কদর কী?

لَیْلَةُ الْقَدْرِ ۙ۬ خَیْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ ؕ ۝٣

৩. শবে কদর এক হাজার মাস অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।[২]

تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِیْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ ۚ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ ۙ ۝٤

৪. সে রাতে ফেরেশতাগণ ও রূহ প্রত্যেক কাজে তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে অবতীর্ণ হয়।[৩]

سَلٰمٌ ۛ۫ هِیَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۠ ۝٥

৫. সে রাত আদ্যোপান্ত শান্তি– ফজরের আবির্ভাব পর্যন্ত।

---

১. এর এক অর্থ তো এই যে, এ রাতে সম্পূর্ণ কুরআন লাওহে মাহফুজ থেকে প্রথম আসমানে নাযিল করা হয়। তারপর হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম সেখান থেকে অল্প-অল্প করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিয়ে আসতে থাকেন, যা তেইশ বছরে শেষ হয়। দ্বিতীয় অর্থ হল, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর কুরআন নাযিলের সূচনা হয় শবে কদরে। শবে কদর রমযানের শেষ দশকের যে-কোন বেজোড় রাতে হতে পারে, অর্থাৎ ২১, ২৩, ২৫, ২৭ ও ২৯ তারিখের রাত।

২. অর্থাৎ এক হাজার রাত ইবাদত করলে যে সওয়াব হতে পারে এই এক রাতের ইবাদতে তার চেয়েও বেশি সওয়াব পাওয়া যায়।

৩. এ রাতে ফেরেশতাদের পৃথিবীতে নেমে আসার দুটি উদ্দেশ্য থাকে। (এক) এ রাতে যারা ইবাদত-বন্দেগীতে মশগুল থাকে, ফেরেশতাগণ তাদের জন্য দুআ করে, যেন আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করেন। (দুই) দ্বিতীয় উদ্দেশ্য এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, সারা বছরে যা-কিছু ঘটবে বলে তাকদীরে ফায়সালা হয়ে আছে, আল্লাহ তাআলা এ রাতে তা ফেরেশতাদের উপর ন্যস্ত করেন, যাতে তারা যথাসময়ে তা কার্যকর করেন। 'প্রত্যেক কাজে অবতীর্ণ হওয়া-এর এ ব্যাখ্যাই মুফাসসিরগণ করেছেন।

৯৮ – সূরা বায়্যিনা – ১০০

মক্কী; ৮ আয়াত; ১ রুকু

سُوْرَةُ الْبَيِّنَةِ مَدَنِيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ٨ رُكُوْعُهَا ١

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ مُنْفَكِّيْنَ حَتّٰى تَاْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ۝١

১. মুশরিকগণ ও কিতাবীদের মধ্যে যারা কাফের ছিল তারা ততক্ষণ পর্যন্ত নিবৃত্ত হওয়ার ছিল না, যতক্ষণ না তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ আসে।[1]

رَسُوْلٌ مِّنَ اللّٰهِ يَتْلُوْا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ۝٢

২. অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ হতে একজন রাসূল, যে পবিত্র গ্রন্থ পড়ে শোনাবে।

فِيْهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ۝٣

৩. যাতে সরল-সঠিক বিষয় লেখা থাকবে।

وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ ۝٤

৪. যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল, তারা স্বতন্ত্র পথ অবলম্বন করেছিল তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পরই।[2]

---

১. এ আয়াতসমূহে নবী হিসেবে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের কারণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তা এই যে, জাহেলী যুগে যারা কাফের ছিল, তাতে তারা মুশরিক ও পৌত্তলিক হোক বা কিতাবী, তারা তাদের কাছে এক সুস্পষ্ট প্রমাণ তথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব না হওয়া পর্যন্ত কুফর পরিত্যাগ করার ছিল না। সুতরাং যারা মুক্তমন নিয়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথাবার্তা সম্পর্কে চিন্তা করেছে তারা বাস্তবিকই কুফর থেকে তাওবা করে ঈমান এনেছে। অবশ্য যারা স্বভাবগতভাবেই জেদী মানসিকতার ছিল তারা এ নেয়ামত থেকে বঞ্চিত থেকেছে।

২. কিতাবীদের মধ্যে যারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতের উজ্জ্বল প্রমাণাদি দেখার পরও ঈমান আনেনি, এ আয়াতে তাদের কথা বলা হচ্ছে। অর্থাৎ উচিত তো ছিল তারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শুভাগমনকে একটি মহা নেয়ামত মনে করবে। কিন্তু উল্টো জিদ ও ঈর্ষার বশবর্তী হয়ে তারা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করল এবং পৃথক পথ অবলম্বন করল, অথচ তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ এসে গিয়েছিল।

وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۙ حُنَفَآءَ وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ ۝٥

৫. তাদেরকে কেবল এই আদেশই করা হয়েছিল যে, তারা আল্লাহর ইবাদত করবে, আনুগত্যকে একনিষ্ঠভাবে তাঁরই জন্য খালেস রেখে এবং নামায কায়েম করবে ও যাকাত দেবে আর এটাই সরল সঠিক উম্মতের দ্বীন।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ اُولٰٓئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ۝٦

৬. নিশ্চিতভাবে জেনে রেখ, কিতাবী ও মুশরিকদের মধ্যে যারা কুফর অবলম্বন করেছে তারা জাহান্নামের আগুনে যাবে, যেখানে তারা সর্বদা থাকবে। তারাই সৃষ্টির অধম।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۝٧

৭. আর যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তারাই সৃষ্টির সেরা।

جَزَآؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ؕ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهٗ ۝٨

৮. তাদের প্রতিপালকের কাছে তাদের পুরস্কার হল সদা বসন্তের জান্নাত, যার নিচে নহর প্রবাহিত থাকবে। সেখানে তারা সর্বদা থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি খুশী থাকবেন এবং তারাও আল্লাহর প্রতি খুশী থাকবে। এসব তার জন্য, যে অন্তরে তার প্রতিপালকের ভীতি পোষণ করে।

আলহামদুলিল্লাহ! সূরা বায়্যিনার তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হল। করাচি। ১০ই রমযানুল মুবারক ১৪২৯ হিজরী। আল্লাহ তাআলা কবুল করে নিন এবং বাকি সূরাগুলির কাজও নিজ মর্জি মোতাবেক শেষ করার তাওফীক দিন– আমীন।

৯৯ – সূরা যিলযাল – ৯৩

سُوْرَةُ الزِّلْزَالِ مَدَنِيَّةٌ

মাদানী; ৮ আয়াত; ১ রুকু

اٰيَاتُهَا ٨ رُكُوْعُهَا ١

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. যখন পৃথিবীকে আপন কম্পনে ঝাঁকিয়ে দেওয়া হবে

اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا ①

২. এবং ভূমি তার ভার বের করে দেবে[১]

وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا ②

৩. এবং মানুষ বলবে, তার কী হল?

وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَا لَهَا ③

৪. সে দিন পৃথিবী তার যাবতীয় সংবাদ জানিয়ে দেবে।[২]

يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا ④

৫. কেননা তোমার প্রতিপালক তাকে সেই আদেশই করবেন।

بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْحٰى لَهَا ⑤

৬. সে দিন মানুষ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে প্রত্যাবর্তন করবে, কারণ তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখানো হবে।[৩]

يَوْمَئِذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا ۙ لِّيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ ⑥

---

১. অর্থাৎ ভূ-গর্ভে যত মৃত ব্যক্তি সমাধিস্থ আছে তারাও বের হয়ে আসবে এবং যত খনিজ পদার্থ আছে, ভূমি তাও উগলে দেবে। এক হাদীসে আছে, কেউ অর্থ-সম্পদের জন্য কাউকে হত্যা করে থাকলে বা অর্থ-সম্পদের কারণে আত্মীয়-স্বজনের অধিকার পদদলিত করে থাকলে কিংবা চুরি-ডাকাতি করে থাকলে সে সেই সম্পদ দেখে বলবে, আহা! এটাই সেই সম্পদ যার জন্য আমি এসব গোনাহ করেছিলাম। অতঃপর কেউ আর সেই সোনা-রূপার দিকে ভ্রুক্ষেপ করবে না।

২. অর্থাৎ ভূমিতে মানুষ যত ভালো বা মন্দ কাজ করে, সে দিন ভূমি সে সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে।

৩. 'প্রত্যাবর্তন করবে' -এর এক অর্থ হতে পারে কবর থেকে বের হয়ে হাশরের ময়দানের দিকে যাওয়া। সেক্ষেত্রে 'কৃতকর্ম দেখানো'-এর অর্থ হবে 'আমলনামা' দেখানো। আর প্রত্যাবর্তন করার দ্বিতীয় অর্থ হতে পারে, হিসাব-নিকাশ শেষ হওয়ার পর মানুষ বিভিন্ন

৭. সুতরাং কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করে থাকলে সে তা দেখতে পাবে

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ ۝

৮. এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করে থাকলে তাও দেখতে পাবে।[৪]

وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ ۝

অবস্থায় ফিরবে। যারা পুণ্যবান তারা তো ফিরবে ভালো অবস্থায়; তাদেরকে তাদের সৎকর্মের পুরস্কার দেখানো হবে আর যারা পাপিষ্ঠ, তারা ফিরবে মন্দ অবস্থায়; তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের শাস্তি দেখানো হবে।

৪. 'অসৎকর্ম' দ্বারা সেই সব পাপাচার বোঝানো হয়েছে, ব্যক্তি দুনিয়ায় যা থেকে তাওবা করেনি। কেননা খাঁটি তাওবা দ্বারা পাপাচার এমনভাবে মাফ হয়ে যায়, যেন সে পাপকর্ম করেইনি। খাঁটি তাওবার জন্য শর্ত হলো, যদি পাপের প্রতিকার করা সম্ভব হয়, তবে প্রতিকার করে ফেলা, যেমন কারও হক নষ্ট করে থাকলে তা পরিশোধ করে ফেলা বা তার থেকে ক্ষমা করিয়ে নেওয়া, যদি ফরয ছুটে যায়, তবে তার কাযা করে নেওয়া ইত্যাদি।

১০০ – সূরা আদিয়াত – ১৪

سُوْرَةُ الْعٰدِيٰتِ مَكِّيَّةٌ

মক্কী; ১১ আয়াত; ১ রুকু

اٰيَاتُهَا ١١ رُكُوْعُهَا ١

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالْعٰدِيٰتِ ضَبْحًا ۙ﴿١﴾

১. শপথ সেই ঘোড়াসমূহের, যারা ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ায়

فَالْمُوْرِيٰتِ قَدْحًا ۙ﴿٢﴾

২. তারপর যারা (খুরের আঘাতে) অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উৎক্ষিপ্ত করে।

فَالْمُغِيْرٰتِ صُبْحًا ۙ﴿٣﴾

৩. তারপর প্রভাতকালে আক্রমণ চালায়

فَاَثَرْنَ بِهٖ نَقْعًا ۙ﴿٤﴾

৪. এবং তখন ধুলো উড়ায়

فَوَسَطْنَ بِهٖ جَمْعًا ۙ﴿٥﴾

৫. তারপর সেই সময়ই (শত্রু সৈন্যের) কোন ভীড়ের মাঝখানে ঢুকে পড়ে।[১]

اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ لَكَنُوْدٌ ۚ﴿٦﴾

৬. মানুষ তার প্রতিপালকের বড়ই অকৃতজ্ঞ।

---

১. এর দ্বারা জঙ্গী ঘোড়া বোঝানো হয়েছে, যাতে চড়ে সেকালে যুদ্ধ করা হত। প্রথম দিকের আয়াতসমূহে সেই ঘোড়াদের যুদ্ধকালীন বিভিন্ন অবস্থা উল্লেখ করা হয়েছে। তো সেই অবস্থাবিশিষ্ট ঘোড়াদের শপথ করার তাৎপর্য এই যে, জঙ্গী ঘোড়া মালিকের অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও ভক্ত হত যে, প্রভুর আদেশ পালনের জন্য কোনও রকমের ঝুঁকি গ্রহণে ইতঃস্তত করে না। এমনকি তার জীবন রক্ষার জন্য নিজ প্রাণের ঝুঁকি পর্যন্ত গ্রহণ করে। এতবড় শক্তিশালী প্রাণীকে আল্লাহ তাআলা মানুষের কতইনা অনুগত ও ওফাদার বানিয়ে দিয়েছেন। এর দ্বারা গোনাহগার মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে, ঘোড়া তো নিজ প্রভুর এ রকম ভক্ত ও বিশ্বস্ত, অথচ মানুষ হয়ে সে নিজ স্রষ্টা ও মালিকের ওফাদারী করছে না, তাঁর অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে না, উল্টো তার নাফরমানীতে লিপ্ত হয়েছে। ৬নং আয়াতে সে কথাই বলা হচ্ছে যে, মানুষ তার প্রতিপালকের বড়ই অকৃতজ্ঞ।

৭. এবং সে নিজেই এ বিষয়ে সাক্ষী[২]	وَ اِنَّهٗ عَلٰی ذٰلِكَ لَشَهِیْدٌ ۚ﴿۷﴾
৮. এবং বস্তুত সে ধন-সম্পদের ঘোর আসক্ত[৩]	وَ اِنَّهٗ لِحُبِّ الْخَیْرِ لَشَدِیْدٌ ؕ﴿۸﴾
৯. তবে কি সে সেই সময় সম্পর্কে জ্ঞাত নয়, যখন কবরে যা-কিছু আছে তা বাইরে ছড়িয়ে দেওয়া হবে	اَفَلَا یَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِی الْقُبُوْرِ ۙ﴿۹﴾
১০. এবং বুকের ভেতর যা-কিছু আছে, তা প্রকাশ করে দেওয়া হবে।[৪]	وَ حُصِّلَ مَا فِی الصُّدُوْرِ ۙ﴿۱۰﴾
১১. নিশ্চয়ই তাদের প্রতিপালক সে দিন (তাদের যে অবস্থা হবে, সে) সম্পর্কে পরিপূর্ণ অবহিত।	اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ یَوْمَىِٕذٍ لَّخَبِیْرٌ ۠﴿۱۱﴾

---

২. অর্থাৎ তার কার্যকলাপ সাক্ষ্য দেয় যে, সে বড় অকৃতজ্ঞ।

৩. এর দ্বারা অর্থ-সম্পদের এমন আসক্তি বোঝানো হয়েছে, যা দ্বীনী দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে বাধা হয় বা গোনাহে লিপ্ত হতে উৎসাহ যোগায়।

৪. অর্থাৎ মৃতদেরকে কবর থেকে বের করে ফেলা হবে এবং মানুষের মনে যেসব কথা গোপন আছে, তা প্রকাশ হয়ে যাবে।

১০১ – সূরা কারি'আ – ৩০

سُوْرَةُ الْقَارِعَةِ مَكِّيَّةٌ

মক্কী; ১১ আয়াত; ১ রুকু

اٰيَاتُهَا ۱۱ رُكُوْعُهَا ۱

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْقَارِعَةُ ۝١

১. (স্মরণ কর) সেই ঘটনা, যা অন্তরাত্মা কাঁপিয়ে দেবে

مَا الْقَارِعَةُ ۝٢

২. অন্তরাত্মা প্রকম্পিতকারী সে ঘটনা কী?

وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْقَارِعَةُ ۝٣

৩. তুমি কি জান অন্তরাত্মা প্রকম্পিতকারী সে ঘটনা কী?❖

يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ ۝٤

৪. যে দিন সমস্ত মানুষ বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মত হয়ে যাবে।

وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ ۝٥

৫. এবং পাহাড়সমূহ হবে ধূনিত রঙ্গিন পশমের মত।

فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ ۝٦

৬. তখন যার পাল্লা ভারী হবে

فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۝٧

৭. সে তো সন্তোষজনক জীবনে থাকবে

وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ ۝٨

৮. আর যার পাল্লা হালকা হবে

فَاُمُّهٗ هَاوِيَةٌ ۝٩

৯. তার ঠিকানা হবে এক গভীর গর্ত

❖ এর দ্বারা কিয়ামত বোঝানো হয়েছে। তা যে কী ভয়ঙ্কর ঘটনা তা যথাযথভাবে উপলব্ধি করা তো কারও পক্ষে সম্ভব নয়। তাই পরবর্তী আয়াতসমূহ তার কিছু নমুনা উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছে, যাতে তা দ্বারা সে দিনের ভয়াবহ রূপ সম্পর্কে কিছুটা অনুমান লাভ হয় –অনুবাদক।

১০. তুমি কি জান সেই গভীর গর্ত কী? وَمَآ اَدۡرٰىكَ مَا هِيَهۡ ﴿١٠﴾

১১. এক উত্তপ্ত আগুন।❖❖ نَارٌ حَامِيَةٌ ﴿١١﴾

❖❖ দুনিয়ার আগুনও তো উত্তপ্তই হয়ে থাকে তা সত্ত্বেও জাহান্নামের আগুনের বিশেষণ হিসেবে 'উত্তপ্ত' শব্দ ব্যবহার করে বোঝানো হচ্ছে যে, সে আগুনের তাপ এত তীব্র, যেন সে তুলনায় দুনিয়ার আগুন উত্তপ্তই নয়। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তা থেকে রক্ষা করুন —অনুবাদক।

১০২ – সূরা তাকাছুর – ১৬

سُوْرَةُ التَّكَاثُرِ مَكِّيَّةٌ

মক্কী; ৮ আয়াত; ১ রুকু

اٰيَاتُهَا ٨ رُكُوْعُهَا ١

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ ①

১. (পার্থিব ভোগ সামগ্রীতে) একে অন্যের উপর আধিক্য লাভের বাসনা তোমাদেরকে উদাসীন করে রাখে।[১]

حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ②

২. যতক্ষণ না তোমরা কবরস্থানে পৌছ।

كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ③

৩. কিছুতেই এরূপ সমীচীন নয়। শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে।

ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ④

৪. আবারও (শোন), কিছুতেই এরূপ সমীচীন নয়। শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে।

كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ ⑤

৫. কক্ষণও নয়। তোমরা নিশ্চিত জ্ঞানের সাথে যদি এ কথা জানতে (তবে এরূপ করতে না)।

لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ ⑥

৬. নিশ্চিতভাবে জেনে রেখ তোমরা জাহান্নাম অবশ্যই দেখবে।[২]

ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ ⑦

৭. আবারও বলি নিশ্চিতভাবে জেনে রেখ, তোমরা অবশ্যই তা দেখবে পরিপূর্ণ প্রত্যয়ে।

---

১. অর্থাৎ দুনিয়ার সম্পদ বেশি-বেশি কুড়ানোর ধান্ধায় পড়ে তোমরা আখেরাত ভুলে গেছ।

২. অর্থাৎ যারা জান্নাতে যাবে তাদেরকেও জাহান্নাম দেখানো হবে, যাতে তারা জান্নাতের প্রকৃত মূল্য বুঝতে পারে। দেখুন সূরা মারইয়াম (১৯ : ৭১)।

৮. অতঃপর সে দিন তোমাদেরকে নেয়ামতরাজি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে (যে, তোমরা তার কী হক আদায় করেছ?)[৩]

---

৩. অর্থাৎ দুনিয়ায় যেসব নেয়ামত তোমরা লাভ করেছিলে সে কারণে তোমরা আল্লাহ তাআলার কী শোকর আদায় করেছ এবং তাঁর কেমন আনুগত্য করেছ?

১০৩ – সূরা আসর – ১৩

সُورَةُ الْعَصْرِ مَكِّيَّةٌ

মক্কী; ৩ আয়াত; ১ রুকু

اٰيَاتُهَا ٣ رُكُوْعُهَا ١

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

وَالْعَصْرِ ①

১. কালের শপথ![১]

اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ ②

২. বস্তুত মানুষ অতি ক্ষতির মধ্যে আছে।

اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ۬ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ③

৩. তারা ব্যতীত, যারা ঈমান আনে, সৎকর্ম করে এবং একে অন্যকে সত্যের উপদেশ দেয় ও একে অন্যকে সবরের উপদেশ দেয়।[২]

---

১. অর্থাৎ কালের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, যারা ঈমান ও সৎকর্ম থেকে বঞ্চিত থাকে, তারা মহা ক্ষতিগ্রস্ত। কেননা এ রকম বহু জাতিকে দুনিয়াতেই আসমানী আযাবের সম্মুখীন হতে হয়েছে। তাছাড়া প্রত্যেক যুগে আল্লাহ তাআলার নাযিলকৃত কিতাব ও তাঁর প্রেরিত নবীগণ মানুষকে সতর্ক করেছেন যে, যদি ঈমান ও সৎকর্ম অবলম্বন না করা হয়, তবে আখেরাতের কঠিন শাস্তি মানুষের জন্য অপেক্ষা করছে।

২. এ আয়াত শিক্ষা দিচ্ছে আখেরাতের মুক্তির জন্য কেবল নিজেকে শোধরানোই যথেষ্ট নয়। বরং নিজ-নিজ প্রভাব বলয়ের ভেতর অন্যদেরকে সত্য-সঠিক বিষয়ে তাগিদ করা ও সবর অবলম্বন করতে উপদেশ দেওয়াও জরুরী। পূর্বেও কয়েক জায়গায় বলা হয়েছে যে, 'সবর' কুরআন মাজীদের একটি পরিভাষা। এর অর্থ হল, যখন মানুষের মনের চাহিদা ও কামনা-বাসনা তাকে কোন ফরয কাজ আদায় থেকে বিরত রাখতে চায়, কিংবা কোন গোনাহের কাজে লিপ্ত হতে উৎসাহ যোগায়, তখন মনের সে ইচ্ছাকে দমন করা আর যখন কোন অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয় সামনে এসে যায়, তখন আল্লাহ তাআলার ফায়সালায় খুশী থাকা ও সে সম্পর্কে কোন রকম অভিযোগ তোলা হতে নিজেকে বিরত রাখা। অবশ্য তাকদীর সম্পর্কে অভিযোগ না তুলে সেই অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয় থেকে মুক্তি লাভের চেষ্টা করা এবং বৈধতার সীমার ভেতর থেকে সেজন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা সবরের পরিপন্থী নয়। এ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানার জন্য সূরা আলে-ইমরানের শেষ আয়াতের টীকা দেখুন।

করাচি। ১২ই রমযানুল মোবারক ১৪২৯ হিজরী (অনুবাদ শেষ হল আজ ২৮ শে মহররম ১৪৩২ হিজরী মোতাবেক ৪ঠা জানুয়ারি ২০১১ খ্রি.)।

১০৪ – সূরা হুমাযা – ৩২

سُوْرَةُ الْهُمَزَةِ مَكِّيَّةٌ

মক্কী; ৯ আয়াত; ১ রুকু

اٰيَاتُهَا ٩ رُكُوْعُهَا ١

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِ ۙ①

১. বহু দুঃখ আছে সেই ব্যক্তির, যে পেছনে অন্যের বদনাম করে (এবং) মুখের উপর নিন্দা করতে অভ্যস্ত।[১]

الَّذِيْ جَمَعَ مَالًا وَّعَدَّدَهٗ ۙ②

২. যে অর্থ সঞ্চয় করে ও তা বারবার গুণে দেখে।

يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهٗۤ اَخْلَدَهٗ ۚ③

৩. সে মনে করে তার সম্পদ তাকে চিরজীবি করে রাখবে।[২]

كَلَّا لَيُنْۢبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ۖ④

৪. কক্ষণও নয়। তাকে তো এমন স্থানে নিক্ষেপ করা হবে, যা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলে।

وَمَاۤ اَدْرٰىكَ مَا الْحُطَمَةُ ۭ⑤

৫. তুমি কি জান সেই চূর্ণ-বিচূর্ণকারী জিনিস কী?

---

১. কারো পেছনে বদনাম করাকে গীবত বলে। সূরা হুজুরাত (৪৯ : ১২)-এ একে অত্যন্ত ন্যাক্কারজনক পাপ বলা হয়েছে। কাউকে তার মুখের উপর নিন্দা করলে মনে দুঃখ পায়। এটাও অনেক বড় গোনাহ।

২. বৈধ পন্থায় অর্থ-সম্পদ উপার্জন করলে কোন গোনাহ নেই। কিন্তু তাতে এত বেশি আসক্ত হয়ে পড়া যে, সর্বক্ষণ তা গুণতে থাকবে, এটা কিছুতেই পছন্দনীয় নয়। কেননা সম্পদের এমন মোহ মানুষকে গোনাহের কাজে উৎসাহিত করে। তাছাড়া সম্পদের ভালোবাসা যখন কারও উপর এভাবে সওয়ার হয়ে যায়, তখন সে মনে করে তার সব সমস্যার সমাধান সম্পদ দ্বারাই হয়ে যাবে। ফলে সে মৃত্যু ও আখেরাত সম্বন্ধে সম্পূর্ণ গাফেল হয়ে যায় এবং দুনিয়াদারীর এমন সব পরিকল্পনা হাতে নেয়, যাতে মনে হয় সে চিরদিন বেঁচে থাকবে; তার অর্থ-সম্পদ তাকে অমর করে রাখবে।

نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ ⑥

৬. তা আল্লাহর প্রজ্বলিত আগুন।

الَّتِیْ تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْـِٕدَةِ ⑦

৭. যা হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছে যাবে

اِنَّهَا عَلَیْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ ⑧

৮. নিশ্চয়ই তা তাদের উপর আবদ্ধ করে রাখা হবে।

فِیْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ⑨

৯. যখন তারা (আগুনের) লম্বা-চওড়া স্তম্ভসমূহের মধ্যে পরিবেষ্টিত থাকবে।[৩]

---

৩. আল্লাহ তাআলা আমাদের রক্ষা করুন। জাহান্নামে আগুনের শিখা হবে লম্বা-চওড়া স্তম্ভের মত এবং তা চারদিক থেকে জাহান্নামীদেরকে এমনভাবে ঘিরে রাখবে যে, তাদের বের হওয়ার কোন পথ থাকবে না।

১০৫ – সূরা ফীল – ১৯

سُوْرَةُ الْفِيْلِ مَكِّيَّةٌ

মক্কী; ৫ আয়াত; ১ রুকু

اٰيَاتُهَا ٥ رُكُوْعُهَا ١

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ ①

১. তুমি কি দেখনি তোমার প্রতিপালক হাতিওয়ালাদের সাথে কী ব্যবহার করেছেন?[১]

اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِيْ تَضْلِيْلٍ ②

২. তিনি কি তাদের সব কৌশল ব্যর্থ করে দেননি?

وَّاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ ③

৩. তিনি তাদের বিরুদ্ধে ঝাঁকে-ঝাঁকে পাখি ছেড়ে দিয়েছিলেন,

تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ ④

৪. যারা তাদের উপর পাকা-মাটির পাথর নিক্ষেপ করছিল।

فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ ⑤

৫. সুতরাং তিনি তাদের খেয়ে ফেলা ভুসির মত করে ফেলেন।

---

১. ইশারা আবরাহার সেনাবাহিনীর প্রতি, যারা কাবা শরীফের উপর হামলা চালানোর জন্য হাতির উপর সওয়ার হয়ে এসেছিল। [الفيل 'ফীল' মানে হাতি। এরই থেকে সূরাটির নাম হয়েছে সূরা ফীল]। আবরাহা ছিল ইয়ামানের শাসক। সে ইয়েমেনে এক জমকালো গীর্জা নির্মাণ করে ইয়েমেনবাসীদের মধ্যে ঘোষণা করে দিয়েছিল, এখন থেকে কেউ আর হজ্জ করার জন্য মক্কায় যাবে না। এই গীর্জাকেই বায়তুল্লাহ মনে করবে।

আরবের মানুষ যদিও মূর্তিপূজক ছিল, কিন্তু হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের তালীম ও তাবলীগের কারণে কাবা শরীফের মর্যাদা তাদের অন্তরে বদ্ধমূল ছিল। কাজেই আবরাহার এ ঘোষণার কারণে তাদের অন্তরে প্রচণ্ড ক্ষোভ ও ঘৃণা সৃষ্টি হল। তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটল এভাবে যে, কেউ গিয়ে রাতের বেলা সেই গীর্জায় মলত্যাগ করে আসল। কোন-কোন বর্ণনায় আছে, গীর্জাটির একাংশে আগুনও লাগিয়ে দিয়েছিল। আবরাহা এ ঘটনা শুনে আক্রোশে উম্মত্ত হয়ে উঠল। সে এমনই দিশেহারা হয়ে পড়েছিল যে, এর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য এক বিশাল বাহিনী প্রস্তুত করে ফেলল এবং তাদের নিয়ে মক্কা

মুকাররমার পথে যাত্রা করল। পথে আরবের কয়েকটি গোত্র তার সঙ্গে যুদ্ধ করল, কিন্তু আবরাহার বিশাল বাহিনীর কাছে তারা পরাস্ত হল। শেষ পর্যন্ত সে মক্কা মুকাররমার কাছাকাছি 'মুগাম্মাস' নামক এক স্থানে পৌঁছে গেল। পর দিন ভোরে যখন বাইতুল্লাহ শরীফের দিকে অগ্রসর হতে চাইল, তখন তার হাতি কিছুতেই সে দিকে যেতে চাইল না। ঠিক এ মুহূর্তেই সাগরের দিক থেকে আশ্চর্য ধরনের এক ঝাঁক পাঠি উড়ে আসল এবং আবরাহার গোটা বাহিনীর উপর দিয়ে আকাশ ছেয়ে ফেলল। প্রতিটি পাখি তিনটি করে কঙ্কর বহন করছিল। তারা সেগুলো সৈন্যদের উপর বর্ষণ করল। সে কঙ্করে এমন কাজ হল যা গোলা-বারুদ দিয়েও সম্ভব হয় না। যার উপরই সে কঙ্কর পড়ত তার শরীর ভেদ করে তা মাটিতে ঢুকে যেত। এ আযাব দেখে সবগুলো হাতি পালাতে শুরু করল। কিছু সৈন্য তো সেখানেই ধ্বংস হল। আর যারা পালিয়েছিল, তাদের সকলেও রাস্তায় মারা গেল।

আবরাহার মৃত্যু হল সর্বাপেক্ষা দৃষ্টান্তমূলকভাবে। তার সারা দেহে এমন বিষ ছড়িয়ে পড়ল যে, তাতে শরীরের জোড়ায়-জোড়ায় পচন ধরল। এ অবস্থায়ই তাকে ইয়েমেনে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে গলে-পচে একদম খতম হয়ে গেল। তার দুই মাহুত মক্কা মুকাররমায় থেকে গিয়েছিল। তারা অন্ধ ও বিকলাঙ্গ হয়ে গিয়েছিল। এ ঘটনাটি ঘটেছিল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মের সামান্য আগে। হযরত আয়েশা ও তাঁর বোন হযরত আসমা (রাযি.) সেই অন্ধ লোক দু'টিকে দেখেছিলেন। (বিস্তারিত জানার জন্য মাআরিফুল কুরআন দেখুন)। এ সূরার ঘটনাটি উল্লেখ করে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলার শক্তি অনেক বড়। যারা আপনার দুশমনীতে কোমর বেঁধে লেগেছে শেষ পর্যন্ত তারাও হাতিওয়ালাদের মত ধ্বংস হবে।

১০৬ – সূরা কুরাইশ – ২৯

سُوْرَةُ قُرَيْشٍ مَكِّيَّةٌ

মক্কী; ৪ আয়াত; ১ রুকু

اٰيَاتُهَا ٤ رُكُوْعُهَا ١

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ①

১. যেহেতু কুরাইশের লোকেরা অভ্যস্ত

اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ ②

২. অর্থাৎ তারা শীত ও গ্রীষ্মকালে (ইয়েমেন ও শামে) সফর করতে অভ্যস্ত।[১]

فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ ③

৩. তাই তারা যেন এই ঘরের মালিকের ইবাদত করে,

الَّذِيْٓ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ ۙ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ④

৪. যিনি তাদেরকে ক্ষুধার্ত অবস্থায় খাদ্য দিয়েছেন এবং ভয়-ভীতি হতে তাদেরকে নিরাপদ রেখেছেন।

---

১. এ সূরার প্রেক্ষাপট এই যে, জাহেলী যুগে অর্থাৎ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের আগে আরব অঞ্চলে মানুষের জান-মালের নিরাপত্তা ছিল না। হত্যা, লুণ্ঠন ইত্যাদি ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল। কেউ নিরাপদে স্বাধীনভাবে সফর করতে পারত না। কেননা পথে যেমন চোর-ডাকাতের ভয় ছিল তেমনি আশঙ্কা ছিল শত্রু গোত্রের লোকে তাকে মেরে ফেলতে পারে। কিন্তু কুরাইশ গোত্র যেহেতু বাইতুল্লাহ শরীফের আশপাশে বাস করত এবং তারা এ পবিত্র ঘরের সেবা করত। তাই আরবের সমস্ত লোকই তাদেরকে সম্মান করত। তারা যখন সফর করত কেউ তাদের কোন ক্ষতি করত না। সুতরাং তারা প্রতি বছর শীতকালে শামে ও গ্রীষ্মকালে ইয়েমেনে বাণিজ্যিক সফর করত। তাদের আয়-রোজগার এসব সফরের উপরই নির্ভরশীল ছিল। মক্কা মুকাররমায় কোন খেত-খামার ছিল না। তা সত্ত্বেও এসব সফরের কারণে তারা সচ্ছল জীবন যাপন করত।

আল্লাহ তাআলা এ সূরায় তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, সারা আরবে তাদের যে সম্মান এবং যে কারণে তারা শীত ও গ্রীষ্মকালে নিরাপদে বাণিজ্যিক ভ্রমণ করতে পারে, এসব এই বাইতুল্লাহ শরীফেরই বরকত এবং এ ঘরের প্রতিবেশী হওয়ার কারণেই সকলে তাদেরকে বিশেষ সম্মান ও খাতির করে। সুতরাং তাদের উচিত এ ঘরের মালিক অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার ইবাদত করা ও মূর্তিপূজা পরিত্যাগ করা। কেননা এ ঘরের কারণেই তো তারা খাবার পাচ্ছে এবং এরই কারণে তারা শান্তি ও নিরাপত্তা ভোগ করছে। এর মধ্যে শিক্ষা রয়েছে যে, কোন দ্বীনী সম্পর্কের কারণে যে ব্যক্তি দুনিয়ায় বিশেষ কোন সুবিধা ভোগ করে তার অন্যদের তুলনায় বেশি ইবাদত-বন্দেগীতে লিপ্ত থাকা উচিত।

এ সূরার তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হলো ১৩ই রমযানুল মুবারক ১৪২৯ হিজরী।

১০৭ – সূরা মাউন – ১৭

মক্কী; ৭ আয়াত; ১ রুকু

سُوْرَةُ الْمَاعُوْنِ مَكِّيَّةٌ

اٰيَاتُهَا ٧ رُكُوْعُهَا ١

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. তুমি কি দেখেছ তাকে, যে কর্মফলকে অস্বীকার করে?

اَرَءَيْتَ الَّذِيْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ①

২. সে তো সে-ই, যে ইয়াতীমকে ধাক্কা দেয়,[১]

فَذٰلِكَ الَّذِيْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ ②

৩. এবং মিসকীনকে খাদ্য দানে উৎসাহ দেয় না[২]

وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ③

৪–৫. সুতরাং বড় দুঃখ আছে সেই নামাযীদের, যারা তাদের নামাযে গাফলতি করে[৩]

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ④ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ⑤

৬. যারা মানুষকে দেখায়[৪]

الَّذِيْنَ هُمْ يُرَاءُوْنَ ⑥

---

১. কয়েকজন কাফের সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তাদের কাছে কোন ইয়াতীম সাহায্য চাইতে আসলে ধাক্কা দিয়ে বের করে দিত। এ কাজটি যে-কারও জন্যই নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক এবং অতি বড় গোনাহ। কিন্তু বিশেষভাবে কাফেরদের কথা বলে ইশারা করা হয়েছে যে, এ কাজটি মূলত কাফেররাই করতে পারে। কোন মুসলিমের থেকে এরূপ আশা করা যায় না।

২. অর্থাৎ নিজে তো গরীব-দুঃখীর সাহায্য করেই না, অন্যকেও করতে উৎসাহ দেয় না।

৩. নামাযে গাফলতি করার এক অর্থ তো নামায একদম না পড়া। দ্বিতীয়ত এটাও গাফলতির অন্তর্ভুক্ত যে, কেউ নামায পড়ল তো বটে, কিন্তু সহীহ তরীকায় পড়ল না।

৪. অর্থাৎ নামায পড়লেও আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য পড়ে না; বরং উদ্দেশ্য থাকে মানুষকে দেখানো। মূলত এ কাজটি ছিল মুনাফেকদের। যেখানে এ সূরাটি নাযিল হয়েছে, সেই মক্কা মুকাররমায় যদিও কোন মুনাফেক ছিল না, কিন্তু কুরআন মাজীদ যেহেতু সাধারণ নিয়ম বর্ণনা করে থাকে, আর ভবিষ্যতে এ রকম মুনাফেক সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, যেমনটা পরবর্তীকালে মদীনা মুনাওয়ারায় হয়েছে, তাই আগেই এ গোনাহের কথা বর্ণনা করে দিয়েছে।

وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴿٧﴾

৭. এবং অন্যকে মামুলী বস্তু দিতেও অস্বীকার করে।[৫]

---

৫. 'মামুলী জিনিস' –এটা الماعون -এর তরজমা। এ শব্দটি দ্বারাই সূরার নামকরণ করা হয়েছে। মূলত মাঊন এমন সব ছোট-খাট জিনিসকে বলে, যা এক প্রতিবেশী অন্য প্রতিবেশীর কাছে চেয়ে থাকে, যেমন থালা-বাসন ইত্যাদি। পরবর্তীতে শব্দটি আরও ব্যাপক হয়ে যায়, ফলে যে-কোন সাধারণ বস্তুকেই মাঊন বলা হতে থাকে। হযরত আলী (রাযি.) সহ কয়েকজন সাহাবী থেকে বর্ণিত আছে, তারা এর ব্যাখ্যা করেছেন যাকাত, যেহেতু তাও মানুষের সম্পদের মামুলী অংশ (চল্লিশ ভাগের এক ভাগ) হয়ে থাকে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) থেকে এর ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে, এক প্রতিবেশী অপর প্রতিবেশীর কাছে গৃহস্থালীর ব্যবহার্য জিনিস চাইলে তা না দেওয়া।

১০৮ – সূরা কাওছার – ১৫

سُوْرَةُ الْكَوْثَرِ مَكِّيَّةٌ

মক্কী; ৩ আয়াত; ১ রুকু

اٰيَاتُهَا ٣ رُكُوْعُهَا ١

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

اِنَّآ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ۝١

১. (হে রাসূল!) দৃঢ় বিশ্বাস রাখ, আমি তোমাকে কাওছার দান করেছি।[১]

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۝٢

২. সুতরাং তুমি নিজ প্রতিপালকের (সন্তুষ্টি অর্জনের) জন্য নামায পড় ও কুরবানী দাও।

اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ ۝٣

৩. নিশ্চয়ই তোমার যে শত্রু তারই শেকড় কাটা।[২]

---

১. 'কাওছার'-এর শাব্দিক অর্থ প্রভূত কল্যাণ। জান্নাতের একটি বিশেষ হাওজের নামও কাওছার, যা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কর্তৃত্বাধীন থাকবে। তাঁর উম্মত সে পানি দ্বারা পরিতৃপ্ত হবে। হাদীসে আছে, সে হাওজের পেয়ালা আকাশের তারকারাশির মত বিপুল সংখ্যক হবে। এখানে 'কাওছার'-এর অর্থ যদি করা হয় 'প্রভূত কল্যাণ', তবে 'হাওজে কাওছার'-ও তার অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

২. 'শেকড় কাটা' – কুরআন মাজীদের শব্দ হল ابتر। (আবতার) শাব্দিক অর্থ, যার শেকড় কাটা। আরববাসী 'আবতার' শব্দটি এমন লোকের জন্য ব্যবহার করে যার বংশধারা চালু থাকে না, অর্থাৎ যার কোন পুত্র সন্তান থাকে না। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকল পুত্র সন্তান ইন্তেকাল করলে আস ইবনে ওয়াইল ও অন্যান্য কাফেরগণ তাঁর প্রতি কটাক্ষ করে বলতে লাগল, তিনি আবতার, তার বংশ রক্ষা হবে না। তারই জবাবে আল্লাহ তাআলা এ সূরাটি নাযিল করেছিলেন। এতে বলা হয়েছে, আল্লাহ তাআলা তো আপনাকে কাওছার দান করেছেন। আপনার ঔরসজাত পুত্র বেঁচে না থাকলে ক্ষতি কি? আপনার রূহানী পুত্র তো অগণ্য। তারাই আপনার নাম রাখবে এবং আপনার দ্বীন নিয়ে এগিয়ে চলবে। 'আবতার' তো আপনার শত্রুগণ। মৃত্যুর পর তাদের কোন নাম-নিশানা বাকি থাকবে না। বাস্তবে তাই হয়েছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অমর হয়ে আছেন ও থাকবেন। তাঁর নাম বিশ্বের সর্বত্র ভক্তি-শ্রদ্ধার সাথে উচ্চারিত হয়ে থাকে। আলহামদুলিল্লাহ তাঁর পবিত্র জীবন-চরিতের চর্চা একটা জীবন্ত বিষয় হয়ে আছে। অপর দিকে যারা তাঁর নিন্দা করত, তাদেরকে কেউ চেনেও না আর কেউ তাদের নামোল্লেখ করলেও ঘৃণার ও অবজ্ঞার সাথেই করে।

১০৯ – সূরা কাফিরূন – ১৮

سُوْرَةُ الْكٰفِرُوْنَ مَكِّيَّةٌ

মক্কী; ৬ আয়াত; ১ রুকু

اٰيَاتُهَا ٦ رُكُوْعُهَا ١

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ۝١

১. বলে দাও, হে সত্য-অস্বীকারকারীগণ!

لَاۤ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ۝٢

২. আমি সেই সব বস্তুর ইবাদত করি না, যাদের ইবাদত তোমরা কর,

وَلَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُ ۝٣

৩. এবং তোমরা তাঁর ইবাদত কর না যার ইবাদত আমি করি।

وَلَاۤ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ۝٤

৪. এবং আমি (ভবিষ্যতে) তার ইবাদতকারী নই, যার ইবাদত তোমরা কর।

وَلَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُ ۝٥

৫. এবং তোমরাও তার ইবাদতকারী নও, যার ইবাদত আমি করি।

لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ۝٦

৬. তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন এবং আমার জন্য আমার দ্বীন।[১]

---

১. এ সূরাটি নাযিল হওয়ার পটভূমি এই যে, ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা, আস ইবনে ওয়ালীদ প্রমুখ মক্কার কাফের নেতৃবৃন্দ একবার মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এই সমঝোতা প্রস্তাব পেশ করল যে, এক বছর আপনি আমাদের উপাস্যদের ইবাদত করুন, পরের বছর আমরা আপনার মাবুদের ইবাদত করব। অন্য কিছু লোকও এ জাতীয় আরও কিছু প্রস্তাব রেখেছিল, সবগুলো প্রস্তাবের সারকথা ছিল এটাই যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে-কোনভাবে কাফেরদের রীতি অনুযায়ী ইবাদত করতে রাজি হলে উভয় পক্ষের মধ্যে সমঝোতা হতে পারে। তারই পরিপ্রেক্ষিতে এ সূরাটি নাযিল হয় এবং এতে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে দেওয়া হয় যে, কুফর ও ঈমান সম্পূর্ণ আলাদা দুটো জিনিস। তার মধ্যে এ রকম কোন মীমাংসা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়, যা দ্বারা সত্য-মিথ্যার প্রভেদ

ঘুচে যাবে এবং সত্য দ্বীনের সাথে কুফর ও শিরকের মিশ্রণ ঘটে যাবে। হাঁ, তোমরা যদি সত্য কবুল করতে প্রস্তুত না হও, তবে ঠিক আছে, নিজেদের ভ্রান্ত ধর্ম মতে কাজ করতে থাক। যার পরিণাম একদিন তোমাদেরকে ভোগ করতে হবে। আর আমিও আমার নিজ দ্বীনের অনুসরণ করে যাব, যার দায়-দায়িত্ব আমার নিজের। এর দ্বারা বোঝা গেল, অমুসলিমদের সাথে এমন কোন চুক্তি জায়েয নয়, যার ফলে তাদের ধর্মীয় কোন রীতি-রেওয়াজ গ্রহণ করতে হয়। হাঁ নিজ দ্বীনের উপর পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত থেকে তাদের সঙ্গে শান্তিচুক্তি হতে পারে, যেমন সূরা আনফালে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে (৮ : ৬১)।

১১০ – সূরা নাস্‌র – ১১৪

سُوْرَةُ النَّصْرِ مَدَنِيَّةٌ

মাদানী; ৩ আয়াত; ১ রুকু

اٰيَاتُهَا ٣ رُكُوْعُهَا ١

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে[১]

إِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ①

২. এবং তুমি মানুষকে দেখবে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করছে,

وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا ②

৩. তখন তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ তার পবিত্রতা ঘোষণা করো ও তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো।[২] নিশ্চয়ই তিনি অতি ক্ষমাশীল।

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۭ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ③

---

১. এর দ্বারা মক্কা মুকাররমার বিজয় বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ যখন আপনার হাতে মক্কা মুকাররমার বিজয় লাভ হবে। অধিকাংশ তাফসীরবিদের মত অনুযায়ী এ সূরাটি মক্কা বিজয়ের কিছু পূর্বে নাযিল হয়েছিল। এতে এক দিকে তো সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, মক্কা মুকাররমা বিজিত হয়ে যাবে এবং তারপর আরবের মানুষ দলে-দলে ইসলাম গ্রহণ করবে, আর বাস্তবে তাই হয়েছিল; অন্যদিকে চারদিকে ইসলাম বিস্তারের ফলে দুনিয়ায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের উদ্দেশ্য যেহেতু পূরণ হয়ে যাবে, তাই এরপর আর দুনিয়ায় তার বেশি দিন থাকার দরকার নেই। এভাবে এ সূরায় তাঁর আশু ওফাতের দিকেও ইশারা করে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং তাঁকে আদেশ করা হয়েছে, তিনি যেন আল্লাহ তাআলার হামদ ও তাসবীহতে রত হয়ে এবং তাঁর কাছে মাগফিরাত প্রার্থনা করে দুনিয়া হতে বিদায়ের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। যখন এ সূরাটি নাযিল হল, সাহাবায়ে কেরামের অনেকেই এতে প্রদত্ত সুসংবাদের কারণে খুব খুশী হলেন। কিন্তু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা এ সূরা শুনে কাঁদতে শুরু করলেন। তিনি এর কারণ বর্ণনা করলেন যে, এ সূরা দ্বারা বোঝা যাচ্ছে, দুনিয়া থেকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিদায় গ্রহণের দিন কাছে এসে গেছে।

২. যদিও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রকার গোনাহ থেকে পবিত্র ও মাছুম ছিলেন এবং তাঁর অত্যুচ্চ মর্যাদার দৃষ্টিতে কোন ভুল-চুক হয়ে গেলেও সূরা ফাতহ (৪৮ : ২)-এ আল্লাহ তাআলা তা ক্ষমা করে দেওয়ার ঘোষণা করেছেন, তা সত্ত্বেও তাকে ক্ষমা প্রার্থনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে উম্মতকে একথা শিক্ষা দেওয়ার জন্য যে, যখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পর্যন্ত ইস্তিগফার করতে বলা হচ্ছে, তখন অন্যান্য মুসলিমদের তো অনেক বেশি গুরুত্বের সাথে ইস্তিগফারে লিপ্ত থাকা উচিত।

এ সূরার তরজমা ও টীকার কাজ শেষ হলো ১৪ই রমযানুল মুবারক ১৪২৯ হিজরী।

১১১ – সূরা লাহাব – ৬

মক্কী; ৫ আয়াত; ১ রুকু

سُوْرَةُ اللَّهَبِ مَكِّيَّةٌ
اٰيَاتُهَا ٥ رُكُوْعُهَا ١

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. আবু লাহাবের দু'হাত ধ্বংস হোক এবং সে নিজে ধ্বংস হয়েই গেছে।[১]

تَبَّتْ يَدَآ اَبِيْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ①

২. তার সম্পদ ও তার উপার্জন তার কোন কাজে আসেনি

مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ ②

৩. অচিরেই সে লেলিহান আগুনে প্রবেশ করবে[২]

سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ③

---

১. আবু লাহাব ছিল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক চাচা। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ইসলামের দাওয়াত দিলেন, সে তাঁর শত্রু হয়ে গেল। বিভিন্নভাবে সে তাঁকে কষ্ট দিত। তিনি প্রথমবার যখন সাফা পাহাড়ে উঠে খান্দানের লোকদেরকে একত্র করেন এবং তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানান, তখন আবু লাহাব বলেছিল, تبالك! ألهذا جمعتنا؟ 'তুমি ধ্বংস হও! এজন্যই তুমি আমাদেরকে ডেকেছ?' তারই উত্তরে এ সূরাটি নাযিল হয়।

এর প্রথম আয়াতে আবু লাহাবকে অভিশাপ দিয়ে বলা হয়েছে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নয়; বরং আবু লাহাবের দু' হাতই ধ্বংস হোক। আরবী বাগধারায় 'হাত ধ্বংস হওয়া'-এর দ্বারা ব্যক্তির ধ্বংসকেই বোঝানো হয়। তারপর বলা হয়েছে, 'সে তো ধ্বংস হয়েই গেছে' অর্থাৎ তার ধ্বংস হওয়াটা এমনই নিশ্চিত, যেন হয়েই গেছে। সুতরাং বদর যুদ্ধের সাত দিন পর আদাসা (প্লেগের মত একটি রোগ)-এ আক্রান্ত হয়। আরবের লোক ছুত-ছাতে বিশ্বাসী ছিল। যার আদাসা রোগ দেখা দিত, তাকে স্পর্শ করত না। কাজেই সে ওই রোগেই অস্পৃশ্য অবস্থায় মারা যায়। তার লাশে মারাত্মক দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। লোকজন তাকে লাঠি দিয়ে ঠেলে একটা গর্তে মাটিচাপা দিয়ে রাখে (রূহুল মাআনী)।

২. لهب (লাহাব) অর্থ লেলিহান অগ্নিশিখা। তাকে আবু লাহাব বলা হত এ কারণে যে, তার চেহারা আগুনের মত লাল ছিল। কুরআন মাজীদ এস্থলে জাহান্নামের অগ্নিশিখার জন্য এ শব্দটি ব্যবহার করে ইশারা করেছে যে, তাঁর নামের ভেতরই জাহান্নামে দগ্ধ হওয়ার ইঙ্গিত আছে। সেই প্রসঙ্গ ধরেই এ সূরার নাম রাখা হয়েছে সূরা 'লাহাব'।

৪. এবং তার স্ত্রীও,[৩] কাষ্ঠ বহনরত অবস্থায়[৪]

وَّامۡرَاَتُهٗ ؕ حَمَّالَةَ الۡحَطَبِ ۚ﴿۴﴾

৫. গলদেশে মুঞ্জ (তৃণ বিশেষ)-এর রশি লাগানো অবস্থায়।[৫]

فِیۡ جِیۡدِهَا حَبۡلٌ مِّنۡ مَّسَدٍ ٪﴿۵﴾

---

৩. আবু লাহাবের স্ত্রীর নাম ছিল উম্মু জামিল। সেও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘোর শত্রু ছিল এবং এ ব্যাপারে স্বামীর পূর্ণ সহযোগী ছিল। কোন-কোন বর্ণনায় আছে, সে রাতের বেলা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যাতায়াত পথে কাঁটা বিছিয়ে রাখত। এ ছাড়াও নানাভাবে তাঁকে কষ্ট দিত।

৪. 'কাষ্ঠ বহনরত অবস্থায়'-এর দু' রকম ব্যাখ্যা আছে। কোন কোন মুফাসসির বলেন, উম্মে জামিল যদিও অভিজাত পরিবারের নারী ছিল, কিন্তু ছিল ভীষণ কৃপণ। এ কারণেই সে নিজেই জ্বালানি কাঠ বহন করে আনত। কেউ কেউ বলেন, সে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যাতায়াত পথে কাটাযুক্ত ডালপালা ফেলে রাখত। আয়াতের ইশারা সে দিকেই। এ উভয় অবস্থায় কাষ্ঠ বহনের বিশেষণটি ইহ-জীবনের সাথে সম্পৃক্ত। কোন কোন মুফাসসিরের মতে এর দ্বারা তার জাহান্নামে প্রবেশের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ সে কাষ্ঠের বোঝা বহনরত অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করবে। কুরআন মাজীদের শব্দাবলী সাধারণ। এর মধ্যে উভয় ব্যাখ্যারই অবকাশ আছে। আমরা যে তরজমা করেছি তারও এ দু'রকম ব্যাখ্যাই করা যায়।

৫. প্রথমোক্ত ব্যাখ্যা অনুযায়ী, উম্মে জামিল যখন কাষ্ঠ সংগ্রহ করে আনত তখন সে মুঞ্জের রশি দ্বারা তা বেঁধে গলায় ঝুলিয়ে নিত। আর দ্বিতীয় ব্যাখ্যা অনুযায়ী এটাও তার জাহান্নামে প্রবেশের একটা অবস্থা। জাহান্নামে তার গলায় মুঞ্জের রশির মত বেড়ি পরানো থাকবে।

১১২ – সূরা ইখলাস – ২২

سُوۡرَةُ الۡاِخۡلَاصِ مَكِّيَّةٌ

মক্কী; ৪ আয়াত; ১ রুকু

اٰيَاتُهَا ٤ رُكُوۡعُهَا ١

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

قُلۡ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۚ﴿۱﴾

১. বলে দাও,[১] কথা হল– আল্লাহ সব দিক থেকে এক।[২]

اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۚ﴿۲﴾

২. আল্লাহই এমন যে, সকলে তাঁর মুখাপেক্ষী, তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন।[৩]

لَمۡ يَلِدۡ ۙ وَلَمۡ يُوۡلَدۡ ۙ﴿۳﴾

৩. তার কোন সন্তান নেই এবং তিনিও কারও সন্তান নন[৪]

---

১. কোন কোন কাফের মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিল, আপনি যে মাবুদের ইবাদত করেন তিনি কেমন? তার নাম-ধাম, বংশ-পরিচয় কী? তার পরিচিতি তো বর্ণনা করুন। তারই উত্তরে এ সূরা নাযিল হয়েছে।

২. 'আল্লাহ সব দিক থেকে এক' -এর দ্বারা احد শব্দের তরজমা করার চেষ্টা করা হয়েছে। কেবল 'এক' বললে এর সম্পূর্ণ মর্ম আদায় হয় না। 'সব দিক থেকে এক'-এর ব্যাখ্যা এই যে, তাঁর সত্তা এক। তাঁর কোন অংশ নেই, খণ্ড নেই। তাঁর গুণাবলীও এমন যে, তা আর কারও মধ্যে পাওয়া যায় না। এভাবে তিনি নিজ সত্তার দিক থেকেও এক, গুণাবলীর দিক থেকেও এক।

৩. 'সকলে তাঁর মুখাপেক্ষী, তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন' –এটা الصمد -এর তরজমা। এ শব্দের মর্মও কোন এক শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। আরবীতে الصمد বলে তাকে, মানুষ নিজেদের বিপদ-আপদ ও সমস্যাদিতে সাহায্যের জন্য যার শরণাপন্ন হয় এবং সকলে যার মুখাপেক্ষী থাকে, কিন্তু সে নিজে কারও মুখাপেক্ষী থাকে না। সাধারণত সংক্ষিপ্তভাবে এ শব্দের তরজমা করা হয় 'বেনিয়ায'। কিন্তু তা দ্বারা শব্দটির কেবল এই দিকই প্রকাশ পায় যে, তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন। কিন্তু সকলেই যে তার মুখাপেক্ষী সে দিকটি এর দ্বারা আদায় হয় না। তাই এখানে বিশেষ একটি শব্দ দ্বারা তরজমা না করে সম্পূর্ণ মর্ম বর্ণনা করা হয়েছে।

৪. যারা ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ তাআলার কন্যা বলত অথবা হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম বা হযরত উযায়ের আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাআলার পুত্র বলত, এ আয়াত দ্বারা তাদেরকে রদ করা হয়েছে।

৪. এবং তার সমকক্ষ নয় কেউ।[৫]

وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۝٤

---

৫. অর্থাৎ এমন কেউ নেই, যে কোন ব্যাপারে তাঁর সমকক্ষতা দাবি করতে পারে। সূরাটির এ চার আয়াত দ্বারা আল্লাহ তাআলার তাওহীদকে অত্যন্ত পূর্ণাঙ্গরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম আয়াত দ্বারা বহু-ঈশ্বরবাদী তথা যারা একের বেশি মাবুদে বিশ্বাস করে তাদেরকে রদ করা হয়েছে। দ্বিতীয় আয়াতে তাদের ধ্যান-ধারণা খণ্ডন করা হয়েছে, যারা আল্লাহ তাআলাকে এক জানা সত্ত্বেও অন্য কাউকে বিপদাপদ থেকে উদ্ধারকারী, প্রয়োজন সমাধাকারী, মনোবাঞ্ছা পূরণকারী ইত্যাদি বলে বিশ্বাস করে। তৃতীয় আয়াতে রদ করা হয়েছে তাদেরকে, যারা বিশ্বাস করে আল্লাহ তাআলার সন্তান-সন্ততি আছে। চতুর্থ আয়াতে সেই সব লোকের বিশ্বাস খণ্ডন করা হয়েছে, যারা মনে করে আল্লাহ তাআলার যে-কোনও গুণ একই রকমভাবে অন্য কারও মধ্যেও থাকতে পারে। যেমন মাজুসী সম্প্রদায় বলত, আলোর স্রষ্টা একজন এবং অন্ধকারের অন্যজন। এমনিভাবে মঙ্গল এক খোদা সৃষ্টি করে এবং অমঙ্গল অন্য খোদা। এভাবে এই সংক্ষিপ্ত সূরাটি সব রকমের শিরককে ভ্রান্ত সাব্যস্ত করতঃ খালেস ও বিশুদ্ধ তাওহীদকে সপ্রমাণ করেছে। এ কারণেই এ সূরাকে সূরা ইখলাস বলা হয়।

একটি সহীহ হাদীসে আছে, সূরা ইখলাস কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ। বাহ্যত তার কারণ এই যে, কুরআন মাজীদ মৌলিকভাবে তিনটি আকীদার প্রতি বেশি জোর দিয়েছে- তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাত। সূরা ইখলাসে এ তিনটির মধ্য হতে তাওহীদকে সুস্পষ্ট করে দিয়েছে। বিভিন্ন হাদীসে এ সূরাটি তিলাওয়াতেরও অনেক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে।

১১৩ – সূরা ফালাক – ২০

سُوْرَةُ الْفَلَقِ مَكِّيَّةٌ

মাদানী; ৫ আয়াত; ১ রুকু

اٰيَاتُهَا ٥ رُكُوْعُهَا ١

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝١

১. বল,[১] আমি ভোরের মালিকের আশ্রয় গ্রহণ করছি

مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝٢

২. তিনি যা-কিছু সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট হতে

وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۝٣

৩. এবং অন্ধকার রাতের অনিষ্ট থেকে, যখন তা ছেয়ে[২] যায়

وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِي الْعُقَدِ ۝٤

৪. এবং সেই সব ব্যক্তির অনিষ্ট হতে, যারা (তাগা বা সুতার) গিরায় ফুঁ দেয়[৩]

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۝٥

৫. এবং হিংসুকের অনিষ্ট হতে, যখন সে হিংসা করে।

---

১. কুরআন মাজীদের এই শেষের দুই সূরাকে 'মুআউবিযাতায়ন' বলা হয়। এ সূরা দু'টি নাযিলের প্রেক্ষাপট এই যে, ইয়াহুদীরা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যাদু করার চেষ্টা করেছিল। তাদের যাদুর কিছু ক্রিয়া তাঁর উপর প্রকাশও পেয়েছিল। তখন এ সূরা দু'টি নাযিল করা হয়। যাদু-টোনা থেকে হেফাজতের জন্য তাকে এ সূরা দু'টিতে ব্যবহৃত শব্দাবলীর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার কাছে আশ্রয় গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়। কিছু হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, এ সূরা দু'টি পাঠ করে দম করলে যাদুর ক্রিয়া নষ্ট হয়ে যায়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে শোওয়ার আগে এ দু'টি পড়ে নিজের হাতে দম করতেন তারপর সেই হাত দ্বারা সমস্ত শরীর মুছতেন।

২. বিশেষভাবে অন্ধকার রাতের অনিষ্ট হতে পানাহ চাওয়া হয়েছে এ কারণে যে, যাদুকরগণ তাদের কর্মকাণ্ড সাধারণত রাতের অন্ধকারেই করে থাকে।

৩. 'ব্যক্তি' শব্দ দ্বারা পুরুষ ও নারী উভয়কেই বোঝানো হয়েছে। যাদুকর পুরুষও হয়, নারীও এবং উভয় শ্রেণীর যাদুকরই সুতা বা তাগায় গিরা দিয়ে তাতে মন্ত্র পড়ে ফুঁ দিয়ে থাকে। এ আয়াতে তাদের অনিষ্ট থেকে পানাহ চাওয়া হয়েছে।

১১৪ – সূরা নাস – ২১

سُوْرَةُ النَّاسِ مَكِّيَّةٌ

মাদানী; ৬ আয়াত; ১ রুকু

اٰيَاتُهَا ٦ رُكُوْعُهَا ١

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۙ ①

১. বল,[১] আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি সমস্ত মানুষের প্রতিপালকের–

مَلِكِ النَّاسِ ۙ ②

২. সমস্ত মানুষের অধিপতির

اِلٰهِ النَّاسِ ۙ ③

৩. সমস্ত মানুষের মাবূদের[২]

مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۙ الْخَنَّاسِ ۙ ④

৪. সেই কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট হতে, যে পেছনে আত্মগোপন করে[৩]

الَّذِيْ يُوَسْوِسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۙ ⑤

৫. যে মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয়,

مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۧ ⑥

৬. সে জিনদের মধ্য হতে হোক বা মানুষের মধ্য হতে।[৪]

---

১. পূর্বের সূরার ১নং টীকা দেখুন।

২. অর্থাৎ আশ্রয় গ্রহণ করছি আল্লাহ তাআলার, যিনি সকলের প্রতিপালক, প্রকৃত অর্থে সকলের বাদশাহ এবং সকলের সত্যিকারের মাবুদ।

৩. একটি নির্ভরযোগ্য হাদীসে আছে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে-কোনও শিশু জন্মগ্রহণ করে, কুমন্ত্রণাদাতা (শয়তান) তার অন্তরে চেপে বসে। যখন সে বুঝদার হয়, তখন যদি আল্লাহ তাআলার যিকির করে, তবে সে কুমন্ত্রণাদাতা পেছনে অদৃশ্য হয়ে যায়। আবার যখন গাফেল হয়ে যায়, ফিরে এসে কুমন্ত্রণা দেয়। (রূহুল মাআনী; হাকীম, ইবনুল মুনযির ও যিয়া'র বরাতে)।

৪. সূরা আনআমে (৬ : ১১২) বলা হয়েছে, শয়তান যেমন জিন্নদের মধ্যে হয়, তেমনি মানুষের মধ্যেও হয়। তবে জিন্ন শয়তানদেরকে চোখে দেখা যায় না। তারা অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয়। আর মানুষ শয়তানদেরকে চোখে দেখা যায়। তারা এমন সব কথাবার্তা বলে, যা শুনলে অন্তরে নানা রকমের কুচিন্তা জাগ্রত হয়। তাই এ আয়াতে উভয় রকম কুমন্ত্রণাদাতা থেকে আল্লাহ তাআলার আশ্রয় চাওয়া হয়েছে।

এ সূরায় যদিও শয়তানের কুমন্ত্রণা দেওয়ার শক্তির কথা জানানো হয়েছে, কিন্তু সেই সঙ্গে আল্লাহ তাআলার কাছে আশ্রয় প্রার্থনার নির্দেশ দিয়ে এটাও স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলার কাছে পানাহ চাইলে এবং তাঁর যিকির করলে শয়তান দূরে সরে যায়। সূরা নিসায় (৪ : ৭৬) বলা হয়েছে, তার কৌশল দুর্বল এবং তার এ শক্তি নেই যে, মানুষকে গোনাহ করতে বাধ্য করবে। সূরা ইবরাহীমে (১৪ : ২২) খোদ শয়তানের স্বীকারোক্তি বর্ণনা করা হয়েছে যে, 'মানুষের উপর আমার কোন আধিপত্য নেই'। বস্তুত শয়তান যে মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করে এটা মানুষের জন্য এক পরীক্ষা। যে ব্যক্তি তার ধোঁকায় পড়তে অস্বীকার করে এবং এজন্য আল্লাহ তাআলার কাছে পানাহ চায়, শয়তান তার কোন ক্ষতি করতে পারে না।
কুরআন মাজীদের সূচনা হয়েছিল সূরা ফাতিহা দ্বারা। তাতে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ও গুণাবলী উল্লেখ করার পর তাঁরই কাছে সরল পথের হেদায়াত দান করার জন্য দোয়া করা হয়েছিল। এবার সমাপ্তি টানা হয়েছে সূরা 'নাস' দ্বারা। এতে শয়তানের অনিষ্ট থেকে পানাহ চাওয়া হয়েছে। এভাবে সরল পথে চলার ক্ষেত্রে শয়তানের পক্ষ হতে যে বাধার সৃষ্টি হতে পারত, তা অপসারণের পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে নফস ও শয়তান- উভয়ের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন- আমীন।

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা নিজ ফযল ও করমে আজ ১৭ই রমযানুল মুবারক ১৪২৯ হিজরী মোতাবেক ১৮ই সেপ্টেম্বর ২০০৮ খ্রি. তারিখে কুরআন মাজীদের এ খেদমতকে সমাপ্তিতে পৌছিয়েছেন (অনুবাদের কাজ শেষ করিয়েছেন আজ ২৯ শে মহররম ১৪৩২ হিজরী মোতাবেক ৫ই জানুয়ারি ২০১১ খ্রি.)।
হে আল্লাহ! কোনও মুখ ও কোনও কলম আপনার শোকর আদায়ের ক্ষমতা রাখে না। কত মহান আপনি! এক মূল্যহীন বিন্দুকে আপনার মহা মর্যাদাবান কালামের খেদমত করার সৌভাগ্য দিয়েছেন!
হে আল্লাহ! আপনি যখন এ তাওফীক দিয়েছেন তখন মেহেরবাণী করে একে কবুলও করে নিন। এর উছিলায় এই অকর্মণ্য তরজমাকারীর জন্য কবর থেকে হাশর পর্যন্ত প্রতিটি ধাপকে সহজ করে দিন এবং এ খেদমতকে আখেরাতের পুঁজি বানিয়ে দিন। পাঠকের অন্তরে এর মাধ্যমে কুরআন মাজীদকে বোঝার, এর উপর আমল করার এবং এর মহিমান্বিত বার্তা ও আবেদনকে সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়ার প্রেরণা সৃষ্টি করে দিন। (হে আল্লাহ! এই একই দোয়া অধম গোনাহগার অনুবাদকও আপনার দরবারে করছে। মেহেরবাণী করে কবুল করে নিন)- আমীন।

اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْاَلُكَ اَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ الْعَظِيْمَ رَبِيْعَ قُلُوْبِنَا وَجَلَاءَ اَحْزَانِنَا وَذَهَابَ هُمُوْمِنَا، وَاَنْ تُخَلِّطَهُ بِلُحُوْمِنَا وَدِمَائِنَا وَاَسْمَاعِنَا وَاَبْصَارِنَا وَتَسْتَعْمِلَ بِهٖ اَجْسَادَنَا، وَاَنْ تُذَكِّرَنَا مِنْهُ مَا نَسِيْنَا وَتُعَلِّمَنَا مِنْهُ مَا جَهِلْنَا، وَارْزُقْنَا تِلَاوَتَهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، وَاجْعَلْهُ لَنَا حُجَّةً يَّا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ- وَصَلِّ اللّٰهُمَّ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْكَرِيْمِ الْاَمِيْنِ، اَلْمَبْعُوْثِ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ، وَعَلٰى آلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ، وَعَلٰى كُلِّ مَنْ تَبِعَهُمْ بِاِحْسَانٍ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ- آمِيْنَ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ-

ঘোষণা

আমাদের মুদ্রিত তাফসীর "তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন"-এর আরবী অংশ (মূল– আল কুরআনুল কারীম) আন্তর্জাতিক মানের একটি বিদেশী প্রকাশনা সংস্থা থেকে প্রকাশিত তাফসীর থেকে ফটোকপি করে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পেষ্টিং ও বার বার চেকিং করা হয়েছে।

এতদসত্ত্বেও অনেক সময় প্লেট থেকে লেখা উঠে কিংবা কোন কিছু লেগে মুদ্রণপ্রমাদের কারণ হয়। আবার কোন কোন সময় বাইন্ডারের অসতর্কতায় ফর্মা আগ-পিছ হয়ে কিংবা বাদ পড়ে অসংগতির সৃষ্টি করে। এ ধরনের কোন কিছু কারো দৃষ্টিগোচর হলে আল্লাহ্পাকের নির্ভুল শাশ্বত কালামকে মুদ্রণপ্রমাদ মুক্ত করার কাজে সহযোগিতা করে সওয়াব অর্জনের নিয়তে আমাদেরকে জানিয়ে দেয়ার সবিনয় অনুরোধ করছি। আমরা এ ধরনের মুদ্রণপ্রমাদ ও অসংগতি সম্পর্কে অবগত হওয়ার সাথে সাথে ইনশাআল্লাহ সংশোধনের ব্যবস্থা নিবো।

আল্লাহ্পাক আমাদেরকে সহীহভাবে কুরআনে কারীমের খেদমত করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

কর্তৃপক্ষ

মাকতাবাতুল আশরাফ
ইসলামী টাওয়ার, দোকান নং ৫
১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবা: ০১৭১২-৮৯৫৭৮৫
ফোন : ৭১৬৪৫২৭

www.islam-inlife.com/bangla